আয়ুর্ব্বেদ

২৩৬৪

আর্য্যচিকিৎসাবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচক।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস,

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম, বি,

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ,

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কবিরত্ন

মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

৪র্থ বর্ষ

(সন ১৩২৬ আশ্বিন হইতে ১৩২৭ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

কলিকাতা

২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

২০৯নং গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে

প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ৩।৵০

চতুর্থ বর্ষের প্রবন্ধ সূচী

(বর্ণমালানুসারে)

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—আশ্বিন। | ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

—:*:—

(শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত)

দ্যুলোক হইতে ভূলোকে চিকিৎসা প্রথম শিক্ষা যাঁ'র,
দীক্ষা যাঁহারি পীড়িতের তরে নাশিতে রোগের ভার।
ব্যাধি-প্রপীড়িত সমগ্র বিশ্ব দেখিয়া ব্যথিত প্রাণে,
শিক্ষা যাঁহারি আয়ুর্ব্বেদ ইন্দ্র-সন্নিধানে,—
তাঁহার চরণে আবার স্মরণ লইতেছি নববর্ষে,
এস ভরদ্বাজ ! কর আশীর্ব্বাদ, বিশ্ব মাতুক হর্ষে।

এস আত্রেয়, এস ঋষিগণ ! রক্ষিতে নিখিলবাসী,
এস অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ—লইয়া আশীষ রাশি।
এস পরাশর, এস গো হারীত, এস ঋষি ক্ষারপাণি,
অনন্তদেব, এসগো আবার লইয়া "চরক" খানি।
এস ধন্বন্তরি—দিবোদাস রূপে লইয়া সহস্র শিষ্য,
বিশ্ব মাঝারে ফুটিয়া উঠুক আবার মধুর দৃশ্য।

"অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা" লইয়া সৌম্য মুরতি ধ'রি,
এস গো 'বাভট', তোমার চরণে কোটী নমস্কার করি'।

এস গো সুশ্রুত—শারীর বিদ্যা প্রথম প্রচার যাঁ'র,
তোমার চরণে গললগ্নী হ'য়ে প্রণিপাত বারবার।
প্রাচীন কাহিনী নূতন করিয়া শুনাইব নববর্ষে,
(ওগো) কর আশীর্ব্বাদ সকলে মিলিয়া—বিশ্ব মাতুক হর্ষে।

আমাদের কথা।

—:*:—

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

দিনের পর দিন যাইল, মাসের পর মাস কাটিল, এমনই করিয়া আবার একটি বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমাদের বড় আশার—বড় আকাঙ্ক্ষার—বড় সাধের—বড় আদরের "আয়ুর্ব্বেদে"রও এমনই করিয়া আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল,—"আয়ুর্ব্বেদ" তৃতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিল।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কামনায় আয়ুর্ব্বেদীয় মাসিক পত্র ইতঃপূর্ব্বে কয়েকখানি বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার প্রায় সকল গুলিই অকালে কাল-কবলিত হইয়াছে। "চিকিৎসাসম্মিলনী"র অস্তিত্ব নাই,—"সমীরণ" বন্ধ হইয়া গিয়াছে, "আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা" বিলুপ্ত, বৈদ্যসঞ্জীবনী" ও জীবন হারা। কিন্তু ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে, ২টি কারণ স্বভাবতঃই উপলব্ধি হয়। ১ম—দেশবাসী চিকিৎসক মণ্ডলী চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রের নিকট যে ধরণের সন্দর্ভাদির প্রত্যাশা করিয়া থাকেন, এ মাসিক পত্রগুলি হয় সেভাবে পরিচালিত হয় নাই; না হয় বৈদ্যক চিকিৎসার উন্নতি কামনায় জ্ঞান-গভীরগবেষণা সম্ভূত প্রবন্ধাদির প্রচার কল্পে বৈদ্যজাতি আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ প্রদানে অনভ্যস্ত। আমাদের অনুমানের দুইটি কারণই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। বিশেষতঃ শেষোক্ত কারণটি যে "আয়ুর্ব্বেদে"র অদৃষ্টেও খাটিতেছেনা, তাহা নহে, আমরা সেটুকু উপলব্ধি করিয়াই আয়ুর্ব্বেদের নীরস কথাগুলিকে সরস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। বৈদ্য চিকিৎসক ভিন্ন অনেক ডাক্তার, ব্যবহারজীবী এবং দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি এইজন্যই "আয়ুর্ব্বেদের" গ্রাহক থাকিয়া ইহা যথারীতি পাঠ করিয়া থাকেন। গত তিন বৎসর কাল "আয়ুর্ব্বেদ" এই ভাবেই পরিচালিত হইয়াছে।

বাস্তবিক আয়ুর্ব্বেদীয় প্রসঙ্গ করিতে হইলে শুধু যে চিকিৎসার কথাই বলিতে হইবে, ব্যাধির নিদান বলিতে হইবে, রোগ-প্রশমনের উপায় বিধিই বলিতে হইবে,—ব্যাধি প্রপীড়িত আর্ত্তগণের কিরূপ ঔষধে—কিরূপ নিয়মে—

কিরূপ পথ্যে চলা উচিত—এই সকল কথারই আলোচনা করিতে হইবে এবং তাহা করিলেই এ সম্বন্ধে সকল কথা বলা হইবে, এমন ধারণা ঠিক নহে,—আয়ুর্ব্বেদের কথা সাধারণকে বুঝাইতে হইলে, রোগ প্রতীকারের উপায়-বিধির মত যাহাতে লোকে ব্যাধি প্রপীড়িত না হয়, ঋষি প্রদর্শিত নিয়ম সকল পালন করিয়া—অবহিত চিত্তে শাস্ত্রোপদেশ রক্ষা করিয়া—সদাচার ও সদ্বৃত্তিপরায়ণ হইয়া যাহাতে দেশবাসী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, এক কথায় রোগাক্রমণের প্রতিষেধক বিধি সকলই সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদের সেবা করিতে গিয়া আমরা সেই বিষয়টির উপরই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিয়া থাকি।

দেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, অধুনা বঙ্গজননীর অধিকাংশ সন্তানই রোগের যন্ত্রণায় কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, নিত্য নূতন নূতন রোগাসুরের তাণ্ডব লীলায় বঙ্গজননী কিরূপ ভীতা কম্পিতা.—সে কথা তো আর কাহাকেও নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালা শ্মশান হইয়াছে, ওলা-দেবীর কৃপায় প্রতি বৎসর বঙ্গমাতার অসংখ্য অসংখ্য সন্তান অকালে কালকবলিত হইতেছে, —ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, বাঙ্গালায় সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—ইহার জন্য তো প্রতীকারের চিন্তা করিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সেই সকল রোগের আক্রমণ হইতে বাঙ্গালী যাহাতে অব্যাহত থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টা যে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। ঘরে আগুণ লাগিলে জল ঢালিয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা আগুণ লাগিবার পূর্ব্বে সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তব্য নহে কি? আমরা সে কথাটা আগে ভাবি নাই, সেই জন্যই তো আজি বাঙ্গালার এই অবস্থা।

আসল কথা—দেশের এই দুর্দ্দিনে আধি-ব্যাধির লীলা নিকেতন বঙ্গমাতার সন্তানদিগকে আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইলে সংসার পরিচালনা বিষয়ে আবার তাহাদিগকে সাবেক পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে, সাবেক সরণীর অনুসরণ ভিন্ন তাহার যে আর গত্যন্তর নাই—এ কথাটি তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে বুঝিতে হইবে। —গত তিন বৎসরে—আমরা সেই উদ্দেশ্য লইয়াই আয়ুর্ব্বেদ পরিচালন করিয়াছি—এবং এখনও তাহাই করিব। আমাদের পুরাতন পাঠকগণ আমাদের সঙ্কল্প অবগত আছেন,—নূতন পাঠকদিগকে আমাদের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিবার জন্য আমাদের সেই পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া—আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কার কর্ত্তা দেবতাদিগকে ও ও প্রচার কর্ত্তা আর্য্য ঋষিমণ্ডলীকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, আবার কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম, দেবতা ও ঋষিমণ্ডলী আমাদিগের সহায় হউন—ইহাই গুরুজনের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি।

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

আবার মহা পূজার সাড়া পড়িল। জগজ্জননী আনন্দময়ীর আগমনের বার্ত্তা বঙ্গবাসীকে জানাইবার জন্য ললিত-বিভাসের আলাপে আবার নহবতের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মায়ের শ্রীচরণ-সরোজে স্থান পাইবে বলিয়া রক্তজবা গর্ব্বভরে আবার ফুটিয়া উঠিল। কুমুদ-কহ্লারও রক্তজবার মত কৃতকৃতার্থ হইবার বদ্ধ সংস্কারে মধুর হাস্যে আস্য বিকাশ করিতে লাগিল।

মা আসিতেছেন—এ হেন মধুর দিনে বাঙ্গালীর আর আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। চিরকর্ম্মক্লান্ত-বাঙ্গালী কয়দিনের জন্য বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিবে,—প্রিয়জন-সন্দর্শনে বহুদিনের অদর্শন জনিত কত আবেগ উচ্ছ্বাস—কত মর্ম্মব্যথা—কত পুরাতন কাহিনী প্রকাশ করিয়া, কত মধুর আনন্দ—কত অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করিবে, পতি, পত্নীর সহিত, পিতা, পুত্রের সহিত, ভ্রাতা, ভগ্নীর সহিত, সখা, সুহৃদের সহিত, মিত্র, বান্ধবের সহিত, প্রবাসী, স্বদেশীর সহিত মিলিত হইবে,—কত কথা—কত কাহিনী—কত গল্প—কত পরামর্শ—কত আকাঙ্ক্ষা—কত কামনা—পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানে পরস্পরে পরম সুখ—চরম স্ফূর্ত্তি—প্রাণভরা তৃপ্তি উপলব্ধি করিবে। কত হাসি ছুটিবে, কত আবেগ উঠিবে, কত উচ্ছ্বাস বহিবে। মা এই রঙ্গ দেখাইবার জন্যই বর্ষে বর্ষে বঙ্গে আগমন করিয়া থাকেন। এবারও আসিতেছেন। তাই তাঁহার আগমনের সাড়া পাইয়া বঙ্গবাসী আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বর্ষের মত এবার যে আর হর্ষভরে মাতিয়া উঠিতেছে না। সে আনন্দের আবেগ, সে সুখের স্ফূর্ত্তি,—সে প্রাণভরা তৃপ্তি—এবার যে দৈন্য-দারিদ্র্যে তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালী উদরপূর্ত্তির উপযুক্ত অশন পাইতেছে না,—লজ্জা রক্ষার মত তথা ভদ্রতা রক্ষার উপযোগী বসন পাইতেছে না,—অশন-বসনের সকল সামগ্রীই সম্মুখে রহিয়াছে,—কিন্তু দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন ক্রয় করিয়া সাধ পূর্ণ করিবার সক্ষমতা নাই,—তাহার উপর ম্যালেরিয়া-কলেরা ইনফ্লুয়েঞ্জার তাণ্ডব নৃত্যে বাঙ্গালী গত বৎসর যেরূপ চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছে, তাহাতে জগজ্জননী আনন্দময়ীর আগমনের সাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিলেও প্রাণখুলিয়া এবার যে আর বাঙ্গালী আনন্দে মাতিতে পারিতেছে না।

রোগের জ্বালা—শোকের জ্বালা, তাহার উপর সর্ব্বাপেক্ষা পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল বদন ব্যাদানে সমগ্র বঙ্গ যে এবার ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য তণ্ডুল হইতে সমস্ত দ্রব্যই যে দুর্ম্মূল্য। বাঙ্গালী পেটের ভাত—পরনের কাপড় সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। পূজার আনন্দে বাঙ্গালী মাতিবে কি করিয়া! সেইজন্য আনন্দময়ীর আগমনে এবার অনেকেই আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ উপভোগ করি-

তেছে। বালসুলভ-চাপল্যের আকাঙ্ক্ষা—ধনী-দরিদ্র বিচার করিতে পারে না, অবস্থা-হীন দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালীর সন্তান-সন্ততি মহামায়ায় পূজার সময় নূতন বেশ বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষায় যে সারা বৎসর উৎফুল্ল হইয়া রহিয়াছে, এবার দরিদ্র বাঙ্গালী-জনকের পক্ষে তাহাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার সামর্থ্য নাই। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে সংসার-সমুদ্রে নানা ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়াও কতক কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় এবং কতক ঋণ করিয়াও যাঁহারা কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন ঘটাপূর্ণ তত্ত্বের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাঁহাদের সন্ততিগণ তাঁহাদের কোপপ্রবণা শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর কোপ নয়নে পতিতা হইবেন, কিন্তু অবস্থার ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই। জমীদারের খাজনা, উত্তমর্ণের ঋণের সুদ, বিপণীর মহাজন-দিগের প্রাপ্য—মহাপূজার সাড়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলই পরিশোধ করিবার ব্যবস্থা বঙ্গের চিরন্তন রীতি। কিন্তু এবার এই দুর্ব্বৎসরে বাঙ্গালী ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া সে ব্যবস্থা করিবে কি করিয়া! কাজেই মায়ের আগমনে বাঙ্গালী এবার সত্য সত্যই আকুল হইয়া পড়িয়াছে।

যে সকল ভক্ত সাধক সারা বৎসর প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াও অতি কষ্টে বর্ষে বর্ষে জনজ্জননীকে জীর্ণ আট-চালায় আনিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়া থাকেন, যাঁহাদের কল্যাণে কত পল্লীবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা আদ্যাশক্তির স্বরূপ দর্শনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন,—তাঁহাদিগের মধ্যে এবার অনেকেরই পুণ্য আটচালার শূণ্য বেদিকা পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে মাত্র। ফলে বিশ্ব-মাতার আরাধনা করিতে না পারিয়া,—জবা বিল্বদলে জগন্মাতার পূজা করিতে না পারিয়া,—পরমামৃত—বিশ্ব জননীর চরণামৃত ভক্তিভরে পান করিতে না পারিয়া, এবার যে কত ভক্তের প্রাণ আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

কত নবোঢ়া পত্নী—পতি সন্দর্শন কামনায় আশাপথ চাহিয়াছিল, অনেকের সে আশা এবার অপূর্ণই থাকিল, দারুণ অর্থ কষ্টে নব বিবাহিত স্বামী এবার যুবতী বনিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিলেন না, শুধু প্রীতিপূর্ণ পত্র লিখিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন। কত পতিগত প্রাণা পত্নী —স্বামী সন্দর্শন জনিত অপার সুখ উপভোগে ধন্যমনা হইলেন বটে, কিন্তু পূজা উপলক্ষ্যে তাঁহাদিগের প্রার্থিত দ্রব্য সম্ভার প্রাপ্তির অভাবে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণমনাও হইলেন। কত যুবতী অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার এক সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীর সহিত "সখিত্ব" সম্পর্কে কুটুম্বিতা পাতাইয়াছিলেন, যাঁহার সহিত সে সম্পর্ক পাতান হইয়াছিল, তিনি জানিতেন, সখীর স্বামী দূর প্রবাসের একজন গণ্যমান্য চাকরে পুরুষ,—বঙ্গে মায়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবান উপ-ঢৌকন পাইয়া তিনি কিছু লাভবতী হইবেন, কিন্তু তাঁহার সে কামনা এবার অপূর্ণই থাকিল, সখীর স্বামী এবার ব্যয় বাহুল্যে এরূপ ক্লিষ্ট যে, পত্নীর মনস্তুষ্টি করিতে তাঁহার নূতন উপকুটম্বিনীর জন্য একখানি বস্ত্র পর্য্যন্তও আনিতে পারেন নাই।

ফলে এবার দেশের বড়ই দুর্দ্দিন। আনন্দ-ময়ীর আগমনে বাঙ্গালী এবার প্রতিকার্য্যে—প্রতি বিষয়েই নিরানন্দ উপলব্ধি করিতেছে। বাঙ্গালীর মনে সুখ নাই, হৃদয়ে বল নাই, প্রাণে স্ফূর্ত্তি নাই, চিত্তে শান্তি নাই,—অশান্ত

হৃদয়ে বঙ্গ জননীর অনেক সন্তানই এবার আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। "সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা"—বঙ্গ জননীর সন্তানগণ এবার অন্নাভাবে যে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, এই নিরানন্দের কারণই তাহাই।

কিন্তু মা বিশ্বরূপিণী! তোমার আগমনে বিশ্ববাসীর দুঃখ-কষ্ট—দৈন্য-দারিদ্র্য—সবই যে অপনোদিত হইবার কথা মা! তুমি যে মা অন্নপূর্ণা! দুর্গতি দূর করিবার জন্যই 'দুর্গা'—নাম ধরিয়াছ। দেশের এই ভীষণ দুর্গতি দূর করিয়া, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে বাঙ্গালায় আগমন করিয়া, তোমার অকৃতি সন্তানগণের সকল কষ্ট—সর্ব্ব প্রধান অন্নকষ্ট অপনয়ন কর না মা! অথবা রঙ্গময়ী—তুমি রঙ্গ দেখিতেছ,—তোমার সন্তানগণ তোমাকে ভুলিয়া. তোমার শাস্ত্রাদেশ ভুলিয়া,—অখাদ্য-কুখাদ্য—অমিত্র-অহিত দ্রব্যসকল ভক্ষণ করিয়া— আর্য্য সন্তান অনেক বিষয়েই অনার্য্যের মত আচরণ অবলম্বনে এতদিন যে পাপ পণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, তাহারই ফলভোগের জন্য—আজি তাহার এই ভীষণ অবস্থা, সেইজন্য ভীষণ অবস্থা সন্দর্শন করিয়াও তুমি তাহার প্রতিকারকল্পে চেষ্টাবতী না হইয়া রঙ্গ দেখিতেছ। কিন্তু সকরুণ হৃদয়া দয়াবতী জননী আমার! আর যে তোমার রঙ্গ দেখিবার সময় নাই, বাঙ্গালা যে ছারখারে যাইবার উপক্রম হইয়া পড়িল,—আর রঙ্গ দেখিলে চলিবে না,—রোগ হইয়াছে—ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে—ঔষধই রোগের প্রতীকারের উপায়। জননী আমার! রঙ্গ ছাড়িয়া, রোগ বুঝিয়া, বাঙ্গালীকে ইহা তাহার কৃতকর্ম্মের ফল উপলব্ধি করাইয়া—তাহার প্রাণে অনুশোচনার বীজমন্ত্র প্রয়োগ কর—অনুতাপে প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয় জর্জ্জরিত হউক—সেকালের সদাচার-নিরত শুদ্ধস্বভা বাঙ্গালীর মত এ কালের বাঙ্গালী আবার পূর্ব্ব অভ্যাসে অভ্যস্ত হউক,—স্বধর্ম্ম ত্যাগী—স্বকর্ম্ম ত্যাগী বাঙ্গালী সন্তান আবার সনাতন ধর্ম্মে—স্বজাতির কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হউক—বাঙ্গালা হইতে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী হুঙ্কার ছাড়িয়া পলায়ন করিবে,—বাঙ্গালার দুঃখ-দারিদ্র্য অপনোদিত হইবে,—অধুনা অস্থিকঙ্কাল সর্ব্বস্ব-দৈন্য-কষ্টের আকর স্থল বঙ্গভূমি—আবার সোনার বাঙ্গালা নাম ধারণ করিয়া—মাতৃ পূজায় আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে বিমলানন্দ লাভে সমর্থ হইবে।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী এম-এ, এল, এম-এস)

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কালকে চারিটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ—দৈবকাল; দ্বিতীয়তঃ

—আর্ষকাল বা সংহিতা কাল; তৃতীয়তঃ—সংগ্রহ কাল, চতুর্থতঃ—অবনতি কাল। বর্ত্তমান সময়কে আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের আরম্ভকালও বলা যাইতে পারে।

দৈবকাল—প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মা নিখিল জীবের আরোগ্যপ্রদ শাশ্বত আয়ুর্ব্বেদ স্মরণ করিয়া লক্ষশ্লোকময়ী "ব্রহ্ম সংহিতা" রচনা করেন। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি দক্ষ, দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইহার ফলে "ব্রহ্ম সংহিতা"র পরে "প্রজাপতি সংহিতা" "অশ্বি সংহিতা" ও "বলভিৎ সংহিতা" বা "ঐন্দ্র সংহিতা" রচিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ দেখিয়া আয়ুর্ব্বেদ নামক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা হইতে সূর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া "সূর্য্যসংহিতা নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্য্যের বহু শিষ্য আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভগবান ধন্বন্তরি "চিকিৎসা-তত্ত্ব বিজ্ঞান," দিবোদাস * "চিকিৎসা দর্শন," কাশীরাজ "চিকিৎসা কৌমুদী," অশ্বিনীকুমারদ্বয় "চিকিৎসাসার তন্ত্র ও ভ্রমঘ্ন," নকুল "বৈদ্যক সর্ব্বস্ব", সহদেব "ব্যাধিসিন্ধু বিমর্দ্দন." যমরাজ "জ্ঞানার্ণব" চ্যবন ঋষি "জীবদান," জনক "বৈদ্য-সন্দেহ ভঞ্জন," চন্দ্রসুত "সর্ব্বসার," জাবাল "তন্ত্রসার," জাজলি "বেদাঙ্গ সার," পৈল "নিদান," করথ "সর্ব্ব-ধরতন্ত্র" ও অগস্ত্য "দ্বৈধনির্ণয় তন্ত্র" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মত আয়ুর্ব্বেদের প্রচলিত মত হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন।

আর্ষকাল—(১) কথিত আছে ভগবান্ ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কাশিরাজ দিবোদাস রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিদিগকে শল্যতন্ত্রপ্রধান আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। দিবোদাসের শিষ্য এবং এবং অনুশিষ্যগণ শল্যতন্ত্র প্রধান বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ স্ব স্ব নামে রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে সকল চিকিৎসক ধন্বন্তরির মতানুসারে চিকিৎসা করিতেন এবং করেন, তাঁহারা ধন্বন্তরি সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

(২) কায়তন্ত্রপ্রধান চিকিৎসা ব্রহ্মর্ষি ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। কোন সময়ে প্রাণীদিগের রোগ যন্ত্রণা দর্শনে ব্যথিত হইয়া করুণহৃদয় ঋষিগণ তাহার প্রতিকারের উপায় চিন্তার জন্য হিমাচলের সানুদেশে সমবেত হইয়াছিলেন। সেই মহাসম্মেলনে তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করাই ইহার একমাত্র উপায়। অনন্তর সকলের সম্মতি ক্রমে ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট গিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ভরদ্বাজ ঋষি আত্রেয়কে এবং আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপাণি নামক ছয়জন শিষ্যকে কায়চিকিৎসা প্রধান আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আত্রেয় ঋষির এই ছয় জন শিষ্য স্ব স্ব নামে সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ও আত্রেয় ঋষির

* দিবোদাস ও ধন্বন্তরি সুশ্রুত মতে একই ব্যক্তি। পুরাণের মত স্বতন্ত্র।

মতানুসারী চিকিৎসকগণ ভরদ্বাজ সম্প্রদায় বা আত্রেয় সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ দুইটী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কায়চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Physicians—স্কুল অফ ফিজিসিয়ানস্) এবং শল্য চিকিৎসক সম্প্রদায় (School of Surgeons) স্কুল অফ সর্জ্জনস্) নামে অভিহিত।

কিন্তু প্রথমে এইরূপ দুইটী সম্প্রদায় গঠিত হইলেও কালক্রমে আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গের পৃথক ভাবেই পঠন পাঠন প্রচলিত হইয়াছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেমন বিশেষজ্ঞ (Specialist) আছেন, পূর্ব্বে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশেরও সেইরূপ বিশেষজ্ঞ হইয়াছিলেন। সংহিতা ও সংগ্রহকারদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে পাঠক তাঁহাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে অবগত হইতে পারিবেন।

এই দুই সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত আর একটী সম্প্রায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রসবৈদ্যসম্প্রদায় নামে অভিহিত। চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে বিবিধ খনিজ দ্রব্যের অল্পবিস্তর উল্লেখ থাকিলেও ব্যবহার নিতান্ত কম দেখা যায়। তান্ত্রিক চিকিৎসায় পারদ এবং বিবিধ ধাতু উপধাতু যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, তন্ত্রের বক্তা মহাদেব। আদিম, নিত্যনাথ, চন্দ্রসেন, সোমদেব, গোবিন্দ, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি রসশাস্ত্রাচার্য্যগণ পারদের পরম রোগনাশকতা শক্তি দেখিয়া বিবিধ রসতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধযুগেই রসতন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ও প্রচলন ঘটিয়াছিল।

এক্ষণে আমারা আর্ষযুগের সংহিতা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। এই সকল সংহিতা অধুনা প্রায় পাওয়া যায় না। কিন্তু টীকাকারদিগের উদ্ধৃত পাঠ দ্বারা প্রমাণিত হয় * যে, এই সকল গ্রন্থ টীকাকারদিগের সময়ে—কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও—বর্ত্তমান ছিল। সম্ভবতঃ ভারতব্যাপী অন্বেষণ হইলে এখনও অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে। যে সকল বিলুপ্ত প্রায় গ্রন্থের সংবাদ আমরা টীকাকারদিগের মুখে পাইয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে কয়েক খানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কায়চিকিৎসা তন্ত্র—
(WORKS ON THE PRACTICE OF MEDICINE)

১। অগ্নিবেশ সংহিতা। মহর্ষি আত্রেয়ের শ্রেষ্ঠ শিষ্য অগ্নিবেশ এই সংহিতার প্রণেতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এক্ষণে যে গ্রন্থ চরক সংহিতা নামে পরিচিত, তাহাই অগ্নিবেশ সংহিতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চরক উহার প্রতিসংস্কর্ত্তা। কিন্তু বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকারগণ অগ্নিবেশের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি বর্ত্তমান কালে চরক সংহিতায় পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, চরক সংহিতা অগ্নিবেশ সংহিতা নহে অথবা প্রতিসংস্কৃত হইয়া অগ্নিবেশ সংহিতার এত রূপান্তর ঘটিয়াছে যে, মূল

* এই সকল পাঠ মদীয় "প্রত্যক্ষশারীর' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থের সহিত অনেক স্থলে পাঠের সামঞ্জস্য নাই। মূল অগ্নিবেশ সংহিতা চরক ঋষির আবির্ভাবের পূর্ব্বেই জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল; সেইজন্যই তখন তাহার প্রতিসংস্কার আবশ্যক হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, অঞ্জন নিদান নামক গ্রন্থ অগ্নিবেশের রচিত। কিন্তু চক্রপাণি, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত প্রভৃতি কোন টীকাকারই অঞ্জননিদান হইতে পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই এবং উহার ভাষাও ঠিক প্রচীন সংস্কৃতের ন্যায় নহে। এইজন্য উহা অর্ব্বাচীন কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অগ্নিবেশ প্রণীত না হইলেও অঞ্জন নিদানে এরূপ সংক্ষেপে এবং সুন্দররূপে রোগের নিদান লিখিত হইয়াছে, যে, অল্পমতি ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ।

২। ভেল-সংহিতা। ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সংহিতা। বিজয়রক্ষিত, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকার ভেল-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও তাঞ্জোর নগরীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে খণ্ডিতাকারে বর্ত্তমান আছে। প্রথমে উহার প্রতিলিপি ও পরে মূলগ্রন্থ দর্শনের সৌভাগ্য প্রবন্ধ লেখকের ঘটিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীকার বার্ণেল নামক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে বাগভট প্রধানতঃ ভেল সংহিতা অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই মতের সার্থকতা বুঝা কঠিন।

কেহ কেহ বলেন যে, ভেলসিংহিতা এবং ভালুকি-সংহিতা একই গ্রন্থ। কিন্তু সে মত সমীচীন নহে। ডল্লনাচার্য্য সুশ্রুতের টীকায় "ভেল-ভালুকি" উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভালুকি-সংহিতা শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ। শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থের পরিচয় প্রসঙ্গে উহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৩ জতুকর্ণ-সংহিতা—আত্রেয় সম্প্রদারের আদৃত এই গ্রন্থ এক্ষণে নিতান্ত দুর্লভ। চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় জতুকর্ণ-সংহিতা হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪—৫। পরাশর সংহিতা ও ক্ষারপাণি-সংহিতা।

কেবল বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত নহে—পরন্তু শিবদাসও এই গ্রন্থদ্বয় হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, শিবদাসের সময়েও উক্ত গ্রন্থদ্বয় সুলভ ছিল।

৬। হারীত-সংহিতা—চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠদত্ত এবং শিবদাসের সময়েও এই গ্রন্থ সুলভ ছিল, কিন্তু এক্ষণে দুর্লভ। হারীত-সংহিতা বলিয়া অধুনা যে মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা মূল হারীত-সংহিতা নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় হারীতসংহিতা হইতে যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ পাঠই মুদ্রিত হারীত-সংহিতায় পাওয়া যায় না, অধিকন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ বহুস্থলেই লিপিকর প্রমাদে পূর্ণ।

৭ খরনাদ—সংহিতা। বিজয়রক্ষিত হেমাদ্রি, অরুণদত্ত প্রভৃতি টীকাকরগণ খরনাদ সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হেমাদ্রি খারনাদি নাম দিয়া যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা খরনাদের অথবা খরনাদের পুত্রের বা অপর কাহার, তাহা নির্ণয় করা যায় না

৮ বিশ্বামিত্র-সংহিতা। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। চরক ও সুশ্রুতের টীকায় চক্রপাণি বিশ্বামিত্র-সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাসকৃত চক্রদত্তের টীকাতেও বিশ্বামিত্র সংহিতার বচন দেখা যায়।

৯ অত্রি-সংহিতা। কাহারও মতে অত্রিসংহিতা অতি প্রাচীন, কাহারও মতে আধুনিক। প্রাচীনদিগের টীকায় অত্রিসংহিতা হইতে উদ্ধৃত পাঠ দেখা যায় না বলিয়া উহার প্রাচীনত্বে সন্দেহ হয়। পঞ্চনদে অত্রিসংহিতা নামে বৃহৎ পুস্তক আছে, এইরূপ শুনা যায়।

১০—১১ কপিল তন্ত্র ও গৌতম তন্ত্র *—এই উভয় সংহিতার পাঠ সুশ্রুতের টীকায় ও নিদানের টীকায় উদ্ধৃত দেখা যায়।

২। শল্যতন্ত্র।

(WORKS ON SURGERY.)

১২—১৩ ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্র-তন্ত্র। এই তন্ত্র দুইখানির কেবল নাম মাত্র দেখা যায়। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ নিতান্ত বিরল। ডল্লন সুশ্রুতের ব্যাখ্যায় ঔপধেনব মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। উহাদের সত্তা কেবল সুশ্রুতোক্ত পাঠ দ্বারাই অনুমিত হয়।

১৪ সৌশ্রুত তন্ত্র বা বৃদ্ধ সুশ্রুত। বৃদ্ধ সুশ্রুত বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতার মূলীভূত। কেহ কেহ উভ সুশ্রুতকে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতেউদ্ধৃত হইতে কোন কোন পাঠ প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতায় দেখা যায় না। টীকাকার শিবদাসও বৃদ্ধ সুশ্রুত হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, যে, শিবদাসের সময়েও বৃদ্ধ সুশ্রুত সুলভ ছিল।

১৫। পৌষ্কলাবত তন্ত্র। চক্রপাণি সুশ্রুতের টীকায় পৌষ্কলাবত তন্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৬। বৈতরণ তন্ত্র। ডল্লন ও চক্রপাণি স্ব স্ব টীকায় বৈতরণ তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। শস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে সুশ্রুতে অনুক্ত বহু বিষয়ের পাঠ টীকাকারেরা এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়, যে, সুশ্রুত অপেক্ষা উক্ত তন্ত্র বৃহত্তর ছিল।

১৭। ভোজতন্ত্র বা ভোজসংহিতা। টীকাকারগণ ভোজতন্ত্র হইতে অনেক নূতন বিষয়ের প্রচুর পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেজন্য অনুমান হয়, যে, ভোজতন্ত্র সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় মহর্ষি ভোজ সুশ্রুতাদির সতীর্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেইজন্য ভোজতন্ত্র ধারেশ্বর ভোজরাজের রচিত নহে বলিয়াই প্রতীতি হয়। ভোজরাজের রচিত রাজমার্ত্তণ্ডাদি যে সকল সংগ্রহ গ্রন্থ আছে, সেগুলি ভোজসংহিতার অনেক পরবর্ত্তি-কালে রচিত। ভোজরাজ অপেক্ষা ভোজমুনি বহু প্রাচীন, তজ্জন্য কেহ কেহ ইহাকে বৃদ্ধ ভোজও বলিয়া থাকেন।

১৮। করবীর্য্যতন্ত্র। টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে কদাচিৎ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই জন্য টীকাকারদিগের সময়ে করবীর্য্যতন্ত্র বহু প্রসিদ্ধ ছিল না বলিয়া প্রতীত হয়।

১৯। গোপুররক্ষিত তন্ত্র। এই তন্ত্র আছে শুনা যায় মাত্র, তদুদ্ধৃত পাঠ প্রায়

* ঋষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহ তন্ত্র এবং সংহিতা উভয় নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্র নামে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা স্বতন্ত্র।

কোথায়ও দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন—গোপুর ও রক্ষিত দুই জন ব্যক্তি এবং দুই-জনের রচিত দুই খানি তন্ত্র ছিল।

২০। ভালুকি তন্ত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভেলসংহিতা হইতে ভালুকিতন্ত্র স্বতন্ত্র। ডল্লন, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ ভালুকি তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণির উদ্ধৃত যন্ত্রশস্ত্রাদির লক্ষণ সমন্বিত অনেক বচন দেখিয়া বোধ হয় যে, এই তন্ত্র শল্যতন্ত্রের একখানি প্রধান গ্রন্থ।

৩। শালাক্যতন্ত্র।

(WORKS ON DISEASES OF EYE, EAR, NOSE, THROAT &c.)

২১। বিদেহতন্ত্র। বিদেহাধিপতি নির্ম্মিত এই তন্ত্র শালাকীদিগের প্রধান গ্রন্থ। ইহা বর্ত্তমান সুশ্রুত গ্রন্থের শালাক্য তন্ত্রাংশের মূলভূত—একথা সুশ্রুতেই আছে। ডল্লন, বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি টীকাকার এই তন্ত্র হইতে যথেষ্ট পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিজয় রক্ষিত জ্বর, অরোচক এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগেও বিদেহতন্ত্র হইতে কোন কোন পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় শালাক্য-তন্ত্র প্রধান হইলেও এই গ্রন্থ সুশ্রুতাদি গ্রন্থের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, নিমি এবং বিদেহাধিপতি একই ব্যক্তি। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। কারণ ডল্লন ও শ্রীকণ্ঠদত্ত স্ব স্ব টীকায় নিমি ও বিদেহ উভয়েরই পাঠ একই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরকে "জনকো বৈদেহঃ" পাঠ থাকায় বুঝা যায় যে, পুণ্যশ্লোক ভগবান্ জনক রাজর্ষি এই তন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

২২। নিমিতন্ত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই তন্ত্র বিদেহ তন্ত্র হইতে পৃথক্। শ্রীকণ্ঠ এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সময়েও বিদেহতন্ত্র সুলভ ছিল।

২৩। কাঙ্কায়ন তন্ত্র। চরকে এবং ডল্লনের টীকায় কাঙ্কায়নের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই তন্ত্রোদ্ধৃত প্রমাণ অদ্যাপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

২৪—২৫। গার্গ্যতন্ত্র ও গালব-তন্ত্র। ডল্লনের টীকায় শালাক্যতন্ত্র প্রসঙ্গে গার্গ্য ও গালবতন্ত্রের উল্লেখ আছে মাত্র। উক্ত তন্ত্রদ্বয় হইতে উদ্ধৃত কোন পাঠের পরিচয় আমরা পাই নাই।

২৬। সাত্যকি তন্ত্র। ইহা প্রাচীন শালাক্যতন্ত্র। ডল্লন এবং শ্রীকণ্ঠদত্ত এই তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২৭। শৌনক তন্ত্র। ডল্লন ও চক্রপাণি শৌনক তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চরক এবং সুশ্রুতেও শৌনক মতের উল্লেখ আছে। কিন্তু গর্ভের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গনিষ্পত্তি বিষয়ে চরকোদ্ধৃত শৌনক মতের সহিত সুশ্রুতোদ্ধৃত শৌনক মতের স্পষ্ট বিরোধ দেখিয়া অনুমান হয়, যে, চরকোক্ত শৌনক সুশ্রুতোক্ত শৌনক হইতে বিভিন্ন। সম্ভবতঃ এই বিরোধ পরিহারের জন্য চরক মদ্রশৌনক অর্থাৎ মদ্রদেশীয় শৌনক এই পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ডল্লনের টীকায়ও মদ্র-শৌনকের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ডল্লন এবং চক্রপাণির উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে, শৌনকতন্ত্র কেবল শালাক্যতন্ত্র মাত্র ছিল না, পরন্তু শারীর ও ভেষজ কল্পনাদির বর্ণনাও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, অথর্ব্ব বেদের শৌনক-সংহিতাকার শৌনকই শৌনকতন্ত্র-প্রণেতা। কিন্তু আথর্ব্ব-সংহিতাকার অতি প্রাচীন, শৌনকতন্ত্রকার তদপেক্ষা নবীন। পূর্ব্বে এক নামের অনেক আচার্য্য তন্ত্রকার ছিলেন; কেবল নামের সাদৃশ্য দেখিয়া পরস্পরের অভেদ নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে।

২৮। **করালতন্ত্র।** এই তন্ত্রকার করালকে ডল্লন করালভট্ট আখ্যা দিয়াছেন। ইনি ঋষি ছিলেন কি না স্পষ্ট বুঝা যায় না, কারণ কোন ঋষিরই ভট্ট পদবী দৃষ্ট হয় না। তথাপি ডল্লন-শ্রীকণ্ঠাদির নির্দ্দেশ দ্বারা জানা যায় যে, এই তন্ত্রকারও বহু প্রাচীন কালের।

২৯। **চক্ষুষ্যতন্ত্র।** কেহ কেহ ইহাকে "চক্ষুষ্যেণ তন্ত্র" সংজ্ঞাও দিয়া থাকেন। শ্রীকণ্ঠদত্তের টীকায় এই গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০। **কৃষ্ণাত্রেয় তন্ত্র।** কেহ কেহ বলেন, এই তন্ত্র পুনর্ব্বসু আত্রেয় নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। শ্রীকণ্ঠ, শিবদাস প্রভৃতি টীকাকারগণের উদ্ধৃত পাঠ হইতে জানা যায় যে, শালাক্যতন্ত্রকার কৃষ্ণাত্রেয় কায়তন্ত্রকার আত্রেয় হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

৪। ভূতবিদ্যাতন্ত্র।

(WORKS ON MENTAL DISEASES.)

আয়ুর্ব্বেদের ভূতবিদ্যা নামক অঙ্গ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ থাকিলেও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভূতবিদ্যা তন্ত্রের গ্রন্থ পাওয়া দূরে থাকুক, তন্ত্রের নাম পর্য্যন্ত টীকাকারেরাও উদ্ধৃত করেন নাই।

বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদে ভূতবিদ্যার বীজস্বরূপ নিম্নলিখিত কয়টী প্রসঙ্গ দেখা যায়। যথা—

(১) সুশ্রুতে অমানুষ প্রতিষেধাধ্যায় (উত্তরতন্ত্র, ৬ অঃ)।

(২) চরকে উন্মাদ চিকিৎসাধ্যায় (চিঃ স্থা, ৯ অঃ)।

(৩) বাগ্‌ভটে ভূতবিজ্ঞানীয় ও ভূত-প্রতিষেধ অধ্যায় (উত্তর, ৪।৫ অঃ)।

সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটে ভূতবিদ্যা পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইলেও চরকে উহা উন্মাদাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সহস্র বর্ষের পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাকারগণও ভূতবিদ্যাতন্ত্রের কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। সেইজন্য অনুমান করা যায় যে, ভূতবিদ্যা বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই লোপ পাইয়াছে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অগ্নিপুরাণ ও গরুড় পুরাণাদিতে যথেষ্ট ভূতবিদ্যা প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয় যে, পৌরাণিক যুগেও ভূতবিদ্যা বিলুপ্ত হয় নাই।

চরক যে ভূতাবেশকে শুধু উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহা নহে, বাতোন্মাদ চিকিৎসা এবং ভূতাবেশ চিকিৎসা প্রায় একই প্রকার বলিয়াছেন। আমাদের ধারণা, অতি প্রাচীনকালে মানস রোগাধিকারই ভূতবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ উন্মাদাদি রোগে ভূতাবিষ্টের ন্যায় নানা প্রকার বিকৃত অমানুষিক আচরণ করে, অথচ অনেক স্থলেই উপযুক্ত ঔষধ তৈলাদি ব্যবহারে আরোগ্য হয়, ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেবগ্রহাদি সম্বন্ধে সুশ্রুত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "ন তে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি"—তাহারা মানুষের সহিত থাকে না মানুষের স্কন্ধে চাপে না।

কিন্তু মানুষের স্কন্ধে ভূত চাপার এবং বলিহোমাদির কথাও বর্ত্তমান সময়ের অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখা যায়। এইজন্য মনে হয়, শাস্ত্রের অবনতির সহিত অনেক কুসংস্কার এই ভূতবিদ্যায় প্রবেশ করিয়াছে। এই ধারণার জন্য আমরা ভূত-বিদ্যাকে মানস রোগাধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলিতে ইচ্ছুক।

৫। কৌমারভৃত্য তন্ত্র।

(WORKS ON DISEASES OF CHILDREN).

৩১।৩২।৩৩। জীবক তন্ত্র, পার্ব্বতকতন্ত্র ও বন্ধক তন্ত্র।—কৌমারভৃত্য তন্ত্রেরও বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল।

সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রের ব্যাখ্যায় ডল্লন জীবক, পার্ব্বতক ও বন্ধক নামক কৌমারভৃত্য তন্ত্রকারদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁদের গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়।

জীবক প্রভৃতি তন্ত্রকার বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তন্মধ্যে জীবক নামক বৌদ্ধভিষক্ জীবক "কোমারভচ্চ" (কৌমারভৃত্য ?) সংজ্ঞায় বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি ভিক্ষু আত্রেয়ের শিষ্য এবং ভগবান বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধ রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্রেয়ই চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রেয়—কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু চরকে বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি ঋষির সহিত ভিক্ষু আত্রেয় হিমালয় সানুতে মিলিত হইয়াছিলেন—এইরূপ লিখিত আছে। ঐ সকল ঋষি বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্ব্বকালীন। সুতরাং চরকোক্ত ভিক্ষু আত্রেয় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু আত্রেয় এক ব্যক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে।

চক্রপাণি সুশ্রুতের ভানুমতী টীকায় কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা কাহার রচিত নির্ণয় করা যায় না।

৩৪। হিরণ্যাক্ষ তন্ত্র। শ্রীকণ্ঠ দত্তের উদ্ধৃত পাঠ দেখিয়া ইহা কুমারতন্ত্র প্রধান ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রে দ্বাদশটী অধ্যায়ে কৌমারভৃত্যতন্ত্র প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য বোধ হয় যে, আয়ুর্ব্বেদের এই অঙ্গ পূর্ব্বকালে সুমহৎ ছিল, এক্ষণে নষ্টপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থানে বলা আবশ্যক যে গর্ভিণীচর্য্যাদি বিষয় কৌমারভৃত্য তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা প্রাচীন বৈদ্যকে শারীরের অন্তর্ভুক্ত এবং মূঢ়গর্ভ (Difficult labour) চিকিৎসা শল্যতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রসূতিতন্ত্র (Midwifery) কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু সুশ্রুতে যোনিব্যাপৎ-প্রতিষেধ অধ্যায়ের শেষে "ইতি সুশ্রুতাচার্য্য বিরচিতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উত্তর তন্ত্রে কৌমারভৃত্যং সমাপ্তম্"—এইরূপ পাঠ আছে। সেই জন্য বোধ হয়, প্রাচীনকালে স্ত্রীরোগ কৌমারভৃত্য তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৬। অগদতন্ত্র।

(WORKS ON TOXICOLOGY).

যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম বিষের পরিজ্ঞান

এবং চিকিৎসা অগদ তন্ত্র নামে খ্যাত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অগদ তন্ত্র এবং তদ্বিষয়ক প্রাচীন সংহিতাগুলি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। কেবল সুশ্রুতের কল্পস্থানে এবং চরকের চিকিৎসা স্থানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে অগদতন্ত্রমূলক প্রসঙ্গ আছে। আমরা অগদতন্ত্র বিষয়ক নিম্নলিখিত কয়েক খানি সংহিতার পরিচয় পাইয়াছি।

৩৫। **কাশ্যপ সংহিতা।** মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, কাশ্যপ নামক ঋষি মহারাজ পরীক্ষিতের চিকিৎসার জন্য আসিতে ছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে তক্ষক কর্ত্তৃক নিবারিত হয়েন। ডল্লন, চক্রপাণি এবং শ্রীকণ্ঠ কাশ্যপতন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কেহ কেহ কাশ্যপতন্ত্রকে কায়চিকিৎসা প্রধান, অপরে শল্যতন্ত্র প্রধান বলিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতের কথিত সংবাদ, টীকাকার দিগের বিষচিকিৎসা সম্বন্ধীয় পাঠোদ্ধার এবং বৃদ্ধ বৈদ্যগণের প্রসিদ্ধি হেতু আমরা কাশ্যপ সংহিতাকে অগদতন্ত্র প্রধান বলিয়াই স্থির করিয়াছি।

৩৬। **অলম্বায়ন সংহিতা।** শ্রীকণ্ঠদত্ত বিষনিদানের টীকায় অলম্বায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৩৭। **উশনঃ সংহিতা।** উশনঃ কৃত এই সংহিতা অগদতন্ত্রমূলক বলিয়া বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের নিকট পরিচয় পাওয়া যায়। উশনার পথ অনুসরণ করিয়া কৌটিল্য স্বকৃত অর্থশাস্ত্রে বিষাদির প্রতীকার এবং আশুমৃতের পরীক্ষা * সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই সংহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩৮। **সনক সংহিতা** (বা শৌনক-সংহিতা)। এই অগদতন্ত্রমূলক প্রাচীন গ্রন্থ পূর্ব্বে যবনগণ কর্ত্তৃক স্বভাষায় অনূদিত হইয়াছিল - ইহা জার্ম্মান পণ্ডিত মূলার কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কৃত রসশাস্ত্রের ইতিহাসের (Dr. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry; Vol. I. (Introduction) cx II.) ভূমিকা পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ পাইবেন।

৩৯। **লাট্যায়ন সংহিতা।** ডল্লন স্বীয় টীকায়লা ট্যায়ন সংহিতা হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৭। রসায়ন তন্ত্র।—

(WORKS ON METHODS OF GAINING HEALTH AND LONGEVITY).

জরাব্যাধি বিনাশের জন্য ঔষধ প্রয়োগ আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন তন্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না। আয়ুর্ব্বেদের আর্ষযুগে এবং বৌদ্ধযুগে এই তন্ত্রের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ঋষিগণ রসায়নের জন্য প্রায় বনৌষধি প্রয়োগেরই উপদেশ দিয়াছেন, লৌহাদি প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং রসতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু এই মত সমীচীন নহে। রসায়ন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে

* আশুমৃতক পরীক্ষার ইংরাজী নাম Post Mortem Examination. অধুনা যাহা Medical Jurisprudence বলিয়া খ্যাত, তাহা বোধ হয় পূর্ব্বে ব্যবহারায়ুর্ব্বেদ নামে পরিচিত ছিল। এই সকল বিষয় উশনঃ সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে "কণ্টক শোধন" প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

লৌহ, শিলাজতু, মাক্ষিক প্রভৃতির এবং চরকে পারদ লৌহাদি ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়। তবে আর্য্যযুগে লৌহাদির কিছু কিছু প্রয়োগ থাকিলেও বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে পারদাদি খনিজ পদার্থ বহুলরূপে ঔষধার্থে এবং রসায়নের জন্ম ব্যবহৃত হইয়াছিল। উহা "রসশাস্ত্র" নামে পৃথক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ রসশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে পৃথক্ নহে। আর্ষ ও অনার্ষ ভেদে রসায়ন তন্ত্র দুই প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা আর্ষ রসায়ন তন্ত্রের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির পরিচয় পাইয়াছি।

৪০। **পাতঞ্জল তন্ত্র।** টীকাকারগণ এই তন্ত্র হইতে বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি এই তন্ত্র হইতে লৌহপ্রয়োগবিধি স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৪১।৪২।৪৩। **ব্যাড়ি তন্ত্র, বশিষ্ঠতন্ত্র ও মাণ্ডব্যতন্ত্র।** এই তিন খানি অতি প্রাচীন তন্ত্র রসতান্ত্রিকদিগের আশ্রয়ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ে লিখিত রসাচার্য্যগণের স্থচীর মধ্যে ব্যাড়ি ও মাণ্ডব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নাগার্জ্জুনকৃত রসরত্নাকরে বশিষ্ঠ ও মাণ্ডব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

৪৪। **নাগার্জ্জুন তন্ত্র।** কেহ কেহ বলেন যে, এই তন্ত্র নাগার্জ্জুন নামক মুনির রচিত, অপরে বলেন ইহা সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্যের রচিত। চক্রপাণিকৃত সংগ্রহ গ্রন্থে নাগার্জ্জুন মুনির এবং পাটলিপুত্রের স্তম্ভে আচার্য্য নাগার্জ্জুনের উল্লেখ আছে। পাটলিপুত্র বৌদ্ধগণের বিহারক্ষেত্র ছিল বলিয়া শেষোক্ত নাগার্জ্জুনকে বৌদ্ধাচার্য্য বলিয়াই মনে হয়। নাগার্জ্জুন নামধারী অনেক আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কক্ষপুট তন্ত্র এবং আরোগ্যমঞ্জরী নামক গ্রন্থদ্বয়ও নাগার্জ্জুনের রচিত। বিজয় রক্ষিত নিদানের টীকায় আরোগ্যমঞ্জরী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৮। বাজীকরণ তন্ত্র—

(WORKS ON SEXUAL INVIGORATION.)

বাজীকরণ তন্ত্রের প্রাচীন সংহিতাসমূহের বিশেষ পরিচয় এক্ষণে পাওয়া যায় না। প্রাচীন টীকাকারগণ এতদ্বিষয়ক কোন সংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই বলিয়া মনে হয় যে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বাজীকরণ তন্ত্রের আর্ষসংহিতাগুলি লোপ পাইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও বাজীকরণ তন্ত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে "ঔপনিষদিক" অধিকারে নানাবিধ বাজীকরণ যোগের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে মহাদেবের অনুচর নন্দী সহস্র অধ্যায়যুক্ত কামসূত্রের বর্ণনা করিয়াছিলেন। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঁচশত অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। অনন্তর বভ্রুর পুত্র পাঞ্চাল উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সাত ভাগে বিভক্ত করেন। পরে দত্তক, চারায়ণ, সুবর্ণনাভ, ঘোটকমুখ, গোনর্দ্দ, গোণিকাপুত্র এবং কুচুমার এই সাতজন সাতটী বিভাগ পৃথক্রূপে প্রচার করেন। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে কামসূত্রকার ঋষিদিগের প্রণীত ঔপনিষদিক

নামক বিভাগ আয়ুর্ব্বেদে বাজীকরণ তন্ত্র নামে পৃথক্‌রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

৪৫। **কুচুমার তন্ত্র।** বাজীকরণ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান গ্রন্থ। বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই প্রচীন বাজীকরণ তন্ত্র এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু এবং বভ্রুর পুত্র পাঞ্চালের প্রণীত অতি বৃহৎ কামশাস্ত্রের ঔপনিষদিক অধিকার-দ্বয়ও দুইটী পুরাতন বাজীকরণ তন্ত্র ছিল।

কেহ কেহ বলেন যে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ও চাণক্য বা আচার্য্য কৌটিল্যই বাৎস্যায়ন, অপরে ইঁহাকে মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে মতই গ্রহণ করা যাউক বাৎসায়ন দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন-কালের। সুতরাং বাৎস্যায়ন কথিত ঔদ্দালকি, বাভ্রব্য এবং কুচুমার কৃত তন্ত্র যে আরও প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

রজঃস্বলানারীর স্বাস্থ্য।

(ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস।)

আমাদের কাছে আদর কিসের? স্বদেশের না বিদেশের? একটু বিবেচনা পূর্ব্বক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিদেশেরই আদর। আমরা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত। সুতরাং আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সবই বৈদেশিক। আবার ব্যবহারও ক্রমশঃ বৈদেশিক হইয়া যাইতেছে। এ কথায় হয়ত আপনারা বলিবেন, সে কি, আজকাল অনেকেরই স্বদেশানুরাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ কথার উত্তরে বলিতেছি যে, এই স্বদেশানুরাগও বৈদেশিক। অনেকেই হাসিবেন; বলিবেন এ যে সোণার পাথর বাটী।

আমাদের রত্নগর্ভা ভারতে সবই ছিল—সবই আছে। আর্য্য ধর্ম্ম ও আর্য্যশাস্ত্রে সবই আছে, কেবল আমরাই অন্ধ। আমরা অধুনা একটু একটু যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহাও বিদেশীর চক্ষে। দু' পাতা ইংরাজি পড়িয়া যে সকল তত্ত্ব আমরা—ভ্রমাত্মক, গোঁড়ামি বা ভণ্ডামি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছি, সেই সকল তত্ত্বের কোনটী যদি কোন ইয়ুরোপীয় বা আমেরিকান সাহেব অভ্রান্ত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া সপ্রমাণ করেন, তখন আমরা যাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আবার আদরে গ্রহণ করিব ও স্বদেশ গৌরবে মাতিয়া বুক বাজাইব। আমাদের ঘরের জিনিষেরও আদর বিদেশীর চক্ষে। তাই বলিতেছি যে, এরূপ স্বদেশানুরাগকে কি বৈদেশিক বলা যায় না! আমাদের কোন প্রাচীন বর্ব্বর রীতি যদি বিদেশীর মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরাও উহাকে ভাল

বলিয়া মনে করি, নচেৎ উহা ভ্রমসঙ্কুল ও বর্ব্বরতা পূর্ণ বলিয়া পরিত্যজ্য। সুতরাং এক্ষণে স্ত্রীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে একটী সামান্য কথার উল্লেখ করিব—উহাতে বিদেশীর মতানুসরণই করিব।

বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আজকাল স্ত্রীলোকদের মধ্যে রজঃকৃচ্ছ্র, স্বল্পরজঃ বা অতিরজঃ প্রভৃতি ঋতুবিপর্য্যয়ের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়।—ইহার প্রধান কারণ—আমাদের চির প্রচলিত প্রাচীন রীতির উল্লঙ্ঘন। হিন্দু প্রথানুযায়ী রজঃস্বলা নারী অশুচি ও অস্পৃশ্যা। এই অশুচি অবস্থায় তাঁহার স্পর্শিত খাদ্যাদি তো দূরের কথা, তৎকালে তৈজসাদি পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। সে সময় তাঁহাদের স্পর্শিত বস্ত্রাদি অপরের—অপরিধেয়; তাহাদের স্পর্শিত জল অব্যবহার্য্য। এই সময় রজঃস্বলা নারীকে একান্ত নিভৃত কক্ষে বাস করিতে হয় এবং যাবতীয় গৃহকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হয়। এতদ্ব্যতাত তাঁহাদিগকে আহারীয় নিয়মও পালন করিতে হয়। ফলমূলাদি সাত্ত্বিক আহার, দুগ্ধ, অন্ন এবং কোন কোন উদ্ভিজ্জ সিদ্ধ রজঃস্বলা স্ত্রীর আহার্য্য। অন্যান্য খাদ্য অর্থাৎ উগ্র ও দুষ্পাচ্য খাদ্য ভক্ষণ অসঙ্গত। রজঃস্বলা নারীর পক্ষে পুরুষের মুখদর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এ নিয়ম কেবল আদ্য ঋতুর সময় অনেকে পালন করেন বটে, কিন্তু তাহার পর এ সমুদয় একেবারেই উপেক্ষিত হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ বলেন যে রজঃস্বলা স্ত্রীর পূর্ণ বিরাম গ্রহণ আবশ্যক, এমন কি পুস্তকাদি পাঠও নিষিদ্ধ। লঘুপাক ও অনুত্তেজক খাদ্য তাঁহার পক্ষে উপযোগী। ঘৃত তৈল ভর্জ্জিত বা মসলা সংযুক্ত উগ্র খাদ্যাদি ভোজন তাহাদের পক্ষে একান্তই নিষিদ্ধ। শীতল বায়ু সেবন, জলে ভিজা, মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। তাঁহারা আরও বলেন যে, এরূপ করিলে কেবল যে ঋতুরোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়—তাহা নহে; গর্ভিণীর সুখপ্রসব হয়। এমন কি প্রসব বেদনা আদৌ অনুভূত হয় না। হিন্দুর পদ্ধতি অনুসারে রজঃস্বলা রমণীকে অশুচি মনে করিয়া পূর্ণ বিরাম দেওয়া হইত। এই সকল নিয়ম আজকালকার শিক্ষিত সভ্য সমাজ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল কোন কোন অশিক্ষিত ধর্ম্মভীরুদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, শিক্ষিত দলের মধ্যে সময়ে সময়ে ঋতুকালেও স্ত্রী-পুং মিলনের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়,—কিন্তু ইহা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অস্বাস্থ্যকর। এই জন্যই বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা ঋতুকালে একেবারে পুরুষের মুখদর্শন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন। আবার ইহাও পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের কথা যে, রোগ:আরোগ্য অপেক্ষা প্রতিষেধক ভাল। তাই বলি, একবার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিয়া দেখুন। তাহা হইলে আর ঘরে ঘরে Aletris cordial এলেট্রিস্ কর্ডিয়ালের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না।

আবার ডাক্তার প্লিনি বলেন যে, রজঃস্বলা নারীর হস্ত কিছুক্ষণ সুরামধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়া পরে ঐ সুরা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উহা অম্লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার ঐ নারীর দ্বারা অন্য সময়ে পরীক্ষা করায় সুরার কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। সুতরাং সুরা বা দুগ্ধে যদি এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, অন্যান্য খাদ্য ও পানীয়ে যে পরিবর্ত্তন

ঘটিবে—তাহার আর বৈচিত্র্য কি। কার্পেণ্টার তাঁহার ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্ব গ্রন্থে একটী রমণীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার স্বামী পারদ ভক্ষণ করিয়াছিলেন, স্বামীর সহিত এক শয্যায় নিদ্রা যাইবার পর, স্ত্রীরও 'মুখ' আসিয়াছিল অর্থাৎ প্রচুর লালা নিঃসরিত হইয়াছিল। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে রজঃস্বলা নারীর সহিত একত্র বাসও যে অস্বাস্থ্যকর তাহার আর সন্দেহ কি?

শিশুপালন।

[উপক্রমণিকাংশ]

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী)

মানবের ঘরে একটি শিশুর জন্ম কত আনন্দ, উল্লাস এবং আশার বারতা আনিয়া দেয়। নবজাত শিশুটি যখন অস্ফুটন্ত গোলাপের মত মাতার কোল আলো করিয়া শুইয়া থাকে, তখন, তেমনি আত্মীয়স্বজনের প্রাণে যেমন আনন্দ হয় সেই মুহূর্ত্তেই শিশুর ভবিষ্যৎ চিন্তায়ও তাঁহাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতে থাকে। শিশুর ভাবী গৌরবপূর্ণ জীবনের চিত্র কল্পনা চক্ষে দেখিয়া পিতামাতার বক্ষ কত আশার আনন্দে এবং উৎসাহে ফুলিয়া উঠে। শিশুর স্বর্গীয় সুষমা-মণ্ডিত মুখখানি দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর কি অপার্থিব স্নেহ ও আনন্দের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আবার শিশু যখন মাতার চক্ষের দিকে চাহিয়া মধুর হাসি ছড়ায়, মধুর আধ আধ ভাষায় শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করে, তখন হৃদয়ের প্রেম ও আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা তাঁহাদের দায়িত্ব ভারের গুরুত্ব ক্রমশঃই উপলব্ধি করেন। বিধাতা যে নির্ম্মল শুভ্র পবিত্র ফুলটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করা—তাহাকে ফুলেরই মত সুন্দর করিয়া গড়িয়া তোলা,—তাহাকে মনুষ্যত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত করা, একমাত্র তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করে। বিধাতার বাগানের এই শুভ্র ফুলটি যদি ধরণীর ধূলায় কলঙ্কিত হয়, তবে তাহার জন্য পিতামাতাই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। শিশুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক পিতামাতার চিত্তই এইরূপ গুরুতর চিন্তায় আলোড়িত হয়। শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভার বিধাতা তাঁহাদেরই হস্তে রাখিয়াছেন।

শিশুর মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে শারীরিক উন্নতির উপরই নির্ভর করে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শিশুর শারীরিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক পিতামাতারই কর্ত্তব্য। কারণ শিশু সুস্থ, সবল হইয়া

বাঁচিয়া উঠিলে তবে তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভাবনা ভাবিবার সময় আসে। অজ্ঞানতা বশতঃ উপযুক্ত যত্নের অভাবে অঙ্কুরেই জীবন নষ্ট হইলে, সকল আশাই বিফল হইয়া যায়। সুতরাং শিশু জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার মাতাকে কত নিয়মে থাকিতে হয় এবং জন্মগ্রহণের পর শিশুকে কত বুদ্ধি বিবেচনার সহিত লালন পালন করিতে হয়—তাহা প্রত্যেক রমণীর জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। সন্তান জন্মগ্রহণ করিবামাত্র তাহারই ক্ষুদ্র জীবনটির সহিত মাতার সকল সুখ-দুঃখ—আশা-নিরাশা অটুট বন্ধনে জড়িত হইয়া যায়। শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম না জানায় অকালে কত গৃহ শূন্য হইয়া যায়, কত নারীর জীবন হাহাকারময় হয়—তাহার সংখ্যা করা যায় না।

বহুস্থলে শুধু একটু জ্ঞানের অভাবে এই ভীষণ দৃশ্য আমাদিগকে দেখিতে হয়। নারীদিগের এ সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকিলে আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে নারীগণের মূর্খতা বশতঃ কত শিশু অকালে জীবন বিসর্জ্জন করে। সুতরাং প্রত্যেক নারীর জ্ঞান লাভ করা উচিত। আমাদের দেশের অনেক লোক নারীর শিক্ষা লাভ সম্বন্ধে এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন, যে, তাহারা ত আর চাকরী করিবে না, যে অধিক লেখাপড়া শিক্ষার প্রয়োজন। লেখাপড়া যে শুধু চাকরীর জন্যই প্রয়োজন তাহা নহে। নারীদিগকে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিতে হয়—তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে সমুচিত জ্ঞান লাভের একান্তই প্রয়োজন। সামান্য চিঠিপত্র লিখিতে এবং ধোপার ও বাজার হিসাব রাখিতে যতটুকু জ্ঞানের আবশ্যক, এই গুরুতর দায়ীত্ব ভার উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

একে আমাদের দেশের নারীদিগের জ্ঞানাভাব, তদুপরি বাল্যবিবাহ বশতঃ নারীগণ এত অল্প বয়সে শিশুর জননী হন যে তখন তাহাদিগের নিজেদের ভার লইতেই তাঁহারা অক্ষম। একটি ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের ভার লওয়া তাঁহাদের সাধ্যাতীত। তাহাকে উপযুক্ত রূপে লালন পালন করিতে হইলে যে গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন—তাহা তাঁহাদের মোটেই থাকে না।

কেবল সন্তানকে জন্ম দিলেই জননীর কাজ সম্পন্ন হয় না,—তাহাকে সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, বীর্য্যশালী মানুষ করিয়া গঠন করাই জননীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নারী যতদিন না সেই উচ্চ জ্ঞান লাভ করেন, শিশু পালনের গুরুতর দায়ীত্বের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সক্ষম না হন, ততদিন তাঁহাদিগকে শিশুর জননী পদ লাভের অধিকার প্রদান করা ঘোরতর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ। জ্ঞানহীনা নারীদিগকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া ঘরে ঘরে আমরা যে কি সর্ব্বনাশের বীজ রোপণ করিতেছি, তাহা যদি উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তবে বহু পূর্ব্ব হইতে এ কুপ্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইতাম। তাহা হইলে আজ দেশের মুখশ্রীও ফিরিয়া যাইত। স্বাস্থ্যসম্পন্ন সুদৃঢ় মাংসপেশীবিশিষ্ট, উৎসাহী, তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়-কর্ম্মী সন্তান দেশকে প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। সমগ্র দেশ দুর্ব্বল, রুগ্ন,

ক্ষীণজীবী, শ্রীহীন, উৎসাহহীন, ভীরু অমানুষে ভরিয়া গিয়াছে!

পরিণত বয়সে কোনো কারণ বশতঃ, অসময়ে অপুষ্ট সন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা যত অধিক, অপরিণত বয়সের সন্তানের তেমন নহে। পরিণত বয়স্কা শিক্ষিতা নারী অসময়ে প্রসূত, অপুষ্ট সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য যত নিয়ম প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন, সর্ব্ব প্রকার শিক্ষাবর্জ্জিতা একটি জ্ঞানহীনা অল্পবয়স্কা বালিকার পক্ষে তাহা অসম্ভব। সুস্থ, বলশালী সন্তান গড়িয়া তোলা বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে এক কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। দেশের নারীজাতির মধ্যে যদি জ্ঞানের প্রচার থাকিত, তবে এই সমস্যা বহু পরিমাণে মীমাংসিত হইতে পারিত। সুতরাং এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হইলে, দেশের শিশু মৃত্যুর হার অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এমন অনেক পীড়ায় আমাদের দেশের শিশুদের মৃত্যু হয়—যাহা শিক্ষিতা জননী হইলে অনেক স্থলেই নিবারণ করিতে সক্ষম হন।

কলিকাতা সহরে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অতি ভয়ানক। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কলিকাতায় এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক প্রতি চারিটি শিশুর মধ্যে একটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দশ বার, বৎসর পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও অবস্থা শোচনীয় ছিল। তখন প্রতি চারিজনের মধ্যে দুইজনেরই মৃত্যু হইত। কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডের শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, যে সকল ওয়ার্ডে ঘন বসতি এবং গৃহগুলি অপরিষ্কার আবর্জ্জনাপূর্ণ, আলো বাতাসশূন্য সেই সকল ওয়ার্ডেই শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অধিক।

১৯১৪—১৯১৫ সনে জোড়াবাগান বড় বাজার এবং কলিঙ্গাতে প্রতি হাজারে ৪৪০ জন, কুমারটুলী, বড়টোলা, সুকিয়া ষ্ট্রীট, পদ্মপুকুরে ২৪০ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু ভবানীপুরে প্রতি হাজারে ১৯৪ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৮ সনের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, জোড়াবাগানে হাজার করা ৫৮১, বড় বাজারে ৪৭৬, বহুবাজারে ৪০৮, কলিঙ্গায় ৩৬৬, খিদিরপুরে ৩৫১, মুচি-পাড়ায় ৩৪৫ ও ফেনিক বাজারে ৩২৫ জন শিশু মারা গিয়াছে। পৃথিবীর সুসভ্য দেশ সমূহে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। আর আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শিশু মৃত্যু ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। জোড়া বাগান, বড় বাজার প্রভৃতি স্থানেই মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সকল স্থানে ঘন বসতি, গৃহগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অস্বাস্থ্যকর। বাড়ী গুলি সব ছোট ছোট অসংখ্য কুঠুরীতে বিভক্ত। প্রত্যেক কুঠুরীতে এক এক পরিবারে বাস করে। অধিকাংশ কুঠুরীই সম্পূর্ণরূপে আলো ও বাতাস বর্জ্জিত। সহরের এই অংশে বহু সংখ্যক মূর্খ, কুসংস্কার-প্রিয় এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল লোক সকল বাস করে। ইহাদিগের চির পুরাতন রীতি-নীতি এবং আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে ইহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে। ইহাদের গৃহে কোন প্রকার সংস্কার সাধন করা দুঃসাধ্য। ভবানীপুরের বাসগৃহগুলি খোলা জায়গায় অবস্থিত, তেমন ঘন বসতি নাই, সেই কারণে শিশুমৃত্যুর সংখ্যাও কম।

১৯১৪—১৯১৫ সনে যত শিশু জন্মগ্রহণ

করে, তাহার তিন ভাগের একভাগ জন্মিবার প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃত্যুর প্রধান কারণ—অপুষ্ট অবস্থায়, অসময়ে জন্ম এবং ধনুষ্টঙ্কার। শেষোক্ত কারণে মৃত্যু সচরাচর অজ্ঞানতাবশতঃ এবং মূর্খ ধাত্রীদিগের জন্যই ঘটিয়া থাকে। প্রথমোক্ত দুইটি কারণে মৃত্যু—লোকের আর্থিক এবং সামাজিক কারণে ঘটে। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বাল্য বিবাহ এবং অবরোধ প্রথাই প্রধানতঃ এই সকল মৃত্যুর কারণ। এই কারণগুলির এক একটিই এত গুরুতর যে, বাহির হইতে তাহার সংস্কার সাধন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষা প্রচারই এই সকল গুরুতর কারণ দূরীভূত করিবার একমাত্র উপায়। জনসাধারণ এবং নারীগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারিত হইলে উপরোক্ত কারণগুলি তাঁহারা নিজেরাই সংশোধন করিতে পারিবেন।

প্রথম সপ্তাহ কাটিয়া গেলে মৃত্যু সংখ্যা বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। প্রথম সপ্তাহে যত মৃত্যু হয়, প্রথম মাসের শেষে মৃত্যু সংখ্যা তাহার অর্দ্ধেক হয়। প্রথম মাসে ধনুষ্টঙ্কারেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয়, তা'রপর ব্রঙ্কাইটিস। শিশুদের শারীরিক যন্ত্রাদি এত কোমল থাকে যে, হঠাৎ শীতাতপের পরিবর্ত্তন তাহারা সহ্য করিতে পারে না। দরিদ্রতাবশতঃ আমাদের দেশের লোকেরা উপযুক্ত বস্ত্রদ্বারা শিশুকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে অসমর্থ। এই কারণে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া হয়।

নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে ১৯১৪-১৫ শিশুগণের কোন্ পীড়ায় কত সনে হারে মৃত্যু হইয়াছে তাহা উপলব্ধি হইবে।

বসন্ত
হাম
জ্বর
ম্যালেরিয়া } শতকরা ৪·৪

২। পেটের অসুখ
এণ্টেরাইটিস
কলেরা
আমাশয় } শতকরা ৮·১

৩। অসময়ে জন্ম
অপুষ্ট অবস্থায় জন্ম
(Debility at Birth)
ক্ষয়রোগ (Marasmus) } শতকরা ৩১·৮

৪। ব্রঙ্কাইটিস
নিউমোনিয়া } শতকরা ৩·২

৫। ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus)
neonatorun
তড়কা } ১·৭

৬। লিভার
অন্যান্য কারণ } ৬·২

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে শতকরা ৮০টি শিশুর মৃত্যু তিনটি প্রধান কারণে ঘটিয়াছে। যেমন অকালে এবং দুর্ব্বল অবস্থায় জন্ম, ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়া এবং ধনুষ্টঙ্কার ও তড়কা।

আমাদের দেশের নারীজাতি যদি শিক্ষা-লাভ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা বর্ত্তমান জ্ঞান বিজ্ঞান আলোকিত যুগের এমন অনেক নিয়ম প্রণালী ও উপায় সকল অবগত থাকিতেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা দুর্ব্বল, অকালে প্রসূত শিশু দিগের অধিকাংশকেই রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু জননীগণ মূর্খ বলিয়া এ সকল

নিয়ম প্রণালীর কিছুই জানেন না, সুতরাং কত শিশু শুধু মাতার অজ্ঞতা বশতঃ প্রাণত্যাগ করে! আমাদের গ্রীষ্মাধিক্য দেশে উপযুক্ত যত্ন লইলে, ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ার জন্য শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা সহজেই হ্রাস করা যাইতে পারে। মাতা শিক্ষিতা হইলে ধনুষ্টঙ্কারে শিশুদিগের মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে পারেন। এই সুসভ্য যুগে আমাদের দেশে মূর্খ ধাইদিগের হস্তে শিশুর জন্মকালের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ধনুষ্টঙ্কারে তাহার মৃত্যু ঘটান আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে। মূর্খ ধাইদিগের পক্ষে এই কার্য্যের ভার লওয়া আইন বিরুদ্ধ বলিয়া দণ্ডনীয় হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে মাতার জ্ঞান থাকিলে তিনি ধাত্রীদিগকে নানা বিষয়ে সতর্ক করিতে এবং উপদেশ দিতে পারেন। নারীজাতি শিক্ষালাভ করিলে, শারীর তত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান সম্মত শিশুপালন প্রণালী অবগত হইয়া সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান, তেজস্বী সন্তান গঠন করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে শিশুশিক্ষা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল দেখা যাইতেছে। অতি অল্প বয়সেই বালক বালিকাগণের বুদ্ধিবৃত্তি আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইতেছে এবং তাহারা নানা ভাষায় এবং অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যালয় সমূহে এখনো সেই মান্ধাতার আমলে "অ, আ, ক, খ" এবং A B C মুখস্ত করাইয়া পাঠশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আমাদের নারীগণ যদি শিক্ষিতা হইতেন, তবে কোমল মতি সন্তানদিগকে অল্প বয়সেই বিদ্যালয়ের কঠোর ও একঘেঁয়ে শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া না দিয়া, নিজেরাই বর্ত্তমান চিত্তাকর্ষক ও উন্নত প্রণালীতে তাহাদিগকে সুন্দর রূপে শিক্ষা দিতে পারিতেন। মাতার নিকট যে শিক্ষা শিশু কোমল বয়সে পায়, তাহা যেমন তাহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং মাতার হস্তে যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা নির্ভর করে, তেমনি তাহার মানসিক আধ্যাত্মিক উৎকর্ষও তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নারীজাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রধান উপায়।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতার অন্তঃপুর পরিদর্শন করিবার জন্য একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"যতই দেশে শিক্ষার প্রচার হইতেছে, নারীদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দিবার প্রয়োজন ততই উপলব্ধি হইতেছে। মূর্খ এবং অর্দ্ধ শিক্ষিতাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও শিক্ষিতাদিগের মধ্যেও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব দেখা যায়। আমি এক বৎসরের মধ্যে ৩৬৬৬টি বাড়ী পরিদর্শন করিয়াছি। ইহাতে ৬৭৪০টি পৃথক্ পরিবারকে বাস করিতে দেখিয়াছি। ৬৭৪০ জন স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া সন্তান পালন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছি। ৫৪৫টি নবজাত শিশু দেখিয়া যথাযথ সাহায্য এবং তাহাদিগকে পালন করা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। শিশুর জন্মগ্রহণের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই যদি উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয়, তবে বিপদ অনেকটা কাটিয়া যায়। ২৪০টি বিনা টিকা দেওয়া শিশু দেখিয়া তখনই কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়াছি, গৃহের নানাপ্রকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়া তাহা দূর করিবার

জন্য হেল্‌থ্‌ অফিসারকে জানাইয়াছি। কলিকাতার মত বৃহৎ সহরে আমার মত আরো অনেক পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইলে, তবে কিছু কাজের আশা করা যাইতে পারে।" ইনি শিক্ষিতা ধাইদিগকে লইয়া ক্লাস করিয়া তাহাদিগকে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন এবং প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি প্রদান করিয়াছেন। সমস্ত সহরের জন্য এইরূপ পরিদর্শিকা নিযুক্ত হইলে প্রকৃতই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

শিশুপালন, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম এবং খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা জনিতই এত অমূল্য জীবনের অপচয় হয়। তাহা নিবারণ করিতে হইলে প্রত্যেক নারীরই শিক্ষা লাভ করা এবং এই গুরুতর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা কর্ত্তব্য। আমাদের নারীগণ যাহাতে শিশুপালনের এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ প্রণালী, শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য নিয়ম অবগত হইয়া শিশুপালনে সাহায্য লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধটি লিখিত হইল।

পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিলে—উপযুক্ত বস্ত্র পরাইলে এবং খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করিলে, মোটামুটি শিশুকে সুস্থ রাখা যায়। সাধারণ ভাবে শিশুদিগের অসুস্থতার কারণ জানা থাকিলে জননীরা সেই সব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করিতে পারেন। পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর নিয়ম ও শারীরতত্ত্ব জানা থাকিলে জননীগণ দুর্ব্বল এবং রুগ্ন শিশুকেও সুস্থ, সবল ও তেজস্বী সন্তানে পরিণত করিতে সক্ষম হন। কিন্তু এ সব বিষয়ে অজ্ঞ থাকিলে নানা প্রকার ঝঞ্চাট ও যাতনা ভোগ করিতে হয়, এমন কি শিশুর প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে।

আমাদের দেশের প্রাচীনাগণ বহুদর্শিতার ফলে শিশুপালন বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন সাধারণতঃ শিশুদিগের যে সকল পীড়া হয়, তাহার সুন্দর মুষ্টিযোগ তাঁহাদের জানা ছিল। তদ্দ্বারা তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই শিশুদিগের রোগ আরাম করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে সেই সব প্রাচীন মহিলাদিগের অধিকাংশই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কন্যা ও বধূগণের সে অভিজ্ঞতা নাই এবং অনেক মুষ্টিযোগ ও তাঁহাদের সহিত লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গদেশ হইতে নানা কারণে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা উঠিয়া যাওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে নারীদিগকে অধিকাংশ স্থলে একাকী সংসার করিতে হয়। সুতরাং বয়োবৃদ্ধা অভিভাবিকা সঙ্গে না থাকায় নিজেদেরই শিশু পালনের সমস্ত ভার লইতে হয়। সুতরাং মূর্খ হইয়া থাকিলে শিশুপালন লইয়া অত্যন্ত বিপদের মধ্যে পড়িতে হয়। কিন্তু শিক্ষা থাকিলে এ সম্বন্ধে সকল বিষয়ই জানা থাকে এবং একাকী হইলেও সুচারুরূপে বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালীতে শিশু পালন করিতে সমর্থ হন।

শিশু পালনের বিষয় বুঝাইতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত বিবেচনায় আমরা আগামীবারে উহারই আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ।

—:০:—

পূর্ব্বে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ দ্বারা বহু রোগের চিকিৎসা হইত। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ লুপ্তপ্রায়। অর্শ প্রভৃতি রোগে সম্প্রদায় বিশেষকে ক্ষার প্রয়োগ করিতে দেখা যায় মাত্র। ক্ষারের আভ্যন্তরিক প্রয়োগ কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। আমরা এই প্রবন্ধে পাঠকগণের অবগতির জন্য ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ বিষয়ের আলোচনা করিব।

ক্ষার, অগ্নি, জলৌকা প্রভৃতি শাস্ত্রে অনুশস্ত্র নামে আখ্যাত। ইহারা হীনশস্ত্র বা শস্ত্রের ন্যায় কার্য্যকারী বলিয়া ইহাদিগকে অনুশস্ত্র বলা যায়। শস্ত্র এবং অনুশস্ত্রের মধ্যে ক্ষারই প্রধানতম। কারণ ইহা দ্বারা ছেদন (কাটিয়া ফেলা—যেমন অর্শের বলি ক্ষারযুক্ত সূত্রের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে কাটিয়া যায়) ভেদন (যেমন ফোড়ায় ক্ষার লাগাইলে বিদীর্ণ হয়) লেখন্ (চাঁচিয়া ফেলা,—যেমন ক্ষত প্রভৃতির দূষিত অংশ পরিষ্কার করা) এই ত্রিবিধ কার্য্যই হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নি বা জলৌকা দ্বারা ছেদন কার্য্য হয় না। আবার ইহা ত্রিদোষ নাশক এবং বিশেষ বিশেষ কার্য্যে (যেমন পিত্তজ অর্শ নাশক জন্য) উপযোগী।

দূষিত ত্বক মাংসাদি ক্ষরণ অর্থাৎ পাতন অর্থাৎ নাশ করে বলিয়া ইহাকে ক্ষার বলা যায়। ক্ষার—বিবিধ ঔষধ সংযোগে ত্রিদোষনাশক এবং শ্বেতবর্ণ বলিয়া সৌম্য অর্থাৎ শীতল গুণ বিশিষ্ট। কিন্তু ক্ষার শীতল গুণ বিশিষ্ট হইলেও উহাতে দহন (দগ্ধ করা) পচন (পাকাইয়া ফেলা) দারণ (বিদীর্ণ করা) শক্তি থাকা অবিরুদ্ধ। ক্ষার—প্রচুর আগ্নেয় ঔষধ সংযুক্ত হওয়ায় কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, পাচন, বিলয়ন (মিলাইয়া দেওয়া—যেমন বাত-কফ প্রধান শোথ ক্ষার সেবনে মিলাইয়া যায়) শোধন (ক্ষতাদি বিশুদ্ধ করে), স্তম্ভন (রক্তপাত বন্ধ করে) লেখন গুণ বিশিষ্ট এবং ক্রিমি, আম, কুষ্ঠ, বিষ, মেদ প্রভৃতি ও অতিসেবিত হইলে পুরুষত্ব নষ্ট করে।

প্রতিসারণীয় (লাগাইবার) এবং পানীয় (খাইবার) ভেদে ক্ষার দুই প্রকার। কুষ্ঠ, কিটিম, (কুষ্ঠ বিশেষ), দদ্রু, বিলাস (অরুণ বর্ণ ধবল রোগ), মণ্ডল নামক কুষ্ঠ, ভগন্দর, দূষিত ক্ষত, নালীঘা, আঁচিল, তিল, ছুলী, মেচেতা, আঁচিলভেদ, বাহ্য বিদ্রধি (বড় ফোড়া) বাহ্য ক্রিমি (উকুন), বাহ্যবিষ (বিষাক্ত ক্ষত প্রভৃতি) অর্শ এবং উপজিহ্বা, অধিজিহ্বা, উপকুশ, দন্ত বৈয়দর্ভ এবং তিনপ্রকার রোহিণী—এই সকল রোগে প্রতিসারনীয় ক্ষার প্রয়োজ্য।

পানীয় ক্ষার কৃত্রিম বিষ বা দূষীবিষ, গুল্ম, উদর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অরুচি, আনাহ, শর্করা (সূক্ষ্ম পাথরী) পাথরী, অভ্যন্তর বিদ্রধি, ক্রিমি ও বিষ এবং অর্শ রোগে প্রয়োজ্য। রক্তপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, প্রকৃতি, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, ভ্রমরোগগ্রস্ত, মদরোগগ্রস্ত, মূর্চ্ছা রোগগ্রস্ত, তিমির নামক চক্ষুরোগগ্রস্ত এবং এইরূপ অন্যান্ত ব্যক্তিকে পানীয় ক্ষার প্রয়োগ করিবে না।

প্রতিসারনীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়। বিবিধ রোগ প্রসঙ্গে পানীয় ক্ষারের

বিষয় উল্লিখিত হইবে বলিয়া এ স্থানে বলা হইল না।

প্রতিসারণীয় ক্ষার প্রস্তুত করিতে হইলে, শরৎকালে প্রশস্ত দিনে পর্ব্বতের সানুদেশে-জাত, মধ্যবয়স্ক, বৃহদাকার এবং দাবাগ্নি বিষের দ্বারা অদূষিত ঘণ্টাপারুল গাছকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে। অনন্তর বায়ুশূন্য স্থানে রাখিয়া, উহার সহিত সুধা-শর্করা (চুণ প্রস্তুত করিবার পাথর) মিশ্রিত করিয়া তিলের ডাঁটার দ্বারা দগ্ধ করিবে। অনন্তর অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ঘণ্টাপারুলের ভস্ম এবং পাষাণ ভস্ম পৃথক পৃথক গ্রহণ করিবে।

অনন্তর কুড়চি, পলাশ, অশ্বকর্ণ (লতাশাক), পালতে মাদার (মতান্তরে দেবদারু) বহেড়া, সোঁদাল, ডহরকরঞ্জ, বাসক, কদলী, পটিয়া, লোধ, আকন্দ, মনসাসীজ, আপাং, পারুল, রক্তচিতা, নাটাকরঞ্জ, ইন্দ্র বৃক্ষ (কুড়চি ভেদ) অনন্তমূল, হাপরমালি, করবী, ছাতিম, গণিয়ারী, কুঁচ এবং চারি প্রকার ঘোষা (বৃহৎ ফলা, অল্প ফলা, পীতপুষ্প ও শ্বেত পুষ্প) ইহাদিগের ফল, মূল, পত্র ও শাখা পূর্ব্বোক্ত রূপে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে।

পরে ঘণ্টাপারুলের ভস্ম দুই ভাগ এবং কুড়চি প্রভৃতির ভস্ম একভাগ করিয়া—সমুদায়ে বত্রিশ সের লইবে এবং ১৯২ সের জল বা গোমূত্রে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা একুশবার ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর সিটে বাদ দিয়া ক্ষারজল বৃহৎ কটাহে রাখিয়া অগ্নিতে পাক করিবে এবং হাতা দিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে থাকিবে। পাক করিতে করিতে যখন বেশ নির্ম্মল, রক্তবর্ণ, তীক্ষ্ণ এবং পিচ্ছিল হইবে, তখন নামাইয়া বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া পুনরায় সিটে বাদ দিবে। অনন্তর দেড় সের ক্ষারজল পৃথক রাখিয়া, অবশিষ্ট অংশ পুনরায় পাক করিবে এবং নাটা, পূর্ব্বোক্ত পাথর ভস্ম, ঝিনুক এবং শঙ্খনাভি প্রত্যেকে এক সের মোট চার সের ; লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া অগ্নিবর্ণ হইলে নামাইয়া স্বতন্ত্র রক্ষিত দেড় সের জলে ভিজাইয়া ও বাটিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। সাবধানতার সহিত নাড়িতে নাড়িতে যখন এমন হইবে যে, অত্যন্ত ঘন বা তরল নহে—তখন নামাইয়া একটি লৌহ-কলসের মধ্যে রাখিবে এবং মুখ বন্ধ করিয়া নির্জ্জন স্থানে রক্ষা করিবে।

তীক্ষ্ণ বীর্য্য, মধ্য বীর্য্য এবং মৃদুবীর্য্য ভেদে ক্ষার তিন প্রকার। উপরে যে ক্ষার প্রস্তুতের কথা বলা হইল—উহা মধ্যবীর্য্য ক্ষার। উক্ত ক্ষারে যদ্যপি নাটা প্রভৃতি দ্রব্য চতুষ্টয় না দেওয়া হয়, তবে তাহাকে মৃদুবীর্য্য ক্ষার বলে। আবার উক্ত ক্ষারে যদি দন্তী, দ্রবন্তী (দন্তীভেদ), রক্ত চিতা, গণিয়ারী, নাটা-করঞ্জের পত্র, তালমূলী, বিটলবণ, সাচি-ক্ষার, স্বর্ণক্ষীরী (সোনামুখী, মতান্তরে কঙ্কুষ্ঠ নামক মৃত্তিকা) হিং, বচ, ও মিঠা বিষ—এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করা হয়, তবে তাহাকে তীক্ষ্ণ ক্ষার বলে।

ক্ষার দীর্ঘকাল প্রস্তুত থাকার জন্য অথবা হীনবীর্য্য ঔষধ দ্বারা প্রস্তুত হওয়ার জন্য বীর্য্য হীন হইলে পূর্ব্বোক্ত ক্ষার জলের সহিত পুনরায় পাক করিয়া লইলে বীর্য্যবান হয়।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বা মৃদু নয়—অত্যন্ত শুক্লবর্ণ নয়—শ্লক্ষ্ণ অর্থাৎ করকরে নয়, পিচ্ছিল, অভি-ষ্যন্দী নয় অর্থাৎ প্রয়োগ করিলে ছড়াইয়া পড়ে

না, অত্যন্ত তরল বা ঘন নয় এবং শীঘ্রকার্য্যকারী—এই আটটী গুণ বিশিষ্ট ক্ষারই উত্তম। অত্যন্ত মৃদু, অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত পিচ্ছিল, অত্যন্ত প্রসর্পণকারী ইয়া পড়ে) অত্যন্ত গাঢ় সম্পূর্ণরূপ পাক করা নয় এবং হীনদ্রবতা অর্থাৎ কথিত দ্রব্য সমস্ত না দেওয়া—এই নয়টী ক্ষারের দোষ।

ক্ষার প্রয়োগ করিতে হইলে—রোগীকে বায়ু ও আতপ শূন্য প্রশস্ত স্থানে উপবেশন করাইয়া ব্যাধিস্থান উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া, পিত্তদুষ্ট হইলে সেই স্থানে ঘর্ষণ করিয়া, বাতদুষ্ট হইলে কঠিন অসাড় চর্ম্মের অল্প ছাল তুলিয়া এবং কফদুষ্ট ও শোথযুক্ত স্থানে অল্প অল্প চিরিয়া, শলাকা দ্বারা ক্ষার প্রযোগ করিবে। অনন্তর একশত লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতক্ষণ সময় লাগে—ততক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষার তুলিয়া ফেলিবে। ক্ষার প্রয়োগের পর পীড়িত স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইলে—সম্যকরূপে দগ্ধ করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ক্ষারদগ্ধ স্থানে জ্বালা উপস্থিত হইলে—ঘৃত, মধু এবং কাঁজি প্রভৃতি অম্লদ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বালা নষ্ট হয়।

ক্ষার দগ্ধ স্থানের ক্ষত পুরণ করিবার জন্য তিল ও যষ্টিমধু—তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য অম্লরসে বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে শীঘ্রই ক্ষতস্থান পুরিয়া উঠে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ক্ষারের তেজ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, সুতরাং অগ্নিগুণ বিশিষ্ট কাঞ্জিকাদি দ্বারা কি করিয়া যন্ত্রণা প্রশমিত হইতে পারে? কিন্তু ক্ষারে অম্লরস ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রসই আছে। আবার তন্মধ্যে কটু ও লবণ রসই প্রচুর রূপে বর্ত্তমান। এইজন্য অম্লরসের সহিত সংযুক্ত সেই তীক্ষ্ণ লবণ রস—তীক্ষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হয় এবং সেই হেতু ক্ষার জনিত জ্বালারও হ্রাস হয়।

ব্যাধি স্থান ক্ষার দ্বারা সম্যক রূপে দগ্ধ হইলে—রোগের উপশম, ব্যাধি স্থানের লঘুতা এবং দগ্ধ স্থান হইতে স্রাব নির্গম বোধ হয়। যদি সম্যক দগ্ধ না হইয়া কম দগ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্যাধি স্থানে বেদনা, কণ্ডু ও জড়তা হয় এবং রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর অতিরিক্ত দগ্ধ হইলে জ্বালা, রক্তবর্ণতা, পাকিয়া যাওয়া, অঙ্গবেদনা, গ্লানি, পিপাসা, মূর্চ্ছা—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, সর্ব্বাঙ্গ শোথ বিশিষ্ট রোগী, উদর রোগী, রক্তপিত্ত রোগী, গর্ভিণী নারী, ঋতুমতী স্ত্রী, জ্বররোগী, প্রমেহ রোগী, উরঃক্ষত বশতঃ ক্ষীণ রোগী, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছাপীড়িত ব্যক্তি, ক্ষীণশুক্রব্যক্তি, যে সকল রোগীর অণ্ড বা যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত বা নিম্নদিকে স্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদিগের পক্ষে উভয়বিধ ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি সকল, তরুণাস্থি (cartilage) সিবন (সেলাই) করার মত, ধমনী (Nerve) গলদেশ, নাভি, লিঙ্গ নালস্রোতঃ, অল্প মাংস বিশিষ্ট স্থান, এবং বর্ত্মগত চক্ষুরোগ ভিন্ন ক্ষার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে যে সকল ক্ষারসাধ্য ব্যাধির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে শোথ থাকিলে, অস্থি শূল থাকিলে, অন্নপানে দ্বেষ থাকিলে এবং হৃদয় ও সন্ধি স্থানের পীড়া থাকিলে, ক্ষার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে, ক্ষার

বিষ, অগ্নি, শস্ত্র এবং বজ্রের ন্যায় প্রাণনাশক হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইলে সত্বরেই ঘোরতর রোগ সকল বিনষ্ট করে।

অগ্নিকর্ম্ম বিধি।

গুণে ক্ষার শ্রেষ্ঠ হইলেও, কার্য্যতঃ ক্ষার হইতে অগ্নি শ্রেষ্ঠ। কারণ অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা রোগ প্রশমিত হইলে আর তাহাদের পুনরুৎপত্তি হয় না এবং যে সকল রোগ ঔষধ, শস্ত্র ও ক্ষার প্রয়োগ দ্বারা নিবারিত হয় না, তাহারা অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অগ্নি কর্ম্মের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, পিঁপুল, ছাগবিষ্ঠা, গরুর দাঁত, শর, শলাকা, জাম্ববৌষ্ঠ (জামের ন্যায় মুখাগ্র বিশিষ্ট কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত বর্ত্তি), লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, মধু, গুড় ও স্নেহ দ্রব্যাদি (ঘৃত তৈলাদি) তন্মধ্যে পিপুল, ছাগলনাদী, গোদন্ত, শর ও শলাকা চর্ম্মাশ্রিত রোগে, জাম্ববৌষ্ঠ ও লৌহ তাম্রাদি মাংসগত রোগে এবং মধু ও স্নেহ পদার্থ শিরাগত, স্নায়ুগত, সন্ধিগত ও অস্থিগত রোগে অগ্নি কর্ম্মের জন্য প্রয়োগ করিতে হয়।

শরৎ ও গ্রীষ্মকাল ব্যতীত অন্য সকল ঋতুতেই অগ্নিকর্ম্ম করা যাইতে পারে। কিন্তু শরৎ এবং গ্রীষ্মকালে যদি অগ্নিসাধ্য ব্যাধি প্রাণ নাশক হইয়া উঠে, তাহা হইলে উষ্ণ কালের বিপরীত বিধান। অর্থাৎ শীতল আচ্ছাদন, ভোজন, প্রলেপ অবলম্বন করিয়া উক্ত দুই ঋতুতেই অগ্নি কর্ম্ম করিতে পারা যায়। সকল রোগে এবং সকল ঋতুতেই পিচ্ছিল (দধি প্রভৃতি যুক্ত) অন্ন ভোজন করাইয়া অগ্নি কার্য্য করিবে। কিন্তু মূঢ়গর্ভ (Difficult labour), পাথরী, ভগন্দর, অর্শ ও মুখরোগে রোগীকে ভোজন না করাইয়া অগ্নিকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, ত্বক্ দগ্ধ ও মাংস দগ্ধ ভেদে অগ্নিকর্ম্ম দুই প্রকার। কিন্তু ধন্বন্তরির মতে শিরা, স্নায়ু, সন্ধি এবং অস্থিতেও অগ্নিকর্ম্ম করা নিষিদ্ধ নহে।

অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা ত্বক্ দগ্ধ হইলে শব্দ, দুর্গন্ধ ও চর্ম্মের সঙ্কোচ হয়। মাংস দগ্ধ হইলে কপোত বর্ণতা (মলিন শ্বেতবর্ণ) অল্প ফোলা এবং শুষ্ক ও সঙ্কুচিত ক্ষত হয়। শিরা ও স্নায়ু দগ্ধ হইলে কৃষ্ণবর্ণ ও উন্নত ক্ষত হয় এবং রক্তাদির স্রাব বন্ধ হয়। সন্ধি এবং অস্থি দগ্ধ হইলে রুক্ষ, অরুণ বর্ণ, এবং কর্কশ ও স্থির (ব্যাপ্তিশীল নহে) ক্ষত হয়।

শিরোরোগ ও অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগে ভ্রূ, কপাল ও শঙ্খ দেশে, বর্ত্ম অর্থাৎ চক্ষুর পাতার রোগে দৃষ্টি স্থান আর্দ্র আলতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বর্ত্ম দেশের রোমকূপ দগ্ধ করিতে হয়। ত্বক্, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে বায়ু প্রকোপ বশতঃ অত্যন্ত বেদনা হইলে, উন্নত ও অসাড় কঠিন মাংসে, ব্রণে, গ্রন্থি, অর্শ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর, অপচী, গোদ, আঁচিল তিল, অন্ত্রবৃদ্ধি (Harnia), সন্ধিস্থান ও শিরোচ্ছিন্ন হইলে, নালী ঘা প্রভৃতি রোগে এবং অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে অগ্নিকর্ম্ম করিতে হয়। রোগের স্থানভেদে অগ্নিকর্ম্ম চার প্রকার। যথা, বলয়, বিন্দু, বিলেখন ও প্রতিসারণ। আক, গলগণ্ড প্রভৃতি দৃঢ়মূল রোগে বালার ন্যায় আকারে দগ্ধ করাকে বলয়, তিল, আঁচিল প্রভৃতি রোগে বিন্দুর আকারে দগ্ধ করাকে বিন্দু, তির্য্যক, সরল

ও বক্রাদিভেদে নানা আকারে দগ্ধ করাকে বিলেখন এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকাদি দ্বারা ঘর্ষণ করাকে প্রতিসারণ বলে। অগ্নিকর্ম্ম এই চারি প্রকার বলা হইল। রোগের সংস্থান অর্থাৎ আয়তনাদি, মর্ম্মস্থান (পরিহারের জন্য) রোগীর বলাবল, ব্যাধি (বাতকফ জনিত ব্যাধিতে অগ্নিকর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং রক্তপিত্তে নিষিদ্ধ), ইহা ভিন্ন ঋতুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্নিকর্ম্ম করিতে হয়।

অগ্নিদ্বারা সম্যক্ দগ্ধ হইলে মধু ও ঘৃত সেই স্থানে মর্দ্দন বা লেপন করিবে।

পিত্ত প্রকৃতি, অন্তঃ শোণিত (যাহাদের শরীরের অভ্যন্তরে কোন স্থানে রক্তস্রাব হয়), ভিন্ন কোষ্ঠ (যাহাদের কোষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, যাহাদের শরীরে শল্য বিদ্ধ আছে, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, অনেক ক্ষতযুক্ত এবং পাণ্ডু রোগী, মেহ রোগী, রক্তপিত্ত রোগী তৃষ্ণার্ত্ত প্রভৃতি যাহাদিগকে স্বেদের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে অগ্নি কর্ম্ম নিষিদ্ধ।

এক্ষণে চিকিৎসক কর্ত্তৃক দগ্ধ করা ব্যতীত অন্য প্রকারে অর্থাৎ প্রমাদ বশতঃ দগ্ধের লক্ষণ বলা যাইতেছে। অগ্নি—ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য এবং কাষ্ঠাদি রুক্ষ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া দগ্ধ করিয়া থাকে। অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত ঘৃত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ সহজে সূক্ষ্ম শিরা মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া ত্বক্ মাংসাদিকে আশু দগ্ধ করিয়া ফেলে। এই জন্য স্নেহ পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হইলে অত্যন্ত অধিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

চিকিৎসকের দোষে বা প্রমাদ বশতঃ চারি প্রকার অগ্নিদগ্ধের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—পুষ্ট, দুর্দ্দগ্ধ, সম্যক্ দগ্ধ ও অতি দগ্ধ। দগ্ধ স্থান বিবর্ণ, (পাণ্ডুবর্ণ), অত্যন্ত দাহযুক্ত হইলে এবং স্ফোট (ফোসকা) উৎপন্ন না হইলে তাহাকে পুষ্ট দগ্ধ বলা যায়। দগ্ধ স্থানে স্ফোট উৎপন্ন হইলে, চোষ (চূষণ বৎ পীড়া, দাহ, রক্তবর্ণতা, বেদনা ও পাক বিশিষ্ট হইলে এবং দীর্ঘকালে ভাল হইলে তাহাকে দুর্দ্দগ্ধ বলে। দগ্ধস্থান অগভীর ভাবে দগ্ধ, পাকা তালের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, অত্যন্ত উন্নত বা অবনতরূপ দোষ বর্জ্জিত এবং পূর্ব্বে ত্বক্ মাংসাদি দগ্ধের যেরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে সেইরূপ লক্ষণ যুক্ত হইলে সম্যক্ দগ্ধ বলা যায়। আর দগ্ধ স্থানের মাংস ফুলিয়া পড়িলে, গাত্র বিশ্লিষ্ট হইলে অর্থাৎ ফাটিয়া গেলে, সিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি নষ্ট হইলে, জ্বর, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা ঘটিলে তাহাকে অতিদগ্ধ বলে। ইহাতে ক্ষত স্থান বিলম্বে পূর্ণ হয় এবং ভাল হইলেও বিবর্ণ থাকে।

প্রাণীদিগের রক্ত অগ্নি সংযোগে অত্যন্ত কুপিত হইয়া এবং অগ্নি ও কুপিত রক্তের জন্য পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ অগ্নি ও পিত্ত রস, ও বীর্য্যে তুল্য। উভয়ের প্রকোপ বশতঃ তীব্র বেদনা হয়, বিদাহ জন্মায়, শীঘ্র স্ফোট উৎপন্ন হয় এবং জ্বর ও তৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে।

এক্ষণে, অগ্নিদগ্ধের চিকিৎসার বিষয় কথিত হইতেছে, উষ্ণ দগ্ধে অগ্নিতাপ (স্বেদ), উষ্ণ প্রলেপাদি এবং উষ্ণ অন্ন পান প্রয়োগ করিবে। কারণ শরীরে অধিক পরিমাণে স্বেদ দিলে রক্ত স্বিন্ন হয় বলিয়া জমাট বাঁধিতে পায় না। কিন্তু জল শীতল বলিয়া জল প্রয়োগ করিলে রক্ত জমাট হইয়া যায় এবং তজ্জন্য রুদ্ধমার্গ বায়ু, শূল, শোথ ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত করে। সেইজন্য প্লুষ্টি দগ্ধ স্থানে উষ্ণ

ক্রিয়া করাই হিতকর। দগ্ধ স্থানে শীত ক্রিয়া করিলে তাহা কখনই সুখকর হয় না।

দুর্দ্দগ্ধে দাহ গভীর হইলে স্বিন্ন (স্বেদ প্রাপ্ত) রক্তের উষ্ণতা দূর করিবার জন্য ক্রিয়া এবং অগভীর হইলে যাহাতে জমাট বাঁধিয়া না যায় তজ্জন্য উষ্ণ ক্রিয়া করিবে। পরে ঘৃত লেপন এবং শীতল দ্রব্য সেবন করিবে।

সম্যক্ দগ্ধে বংশলোচন, পাঁকুড় ছাল, রক্ত চন্দন, গেরীমাটী ও গুলঞ্চ সমান ভাগে লইয়া পেষণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে পিত্ত জনিত দাহাদি নিবারিত হয়। গো, অশ্ব প্রভৃতি গ্রাম্য, বরাহ, মহিষ প্রভৃতি আনূপ এবং কচ্ছপাদি ঔদক মাংস বাটিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত যন্ত্রণার উপশম হয়। অপিচ, পিত্তজ বিদ্রধি রোগে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, সম্যক দগ্ধে সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

অতিদগ্ধে যেসকল মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে—সেইগুলি ফেলিয়া দিয়া শীতল ক্রিয়া করিবে। পরে সেই স্থানে শালি তণ্ডুলের চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। ক্ষতস্থান গুলঞ্চের পাতা বা পদ্ম প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। অপিচ, পিত্ত বিসর্পে যেরূপ চিকিৎসার কথা বলা হইয়াছে, অতিদগ্ধেও সেইরূপ চিকিৎসা করিবে।

মোম, যষ্টিমধু, লোধ, ধূনা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত চন্দন এবং সূচীমুখী—সমান ভাগে বাটিয়া তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সর্ব্বপ্রকার দগ্ধ ক্ষতের উত্তম ঔষধ।

সর্ব্বপ্রকার স্নেহ দগ্ধ জনিত ক্ষত অর্থাৎ উত্তপ্ত ঘৃত তৈলাদি দ্বারা ক্ষতস্থানে রুক্ষ ক্রিয়া করিবে। অর্থাৎ স্নেহ ব্যতীত রুক্ষ চূর্ণ, প্রলেপ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে।

কণ্ঠনাসিকাদি স্থানে অগ্নি কর্ম্ম করিবার সময় ধূম লাগিয়া রোগীর কতকগুলি উপদ্রব জন্মিতে পারে। ইহাকে ধূমোপাহত বলে। অগ্নি কর্ম্ম ব্যতীতও ধূম লাগিয়া পীড়া উপস্থিত হইলে তাহাকেও ধূমোপহত বলা যায়। শ্বাস হিক্কা, আধ্মান (পেট ফোলা), কাস, চক্ষুর দাহ ও রক্তবর্ণতা, নিঃশ্বাসের সহিত ধূম নির্গম, ধূম ব্যতীত অন্য দ্রব্যের ঘ্রাণ না পাওয়া, সমস্ত খাদ্যে ধূমের আস্বাদ (ধোঁয়াটে) পাওয়া, শ্রবণ শক্তির লোপ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অবসন্নতা ও মূর্চ্ছা—ধূমোপহত ব্যক্তির এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

ধূমোপহত ব্যক্তিকে ঘৃত ও ইক্ষুরস, অথবা কিসমিসের কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। এইরূপ বমন দ্বারা আমাশয়াদি বিশুদ্ধ হইলে ধূমগন্ধ নষ্ট হয় এবং শরীরের অবসন্নতা, হাঁচি জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, আধ্মান, শ্বাস, কাস প্রভৃতি প্রশমিত হয়। মধুর, অম্ল, কটু ও লবণ দ্রব্যের কবল ধারণ (কুল কুচা) করিলে ধূমোপহত ব্যক্তির মন প্রসন্ন হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল সম্যক্ প্রকারে রসাদি গ্রহণ করিতে পারে। উপযুক্তরূপ শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ করিলে ধূমোপহত ব্যক্তিকে অবিদাহী (যাহা খাইলে গলা বুক জ্বালা করে না), লঘু এবং স্নেহযুক্ত আহার প্রদান করিবে।

অতিতেজ অর্থাৎ বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে প্রায়ই কোন ঔষধে প্রতিকারের আশা থাকে না, দগ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কিন্তু যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ তাহার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে এবং স্নেহ দ্রব্য পরিষেক ও স্নেহযুক্ত প্রলেপ প্রয়োগ করিবে।

প্রসঙ্গ ক্রমে উষ্ণ বাতাদি দগ্ধের চিকিৎসা

কথিত হইতেছে। উষ্ণ বায়ু বা রৌদ্র কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে, শীতল দ্রব্য পরিষেক, শীতল প্রলেপ এবং শীতল অন্নপান প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিবে। শীত (হিম তুষার) কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে (হিম দগ্ধে দাহ সাদৃশ্য থাকে বলিয়া লোকে তুষার দগ্ধ বলে) অথবা জল সংযুক্ত কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে।

বালক রক্ষা।

(প্রাণায়ামের আবশ্যকতা ও উপকারিতা)।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি-এল।

মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া জীবিত কালে ভুক্তি ও অন্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হইল। সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে সকলেই চায়। কিন্তু ইহার জন্য শ্রেয়ের অনুসরণ না করিয়া, আপাতঃ বিষোপম পরিণামে অমৃতোপম সাত্ত্বিক সুখের চেষ্টা,—না করিয়া বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগে সুখের চেষ্টা, রাজসিক সুখ--যাহা অগ্রে অমৃতোপম পরিণামে বিষোপম এবং তামসিক সুখ যাহা অগ্রে এবং পশ্চাতে উভয় অবস্থায় কষ্ট দায়ক তাহাই লাভ করিতে চেষ্টা করে। জন্মিলে মরিতে হইবে এবং মরিলে জন্মিতে হইবে ইহা অবশ্যম্ভাবী এবং এই জন্মমৃত্যু প্রবাহ বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। এই কষ্ট কিরূপ ভয়ানক তাহা দেখাইবার জন্য গত বর্ষের আয়ুর্ব্বেদে আমরা কিরূপে সংসারে যাতায়াত করি—তাহাই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। ইহাতে মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত মনে করিয়া পাঠক মহোদয়গণ লেখকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াই লেখককে পাঠকের বিরক্তির কারণ হইতে হইয়াছে। যদি মৃত্যু কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক, জন্ম কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক এবং জন্ম মৃত্যুর অন্তরাল কিরূপ কষ্টকর দেখান না যায়, এবং বালককে তদ্বিষয়ে শিক্ষা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাল্যকাল হইতে বালক ও বালকের অভিভাবকগণ শ্রেয়োলাভের চেষ্টায় সাত্ত্বিক সুখ লাভের জন্য তৎপর হইবেন না। কোন বিষয়ে সতর্ক করিতে হইলে তাহার বিচার করিয়া তাহার মন্দাংশ না দেখাইলে সে বিষয় হইতে কেহ বিরত হয় না। এই দেহ ও মন আমাদের সংসারের কারণ, আবার এই দেহ ও মন মুক্তির কারণ—

দেহ মূলো মনস্তাপো দেহ সংসার তারণম্।
দেহঃ কর্ম্ম সমুৎপন্নঃ কর্ম্ম চ দ্বিবিধং মতম্॥

দেহ হইতে মনস্তাপ জন্মে, দেহ জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সেই দেহ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং কর্ম্ম পাপপুণ্যানুসারে দ্বিবিধ।

দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মক শিবে।
ততস্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখৈঃ পরিভূয়তে.

সোঽয়ং সঞ্জায়তে মাতঃ কথং দেহো মহেশ্বরি।

হিমালয় কহিলেন হে শিবে! পঞ্চভূতাত্মক দেহই দুঃখের হেতু। সুতরাং দেহ অভাবে দেহীর কখনও দুঃখ বোধ সম্ভবেনা, কিন্তু হে মহেশ্বরি! আমার প্রতি যদি অনুগ্রহ থাকে, তবে বিস্তারিতরূপে বলুন, সেই দেহ কিরূপে উৎপন্ন হয়?

(ভগবতী গীতা।)

আবার চরক কি বলেন শুনুন।

জীবন্ হি পুরুষস্বিষ্টং কর্ম্মণঃ ফলমশ্নুতে (৭)

(ষষ্ঠ অধ্যায় নিদানস্থানম্)

কারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলেই কর্ম্মের ইষ্ট ফল ভোগ করিতে পারেন। পুনশ্চ—

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বভাবঃ শরীরিণামিতি।

অন্য সমস্ত ফেলিয়া অগ্রে শরীর রক্ষা করিবে। কারণ তদভাবে শরীরীদিগের সর্ব্বভাবেরই অভাব হয়। এই দুই ভাবকে প্রথমতঃ বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। মুক্তি শাস্ত্র ভগবতী গীতা কি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করিতেছে? তাহা নয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও মুক্তি শাস্ত্র। শরীর রাখিয়া, শরীর ও মন দ্বারা মুক্তি অর্জ্জন করাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শরীর ও মন সর্ব্ব সাধনের মূল! সেই জন্যই বলে "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে ও মন ভাল থাকিলে শরীর ভাল থাকে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলেও যদি শোকাদি কোন কারণে মন খারাপ থাকে, তাহা হইলে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আনিয়া শরীরকে রুগ্ন করে। আবার যদি মন বেশ ভাল থাকে, তখন যদি উৎকট শিরঃ পীড়াদি হয়, তখন মনও খারাপ হইয়া পড়ে, আমরা যাহাতে বেশ সুস্থ ও সবল থাকিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারি, তাহাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ দীর্ঘকাল জীবিত না থাকিলে ভোগার্জ্জন দ্বারা মুক্তি মার্গের অনুসন্ধান করিয়া তাহার সাধন ও সিদ্ধি অসম্ভব। অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু ও জন্ম লইতে হইলে কেবল যাতায়াতেই সময় কাটিয়া যায়, সংসারে থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জনের আর সময় পাওয়া যায় না। আমার একবার খুব কঠিন পীড়া হইয়াছিল। যখন প্রবল জ্বর সেই সময় অর্দ্ধ জ্ঞান আছে—এমন অবস্থায় মনে হইল, আমি পৃথিবীর একপার্শ্বে আসিয়া একটী জ্যোৎস্না আলোকিত স্থান দূর হইতে দেখিতেছি। সেই স্থানে যাইতে আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইতেছে ও মনে হইতেছে যে মরিয়া উচ্চ স্থানে যাইব। কিন্তু একটা বড় দুঃখ সেই সময় মনে উপস্থিত হইল যে, বাল্যকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আমি কে, কোথায় যাইব, কোথা হইতে আসিয়াছি ও সেই শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় লওয়া ভিন্ন সংসারে জন্মমরণ কষ্টের বিরাম নাই তাহা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বেই চলিলাম; এই জ্ঞানটুকু লইয়া আবার যখন আসিয়া জন্মিব, তখন হারাইব। এই দুঃখে বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। জগদীশ্বরের বড়ই কৃপা যে, তিনি আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় লইবার আর একটা সময় দিলেন, কিন্তু কই সে বিষয় তো কিছুই করিতে পারিতেছি না! বাল্যকাল হইতে বালককে জানাইয়া দিতে হইবে যে, সংসারের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এটা একটা খেলার যায়গা। দিন কয়েকের জন্য এই সংসার বিদেশে আসিয়াছি আবার নিজ

দেশে চলিয়া যাইব। কিন্তু এই শরীর ও মন —যাহা আমার কষ্টের হেতু, তাহা যাহাতে আর গ্রহণ করিতে না হয়—তাহার জন্য সেই শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিবার উপায় করিয়া যাই—যাহাতে সেই স্বদেশে গেলে যেন তাঁহার শ্রীচরণে স্থান পাইয়া—আর এই সংসার বিদেশে আসিতে হয় না। আমরা যে এই জ্ঞানটুকু মৃত্যু ও জন্মদ্বার দিয়া আসিতে আসিতে ভুলিয়া যাই—তাহা আমাদের সাধনার অভাবে। আমাদের স্মৃতি আমরা অনেক প্রকারে হারাই। প্রথমতঃ আহার শুদ্ধি। "আহার শুদ্ধৌতু" সত্বশুদ্ধি—"সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতির্লম্ভে সর্ব্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" এই স্মৃতির প্রধান সহায় শুদ্ধ আহার। আহার মানে যে খাদ্য—দ্রব্য তাহা নয়। আমরা বাহিরের যে কোন জিনিষ ভিতরে লইয়া যাই তাহাই আহার। কতক শরীরের আহার, —যেমন অন্নাদি ভোজন, দুগ্ধাদি পান। আবার চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা, ত্বক্, এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিতরের বিষয় গ্রহণ,—ইহা মনের আহার। যাহাতে এই উভয় বিধ শরীরের ও মনের আহার শুদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বালকদের বাল্যকাল হইতে শুদ্ধতা ও শৌচ রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নপর হইতে হইবে। আমাদের শরীর রক্ষার জন্য যাহা বাহির হইতে শরীরের মধ্যে গ্রহণ করা যায়—তাহাই আহার। বায়ুভুক্ বলিয়া একটা কথা আছে। বায়ুই আমাদের সর্ব্ব প্রধান জীবন রক্ষার হেতু। বায়ু ব্যতীত আমরা বেশী ক্ষণ বাঁচিতে পারি না। আবার শুদ্ধ বায়ু না হইলে বাঁচিবার উপায় নাই। এই বায়ুই আমাদের প্রাণ। পঞ্চবায়ুই আমাদের প্রাণ। এই পঞ্চ বায়ু আবার ঊনপঞ্চাশ প্রকার বলিয়া কথিত আছে। বায়ু একই,—কেবল ক্রিয়ার ভেদে নানা নাম যুক্ত। পঞ্চ অন্তর্বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। আমরা যাহাকে প্রাণময় কোষ বলিয়া থাকি তাহা এই এই পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ু ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্য, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু। প্রাণ বায়ুর স্থান হৃদয়। ইহা প্রতি দিবারাত্রিতে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস রূপ কার্য্য করিতেছে ইহাকে অজপ্যা জপ করা বলে। ইহারই উপর আমাদের জীবন বা আয়ু। ইহারই গতি ইত্যাদি স্থির করিতে পারিলেই আমরা দীর্ঘায়ু হইতে পারি। অবশ্য অন্যান্য বায়ুও এ বিষয়ে সহায়ক, কিন্তু এই প্রাণ বায়ুর উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে উহা অন্যান্য বায়ুকে নিজ স্থানে রাখিয়া কার্য্য করায় ও আমাদিগকে দীর্ঘায়ু করায়। প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিয়মিত করাকে প্রাণায়াম বলে। প্রাণ বায়ু ঊর্দ্ধ গমনশীল। অপান বায়ুর স্থান নাভির নিম্নে—গুহ্য দেশ পর্য্যন্ত। ইহা অধোগমনশীল ও ইহার দ্বারা মল মূত্র ত্যাগ হয়। সমান বায়ুর স্থান নাভিদেশ। আমরা যাহা কিছু আহার করি—সেই আহারের পরিপক্ক রস নির্গত করিয়া নানাপ্রকার নাড়ী দ্বারা সর্ব্ব শরীরে লইয়া যাওয়া ইহার কার্য্য। আহার্য্য বস্তু পরিপাক করিয়া তাহা হইতে রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস মজ্জা শুক্র প্রভৃতি প্রস্তুত করায়, ইহাই বায়ুর কার্য্য। সকলকে সমান ভাবে রাখিয়া শরীরের কার্য্য সম্পন্ন করে ও প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া নিজে মধ্যে থাকিয়া মৃত্যুর সময় যখন প্রাণ ও অপান পরস্পর মিলিত হইতে চেষ্টা করে, সেই সময় সরিয়া যায়, প্রক্রিয়াহীন হয়, কিন্তু অন্যান্য

সময় প্রাণ ও অপানকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া নিজে মধ্যে থাকে এই জন্য ইহার নাম সমান। উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠ। আমরা যাহা কিছু পান করি বা ভক্ষণ করি—তাহাকে বিভাগ করিয়া দেওয়াই ইহার কার্য্য। ব্যান বায়ুর স্থান সর্ব্বাঙ্গ। সর্ব্বাঙ্গের সন্ধিস্থানের কার্য্য সর্ব্বনাড়ী—গমনশীল—সর্ব্ব শরীর স্থায়ী —এই বায়ুর কার্য্য। ক্ষয় ও পূরণ এই বায়ুর ক্রিয়া। এই পঞ্চ অন্ত বায়ু ও পঞ্চবহি বায়ু দ্বারা আমাদের শরীরের যতকিছু কার্য্য হইতেছে। ইহারা নাগ, কুর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। এই বায়ুর ক্রিয়া শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—যথা,—প্রাণাস্ত বহির্গমনম্ অপানস্যাধোগমনং ব্যানস্ত ব্যবসমাকুঞ্চর প্রসারণাদীনি সমাসস্যাশিত পীতাদীনাং সমুন্নয়নম্ উদানস্যোর্দ্ধ নয়নম্।

উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কুর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকর ক্ষুৎকারো জ্ঞেয় দেবদত্তো বিজৃম্ভনে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥

শ্রীধর গীতা।

বায়ু পঞ্চভূতের এক ভূত। কিন্তু ইহার সহিত অন্য চারি ভূত মিলিত আছে, তাহাদের গুণ এই প্রকার। যথা—বায়ুর মধ্যে যে আকাশ আছে তাহার গুণ প্রসারণ,—বায়ুর নিজগুণ ধারণ, তেজের গুণ বমন, জলের গুণ চারণ, পৃথিবীর গুণ আকুঞ্চন।

এই পঞ্চ বায়ুকেই প্রাণ বলা যায়।

এখন দেখা যাইতেছে যে বায়ুকে স্থির ও নিয়মিত করিতে পারিলেই আমরা সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবি হইতে পারি। মন আমাদের বড়ই চঞ্চল। বিশেষ বালকদের মন বড়ই চঞ্চল। এই চঞ্চল মনকে যতই স্থির করিতে পারা যায়, ততই শান্তি আসে ও দুঃখের লাঘব হইয়া সুখ আসে। চঞ্চল মন যখন স্থির হয়, তখন তাহা বুদ্ধিবৃত্তি রূপে পরিণমিত হয়। যেমন তরঙ্গায়িত জলে চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব ঠিক দেখা যায় না, বহু খণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ আমরা এই চঞ্চল মনে সকল আনন্দের আধার জ্ঞান স্বরূপ সেই ভগবানকে তাঁহার ছায়ারূপে দেখিতে পাইয়া চঞ্চল মনে কোন কাজ হয় না। মনকে স্থির করিয়া একাগ্র করিতে পারিলেই ইহা দ্বারা কার্য্য এমন কি অসাধ্য সাধনও হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যের কিরণ যখন সাধারণ ভাবে থাকে, তখন তাহার উত্তাপ কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারে না। এমন কি সেই বিচ্ছিন্ন সূর্য্য কিরণ সমূহে উত্তাপ আছে বলিয়া বিশেষ বোধ হয় না। কিন্তু যদি কৌশল ক্রমে সেই বিচ্ছিন্ন কিরণ সমূহকে একমুখী করিতে পারা যায়, তবে তাহার কি প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি উপস্থিত হয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। একখণ্ড কাচ যাহার উভয় পৃষ্ঠই মধ্যস্থল ক্রম উচ্চ, তাহার যদি সূর্য্যের দিকে একখণ্ড কাগজ বা অন্য পদার্থ আনা যায়, তবে উহা উপরে ও নীচে লইয়া যাইতে যাইতে একটী এমন স্থানে আসিবে—যাহা ঐ কাচখণ্ডে পতিত কতকগুলি কিরণ এক পুঞ্জীকৃত করিয়াছে, সেইখানেই আসিবামাত্রই ঐ কাগজ খণ্ডটী পুড়িয়া যাইবে। যদি কতকগুলি কিরণ সমষ্টির এই শক্তি হয়, তবে আরও বেশী কিরণ সমষ্টির যে প্রচণ্ড দাহিকা শক্তি—তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সেইরূপ আমাদের বিক্ষিপ্ত মনকে যতই পুঞ্জীকৃত করিতে পারিব, ততই তাহার শক্তি বৰ্দ্ধিত হইবে। অন্যান্য মনোবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া বুদ্ধি বৃত্তিটী পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহার অন্যান্য মুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়া একটী মাত্র মুখ

প্রবল হয় তখন তাহার কোন বস্তুই অগোচর থাকে না। তখন দেখা যায় যে, যন্ত্র মনস্তত্ত্ব পদ্ম, যেমন পুষ্করিণীর জলে পদ্মপুষ্প ভাসমান দেখায়, কিন্তু যেমন বায়ু দ্বারা জল তরঙ্গায়িত হইলে সেই পুষ্পটিও চঞ্চল হয়—সেইরূপ মনও বায়ুর উপর অবস্থিত মনকে স্থির করিতে হইলে, ভিতরের বায়ুকে স্থির করিতে হইবে। এই বায়ু স্থির করিতে হইলে আমাদের প্রধানতঃ প্রাণ ও অপান বায়ু লইয়াই কাজ, কিন্তু বিশেষভাবে প্রাণ বায়ু লইয়াই কাজ

আপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপান গতি রুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ॥
গীতা—

এই শ্লোকে ভগবান দেখাইতেছেন যে, যাঁহারা প্রাণায়ম-পরায়ণ-হন, তাঁহারা কেহ অপানে প্রাণকে বলপূর্ব্বক মিশাইয়া দেন, কেহ প্রাণে অপনকে বলপূর্ব্বক মিশাইয়া দেন এই প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া প্রাণায়াম পরায়ণ হন। এই প্রাণায়াম ক্রিয়াই শরীরের ও মনের অশেষ শক্তি আনিয়া দেয় ও আমাদিগকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবি কি প্রকারে করে—তাহাই দেখান যাউক। আমরা দেখিতে পাই যে, এই জগতে কেহ মরিতে চায় না। সামান্য কীট পতঙ্গ হইতে পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা পর্য্যন্ত সকলেরই এই বাসনা। সকলেই যেন অমর হইতে চায়। যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত—অসহ্য যাতনায় কাতর, দারিদ্র্যের তাড়নায় মৃয়মান, আহারাভাবে অস্থি কঙ্কালসার, এক কথায় এ জীবনে যত কষ্টের অবস্থা হইতে পারে—তাহাও যদি একাধারে কাহারও হয়, তবুও সে মরিতে চায় না। কারণ পূর্ব্ব সংস্কার তাহার হৃদয়ে অলক্ষিত ভাবে জানাইয়া দিতেছে যে, মরিলে কতই অসহ্য ও অনিবার্য্য যাতনা ভোগ করিতে হইবে, যে যাতনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মৃত্যুর পর ভোগ করিয়া জীব গর্ভাবাস কালে তাহা স্মরণ করিয়া অসহ্য যাতনা ভোগ পূর্ব্বক এই তীব্র বাসনা করিয়াছে যে, এবার জন্ম হইলে আর বিষয় সেবা করিব না, সেই পরম দয়াময় শ্রীভগবান পাদপদ্মে মন অর্পণ করিব, কিন্তু জন্ম হইবামাত্র বৈষ্ণব্য বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া মহামায়ার মায়ায় সবই ভুলিয়া যায়। কিন্তু সংস্কার থাকে বলিয়া মৃত্যুকে এবং সেই মৃত্যুর দূত ব্যাধিকে এত ভয় আসে। সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে, কিন্তু কিসে দীর্ঘজীবি হইয়া মৃত্যুতত্ত্ব প্রেততত্ত্ব ও আত্মাকে জানিয়া অমর হইতে পারে—তাহার চেষ্টা করে না। অমর হওয়া অসম্ভব, কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই অমর। দীর্ঘকাল নীরোগ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতেও চেষ্টা করিলে মানুষ আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়া পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। এই তত্ত্ব জানাই পরম দুর্লভ, মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই বিদ্যাই বিদ্যা, আর অন্য বিদ্যা শিল্পনিপুণতা। এই দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য পূর্ব্বে বহু চেষ্টা হইত, এখন হয় না। আমাদের নিজের যখন সে চেষ্টা নাই, তখন বালকদের কি প্রকারে থাকিবে? এই বিষয়ে বালকদের ইচ্ছা জাগাইতে হইবে, যদি বালককে প্রথম হইতে এই শিক্ষা দেওয়া যায় যে, তাহারা দীর্ঘকাল নীরোগ ভাবে জীবিত থাকিয়া সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ ও ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে, তবেই তাহারা সে বিষয়ে চেষ্টা করিবে। এখনকার কালে বালককে সামান্য বিদ্যা শিক্ষা—যাহাকে শিল্প নিপুণতা বা উদ-

রায়ের ব্যবস্থায় বিদ্যা বলা যায়—তাহাই উপার্জ্জনের জন্য—সংসারে ভীষণভাবে বদ্ধ হইবার জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যহানি করিতে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। সেই জন্য আমাদের বালকেরা যখন বিশ্ব বিদ্যালয় হইতে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনের উল্লাসে সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, যখন গৃহস্থ হয়, তখন সে মৃত কি তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। তাহাদের অস্থিচর্ম্মময় দেহ দর্শন—প্রভৃতি করিয়া কি মনে হয়? তাহাদের বংশধরগণ যে কি হইবে—তাহাদের দেহ খানি দেখিলেই বোধ হয়। যদি বালকের মনে স্বাস্থ্যের ভাব জাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেও শরীর অযথা নষ্ট করে না, অভিভাবকেরা তাহার পড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে অকালে কাল গ্রাসে পতিত করিতে পারেন না। এই দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য মহাতপা ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই অমূল্য চরক সংহিতার উৎপত্তি।

দীর্ঘজীবিত মম্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্॥

দীর্ঘজীবিত হইতে হইলে যিনি নিজে দীর্ঘজীবী, তাঁহার নিকট না গেলে কোথায় সেই উপায় জানিতে পারা যাইবে? তাহার পর যিনি স্বয়ং অমর ও অমরেশ্বর তিনিই ত ইহা বলিয়া দিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাত্র। যদি এই চরকোক্ত বিষয় সরল ভাষায় কিছু কিছু সংক্ষেপ করিয়া প্রত্যেক বালককে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং অভিভাবকেরাও উহা শিক্ষা করিয়া চরকোক্ত মতে চলেন ও বালকদের যথাসম্ভব চালান, তাহা হইলে আমাদের দেশে এত রোগ ও অকাল মৃত্যু ও বংশলোপের আশঙ্কা থাকে না। রোগ হইতে না দেওয়াই ভাল, রোগ হইলে চিকিৎসা দ্বারা আরাম করা ভাল নয়। যাহাতে রোগ মোটেই না হইতে পায়, সেইটা কি ভাল নয়? রোগই আমাদের উন্নতির অন্তরায়। চরক সংহিতায় আছে

বিঘ্নভূতা যদা রোগাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ শরীরিণাম্।
তপোপবাসাধ্যয়ন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতায়ুষাং॥

রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হওয়াতে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এইগুলিই মুক্তির সোপান, আর যদি এইগুলিতেই বিঘ্ন হয়, তবে মানুষ কি প্রকারে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি করিয়া পরমতত্ত্বে লীন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে? আয়ুই হিত এবং আয়ুই অহিত; অর্থাৎ অল্পায়ু বা রোগযুক্ত আয়ু অহিত এই প্রকার আয়ুই সুখ,—আয়ুই দুঃখ।

হিতাহিতং সুখং দুঃখং মায়ুস্তস্য হিতাহিতম্।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু বলে।

শরীরেন্দ্রিয় সত্ত্বাত্ম সংযোগোধারি জীবিতম্।

তন্মধ্যে আত্মা অনহ, অমর, নীরোগ, বিকারহীন এবং অব্যয়। বাকী শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন ষট্‌বিকার যুক্ত উৎপত্তি ও নাশশীল হইলেও সূক্ষ্মদেহে ভোগের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব কামনাবশতঃ তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করায় তাহার লয় না করাইতে পারিলে সাধারণ সুখ বা দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি নাই! শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি দ্বারা যোগবলে মনকে লয় করাইতে পারিলেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মস্বরূপ বা মুক্তিলাভ করা যায়।

শরীরং সত্ত্বসংজ্ঞঞ্চ ব্যাধীনামাশ্রয়োমতঃ।
তথা সুখানাং যোগস্তু সুখানাং কারণং সমঃ॥

নির্ব্বিকার পরমাত্মাত্মা সত্ত্বভূত গুণেন্দ্রিয়ৈঃ।
চৈতন্তেকারণং নিত্যো দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়াঃ॥
বায়ুঃ পিং কফশ্চোক্তঃ শারীরো দোষসংগ্রহঃ।
মানসঃ পুনর্দ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ॥
প্রশাম্যত্যৌষৈঃ পূর্ব্বো দৈবযুক্তি ব্যাপাশ্রয়ৈঃ।
মানসো জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্য স্মৃতি সমাধিভিঃ॥

চরক সংহিতা।

শরীর ও মন ব্যাধিগণের আধার, আর কাল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ার্থ যথাযোগ আরোগ্যের কারণ। পরমাত্মা নির্ব্বিকার এবং ইঁহার চৈতন্ত সম্বন্ধে মন, ভূতগণ ও ইন্দ্রিয় সকল কারণ স্বরূপ। পরমাত্মা নিত্য, দ্রষ্টা এবং সাক্ষীস্বরূপ। বায়ু, পিত্ত ও কফ শরীরের দোষ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ মনের দোষ। যাহা বিকারপ্রাপ্ত হইলে রোগ হয়, তাহাকে দোষ বলে। শারীরিক দোষ—দৈব যুক্তির দ্বারা শান্ত হয়, আর মনের দোষ—জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধি দ্বারা শান্ত হয়।

বায়ু পিত্ত ও কফের সাম্যাবস্থায় শরীর নীরোগ থাকে ও এক দুই বা তিনের বৃদ্ধিতে ব্যাধি উৎপন্ন হয়। মনের মধ্যেও তিনগুণ খেলা করিতেছে, যখন ত্রিগুণের বাহিরে আসা যায়, তখনই পরমানন্দ লাভ হয়, আর যখন তমঃ গুণের মধ্যে থাকা যায়—তখন মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা, প্রমাদ, আলস্যের অন্ধকার দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত রাখা হয়, আর তমকে দমন করিয়া—রজঃকে আশ্রয় করিলে, সর্ব্বদা উৎসাহ লাভ—এ কার্য্য হইতে অন্য কার্য্য করে; আমরা সংসারে খুব বাহাদুরি করি—ইত্যাদি চেষ্টা হয়, ইহারও জ্ঞান আবৃত থাকে, কিন্তু সত্ত্ব নির্ম্মল ও প্রকাশক বলিয়া জ্ঞানকে প্রকাশ করেনা এবং যখন জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকার হয়—তখন সত্ত্ব সরিয়া যান এবং তখন মনে লয় হইয়া গুণাতীত বা মুক্ত অবস্থা আইসে। শরীরের সহিত মনের খুব সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়গণ উভয়কে সাহায্য করে। শরীরকে ও মনকে ভাল দেখিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গণকে বিপথে যাইতে না দিয়া সুপথে সবল রাখিতে পারিলেই উন্নতির পথে অগ্রগামী হওয়া যায়। কফ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, পিত্তের ও বায়ুর ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া জীবন নাশ করে। মৃত্যুকালে কফেরই এই কার্য্য। তমঃগুণ সেইরূপ মনকে প্রবিষ্ট অর্থাৎ সংসারে সুখী করাইয়া, পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের কষ্টের কারণ হয়, এমন কি, মৃত্যুকালে তমঃ গুণকে মন অবলম্বন করিলে, পশ্বাদি—বৃক্ষাদি নীচ যোনীও প্রাপ্ত হয়। রজঃ গুণকে অবলম্বন করিয়া মরিলে এই সংসারেই থাকিতে হয়, আর সত্ত্ব গুণকে অবলম্বন করিয়া মরিলে স্বর্গাদি সুখকর লোক ভোগ হয়। মনের সত্ত্বগুণে স্থিতি কালই সুখের কাল। পিত্ত দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য হয়; ইহা রজোগুণের ন্যায়। আর বায়ু শরীরে সাম্যাবস্থায় থাকিলেই সুখ, এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোগ হয় বটে—কিন্তু বায়ু সুপথে চালিত হইলে শরীরকে ও মনকে সুস্থ রাখে ও দীর্ঘজীবনের সহায়তা করে। প্রথমে কফকে, পরে পিত্তকে শান্ত করিয়া আমাদের বায়ু লইয়া ক্রিয়াদি করিলেই সর্ব্ব রোগ নষ্ট ও দীর্ঘজীবন লাভ ও মৃত্যুকালে এই বায়ুকেই সুষুম্না মার্গ দিয়া লইয়া গিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র প্রাণব্যাপী এই বায়ুকে বহির্গত করিতে পারিলেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই বায়ুই আমাদের প্রাণ বা পঞ্চপ্রাণরূপে শরীরে নানা কার্য্য করিতেছে। এই বায়ু আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপে জীবনকে রক্ষা করিতেছে, এই বায়ু যাহাতে নির্ম্মল ও পবিত্র হয় এবং আমরা

সর্ব্বদা দুর্গন্ধ বিহীন নির্ম্মল ও পবিত্র বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি—তাহার চেষ্টা করি ও বালকগণকে সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দিয়া তদ্ভাবে রাখি। পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে যে, আমরা দিবারাত্রে ২১৬০০ বায়ু শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করি। ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন, ৬০ মিনিটে

$$\frac{২১৬০০}{২৪ \times ৬০} = ১৫$$

একঘণ্টা—অর্থাৎ প্রতি মিনিটে আমরা ১৫ বার শ্বাস প্রশ্বাস্ গ্রহণ ও ত্যাগ করি। প্রকৃতির আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, জীব একই সময়ে যত কম শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে সে—তত দীর্ঘজীবী হয়, আর যাহারা বেশী ত্যাগ ও গ্রহণ করে—তাহারা অল্পায়ু হয়। কেবল যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্বাস সংখ্যা কম হইলে প্রাণী দীর্ঘজীবি হয় তাহা নয়, উহা আবার অল্পায়ত অর্থাৎ হ্রাস হওয়া আবশ্যক। শ্বাস দীর্ঘ হইলে আয়ু কম হয়। পূর্ব্বে যে ২১৬০০ শ্বাসের কথা বলা হইয়াছে, ইহা অল্পায়ু কলির জীবের। পূর্ব্বে লোক দীর্ঘজীবি ছিল, সেই জন্য তাঁহাদের শ্বাস সংখ্যা প্রতি মিনিটে—১১।১২ ছিল, এখন আয়ু অল্প হইয়া পড়ায় উহা ১৫।১৬ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেখিতে পাই—কুকুর, ছাগল প্রভৃতি প্রাণী খুব ঘন ঘন ও দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে ও খুব অল্পায়ু হয়। সর্প, ব্যাং, কচ্ছপ খুব কম ও অল্পায়ত শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে, সেই জন্য তাহারা সব জীব অপেক্ষা দীর্ঘজীবি হয়। পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি ও তাঁহার লিখিত তালিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, কোন জীব শ্বাস সংখ্যায় ও শ্বাস-আয়তনের অল্পতা হেতু কি প্রকার দীর্ঘজীবি হয়।

প্রাণী	প্রতি মিনিটের প্রায়িক শ্বাস সংখ্যা	প্রায়িক পরমায়ু বৎসর
শশ	৩৮।৩৯	৮
কপোত	৩৬।৩৭	৮।৯
বানর	৩১।৩২	২০।২১
কুক্কুর	২৮।২৯	১৩।১৪
ছাগল	২৩।২৪	১২।১৩
বিড়াল	২৪।২৫	১২।১৩
ঘোড়া	১৮।১৯	৪৮।৫০
মনুষ্য	১২।১৩	১০০
হস্তী	১১।১২	১০০
সর্প	৭।৮	১২০।১২২
কচ্ছপ	৪।৫	১৫০।১৫৫

যাহাদের প্রতি মিনিটে শ্বাস সংখ্যা যত বেশী হয়, তাহাদের রক্ত সঞ্চালন ও ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া তত বেশী হয় এবং শরীর বলবান, সুদৃঢ় ও বৃহৎ হইলেও আয়ু কম হইয়া পড়ে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, আমরা যতই শ্বাস সংখ্যা প্রতি মিনিটে কম ও অল্পায়ত করিতে পারিব—ততই দীর্ঘজীবি হইব ও তদ্বিপরীতে অল্পায়ু হইব। আমাদের শ্বাস সংখ্যা যে প্রতি মিনিটে বেশী হয়—কেবল—বেশী হয় তাহা নয়—উহা আরও দীর্ঘ হইয়া আমাদের আয়ু হ্রাস করে। সেই জন্য বালকদের বেশী দৌড়াদৌড়ি খেলা করিতে দেওয়া উচিত নয়। ফুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের দেশে আমাদের বালকের সর্ব্বনাশ করিতেছে—তাহা এই বায়ু তত্ত্বেই পর্য্যালোচনায় জানা যাইতেছে। ইংলণ্ডের ন্যায় শীত প্রধান দেশের উহা উপযোগী ও উহা সেখানকার মত্ত মাংস খাদক সাহেবদের উপকারী বলিয়া উহা আমাদের দেশের

শাক-চচ্চড়ি-ভাত খাওয়া ও গ্রীষ্ম প্রধানদেশে বাস করা ও ক্রমশঃ হীনবীর্য্য বালকের পক্ষে কি উপযুক্ত হইবে? কলির ভীম শ্রীযুক্ত রামমূর্ত্তি বলেন যে, যে ব্যায়াম দ্বারা বেশী শ্বাস ক্ষয় হয়—তাহা শরীরকে বলবান করিলেও তাহা আয়ুকে হ্রাস করে। আমাদের দেশে যে ভাবে বালকেরা ফুটবল-ক্রিকেট প্রভৃতি দৌড়াদৌড়ি খেলা করে—তিনি তাহা আমাদের সম্পূর্ণ হানিকর বলেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের দেশের পালোয়ানেরা যাহারা কেবল ব্যায়াম দ্বারা ও আহার দ্বারা শরীরকে বলবান করিয়াছে—শ্বাস রক্ষা বিষয় কিছুই চেষ্টা করা নাই—তাহারা ৩০।৩২ বৎসরের বেশী জীবিত থাকে নাই। ফুটবল অপেক্ষা ডন্, বৈঠক, বার-একসারসাইজ, মুগুরভাঁজা, ডম্বল ভাঁজা, সেণ্ডোর মতে ব্যায়াম করা—অনেক ভাল, কিন্তু যাহাতে শ্বাস রোধ করিয়া ব্যায়াম করিতে হয় ও শ্বাস দীর্ঘ ও ঘন না হয়—তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রফেসার রামমূর্ত্তি বক্ষের উপর হস্তী দণ্ডায়মান করাইবার পূর্ব্বে একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলেন যে, উহা পঞ্চ বলের দ্বারা সাধিত হয়। উহাতে পবনের বলের আবশ্যক। আমাদের দেশে বলবানের আদর্শ ভীম ও হনুমান। উভয়কেই পবন-সুত্র বলা হয়। তাঁহারা পবনকে আশ্রয় করিয়া তাহার দ্বারা সংসারে বহু হস্তীর বল ধারণ করিতেন। তিনি আরও বলিলেন যে, উহা বায়ু ধারণ ও চিত্ত বৃত্তি নিরোধ দ্বারা সমাহিত হয়। হস্তী বক্ষে চড়াইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি যখন সমভাবে একটী অপ্রশস্ত গদীর উপর শুইলেন, তখন স্থিরভাবে সর্ব্ব শরীর রাখিলেন কেবল দুই পা নাড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বক্ষ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিল। তাহার পর যখন পায়ের নাড়া স্থির হইল, অমনি তাঁহার লোক তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি তক্তাটা একটা গোদি দিয়া বুকের উপর দিল এবং সতর্ক ভাবে হস্তীকে বুকের উপর তক্তার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দিল। হস্তী যাইবার সময় যখন তক্তায় চারি পা দিল, তখন উহা বক্ষের উপর সমতল হইল, তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল। হস্তী নামিয়া যাইবামাত্রই তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে যেন জোর করিয়া হাত যাহা বুকের উপর স্থাপিত ছিল খুলিয়া সরাইয়া দিল এবং উঁহাকে যেন ক্ষণিক অজ্ঞান অবস্থা হইতে উঠাইল। যেন তিনি ক্ষণিক সংজ্ঞাহীন ছিলেন এইরূপ বোধ হইল আমাদের বলের স্থান বক্ষ ও বায়ুই বল। বায়ুই আয়ু, বায়ুই জীবন বায়ুই সব। বায়ু স্থির হইলে মন স্থির হয়। চঞ্চল মন স্থির হইলে একাগ্র হইতে পারা যায় এবং একাগ্র মনের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া সংসারে সকল বস্তুই লাভ করিতে পারা যায়। সকলেরই মূলে বায়ু। এই বায়ুকে সংযত করাই ভক্তি ও মুক্তির প্রধান উপায় ও উহা কেবল প্রাণায়াম দ্বারা হইতে পারে। প্রাণায়াম দ্বারা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কম হয় উহা ক্রমশঃ অল্পায়িত হয় এবং চিত্তকে স্থির করে। এই বায়ুই দুই নামে ইড়া-পিঙ্গলায় চলিতেছে। কখন কোন নাড়ীতে চলিতেছে—ইহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক কারণ কোন সময় কোন কার্য্য করিলে উপকার হইবে, কোন সময় অনিষ্ট হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। যখন ইড়াতে বায়ু বহে তখন ভোজন করিলে উহা জীর্ণ হয় না, কিন্তু পিঙ্গলা বহন কালে ভোজন করিলে জীর্ণ হয়। প্রশ্বাসের বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসে

তাহা জানা আবশ্যক। উহা যত বেশী পরিমাণ বাহিরে আইসে—ততই আমাদের শরীরের ক্ষয় সম্পাদন করে। শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে কেবল যে যাহাতে শরীরের উৎকর্ষতা লাভ হয়—এমন খাদ্যাদি ভোজন করিলে চলিবে না। উহার সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় যথাসম্ভব নিবারণ করিতে হইবে। শুক্রক্ষয়ে শরীর যে শীঘ্রই পতনোন্মুখ হয়—তাহা কে না জানে? কিন্তু কই তাহা হইতে কে নিবারিত হয়? লোকে জানে যে, শুক্র ক্ষয়ে দেহ নাশ হয়, কিন্তু তাহা হইতে বিরত হয় না। এই জন্যই অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং রচিত পুরুষ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিত॥"

হে বৃষ্ণিক্ পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও লোকে কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপ আচরণ করে?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধেন মিহ বৈরিণন্॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ইহা রজোগুণ জাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম। সত্বগুণের বৃদ্ধি দ্বারা রাজোগুণের ক্ষয় হইলে কাম জন্মে না এবং কোন কারণে বাধা পাইলে ক্রোধ রূপে পরিণত হয়। কাম মুক্তি মার্গের প্রধান শত্রু জানিও। তাহার পরে শ্রীভগবান্ কিরূপে কামকে দমন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই উপদেশ মত চলিতে পারিলে কাম দমিত হয় ও পাপাচরণ নিবৃত্ত হয়। প্রাণায়াম কামদমনের প্রধান মুদ্গর।

শুক্র সর্ব্বধাতু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার ক্ষয়ে যে শরীরে ভীষণ ক্ষয় হয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইহা সকল সময়ে ক্ষয় করিবার সুযোগ ও সময় হয় না, যখন হয় তখন ভীষণ ভাবে হয়। কিন্তু বায়ু অসংযমতায় যে ক্ষয় হইতেছে—তাহা অহরহঃ হইতেছে। আমরা কেহই ক্ষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখি না। কোন বিষয় বিচার করিয়া তাহার ভিতরে কি আছে না দেখিয়া সকলে যাহা ভাল বলে তাহাই বলি। আমি একদিন উকীল মহলে বলিলাম যে, আধুনিক হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা আমাদের ছেলেদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। অমনি সকলেই আমাকে ঠাট্টা করিলেন ও বলিলেন "ছেলেদের স্বাস্থ্য না খেলিলে কিসে ভাল হইবে?" আমি নিজ পক্ষ সমর্থন জন্য দুই একটী কথা বলিতে চাহিলাম, কিন্তু উপহাসের অট্টহাসে আমাকে মৌন থাকিতে হইল। একে ছেলেদের মন সর্ব্বদা চঞ্চল, তাহার উপর বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্ত স্তরুণস্তাবৎ তরুণীলগ্নঃ। বৃদ্ধ স্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপিনলগ্নঃ সেই খেলায় বালকদিগকে উত্তেজিত করিলে তাহাদের মন সংযত করার ব্যবস্থায় একবারে জলাঞ্জলি দেয়। একদা একটী উকীলের দুইটি পুত্রের হৃদরোগ হইয়া পীড়া কঠিন হইয়া পড়িল। ডাক্তার দেখান হইল, কিছু ফল হইল বটে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ থাকিল। আজকাল ডাক্তারেরাও ভাল হার্টটনিক বলিয়া মকরধ্বজ ব্যবহার করেন, সেই মতে বহুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীশবাবু অর্জ্জুনছালের রস দিয়া মকরধ্বজ ব্যবহারের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তারি ঔষধ ও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছুদিন পরে বেশ উপকার বোধ হইল। বালক দুইটি এখন

নিরাপদ, তবে বেশীদিন সুচিকিৎসার সুনিয়মে ও সুপথ্যে না থাকিলে এ রোগ আরাম হইবে না। রোগের প্রবলাবস্থায় মানকরের বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ গুপ্ত মহাশয়কে বালকদ্বয়কে দেখান হইলে তিনি বলিলেন যে, অতিরিক্ত দৌড়াদৌড়ি ও হকি খেলাই উহার কারণ। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বালকদ্বয় পিপাসায় থাকিতে না পারিয়া শীতল জল পান করিয়া এই কঠিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের ঐ কথা শুনিয়া উক্ত উকীল বাবু আমাকে তৎপর দিন বলিলেন যে, "আপনি ঠিক বলিয়াছিলেন, বালকদের ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলা বড়ই অনিষ্টকর। কবিরাজ মহাশয় আমার ছেলেদের দেখিতে আসিয়া প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন, ছেলেরা হকি কি ফুটবল খেলে কি না? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি কি করিয়া জানিলেন যে, আমার ছেলেরা হকি-ফুটবল খেলে। অতঃপর আর ছেলেদের ওরূপ খেলিতে দিব না। আশা করি আমার উকীল ভ্রাতার ন্যায় বালকদের অন্যান্য অভিভাবকদের চৈতন্য হইবে। তাঁহারা নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি পড়িয়া ভাবিবেন।

দেহাদ্বিনির্গতোবায়ুঃ স্বভাবাদ্দ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতি স্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিং।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামেচ ততোধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতেমূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে চান্তরোদগতে।
আয়ুঃক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদগতি
• পবন বিজয়স্বরোদয়॥

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রশ্বাসে ১২ আঙ্গুলি বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গান গাহিবার সময় ১৬ অঙ্গুলি, ভোজনের সময় ২০ অঙ্গুলি, দৌড়াইয়া গেলে বা বেশী পথ চলিলে ২৪ অঙ্গুলি, নিদ্রাকালে ৩০ অঙ্গুলি মৈথুনে (ইহাতে অষ্ট প্রকার মৈথুন ধরা যাইতে পারে) ৩৬ অঙ্গুলি, এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক পরিমাণে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। যে ব্যক্তি যত স্বাভাবিক অর্থাৎ ১২ অঙ্গুলি বহির্গতি ঠিক রাখিতে পারেন, তিনিই পরামায়ু বৃদ্ধি করিতে পারেন। আর যদি প্রাণ বায়ুর বহির্গতি অর্থাৎ প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়, তবে উহা যতই দীর্ঘ হইবে ততই আমাদের প্রাণ নাশ শীঘ্র হইবে। এই জন্য প্রশ্বাসের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন কারণে উহা অস্বাভাবিক অর্থাৎ দ্বাদশাঙ্গুলির বেশী হয়, তবে প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা ঐ দ্বাদশাঙ্গুলিকেও হ্রাস ও শ্বাস প্রশ্বাসের মাত্রা কমাইয়া দিয়া সেই ক্ষয় পূরণ করিতে হইবে। আমাদের পালোয়ান হওয়ার আবশ্যক নাই যে, ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে ক্ষয় করিয়া শরীরকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে। প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা শরীর অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হইবে, শরীরের ক্ষয়কে নিবৃত্তি করিবে, মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া মনকে একাগ্র করিবে, বুদ্ধি বৃত্তিকে সতেজ তীক্ষ্ণ ও একাগ্র ও শুদ্ধ করিবে, শরীরকে নীরোগ রাখিবে, কামকে দমন করিবে, আমাদিগকে দীর্ঘজীবি করিবে, শরীরে শীঘ্র কোনো রোগ থাকিতে দিবে না,—যদি আসে শীঘ্র দূর করিয়া দিবে এবং ইহকালে আনন্দ দান করিয়া পরকালে সেই পরম রমণীয়কে দর্শন বা তাহার সহিত মিলিত করিবে। (ক্রমশঃ)

মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশু ভূষণ সেনগুপ্ত।)

পুরাতনজ্বর।—(১) নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কালতুলসীর পাতা ও গোল মরিচ—সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে বাটিয়া ছোলার মত বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে ইহার একটি করিয়া বটিকা চোনার সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলে কয়েকদিন মধ্যে বিষম জ্বর প্রশমিত হয়। (২) গোলমরিচ, নাটার শাঁস ও গুলঞ্চ—প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা ও চিতামূল চূর্ণ ৩ তোলা, একত্র মিশাইয়া দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। (৩) চিরতা, গুলঞ্চ ও পিঁপুল—প্রত্যেক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া,সমান ভাগে মিশাইয়া লইবে। প্রাতঃকালে ইহা দুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় বিষম জ্বরে সেবন করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। (৪ ক্ষেৎপাঁপড়ার রস ১ তোলা ও শিউলির পাতার রস ১ তোলা—গরম করিয়া মধুর সহিত সেবনে বিষম জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। (৫) আদার রস, গুলঞ্চের রস, শিউলিপাতার রস, ক্ষেৎপাঁপড়ার রস—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় লইয়া গরম করিয়া, প্রাতে ও বৈকালে ১ বার করিয়া সেবন করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (৬) গুলঞ্চ,ক্ষেৎপাঁপড়া, বেলপাতা ও শিউলিপাতা—প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ ১ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র কুটিয়া আগুনে গরম করিয়া যে রস বাহির হইবে, তাহা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবনে জীর্ণ জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। (৭) আপাংয়ের রস অথবা অপরাজিতার রসের নস্য লইলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। (৮) কণ্টকারী তেউড়ী, কেশুরিয়া, ক্ষেৎপাঁপড়া ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া,আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া কয়েকদিন পান করিলে,পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

রক্তাতীসারে। (১) আম, জাম ও আমলকীর পাতার রস প্রত্যেকটি ॥৵১০ ওজনে লইয়া কিঞ্চিৎ মধু বা চিনির সহিত মিশাইয়া কয়েকদিন সেবনে রক্তাতীসার প্রশমিত হয়। (২) কুড়চির ছাল, দাড়িম ফলের খোসা, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধাইফুল—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই কাথ সেবনে রক্তাতীসার প্রশমিত হয়। (৩) জায়ফলের গুঁড়া, লবঙ্গের গুঁড়া, জীরাভাজার গুঁড়া ও সোহাগার খই—ইহাদের চূর্ণ সমানভাগে মিশাইয়া, প্রাতঃকালে চারি আনা পরিমিত এই ঔষধে অল্প মধু দিয়া সেবন করিলে প্রবল আমাতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) কেবল মাত্র কুড়চির ছাল ২ তোলা, জল আধসের, শেষ ৵০ পোয়া—এই কাথে একটু মধু মিশাইয়া কয়েকদিন পান করিলেও প্রবল আমাতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে।

অতীসারে। (১) জায়ফল বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে অতি প্রবল অতীসারও আরোগ্য

হইয়া থাকে। (২) বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির শাঁস—সমান ভাগে গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া অল্প চিনির সহিত সেবনে অতীসার প্রশমিত হইয়া থাকে। (৩) বাবলা গাছের কচি পাতার রস ১ তোলা করিয়া কয়েকদিন সেবনে অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (৪) কর্পূর, সাজিমাটী ও গোলমরিচ—প্রত্যেকটি অর্দ্ধ আনা, এই দ্রব্য কয়টি শীতল জল সহ বাটিয়া সেবন করিলে অতীসার রোগীর শূল বেদনা আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমাশয় রোগে। (১) পেয়ারার কচি পাতার রস চারি আনা পরিমাণে দিবসে ১ বার করিয়া সেবনে আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। (২) গন্ধভাদুল্যার রস ২ তোলা অল্প মধুর সহিত পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) আমরুল পাতার রস অর্দ্ধছটাক প্রাতে এবং বৈকালে পান করিলে আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) কুকুসিম পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক একটু চিনির সহিত সেবনে আমাশয় রোগ সদ্যঃ আরোগ্য হইয়া থাকে। (৫) কচি বনমূলা পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক করিয়া কয়েকদিন চিনির সহিত প্রাতঃকালে পান করিলেও আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়।

রক্তামাশয় রোগে। (১) বাবলা গাছের কচি কুঁড়ি।০ আনা—চিনির সহিত বাটিয়া প্রাতে ও বৈকালে একবার করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয়রোগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে। (২) আমরুলের শিকড় চারি আনা—গোল মরিচ আড়াইটা, জীরা আড়াইটা—একত্র বাসি জলের সহিত বাটিয়া ৩।৪ দিন সেবন করিলে রক্তামাশায় রোগ প্রশমিত হয়। (৩) দুর্ব্বার রস ১ তোলা করিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তামাশায় রোগ প্রশমিত হয়। (৪) কচি দাড়িমের পাতার রস ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তামাশায় রোগ প্রশমিত হয়।

গ্রহণী রোগে। (১) পাকা কয়েদ বেলের পাতা-মিছরির সহিত মিশাইয়া সমস্তদিনে ২।৩ বার সেবনে গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয়। (২) শ্বেত চন্দন ও কর্পূর—একত্র পিষিয়া লইয়া নাভিমূলে প্রলেপ দিলে গ্রহণী রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে। (৩) মুথা ও লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য।০ আনা লইয়া উত্তমরূপে পিষিয়া লইবে। তাহার পর উহা অগ্নি সন্তাপে গরম করিয়া মধুর সহিত সেবন করিলে গ্রহণী রোগের শান্তি হইয়া থাকে।

অর্শ রোগে। (১) হরীতকীর গুঁড়া ॥০ তোলা ও চিনি ॥০ তোলা জলের সহিত শয়নকালে সেবনে অর্শরোগ নিবারিত হয়। (২) মাখন ও মিছরি প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা, নাগেশ্বর ফুলের রেণু ॥০ তোলা একত্র মিশাইয়া কয়েকদিন সেবনে অর্শ উপশমিত হয়। (৩) উচ্ছে পাতার রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবনে অর্শ রোগের শান্তি হইয়া থাকে। (৪) বনআদা ও আদ সমান ভাগে বাটিয়া সেবনে অর্শরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

(কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি)

শ্বাসের কষ্টে।—শ্বাসের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য আমড়া পোড়াইয়া তাহার খোসার পরেই যে সার পদার্থ থাকে, তাহা ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশাইয়া বক্ষঃস্থলে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। শিশুদিগের বুকে সর্দ্দি বসিলে ইহার প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সমস্ত দিনে ৩ বার মালিশ করিতে হইবে। শুষ্ক শ্লেষ্মা সরল করিবার পক্ষে ইহা অমোঘ ঔষধ।

ঘুড়্রিতে।—শিশুদিগের বুকে সর্দ্দি বসিয়া বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া উঠিলে, আদার রস ও মধু—সমান ভাগে লইয়া অগ্নি সন্তাপে আদার রস শুকাইয়া, শুধু মধু মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। ইহা সমস্ত দিনে ২।৩ বার অল্প অল্প করিয়া সেবন করাইলে প্রবল ঘুড়্রি রোগে মন্ত্রশক্তির মত ফল পাওয়া যায়। শিশুদিগের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া বা ব্রণ-কাইটিসে—যেখানে অনেক ঔষধ ব্যর্থ হইয়া থাকে, সেখানেও এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

সর্দ্দিতে।—শিশুর সর্দ্দিতে খাঁটি সরিষার তৈল গরম করিয়া দুই পায়ের তলায় রাত্রিতে উত্তম-রূপে মালিশ করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। পিঁপুলের গুঁড়া ও মধু, তুলসীর রস ও মধু, আদার রস ও মধু—এইরূপ অবস্থায় বিশেষ উপকারী।

ক্রিমিতে।—পালিধামাদারের পাতার রসে অল্প মধু বা চিনি মিশাইয়া প্রাতঃকালে একবার করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। রসের পরিমাণ ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে ১ ঝিনুকের এক অষ্টমাংশ;—ঐ হিসাবে মাত্রা বাড়াইয়া ১০।১২ বৎসরের বালককে এক ঝিনুক পর্য্যন্ত সেবন করান চলে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর পক্ষে বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধু উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। মাত্রা ১ বৎসর পর্য্যন্ত এক রতি বা দুই গ্রেণের এক চতুর্থাংশ। ক্রিমির সহিত পেটের দোষ থাকিলে টাট্কা কালমেঘের রস ও মধু ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এক্সট্রাক্ট কালমেঘ অপেক্ষা কাঁচা কালমেঘে সত্বঃ উপকার দর্শে। কাল-মেঘের বড়ি করিয়া সেবন করাইলেও কাঁচা কালমেঘের মত ফল পাওয়া যায়।

অতীসারে।—সোহাগার খই শিশুর অতীসার নিবারণের মহৌষধ। বাজার হইতে সোহাগা কিনিয়া আগুনে পোড়াইয়া লইলেই খই প্রস্তুত হইবে। ১ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে এই খই অর্দ্ধ রতি,একটু চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া প্রাতে একবার করিয়া সেবন করাইতে হয়। অতীসার দোষ অধিক থাকিলে প্রাতে ও বৈকালে ২ বার করিয়াও সেবন করান চলে। ১ বৎ-সরের পর ৩ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ইহা ১ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়। তাহার পর বয়স বিবেচনায় মাত্রা নির্ণয় করিতে হইবে।

কোষ্ঠবদ্ধতায়।—যষ্টিমধুর গুঁড়া গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতায়

উপকার দর্শে। ১ বৎসর বয়স্ক শিশুর জন্য ১ রতি, ঐ হিসাবে মাত্রা বাড়াইতে হয়।

অজীর্ণে।—শিশুর অজীর্ণ দোষ নিবারণের জন্য এক মাত্র চূণের জলই মহৌষধ। অজীর্ণ নিবন্ধন শিশুর যখন দুধ তোলা রোগ উপস্থিত হয়,তখন ইহা প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শিশুর দুধ তোলা রোগে এ ব্যবস্থায় ফল পাওয়া না যাইলে, আম্রকেশী,খই ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ সমান ভাগে হইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অল্প অল্প লেহন করাইলে উপকার দর্শিয়া থাকে।

চক্ষু উঠা রোগে।—সেওড়ার আটায় কাজল পাতিয়া চক্ষুতে সেই কাজলের অঞ্জন দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে!

তড়কায়। শিশুর তড়কায় চেতনা সম্পাদনের জন্য একখানি হরিদ্রা আগুনে উত্তপ্ত করিয়া কপালে অল্প তাপ দিলে চেতনা সম্পাদিত হয়। যদি ইহাতে চৈতন্য সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে নিশাদল ও চূণ একত্র মিশাইয়া শিশুর নাসিকার নিকট ধরিলে চৈতন্য সঞ্চারিত হয়। শিশুর তড়কা অনেক কারণে উপস্থিত হয়। জ্বর বেশী হওয়ার জন্য তড়কা হইলে, চোখে মুখে ও মাথায় ঠাণ্ডা জলের ছাট দিবে। দুর্ব্বলতার জন্য তড়কা হইলে কিছু বেশী পরিমাণে রাইসরিষার গুঁড়া গরম জলের সহিত মিশাইয়া, ঐ জলে একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া, তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্ত শিশুর পা ডুবাইয়া রাখিবে। এইভাবে কিয়ৎকাল রাখার পর ময়দা ও রাই সরিষার গুঁড়া একত্র জলে মিশাইয়া লইয়া—শিশুর দুই পায়ের ডিমে উহার পটি বসাইয়া দিবে এবং হাতে, পায়ে ও বগলে আগুনের সেঁক দিবে,. হাতে, পায়ে ও বুকে শুঁঠের গুঁড়া মালিশ করিবে। ক্রিমি জন্য তড়কায় গরম জল পূর্ণ একটি পাত্রে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা উপকারী। এরূপ করিয়া আধ হাত উচ্চ স্থান হইতে মস্তকে শীতল জল ঢালিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় শিশু যখন সুস্থ হইবে, তখন দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল সেবন করাইয়া—দাস্ত করান উপকারী। সকল প্রকার তড়কাতেই দাস্ত পরিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

ধনুষ্টঙ্কারে।—তড়কা নিবারণের জন্য যে সকল উপায় বিধি বলা হইল, সেই সকল উপায় বিধি অবলম্বনে ধনুষ্টঙ্কারেও ফল পাওয়া যায়। ইহার পর মাতৃস্তন্য পান করিতে দেওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত স্তন্যপানের শক্তি না জন্মায়, সে পর্য্যন্ত স্তন্যদুগ্ধ গালিয়া লইয়া ঝিনুকে পূর্ণ করিয়া পান করান কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় উদরে শীতল জল সেচন এবং তার্পিন তৈল ও এরণ্ড তৈল একত্র মিশাইয়া উদরে মালিশ করিলে ফল পাওয়া যায়।

মুখের ঘায়ে।—সোহাগার খই—মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ভেড়ার দুধ লাগান এই অবস্থায় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

কাণপাকায়।—শিশুর কাণ পাকিয়া পুঁয নির্গত হইতে থাকিলে গরম জল কিম্বা কাঁচা দুগ্ধ ও জলসহ পিচ কারির সাহায্যে কর্ণ ধৌত করিয়া তাহার পর উত্তমরূপে উহা মুছাইয়া দিয়া ২।৩ কোঁটা আতর কর্ণ মধ্যে ঢালিয়া দিলে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। ফটকিরির জলের ফুট দিলে কিম্বা আলতা গরম করিয়া তাহার ফুট দিলেও কাণপাকা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পান দোষ।

—:*:—

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ।)

যে সকল কারণে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইতেছে, অধিকাংশ লোকের অল্পাধিক পরিমাণে মদ্যপানে অভ্যস্ততা তৎসমুদয়ের অন্যতম। কত কাল যাবত যে এ দেশ সুরাকুহকিনীর কুহক জালে সমাচ্ছন্ন, বিশেষজ্ঞগণই তাহা বলিতে পারেন। যাহার মায়ায় ভুলিয়া শতসহস্র লোক অহরহঃ অজস্র অর্থ অনায়াসে অপব্যয় করিতেছে,—নানারোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ ক্লেশভোগ করিতেছে, ধর্ম্ম কর্ম্মে অনাসক্ত হইতেছে, সেই সুরা-মায়ারূপীর মায়া পাশ যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট না হইলে দেশোন্নতির আশা কিছুতেই করা যাইতে পারেনা।

মানবমাত্রেই কোন না কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই মদ্যপান মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মনুসংহিতায় লিখিত

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃসহ ॥"

মনুসংহিতা ১১শ অঃ ৫৫ শ্লোক।

"ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুপত্নীগমন এবং তাদৃশ দোষীদের সহিত সংসর্গ এই পাঁচটি মহাপাতক বলিয়া কথিত হইয়াছে।"

ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির ন্যায় সুরাপানও মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত অশিক্ষিত শতসহস্র হিন্দু জানিয়া শুনিয়া সেই মহাপাপ বহুকাল যাবত করিয়া আসিতেছেন।

ধর্ম্মপুস্তকে মদ্যপানের বিধি না থাকিলেও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যেও অনেকেই অনেক দিন হইতে সুধাভ্রমে সুরা-বিষ গলাধঃকরণ করিয়া আসিতেছে। যাহারা ধর্ম্মমত মানে না, মদ্যপানরূপ ঘৃণ্যকর্ম্ম করিতে ভ্রমেও যাহারা বিরত হয় না, উচ্চ-শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব, ধনবান হইলেও তাহারা কিছুতেই সজ্জনের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে না। যাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, কিছুতেই তাহারা প্রকৃত সুখের অধিকারী হইয়া সময় যাপন করিতে পারে না।—কখনও তাহাদের—মন, ভয়, সংশয় ও হয় না।

সজ্জন মাত্রেই সুরাপানের অপক্ষপাতী। কিন্তু কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, চিকিৎসকগণ রোগবিশেষে ও অবস্থাভেদে পরিমিত মাত্রায় সুরাপানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এ কথা সত্য হইলেও ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, কেহ কোন একটি অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইলে, উহা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ সকলেই অভ্যাসের দাস। যদি কেহ পরিমিত মাত্রায় পানাভ্যস্ত হয়, তবে সে কস্মিনকালেও উহা ত্যাগ করিতে পারে না। বরঞ্চ ঐ অভ্যাস দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। যাঁহারা পানাসক্ত নহেন, এমন কি সুরা স্পর্শও করেন না এবং যাঁহারা ব্যবস্থামত পরিমিত ভাবে উহা পানে অভ্যস্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য ইহাই লক্ষিত

হয় যে, প্রথোমোক্ত ব্যক্তিগণ চিরকাল স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করেন এবং শেষোক্ত লোকেরা ক্রমে পরিমিত হইতে অপরিমিত মাত্রায় পানাভ্যস্ত হইয়া স্বাস্থ্য, সম্মান, অর্থ ইত্যাদি নষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা বুঝিয়াই অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সকলকেই পানাসক্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন। চরক সংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—

'নিবৃত্তঃ সর্ব্বমদ্যেভ্যো নরো যঃ স্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শারীরৈর্মানসৈ ধীমান বিকারৈর্ণ সংযুজ্যতে।'

চরক সংহিতা।

"যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মদ্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনি কখন শারীরিক বা মানসিক রোগগ্রস্ত হন না।"

সুরাপানের ন্যায় সুরাদান ও গ্রহণও অন্যায়। কারণ উহা দান করিলে গ্রহীতাকে এবং গ্রহণ করিলে নিজেকে কিংবা অপরকে পানে প্রলোভিত করা হয়। ইহার ফলে সকলকেই রোগ যাতনা ভোগ করিতে হয়।

শীতপ্রধান দেশের লোকগণ মদ্যপানে বিশেষভাবে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু সেই দেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসকবৃন্দ ইহার ঘোর অনিষ্টকারিতা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। চিকিৎসকপ্রবর শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস এম, বি, মহাশয় তাঁহার 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে' বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের যে সকল যুক্তিপূর্ণ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে দুই চারিটা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।—

'সুরা মানুষকে প্রথমতঃ বালকরূপে এবং অবশেষে পশুরূপে পরিণত করে।'

'পরিমিত মদ্যপান পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য না করিয়া বরং বিঘ্ন জন্মায়।'

'কোন মানুষ বলিতে পারে না—কখন সে সীমা অতিক্রম করে। সে আপনাকে পরিমিত পায়ী মনে করিতে পারে, অথচ যে পরিমাণ তাহার দেহ সহ্য করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক প্রতিদিন পান করিতেছে এবং তাহার দরুণ দেহের কোন অংশ ধীরে ধীরে রোগগ্রস্ত হইতেছে। পরিমিত পায়ীর আপাততঃ বিপদ না হইতে পারে, কিন্তু বিপদের সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ৮৫ পৃঃ)।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান সময়ে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার-কবিরাজই মদ্য বিষবৎ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া দেশ বিদেশের নীতি শাস্ত্রজ্ঞগণও ইহার অনিষ্টকারিতা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাবু জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত 'হরিদাসী' উপন্যাস, এদেশে আরও অনেক লেখকের, ও Mr. Hal Cane, Mrs. Henry Wood প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক-লেখিকার উপন্যাস ও Mr. Todd প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিলে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়।

দেশ বিদেশের সজ্জনমাত্রেই সুরাপানের বিষময় ফল প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশ লোক জানিয়া শুনিয়াও কেন যে সেই সুরা অমৃতভ্রমে পান করিয়া প্রকৃত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা মৎসদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সাধ্যাতীত।

এই দুর্দ্দিনেও মদ্যপায়ীর সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। গত ১৮১৮ সালে একমাত্র কলিকাতা সহরে যে পরিমাণ মদ্য বিক্রীত হইয়াছে, তাহার মাসিক হিসাব সংবাদ পত্র

হইতে উদ্ধৃত হইল ;—জানুয়ারী—১ লক্ষ ৯ হাজার ৪০ সের ; ফেব্রুয়ারি—১ লক্ষ ১২ হাজার ১৩০ সের, মার্চ্চ—১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩৩৫ সের, এপ্রিল—৮৮ হাজার ৪২৫ সের, মে—১ লক্ষ ৮ হাজার ৮১৫ সের ; জুন—১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৮০ সের ; জুলাই—১ লক্ষ ১২ হাজার ২৫ সের ; আগষ্ট—১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫২৫ সের ; সেপ্টেম্বর—১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৩৫ সের ; অক্টোবর—১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৩৫ সের ; নবেম্বর—১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৫৫ সের ; ডিসেম্বর—১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬৫ সের। এই হিসাব পাঠ করিয়া অন্যান্য স্থানের বিক্রীত মদের পরিমাণ এবং দেশের কত লোক কু অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া কত অর্থ অপব্যয় করিয়া থাকে, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনেও যদি লোকের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আর কখন হইবে ?

আমেরিকার প্রায় সকল অঞ্চল সুরা-রাক্ষসীর করাল কবল হইতে চিরমুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সে সকল স্থানের গরীব অধিবাসীরা (যাহারা পূর্ব্বে মদ্যপানে মত্ত থাকিত) অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। সাধু নিহাল সিং লিখিয়াছেন। 'Wharever alcohol has been banished in America, proverty and dependance upon charity has been reduced homes shows signs of affluence, the deposits in banks especially saving banks have risen and facilities for education have increased.' (Modern Review, May 1919).

আমেরিকাবাসী যদি বিষবৎ মদ্য পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তবে আমাদের দেশের লোকেরা তাহা পারিবেনা কেন ? সমাজের নেতাদের মধ্যে অনেকেই অনেক কারণে অকারণে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কি মদ্যপায়ীকে ধর্ম্ম ও নীতি বিরুদ্ধাচরণকারীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারেন না ? পানদোষ প্রভৃতির বিলোপ সাধন করিতে না করিলে যে সমাজের উন্নতি কিছুতেই হইতে পারে না, তাহা কি ভ্রমেও চিন্তা করেন না ? পানদোষ নিবারণে যদি তাঁহারা বিশেষ যত্নবান না হন, তবে তাঁহাদের সমাজপতি বলিয়া গর্ব্বানুভব করা বৃথা। পানদোষদুষ্ট লোকদিগকে সামাজিক শাসনে শাসিত করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ যাহা অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়াছেন, দেশ বিদেশের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও নীতিপরায়ণ লোকগণ যাহার অপকারিতা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পানে ধর্ম্ম, অর্থ, স্বাস্থ্য সকলই লুপ্ত হয়, আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী কর্ত্তৃক যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা—এই সুরা যাহাতে দেশ হইতে চিরকালের নিমিত্ত বর্জ্জিত হয়, তাহা করা, দেশকল্যাণকামী সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য।

সুরা-কুহকিনীর কুহকজাল সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে, দেশ হিতৈষীবৃন্দের এবিষয়ে সংবাদ পত্রে দুই এক পংক্তি লিখিলে কিম্বা অবসর সময়ে সভা সমিতিতে যৎসামান্য বক্তৃতা প্রদান করিলে চলিবে না। খোস খেয়ালি সাহিত্যের উপাসকগণ একাল ও সেকালের কবিদের সমালোচনায়, ভাষা-সংস্কারকগণ বানান সমস্যা

প্রভৃতি বিষয়ে এবং দেশনায়কবৃন্দ স্বায়ত্ব শাসনের দাবীরূপে আন্দোলনে সময় যাপন করিলে মদ্যপগণের পানাভ্যাস অপনীত হইবে না, দেশবাসী রোগ, দৈন্যাদির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ইহা নিবারণার্থ তাঁহারা সবিশেষ যত্নবান হন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:*:

মহীশূরে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা।—মহীশূরে আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উন্নতি ও সংস্কার কল্পে মহীশূর গবর্ণমেণ্ট ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা ঐ কলেজের আয়তন বৃদ্ধির জন্য ৭০ হাজার টাকা এবং প্রাথমিক খরচে জন্য ১২ হাজার ১ শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় আমরা সুখী হইয়াছি।

নূতন চিকিৎসা প্রণালী।—"ত্রিপুরা হিতিষীতে" প্রকাশ, মেদিনী পুর জজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এ্যালোপাথিক ডাক্তার ছিলেন। সম্প্রতি তিনি এ্যালাপাথিক চিকিৎসা প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন প্রণালীতে রোগ চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি কোন ঔষধের ব্যবস্থা করেন না। তিনি মানসিক ক্রিয়া দ্বারা রোগীর মনে এক প্রকার শক্তি সঞ্চার করেন। তিনি এই চিকিৎসা প্রণালীর সাহায্যে—ত্রিপুরা, দিল্লী, আগ্রার অনেক রোগীকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এ সংবাদে কিন্তু আশ্চর্য্য হইবেন না।

রোগ ও দুর্ভিক্ষ।—ভারতে যেমন দুর্ভিক্ষ বাড়িয়াছে, সকল প্রকার রোগও তেমনি সমগ্র ভারত জুড়িয়া বসিয়াছে। ফলতঃ খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন ভারতবাসী যথোপযুক্ত আহার্য্য না পাওয়াই ভারতবাসীর রোগ বৃদ্ধির কারণ বলিয়া আমরা মনে করি। সহযোগী "হিন্দুস্থান" গত ২৯শে শ্রাবণের সংখ্যায় "কি ছিল, কি হইয়াছে!" শীর্ষক প্রবন্ধে একশত বৎসর পূর্ব্বে, ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে এবং ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিরূপ ছিল, নজীরসহ যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, একশত বৎসর পূর্ব্বে বালাম চাউলের মোন ১৷৶০ ছিল, উত্তম গব্য ঘৃত ২০৲ ছিল, মাঝারি গব্য ঘৃত ১৬৲ টাকায় বিক্রীত হইত, ভয়েসা ঘৃতের মোন ছিল ১৬৲। ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে চাউলের মোন ছিল ১৷০, কলাইয়ের মোন ছিল ৷৷০ আনা, ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে চাউলের মূল্য ছিল টাকায় অর্দ্ধ মোন, খাঁটি সরিষার তৈলের মূল্য ছিল চারি আনা সের। গব্য ঘৃত তখনও টাকায় পাঁচ পোয়া দরে এবং খাঁটি দুগ্ধ টাকায় ষোল সের দরে বিক্রীত হইত। এখন লোকে আগের অপেক্ষা অর্থ উপার্জ্জন অনেক বেশী করিতেছে বটে, কিন্তু দুর্ম্মূল্যতা নিবন্ধন পর্য্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আমাদের দেশের রোগ বৃদ্ধির সকল কারণ গুলির মধ্যে ইহাই যে সর্ব্বপ্রধান—ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে।

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন।

"আয়ুর্ব্বেদে"র ৪র্থ বৎসর চলিতেছে। আমরা অনেক সহৃদয় গ্রাহকের নিকট হইতে ৪র্থ বর্ষের অগ্রিম মূল্য মণিঅর্ডারে প্রাপ্ত হইতেছি। যাঁহারা এখনো ইহার মূল্য পাঠান নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া এই সংখ্যার 'কাগজ' পাইয়াই ইহার মূল্য মণি অর্ডার করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

এই মাসের মধ্যে যাঁহাদের নিকট হইতে মণি অর্ডারের মূল্য না পাইব, আমরা তাঁহাদের নামে আগামী সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিয়া পাঠাইব। যদি কেহ এই মাসের মধ্যে মূল্য না পাঠান এবং পত্রও না লেখেন, তাহা হইলে আমরা মনে করিব—আগামী মাসে ভিঃ পিঃ গ্রহণে তাঁহাদের আপত্তি নাই।

কয়েকজন গ্রাহকের নিকট গত বৎসরের মূল্য এখনো বাকী রহিয়াছে—তাঁহারা উহা অবিলম্বে পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন—ইহা তাঁহাদিগের নিকট সকরুণ প্রার্থনা।

কার্ত্তিক মাসের সূচী।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য এরূপ কলেজ ইহাই প্রথম। আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত গ্রন্থ এখানে যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে দেশের সকল মনীষিই বলিতেছেন, এই কলেজ হইতে চরকসুশ্রুতের যুগ আবার ফিরিয়া আসিবে। দেশের বিজ্ঞ কবিরাজমণ্ডলী দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষাদান করা হয়, তদ্ভিন্ন লুপ্তপ্রায় শল্যতন্ত্রের বা সার্জ্জারী এবং ধাত্রীবিদ্যা বা মিডওয়াইভারীর শিক্ষাদানের জন্য কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ শারীরতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার ইহার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটি বৎসরে আড়াই হাজার টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—দুইটি বিভাগ, মাসিক বেতন ৩৲ প্রবেশ ফিঃ ৫৲।

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, প্রিন্সিপাল।

২৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি কৃত

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগনির্ণয়ের জন্য ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ২৲ ও বাঙ্গালা ২৲।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১॥০ টাকা।

কুমার-তন্ত্র।

কুমারচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ১৲, বাঙ্গালা ১॥০।

বিষ তন্ত্র।

সকল প্রকার বিষ চিকিৎসার অভিনব পুস্তক। স্থাবর বিষ, জঙ্গম বিষ, গর বিষ—মনুষ্য দেহ যে কোনো বিষেই আক্রান্ত হউক না কেন, এ গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে পারিলে সকল প্রকার বিষচিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিবে। মূল্য সংস্কৃত ২৲, বাঙ্গালা ১॥০ টাকা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত

বনৌষধ দর্পণ।

* দ্রব্যগুণ শিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তক—২ খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৪৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত

ভৈষজ্য মণিমালিকা। (১ম খণ্ড)

পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ৷৶০ দশ আনা, বাঁধান ১৲।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্-এম্-এস্ কৃত।

প্রত্যক্ষ-শারীরম্।

গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে শারীর বিদ্যার বিলোপ ঘটিয়াছিল। সেই শারীর বিদ্যার উদ্ধার সাধনার্থ বেদ, উপনিষদ্ তন্ত্র ও চরক-সুশ্রুতাদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয়-সংহিতা এবং ভোজসংহিতাদি প্রাচীন শল্যতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করিয়া ও স্বহস্তে শবচ্ছেদ করিয়া মনস্বী গ্রন্থকার এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মূল্য ৫৲ টাকা।

পুস্তকগুলির জন্য ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেণ্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জনের নিকট পত্র লিখুন।

বসুমতির শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের-ভাণ্ডার! বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র-বিভূষিত ৩খণ্ডে চামড়ার বাঁধাই—চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২৲ দুই টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালা :—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ। মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২৷৷০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য ৷৷৵০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ৷৷০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণী :—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১৷০

শ্যামারহস্য ৷৷৵০

তারারহস্য ৷৷০

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ৷৷০

যোগ শাস্ত্রমালা :—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্‌চক্রভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—৷৷০, পবনবিজয়স্বরোদয়—৷৷০, হঠযোগ প্রদীপিকা—৷৷০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালা :—

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ৷৷০)

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তম দাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১৲, বাঁধাই ১৷০। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বাঁধাই ২৲, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধা ১৷৷০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধা ১৷০। শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৸০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।০, নারদসূত্রম্ ৵০ বৈরাগ্যশতকম্ ৵০ হংসদূতম্ ৵০, পদাঙ্কদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞানতরঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ৷৷০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণী :—

গীতা-গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত,

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৵০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনুদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি :—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা-হোম-যাগ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১৷০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্ব :—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী-পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল্য ১৷০। একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতির চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সমন্বিত। বাঁধাই মূল্য ৷৷০ আট আনা।

ধ্যানপ্রণামমালা ।৵০ ছয় আনা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ
গুলঞ্চের তরলসার।

ইহা সেবনে শরীরে বল ও অগ্নির দীপ্তি হয়। আমাদের "ছাতিমের তরল সারের" সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। ইহা সেবনে অসংখ্য রোগী মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া পূর্ব্বস্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

সংশোধিত হইল! মূল্য কমিল!!

কার্ব্বলিক টুথ পাউডার

জিনিস পূর্ব্বাপেক্ষা কত ভাল হইয়াছে তাহা একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিবেন। দাম দশ পয়সা মাত্র।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
৯১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় দেশ উজাড়

মহামারী ইনফ্লুয়েঞ্জা দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে অকালে সমন সদনে লইয়া গিয়াছে। এমন পরিবার বিরল যাঁহাদের কোন আত্মীয় পরিজন বা বন্ধু এই কাল ব্যাধির কবলে পড়িয়া প্রাণ হারান নাই। সামান্য সর্দ্দি কাশিই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পরিণত হয়, এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইতে নিউমোনিয়া ও তৎপরে মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান বেশী নয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আবার আসিয়াছে—পূর্ব্বাহ্নে সাবধান!

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট্

আপনার সহায় হইবে, দাম অল্প—

২৫টি ৸৹ বার আনা।

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্ কলিকাতা

অভাবনীয় ব্যাপার! অলঙ্কারে যুগান্তর!!

রমণীরঞ্জন চুড়ি।

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা

বিনামূল্যে উপহার!

"আসল ও নকল" নামক অপূর্ব্ব গল্পের বই পত্র দিলে পাঠান হয়।

যাহা হইবার নয়—যাহা কেহ কল্পনায় এপর্য্যন্ত আনিতে পারেন নাই—সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তুত হইত—কেমিক্যাল বা অন্য কোন ধাতুতে ইহা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ষ্টার, এস প্যাটার্ণ, বরফী প্যাটার্ণ, এস চিড়িতন ইত্যাদি সর্ব্ববিধ চুড়িই কেমিক্যালে প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু রমণীরঞ্জন চুড়ি—যেমন তেমনিই আছে, গিনি না হইলে উহা প্রস্তুত হয় না। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের কিম্বা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা গিনির চুড়ির নিকট পাশাপাশি রাখিলে কোনটী আসল কোনটী নকল তাহা ধরা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ-শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে। ইহা বিজ্ঞাপনের কথা নহে—আসিয়া স্বচক্ষে দেখুন—পরীক্ষা করুন—তারপর যদি ক্রয় না করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, আপনার বাহাদুরী বুঝিতে পারিব।

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছা ৫৲ পাঁচ টাকা। মাশুল ।৵০ আনা।

এইচ ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং

১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রেজীনাস

মেহ, গণোরিয়া, শুক্রতারল্য, প্রভৃতি পীড়ায় যাঁহাদিগের শরীরের বল; বীর্য্য ও উৎসাহ উদ্যম, স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হইয়াছে (রেজী-নাস ঔষধ) তাঁহাদিগের পক্ষে পরম বন্ধু ও দেবতার আশীর্ব্বাদ তুল্য। ইহা স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, সকলেই সকল সময়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য ১৲ টাকা ডজন ১০৲ টাকা।

এসেন্স অফ্ চিরেতা।

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনান সেবনের পর কিছুদিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইন জনিত দোষ সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও ক্রিমি জন্মিতে পারে না। চক্ষু ও হস্ত পদাদির জ্বালা গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়। মূল্য ৪ আঃ শিশি ৸০ বার আনা।

একষ্ট্রাক্ট গুলঞ্চ লিকুইড কোং।

গুলঞ্চ প্রভৃতির তরল সার। আয়ুর্ব্বেদ মতে গুলঞ্চের গুণ প্রমেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদরোগ নাশক। মূল্য ৬ আঃ শিশি ১৲ এক টাকা।

লক্ষাধিক প্রশংসাপত্র এ যাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। কয়েকখানির অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ পিঃ শ্রীলাল, আই, সি, এস, গাজিপুর হইতে লিখিয়াছেন:—"আপনাদিগের কারখানার ঔষধগুলি অতিশয় ফলপ্রদ। ১ শিশি ঔষধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় সত্বর পাঠাইবেন।

ডিষ্ট্রিক্ট জজ রায় বাহাদুর পণ্ডিত গিরিজাকিশোর দত্ত, আগ্রা হইতে দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—আপনাদিগের কারখানার প্রস্তুত পরম উপকারী...... ঔষধ ২ শিশি সত্বর পাঠাইবেন।"

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

রাণাঘাট কেমিক্যাল ওয়ার্কস, রাণাঘাট বেঙ্গল।

Tell—Address.
"Duble :—Calcutta."

Phone No.
2919.

এস্, এন্, ভট্টাচার্য্য।

৫০ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটি কথা ঃ—বাঙ্গালীর এত অল্প বয়সে শরীর খারাপ হইয়া যায় কেন? তাহার আর কিছুই কারণ নয়, শুধু ব্যায়ামের অভাব। অনেক পিতা মাতা ইহা যে বিবেচনার বিষয় বলিয়া মনেই করেন না। একটি ফুটবল কিনিয়া দিলে ৩০।৩৫টি ছেলে অনেক দিন খেলা করিতে পারে। এই খেলার আস্বাদন পাইলে তাহারা আর বেপথে যাইবে না, শরীর সুস্থ ও সবল, সুতরাং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ ও স্মরণ শক্তি প্রবল হইবে। ছেলেদের যদি শরীর ভাল করিবার সুযোগ এ সময়ে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি সংসার চক্রে পড়িয়া পরে তাহারা আর কখনও শরীর বলশালী করিতে পারিবে?

আমাদের নিকট উৎকৃষ্ট ফুটবল সুলভে পাইবেন। মূল্য ১নং ১৸০ ২নং ২৷০ ৩নং ২৸৵০ ও ৩।০ ৪নং ৩৸০ ও ৪৷০ ৫নং ৫৷০, ৬৷০ ভাল ৭৷০ শুধু পাম্প ১৷০, ২৲, ২৷০ শুধু ব্লাডার ১নং ৸৵০ ২নং ১৵০ ৩নং ১।৵০ ৪নং ১৸০ ৫নং ২৲।

সকল রকম বাইসাইকেল ও তাহার সারঞ্জম খুব সুবিধা মূল্যে পাইবেন। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সমস্ত সেগুণ কাঠ, ভাল পালিশ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমেরিকান রীড দেওয়ার দরুণ আওয়াজ অত্যন্ত মিষ্ট। সিঙ্গেল্ রীড তিন অক্টেভ সি হইতে সি পর্য্যন্ত ১৮৲ ২০৲ ২৫৲ ৩০৲ ডবল রীড ২৮৲ ৩০৲ ৩৫৲ ৪০৲ ৪৫৲।

আমাদের নিকট গানের কল ও শেলাইএর কল পাইবেন।

আমাদের এক টাকা সংস্করণের

উপন্যাস সিরিজ্

সুন্দর এণ্টিক কাগজে ছাপা ও সিল্কের বাঁধাই।

প্রিয়জনের উপহারে অদ্বিতীয়।

প্রতি মাসে এক একখানি করিয়া বাহির হইবে।

শিশির পাব্লিশিং হাউস্—

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা।

আমাদের এক টাকা সংস্করণের

নাট্য-প্রতিভা সিরিজ্.

যাঁহারা আমাদের রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবনী প্রতি মাসে এক একখানি করিয়া বাহির হইবে।

আমাদের উপন্যাস সিরিজের জন্য এযাবৎ শতাধিক পাণ্ডুলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্য হইতে প্রথম বৎসরের জন্য আমরা আপাততঃ নিম্নলিখিত সুবিখ্যাত গ্রন্থকারদিগের উপন্যাস মনোনীত করিয়াছি—

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমতী মালিনী দেবী

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্-এ

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল

উপন্যাসানুরাগী পাঠক, আপনাকে কি ইঁহাদের আবার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে? শুধু ইহা বলিলেই কি যথেষ্ট হইবে না যে এই সব বাঙ্গালার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকদিগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই আমরা প্রথম বৎসরের জন্য মনোনীত করিয়াছি।

আজই পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

আমাদের উপন্যাস সিরিজের প্রথম পুস্তক

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সাধের বৌ

১লা আশ্বিন প্রকাশিত হইবে।

আমাদের সম্পাদিত

একটাকা সংস্করণের

উপন্যাস সিরিজ

বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর আনিবে।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে মুদ্রিত—সিল্কের বাঁধাই।

আগামী ১লা আশ্বিন হইতে নিয়মমত প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে। গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে আপনার অগ্রিম কিছুই লাগিবে না। শুধু একখানি চিঠি পাইলেই প্রতিমাসে আপনার নামে ভিঃ পিঃ তে পুস্তক পাঠাইয়া দিব।

মহামায়ার আগমনীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নব উপন্যাস সিরিজের পুণ্য প্রতিষ্ঠা হইবে। মহামায়ার আশীর্ব্বাদে ও সুপাঠক সম্প্রদায়ের শুভ অনুকম্পায় আমাদের এই সিরিজ্ দীর্ঘকাল স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিবে।

সুপাঠ্য উৎকৃষ্ট উপন্যাস সংগ্রহের জন্য, এত চেষ্টা, এত অর্থব্যয় আজ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। এতদ্দেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকদের নববিরচিত গ্রন্থই আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি। যাঁহাদের গ্রন্থ ভাব, ভাষা, রুচি, অভিব্যক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে অত্যুৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাদের পুস্তকই আমাদের এই সিরিজে প্রকাশিত হইবে।

এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক, এত সুন্দর ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই কেবলমাত্র এক টাকা মূল্যে পাইতে পারেন, তাহা আপনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নামমাত্র লাভে অধিক বিক্রয়ই আমাদের উদ্দেশ্য; বঙ্গভাষার সুপ্রচারই আমাদিগের একমাত্র আকিঞ্চন।

আপনি কেন আজই আমাদের উপন্যাস সিরিজের গ্রাহক হইবেন ?

যেহেতু—

১। প্রতিমাসে এমন এক সময় আসে যখন আপনার কিছুই ভাল লাগে না ;—এই অবসাদ দূর করিতে আমাদের উপন্যাস অদ্বিতীয় !

২। আপনি স্বচ্ছন্দে কোনওরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া, আমাদের উপন্যাস আপনার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও কন্যার হস্তে দিতে পারিবেন ;—ইহাতে রুচিবিগর্হিত কিছু থাকিবে না।

৩। আপনি বৃথা অর্থনষ্ট করিতে চান না ;—আমাদের উপন্যাস ক্রয়ে আপনি অল্পমূল্যে সমধিক লাভবান্ হইবেন।

৪। আপনি বাজে উপন্যাস পড়িয়া অর্থনষ্ট ত করিয়াছেনই, উপরন্তু বাঙ্গালা ভাষার উপর একরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন ;—আমাদের উপন্যাস আপনার বিলুপ্ত শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনিবে।

৫। আমাদের সিরিজে বাজে উপন্যাস বাহির হইবে না।

৬। আমাদের উপন্যাস সর্ব্ববিধ উপহার প্রদানে অদ্বিতীয়।

৭। আমাদের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই অত্যুৎকৃষ্ট।

৮। আপনার সময় অল্প ; সুতরাং বাজে উপন্যাস পড়িয়া আপনার আর সময় নষ্ট করিতে হইবে না।

৯। আমাদের উপন্যাস নিয়মমত প্রতিমাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে।

১০। আপনি খাঁটী বাঙ্গালী ; বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উন্নতিকল্পে আমাদিগকে সাহায্য করা আপনার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে সুমহৎ কার্য্যে আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা আপনার সহানুভূতি ব্যতীত সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

আজই পত্র লিখিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

শিশির পাবলিশিং হাউস্।

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আমাদের একটাকা সংস্করণের

নাট্য-প্রতিভা সিরিজ্।

১লা অগ্রহায়ণ হইতে নিয়মমত প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হইবে।

যাহা কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই হইতে চলিল। যে সকল নাট্যরথিগণ বঙ্গ-রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, নাট্য-প্রতিভা-সিরিজে তাঁহাদেরই জীবনী প্রকাশিত হইবে।

আপনি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবনী পড়িয়া আপনাকে তন্ময় হইয়া থাকিতে হইবে। আমাদের "নাট্য-প্রতিভা সিরিজ" বাহির হইবার পূর্ব্বেই যে সকলের এত চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে, ইহা আমাদের স্বপ্নাতীত।

আমাদের এই উদ্যোগ অভূতপূর্ব্ব; বহু পরিশ্রম ও প্রভূত ব্যয়সাধ্য। লেখককে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নিকটে বসিয়া তাঁহাদের জীবনের দৈনন্দিন বিবরণ সংগ্রহ করতঃ নানা স্থান হইতে তাহাদের প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, আমাদের এই প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ গ্রন্থাবলী অলীক, কল্পনাড়ম্বরময় ডিটেকটিভ্ উপন্যাস অপেক্ষা সহস্রগুণে হৃদয়গ্রাহী হইবে।

আপনার চক্ষে এতদিন আমাদের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ঘৃণার পাত্রই ছিলেন। কিন্তু আমাদের এই নাট্য-প্রতিভা সিরিজের জীবন্ত ইতিহাস পাঠ করিয়া আপনার সেই ভ্রম বিদূরিত হইবে। জীবন সংগ্রামে কিরূপ বীরবিক্রমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বিজয় লাভ করিয়া নাট্যকলার শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও বঙ্গসমাজের সংস্কার সাধন করিয়া আসিতেছেন তাহা পাঠ করিয়া আপনি বিমোহিত হইবেন, ও তাহাদিগের প্রতি আপনার বিমল শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। বস্তুতঃ, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের জীবনী বিপুল রহস্যকালিমা সমাচ্ছন্ন। কোনও ডিটেক্টিভ ঔপন্যাসিক কল্পনা চক্ষে উহার বিন্দুমাত্র বৈচিত্র দর্শনেও সমর্থ হন নাই। বিমল নাট্যকলার সম্পর্কে আসিয়া কিরূপে কি শ্রেণীর লোক কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহা এই জীবনীমালায় প্রতিপদে পরিলক্ষিত হইবে। দেশের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া রঙ্গালয়ের এই উন্নতিসাধন করিয়াছেন তাহা আপনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। "দারোগার দপ্তর" এ জাতীয় জীবন্ত চিত্র কখনও কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই; "From Long Cabin to white House" ইহার তুলনায় আলো গাত্রে ছায়ামাত্র।

আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

নাট্য-প্রতিভা সিরিজের প্রথম জীবনী

গিরিশচন্দ্র।

১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইবে।

উপন্যাস সিরিজ ও নাট্য-প্রতিভা সিরিজের গ্রাহক হইবার নিয়ম।

পত্র লিখিলেই গ্রাহক হওয়া যায়। ভি,পি, ও পোষ্টেজ্ চার্জ্জ অতিরিক্ত দিতে হইবে। গ্রাহক হইলে যখন যে পুস্তকখানি বাহির হইবে ভি, পি করিয়া পাঠাইয়া দিব।

বিশেষ সুবিধা (Special Concession.)

যাঁহারা অনতিবিলম্বে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া ডাক খরচ বাবদ (postage) একটাকা পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদের ভি,পি চার্জ্জ এক বৎসরকাল আমরাই বহন করিব; অর্থাৎ তাঁহারা বিনা ডাক ব্যয়ে ১লা আশ্বিন হইতে প্রতি মাসে মাত্র একটি করিয়া টাকা খরচে এক বৎসরকাল আমাদের উপন্যাস সিরিজের গ্রন্থাবলী যথাসময়ে প্রাপ্ত হইবেন। ইহাতে গ্রাহক মহোদয়গণ প্রতিমাসে তিন আনা হিসাবে বৎসরে ২।০ স্থলে মাত্র একটাকায় গ্রন্থাবলী ঘরে বসিয়া পাইবেন।

কলিকাতার গ্রাহকবর্গ অবিলম্বে যদি একটাকা আমাদের আফিসে জমা দেন তবে তাঁহারা বৎসরের শেষ দুই সংখ্যা বিনা মূল্যে আমাদের নিকট হইতে পাইবেন।

নাট্য-প্রতিভা সিরিজের গ্রাহকশ্রেণীর জন্যও পূর্ব্বোক্ত নিয়ম। অর্থাৎ যাঁহারা ইচ্ছা করিবেন তাঁহারা একটাকা অগ্রিম পাঠাইয়া উপরি উক্ত কন্‌সেসন (Concession) পাইবেন। দুই টাকা পাঠাইলে উভয় সিরিজেরই Concession পাইবেন।

আমাদের ফার্ম্মের রসিদ না পাইয়া কেহ কোন লোককে টাকা দিলে উহার জন্য আমরা দায়ী হইব না। টাকা দিবার সময় আমাদের স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ দেখিয়া লইবেন।

আমরা এরূপ Concession বেশীদিন করিতে পারিব না।

আজই গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হউন।

শিশিরকুমার মিত্র বি-এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস্,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

আমাদের প্রকাশিত

নূতন উপন্যাস

নব যুগের নব আলো নূতন হাওয়া

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

যুগের আলো

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিলাতী এন্টিক কাগজে মুদ্রিত ও সিল্কের প্যাডে বাঁধাই।
'যুগের আলো' নব যুগের নিখুঁত ছবি,—আগাগোড়া নূতন, আগাগোড়া কৌতূহলোদ্দীপক। আমরা প্রত্যেক বঙ্গললনাকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

আমাদের প্রকাশিত

শিশুপাঠ্য গল্প পুষ্পাঞ্জলি

সুবিখ্যাত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত

"আবার বলো"

সব গল্পগুলিই চমৎকার। যদি গল্পের ছলে ছেলেদের চরিত্র গঠিত করিতে চান, তবে আজই একখানি কিনিয়া তাহাদের উপহার দিন। ১৫খানি হাফ্‌টোন চিত্র সম্বলিত।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

আমাদের অর্ডার সাপ্লাইং ডিপার্টমেণ্ট হইতে সকল সময়ে সকল প্রকার পুস্তক সুলভে সরবরাহ করা হয়।

সবিনয় নিবেদন,

ভাষাই জাতির জীবন; ভাষার ক্রমোন্নতি ও পরিপুষ্টি তাহার নবজীবনোচ্ছ্বাসের প্রকৃত পরিচায়ক। আমাদের বঙ্গদেশে যে অভিনব জাতীয় জীবনপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হইয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর প্রকৃত অনুরাগই উহার মূল কারণ। আমরা জানি আপনি বঙ্গভাষার অভ্যুন্নতি ও সুপ্রসার কল্পে সততই অগ্রবর্ত্তী, তাই আজ বড় আশায় আপনার উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভের জন্য এই নূতন সংবাদ লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি।

বঙ্গ ভাষায় উপন্যাসপ্রিয় পাঠক পাঠিকার অভাব নাই, রাশি রাশি উপন্যাসেও বঙ্গভাষা প্লাবিত; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পড়িবার যোগ্য, দেখাইবার মত, বা উপহার দিবার উপযুক্ত কয়খানি উপন্যাস আপনার চক্ষে পড়িয়াছে? বলুন দেখি একখানি ভাল উপন্যাস পড়িবার জন্য আপনি কয়খানি বাজে উপন্যাস ক্রয় করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন?

আমরা জানি উপন্যাস পাঠই আপনার কার্য্য নহে। আপনার কেন, সকলেরই খারাপ উপন্যাস পাঠে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকে। যাহাতে অতি অল্প মূল্যে বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস একখানি করিয়া প্রতি মাসে আপনার হস্তগত হয় তাহারই জন্য আমাদের এই বিপুল আয়োজন।

আমাদের এক টাকা সংস্করণের উপন্যাস সিরিজে প্রতি মাসে সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি নূতন উপন্যাস বাহির হইবে। উপন্যাসগুলি যাহাতে ভাষা সম্পদে, ভাবগরিমায়, রুচি পারিপাট্যে ও সর্ব্বোপরি চরিত্রাঙ্কনে অতুলনীয় হয় আমরা তাহার জন্য জলের মত অর্থ ব্যয় করিতেছি। যাহাতে ঘরে ঘরে বঙ্গ ভাষার প্রকৃত আদর হয় তাহারই জন্য আমাদের এই অভূতপূর্ব্ব বিরাট আয়োজন। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি এরূপ সুদৃশ্য শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এত অল্প মূল্যে আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রকাশিত করিতে পারেন নাই।

আপনি প্রকৃত বাঙ্গালী। যাহাতে বাঙ্গালীর প্রকৃত অভ্যুদয় হয় তাহা আপনার ঐকান্তিকী বাসনা। তাই বঙ্গ ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি কল্পে আমরা আপনাদের ন্যায় প্রকৃত স্বদেশানুরাগীর সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই এই বহুব্যয় সঙ্কুল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। আমাদের নিতান্ত ভরসা আপনি আজই গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া আমাদের এই নবোদ্যমে উৎসাহিত করিবেন। ইতি

শিশির পাবলিশিং হাউস্,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

বিনীত
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—কার্ত্তিক। | ২য় সংখ্যা।

বঙ্গে বিজয়া।

—:•:—

(শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত)

থেমে গেল কোলাহল, শান্ত পল্লীগুলি,
নগরী মুখরী পুনঃ তুলি' শত বুলি।
কর্ম্মগত জীব পুনঃ করমে মগন,
বিশ্ববাসী পুনঃ যেন আগেরি মতন।
ক্ষীণ কণ্ঠে আলাপন তাই 'সাহানার'—
জানাইছে দিন ওগো আজি বিজয়ার।

(কিন্তু) কে বিজিত—কে বিজেতা? বঙ্গে তা' তো নাই,
কিসের আনন্দ তবে আজি মোরা পাই?
'রামের' বিজয়োৎসব 'রাবণ' নিধনে,—
মোদের বিজয়োৎসব 'রোগে'র পীড়ণে!
লেলিহান লোল জিহ্বা বিস্তারি' রসনা—
গ্রাসিতেছে 'ম্যালেরিয়া' বিকট বদনা।

'ইনফ্লুয়েঞ্জা' ভয়ঙ্করী নাশিতেছে বঙ্গ,
'কলেরা বসন্ত' আসি' করিতেছে রঙ্গ!

কত শিশু অকালেতে ছাড়িছে ধরণী,
'যক্ষ্মা'য় মরিছে কত যুবতী ঘরণী।
বঙ্গবাসী মরে যত—এমন মরণ
কোনো দেশে কোনো কালে হয়না কখন।

রোগের বিষম জ্বালা দৈত্য অবতংস,
কেবা আগুয়ান বল করিবারে ধ্বংস ?
তবে কেন বিজয়ার বাজিবে বাজনা ?
বিজয়া নাহিক বঙ্গে—কেবল বেদনা !
বিজয়া উৎসবে মত্ত হইব তখন,
রোগাসুর দেশ হ'তে যাইবে যখন।

কাজের কথা।

বাঙ্গালায় ব্যাধি—সোণার বাঙ্গালা শ্মশান হইতে বসিয়াছে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ায় অসংখ্য লোক মরিতেছে, সহরে যক্ষ্মায় যথেষ্ট লোকক্ষয় ঘটিতেছে। ইহা ছাড়া প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সাময়িক ব্যাধিতে লোকক্ষয় তো আছেই ! তাহার উপর গত বৎসর ইনফ্লুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া নামক দুরন্ত ব্যাধি করাল-বদনব্যাদানে যেরূপ অগণিত লোকক্ষয় করিয়াছে, তাহাতে উহার পুনরাক্রমণ ঘটিলে সত্য সত্যই বাঙ্গালা দেশ যে শ্মশান সদৃশ হইয়া পড়িবে, ইহা সুনিশ্চিত। ফল কথা বঙ্গভূমি যেরূপ ব্যাধিপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদের সকল চিন্তা অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে আত্মরক্ষার চিন্তা করা প্রধান কর্ত্তব্য। দেশ রক্ষার অধিনায়ক—সরকারী স্বাস্থ্য কর্ম্মচারিগণ অবশ্য এজন্য বিশেষ চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু শুধু তাঁহাদের চিন্তায় নির্ভর করিলে চলিবে না,—প্রত্যেক দেশবাসীকেই ইহার প্রতীকারকল্পে সচেষ্ট হইতে হইবে।

* * *

উপায় চিন্তন—প্রতীকারকল্পে সচেষ্ট হইতে হইলে বাঙ্গালীকে সর্ব্ব প্রথম সংযমব্রত শিক্ষা করিতে হইবে। সেই সংযম ব্রত শিক্ষার অভাবেই তো বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, ইহা নির্ভাঁজ সত্য কথা। বাঙ্গালীর ছেলেকে হাতে খড়ি দেওয়ানর পর হইতে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিভূষণে ভূষিত করিবার জন্য বাঙ্গালীজনক যেরূপ চেষ্টাশীল হইয়া থাকেন, তাহাকে সংযমব্রত শিক্ষা দিবার জন্য সেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন কি ? স্কুল কলেজেও যেরূপ শিক্ষা দিবার

ব্যবস্থা, তাহাতে সেখানেও সেরূপ কোনো শিক্ষা দানের বন্দোবস্ত নাই! কাজেই বাঙ্গালী সংযমী হইবে কেমন করিয়া! বাঙ্গালী বিদ্যোপার্জ্জন করে—অর্থ উপার্জ্জনের জন্য,—জ্ঞানার্জ্জনের কামনায় বা সংযমী হইবার আকাঙ্ক্ষায় বাঙ্গালী বিদ্যা শিক্ষা করে না,—কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার মূল যে ধর্ম্মপ্রবণতা—বাঙ্গালী তাহা মানিতে পারে না, বাঙ্গালীর রোগবাহুল্যের কারণই ইহাই।

*　　*　　*

অনুকরণে অনিষ্ট—বাঙ্গালী-বালক প্রাথমিক শিক্ষাকাল হইতে কোনো ধর্ম্মমূলক শিক্ষা প্রাপ্তির সুযোগ তো প্রাপ্ত হয়ই না, তা' ছাড়া অনুকরণে অনিষ্ট উৎপাদন করিবার শিক্ষাটি বাঙ্গালী-বালক নানা প্রকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালী-পিতা প্রাতে স্নানাহ্নিক করিবার পূর্ব্বেই গরম গরম চায়ের পেয়ালা লইয়া নিস্তেজ দেহখানিকে ক্ষণেকের জন্য সবল করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালী-শিশুটিও তাহার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয় না। চায়ের মত উগ্র দ্রব্য ব্যবহারে ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে উপকার হইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ যে গ্রীষ্মের উর্ব্বর ভূমি,—এদেশের লোকের পক্ষে চায়ের মত উগ্র দ্রব্য ব্যবহারে পাকস্থালীর ক্রিয়ার ব্যত্যয় স্বভাবতঃই হইবার কথা। বাঙ্গালী-পিতা বহুকালজাত মৌতাতে এতই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, জানিয়া শুনিয়াও তাঁহার পক্ষে আর এ নেশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই—বাঙ্গালী-শিশু ও কিন্তু সে কথা শুনিল না,—তাহাকে সে কথা কেহ বুঝাইলও না,—ফলে সাহেবদের অনুকরণে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে চায়ের মত দ্রব্য প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালীর যে কি সর্ব্বনাশই করিতেছে তাহা বুঝাইতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড পুঁথি হইয়া পড়ে!

*　　*　　*

আহারে স্বাস্থ্যপালন—আহারের সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধ যে সুসংবদ্ধ, সে কথা আমরা অনেক বারই বলিয়াছি। বাঙ্গালী যখন সে কথা মানিত, তখন বঙ্গভূমি রোগের আকরভূমি হয় নাই। আর্য্যশাস্ত্রে যে স্বস্থবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল, বাঙ্গালী আগে তাহার প্রত্যেক বিষয় পালন করিত। প্রাভাতিক স্নান পূজা আহ্নিকের ব্যবস্থায় যে স্বতঃই স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া থাকে, এ কথা কি এখনকার বাঙ্গালী মানিতে চাহেন? আগেকার বাঙ্গালী কিন্তু স্নানাহ্নিকে দেহ ও চিত্তশুদ্ধি না করিয়া কোনো দ্রব্য আহার করিতেন না। প্রাভাতিক স্নান ও পূজা আহ্নিক সমাপনের পর বাঙ্গালীর যে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান দ্রব্য থাকিত—আদা ও ছোলা ভিজা,—এ কথা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি। ফলে আদায় ক্ষুধা বৃদ্ধির কার্য্য করিত, পাকস্থালীর ক্রিয়া সুপরিষ্কৃত হইত; আর ছোলাভিজা ভক্ষণে পিত্ত প্রশমনের কার্য্য করিত। তাহার পর মাধ্যাহ্নিক আহারেও বাঙ্গালী যে সকল দ্রব্য আহার করিত, তাহার মধ্যে দুগ্ধ ঘৃতাদি পুষ্টিকর খাদ্যসকলের ব্যবস্থা থাকিত। এখন সে দুগ্ধ ঘৃতাদি একরূপ দুষ্প্রাপ্যই হইয়া পড়িয়াছে অনেকের ঐ দুইটি দ্রব্য খাইবার প্রবৃত্তিও নষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালী এখন সূর্য্যোদয় হইতে না হইতেই শয্যা ত্যাগের পূর্ব্বেই চায়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত, মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় দুগ্ধ ঘৃতের পরিবর্ত্তে কতকগুলি অসার দ্রব্য ভক্ষণে অভ্যস্ত! তাহার উপর বাঙ্গালী ধর্ম্ম শিক্ষা বর্জ্জিত,

কাজেই চিত্তসংযমেও তাহার শিক্ষা নাই, সকল দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালী অধিক রোগ-প্রবণ হইবে না তো হইবে কাহারা? সকল দেশের লোকের অপেক্ষা বাঙ্গালীর মৃত্যুও তো এই জন্য অধিক।

* * *

ব্রহ্মচর্য্য পালন—ইহার উপর বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা একেবারেই নাই। চিত্ত সংযমের শিক্ষা বাঙ্গালী প্রাপ্ত হয় নাই, কাজেই ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা সে পাইবে কোথা হইতে? ফলে ব্রহ্মচর্য্যপালনের শিক্ষা না থাকায় "মরণং বিন্দুপাতেন"—এ কথা বাঙ্গালী এখন আর মানিতে চাহে না। পূর্ব্বে বাল্যজীবনে তো ব্রহ্মচর্য্যপালনের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবেই পালন করা হইত, তা'ছাড়া পরিণত বয়সেও তিথি-নক্ষত্র দেখিয়া, পর্ব্বদিন বাছিয়া তবে স্ত্রী-পুংমিলনের ব্যবস্থা হইত। এখন সে ব্যবস্থা একেবারেই তিরোহিত হইয়াছে। বাঙ্গালী যে ফুসফুসের পীড়ায় সকল পীড়া অপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহার একমাত্র কারণই সংযমের অভাব। একে পুষ্টিকর আহার্য্য বাঙ্গালী আহার করিতে পায় না, তাহার উপর শুক্রক্ষয় জনিত অসংযমী বাঙ্গালীর পাকস্থালীর ক্রিয়া সহজেই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেই পাকস্থালীর ক্রিয়ার বিকৃতির ফলেই বাঙ্গালীর হৃদপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া বাঙ্গালীর দেহ নানা রোগের আকার ভূমি হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী যতদিন এ সকল কথা না বুঝিবে, ততদিন যে বাঙ্গালীর মঙ্গল নাই—ইহা সুনিশ্চিত।

বাঙ্গালী রমণী—বাঙ্গালী-রমণীদিগের স্বাস্থ্যও নানা কারণে ভগ্নপ্রবণা হইয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী-পুরুষের চিত্তসংযমের শিক্ষা নাই, কুসুম কোমল প্রাণা মহিলা জাতি সে শিক্ষা পাইবে কোথা হইতে? তাহার উপর এখনকার বাঙ্গালী-পুরুষ নিজেদের বাবুয়ানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে গিয়া তাঁহাদের অঙ্কলক্ষ্মীদিগকেও এক একটি আদর্শ বিলাসিনী গড়িয়া তুলিতেছেন! তাহারই ফলে বাঙ্গালী-মহিলাগণ একেবারে শ্রম-বিমুখা হইয়া পড়িতেছেন। পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী-রমণীগণ শ্রমবিমুখা ছিলেন না, তাঁহারা অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগের পরেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম সকলে মনোভিনিবেশ করিতেন। সেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম সম্পাদনেই তাঁহাদের পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইত। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-রমণীকেই গৃহস্থলীর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয় না,—দাস-দাসীতে সে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাহার উপর নাটক নবেলের মত আদিরস ঘটিত পুস্তকগুলি পাঠে চিত্ত সংযমের প্রবৃত্তি তাঁহাদের একেবারেই তিরোহিত হইয়া থাকে। ফলে আলস্য-পরতন্ত্রতাই এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালী-রমণীর যে স্বাস্থ্যহানির কারণ—ইহা অবিসংবাদিত—সত্য কথা। কিন্তু বাঙ্গালী-পুরুষ এ সকল কথা না বুঝিলে বাঙ্গালী রমণীকে রক্ষা করিবার উপায় কিছুতেই হইবে না।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

—:০:—

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম. এ, এল, এম্. এস্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(ক) অগস্ত্য সংহিতা—মহর্ষি অগস্ত্য ইহার প্রণেতা বলিয়া কথিত। বঙ্গসেন বলেন, এই গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি তাঁহার সংগ্রহ রচনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার প্রসঙ্গেও অগস্ত্য সংহিতার বিষয় লিখিত হইবে।

(খ) কৌপালিক তন্ত্র—ইহা কৌপালিকের রচিত শল্যতন্ত্র প্রধান গ্রন্থ।

অশ্ব, গজ ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন সংহিতা ছিল। তন্মধ্যে তিন খানির পরিচয় লিখিত হইতেছে।

(১) শালিহোত্র সংহিতা। ইহা অশ্ব-চিকিৎসার গ্রন্থ এবং এক্ষণে দুর্লভ হইলেও সুপ্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে আরবেরা এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া "শালাটোর" নাম দিয়াছিল। এই সংহিতা অবলম্বনে লিখিত নকুলকৃত এবং জয়দত্তসূরিকৃত "অশ্ববৈদ্যক" এক্ষণে এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) পালকাপ্য সংহিতা। ইহা হস্তি চিকিৎসা বিষয়ক সুমহান গ্রন্থ। ইহা পুণ্যপত্তনের আনন্দাশ্রমের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে। ভগবান পালকাপ্য মুনি অঙ্গাধিপ রোমপাদ নৃপতিকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন।

(৩) গোতম সংহিতা—ইহা গো-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে দুর্লভ হইয়াছে।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ—বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে মূল গ্রন্থ এখন কিছুই পাওয়া যায় না। শার্ঙ্গধর কৃত সংগ্রহের "উপবন বিনোদ" নামক অংশ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বিষয়ক। তদ্ব্যতীত অগ্নিপুরাণ, বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদের অতি অসম্পূর্ণ অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার—আর্য্যগণের বিহার ক্ষেত্র আর্য্যাবর্ত্তে আয়ুর্ব্বেদের এইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাপথেও আর্য্যগণ কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের অনুমান হয়, ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া মর্ত্ত্যে প্রচার করিবার পর আত্রেয় আর্য্যাবর্ত্তে এবং অগস্ত্য দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন। মতান্তরে অগস্ত্য ধন্বন্তরির শিষ্য বলিয়াও প্রসিদ্ধি আছে। অগস্ত্যপ্রণীত অগস্ত্য সংহিতা এবং তদানুসারী 'অগস্ত্যসম্প্রদায়' নামক চিকিৎসকগণ এক সময়ে দক্ষিণাপথে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্য কোন মতে ১৮ জন, কোন মতে ২২ জন এবং কোন মতে ৪৪ জন। ইঁহারা সংস্কৃত এবং দ্রাবিড় ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ দক্ষিণ ভারতে এখনও পাওয়া যায়। পরে গ্রন্থ পরিচয় প্রসঙ্গে উহাদের বিষয় লিখিত হইবে।

মহর্ষি অগস্ত্য কতকাল পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কেহ

কেহ ইঁহাকে রামায়ণে কথিত অগস্ত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন*।

এই আর্ষযুগ বা সংহিতা যুগকে আয়ুর্ব্বেদের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। এই সময়ে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন অন্যান্য দেশ ভারতীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়েই আর্য্যাবর্ত্ত বহিষ্কৃত অনেক ব্রাত্য ক্ষত্রিয় নানা দেশে গিয়া ভারতীয় জ্ঞানালোক চ্ছটা উন্মেষিত করিয়াছিলেন—বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংগ্রহকাল—কালক্রমে আর্য্যজ্যোতিঃ ক্ষীণ হইতে আর্ষজ্ঞানাধিকারী নবাভ্যুদিত বৌদ্ধাচার্য্যগণ নূতন ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাদেশের নানা দূরদূরান্তর প্রদেশে ভারতীয় জ্ঞান সম্পদ বিতরণ করেন। এইরূপে আরবদেশ, মিশ্রদেশ (ইজিপ্ট), গ্রীস, রোম, চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশ ক্রমে ভারতীয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। গ্রীস-দেশীয় পণ্ডিতগণ যে য়ুরোপের গুরুস্থানীয় তাহা পাশ্চাত্যগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরাক্রমে ভারতের শিষ্য—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কি পরিতাপের বিষয় যে য়ুরোপের গুরুর গুরু সেই ভারতবর্ষ আজ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নানা বিষয়ে য়ুরোপের নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছে! কিন্তু আমরা পরে ইহাও দেখাইব যে, আয়ুর্ব্বেদের অনেক তত্ত্ব আজও পাশ্চাত্যগণের অবিদিত ও শিক্ষণীয়।

আরবদেশীয়গণ যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, "অলবরুণ প্রণীত আরবদেশীয় ইতিহাসে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ সম্রাট "হরুণ-উল-রসিদের" রাজত্বকালে 'শরক' (চরক), 'সস্রদ' (সুশ্রুত), 'নেদান' (নিদান) এবং অগদতন্ত্র ও কৌমারভৃত্যাদি বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ আরব ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। 'মঙ্খ' নামক জনৈক ভারতীয় চিকিৎসক উক্ত যবন সম্রাটকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার সভায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আয়ুর্ব্বেদের অনুগ্রহেই সৌশ্রুত মতানুযায়ী বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা, সিরাবেধ প্রণালী, সিরাবেধের বহুল প্রচার, মরিচ, যষ্টিমধু, লাক্ষা, গুগ্‌গুল্ প্রভৃতি ভারতীয় ঔষধের বহুশঃ প্রয়োগ এখনও যাবনিক বা য়ুনানী চিকিৎসা-শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেও আয়ুর্ব্বেদের বীজ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। 'ইৎসিঙ্গ' নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক বলেন, আয়ুর্ব্বেদের বাত-পিত্ত-কফ-শোণিত বর্ণনা চীনদেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে দেখা যায়, ভারতীয় বহু ভেষজও চীনদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে আয়ুর্ব্বেদের বহুল প্রচার হইবার পরে, সংগ্রহকালে কিরূপে আয়ুর্ব্বেদের অবনতি ঘটিয়াছিল এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা, সংগ্রহকার ও টীকাকারদিগের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া পরে উঁহাদিগের বিস্তৃত পরিচয় লিখিত হইবে।

* দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধে মান্দ্রাজ নিবাসী আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য সুহৃদ্বর বৈদ্যরত্ন পণ্ডিত ডিঃ গোপালচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে এই বিষয়ে অনেক সংবাদ পাইয়াছি, সেজন্য তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কালক্রমে দুর্দ্দৈববশে চিরন্তন বৈদিক আচার গৌরব হীয়মান হইলে ভারতপ্রভাকর বৌদ্ধ দুর্দ্দিনাচ্ছন্ন হইয়া ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়াছিল। সেই সময়ে অকালবজ্রনির্ঘাতের ন্যায় জ্ঞানাঞ্জনবিঘ্নভূত শক, হূণ এবং যবনাদি জাতির উৎপাত আরম্ভ হয়। খ্রীষ্ট জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশীয় সম্রাট "অলিকসন্দর" ভারত আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে দেশে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ এবং গৃহ দাহবশতঃ অসংখ্য প্রজা ও বহু গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। "অলিকসন্দর" স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে "সেলুকস্" নামক গ্রীকবীরকে বিজিত দেশ শাসন করিবার জন্য রাখিয়া যান। সেলুকস্ ভারত হইতে বিবিধ গ্রন্থ, বিশেষতঃ বহু চিকিৎসাগ্রন্থ স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ও তাঁহার প্রভু অলিকসন্দর উভয়েই ভারতীয় চিকিৎসানৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেলুকস্ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে "মিগস্থিনিস' নামক গ্রীকচিকিৎসককে ভারতীয় বিদ্যাশিক্ষার জন্য চন্দ্রগুপ্তের সভায় রাখিয়া যান। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, গ্রীকগণ ভারত হইতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং তৎপুত্র বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে তদানীং ক্রূরপ্রকৃতি অশোক বহু রাজপুত্র এবং রাজবংশীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (২৬৪ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ) অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি কাল হইতে তিনবৎসর পর্য্যন্ত ভীষণ অন্তর্বিপ্লব ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ প্রজা বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে শত শত অমূল্য গ্রন্থও নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনন্তর উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অশোক পরম ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি চীন গ্রীসাদি বহু দূরদেশে বৌদ্ধ শ্রমণগণকে প্রেরণ করিয়া সেই সকল দেশে ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোক বিতরণ করেন। চিকিৎসা বৌদ্ধগণের একটী প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। অতএব সে সময়ে আয়ুর্ব্বেদ কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হইলেও উহা যে পরহিতব্রত শ্রমণগণ কর্ত্তৃক যবনাদি দেশে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল সে বিষয় সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে এই সময়ে রাজাজ্ঞায় শবব্যবচ্ছেদাদি নিষিদ্ধ হওয়ায় শারীরশাস্ত্রেরও বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল।

অনন্তর মৌর্য্যবংশ হীন পরাক্রম হইলে (১৮৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে) 'পার্থি' নামক গ্রীক জাতি এবং শক নামক বর্ব্বর জাতি পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া সিন্ধু নদ হইতে সাকেতপুর পর্য্যন্ত দেশে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। এই সময়ে 'মিলিন্দ' নামক জনৈক গ্রীক পঞ্চনদ প্রদেশ জয় করিয়াছিল। মগধ দেশে সুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল। নিরন্তর এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ায় সে সময়ে সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল।

পুষ্পমিত্র রাজা হইবার পরে কিছু দিনের জন্য দেশব্যাপী বিপ্লব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল। এই সময়ে ভগবান পতঞ্জলি বিশীর্ণ প্রায় অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখাইব যে, এই পতঞ্জলিই চরক নামে বিখ্যাত। বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনও এই সময়ে সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

শকজাতি কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া ভারতীয় রাজগণ হীনবল হইলে কুশাণবংশীয় কনিষ্ক নামক মহা প্রতাপ শকনরপতি হিমাচল হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত উত্তর পশ্চিমার্দ্ধ জয় করেন। ইহার পর তিন শত বৎসর দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই চরকসংহিতার অঙ্গহানি ঘটিয়াছিল এবং কাশ্মীর দেশীয় দৃঢ়বলাচার্য্য তাহার পূরণ করেন।

ইহার পর পঙ্গপালের ন্যায় বহু সংখ্যক হুণ ও শক সৈন্য ভারত আক্রমণ করিয়া বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। ইহার কিছুকাল পরে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে মালবাধিপতি বিক্রমাদিত্য শকদিগকে জয় করিয়া উজ্জয়িনী হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপিত করেন। এই সময় হইতে প্রায় পঞ্চ শত বর্ষকাল দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এবং তদ্বংশীয় নরপতি দিগের শাসন কালে বিপ্লব-বিশীর্ণ ভারতীয় জ্ঞান পুনরায় কথঞ্চিৎ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কালিদাস প্রমুখ কবিগণ ও আর্য্যভট্ট প্রমুখ জ্যোতির্ব্বিদগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার পরে পঞ্চশত বৎসরের মধ্যে বাগ্‌ভটাচার্য্য, বৃন্দ ও মাধব নামক আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের সংগ্রহকারগণ এবং জৈয়ট, গয়দাস, ভাস্কর ব্রহ্মদেব প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে চরকসুশ্রুতের টীকাকার ও সংগ্রহকার চক্রপাণি এই সময়ের মধ্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১০৪০—১০৫০) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং চক্রপাণি ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার পুনরভ্যুদয় কালের শেষ সময়ের আচার্য্য। মালবের নানাশাস্ত্রবিদ ভোজ নামক প্রসিদ্ধ রাজা ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'রাজমার্ত্তণ্ড' প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ এবং 'পাতঞ্জলবৃত্তি' নামক দার্শনিক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

ইহার পর ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ মুসলমানদিগের ঘোর আক্রমণ প্রবাহ চলিতে থাকে। পূর্ব্বে মহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা স্থায়ী বা অধিক ক্ষতিকর হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে বহু সহস্র সৈন্য লইয়া মহম্মদ গজনী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাহার ফলে সোমনাথ পত্তনাদি স্থানের অমূল্য সম্পদ লুণ্ঠিত, তীর্থস্থান সমূহের দেবমূর্ত্তি বিচুর্ণিত ও সহস্র সহস্র প্রজার প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। গজনীর সৈন্যগণ এই সময়ে প্রতিদিন শত শত গৃহ ও সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন সংহিতাদি ভস্মীভূত করিয়াছিল। লোকে ধন-প্রাণধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া জ্ঞানার্জ্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মহম্মদ গজনী লুণ্ঠন কার্য্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার অল্পদিন পরেই স্বদেশদ্রোহী জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষত্রকুলসূর্য্য দেহলীপতি মহারাজ পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পর দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত হয়। পরবর্ত্তী কালে আলতামাস্ এবং আলাউদ্দীন্ মালব ও দাক্ষিণাপথের কিয়দংশ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

মুসলমানদিগের আক্রমণ স্থান হইতে দূরে থাকায় বঙ্গদেশ এই সময়ে বিশেষ বিপর্য্যস্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে নিদানসংগ্রহকার মাধব কর এবং একাদশ

শতাব্দীতে চক্রপাণি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান বিপ্লব আরম্ভ হইলেও টীকাকার বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ আয়ুর্ব্বেদের ক্ষীণ জ্যোতিঃ আবার উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের সময়েও অনেক প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যাইত। ইহার পরে বঙ্গদেশও মুসলমানগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ বিজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চেঙ্গিস্ খাঁ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়া হিচামল হইতে মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন এবং বহু প্রজার প্রাণবিনাশ করিয়াছিল। চেঙ্গিস্ খাঁ প্রতিনিবৃত্ত হইলেও পুনঃ পুনঃ সমাগত মোগলদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তৈমুরলঙ্গ নামক মোগল ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। তৈমুরলঙ্গ দুই মাস ব্যাপিয়া ভারতবর্ষের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন এবং অসংখ্য প্রজার গৃহদাহ ও প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মহাবিক্রান্ত বীরবুক্ক বা বুক নামক রাজা বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সভাসদ্ সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য দ্বারা বেদের উদ্ধার ও ভাষ্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শার্ঙ্গধর নামক আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতাকার এই সময়ে (১৪২০ সম্বতে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মোগল নরপতি বাবর পাঠানদিগকে জয় করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে বাবরের পুত্র হুমায়ুনের দিগ্বিজয় উপলক্ষে দেশে বিষম বিপ্লব ঘটিয়াছিল। অনন্তর হুমায়ুন শেরসা নামক পাঠানরাজ কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত মোগল ও পাঠান জাতির মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। তাহার ফলে ভারতের ধন, প্রাণ ও বিদ্যার যথেষ্ট হানি হইয়াছিল।

ষোড়শ বর্ষ পরে হুমায়ুন পুনরায় যুদ্ধ করিয়া রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার পুত্র আকবর শাহ স্বীয় বাহুবলে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রথমে বহু প্রজা ও দেশ ধ্বংস হইলেও শেষে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। আকবর শাহ ভারতীয় শাস্ত্র ও পণ্ডিতগণের সমাদর করিতেন। এই সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে প্রসিদ্ধ সংগ্রহকার ভাবমিশ্র কান্যকুব্জে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

আকবরের পৌত্র ঔরঙ্গজেব রাজ্য লাভ করিবার পর দেশে বিষম বিপ্লব ঘটিয়াছিল। হিন্দুদ্বেষী ঔরঙ্গজেব শত শত দেব মন্দির চূর্ণ করিয়া সহস্র সহস্র গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া এবং অসংখ্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজার প্রাণবধ করিয়া ভারতের বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। সুতরাং নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যা ইতিপূর্ব্বে কথঞ্চিৎ উজ্জীবিত হইলেও এই সময়ে পুনরায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদও এই সময় হইতে যবন চিকিৎসকগণ কর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কোন রূপে জীবন ধারণ করিয়াছিল।

ইহার পর ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে আমেদ সা আবদালী কর্তৃক ভারতভূমি উপর্য্যুপরি চারিবার আক্রান্ত হয়। এই সকল আক্রমণের ফলেও অসংখ্য প্রজার প্রাণ নষ্ট হয় এবং বহুজনপদ শ্মশানে পরিণত ও বহু ধনরত্ন ও গ্রন্থরত্ন অপহৃত ও বিনষ্ট হইয়াছিল।

আর্য্যযুগের পরবর্ত্তী সময় হইতে ভাব-মিশ্রের সময় পর্য্যন্ত কালকে সংগ্রহকাল বলা যাইতে পারে। ইহা আয়ুর্ব্বেদের অথবা ভারতের সমস্ত বিদ্যার অপরাহ্ন কাল। এই সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা অল্পাধিক খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাইত এবং সেই সকল গ্রন্থের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পুনর্যোজনা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

অবনতি কাল—সংগ্রহকালে আয়ুর্ব্বেদের অনেক অবনতি ঘটিলেও প্রতিসংস্কারক, সংগ্রহকারক এবং টীকারদিগের চেষ্টা বশতঃ সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে নাই। অপিচ টীকাকারদিগের সময়েও বহু প্রাচীন সংহিতা সুলভ ছিল, সে কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য সংগ্রহকালের পরবর্ত্তী কালকেই আমরা অবনতিকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

অবনতিকালে প্রাচীন সংহিতা সকল দুর্লভ হইয়া পড়ে এবং যে সকল সংগ্রহ অবশিষ্ট থাকে সেগুলি বহু ভ্রম প্রমাদের আকর হইয়া উঠে। অপিচ, সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠন হ্রাস পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যাও কম হইতে থাকে। সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লব বশতঃ লোকে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে যে সকল চিকিৎসাগ্রন্থ পূর্ব্ব পুরুষগণের পরম আদরের ধন ছিল, তাঁহাদের সন্তান সন্ততির নিকট সেই সকল গ্রন্থ আবর্জ্জনার মধ্যে পরিগণিত হয়। এইরূপ অনাদরেও কত গ্রন্থ রত্ন যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ক্রমে অনুচিত ধর্ম্মাভিমান বশতঃ চিকিৎসকগণ রোগীর মলমূত্র-পূয়-রক্তাদিকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহার ফলে বস্তিক্রিয়া লোপ পায়, শস্ত্রচিকিৎসা ক্ষৌরকার দিগের বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হয় ও প্রসূতি-বিদ্যা নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকের হস্তে সমর্পিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধযুগ হইতেই রাজাজ্ঞায় শবব্যবচ্ছেদ প্রথা রহিত হইয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বশতঃই হউক অথবা পরবর্ত্তী কালে নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ হেতু দেশে মহান্ বিপ্লব ঘটিবার কালেই হউক, ভারতীয় রাজগণ বা জনসাধারণ শব ব্যবচ্ছেদ প্রথা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন নাই। বিজেতা মুসলমান রাজগণেরও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে শবব্যবচ্ছেদ একেবারে বিলুপ্ত হয় এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক শারীর তত্ত্বে নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইয়া পড়েন। এইরূপে শারীর জ্ঞান বর্জ্জিত চিকিৎসকের সংখ্যার আধিক্য বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

পূর্ব্বে হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে দেশে দেশে আরোগ্যশালা (Hospital) প্রতিষ্ঠিত ছিল বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান বিপ্লবের কালে সেই সকল আরোগ্যশালা ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যায়। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরোগ্যশালায় কর্ম্মাভ্যাস ব্যতীত চিকিৎসাবিদ্যায় সম্যক পারদর্শিতা জন্মে না। কোন চিকিৎসকবিশেষের নিকট থাকিয়া কর্ম্মাভ্যাস করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে সেই চিকিৎসকের আয়ত্ত বিদ্যা ব্যতীত, আয়ুর্ব্বেদের সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করা যায় না। এই কারণেও ইদানীং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সংগ্রহকালেই যাবনিক

চিকিৎসায় প্রাধান্য ঘটে। আয়ুর্ব্বেদের অবনতিকালে মুসলমান রাজার আদরাতিশয়ে যাবনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অত্যন্ত প্রসার ঘটে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন অত্যন্ত কমিয়া যায়। এমন কি স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ আয়ুর্ব্বেদের পরিবর্ত্তে রাজকীয় য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকেন। সেই জন্য উত্তর ভারতে এখনও য়ুনানী চিকিৎসা বহুসমাদৃত।

এইরূপে ক্রমে গ্রন্থ লোপ, ভিন্ন ভিন্ন অংশের অপ্রচার, পঞ্চকর্ম্মাদির বিলোপ, সংস্কৃত ভাষা আলোচনার ন্যূনতা প্রভৃতি নানা কারণে আয়ুর্ব্বেদ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান সময়কে আয়ুর্ব্বেদের পুনরভ্যুদয়ের সূচনাকালও বলা যাইতে পারে। বহুকালব্যাপী বিপ্লবের পরে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। নষ্টপ্রায় ভারতীয় বিদ্যার এবং বিপ্লবপীড়িত প্রজার উদ্ধারের জন্যই যেন বিধাতা কৃপা করিয়া উদারহৃদয় ইংরাজ জাতিকে এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের শাসন গুণে এক্ষণে প্রজার ধন-মান-প্রাণ নিরাপদ এবং জ্ঞান অর্জ্জনের পথ বিঘ্নশূন্য। এখন ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যা ও কীর্ত্তির রক্ষার্থে ও উন্নতি কল্পে ব্রিটিশরাজ মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতেছেন। বিষম দুর্দ্দিনের পর ভারতে আবার সুদিন ফিরিয়া আসিয়াছে। বহুদিনের পর ভারতের নানা স্থানে আয়ুর্ব্বেদের একটা নূতন জাগরণ দেখা যাইতেছে।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থপরিচয়।

পূর্ব্বে অনেকগুলি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বিশিষ্ট গ্রন্থকারদিগের এবং গ্রন্থ সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখিত হইতেছে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য প্রথমে বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান প্রাচীন গ্রন্থকারগণের পরিচয় —(ক) প্রতিসংস্কারক (খ) সংগ্রহকারক ও (গ) টীকাকার—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লিখিত হইবে। (সংহিতাকারগণের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।) পরে গ্রন্থ পরিচয়—(ক) সংহিতাগ্রন্থ (খ) সংগ্রহ গ্রন্থ, (গ) রস গ্রন্থ, (ঘ) নিঘণ্ট গ্রন্থ ও (ঙ) বিবিধ সংগ্রহ—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত হইবে। অপ্রধান গ্রন্থকারদিগের পরিচয় গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূল সংহিতার পরে আর কোন নূতন গ্রন্থ রচিত হয় নাই। কেহ প্রাচীন সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছেন, কেহ বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঞ্চয়ন করিয়া বিবিধ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ টীকা করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থ ও গ্রন্থকার শব্দ এস্থলে গৌণ ভাবেই প্রযুক্ত হইল বুঝিতে হইবে। সুতরাং গ্রন্থকার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা প্রভৃতির এবং গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে প্রতিসংস্কৃত ও সংগ্রহ গ্রন্থাদির পরিচয় লিখিত হইতেছে। তবে বৌদ্ধযুগে অনেক নূতন রসগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

গ্রন্থকার পরিচয়।

(ক) প্রতিসংস্কারকগণ।

চরক—ইতি অগ্নিবেশতন্ত্রের প্রতিসংস্কারক। প্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ-সংহিতার বা চরক-সংহিতার যে মূল-অগ্নিবেশসংহিতার সহিত অনেক পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চরক কে—সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

পাণিনির "কঠচরকাল্লুক"—এই স্থত্র দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে চরক পাণিনির পূর্ব্বতন। কিন্তু এই মত বিচারসহ নহে। কারণ, পাণিনির কথিত কঠ ও চরক যজুর্ব্বেদের শাখা বিশেষের প্রবক্তা তুইজন ঋষি। সেই চরক শুধু প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের কেন,—আত্রেয় অগ্নিবেশাদিরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

কেহ কেহ বলেন যে, চরক কাশ্মীর দেশীয় কনিষ্ক রাজার চিকিৎসক ছিলেন। এই মতের মূল ত্রিপিটকাখ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু এই চরকই যে বর্ত্তমান চরক সংহিতার লেখক তাহা বোধ হয় না; কেননা তাহা হইলে কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনী নামক ইতিহাসে কনিষ্ক প্রসংঙ্গে প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক-সংহিতা উল্লিখিত হইত?

আমাদের মতে ভগবান্ পতঞ্জলিই চরক-সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা চরক মুনি। বিজ্ঞানভিক্ষু, ভোজরাজ, নাগেশভট্ট, রামভদ্র দীক্ষিত, ভাবমিশ্র প্রভৃতি লেখকগণের গ্রন্থলিখিত বচন দ্বারাও এইরূপই প্রমাণ পাওয়া যায় *। পতঞ্জলি কেবল অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা নহেন, রসশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার কথিত অনেক উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, শেষাবতার পতঞ্জলি মনুষ্যের মনের দোষ দূর করিবার জন্য পাতঞ্জল দর্শন, বাক্যের দোষ নিবারণার্থ বৈয়াকরণ মহাভাষ্য এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য চরকসংহিতা প্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই পতঞ্জলি যে তুই সহস্র বৎসর বা আরও কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ঐতিহাসিকগণ অর্থগুনীয় যুক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দৃঢ়বল—কালে চরকপ্রতিসংস্কৃত অগ্নিবেশ সংহিতার বা চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পুনঃ প্রতিসংস্কার করেন। দৃঢ়বল কাশ্মীরে কিংবা পাঞ্জাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই সম্বন্ধে উভয় প্রকার মতই প্রচলিত আছে। প্রথমটী ডাক্তার হর্ণলির মত ও দ্বিতীয়টী সাধারণ মত। দৃঢ়বল-সংস্কৃত চরকের অনেক পাঠ বাগ্‌ভট স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, দৃঢ়বল বাগ্‌ভটের পূর্ব্বে এবং পতঞ্জলির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান চরক-সংহিতার কোন্ কোন্ অংশ ঠিক চরকের লেখা সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বাগ্‌ভটের পরবর্ত্তী কোন কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও চরক-সংহিতায় পাঠ যোজনা করিয়াছেন, এরূপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিলাম না।

নাগার্জ্জুন—লভ্যমান সুশ্রুতসংহিতার প্রতিসংকর্ত্তা কে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ডল্লন সুশ্রুতের টীকায় নাগার্জ্জুনকেই সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার লেখার ভাবে † বোধ হয়, নাগার্জ্জুন ভিন্ন অপর প্রতিসংস্কর্ত্তারও পূর্ব্বে প্রসিদ্ধি ছিল।

নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলেও এই নাগার্জ্জুন কে, তাহা স্থির করা তুরূহ। প্রাচীন ইতিহাসে নাগার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। লোহশাস্ত্রপ্রবক্তা রসতন্ত্রাচার্য্য এক

* এই প্রসঙ্গে যে সকল লেখা হইয়াছে, তাহার প্রমাণাদি "প্রত্যক্ষশারীর" গ্রন্থের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। প্রবন্ধ বাহুল্যভয়ে কোন স্থলেই সেসকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয় নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রয়োজন হইলে সেই সকল প্রমাণ দেখিয়া আমাদের মতের বিচার করিবেন।

† "প্রতিসংস্কর্ত্তাপীহ নাগার্জ্জুন এব"—ডল্লন কৃত সুশ্রুত টিকা।

জন নাগার্জ্জুন ছিলেন। ইনি কক্ষপুটতন্ত্র ও রসরত্নাকর * প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং সিদ্ধ নাগার্জ্জুন নামে প্রসিদ্ধ।

নেপাল রাজ্যের প্রান্তভাগে তাঁহার আশ্রম ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা হইলে, পারদের জরা-ব্যাধিনাশকতা গুণ বোধ হয় সুশ্রুতে উল্লিখিত হইত। কিন্তু সেরূপ কোন উল্লেখ নাই বলিয়া সিদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।

নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধ নরপতি সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিয়া কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাধ্যমিক সূত্রাদিকার নাগার্জ্জুন নামক অপর বৌদ্ধাচার্য্যকে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বলিবার হেতুও কোন বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। সুতরাং বৌদ্ধ নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কর্ত্তা ইহা প্রতিপন্ন করা কঠিন। তবে সুশ্রুতের মধ্যে "সুভূতি গৌতমের" উল্লেখ প্রভৃতি দুই একটী এমন কথা আছে যাহাতে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কার যে বৌদ্ধযুগে হইয়াছিল, একথা বলা অসঙ্গত হয় না।

বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনকে সুশ্রুতের প্রতি-সংস্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে ঐ প্রতিসংস্কার দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিতে হইবে; কারণ, নাগার্জ্জুন নামক প্রধান বৌদ্ধচার্য্য দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত। পক্ষান্তরে চরকোক্ত ক্ষয়জকাস প্রভৃতির পাঠ সুশ্রুত-সংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া বুঝা যায় যে সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা চরকের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

(খ) সংগ্রহকার।

বাগ্‌ভট—ইনি প্রথমে অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ বা 'বৃদ্ধ বাগভট' এবং পরে অষ্টাঙ্গহৃদয় বা 'বাগ্‌ভট' রচনা করিয়াছিলেন। ইৎসিং নামক চীনদেশীয় পরিব্রাজক তাঁহার রচিত গ্রন্থে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহকার নবীন আচার্য্য বলিয়া বাগভটকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইৎসিং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারত পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হয় বাগভট ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগভট সিন্ধু (Sind) দেশের অধিবাসী বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, অষ্টাঙ্গসংগ্রহকার বাগভট এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগভট পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু এই মত নিতান্ত ভিত্তিহীন; কারণ উভয়-গ্রন্থের ভাষা একরূপ, কুত্রাপি মতভেদ নাই এবং উভয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থকারের পিতার নাম পর্য্যন্ত এক। সংগ্রহগ্রন্থের মধ্যে বাগভটের ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর নাই।

রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগভট সংগ্রহকার বাগভট হইতে পৃথক ব্যক্তি এবং বহু পরবর্ত্তী। কারণ বিস্তৃত অষ্টাঙ্গসংগ্রহে রসতন্ত্রোক্ত বিষয়ের নামগন্ধও নাই। এতদ্ব্যতীত সোমদেব গোবিন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থকারদিগের বচন রসরত্নসমুচ্চয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে।

মাধব কর—মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ 'রুগ্বিনিশ্চয়' গ্রন্থের রচয়িতা মাধবকর বঙ্গ-দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থে রাশি রাশি বাগভটের বচন উদ্ধৃত

* রসরত্নাকর নামে দুইখানি রসগ্রন্থ আছে--একখানি নাগার্জ্জুন কৃত ও অপরখানি নিত্যনাথ কৃত। রসগ্রন্থ প্রসঙ্গ দেখ।

করায় বুঝা যায় যে, মাধবকর বাগভটের পরবর্ত্তী। আবার বৃন্দ ও চক্রপাণি স্ব স্ব গ্রন্থে মাধবের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ও তাঁহার লিখিত ক্রম অনুসারে চিকিৎসা লিখিয়াছেন; সুতরাং মাধব, বৃন্দ ও চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী। অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের প্রসিদ্ধ সম্রাট 'হরুণ উল-রসীদের' রাজত্বকালে মাধবনিদান পারস্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—ইহা ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, মাধবকর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিদান ব্যতীত মাধবকর "রত্নমালা" নামক দ্রব্যগুণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ডল্লনের কথিত সুশ্রুতে টিপ্পনীকার 'শ্রীমাধব' মাধবকর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কারণ শ্রীমাধব কুত্রাপি মাধবকর নামে অভিহিত হয়েন নাই।

বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য নিদানকার মাধবকর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। কারণ তিনিও কুত্রাপি মাধবকর বলিয়া উল্লিখিত হয়েন নাই। অপিচ, মাধবাচার্য্য মাধবকরের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে দক্ষিণাপথে বিজয়নগর রাজ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

সোঢ়ল—ইনি গদনিগ্রহ ও সোঢ়ল-নিঘণ্ট নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহ সম্পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য কর্তৃক বম্বে হইতে "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার" মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সোঢ়ল-নিঘণ্টু নামক গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সোঢ়ল গুর্জ্জর দেশবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ভেল, হারীত, কৃষ্ণাত্রেয়, অগ্নিবেশ, বৈদেহ প্রভৃতির অনেক পাঠ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবনিদানের সহিত ইহাঁর গ্রন্থের অনেক পাঠের সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ ইনি মাধবকরের কিছু পূর্ব্বে বা পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাগ্‌ভট হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া ইনি যে বাগ্‌ভটের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৃন্দ—সিদ্ধযোগ নামক সংগ্রহকার বৃন্দ, মাধবের পরে এবং চক্রপাণির পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৃন্দকৃত সংগ্রহ অবলম্বন করিয়াই চক্রপাণি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

চক্রপাণি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চক্রপাণি ডল্লনের সমকালীন বা সমীপ কালীন। ইহাঁর পিতা গৌড়াধিপ নয়পালদেবের চিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণি চরক ও সুশ্রুতের টীকা, "চক্রদত্ত" নামে প্রসিদ্ধ চিকিৎসাসংগ্রহ এবং দ্রব্যগুণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, নয়পালদেব খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব চক্রপাণির সময় একাদশ শতাব্দী বলিয়া স্থির করা যায়।

শার্ঙ্গধর—ইনি শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, শার্ঙ্গধর সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, কবি ও আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহকার। শার্ঙ্গধরপদ্ধতির প্রস্তাবনায় জানা যায় যে, ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গসেন—ইহাঁর রচিত চিকিৎসাসার-সংগ্রহ নামক গ্রন্থ "বঙ্গসেন" নামেই পরিচিত। বঙ্গসেন বলিয়াছেন, লুপ্তপ্রায় অগস্ত্যসংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়া তিনি "বঙ্গসেন নামক এই গ্রন্থ প্রচার করিলেন। বঙ্গসেন শার্ঙ্গধরের পরে এবং ভাবমিশ্রের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া-

ছিলেন। ইঁহার বঙ্গদেশীয় গ্রন্থকার বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নাম দেখিয়াও সেইরূপ অনুমান হয়।

ভাবমিশ্র—ভাবমিশ্র স্বকৃত সংগ্রহে শার্ঙ্গধর ও বঙ্গসেনের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ফিরঙ্গ রোগের এবং অনেক যাবনিক দ্রব্যের উল্লেখ আছে। ফিরঙ্গ রোগ প্রথমে পোর্টুগিজদিগের দ্বারা ভারতীয় পণ্যাঙ্গনাগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল। পোর্টুগিজগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করে। এই হেতু অনুমান হয় যে, ভাবমিশ্র ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

(গ) টীকাকারগণ।

ডল্লন—সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য আপনাকে সহনপালদেব নামক রাজার বল্লভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "পাল দেব" নামযুক্ত নরপতিগণ খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে মগধ, গৌড় ও অন্যান্য দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডল্লন ও চক্রপাণি উভয়ের মধ্যে কেহই কাহারও নাম করেন নাই—এজন্য উভয়েই প্রায় সমান সময়ের বলিয়া মনে হয়। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, ডল্লন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চক্রপাণি—চিকিৎসাসংগ্রহকার চক্রপাণি সুশ্রুতের "ভানুমতী" এবং চরকের "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা" টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় সংগ্রহকার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

অরুণদত্ত—বাগ্‌ভট প্রণীত অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার অরুণদত্ত সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত ছিলেন।

বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত—মাধবনিদানের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিজয়রক্ষিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "আতঙ্কদর্পণ" নামক নিদানটীকাকারও এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিজয়রক্ষিত গুণাকর প্রণীত "যোগরত্নমালা" হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় যে, তিনি গুণাকরের পরবর্ত্তী। গুণাকর ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠদত্ত বিজয়রক্ষিতের শিষ্য। তিনি গুরুর আদেশে প্রমেহনিদান হইতে মাধবনিদানের অবশিষ্টাংশের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

শিবদাস—চরকসংহিতা ও চক্রদত্তের টীকাকার শিবদাস গৌড়রাজের চিকিৎসকের পুত্র। ইনি সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

চরকের অন্যান্য টীকাকার—ঈশান দেব, হরিচন্দ্র, বাপ্যচন্দ্র, বকুল, ভামদত্ত, ঈশ্বর সেন, নরদত্ত, জিনদাস, জৈয়ট বা জেজ্জড় ও গুণাকর প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের টীকা এখন দুর্লভ।

মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজমুকুটমণি গঙ্গাধর ও চরকের "জল্পকল্পতরু" টীকা এবং কয়েক খানি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুশ্রুতের অন্যান্য টীকাকার—জৈয়ট বা জেজ্জড়, কার্ত্তিক, গোস্বামী, গদাধর ও গয়ী বা গয়দাস প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত ভাস্কর সুশ্রুতের পঞ্জিকা এবং মাধব, ব্রহ্মদেব ও

সোম টিপ্পনী রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়।

বাগ্‌ভটের অন্যান্য টীকাকার— অরুণ দত্ত ব্যতীত চন্দ্রনন্দন ও হেমাদ্রি অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকাকার বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দু প্রণীত অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। হেমাদ্রিকৃত টীকার কিয়দংশ প্রবন্ধ লেখকের নিকট বর্ত্তমান।

(ক্রমশঃ।)

দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা।

—:*:—

ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়া কুটীর রচনা করিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেই বাঁশ ঘুণের কবলে ঝাঁঝ্‌রা হইয়া পড়ে। আর যদি সেই বাঁশ জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে তাতাইয়া দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু করা যায়, তবে সেটি বহু দিন স্থায়ী হয়। ঘুণ তাহার মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। যে চাষার ছেলে মাঠের মাঝে আকাশের বারিধারা ও সূর্য্যদেবের প্রচণ্ড কিরণ মালা বরণ করিয়া আপনাকে গড়িয়া তোলে, ঘুণের মত রোগ-বীজাণুও তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না, জরাও কোন নির্দ্দিষ্ট বয়সে তাহার দেহ-যষ্টিকে আক্রমণ করে না, এজন্য যুবা বয়সে অকাল বৃদ্ধ অথবা পরিণত বয়সে শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মিশিবার মত লোক অনেক দেখা যায়। রোগ ও জরার প্রবল প্রতাপ খর্ব্ব করিতে হইলে আমাদিগকে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইতে হইবে। দুইটি বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট প্রাকৃতিক ব্যাপারে আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। একটি তাপ, অপরটি শৈত্য। এই দু'টি ক্রমে ক্রমে সহাইতে পারিলে মানুষ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হইতে পারে। পূর্ব্বে এই বাঙ্গালা দেশে নবজাত শিশুকে তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে দেওয়ার প্রথা ছিল। উহার উদ্দেশ্য মানব শিশুটীকে ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু করা। আমরা উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক ভাল প্রথা ত্যাগ করিতেছি, আবার অনেক মন্দ প্রথা ক্রমে ক্রমে আমদানী করিতেছি। বিচার বুদ্ধিতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া তবে সামাজিক প্রথা বদলাইতে কিম্বা নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত।

একদা কোন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ কলিকাতার কোন ধনী ভূস্বামীর বাড়ীতে তাঁহার পুত্র ও জামাতার জ্বররোগের চিকিৎসায় ব্রতী হন। দুই জনের জ্বরই একদিনে বিচ্ছেদ হয়। জ্বর বিচ্ছেদের পরদিন জমিদারের পুত্রটীকে সুজির রুটি ও কচি পাঁঠার ঝোল এবং জামাতাটিকে খৈ ও বেগুণ পোড়ার ব্যবস্থা করেন। তা'র পরদিন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া শোনেন,—জামাতা বাবাজী তাঁহার এরূপ ব্যবস্থা-বৈষম্যে বিষম রাগান্বিত

হইয়াছেন। তিনি আর হাত দেখাইবেন না? ইহা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় জামাতার কাছে গিয়া স্নেহগর্ভস্বরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, বাবাজী, রাগ করিও না শোন; তুমি, আমি, (কর্ম্মচারীদের লক্ষ্য করিয়া) এঁরা সব ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, শুক্তো, ডালনা, একটু দুধ খাইয়াই পুরুষানুক্রমে মানুষ। আমাদের পক্ষে জ্বরান্তে লঘু ভোজন, খৈ আর বেগুণ পোড়াই ঠিক। আর উনি পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের রক্ত বহন করিয়া আসিতেছেন; পোলোয়া, কালিয়া, কোরমা, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতি খাইয়া মানুষ। উঁহার পক্ষে সুজির রুটী ও কচি পাঁঠার ঝোলই লঘু পথ্য। ধাতু-বৈষম্য ত, আর বিনা কারণে হয় না। শুনিয়া বাবাজীবন অধোবদনে রহিলেন, আর সকলে হাসিয়া উঠিলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রভাবে উল্লিখিত কবিরাজ মহাশয় অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিতেন। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি সকলের নাই, এজন্য চিকিৎসকে চিকিৎসকে এত প্রভেদ। এই সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একান্ত রক্ষণশীল এবং বিলাত প্রত্যাগতেরা একান্ত অনুকরণশীল হইয়া পড়িয়াছেন। অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় আচার ও অনাচার উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া প্রথা ও 'ফেশান' রূপে সমাজের মধ্যে চলিতেছে।

আমাদের মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ৭০ বৎসর বয়সে অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া শূন্য পদে নামাবলী মাত্র গাত্রে গঙ্গাস্নান করিতে যান এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই বাড়ীতে প্রত্যাগত হইয়া বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। আর তাঁহার যুবক পুত্র বাতায়ন পথে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিলে শয্যাত্যাগ করেন, তৎপর চা খাইয়া গরম কাপড়ের কোট, পোষাকে আপাদ মস্তক মণ্ডিত করিয়া প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হন।

বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায়ের সর্দ্দি কিম্বা অন্য অসুখ দেখাই যায় না, কিন্তু তাঁহার পুত্র মুখার্জ্জি সাহেবের সর্দ্দি ত লাগিয়াই আছে, তা' ছাড়া মধ্যে মধ্যে কঠিন রোগে ভুগিয়া থাকেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ ছাড়িয়া আমরা শুধু এই বাঙ্গালা দেশের জল বায়ুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ভান জিনিটা প্রকৃতির চোখে বড় ভয়ানক। ভানে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। আমি নির্ধন, ধনীর ভানে চলিলে পথের কাঙ্গাল হইতে আমার বিলম্ব হইবে না। শীত নাই যেখানে, সেখানে শীত প্রধান দেশের সাজে চলিলে প্রকৃতির বিচারে স্বাস্থ্যের কাঙ্গাল হইতে বিলম্ব হয় না। এই বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলে ৩।৪ মাস একটু শীত বাড়ে, বাঁকী ৮।৯ মাস গ্রীষ্ম। এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীত প্রধান দেশের অনুকরণে সাজ পোষাক কি আহারাদি কিম্বা ভেজষাদি গ্রহণ করিলে ফল বিষময় হইবেই। চিন্তাশক্তির অভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিকাংশই গড্ডলিকা স্রোতে চলিয়া থাকেন। মাথার চুল কাটার ব্যাপারটি লক্ষ্য করিলে দেশের বিচার শক্তির বহর বুঝিতে পারা যায়। মাথায় মর্ম্মস্থানের চুল কাটিয়া ছাঁটিয়া শূন্য প্রায় করা হয়, অথচ যাহারা টুপি ব্যবহার করেন না, তাঁহাদের এই স্থানটি কেশদামে উত্তমরূপ ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য। হ্যাট ধারীদের সুবিধার অনুকরণে চুল কাটানই টুপীহীন জাতির ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিভাশূন্য অনুকরণশীল জাতির পক্ষে বিশ্বমাঝে জাতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

(ক্রমশঃ)

শিশু পালন।

—:*:—

[শিশুর খাদ্য]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।]

শিশুকে কি নিয়মে খাওয়াইতে হইবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে শিশুর জন্মকালীন অবস্থা এবং প্রথম কয়েকমাসে তাহার দেহের গঠন ও বৃদ্ধির বিষয় আলোচনা করা যা'ক।

পরিপূর্ণ সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে একটি সুস্থ শিশুর ওজন প্রায় ৩½ সের থাকে। ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। প্রথম ৩।৪ দিনের মধ্যে শিশুর ওজন প্রায় একপোয়া কমিয়া যায়। তারপর উপযুক্ত খাদ্য পাইতে থাকিলে হাড়, মাংস, স্নায়ু এবং দেহের অন্যান্য যন্ত্রাদির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ওজনও বৃদ্ধি হয়। এইরূপে বাড়িতে থাকিলে একবৎসরের পর শিশুর ওজন ৯ সের হইতে ১১ সের পর্য্যন্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে শিশুর ওজন দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ বৃদ্ধি হয়। জীবনের আর কোনো সময়ে মানব দেহ এত শীঘ্র বাড়েনা। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সময় শিশুর উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের কত প্রয়োজন। দেহ বৃদ্ধি এবং গঠনের জন্য খাদ্য কি অসীম কাজ করে, আমরা ইহা হইতে তাহার ধারণা করিতে পারি। খাদ্য দ্রব্য শিশুকে জড় পিণ্ড হইতে একটী জীবন্ত শিশুতে পরিণত করে। সুতরাং শিশুর জন্য এমন খাদ্য নির্ব্বাচন করিবে—যাহা দেহের পুষ্টিসাধন করে এবং সহজে হজম হয়। এই সময়ে হাড়, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, ফুসফুস এবং অন্যান্য যন্ত্র এত শীঘ্র বাড়িতে থাকে যে, প্রত্যেকের সবল গঠন এবং বৃদ্ধির জন্য বহু পরিমাণে পুষ্টিকর 'খাদ্যের' প্রয়োজন। এই সময়ে কেবল ঘুম এবং আহার গ্রহণ করা ব্যতীত শিশুর দৈহিক কিংবা মানসিক কোন কার্য্যই হয় না। মাতৃদুগ্ধই শিশুর স্নায়ু, মাংস হাড়, চর্ব্বি প্রভৃতি গঠন এবং বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপাদান। মাতৃদুগ্ধই তাহার দৈহিক সমস্ত যন্ত্র গঠন এবং বর্দ্ধনের একমাত্র সহায়। সুস্থ, সবল দেহ গঠন করিতে শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধই একমাত্র খাদ্য। মাতৃদুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনের সমস্ত উপাদানই আছে। স্বাস্থ্যবতী মাতার দুগ্ধই শিশুর প্রাণ। ইহাতেই শিশুর যেমন দৈহিক সমস্ত যন্ত্র গঠিত হয়, মস্তিষ্ক পুষ্টি লাভ করে, তেমনি মানসিক উৎকর্ষও সাধিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণা, তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী রমণী আপনার ধর্ম্ম, তেজ, মেধার অঙ্কুর বক্ষের দুগ্ধ ধারা দ্বারাই সন্তানের মনের মধ্যে উপ্ত করিয়া দেন। মাতা মহীয়সী গরীয়সী হইলে সন্তানও মহৎ এবং গরীয়ান হইবেই। কারণ সে যে মাতৃদুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে মহত্ত্বের বীজ লাভ করিয়াছে। তাহার ফল ত বৃথায় যাইবার নয়। মাতার অন্তরে তেজ, স্বদেশ প্রেম, সাধুতা থাকিলে সন্তানও বীর, স্বদেশ

প্রেমিক ও সাধু হইবেই। মাতা সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানও মেধাবী হইবে। ইহাই ভগবানের রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেলে তাহা অন্য কোনো কারণে হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিফলতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহাই যে সাধারণ নিয়ম এরূপ সিদ্ধান্ত করা নির্ব্বোধের কাজ। আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষগণ এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই কুটতর্ক জালে নারীর শিক্ষার পথে কাঁটা দিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। মাতৃদুগ্ধই শিশুর ভবিষ্যৎ সমস্ত উন্নতির একমাত্র ভিত্তি। মাতা সাধু, মহৎ, উন্নতভাবে পূর্ণ হইয়া শিশুকে দুগ্ধপান করাইবেন। আপনার অন্তরের সমস্ত মহৎ চিন্তা একত্র করিয়া একাগ্রমনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া একনিষ্ঠ হইয়া শিশুর মুখে আপনার বক্ষের অমৃত ধারা ঢালিয়া দিবেন। চিত্ত যেন তখন চঞ্চল না থাকে, মন যেন পার্থিব নানা বিষয়ে ঘুরিয়া না বেড়ায়। চিত্ত যেন কোন প্রকার বিক্ষোভের আন্দোলনে আন্দোলিত না হয়। চিত্ত যেন শান্ত প্রফুল্ল এবং সংযত থাকে। চিত্ত যখন দুঃখে, ক্রোধে, ক্ষোভে অশান্ত থাকিবে, তখন শিশুকে কখনও দুগ্ধ পান করাইবেন না। তাহা হইলে ঐ সব দোষ শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হইবে। মাতা শিশুকে যতবার দুগ্ধপান করাইবেন, ততবারই শান্ত সমাহিতচিত্তে তাহা করিবেন। কিন্তু এইরূপ সংযমের সহিত শিশুকে দুগ্ধদান করিতে গেলে নারীর সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা চাই, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া দরকার। নতুবা এইরূপে উন্নতভাবে পূর্ণ হইয়া শিশুকে দুগ্ধদানের মর্ম্মই তাঁহাদের বোধগম্য হইবে না। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, মাতা শিশুকে বক্ষে লইয়া দুগ্ধ দান করিতেছেন, এমন সময় হয় ত আর একটি শিশু আসিয়া কোন কারণে তাঁহাকে বিরক্ত করিল, আর তিনি ক্রোধ ভরে তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন। এই যে মনের বিকৃতি ঘটিল, তাহা বক্ষের দুগ্ধ ধারার সহিত সন্তানের প্রাণে গিয়া মুদ্রিত হইয়া গেল। এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাণে যখন শোক কিংবা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন সন্তানকে কখনো স্তন্যদান করা কর্ত্তব্য নহে।

যে সকল মেরুদণ্ড বিহীন, ভণ্ডাচারী, অমানুষে দেশ ভরিয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে হইলে দেশের নারীজাতি যাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন, তাহার সমস্ত পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। নারীকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা দিতে হইবে, আত্মার স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, সর্ব্ববিষয়ে নারী যতদূর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, যতদূর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন সে দিকে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। তবেই সাধু, বীর, ধর্ম্মপ্রাণ সন্তানের আগমন হইবে। জনক যাজ্ঞবল্ক, গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, রাজা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আগমন বর্ত্তমান অবনতির যুগে এদেশে বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। নারীকে এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে তাঁহারা এই সব যাহা পুরুষ এবং মনস্বিনী নারীর উপযুক্ত জননী হইয়া তাহাদিগকে অমনি করিয়া গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন। নারী তাঁহার বক্ষের অমৃতধারা পান করাইবার সঙ্গে সঙ্গে

মহত্ত্বের বীজ সন্তানের প্রাণে অঙ্কুরিত করিয়া দিবেন। কবি তাই বলিয়াছেন :—

স্তনদুগ্ধ যবে পিয়াও জননী,
বীর গর্ব্বে তার নাচুক ধমনী।

যে শিশু শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় না, তাহার মত দুর্ভাগা এবং যে রমণীর বক্ষে উহার অভাব হয় তাহার মত দুর্ভাগিনী আর নাই। মাতৃদুগ্ধের অভাবে কত শিশু বিকলাঙ্গ চির রুগ্ন, দুর্ব্বল, বুদ্ধিহীন হইয়া সমাজের হেয় হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবতী মাতার দুগ্ধই শিশুর প্রাণ, সুতরাং তাহা হইতে শিশুকে বঞ্চিত করা কখনো কর্ত্তব্য নহে। তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ ঘটিলে শিশুকে মাতার দুগ্ধ ব্যতীত কৃত্রিম দুগ্ধ (গরু, ছাগল, গাধার দুগ্ধ) দিতে হইবে।

(১) মাতৃদুগ্ধের অল্পতা হইলে অর্থাৎ শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে তাহা যথেষ্ট না হইলে শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধ প্রদান করিতে হইবে। এ সব স্থলে শিশু পরিপূর্ণ আগ্রহের সহিত স্তন মুখে লয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। শিশুকে এরূপ করিতে দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধে তাহার ক্ষুধা যাইতেছে না, আরো খাদ্যের প্রয়োজন। কিছুদিন এইরূপে যাইতে দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, শিশু ক্রমশঃ মিট্‌মিটে, বিবর্ণ এবং রোগা হইয়া যাইতেছে। পুষ্টি এবং খাদ্যের অভাবে এইরূপ হয়। এরূপ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত, পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুবা শিশুর গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এমন স্থলে মাতার দুগ্ধ ব্যতীত মাতৃদুগ্ধের সমগুণ বিশিষ্ট খাদ্য দিতে হইবে। মাতার দুধ অল্প বলিয়া শিশুকে তাহা দেওয়া বন্ধ করিবে না। যতটুকু মাতৃদুগ্ধ শিশু পান করে তাহাই তাহার পক্ষে অমৃতসম হয়।

(২) মাতার দুগ্ধের বিকৃতি ঘটিলে কিংবা দুগ্ধে অম্ল দোষ অথবা অন্য কোন কারণে দুগ্ধের গুণ নষ্ট হইলে, তাহা শিশুকে পান করিতে দেওয়া উচিত নহে। এরূপ দুধ পান করিলে শিশুর পুষ্টি না হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট হয়। এরূপ দুগ্ধ পানের ফলে শিশুর মাংসপেশী শিথিল এবং নরম হইয়া যায় এবং পেটের অসুখ, কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে শিশু অসুস্থ হয়। মাতার দুগ্ধ ঠিক অবস্থায় আছে কি না—এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করান উচিত।

(৩) মাতা ক্ষয়, যক্ষ্মা, ফুসফুসের অসুখে আক্রান্ত হইলে কিংবা এই ভীষণ অসুখ পিতামাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া থাকিলে, তাঁহার দুগ্ধ শিশুকে কখনো দিবে না। এইরূপ অবস্থায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা গিয়াছে যে, মাতৃ দুগ্ধের দ্বারা শিশুর দেহে এই রোগের বীজ রোপিত হইয়াছে।

(৪) মাতা অন্য কোন অসুখে কিংবা রুগ্ন, দুর্ব্বল দেহ বশতঃ কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিতে থাকিলে, তাঁহার দুধ শিশুকে দিবে না। কারণ এইরূপ অবস্থায় মাতার দুগ্ধের গুণ নষ্ট হয়, সুতরাং শিশুর পক্ষে তাহা একেবারে অনুপযোগী।

(৫) যেখানে মাতার সামাজিক অবস্থা এরূপ যে, অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে গৃহের বাহিরে থাকিতে হয়, অর্থাৎ কায়িক শ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, সুতরাং শিশুকে নিয়মিত দুগ্ধদান করিতে

পারেন না, সে সব স্থলেও মাতার দুগ্ধের গুণ ঠিক থাকে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা কর্ত্তব্য নহে।

(৬) মাতার মৃত্যু হইলে কিংবা মাতৃস্তনে কোন পীড়া হইলে শিশুর কৃত্রিম খাদ্য ব্যতীত আর উপায় থাকে না।

উপরোক্ত কারণগুলি বশতঃ শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিতে না পাইলে অনেক স্থলে স্তনদুগ্ধ দিবার জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই প্রথা ঘোরতর আপত্তি জনক। ইহাতে শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ যে শ্রেণী হইতে এই সকল ধাত্রী নিযুক্ত হয়, তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের কোন সুযোগ হয় না। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহারা বড় হীন। তাহাদের প্রবৃত্তি, মানসিক ভাব এবং নৈতিক আদর্শ ও অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকৃতির। আবার বংশপরম্পরা গত তাহাদের হৃদয়ে এমন কোন নীচ ভাব. নৈতিক হীনতা, বা বুদ্ধি হীনতা বদ্ধমূল থাকিতে পারে--যাহা উচ্চবংশের ধর্ম্মপরায়ণ পিতামাতার সন্তানের মধ্যে সংক্রামিত হইলে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। সুতরাং যে শিশু এইরূপ ধাত্রীর দুগ্ধে বর্দ্ধিত হয়, তাহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক হীনতা প্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা অধিক। অবশ্য কৃত্রিম দুগ্ধ পান করান অপেক্ষা উচ্চবংশ সম্ভূতা, সুশিক্ষিতা, ধর্ম্ম-পরায়ণা স্বাস্থ্যসম্পন্না ধাত্রীর স্তন্যপান করানই শ্রেয়ঃ। কিন্তু এরূপ ধাত্রী পাওয়া কঠিন, একরূপ অসম্ভব বলিলেই হয়। শিশুর আত্মীয়ার মধ্যে কেহ ধাত্রীর উপযুক্ত থাকিলে তাঁহার দুগ্ধ পান করানই সর্ব্বাংশে উত্তম। তাহা না হইলে হীন বংশের, হীন আদর্শে বর্দ্ধিতা ধাত্রীর দুগ্ধ অপেক্ষা গরু, ছাগল, গাধার দুগ্ধে শিশুকে পালন করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে বিলাতি যে সকল কৃত্রিম দুগ্ধ আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর শিশুকে বর্দ্ধিত করা ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ। কেবল এই সকল দুগ্ধের উপর শিশুকে পালন করিলে শিশুর মাংসপেশী নরম-থলথলে হয়, হাড় দৃঢ় হয় না, কোন কোন স্থলে হাড় এমন নরম হয়, যে,পা বাঁকিয়া যায়। মস্তিষ্কের যথেষ্ট পুষ্টি হয় না। সুতরাং শিশু বুদ্ধিহীন হয়। মাতার যতটুকু দুগ্ধ থাকে—ততটুকু পান করান কর্ত্তব্য, তাহাই শিশুর পক্ষে জীবন। মাতার দুগ্ধ শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে কম হইলে গরু, ছাগল এবং গাধার দুগ্ধে তাহা পূরণ করিতে হইবে। প্রত্যুষে কিংবা রাত্রিতে এই সকল দুগ্ধ পাওয়া না গেলে, দুই একবারের জন্য শিশুকে বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে।

মাতার দুগ্ধে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জল আছে। এতদ্ব্যতীত আরো কয়েকটি জিনিষ আছে। যথা—প্রোটিড, স্নেহজাতীয় পদার্থ, শর্করা এবং লবণ। এই দ্রব্যগুলি নিম্নলিখিত হারে মাতার দুগ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

জল	শতকরা	৮৭'২৪	হইতে	৯০'৫৮
কার্ব্বোহাইডেটস (ল্যাক্টোজ)	,,	৩'১৫	,,	৬'০৯
ফ্যাট বা শর্করা (মাখন)	,,	২'৬৭	,,	৪'০৩
প্রোটিড (ছানা)	,,	২'৯১	,,	৩'৯২
লবণ	,,	০'১৪	,,	০'২৮

মাতৃদুগ্ধে প্রোটিড নামক যে পদার্থ আছে, তাহা দ্বারা দেহের অঙ্গগুলি গঠিত হয়। দুধ নষ্ট হইয়া গেলে তাহাতে যে ছানার মত পদার্থ ভাসিতে দেখা যায়—তাহাই প্রোটিড। মানবের আহার্য্যের মধ্যে প্রোটিড না থাকিলে জীবন রক্ষা হয় না। যে সকল উপাদান দ্বারা দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, প্রোটিড—রক্তে সেই সকল উপাদান দান করে। শিশুর খাদ্যে প্রোটিডের অভাব হইলে শীঘ্রই তাহার কুফল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রোটিডশূন্য খাদ্য খাইলে শিশুর দৈহিক গঠন এবং বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়, দেহ দুর্ব্বল এবং বিবর্ণ হয়, মাংস থলথলে হয় এবং পীড়া রোধ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং দেহের অন্যান্য অংশ গঠন করিবার উপাদান, দুগ্ধের মাখন (ফ্যাট) রক্তের মধ্যে প্রদান করে। দেহের মধ্যে কতক ফ্যাটের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহা দেহের তাপ উৎপাদন করে। ফ্যাট দেহকে গরম রাখে।

আমরা যে শর্করার সহিত সাধারণতঃ পরিচিত, মাতৃ দুগ্ধের শর্করার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিলেও উহা একই জিনিস নহে। দেহের তাপ রক্ষা করা এবং মাখন (ফ্যাট) তৈয়ারী করা এই শর্করার কাজ। ইহার রাসায়নিক নাম কার্বোহাইড্রেটস।

দুগ্ধে যে লবণ আছে, তাহা দেহের হাড় গঠন করে। দেহের অন্যান্য যন্ত্র গঠন করিতে এবং রক্ষা করিতে যে নানাপ্রকার লবণাক্ত পদার্থের প্রয়োজন হয়, তাহা এই লবণ—রক্তের মধ্যে দান করে। দুগ্ধের সমস্ত জল, প্রোটিড ফ্যাট (মাখন) এবং শর্করা ফুটাইয়া নিঃশেষ করিলে পর একপ্রকার ছাইয়ের ন্যায় দ্রব্য পতিত থাকিতে দেখা যায়, তাহাই দুগ্ধের লবণ। দুগ্ধ পান করিয়া হজম হইয়া যাইবার পর দুগ্ধের প্রোটিড, ফ্যাট (মাখন) শর্করা এবং লবণ—দুগ্ধের জল দ্বারাই রক্তের মধ্যে নীত হয়। তারপর দেহ গঠনের কার্য্য চলিতে থাকে।

শিশুকে কোন কৃত্রিম দুগ্ধে পালন করিতে হইলে মাতার দুগ্ধে যে পরিমাণে উপরোক্ত পদার্থগুলি আছে, শিশুর খাদ্যেও সেই পরিমাণে উহা থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে একটি পদার্থের অভাবে কিংবা অল্পতায় শিশু রীতিমত খাদ্য গ্রহণ করিলেও তাহার দেহ পুষ্ট হয় না, অধিকন্তু ক্রমশঃই শীর্ণ হইয়া যায়। মাতার দুগ্ধের পর গাভীর দুগ্ধই শিশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য। ছাগল এবং গাধার দুগ্ধের গুণও মাতৃ দুগ্ধের প্রায় সম গুণ বিশিষ্ট। গাধার দুগ্ধ শিশুকে ৩।৪ মাস বয়স পর্য্যন্ত খাওয়ান যাইতে পারে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার যেরূপ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়, গাধার দুগ্ধে যেরূপ পুষ্টিকর পদার্থ নাই, কারণ মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা গাধার দুগ্ধে মাখনের অংশ অনেক কম। মাতৃ দুগ্ধে শতকরা তিনভাগ মাখন আছে, কিন্তু গাধার দুগ্ধে শতকরা একভাগের কিছু বেশী মাখন আছে। সুতরাং গাধার দুগ্ধ শিশুকে বেশী দিন খাওয়ান চলে না। সাধারণতঃ গাধা দিগকে এত অপরিষ্কার স্থানে ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হয় এবং জঘন্য খাদ্য খাইতে দেওয়া হয় যে, ইহাদের দুধ শিশুকে খাওয়াইলে পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু গাধার দুগ্ধ মহার্ঘ এবং সচরাচর বেশী পাওয়া যায় না। ছাগলের দুগ্ধে আবার মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা মাখনের অংশ বেশী। এই কারণে প্রথম কয়েকমাস শিশুকে এই দুধ

দেওয়া যাইতে পারে না। শিশুর হজম শক্তির পক্ষে ছাগলের দুগ্ধ ভারী। ৮।৯ মাস হইলে শিশুকে ছাগলের দুগ্ধ দেওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সহরে খাঁটি গাভীর দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য। সহরের বাটীতে স্থানাভাব বশতঃ গাভী রাখাও অতিশয় কঠিন। এই কারণে ছাগল পুষিলে শিশুকে তবু খাঁটি দুগ্ধ দেওয়া যায়। বাটীতে ছাগল পুষিয়া তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিয়া উত্তম খাদ্য আহার করাইলে তাহার যে দুগ্ধ হয়, তাহা শিশুর পক্ষে উপকারী ও পুষ্টিকর। সকল প্রাণীর দুগ্ধে একই পদার্থ সমূহ বিদ্যমান আছে। তবে তাহাদের পরিমাণে কম-বেশী আছে। মাতৃ দুগ্ধ, গাভী, ছাগল এবং গাধার দুগ্ধে কোন্ পদার্থ কি পরিমাণে আছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে।

(১০০ শত ভাগে)	জল।	ছানা।	মাখন।	শর্করা	লবণ।
মাতৃদুগ্ধ—	৮৮.৯০	৩.৪২	৩.৩৩	৪.৫৫	০.২১
গাধা—	৮৯.০১	৩.৫৭	১.৮৫	৪.৫০	০.৫৫
গাভী—	৮৭.০৫	৪.২১	৩.৮২	৩.৬৭	০.৭১
ছাগল—	৮৬.৮৫	৩.৭৯	৪.৩৪	৩.৭৮	০.৬৫
মহিষ—	৮৪.১০	৪.০০	৭.১০	৪.০০	০.৮০

মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণ ছানা আছে, গাভীর দুগ্ধে তাহার পরিমাণ অধিক এবং শর্করার পরিমাণ কম। এই কারণে গাভীর দুগ্ধে জল এবং শর্করা মিশাইয়া শিশুকে পান করাইলে তাহা অনেকটা মাতৃদুগ্ধের সমান হয়। ২।১ মাসের শিশুর দুগ্ধে যতটা জল মিশান দরকার, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। শিশুর দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে কোন প্রকার (Starchy) কঠিন শস্য বা শ্বেতসার খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। দাঁত উঠিলে শিশুকে শস্যজাত শ্বেতসার খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে শিশুকে আরারুট, রুটি, সাগু, ময়দা, আলু প্রভৃতি শ্বেতসার দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ। তখন এইরূপ খাদ্য খাইলে শিশুর অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। শিশু এরূপ খাদ্য তখন হজম করিতে পারে না। সময় সময় চারি মাসেও দাঁত উঠে, কিন্তু সাধারণতঃ ছয় মাস হইলেই শিশুর দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয়। সুতরাং ছয় মাসের পূর্ব্বে কোন প্রকার শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য কখনো দিবেনা। ছয় মাসের পর উহা অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়। কিন্তু দুই বৎসরের পূর্ব্বে খাদ্য ভাল করিয়া হজম করিবার শক্তি জন্মে না। শিশুদের জন্য যে সকল বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ বাজারে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরূপ কোন কোন দুগ্ধের ভিতর ময়দা প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয়

জিনিস আছে। আহারের সময় জিহ্বা হইতে যে লালারস নির্গত হয়, তাহাই শস্য জাতীয় খাদ্য হজম করে। সাধারণতঃ চারি মাসের পূর্ব্বে শিশুর জিহ্বা হইতে লালা নির্গত হয় না। এই কারণে চারিমাসের পূর্ব্বে শিশুকে starchy খাদ্য দিলে শিশু তাহা হজম করিতে পারে না।

বেশী পরিমাণে খাইলেই যে শিশুর দেহ ভ করে এরূপ বিবেচনা করা নির্ব্বুদ্ধিতা। যতটুকু খাদ্য শিশু সহজে হজম করিতে পারে, তাহাই তাহার দেহের পুষ্টিসাধন করে। খুব খাইলেই যে শিশুর দেহ সবল ও স্বাস্থ্যবান হইবে এমন কোন কথা নাই। পুষ্টিকর, সহজে হজম হয়—এরূপ খাদ্য শিশুকে দিতে হইবে। শিশু খুব খাইতেছে—অথচ শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বলই রহিয়াছে—এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু যাহা আহার করিতেছে তাহা জীর্ণ করিতে পারিতেছে না। যে শিশু মাতৃদুগ্ধ পায় না তাহাকে কৃত্রিম খাদ্য দিতে হয়। এইরূপ শিশুর সর্ব্বাঙ্গের পুষ্টি সাধনের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রকারের খাদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

(১) যে খাদ্যে মাতৃদুগ্ধের সম পরিমাণ উপাদান সমূহ আছে।

(২) এই উপাদানগুলি মাতৃদুগ্ধে যে পরিমাণে আছে ঠিক সেই পরিমাণ থাকিবে।

(৩) যে খাদ্য শিশু সহজে হজম করিতে পারে।

(৪) খাদ্য টাট্‌কা হইবে। তাহাতে কোনো ময়লা যেন না থাকে এবং বিস্বাদ যুক্ত না হয়।

(৫) শিশুকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যতটা খাদ্য দিবে তাহার পুষ্টিকারিতা গুণ যেন দশ ছটাক হইতে ত্রিশ ছটাক মাতৃদুগ্ধের তুল্য হয়।

উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যদি শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দেওয়া হয়, তবে তাহাতেই শিশুর দেহের পুষ্টিসাধন হইবে। একবৎসরের নিম্নবয়স্ক যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার চারিভাগের তিন ভাগ শিশুই কৃত্রিম খাদ্য আহার করে। অনুপ[illegible], অপুষ্টিকর খাদ্যই এই মৃত্যুর কারণ।

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

—:•:—

(কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি,)

বুকে সর্দ্দি বসিলে।—(১) ময়ুরপুচ্ছ ভস্ম—মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। ময়ুর পুচ্ছ ভস্ম করিতে হইলে একখানি হাতায় কতকগুলি ময়ুরপুচ্ছ রাখিয়া একটি ছোট বাটি দ্বারা উহা চাপা দিয়া কিয়ৎক্ষণ অগ্নি সন্তাপে রাখিলেই উহা ভস্ম হইয়া থাকে। এক বৎসরের শিশুর জন্য এই ময়ুর পুচ্ছ ভস্মের পরিমাণ ১ রতি। এই হিসাবে মাত্রা ঠিক করিয়া লইতে হয়। অবস্থা-বিবেচনায় ইহা প্রাতে ও বৈকালে ২ বার করিয়াও সেবন করান চলে। ইহার সহিত ১ রতি পিঁপুলের গুঁড়ী মিশাইয়া সেবন করাইলে আরও সুফল দর্শিয়া থাকে। (২) আদার রস ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশাইয়া বুকে ও গলায় মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়। (৩) পিঁপুল দুই আনা, তুলসীমঞ্জরী দুই আনা, বৃষ্টি

মধু, মিছরি,বড় এলাইচ ও হরীতকী—ইহাদের প্রত্যেকটী চারি আনা, সমস্ত দ্রব্য অগ্নি উত্তাপে দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ঝিনুক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই তিন বারে সেবন করাইলে শিশুর সর্দ্দি-কাশীতে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

এঁড়ে লাগায়।—(১) দুগ্ধের সহিত চুণের জল সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক জনিত অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হইয়া থাকে। (৩) ছাতিমফুল, মরিচ ও গোরোচনা প্রত্যেকটী ১ রতি মাত্রায় লইয়া জলসহ শিলায় পিষিয়া কয়েক দিন সেবন করাইলে এঁড়ে লাগা বা পারিগর্ভিক রোগের উপশম হয়।

জ্বরে।—(১) তুলসীর রস ও মধু শিশুর জ্বর নিবারক। (২) আতইচের গুঁড়া মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর সাধারণ জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। আতইচ বেণের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। আতইচের গুঁড়ার মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর পক্ষে অর্দ্ধ রতি প্রাতে ও অর্দ্ধ রতি বৈকালে। জ্বরের সহিত কাশী ও বমির উপদ্রব থাকিলে ও এইরূপ ব্যবস্থায় উপকার হইয়া থাকে। (৩) মুতা, হরীতকী (আঁটীবাদ), নতি, যষ্টীমধু নিমছাল—প্রত্যেক দ্রব্য সাড়ে আট কুঁচ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া শিশুর সাধারণ জ্বরে এক ঝিনুক মাত্র খাওয়াইবে, বাঁকী কাথ ফেলিয়া দিবে। এরূপ ব্যবস্থায় শিশুর সাধারণ জ্বরে সুফল দর্শিয়া থাকে। (৪) নতি, নিমছাল, হরীতকী (আঁটীবাদ), বহেড়া (আঁটীবাদ), হরিদ্রা আমলকী (আঁটিবাদ)—প্রত্যেক দ্রব্য বত্রিশ কুঁচ ওজনে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সমস্ত কাথ ফেলিয়া দিয়া মাত্র একঝিনুক বালককে কয়েকদিন সেবন করাইলে বালকের সাধারণ জ্বরে উপকার হইয়া থাকে। ৩ এবং ৪নং যোগ দুইটী অন্ততঃ ৩ বৎসর বয়স্ক শিশু ভিন্ন সেবন করান ঠিক নহে।

বমন রোগে।—(১) কণ্টকারী ও বৃহতী ফলের রস সমান ভাগে সিকি ঝিনুক মাত্র লইয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন প্রশমিত হয়। স্তন-দুগ্ধ পান মাত্র যে সব শিশু বমন করিয়া থাকে—তাহাদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। (২) আম্রকেশী, সৈন্ধব লবণ ও খই চূর্ণ একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর বমন রোগে উপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা ১ বৎসরের শিশুর জন্য ১ রতি। (৩) পিঁপুলের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া ও কাশীর চিনি প্রত্যেক দ্রব্য অর্দ্ধ রতি করিয়া লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লেবুর রস সহ সেবন করাইলে শিশুর বমন রোগের উপশম হইয়া থাকে। শিশুর হিক্কা রোগেও এ যোগটীতে উপকার হয়।

মূত্র রোধে।—পিঁপুল, মরিচ, ছোট এলাইচের গুঁড়া, চিনি, সৈন্ধব লবণ—সমান ভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অবলেহ করাইলে শিশুর মূত্ররোধে উপকার দর্শিয়া থাকে।

মুখ পাকিলে।—অশ্বত্থ গাছের ছাল ও পত্র—উত্তমরূপে বাটিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া মুখে প্রলেপ দিলে শিশুর মুখপাকিলে উপকার হইয়া থাকে। এই প্রলেপ দিবার সময় সাবধানে ইহার প্রয়োগ করিবে, যেন চক্ষে না লাগে।

দন্তোদ্ভেদজ রোগে।—শিশুর দাঁত উঠিবার সময় জ্বর, অতীসার প্রভৃতি নানা-

প্রকার পীড়া হইয়া থাকে। বিশেষ কোনো ঔষধ এই অবস্থায় প্রয়োগ করা ঠিক নহে, কারণ দাঁত উঠিলে ঐ সকল রোগ আপনা আপনিই সারিয়া যায়। এই সময় আমলকীর রস দাঁতের মাড়িতে ঘসিতে থাকিলে শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে। ধাইফুল ও পিঁপুলের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া দাঁতের মাড়িতে ঘসিলেও শীঘ্র শীঘ্র দাঁত উঠিয়া থাকে। যদি এ সকল ব্যবস্থা করিলেও দাঁত উঠিতে বিলম্ব হয় এবং তজ্জন্য বিশেষ কষ্ট বোধ হয়, তাহা হইলে সুযোগ্য চিকিৎসকের সাহায্যে ঐ স্থান চিরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দূষিত স্তন্যপান জনিত রোগে।—দূষিত স্তন্যপানে শিশুর নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় শিশুর পেট ফাঁপা উপদ্রব ঘটিলে এক ছটাক দুগ্ধের সহিত ১ তোলা ধনে বা মৌরী ভিজান জল মিশ্রিত করিয়া পান করানর ব্যবস্থা করিবে। গব্য দুগ্ধের সহিত সমপরিমিত চূণের জলও এইরূপ অবস্থায় উপকারী। ধাত্রীর স্তন দূষিত হইলে সেই স্তন্যদুগ্ধ শিশুকে কখন পান করিতে দিবে না, ছাগ দুগ্ধ কিম্বা জল ও মিছরি মিশ্রিত গব্য দুগ্ধ পান করান এই অবস্থায় ফলপ্রদ।

ভেদ বমিতে।—(১) কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল এই সকল দ্রব্যের পাতা পিষিয়া লইয়া মাথায় প্রলেপ দিলে শিশুর ভেদ বমি নিবারিত হয়। (২) বেল শুঁঠ ও আমের আটির শাঁসের কাথের সহিত খইয়ের গুঁড়া ও চিনি মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর ভেদ বমি নিবারিত হয়।

অতিসারে।—আমড়া ছাল, আম ছাল ও জাম ছালের গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। (২) ধাইফুলের গুঁড়া কিম্বা বেলশুঁঠের গুঁড়া—চিনি কিম্বা মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে শিশুর অতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে। ১ বৎসরের শিশুর জন্য ঐ ২টি দ্রব্যের প্রত্যেকটির মাত্রা ১ রতি। (৩) ছাগ দুগ্ধ ও জামছালের রস কিম্বা জাম গাছের পাতায় সিদ্ধ করা ছাগ দুগ্ধ শিশুর অতীসার নাশক। (৪) বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব (কুড়চির ফল), বালা, মোচরস ও মুথা—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ আনা, ছাগ দুগ্ধ এক পোয়া ও জল একসের—একত্র সিদ্ধ করিয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শিশুকে ২।৩ বারে উহা পান করাইলে শিশুর অতীসার প্রশমিত হয়।

আমাশয়ে।—(১) সাদা জীরার গুঁড়া ও সাদা ধুনার গুঁড়া সমান ভাগে মিশাইয়া চিনি বা মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা বা আমাশয় রোগ প্রশমিত হয়। মাত্রা—১ বৎসরের শিশুর জন্য প্রত্যেক দ্রব্যের মাত্রা অর্দ্ধ রতি। (২) খইয়ের গুঁড়া, যষ্টীমধুর গুঁড়া, চিনি ও মধু—সমান ভাগে লইয়া সেবন করাইলে শিশুর প্রবাহিকা বা আমাশয় আরোগ্য হয়। মাত্রা পূর্ব্ববৎ।

সফল চিকিৎসা।

—:*:—

(বাতাজীর্ণে লাল চতুর্ম্মুখ।)

অজীর্ণ রোগে সাধারণতঃ কবিরাজী চিকিৎসায় ভাস্কর লবণ, মহাশঙ্খ বটী, হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ, বজ্রক্ষার প্রভৃতি ঔষধই ব্যবহার করা হয়, অনেক সময় সে সকল ঔষধে সুফলও হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক সময় ঐ সকলের ব্যবস্থায় রোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না। ইহার কারণ অন্য কিছুই নহে, রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ত এইজন্যই বলিয়া গিয়াছেন,—

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তর মৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক পশ্চাজ্ জ্ঞান পূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

অর্থাৎ অগ্রে রোগ পরীক্ষা করিয়া তাহার পর ভিষক জ্ঞানপূর্ব্বক যথা বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

অনেক সময় কিন্তু রোগের মূলতত্ত্ব অবগত না হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এইজন্যই চিকিৎসক সুফল প্রদর্শনে সমর্থ হন না, কিন্তু যদি রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া যথাশাস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করা যায়—তাহা হইলে তদ্বারা যে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

আমি রাণাঘাটে থাকিতে একটি মৃতকল্প অজীর্ণ রোগীর চিকিৎসায় "লাল চতুর্ম্মুখ" সেবন করাইয়া অতি আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার কথাই আজি বলিব।

রোগীর নিবাস রাণাঘাটেই, রোগী কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি-এ, উপাধিধারী এবং কলিকাতা পোষ্ট অফিসের একজন কর্ম্মচারী। নাম শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু। বয়স ৩৫-৩৬ বৎসর। পূর্ব্বে ইনি যথেষ্ট ব্যায়াম করিতেন, তখন তাঁহার শারীরিক গঠন খুব দৃঢ় ছিল। ডাকঘরের চাকরি লইয়া পদোন্নতি কামনায় ইনি প্রাণান্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক অনিয়মিত পরিশ্রম করিতেন। অনিয়মিত পরিশ্রম করিতেন—অথচ উপযুক্ত আহার ছিল না, ফলে তিনি কিছুকাল কর্ম্ম করার পরেই দারুণ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হইলেন।

বায়ু জনিত। সর্ব্বদাই পেট ফাঁপিত, কোষ্ঠ শুদ্ধি হইত না, আহার করিতে পারিতেন না, শিরঃপীড়া বোধ হইত, বুক ধড়ফড় করিত, রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হইত না, স্বপ্ন ভঙ্গ হইত, কোনো কার্য্যে উৎসাহ ছিল না, ক্রমে কার্য্য করিবার সামর্থ্য একেবারে নষ্ট হইল, যাহা খাইতেন, তাহাই অজীর্ণ হইতে লাগিল, ক্রমে অর্শ আসিয়াও উপস্থিত হইল।

রোগীর কর্ম্মস্থান কলিকাতায়, বিশেষতঃ তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি এ, উপাধিধারী—শিক্ষিত ব্যক্তি, কাজেই তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রথমতঃ কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার দিগের হাতেই পড়িল। কয়েকজন আলোপাথ দেখিলেন, কয়েকজন হোমিওপ্যাথ দেখিলেন, শেষে কলিকাতার কয়েকজন প্রথিতনামা কবিরাজও তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। ফলে কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। অনেকে Change যাওয়া বা হাওয়া পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন, তিনি

সেই পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া "কৈলোয়ারে" পর্য্যন্ত কয়েকমাস কাটাইয়া আসিলেন।

কৈলোয়ারে গিয়া তাঁহার রোগের শান্তি ত হইলই না, বরং রোগ আরও ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তিনি অস্থিকঙ্কাল সর্ব্বস্ব হইলেন। সত্য কথা বলিতে কি, তখন একরূপ তাঁহার হাড় কয়খানি মাত্রই অবশিষ্ট। এরূপ অবস্থায় তাঁহার আত্মীয়গণ আর তাঁহাকে কৈলোয়ারে রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাঁহার আবাস ভূমি রাণাঘাটে লইয়া আসিলেন। কিন্তু "যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলাগতিঃ।"

এজন্য রাণাঘাটে মৃতকল্প অবস্থায় তাঁহাকে লইয়া আসা হইলেও রাণাঘাটের কয়েকজন প্রসিদ্ধ অ্যালোপাথ চিকিৎসকের দ্বারা তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু সকল চিকিৎসকই এক বাক্যে বলিলেন,—এ রোগীর জীবনের আশা নাই, চিকিৎসা করান বৃথা।

এই সময় রোগীর মাতুল গবর্ণমেণ্টের পেন্সন প্রাপ্ত বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঘোষ মহাশয় রোগীকে আমার নিকট লইয়া আসিলেন। দুইজন দুই দিকে ধরিয়াছে, রোগী অতি কষ্টে হাঁটিয়া আসিতেছে—এইরূপ ভাবে রোগী আমার চিকিৎসালয়ে আগমন করিলেন। আমার সহিত তখন তাঁহার পরিচয় ছিল না, আমি রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলাম—"ইঁহাকে কষ্ট দিয়া কেন লইয়া আসিলেন? আমাকে লইয়া গেলেই তো ভাল হইত।" রোগীর মাতুল বলিলেন,—"ইঁহার আর কোনো চিকিৎসায় বিশ্বাস নাই, সেইজন্য আর অধিক অর্থ ব্যয়ে ইচ্ছুক নহেন। আমি একরূপ আপনাকে শেষ দেখান দেখাইব বলিয়া জোর করিয়াই লইয়া আসিয়াছি।

আমি স্থির ভাবে তাঁহার সমস্ত অবস্থা শ্রবণ করিলাম। নাড়ী পরীক্ষা করিলাম—নাড়ী বাতপ্রবণ এবং অতিশয় দুর্ব্বল। রোগীই আমাকে তাঁহার রোগের আদ্যোপান্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। রোগ-পরিচয়ে তিনি এত ভাল করিয়া বুঝাইলেন যে, আমি তাহার পূর্ব্বে কোনো রোগীর নিকট সেরূপ পরিষ্কার ভাবে রোগের অবস্থা বিবৃতি করিতে দেখি নাই। রোগী যারপরনাই দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন তখন তাঁহার কথা কহিতেও যেন কষ্ট হইতেছিল। তিনি খুব কষ্ট করিয়াই তাঁহার রোগের সকল কথা আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই রোগের অবস্থা বিবৃতি করিতে তাঁহার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল।

সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "দেখুন, আমার আর চিকিৎসা করানর ধৈর্য্য নাই, আপনি ত রাণাঘাটে পড়িয়া আছেন, কলিকাতার বড় বড় অ্যালোপাথ, হোমিওপ্যাথ এবং কবিরাজের আমি শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কেহই কিছু করিতে পারেন নাই, রাণাঘাটেরও যে কয়জন বড় ডাক্তার আছেন—সকলকেই দেখাইয়াছি।—এক কথায় আমার মত গৃহস্থের পক্ষে যতদূর সাধ্য চিকিৎসা করান যাইতে পারে, তাহা আমি করিয়াছি। এখন সকলেই জবাব দিয়াছেন। আমি এখন মরিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছি। মামার নিতান্ত অনুরোধে আপনার নিকট আসিয়াছি মাত্র, কিন্তু আমি বেশী দিন আপনার চিকিৎসায় অপেক্ষা করিতে পারিব না, যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোনোরূপ উপকার প্রাপ্ত না হই, তাহা হইলে এক সপ্তাহেই আপনার দ্বারা চিকিৎসা করানর

সাধ আমার মিটিয়া যাইবে। আপনি এই সকল বিবেচনা করিয়া যদি এরূপ কোনো ঔষধ থাকে—যাহাতে মন্ত্রশক্তির মত কার্য্য করিতে পারে,—তবে তাহাই আমাকে প্রদান করুন। নতুবা কোনো ঔষধ দিবেন না।"

কোনো রোগী আমার নিকট এরূপ কথা ইতিপূর্ব্বে বলে নাই, কোনো চিকিৎসকের নিকট আর কোনো রোগীও এরূপ কথা বলিয়াছে কি না তাহাও আমি জানিনা। ফলে রোগীর মুখে এরূপ কথা শুনিলে সাধারণতঃ সে রোগীর চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্তিই হয় না। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রও সেরূপ রোগীর চিকিৎসা করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ সে সম্বন্ধে তো বলিয়াছেন,—

বৈরী বৈদ্যবিদগ্ধশ্চ শ্রদ্ধাহীনশ্চ শঙ্কিতঃ।
ভিষজার্ বধেয়াশ্চ নোপক্রম্যা ভিষগ বিধাঃ॥

অর্থাৎ শত্রুতা ভাব সম্পন্ন বৈদ্যধূর্ত্ত, বিশ্বাসহীন, শঙ্কিত, চিকিৎসকের অবাধ্য ও চিকিৎসক কল্প—এই সকল ব্যক্তির চিকিৎসা করিবেনা।

কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম,—রোগে ইঁহাকে এইরূপ চিকিৎসায় বিশ্বাসহীন করিয়াছে, নতুবা ইনি যেরূপভাবে আত্মরোগ বিবৃতি করিয়াছেন, তাহাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী ইনিই ত সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসার উপযুক্ত পাত্র। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"নিজ প্রকৃতি বর্ণভ্যাং যুক্তঃ সত্ত্বেন চক্ষুষা
চিকিৎস্যো ভিষজা রোগী বৈদ্য ভক্তো জিতে-
ন্দ্রিয়ঃ॥

উপরোক্ত শ্লোকের মধ্যে আমাদের লিখিত রোগীর সমস্ত গুণ না থাকিলেও নিজ রোগ বিবরণ ইনি যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইনিই তো চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী সর্ব্ব প্রথম চিকিৎসার যোগ্য।

যাহা হউক আমি তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলাম। ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম—অজীর্ণের বাঁধাধরা নিয়মে নহে,—একটু রকমারি করিয়া তাঁহার ব্যবস্থা করিলাম। তাঁহাকে প্রথম সপ্তাহে যে কয়টি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

প্রাতে—লাল চতুর্ম্মুখ।

রস সিন্দুর, লৌহ ও অভ্র—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং স্বর্ণ ভস্ম এক চতুর্থাংশ। ঘৃত কুমারীর রসে মাড়িয়া, এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া ২ রতি বটী—যাহা বাতব্যাধি অধিকারে লিখিত আছে—সেই ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। অনুপান দিলাম—বায়ু রোগ শান্তির বাঁধা নিয়মে ত্রিফলা ভিজান জল ও মধু।

দিবসে আহারান্তে

ভাস্কর লবণ—

ইহার মাত্রা দিলাম এক আনা মাত্র। অনুপানের ব্যবস্থা করিলাম—টাট্কা ঘোল।

সন্ধ্যায়—বজ্রক্ষার।

মাত্রা এক আনা। অনুপান—মৌরী ভিজান জল।

আমার নিকট আসিবার পূর্ব্বে জীর্ণ হইত না বলিয়া রোগী একেবারে ভাত খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—"তাহা হইবে না, একবেলা ভাত ও একবেলা সাগু খাইবেন। ভাত কিন্তু যাহা খাইবেন, তাহাতে উদরপূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে করিতে পারিবেননা, অর্দ্ধেক হিসাবে খাইবেন। প্রাতে এবং বৈকালে পাকা পেঁপে কিছু খাওয়ার বন্দোবস্ত করিবেন। দিবসে যে ভাত খাইবেন, তাহা যেন বেলা ১১টার পর না হয় এবং ১১টার পূর্ব্বেও না হয়, অর্থাৎ

ঠিক একই সময়ে আহারকাল ঠিক রাখিবেন। খুব প্রত্যূষে সামর্থ্য মত একটু একটু হাঁটিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিবেন। বৈকালেও ঐরূপ যতটুকু সহ্য করিতে পারেন, করিবেন। দিবসে একেবারেই শয়ন করা চলিবে না, রাত্রিতে ৯টার পর কিন্তু নিদ্রা না আসিলেও শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে। ভাতের সঙ্গে বেশী ব্যঞ্জন খাইতে পাইবেননা, জীবিত মৎস্যের ঝোল এবং ভাত। মৎস্যের ঝোল যাহা রন্ধন করা হইবে—তাহাতে লঙ্কা মরিচের ঝাল একেবারে দেওয়া হইবে না।"

রোগীকে যেরূপ বলিয়াছিলাম, ঠিক সেই ভাবে তিনি এক সপ্তাহ আমার ব্যবস্থায় থাকিলেন, এরূপ চমৎকার ফল হইল যে, তাহাতে আমি তো আশ্চর্য্য হইলামই, রাণাঘাটের যে বড় বড় ডাক্তারেরা তাঁহাকে চিকিৎসার অসাধ্য বলিয়া সাব্যস্থ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এক সপ্তাহ পরে তাঁহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। রাণাঘাটের ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত এল, এম, এস মহাশয় আমার দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা হইবার পূর্ব্বে তাঁহার ওজন লইয়াছিলেন, এই সময় আবার ওজন লইয়া দেখিলেন—ওজনে তিনি একসের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রোগীরও স্ফূর্ত্তি হইল। দ্বিতীয় সপ্তাহে রোগী অতি আহ্লাদের সহিত আমার নিকট আগমন করিয়া সকল কথা বলিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহেও আমি তাঁহার প্রথম সপ্তাহের ব্যবস্থাই বজায় রাখিলাম। তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহ। ব্যবস্থার আর পরিবর্ত্তন করিলাম না, একই ব্যবস্থা চালাইতে লাগিলাম। কয়েক সপ্তাহের পর রোগীর উদরাময় দেখা দিল, আমি এই সময় বৈকালের ঔষধটি বদলাইয়া দিয়া তাহার স্থলে "চিত্রকাদি গুড়ি"র এক একটি গুড়িকা শীতল জলের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিলাম। এই চিত্রকাদি গুড়ির ব্যবস্থার সময় রোগী বলিলেন, "মহাশয় ঐ ঔষধটি দিবেন না, উহা আমি কলিকাতায় * * কবিরাজ মহাশয়ের নিকট অনেক খাইয়াছি, কিন্তু কোনো ফল পাই নাই। ঐ ঔষধে আমার ভক্তি নাই।" আমি বলিলাম—"তখন উপযুক্ত কাল হয় নাই বলিয়া আপনি তখন ফল পান নাই, এখন ইহা ব্যবহার করিলে ফল পাইবেন।"

ফলে এইরূপ ভাবে তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। দিন দিনই তাঁহার বিশেষ উপকার হইতে লাগিল। রাণাঘাটের অধিবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন।

আহারের ব্যবস্থাও আমি ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ এক বেলা ভাত ও এক বেলা গরম গরম খোলা হইতে গব্য ঘৃতে ভাজা টাটকা লুচি খাওয়ার ব্যবস্থা দিলাম, রোগীর এই সময় ক্ষুধা খুব, যাহা খান তাহাই অতি শীঘ্র জীর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় তিনি একদিন বলিলেন, 'কবিরাজ মহাশয়, বহুকাল সন্দেশ খাই নাই, উহা খাইতে ইচ্ছা করিতেছে, একটি খাইব কি?' আমি খাইবার ব্যবস্থা দিলাম, কিন্তু রোগীর এতই সংযম শিক্ষা যে, আমি ব্যবস্থা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে তবে তিনি উহার একটি মাত্র খাইয়াছিলেন তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি।

শারীরিক বল বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে প্রাতর্সায়াহ্নে ভ্রমণের ব্যবস্থা খুব বেশী করিয়া দিলাম। ক্রমশঃ তিনি প্রাতে এক ক্রোশ ও বৈকালে এক ক্রোশ রাস্তা রাণাঘাট ষ্টেসনের দক্ষিণাংশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে ৬ মাস কাল তাঁহার চিকিৎসা করা হয়। শেষে তাঁহাকে স্নায়ু সকল সতেজ করিবার জন্য একবার করিয়া 'স্বর্ণবঙ্গ' সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছিলাম। নিত্য দাস্ত পরিষ্কার রাখিবার জন্য কখন কখন 'প্রাণদা গুড়িকা' সেবন করিতে দিতাম। এই প্রাণদা গুড়িকা শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকী দিয়া প্রস্তুত। বায়ু শান্তির জন্য কখন কখন বিষ্ণু তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিতাম। যাহা হউক ৬ মাস পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন কিন্তু তখনি কার্য্যে join না করিয়া আরও কিছু দিন পরে কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন।

রোগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলেও তিনি কিন্তু চতুর্ম্মুখের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেন নাই। সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হওয়ার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি ১ বার করিয়া লাল চতুর্ম্মুখ সেবন করিতেন। আমিও বুঝিয়াছিলাম অন্যান্য যে সকল ঔষধেরই ব্যবস্থা করিনা কেন,—একমাত্র 'লাল চতুর্ম্মুখেই এরূপ শুভফল প্রদান করিয়াছে, রোগীও বুঝিয়া ছিলেন,—ঐ ঔষধই তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন রোগী এরূপ হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছেন যে, কখন যে তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল—এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এখন তিনি কলিকাতা পোষ্ট অফিস সমূহের জেনারাল কমসপণ্ডেণ্ট বিভাগের হেড ক্লার্কের কার্য্য করিতেছেন। কলিকাতায় সকল পোষ্টাপিসের কর্ম্মচারিগণই তাঁহার সে সময়ের অবস্থা অবগত আছেন।

কবিরাজী ঔষধের শাস্ত্রীয় শ্লোক দেখিয়া অনেকে কবিরাজী ঔষধে 'গরু হারাইলে গরু পাওয়া যায়' বলিয়া যে পরিহাস করিয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক নহে। ফল-মূলাশী আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান গভীর গবেষণা দ্বারা যে সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়া ফলশ্রুতি উপলক্ষে সেই সকল ঔষধ নানাবিধ রোগ নিবারক বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য কথা। রোগ বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে কবিরাজীর প্রত্যেক ঔষধটিই নানাবিধ রোগ আরোগ্যে সমর্থ। আমি যে লিখিত রোগীটির জন্য চতুর্ম্মুখের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম,—তাহার কারণ, ঐ রোগীটির রোগ তখন যে আকারই ধারণ করুক, উহার মূল কারণ বায়ুর বৈষম্য। চতুর্ম্মুখে যে সকল উপাদান আছে, তাহার মধ্যে লৌহ—তিক্ত, সারক, শীতল, কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুষ্য, লেখন, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক ও বিষঘ্ন।

অভ্র—কষায়,মধুর, শীত বীর্য্য, আয়ুস্কর, ধাতুবর্দ্ধক, ত্রিদোষ প্রশমক, ক্রিমিনাশক ও

স্বর্ণ—কষায়, তিক্ত, মধুর, গুরু, লেখন, হৃদ্য, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুষ্য, কান্তিপ্রদায়ক বিষঘ্ন ও পবিত্র।

রস সিন্দুর—ক্রিমিনাশক,কুষ্ঠঘ্ন, স্বাস্থ্য প্রদ, দৃষ্টির বলবর্দ্ধক, সারক, অকাল মৃত্যু নিবারক, বীর্য্যবান, জরঘ্ন, বৃষ্য, পাণ্ডুরোগ প্রশমক এবং উপযুক্ত ক্বাথাদির সহিত সেবনে সর্ব্বব্যাধি নাশক।

ঐ দ্রব্য গুলির মিশ্রণে তাহার পর ঘৃতকুমারীর রস সহ মর্দ্দনে ও তদনন্তর ধান্য রাশির মধ্যে তিনদিন স্থাপনে উহার যে শক্তি

সঞ্চারিত হয়, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

এতদ্রসায়ন বরং ত্রিফলামধুযোজিতম।
তদ যথাগ্নি বলং খাদেন্ন বলীপলিত নাশনম্॥
ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্।
কাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্॥
ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্য বাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা।
অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্॥
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনি যথা।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং স্ত্রীণাং প্রসব কারণম্॥

অর্থাৎ ত্রিফলা ও মধু রসহিত এই ঔষধ সেবনে ইহা উৎকৃষ্ট রসায়নের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা সেবনে বলীপলিত নষ্ট হয়, একাদশ প্রকার ক্ষয়জ ব্যাধি প্রশমিত হয়, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহরোগ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা, অম্লপিত্ত, ব্রণ, সর্ব্বপ্রকার বাত, বিসর্প, বিদ্রধি অপস্মার, উন্মাদ ও অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমি অনেক রোগেই যেখানে রোগের মূল কারণ বায়ুর বিকৃতি বিবেচনা করিয়া থাকি, সেই স্থানেই চতুর্ম্মুখের ব্যবহারে এরূপ অদ্ভুত ফল পাইয়া থাকি যে, অনেক সময় অনেক ঔষধে সেরূপ সুফল দেখিতে পাইনা।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

—:০:—

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন)

১। কালান্তক রস।*

স্বর্ণ ১	হরিতাল ১	হিঙ্গুল ১	লৌহ ১
বঙ্গ ১	সোহাগা ১		বিষ ১
দারমুষ ১	অহিফেন ১		

এই দশখানি দ্রব্য প্রত্যেক সমান ভাগ ওজন করিয়া লইবে। ইহার মধ্যে স্বর্ণ ও লৌহ এবং বঙ্গ এই তিনখানি দ্রব্য শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিধি পূর্ব্বক ভস্ম করিয়া এই ঔষধে প্রযুজ্য। হরিতাল শব্দে বংশপত্রী হরিতালই গ্রহণীয়। হরিতাল ভস্ম করিয়া লইলেও হয়, অথবা জলে শোধন করিয়া লইলেও চলিতে পারে। অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি যথাবিধি শোধন করিয়া লইতে হইবে। সকল প্রকার শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার বিবরণ আমরা ইহার পর বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

প্রথমতঃ শোধিত* হিঙ্গুল, হরিতাল, দার-

* সুবর্ণং তালকং রক্তং তীক্ষ্ণ বঙ্গঞ্চ সটঙ্কনং।
এতৎ সর্ব্বং সমং গ্রাহ্য সূক্ষ্ম চূর্ণানি কারয়েৎ।
কেশরাজ রসেনাপি অজা ক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
সর্ব্ব ব্যাধি হরশ্চৈষঃ ব্যাধি-বারণকেশরী।
জ্বরমষ্ট বিধং হন্তি নানা দোষোদ্ভবং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ ক্ষয়ং গুল্মং বিনাশয়েৎ।
রসো কালান্তকোনাম শূলিনা পরিনির্ম্মিতঃ।
ক্ষীরকঞ্চামৃতং দারু কণি ফেণং তথৈব চ॥
হিঙ্গুলী স্বরসৈর্ভাব্যং ভৃঙ্গরাজ রসৈঃ পুনঃ॥
গুঞ্জার্দ্ধং বটিকাং কুর্য্যাৎ দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
সংগ্রহ গ্রহণীং হন্তি চিরকালানু বন্ধিনীম্॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু শোথঞ্চ শূলং প্রবাহিকাং॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতেদীপ্তং বলবর্ণৌ প্রসাদয়েৎ॥
ঔষধস্য প্রসাদেন অকালে মরণং ভবেৎ॥
(আদিত্য সংহিতা)

মুস্ত, জীরা এবং বিষ—প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া রাখিবে। এমন ভাবে চূর্ণ করা চাই, যাহাতে কিছুমাত্র কুচি না থাকে। সোহাগা খোলায় ভাজিয়া খই করিয়া লইবে। গাঢ় পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। ঔষধের প্রত্যেকটী উপকরণ সংগ্রহ হইলে, তারপর একটা পরিমাণ স্থির করিবে। সিকি তোলা, অর্দ্ধ তোলা, এক তোলা অথবা যাঁহার যেরূপ সুবিধা ও প্রয়োজন সেইরূপ মাত্রায় প্রত্যেকটী দ্রব্য ওজন করিয়া একত্র মর্দ্দন করিবে। তবে কথা এই—সকলগুলি দ্রব্যই ভাগে সমান হওয়া চাই। এইরূপে সমস্তগুলি উপকরণ মর্দ্দিত ও মিশ্রিত হইলে কৃষ্ণবর্ণ বার্ত্তাকী অর্থাৎ কালো রঙ্গের বেগুণের রস বাহির করিয়া তদ্দারা ঐ মিশ্রিত ঔষধ কিছুকাল মর্দ্দন করিবে; এবং প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করিবে। এইরূপে দিবাভাগে তরল পদার্থ মর্দ্দন ও শুষ্কীকরণ এবং রাত্রিকালে শিশির সেচন করানকে ঔষধের ভাবনা দেওয়া কহে। প্রতিদিন এক একটী করিয়া ভাবনা দেওয়া বিধান। কৃষ্ণবর্ণ বার্ত্তাকীর স্বরসে সাতদিন সাতবার ভাবনা দেওয়া হইলে তাহার পর আবার * ভৃঙ্গরাজ পত্রের স্বরসে ঐরূপ সাতদিনে সাতবার ভাবনা দিবে। পরিশেষে কেশরাজ অর্থাৎ কেশুরের স্বরসে ঐ প্রকার সাতটী ভাবনা দিতে হইবে। এই তিন দ্রব্যের স্বরসে ভাবনা সম্পন্ন হইলে শেষ দিন উপযুক্ত পরিমাণ ছাগ দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ প্রহর পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় এক একটী বটি প্রস্তুত করিবে। তাহার পর বটিগুলি প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া কাচকূপী মধ্যে রাখিয়া দিবে। ইহাকে কালান্তক রস কহে। এই কালান্তক রস বিবিধ রোগে প্রযুজ্য। তৎ সমুদয় উল্লেখ করিবার এখানে কোনও প্রয়োজন নাই। ওলাউঠা রোগের যে অবস্থায় যে নিয়মে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়—এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বিসর্পণ চূর্ণদ্বারা নাড়ীস্পন্দন অবিকৃত থাকে এবং শরীরস্থ সপ্ত ধাতুক্ষয় নিবারিত হয়। এই কালান্তক রসের অচিন্তনীয় প্রভাবে যাবতীয় বৈকারিক লক্ষণ, অতিরিক্ত মল নিঃসরণ ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতে থাকে। পূর্ব্বে অহিফেনের প্রয়োগ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা রোগের প্রথমাবস্থাতেই বুঝিতে হইবে। মধ্য বা পরিণত অবস্থায় অহিফেন প্রয়োগ দূষণীয় নহে। এই ঔষধে অহিফেণের প্রয়োগ-বিধান লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য উপকরণের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় অহিফেন এমনভাবে গুণান্তর প্রাপ্ত হয় যে, তদ্দারা মূত্রযন্ত্রের ক্রিয়ারোধ হইতে পারে না। অহিফেনের নৈসর্গিক শক্তির বলে যদিও মূত্রযন্ত্রের আংশিক ক্রিয়ারোধ হয় সত্য, তথাপি তাহা সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া সহসা প্রাণনাশের কারণ হয় না। ঔষধের প্রয়োগে অল্লায়াসেই যন্ত্রণা উপশমিত হইয়া থাকে। অবিরত অতিরিক্ত মল নিঃসরণ হইতে থাকিলে অচিরেই ধাতু ক্ষয় ঘটে। সুতরাং রোগীর প্রাণ বিয়োগ হইতে বড় বিলম্ব থাকে না। এই অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ রূপে প্রয়োগ করিতে হয়। ঔষধের প্রয়োগে মল নিঃসরণ রোধ হইয়া আইসে এবং শারীরিক যন্ত্রগুলি অবিকৃত ভাবে অবস্থিতি

* ভীমরাজ।

করে। অধিকন্তু মূত্রের রোধ জন্য এরূপ অবস্থায় কাহাকেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না। এই কালান্তক রসের অনির্ব্বচনীয় ফলোপধায়িনী শক্তি সর্ব্বতোভাবে বহু ক্ষেত্রে বহু বার পরীক্ষিত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে ওলাউঠা রোগের অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। চিকিৎসা বিশেষের দ্বারা রোগীর প্রথমাবস্থা অতীত হইয়া যদি দ্বিতীয় অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ নারী-স্পন্দনের একেবারে বিলুপ্তি ঘটে—নানাবিধ বৈকারিক লক্ষণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয় ক্রমে শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় ভাব ধারণ করে—দেখিতে দেখিতে রোগী চৈতন্য হারা হয়—তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। প্রথমাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বিসর্পণ চূর্ণ অনুপান সহ রোগীকে সেবন করাইয়া শেষে যদি এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে কাহাকেও কালকবলে পতিত হইতে হয় না। প্রতি দাস্তের পর এই ঔষধের প্রয়োগ চলিতে পারে। দুই তিনবার ঔষধ সেবন করি-লেই যদি মল পীতবর্ণ হইতেছে দেখা যায়,তাহা হইলে আর অধিক সেবন করান উচিত নহে। সাধারণতঃ প্রয়োজনানুসারে দাস্ত বন্ধের জন্য দিনের মধ্যে একবার অথবা দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার এই ঔষধ সেবন করান উচিত। মলের পীতবর্ণতা লক্ষিত হইলেই বুঝিতে হইবে—রোগীর জীবন রক্ষা পাইল। তখন আর মূত্র নিঃসরণের জন্য বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। অল্পায়াসেই অথবা আপনা হইতেই মূত্র নির্গত হইতে থাকে। মূত্রাশয়ে মূত্র সঞ্চিত না থাকিলে চারি প্রহর বা আট প্রহর পরেও কাহারও কাহারও মূত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে। মূত্র নিঃসরণের কথা পরে যথাস্থানে আমরা বিবৃত করিব। এক্ষণে কালান্তক রসের সহপান ও অনুপানের বিষয়ই উল্লিখিতব্য। যাহার সহিত ঔষধ মাড়িয়া পান করিতে দেওয়া হয়—তাহাকে সহপান এবং ঔষধ সেবনের পর যাহা পান করিতে দেওয়া হয়—তাহাকে অনুপান বলে।

রোগীর উদরে যদি বেদনা থাকে, তাহা হইলে আপাঙ্গমূলের রস অর্দ্ধ তোলা অথবা ক্ষেত্র বিশেষে এক তোলা সহ একটী মাত্র কালান্তক রস উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করিতে দিবে। এইরূপ যতবার প্রয়োজন হয়—ততবার সেবন করাইবে।

কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া উক্ত মূল কুটিয়া লইবে। এবং পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া রস গ্রহণ করিবে। এই রসের সহিতই ঔষধ সেব্য। উদরে বেদনা না থাকিলে কালো জামের কচি কচি পাতা অথবা কচি কচি বট পাতা পাথরে কুটিয়া রস বাহির করিবে। সেই রসের অর্দ্ধ বা এক তোলার সহিত এই কালান্তক রস সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া আসে। নাভিমূলে বেদনা থাকিলে অথবা আমের সঞ্চার বুঝিলে পাথর কুচি পাতার রসের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে মূত্র নিঃসরণেরও সহায়তা হইয়া থাকে।

বিকার নাশের জন্য ঝাঁপিটেপারির রসের সহিত এই ঔষধ প্রযুজ্য। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক। উল্লিখিত রসগুলি কিঞ্চিৎ গরম করিয়া লইলেই ভাল হয়। অথবা দগ্ধ লৌহ ঐ রস মধ্যে নিষিক্ত করিলেও চলিতে পারে।

এতাবৎ যে সমস্ত ঔষধের প্রয়োগ-বিধান কথিত হইল,—তৎসমুদয় উল্লিখিত সহপান

ও অনুপানের সহিত নিয়মিত রূপে সেবন করাইলে যখন রোগীর চক্ষু চঞ্চল ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, এবং থাকিয়া থাকিয়া চক্ষুর তারা হইতে থাকে, তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক—নির্ভয়ে রোগীর মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে এবং মুহুর্মুহু মাথায় শীতল জল সেচনের ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ অবস্থায় মস্তকে শীতল জল সেচন না করিলেই বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা না থাকিলে নাড়ী অবিলম্বে চঞ্চলা হইয়া উঠে এবং চক্ষু দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া পড়ে,—এমন কি, অবশেষে ঘোরতর মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়। ওলাউঠা রোগের ঠিক এইরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি প্রচলিত কোনও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই চিকিৎসা-প্রকরণের অধিকাংশ ঔষধই "আদিত্য সংহিতা" নামক বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞানলব্ধ ক্রিয়া-পদ্ধতিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতেছে। অধুনা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত কতিপয় দৃষ্ট ফল মহৌষধ উল্লিখিত হইতেছে। এই সকল ঔষধ রোগের সাংঘাতিক অবস্থায় প্রযুজ্য। এতদ্দ্বারা সকলেরই যে নিশ্চয়রূপে জীবন রক্ষা হইবে, তাহা অবশ্যই স্থির সিদ্ধান্ত নহে। যখন রোগীর দর্শন শক্তি, শ্রবণ শক্তি এবং বাক্‌শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, রোগীর কিছুমাত্র সংজ্ঞা থাকে না,—নাড়ী একেবারে বসিয়া যায়, তখন আর কোনরূপ বিচার না করিয়া শীঘ্র শীঘ্র "বিসূচী বিধ্বংসী রস" অথবা "বৃহৎ সূচিকা ভরণ রস" প্রয়োগ করিবে। এক বৎসরের শিশুদিগকে অর্দ্ধ বটী, তদূর্দ্ধ বয়সের বালক দিগকে এক বটী এবং বলবান যুবক দিগকে একত্র দুই বটী করিয়া সেবন করাইবার বিধি। ঝাঁপিটেপারীর মূলের রস সহ বটী সেবন করিতে দিয়া পরে কিঞ্চিৎ ডাবের জল সেবন করান কর্ত্তব্য। অথবা কেবল ডাবের জল সহও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উল্লিখিত দুইটী ঔষধই এক-বিধ সহপান ও অনুপানের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই দুইটী ঔষধই তিন বারের বেশী কাহাকেও সেবন করাইতে হয় না। ঔষধ সেবনান্তে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ এবং নাড়ী স্পন্দনবতী হইয়া উঠিলে নির্ভয়ে রোগীর মস্তকে শীতল-জল-সেচন ও তক্রাদি সেবন করাইবে। ক্রমে ক্রমে বৈকারিক লক্ষণ বিদূরিত হইলে যথেষ্ট শীতল জলে স্নান এবং শরীরের অবস্থা অনুসারে ক্ষুধানুযায়ী পথ্য প্রদান করিবে। কিন্তু ডাবের জল, ইক্ষু রস, দাড়িম্ব রস, দধি, কাঞ্জি, এই সকল দ্রব্য দিতেই হইবে। ঔষধ সেবনের পর যদি নাড়ীতে স্পন্দন এবং চক্ষুতে রক্তবর্ণতা না আইসে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এই ঔষধে কোন উপকার হইল না। তাদৃশী অবস্থায় শীতল ক্রিয়াদিও করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে "বিসূচী বিধ্বংস রস" ও "বৃহৎ সূচিকাভরণ রস" কি কি উপকরণে, কিরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়—তাহাই লিখিত হইতে হইতেছে।

বিসূচী বিধ্বংস রস।*

* টঙ্গনং মাক্ষিকং শুণ্ঠী পারদং গন্ধকং বিষং।
মর্দ্দয়েৎ জম্বীর দ্রাবৈ বটী কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
বিসূচীং নাশয়ত্যাশু দধ্যন্নং পথ্যমাচরেৎ।
গরলং সমভাগেন সর্ব্বেষাং হিঙ্গুলং সমং॥
শ্বেত সর্ষপ তুল্যাচ মৃত সঞ্জীবনী তথা॥
ত্রিদোষমমতীসারং সর্ব্বোপদ্রব সংযুতম্॥
ইতি রসেন্দ্র কৌমুদী

সোহাগার খই ১ ভাগ।
স্বর্ণ মাক্ষিক (শোধিত ও জারিত) ১ ভাগ।
শুঁঠ ... ১ ভাগ
{ পারদ গন্ধক (শোধিত ও কজ্জলীকৃত) ২ ,,
কাষ্ঠ বিষ (শোধিত) ... ১ ,,
কৃষ্ণসর্প বিষ (শোধিত) ... ১ ,,
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ ,,

এই আটখানি দ্রব্য উপরের লিখিত মত ওজন করিয়া লইবে। পরে কিঞ্চিৎ গোঁড়া লেবুর রসে কাষ্টবিষ ভিজাইয়া রাখিবে। বিষগুলি যথন কোমল হইয়া আসিবে—তথন তাহা শিলায় উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং ইহাতে সর্পবিষও মিশাইয়া লইবে। পূর্ব্বোক্ত শোধিত হিঙ্গুলখানি ওজন করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করতঃ যাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেই চূর্ণীকৃত হিঙ্গুল এই বিষ মিশ্রণে মিশ্রিত করিয়া এমন ভাবে মর্দ্দন করিবে—যেন তাহা সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যায়। তদন্তর কজ্জলী, শুঁঠ, স্বর্ণমাক্ষিক এবং সোহাগার খই ইহাতে মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইবে এবং রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করিবে। এইরূপে সাতদিনে সাতবার জামীরের রসে ভাবনা দিয়া সর্ষপ পরিমিত এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। খুব সতর্কতার সহিত এই ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত। নখ-মধ্যগত অথবা লোমকূপ প্রবিষ্ট হইয়া এই ঔষধ শরীরে বিশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে পারে।

সূচিকা ভরণ রস।*

কাষ্ঠ বিষ (শোধিত) ... ১ ভাগ
সর্প বিষ (শোধিত) ... ১ ,,
দারুমুজ (শোধিত) ... ১ ,,
হিঙ্গুল (শোধিত) ... ১ ,,

এই চারিথানি দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উপরি লিখিত ভাগে ওজন করিয়া এমন ভাবে একত্র মর্দ্দন করিবে যে, প্রত্যেকটী দ্রব্যই যেন সুন্দররূপে মিশিয়া যায়। তারপর পঞ্চ পিত্তের প্রত্যেকটী দ্বারা এক এক দিন এক এক বার ভাবনা দিয়া সর্ষপ প্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে।—রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর, ছাগ ও বরাহের পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে। পূর্ব্বেই এই সকল পিত্ত সংগ্রহ করিয়া পরিশিষ্টাধ্যায়ে লিখিত বিধি অনুসারে শোধন ও শুদ্ধিকরণ করিয়া রাখিবে, পরে প্রয়োজন মত ইহার কিয়দংশ জলে গুলিয়া তদ্বারা ভাবনা প্রদান করিবে। ইহার অনুপান "বিসূচী বিদ্ধংস রসে"র ন্যায়ই জানিবে। ইহাও দুই তিন বারের অধিক কাহাকেও সেবন করিতে দেওয়া হয় না। ঔষধ সেবন করাইয়া নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হইলে, রোগীর গাত্রে তিল তৈলাদি মর্দ্দন ও অপরাপর শীতল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। ঔষধের অমোঘ প্রভাবে মৃত প্রায় ব্যক্তিও উজ্জীবিত হইয়া উঠে। যদি ঔষধ গলাধঃকরণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, ক্ষুর দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্ষত করিলে যদি রক্তের কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানে সর্ষপ প্রমাণ (অর্থাৎ সূচিকার অগ্রভাগে যে

* অমৃতং গরলং দারু সর্ব্বতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলং।
বটিকা সূচিকাগ্রেণ সন্নিপাত কুলান্তকৃৎ।
সহস্রশো দৃষ্ট ফলেয়ং বটিকা॥
পঞ্চ পিত্তেন সংমর্দ্দ্য সর্ষপোমাং বটীং চরেৎ॥
তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধি তক্রকং॥

(রসেন্দ্র কৌমুদী)

পরিমাণ ঔষধ সংলগ্ন থাকে) 'সূচিকা ভরণ' অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র রস মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ইহা দ্বারা শরীরে উষ্ণতা এবং নাড়ীতে স্পন্দন উপলব্ধি হইলে শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। নতুবা জীবনের আশা বৃথা। নিম্নে বৃহৎ সূচিকা ভরণের বিষয় লেখা যাইতেছে। যাহার শক্তি এতদপেক্ষা বহু গুণেই গরীয়সী।

বৃহৎ সূচিকা ভরণ রস।*

পারদ, গন্ধক } (শোধিত ও কজ্জলীকৃত) ... ২ ভাগ
সিষা (শোধিত ও জারিত)
অভ্র (শোধিত ও জারিত)
কাষ্ঠ বিষ (শোধিত)
কৃষ্ণ সর্প বিষ (শোধিত)

পূর্ব্বোক্ত ছয়খানি দ্রব্য যথাযথরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবে। পরে রোহিত মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগলের পিত্তে চরিদিনে চার বার ভাবনা দিবে। বরাহ পিত্তে ইহার ভাবনা দিবার নিয়ম নাই। চারিপ্রকার পিত্তের ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপের ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। কেবল নারিকেল জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত; বিসূচিকা, ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উপসংহিত হয়। যখন রোগীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ হইয়া আইসে এবং বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করাইবার পর, রোগীর গাত্রে তিল তৈল ও চন্দনাদি লেপন প্রভৃতি শীতল ক্রিয়া এবং নারিকেলজল পান ও দধি প্রভৃতি ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মরন্ধ্র রস। †

পারদ, গন্ধক } (শোধিত ও কজ্জলীকৃত)	..	২ ভাগ
অভ্র (জারিত)	...	১ „
হরিতাল (শোধিত)	...	১ „
হিঙ্গুল (শোধিত)	...	১ „
মরিচ	...	১ „
সোহাগার খই	...	১ „
সৈন্ধব লবণ	..	১ „
বিষ (শোধিত)	...	৮ „

এই নয়খানি দ্রব্য উপরে লিখিত ভাগে একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। যখন ঔষধগুলি সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যাইবে তখন শোধিত মহিষী পিত্তের জলে আবার অবিরত মর্দ্দন করিতে থাকিবে। ঔষধের দ্রব্য সমষ্টি পরিমাণ যত হইবে, তাহার চতুর্থাংশ মহিষী পিত্ত কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়া লওয়াই শাস্ত্রের বিধান। ঔষধগুলি ভিজিতে পারে, জলের পরিমাণ এইরূপ হইলেই চলিবে। কথিত

* রস গন্ধক নাগাভ্রং বিষং স্থাবর জঙ্গমম্।
সূচিকা ভরণো নাম ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ত্রয়োদশ সন্নিপাতে বিমূঢ়ামতীসারকে।
পয়ঃ পেটী শতং দদ্যাৎ ভোজনং দধি ভক্তকম্।
রোগিণো যৎ প্রিয়ং দ্রব্যং তস্মৈ তচ্চ প্রদাপয়েৎ॥
মাৎস্য-মাহিষ-মায়ুর-চ্ছাগ পিত্তৈ বিভাবয়েৎ॥
দাতব্যাঃ সূচিকাগ্রেণ পয়ঃ পেটী জলেন চ॥
ত্রিদোষজে তথা কাসে দানয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
তথা সুভক্তিজ্ঞং শ্যামং লেপনং তিল চন্দনৈঃ॥

রসেন্দ্র কৌমুদী।

† রসাভ্রং গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা।
সর্ব্ব পাদ সমোপেত মহিষী পিত্ত মর্দ্দিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রয়োক্তব্যাং সন্ন্যাস জ্ঞান সঙ্গমে॥
সহস্র কলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ।
টঙ্কনং সৈন্ধবোপেতং সর্ব্বাংশ সমৃতং তথা॥
ইক্ষু মুদ্গাং রসং ভোজ্যং তক্র ভক্তং যথেপ্সিতাং॥
(রসেন্দ্র কৌমুদী)

পিত্ত দ্বারা ঔষধগুলি সুন্দররূপে মর্দ্দিত হইলে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণাবস্থাতেই রাখা যাইতে পারে। অথবা বটী প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে চলে। আমাদিগের বিবেচনায় বটী প্রস্তুত করিয়া রাখিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে ঔষধস্থিত পিত্তগুলির বীর্য্য অধিক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে।

যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়, ঔষধ সেবন করিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকে না, তখন ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষত করিয়া সেই ক্ষত স্থানে এই ঔষধ লাগাইয়া দিতে হয়। ঔষধ লাগাইবার পর মৃদু হস্তে মর্দ্দন করা উচিত। যদি রক্তের সহিত ঔষধ সংলগ্ন হইতে পারে, তবেই উপকার হইবার সম্ভাবনা। এত দ্বারা রক্তের সঞ্চালন ক্রিয়া সূচিত হইলে এবং শরীর গরম হইয়া উঠিলে রোগীকে শীতল জলে স্নান করাইবে ও মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে। শরীরে চন্দনাদি লেপন, ইক্ষু রস, মুগের যূষ ও তক্রাদির যথেষ্ট পানের ব্যবস্থা করিবে। ঔষধ প্রয়োগে শরীর গরম না হইলে জীবনের আশা করা যায় না।

ওলাউঠা রোগের মূত্র নিঃসরণ ও বর্ণ-মল নির্গমণ হইতে থাকিলে কখনও কখনও কোনও কোনও রোগীর ঘোরতর বৈকারিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পানের রস অথবা দোষানুযায়ী অন্য কোনও অনুপানের সহিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি ও কর্পূর—প্রত্যেকটি দুই এক রতি মাত্রায় দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে প্রভূত উপকার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে বৈকারিক লক্ষণ শীঘ্রই দূরীভূত হয়।

উপযুক্ত অনুপানের সহিত "বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব" সেবন করিতে দিলেও এরূপ অবস্থায় সবিশেষ সুফল দেখা যায়। এস্থলে মকরধ্বজ ও বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব প্রস্তুতের নিয়মাবলী উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা দেখি না। এই দুই ঔষধের প্রস্তুতের বিশদ প্রণালী আয়ুর্ব্বেদীয় প্রচলিত সকল গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। এক্ষণে উপসর্গ-চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে কিছু বলা নিতান্তই প্রয়োজন।

ওলাউঠা রোগের পরিণামে সকল রোগীরই চক্ষুঃ কোটরগত হইয়া থাকে। তেলাপোকার বিষ্ঠা জলের সহিত মাড়িয়া চক্ষুর পাতায় প্রলেপ দিলে এই উপসর্গের সবিশেষ উপকার হয়।

নিরামিষ খাদ্য।

-:*:——

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাল)

নিরামিষ আহার অর্থাৎ উদ্ভিদ হইতে সংগৃহীত আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে কার্ব্বো-হাইড্রেটস্ (carbo-hydrate) প্রধান, কিন্তু প্রাণিজাত খাদ্যের মধ্যে প্রোটিড এবং চর্ব্বিই প্রধান। কার্ব্বোহাইড্রেট উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের মধ্যে চিনি ও শ্বেতসারের আকারে অবস্থান করে। নিরামিষ খাদ্য যে একেবারে প্রোটিড হীন তাহা নহে,—দাল প্রভৃতিতে উক্ত পদার্থ

অধিক মাত্রায় বিদ্যমান কিন্তু বাদাম, নারিকেল প্রভৃতিতে চর্ব্বিই অধিক পরিমাণে থাকে।

উদ্ভিজ্জ আহারের ভিতর পুষ্টিকর পদার্থ যথা, প্রোটিড, চর্ব্বি ও কার্ব্বোহাইড্রেট।

অল্প সোডিয়ম ক্লোরাইড (sodium cloride) মিশ্রিত জলে উদ্ভিদ প্রোটিড (vegetable-protied) সহজেই দ্রব হইয়া যায়। উদ্ভিদ প্রোটিড বা প্রাণী প্রোটিড সিদ্ধ করিলে দুষ্পরিপাচ্য হয়। ইহা হইতে বেশ উপলব্ধি হয় যে, মাংস বেশী সিদ্ধ করিলে দুষ্পাচ্য হয়, কারণ তাহাতে প্রোটিড অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান; আর উদ্ভিদ সিদ্ধ করিলে সুপাচ্য হয় কারণ তাহাতে কার্ব্বো হাইড্রেট অংশ অধিক।

আমরা দেখিতে পাই যে, শস্যের বীজ সর্ব্বত্র অধিক পরিমাণে প্রচলিত। রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis) দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রবিশস্যের বীজে অনেক প্রকার খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যথা ফসফেট অব ক্যালসিয়ম্ (phosphates of calcium) ম্যাগনেসিয়ম (magnesium) পটাস (potash) লৌহ (iron) এবং সিলিকা (silica) প্রধান প্রধান রবিশস্যের ভিতর কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থের কত পরিমাণ নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

নাম	চর্ব্বি	কার্ব্বো হাইড্রেট	প্রোটিড	খনিজ পদার্থ	জল
গম	২.১৮	৭০.৯২	১২.২৪	২.২৪	১১.৮৩
যব চূর্ণ	৭.৩	৬৯.৪	১৪.২	১.৯	৭.২
বার্লি	২.২	৭৩.৩	১০.০	২.৬	১১.৯
চাউল	০.৮	৭৮.৮	৬.৮৬	১.৩২	১১.৫
ভুট্টা	৫.৪	৭০.৯	৯.৭	১.৫	১২.৫

অন্য সকল রবিশস্যের তুলনায় ভুট্টাতে চর্ব্বীভাগ বেশী এবং লবণ ভাগ কম। চাউল শ্বেতসারে পূর্ণ কিন্তু তাহাতে যবক্ষার জনিত কোন দ্রব্য, চর্ব্বি এবং খনিজ পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান। যবচূর্ণ, চর্ব্বি ও প্রোটিড পরিপূর্ণ এবং সকল রবিশস্যের মধ্যে ইহাই খুব পুষ্টিকর।

গম পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত। গম হইতে আমরা তিন প্রকার জিনিস প্রাপ্ত হই। ময়দা তরল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়, সূক্ষ্ম পদার্থের অপেক্ষাকৃত মোটা আবরণ হইতে আটা তৈয়ার হয়, আর অপেক্ষাকৃত মোটা তৃতীয় আবরণ হইতে সুজি প্রস্তুত হয়, ইহা অতিশয় পুষ্টিকর।

বঙ্গদেশে চাউল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহা আমাদের প্রধান খাদ্য। বহু

প্রকারের চাউল এখানে জন্মিয়া থাকে। আমাদের এখানে যে সকল চাউল পাওয়া যায় তাহাকে আমরা "দেশী" চাউল বলিয়া থাকি এবং তাহা 'বর্ম্মা চাউল' হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম-দেশের চাউল ভাল হয় না, তাহা একেবারে কলে প্রস্তুত হইয়া বাহির হয়,সুতরাং তাহাদের দুইটী আবরণ বাহির হইয়া যায়। তাই দেশী চাউল অপেক্ষা বর্ম্মা চাউল কিছু আকারে ছোট। সিদ্ধ চাউলে বীজকোষ বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বর্ম্মা চাউলে তাহা থাকেনা, সেইজন্য বর্ম্মা চাউল প্রোটীড ও খনিজ পদার্থ বিশেষ ফসফরাস শস্য।

সমস্ত বীজ খাদ্যের মধ্যে তণ্ডুলে প্রোটীড (protied), চর্ব্বি (fat) ও খনিজ পদার্থ অতি অল্প মাত্রায় থাকে। তণ্ডুলে অধিক মাত্রায় শ্বেতসার (starch) থাকে বলিয়া ইহা বিরস। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যবক্ষার জনিত দ্রব্য যথা দাল, মাছ, ঘৃত, প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। তণ্ডুল পুরাতন হওয়া আবশ্যক, নূতন চাউলে পেটের পীড়া হয় এবং ইহা দুষ্পাচ্য।

যব খুব পুষ্টিকর ও খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ। ইহাতে যবক্ষার জনিত পদার্থ ডিমের শ্বেতাংশের আকারে বর্ত্তমান।

নিরামিষ খাদ্যের মধ্যে দাল যবক্ষারবহুল পদার্থ। দাল প্রোটিডবহুল বলিয়া ইহা শ্বেত-সার বহুল দ্রব্যের সহিত অর্থাৎ চাউলের সহিত খাইতে হয়। দালে পটাস লবণ (salt of potash) চূণ ও গন্ধক থাকে। দালের উপাদান :—

নাম	প্রোটিড	কার্ব্বোহাই	চর্ব্বি	জল	খনিজ পদার্থ
মটর	২১.০	৬১.৪	১.৮	১৩.০	২.৬০
কলাই	২২.৫৮	৫৮.০২	১.১০	১০.৮৭	৩.৬১
মুগ	২৩.৬২	৫৩.৪৫	১.৬৯	১০.৮৭	৩.৫৭
ছোলা	১৯.৯৪	৫১.১৩	৪.৩১	১০.০৭	৩.৭২
অরহর	২১.৬৭	৫৪.২৭	৩.৩৩	১০.০৮	৫.৫০
মসুর	২৫.৪৭	৫৫.০৩	৩.০০	১০.২৩	৩.৩৩

আলু অধুনা সর্ব্বত্র প্রচলিত। আলু আমাদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ, আলু ব্যতীত আমাদের একদণ্ড চলে না। আলু না থাকিলে আমরা ব্যঞ্জন কিরূপে পাইতাম তাহা বলা যায় না, কারণ তরি তরকারী বড়ই দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। আলুতে নানাপ্রকার লবণ

থাকে, তজ্জন্য ইহা কতকগুলি রোগীর পক্ষে উপকারী। যবক্ষার জনিত দ্রব্যের সহিত আলু ব্যবহারে শরীর বেশ সুস্থ ও সবল থাকে। ইহাতে নাইট্রেড অব পটাস থাকে। নূতন আলু অপেক্ষা পুরাতন আলু আশু-পাচ্য।

কাঁচা শাকসব্জিতে শতকরা ৯০ ভাগ জল ও যবক্ষার ১ হইতে ৪ পর্য্যন্ত থাকে। চর্ব্বি ইহাতে বড়ই কম, সুতরাং ঘি বা তৈল পক্ক করিয়া ইহা খাইতে হয়।

কার্ব্বোহাইড্রেট বহুমূত্র রোগে অপকারী, উপরিউক্ত দ্রব্য গুলিতে উক্ত পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে আছে, সুতরাং বহুমূত্র রোগীর পক্ষে উপকারী। ফুলকপি সব চেয়ে সুপাচ্য এবং অম্লরোগীর পক্ষে উপকারী। শসা দুষ্পাচ্য, বেল বড় উপকারী। পেটের ব্যারামে বেলের সরবৎ ও বেলের মোরব্বা খুব উপকারী, ইহাতে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

শরীর পুষ্টিসাধনে আঙ্গুর অতি উপকারী,

নাম	প্রোটীড্	চর্ব্বি	জল	কার্ব্বোহাই	খনিজ-পদার্থ
বাঁধাকফি	১.৮	০.৪	৮৯.৬	৬.৯	১.৩
ফুলকফি	২.২	০.৪	৯০.৭	৫.৯	০.৮
শসা	০.৮	০.২	৯৫.৪.	৩.১	০.৫
বেগুন	০.৮৯	০.৯৪	৯৩.৯৮	৩.৪৮	০০.২৬
কলা	১.৩	০.৬	৭৫.৩	২২.০	০.৮
বিলাতী-কুমড়া	০.৯০	১.০	৯৩.৪০	৩.৯৬	০.৭

আঙ্গুরের রসে চিনি, বাইট্রেট্ অব পটাস্ (bitrate of potash) টার্ট্রেট অব লাইম (titrate of lime) ম্যালিক য়্যাসিড (malic acid) এবং জল থাকে, বৃদ্ধের পক্ষে আঙ্গুর খুব উপকারী। শুষ্ক আঙ্গুরকে কিসমিস বলে, তাহা আঙ্গুর অপেক্ষা দুষ্পাচ্য।

আম অতিশয় পুষ্টিকর ফল। উদরের খারাপ অবস্থায় খাইলে কঠিন উদরাময় রোগ

নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি ফলে কার্ব্বোহাইড্রেট অংশ অতিশয় কম আছে, বহুমূত্র রোগীর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহারা খুব পুষ্টিকর ফল, কিন্তু সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত)

কোষ্ঠবদ্ধতায়।—(১) ঘন দুগ্ধের সহিত ২ তোলা পরিমিত ছানা মিশাইয়া খাইলে ১ বার উত্তমরূপে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। (২) এক তোলা মৌরী বাটা এক গ্লাস মিছরির সরবতের সহিত পান করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। (৩) হরীতকীর গুঁড়া, আমলকীর গুঁড়া, সোনামুখীর গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণ—এই কয়েটি দ্রব্য ৶১০ সাড়ে তিন আনা ওজনে লইয়া গরম জলের সহিত রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে প্রাতে উত্তমরূপ কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। (৪) হরীতকীর গুঁড়া চারি আনা, মৌরীর গুঁড়া চারি আনা, সোণামুখীর গুঁড়া চারি আনা, গোলাপ ফুলের দলের গুঁড়া চারি আনা একত্র মিশাইয়া লইয়া তাহার চারি ভাগের এক ভাগ এবং মিছরির গুঁড়া ১ ভাগ শীতল জলের সহিত রাত্রিতে শয়নকালে সেবন করিলে প্রাতঃকালে তিনবার ভেদ হইয়া থাকে। (৫) সোণামুখী ॥০ তোলা, রেউ চিনি ॥০ তোলা, জাঙ্গী হরীতকী ॥০ তোলা ও সোঁদাল ফলের আটা আধ তোলা—আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহার অর্দ্ধেক ফেলিয়া দিয়া বাকী অর্দ্ধেকটি কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া পান করিলে জোলাপের কার্য্য করিয়া থাকে।

শিরঃপীড়ায়।—(১) অপরাজিতা ফুলের পাতার রসের নস্য লইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (২) আকন্দের আটায় ঘুঁটের ছাই মিশাইয়া কাদার মত করিয়া শুকাইয়া নস্য লইলে অনেক গুলি হাঁচি হইয়া শ্লেষ্মা নির্গত হয় এবং শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (৩) নিশাদল—কলি চুণের সহিত মিশাইয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। (৪) কর্পূর—শ্বেতচন্দনের সহিত ঘসিয়া লইয়া কপালে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (৫) কুলের পাতার উল্টা পিঠে কলিচুণ মাখাইয়া রগে বসাইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়। (৬) কদম্বের নূতন পাতা মাথায় মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল প্রশমিত হয়।

দন্তরোগে।—(১) আকন্দের আটা ও সৈন্ধব লবণ সমান ভাগে মিশাইয়া শুকাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়। (২) পাঁপড়ি খদির ১ ভাগ, তুঁতে পোড়া ১ ভাগ, কাঁচা শুপারির শাঁস পোড়ান ১ ভাগ, হরীতকীর গুঁড়া ১ ভাগ, বহেড়ার গুঁড়া ১ ভাগ, ও আমলকীর গুঁড়া ১ ভাগ—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া দন্ত মার্জ্জনা করিলে দন্ত রোগ প্রশমিত হয়। (৩) পাঁপড়ি খদির এবং তাহার সিকি পরিমাণ কর্পূর মিশাইয়া জল দিয়া কাদার মত করিয়া তদ্দ্বারা দন্ত মাজিলে দন্তশূল ও দন্ত বেদনা প্রশমিত হয়। (৪) নাগেশ্বরের মূল ১ ভাগ ও আদা ১ ভাগ একত্র মিশাইয়া দন্ত ধাবন করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়। (৫) জাতী ফুলের পাতা ১ ভাগ, পুনর্ণবা ১ ভাগ, গজ পিপুল ১ ভাগ, ভেরেণ্ডার শিকড় ১ ভাগ,

কুড় ১ ভাগ, শতমূলী ১ ভাগ—সমস্ত দ্রব্যের চুর্ণ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্ত রোগ আরোগ্য হয় এবং দন্ত বজ্রের মত শক্ত হয়। (৬) বটের কুঁড়ি চিবাইয়া দাঁতের গোড়ায় বেদনার স্থানে রাখিলে বেদনা প্রশমিত হয় এবং নড়া দাঁতে শক্ত হইয়া থাকে। (৭) সিউলীর মূল বাটিয়া দন্তে লাগাইলে দন্তশূল নিবারিত হয়।

পোড়াঘায়ে।—জ্বালা দীপ শিলে ঘসিয়া ঐ মাটি দিয়া প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র পোড়া ঘা আরোগ্য হয়।

অগ্নিমান্দ্যে।—(১) আহারের পূর্ব্বে আদার কুচি সৈন্ধব লবণের সহিত মিশাইয়া নিত্য সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (২) প্রাতঃকালে শুঁঠের গুঁড়া এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ গব্যঘৃতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিয়া একটু গরম জল পান করিলে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয়। (৩) যদি প্রাতঃকালে অজীর্ণ বোধ হয় তাহা হইলে হরীতকীর গুঁড়া, শুঁঠের গুঁড়া ও সৈন্ধব লবণের গুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সহিত প্রত্যুষে সেবন করিলে অজীর্ণ প্রশমিত হইবে।

অজীর্ণে।—ঘৃত খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে লেবুর রস খাইলে উহা প্রশমিত হয়। কাঁঠাল খাইলে যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে কলা খাইলে উহা আরোগ্য হয়। কলা খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে ঘৃত খাইলে আরোগ্য হয়। নারিকেল এবং তাল শাঁস খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে চাউল ভক্ষণে আরোগ্য হয়। আম্র খাইয়া অজীর্ণ হইলে দুগ্ধ পানে প্রশমিত হয়। ময়দা খাইয়া যদি অজীর্ণ হয়, তাহা হইলে শসা ভক্ষণে আরোগ্য হয়। খেজুর এবং কয়েদবেল খাইয়া অজীর্ণ হইলে নিম্ববীজ খাইলে প্রশমিত হয়। তণ্ডুল খাইয়া অজীর্ণে গরম জল পান হিতকর। মটর খাইয়া অজীর্ণ হইলে হরীতকী সেবনে প্রশমিত হয়। লবণ ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে চাউলধোয়া জল হিতকর। জল পান করিয়া অজীর্ণ হইলে মধু সেবনে উপকার হয়। পিষ্টক আহারে অজীর্ণ হইলে গরম জল পান করিবে। জাম খাইয়া অজীর্ণ হইলে শুঁঠ সেবনে প্রশমিত হইবে। মালপুয়া এবং বড়া ভক্ষণে অজীর্ণ হইলে যমানি সেবন হিতকর। বেগুন এবং মূলা ভক্ষণে অজীর্ণ রোগে বৃহতীর ক্বাথ পান করিলে প্রশমিত হয়। শাক খাইয়া অজীর্ণ হইলে সরিষা বাটা সেবনে আরোগ্য হয়। ওল খাইয়া অজীর্ণ হইলে গুড় ভক্ষণে ভাল হয়। তরকারী খাইয়া অজীর্ণ নাশের জন্য তিলের গাছ পোড়াইয়া উহা জলের সহিত মিশাইয়া সেবনে আরোগ্য হয়। দুগ্ধ পানে অজীর্ণে কুঙ্কুম, চিঁড়া ভক্ষণে অজীর্ণ নিবারণে পিঁপুলের গুঁড়া ও কুঙ্কুম এবং ষষ্টিক তণ্ডুল পরিপাকের জন্য দধিমস্তু প্রশস্ত। খিচুড়ি—সৈন্ধব লবণে, মাংস—লেবুতে এবং মুগের যূষে পায়স পরিপাক করে।

বিষ চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীঅতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিভূষণ)

সর্প দংশনে।—সর্প দংশন করিবামাত্র দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলী উপরে দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিবে। তাহার পর দংশিত স্থান চিরিয়া একটি ছোট গেলাসের মধ্যে স্পিরিট জ্বালিয়া ক্ষত মুখে সেই গেলাসটি চাপিয়া ধরিয়া রক্ত নির্গমন করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার পর এক খণ্ড লৌহ অগ্নি সন্তাপে রক্তবর্ণ করিয়া ক্ষত স্থান দগ্ধ করিবে। দংশিত স্থান যদি বাঁধিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলেও চিরিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থায় রক্তমোক্ষণের চেষ্টা করিবে এবং উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করিবে। যদি বিষ সর্ব্ব দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তুঁতের জল বা অন্য বমন কারক ঔষধ সেবনে বমন করাইতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধের কথা।—(১) ৮।১০টি গোল-মরিচের সহিত হুড়হুড়ের মূল জলে পিষিয়া সেবন করান হিতকর। (২) অপরাজিতা ও হাপরমালীর ক্বাথ পান করান সর্পবিষে উপকারক। (৩) মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু, জীবক, ঋষভক, চিনি, গাম্ভারী ও বটের শুঙ্গার ক্বাথ পান করান সর্পবিষে প্রশস্ত ব্যবস্থা। (৪) মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আতইচ, কুড়, ঝুল, রেণুকা, সিউলি ছোপ ও কটকী—এই সকল দ্রব্যের সমষ্টির পরিমাণ ২ তোলা, জল ।৷৷০ আধ সের, শেষ আধ পোয়া,—এই ক্বাথে কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তিকে পান করানর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। (৫) হাতীশুঁড়ার মূল ও ভুঁই চাপার মূল সেবনে সর্পবিষ বিনষ্ট হয়।

নস্য প্রয়োগ।—(১) ঈশলাঙ্গলার মূল জলে পিষিয়া লইয়া নস্য প্রয়োগ সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ব্যবস্থেয়। (২) বিষাক্রান্ত ব্যক্তির নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ,জিহ্বা ও কণ্ঠনালীর রোধ হইলে বার্ত্তাকু, হোলঙ্গ লেবু এবং কট্‌কী পেষণ করিয়া নস্য প্রয়োগের ব্যবস্থা করিবে।

বৃশ্চিক দংশনে।—দংশিত স্থানে তার্পিণ তৈলের মালিশ উত্তমরূপে করিতে থাকিবে এবং তালপাতার আগুন করিয়া বারম্বার সেঁক দিবে। গাওয়া ঘি ও সৈন্ধব লবণ একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া দংশিত স্থানে মাখাইয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। গোময় গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে। কাল কচুর আটা মর্দ্দন করিলে এ অবস্থায় বিশেষ উপকার দর্শে। চূণ গরম করিয়া দিলেও বৃশ্চিক-বিষে উপকার হয়। চিটে গুড়ের প্রলেপও বৃশ্চিক বিষ প্রশমনে উপকারক।

মূষিক বিষে।—সর্প বিষাক্রান্ত ব্যক্তির মত প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ করান আবশ্যক। তাহার পর ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব-লবণ সমানভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দেওয়া হিতকর। আকন্দের মূল পিষিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হইয়া থাকে। দারুচিনি ও শুঁঠের গুঁড়া প্রত্যেক দ্রব্য ।০ আনা মাত্রায় লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করানও এ অবস্থায় প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা।

মাকড়সার বিষে।—(১) অপরাজিতা অর্জ্জুন ছাল, কুড়, শেলু, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, যজ্ঞ ডুমুর ও বেতস ছাল—সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া,—এই কাথ পান করাইলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হয়। (২) রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা মূল, পারুল, নিসিন্দা, স্বর্ণক্ষীরি, সিউলিছোপ শিরীষ, বালা ও অনন্ত মূল—এই সমস্ত দ্রব্য সমানভাগ এবং কুড় ৩ ভাগ—একত্র শেলু বৃক্ষের রসের সহিত পিষিয়া প্রলেপ দিলে মাকড়সার বিষ নষ্ট হইয়া থাকে।

শৃগাল ও কুকুরের বিষে।—শৃগাল বা কুকুরে দংশন করিবামাত্র দংশিত স্থান চিরিয়া রক্ত নির্গমনের ব্যবস্থা করিবে এবং উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিবে এবং তৎক্ষণাৎ ধুতুরার মূল ১ রতি অথবা কুঁচিলার মূল ১ রতি ও খানিকটা গব্য ঘৃত পানের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। সীজের আটায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া দংশিত স্থানে প্রলেপ দিলে এ অবস্থায় উপকার দর্শিয়া থাকে। সীজের আটায় শিরীষ বীজ ঘসিয়া তাহার মধ্যে ভেড়ার লোম পূরিয়া সেবন করানও এ অবস্থায় হিতকর।

শোষক কার্পাস।

(The Absorbent Cotton)

[অভিনব প্রণালীতে হস্ত দ্বারা প্রস্তুত করিয়া নিখিল ভারতবর্ষীয় দশম বৈদ্য সম্মেলন-প্রদর্শনী উপলক্ষে দিল্লীতে প্রদর্শিত]

-:*:-

(শ্রীপ্রমথ নাথ দত্ত গুপ্ত)

চিকিৎসা শাস্ত্রে 'কার্পাস' এবং তজ্জাত বস্ত্রাদির অনেকস্থলে ব্যবহার দেখিতে পাই। মহাত্মা ধন্বন্তরি সুশ্রুতোক্ত অগ্রোপহরণীয় অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার অস্ত্র ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তৎকার্য্যোপযোগী যন্ত্রাদি সহ পিচু (তুলা) প্লোত সূত্র ও পট্ট ইত্যাদির সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছিন্ননাসা, ছিন্ন ওষ্ঠাদি যাবতীয় শল্য চিকিৎসায়ও কার্পাসের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এই কার্পাস কিরূপ এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হইত, তাহা শাস্ত্রীয় ব্যবহার বিধিগুলির আলোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

অস্ত্র ক্রিয়ার পশ্চাতে ক্ষতের আর্দ্রতা পরিশোষণজন্য, কষায়াদি বস্ত্র ও বিকেশিকা প্রস্তুতার্থ প্রতিসারণীয়—ক্ষারকর্ম্মে ক্ষরিত রক্ত পূযাদি শোষণ করণার্থ এবং ব্রণ বন্ধনে যাহাতে বন্ধন শিথিল বা সঙ্কুচিত না হয়—অ তাহার কোমলতা বিদ্যমান থাকে, বনমক্ষিকা মশা তৃণ, প্রস্তর খণ্ড, ধূলি এবং শীত, বাত, আতপ প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা ক্ষতস্থান কোন প্রকারে দূষিত না হইতে পারে—অপিচ অস্থি চূর্ণিত, মথিত, ভগ্ন বা অতি-পাতিতাবস্থায় কিম্বা শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি ছিন্ন হইলে তাহাদিগকে স্বস্থানে স্থিতকরণার্থ

শল্যতন্ত্রোক্ত কার্পাসের ব্যবহার বহুপ্রকারেই দেখিতে পাই।

উপরি লিখিত কার্পাসের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ দৃষ্টে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ কার্পাস বিশেষ উপাদানে শোষকগুণ বিশিষ্ট রূপে প্রস্তুত। স্বাভাবিক কার্পাসে যে পরিমাণে শোষক শক্তি বিদ্যমান আছে—তাহাতে ক্ষতাদির বন্ধন পক্ষে উহা সম্যক উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যেহেতু উপযুক্তভাবে শোষণ গুণ যুক্ত না হইলে উহা কদাপি লেপাদি ঔষধ ক্ষতার্দ্রতা ও রক্ত পূয়াদির শোষণ কার্য্য করিতে অথবা কোমল হইতে পারে না।

অতএব শোষণ গুণযুক্ত শোষক কার্পাসই শল্য চিকিৎসার একটী প্রধান উপাদান। ইহা দ্বারা ধাত্রী চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ও ব্রণাদির প্রতিকারার্থ যাবতীয় বর্ত্তি, পিচু, বিকেশিয়া, দুকূল, ও ব্রণবন্ধনী বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয় এবং তৎ সমস্তই শোষণ গুণ যুক্ত ও উত্তম আবরক হইয়া থাকে।

ব্রণ হইতে রক্তপূয়াদি আকর্ষণ করিয়া, অভ্যন্তরে পূয়োদপাদক বীজাণু প্রসারের হ্রাস করা এবং বহির্দ্দেশ হইতে শীত, বাত, আতপ, বীজাণু ও ধূলি ইত্যাদি আগন্তুক উপদ্রব হইতে রক্ষা করাই ইহার প্রধান কার্য্য। এই জন্য ইহা প্রদাহে অগ্নি কর্ম্মে, ক্ষারকর্ম্মে,বিসর্পে অন্যান্য ক্ষতাদি স্থানে, বীজাণুশূন্য এবং বীজাণু নাশক কষায় সিক্ত করিয়া আবরণার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত অপস্তম্ভ, ফুসফুসাদি যন্ত্রের প্রদাহে, উরঃক্ষতে, শীত, বাত, এবং আতপ হইতে রক্ষাকরণার্থ বক্ষ ও পৃষ্ঠ প্রভৃতি পীড়িত স্থান ইহার দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হয়।

অধুনা প্রক্রিয়ার দ্বারা ইহাকে দ্রব করিয়া তদ্বারা ছেদ্য, ভেদ্য, লেখ্য, এষ্য, আহার্য্য ও সিব্য ক্রিয়োৎপন্ন ক্ষত উত্তমরূপে আচ্ছাদন করা যাইতেছে।

এই শোষণ গুণযুক্ত কার্পাস প্রাকৃতিক কি বৈকৃতিক তাহা আমরা সামান্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি। বৃক্ষজাত বীজ রহিত কার্পাস জলে নিমজ্জিত করিলে দেখিতে পাই,কার্পাস খণ্ড জলে ভাসিতে থাকে জল শোষণ করে না। অতএব ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয়, স্বভাব জাত কার্পাসে শোষণ শক্তি উপযুক্ত ভাবে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু অভিনব প্রণালীতে প্রস্তুত 'শোষক কার্পাস, জলে স্থাপন করিবামাত্র দেখা যায় যে, তন্মুহূর্ত্তে জল কার্পাসের প্রত্যেক স্তরে স্তরে এবং ঊর্দ্ধস্থিত সূক্ষ্ম তন্তু পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া অতি সত্বরই উহাকে নিমজ্জিত করিয়া ফেলে।

এই কারণে প্রমাণ হয় যে,—আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ্ মহাত্মারা শল্য চিকিৎসায় যে কার্পাসাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা শোষণ গুণ বিশিষ্ট ও যে বস্ত্র ব্যবহার করিতেন তাহাও উক্ত কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত হইত এবং কার্পাসকে শোষকরূপে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া তাঁহাদের বিশেষ ভাবে জ্ঞাত* ছিল, অথচ সেই তত্ত্ব আজ আমাদের নিকটে অজ্ঞাত।

আমরা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে

* এই প্রবন্ধের লেখক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। দিল্লীর সম্মেলনের প্রদর্শনীতে যে, শোষক কার্পাস প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা এই ছাত্রেরই উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক। এই "শোষক কার্পাস" অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। আঃ সং

অধ্যয়ন করিয়া পদার্থ বিশ্লেষণ শাস্ত্রে (chemistry) সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কার্পাসে স্নেহযুক্ত এমন একটী পদার্থ বিদ্যমান আছে—যাহার দ্বারা কার্পাসে জল শোষিত হইতে পারে না, কিন্তু প্রক্রিয়ার দ্বারা সেই তৈলাক্ত পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিলে কার্পাস শোষকগুণবিশিষ্ট এবং কোমল ও শস্ত্র ক্রিয়াদির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মহিলাদিগের মৃত্যু।—কলিকাতায় মহিলাদিগের মৃত্যু সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ—গত বৎসর কলিকাতায় পুরুষদিগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৩১·৬ এবং মহিলাদিগের মৃত্যু সংখ্যা হাজার করা ৪৪। ইহার মধ্যে বসন্ত রোগে পুরুষ মরিয়াছে—হাজার করা ৫৪, মহিলা মরিয়াছে ৭৪; হামে পুরুষ ১১, মহিলা ২৪; ইনফ্লুয়েঞ্জায় পুরুষ ৪·৩, মহিলা ৫; ম্যালেরিয়ায় পুরুষ ৯৭, মহিলা ১·৯; আমাশয়ে পুরুষ ২·৫, মহিলা ৪·৯; যক্ষ্মারোগে পুরুষ ১·৬, মহিলা ২·৯; ফুসফুস্ রোগে পুরুষ ৭·৭, মহিলা ৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় মহিলাদিগের মধ্যে যক্ষ্মা ও ফুসফুসের পীড়াই প্রবল ভাব ধারণ করায় গত বৎসর অধিক সংখ্যক মহিলা কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক মহাশয় ইহার যে কয়টি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আলোক-রৌদ্রহীন-ঘরগুলিতে অন্তঃপুরচারিণীদিগের অবস্থিতির কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সঙ্গত। আমরা অনেক বারই বলিয়াছি—অনেক প্রবাসী চাকুরে পুরুষের আয়ের পরিমাণ অল্প হইলেও পুত্র কলত্র লইয়া কলিকাতা বাসের সাধ মিটাইতে গিয়া সামান্য কদর্য্য বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন। ফলে কর্ম্মসূত্রে তাঁহাদিগকে অনেক সময় বাহিরে থাকিতে হয়, কিন্তু তাঁহাদের পুরস্ত্রীগণের জন্য আলোক-রৌদ্র উপভোগের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালী মহিলার স্বাস্থ্য এইরূপেই ক্ষয়িত হইতেছে। অল্প আয়ের বাঙ্গালী পুরুষ এসব কথা যে বুঝেন না—ইহাই তো দুঃখ।

শিশু মৃত্যুর হিসাব।—মহিলাদিগের মত কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুর সংখ্যাও ভীষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। গত বৎসর কলিকাতায় যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ শিশু এক বৎসর উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছে। গত বৎসর কলিকাতায় মোট ৫০৯৬টি শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে ১৭৯১টি মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়াছে। গত বৎসর যতগুলি শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তাহার তিনভাগের ১ ভাগ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, কয়েক দিনের মধ্যে বা ১ সপ্তাহের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই ভাবের

মৃত শিশুর মোট সংখ্যা ১৭৯১, ইহাদিগের মধ্যে ৫৯৫টি শিশু অপূর্ণাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, ৭৬৯টি শিশু দুর্ব্বল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ৩৯৫টি শিশুর ধাত্রীর দোষে ধনুষ্কারে মৃত্যুর কারণ ঘটিয়াছিল।

শিশু মৃত্যুর হিসাবের বিশ্লেষণ। শিশুমৃত্যুর হিসাবের বিশ্লেষণে আমরা আরও জানিতে পারি যে, জন্মের ৭ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কলিকাতায় ৮৩২টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। এক কথায় কলিকাতায় যত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধাংশ এক মাসের মধ্যেই কাল কবলিত হইয়া থাকে। ৭ দিনের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয় তাহার শতকরা ২৫ ভাগ এবং ৭ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে যত শিশুর মৃত্যু হয়, তাহার শতকরা ৫০ ভাগ ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। গত বৎসর যত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ৩৮৫টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে দ্বিতীয় মাসে। এই ৩৮৫টির মধ্যে ২৬৫টির ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যু হইয়াছে। গত বৎসর জন্মগ্রহণের পর ২৬৫টি শিশু তৃতীয় মাসে ব্রঙ্কাইটিসে এবং ৩ হইতে ৬ মাস বয়সের মধ্যে ২১২টি শিশু ঐ রোগে মারা গিয়াছে। এই হিসাবে ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে শিশুর মাসিক মৃত্যু সংখ্যা ১১৬। গত বৎসর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৬ হইতে ১২ মাসের প্রতি মাসে গড়পড়তা ২০১টি শিশু কাল কবলিত হইয়াছে, ইঁহার মধ্যে ব্রঙ্কাইটিসে মৃত্যু ঘটিয়াছে প্রতি মাসে ৯০টি। গত বৎসর ৯৮৭টি শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল।

শিশু মৃত্যুর কারণ।—কলকথা শিশুমৃত্যুর অবস্থা ক্রমশঃ যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে ইহার উপায় চিন্তন অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। যে কারণে কলিকাতায় মহিলা মৃত্যু বাড়িয়া উঠিয়াছে, শিশু মৃত্যুর কারণও তাহার সহিত বিজড়িত। বাঙ্গালীকে উদরান্নের সংস্থানের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতে হয়,—তাহার অনুপাতে বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বাঙ্গালী-মহিলার অবস্থা আরও শোচনীয়, একে আলোক রৌদ্র হীন কক্ষমধ্যে দিবারাত্রি অবস্থিতি, তাহার উপর চিরন্তন রীত্যনুসার বাঙ্গালী পুরুষকে যথাসাধ্য আহার করাইয়া ভুক্তাবশেষ ভোজনে আত্মতৃপ্তি অনুভূতির ফলে অনেক মহিলাই উপযুক্ত ভোজনের দিকে লক্ষ্য রাখেন না। ফলে বাঙ্গালী-পুরুষও যেরূপ দুর্ব্বল ও ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন, বাঙ্গালী মহিলা তাহা পেক্ষাও স্বাস্থ্যহানির কারণ করিয়া তুলিতেছেন। কাজেই দুর্ব্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের সংমিলনে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা যে এরূপ ভাবে অকালে কাল কবলিত হইবে—তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা।—সহযোগী "হিন্দুস্থান" হইতে শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমরা নিম্নলিখিত খোকা খুকীদের কথা উদ্ধৃত করিলাম।

১। শিশুর ঠোঁটে ঠোঁট রাখিয়া কখনো চুমো খাইবেন না—বা আর কাহাকেও খাইতে দিবেন না।

২। বাজার হইতে কিনিয়া আনা কৃত্রিম স্তনবৃন্ত শিশুদের মুখে দিয়া কখনো তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবেন না। শিশুদের বাড় ইহাতে কমিয়া যায়; গঠনও খারাপ হইবার ভয় আছে।

৩। কি দিনে, কি রাতে, একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া ঠিক নিয়ম করিয়া শিশু দিগকে দুধ খাওয়াইয়া দিবেন।

৪। প্রতিবারের আহারের পরেই বোরিক অ্যাসিড দিয়া শিশুদের মুখ ধুইয়া দেওয়া দরকার।

৪। দোল দিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইবেন না।

৬। শিশুর পিছনে এক হাত না রাখিয়া কখনো তাহাকে কোলে করিবেন না।

৭। যতক্ষণ পারেন,—শিশুকে খোলা জায়গায় শোয়াইয়া রাখিবেন। খোলা বাতাসে শিশুর বাড় বাড়ে।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৬—অগ্রহায়ণ। { ৩য় সংখ্যা।

সুশ্রুত।

—ঃ*ঃ—

(শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় ব্যাকরণতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ।)

(১)

নিখিল ভুবন আবৃত যখন নিবিড় মোহের তমসা স্পর্শে।
তখন উজল জ্ঞানের আলোক ছাইল সারাটা ভারতবর্ষে॥
তাহার মাঝারে সুশ্রুত দেব! দানিলে বিশাল ভিষকতন্ত্র।
প্রতিভা প্রকাশি' অন্তেবাসীরে বিতরি শতেক শল্য যন্ত্র॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(২)

জনক তোমার অতি তেজস্বী তপোধন মুনি বিশ্বামিত্র।
কৈশোরে তব জ্ঞানের আলোকে-উজলিল হৃদে সে শালিহোত্র।
জনক আদেশে জ্ঞানের প্রয়াসে বারাণসী ধামে পুণ্যক্ষেত্রে।
বরিলে নৃমণি দেব দিবোদাসে আচার্য্য পদে সুদেব পুত্রে॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(৩)

বিতরিল গুরু শতেক শিষ্যে সমান বিষ্ঠা সমান জ্ঞান।
উচ্চে উঠিলে সবার মাঝারে গুণ গৌরবে লভিলে মান॥

ব্রহ্মা রচিত আয়ুর শাস্ত্র তোমাতে লভিল সমুৎকর্ষ।
রচিলে স্বনামে গ্রন্থরত্ন শিষ্য সমাজে ফুটা'লে হর্ষ॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

(৪)

শবচ্ছেদি দিলে শারীরের জ্ঞান শিখা'লে সকলে যন্ত্র শস্ত্র।
এষণ সীবন লেখনাহরণ ছেদন ভেদন বেধন অস্ত্র॥
তিব্বতে তব ঘোষিল কীর্ত্তি মিশরে উঠিল যশের মন্দ্র।
আরব ঘোষিল অতুল মহিমা তবানুসরণে রচিল তন্ত্র॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি॥

কাজের কথা।

বাঙ্গালীর কথা।—এখনকার দিনে বাঙ্গালীর পরমায়ু গড়পরতা পঞ্চাশ। ত্রিশ বৎসরের পরই বাঙ্গালীর শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয় এবং চল্লিশ বৎসরের পর অনেক বাঙ্গালীরই অধিকাংশ ইন্দ্রিয় পূর্ণভাবে কার্য্য করিতে পারে না। বাঙ্গালীর মধ্যে যেরূপ উপচক্ষুর বিস্তৃতি লক্ষিত হয়, তাহাতে যৌবনের সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে অনেক বাঙ্গালীরই যে চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়ের দোষ ঘটিয়া থাকে—ইহা তো স্বীকার করিতেই হইবে। সেই চক্ষুর দোষ ঘটার প্রধান কারণ বাঙ্গালীর শরীর ক্ষয়। চক্ষুর দোষ ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে, যে কোনো কারণেই হউক অল্পদৃষ্টি-বাঙ্গালীর শারীরিক ক্ষয় ঘটিতেছে। বাল্যে বা যৌবনে যাহাদিগের উপচক্ষু ধারণ করিবার কারণ ঘটে, আমাদের মনে হয়, নিয়ত পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলির প্রতি চক্ষুর দৃষ্টি সুসংবদ্ধ থাকাই তাহার প্রধান কারণ। বাঙ্গালী বালক মূর্খ হউক—তাহার অধ্যয়ন করিয়া কাজ নাই—এ কথা অবশ্য আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু ইদানিন্তন কালের অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার জন্য দিবারাত্রি রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান কার্য্যকরী ইন্দ্রিয় চক্ষুর দোষ জন্মাইবার কারণ উপস্থিত করাও সমীচীন কিনা—তাহাই চিন্তার বিষয়।

* * * *

উপচক্ষু বিস্তৃতির হেতু।—শিক্ষার ব্যবস্থা ভিন্ন আর একটি কারণে বাঙ্গালী বালক ও যুবক সমাজে উপচক্ষু-

বিস্তৃতির আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে—সে টি ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। যতগুলি কারণে চক্ষুর দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহার মধ্যে অতিমৈথুন—চক্ষুর দোষ উৎপন্ন করিবার একটি প্রধান কারণ। ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালী-বালক ও যুবকদিগের মধ্যে ইহার গতি কিন্তু রোধ করিবার উপায় নাই। তাহার উপর যেরূপমৈথুনে চিরদিনের জন্য অন্তঃসারশূন্য হইতে হয়, সেই অস্বাভাবিক মৈথুনের ব্যবস্থাই উহাদিগের মধ্যে অপ্রতিহত। ইহার ফলে বাঙ্গালী বালকের চক্ষুর দোষ তো ঘটিতেছেই, তদ্ভিন্ন স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের ভীষণ পীড়নে কর্ম্মময় জীবনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

* * * *

ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সর্ব্বনাশ।—সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলিতে যত বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহার চারিভাগের তিন ভাগ ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল নিবারণের ঔষধে পূর্ণ। বাঙ্গালীর শোচনীয় অবস্থা ঐ সকল বিজ্ঞাপনের অবস্থা দেখিয়াই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। রোগের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা বুঝিয়া দেশে যে ঐ শ্রেণীর ঔষধের আবিষ্কর্ত্তারাও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা তো বলাই বাহুল্য। ফলে এখনকার দিনে বাঙ্গালী-বালকের নিকট যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাহার প্রতীকার কি? সে কালের শিক্ষাকাল গুরুগৃহে অতিবাহিত করায় ব্যবস্থা তো অধুনা লুপ্ত হইয়াছে,—যেরূপ শিক্ষার স্রোত এখন বাঙ্গালায় প্রবাহিত, তাহারই মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষগণ কি ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দানের কোনো একটা ব্যবস্থা করিতে পারেন না? ইহার বন্দোবস্ত কিরূপভাবে হইতে পারে—শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তারা সে বিষয়ের চিন্তা করিবেন, তবে আমাদের মনে হয়,—স্বাস্থ্য পালনের শিক্ষাদানের জন্য সাহিত্য-গণিতের মত যদি একটু কড়াকড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বাস্থ্যপালনের সেই সকল পুস্তকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের বিধি সকল লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে কতকটা শুভ ফল ফলিতে পারে।

* * *

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য।—এখনকার বাঙ্গালী বালককে যে একেবারেই চিত্ত সংযমের শিক্ষা দেওয়া হয় না—ইহা অতি সত্য কথা। বাঙ্গালী-বালকের অধ্যয়ন ব্যাপারে তাহার পিতামাতা যেরূপ কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তাহাকে সংযমী করিবার জন্য যদি তাহার কতকটা দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজি বঙ্গজননীর অনেক কৃতীপুরুষকে অকালে কাল কবলিত হইতে হইত না। অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যেও এখনকার দিনে পনের আনা বাঙ্গালী ভুগিয়া থাকেন। অধিক জলপান, বিষম ভোজন (অল্প ভোজন, বহু ভোজন বা অসময়ে ভোজন) মলমূত্রাদির বেগধারণ ও রাত্রি জাগরণ—সাধারণতঃ এই কয়টি কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়—ইহাই শাস্ত্রবাক্য। বাঙ্গালার পল্লীগুলি অপেক্ষা সহর গুলিতেই অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যের প্রাদুর্ভাব অধিক, আবার বাঙ্গালার সকল সহর অপেক্ষা সর্ব্বপ্রধান সহর কলিকাতাতেই ইহার বিস্তৃতি অত্যধিক। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে চা-সোডা-লেমোনেড-সরবতের দোকান নাই,—ফিরিওয়ালা "চাই বরফ" বলিয়া সেখানে সর্ব্বদা হাঁকিয়া যায় না, কুলপী বরফ সেখানে সন্ধ্যার পর বিক্রয়ের ব্যবস্থা নাই; তাহারই ফলে

পল্লীমাতার সন্তানগণ নাগরিকগণের মত এত অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যপ্রবণ হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে পারেন না। সহরে বাঙ্গালী পিতা নিজেই এইরূপ অধিক জলপানে অজীর্ণগ্রস্থ হইবার কারণ করিয়া থাকেন, এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালী-বালককে সে বিষয়ে চিত্ত সংযম করিবার শিক্ষা কে প্রদান করিবে? ফলে বাঙ্গালী প্রতি নিয়ত রোগের তাড়নায় ক্রমেই যে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেছে, সে সম্বন্ধে কবি রামপ্রসাদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়:—

"কারো দোষ নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

* * *

বাঙ্গালীর পরমায়ু।—অনেক বাঙ্গালীই যে এখন পঞ্চাশ বৎসরের অধিক বাঁচেনা এবং পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতিক্রম করার পর হইতেই তাহার যে জীবনের আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তেই হইয়া থাকে—ইহা পৃথিবীর সকল জাতির লোকেই একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন। বিলাত ও আমেরিকার জীবন-বীমা কোম্পানী গুলি তাঁহাদের ব্যবসায়ের প্রসার কল্পে বাঙ্গালী জাতির বীমা গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী যদি মৃত্যুর পর টাকা প্রদানের সর্ত্তে বীমা করিবার জন্য আবেদন করে, তাহা হইলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, সেরূপ বয়সে দশ কি উর্দ্ধ সংখ্যা পনের বৎসর পরে জীবদ্দশায় টাকা গ্রহণের সর্ত্তে অধিক চাঁদা দিয়া বীমা করিতে হয়। আর পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর বীমা গ্রহণের আবেদন করিলে তাহা তো গ্রহণ করার ব্যবস্থাই নাই। ফলে বাঙ্গালী জাতির পরমায়ু এখনকার দিনে খুড় পরতা যে পঞ্চাশ,—ইহা পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই একরূপ স্থির করিয়া লইয়াছেন।

* * *

সেকালের বাঙ্গালী।— সেকালের বাঙ্গালী আশী-নব্বই-পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত তো বাঁচিতই—একশত এবং তদূর্দ্ধ বয়সেও বাঁচিয়া থাকার লোকও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সমাজের নিয়মে বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিলেও পত্নী বিয়োগে বাঙ্গালীর নূতন করিয়া দার পরিগ্রহে বাধা নাই। অনেক অশীতিপর স্থবিরকেও সেই নীতির মর্য্যাদা পালন করিতে দেখা যায় এবং দারান্তর গ্রহণের ফলে তাঁহাদিগকে প্রজাবৃদ্ধি করিতেও দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ সেকালের বাঙ্গালী যেরূপ অধিক দিন জীবিত থাকিবার ক্ষমতা লাভ করিতেন, সেইরূপ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত হইতেন না। বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন—তথা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনই তাহার এক মাত্র কারণ। অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্যের নাম সে কালে বাঙ্গালী একেবারে জানিত না। এখনকার সৌখিন-বাঙ্গালী আহার করিতে পারে না—ভোজ-নিমন্ত্রণে আহূত বাঙ্গালীর মধ্যে যিনি যত অল্পাহারী—তিনি তত ধন্যমনা বলিয়া মনে মনে গর্ব্ব-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন, আগেকার বাঙ্গালী তো সেরূপ ছিল না। আগেকার বাঙ্গালীকে মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় যে অন্ন প্রদান করা হইত, তাহার পরিচয়ে বলিতে গেলে বলিতে হয়—ঐ অন্নদ্রব্য মার্জ্জার বা বিড়ালে ডিঙ্গাইতে পারিত না। সেকালের আহারপটু বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা নিন্দার কথা ছিলনা, বাঙ্গালীর আহারপটুতা সে কালের একটা গৌরবের বিষয়ই ছিল। ভোজ-নিমন্ত্রণে

যিনি যত বেশী আহার করিতে পারিতেন, তিনি তত বেশী প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিতেন। বাঙ্গালীর 'মুন্কে রঘু'—এই আহারপটুতার ফলে আজিও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ফলে সেকালের বাঙ্গালী বাল্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত, যৌবনে স্বভাবতঃ শরীর ক্ষয়ের কারণ ঘটিলেও তাহার পূরণ কামনায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করিত,—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ-ব্যবস্থাও সর্ব্বপ্রকারে মানিয়া চলিত। সেকালের বাঙ্গালীর নীরোগ, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান থাকিবার তাহাই একমাত্র কারণ।

* * *

এ কালের বাঙ্গালী।—এ কালের বাঙ্গালী ব্রহ্মচর্য্য শিখে নাই, সদাচার করিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সদ্বৃত্তি সে পাইবে কোথা হইতে? যে সকল আহার্য্যে শরীরের পুষ্টি ও মনের তুষ্টি সম্পাদিত হইয়া থাকে সেই দুগ্ধ ঘৃত তো দেশে একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, তা'ছাড়া সে সকল দ্রব্য আহারের জন্যও বাঙ্গালী এখন আর উদ্গ্রীব নহে। বাঙ্গালীর বল সঞ্চয় হইবে কোথা হইতে? বলসঞ্চয় ভিন্ন দীর্ঘজীবন লাভ তো একেবারেই অসম্ভব। এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালীর ভাগ্যে যে সকল আহার্য্য জুটিয়া থাকে, তাহার মধ্যে না থাকে দুগ্ধ, না থাকে ঘৃত, না থাকে যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য! ছাত্রজীবনে অনেক বাঙ্গালীকেই মেসে বা বোর্ডিংয়ে থাকিতে হয়, ইহাদিগের ভাগ্যে বিশেষ পুষ্টিকর আহার্য্য লাভ সম্ভবপর নহে, যে সকল অল্প বেতনের চাকুরে বাঙ্গালী সপরিবারে সহরে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যেও ঐ একই ব্যবস্থা। গরীব বা মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর আহার তো এইরূপ, দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও এখনকার দিনে প্রচুর আহার করিতে পারেন না। তাহার প্রধান কারণ তাঁহারা অতিশয় শ্রমবিমুখ। পরিশ্রম না করিলে তো ক্ষুধাকালে যথেষ্টরূপে ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মিতে পারে না। ফলে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যথেষ্টভাবে উদরপূর্ত্তির অভাবে অজীর্ণ রোগগ্রস্থ হইয়া স্বাস্থ্যক্ষয়ের কারণ করিয়া তুলিতেছেন, আর দেশের ধনবানেরা আলস্য-পরতন্ত্রতার ফলে বয়সোচিত আহারের অভাবে ঐ রোগের কারণ ঘটাইতেছেন।

* * *

পরিণাম।—ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে ইহার পরিণাম যে কি হইবে—তাহা ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গালীর বুদ্ধি আছে, কিন্তু বল নাই, বল না থাকিলে সে বুদ্ধির স্ফূরণ হওয়া কখন সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালীর প্রাণ আছে, কিন্তু উৎসাহ নাই, উৎসাহ না থাকিলে সে শুষ্ক প্রাণ লইয়া কোনো বিরাট ব্যাপারে একাগ্রতার অভিনিবেশের আশা করা যায় না। বাঙ্গালীর হৃদয় আছে, কিন্তু তাহা অশান্তিপূর্ণ, অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের চেষ্টা কখনো সফলকাম হইতে পারে না। বলবুদ্ধি, প্রাণের উৎসাহ এবং হৃদয়ের শান্তি—এই কয়টি জিনিসের অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। বাঙ্গালীর এখন সেই মনুষ্যত্ব নষ্টের উপক্রম ঘটিয়াছে। ইহারেই ফলে বঙ্গজননী আর "প্রতাপাদিত্যের" মত সন্তানপ্রসূ নহেন, "আশানন্দ-বৈদ্যনাথ-বিশ্বনাথের" মত প্রথিত নামা সন্তানকে আর বঙ্গজননীর অঙ্কে ধারণ করিতে হয় না। স্বাস্থ্যহীনতার ভীষণ ফলে সে 'রামপ্রসাদের' মত সাধক, 'কীর্ত্তিবাস' 'কাশীরাম' 'ভারত' 'চণ্ডী-

দাসের' মত কবিত্ব লইয়াও বাঙ্গালা দেশে কেহ জন্ম গ্রহণ করে না, 'টেকচাঁদ' 'বঙ্কিম' 'দীনবন্ধুর' স্থানও পূরণ করিবার শক্তি এইজন্ত বাঙ্গালা হইতে তিরোহিত হইয়াছে।

* * *

ব্যবস্থার কথা।—আর্য্য ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য দিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।" এখনকার দিনের অর্থসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী সে কথা বোঝেনা বলিয়াই তো আজি তাহার এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ফলে নষ্টস্বাস্থ্য প্রায় বাঙ্গালীর পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাকে সেকালের মত আবার সাবেক রীতি নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। বাল্যে গুরুগৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা না হইলেও ছাত্রগণ বাল্য-জীবনেই যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের শিক্ষা প্রাপ্ত হয়—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ধনবানদিগকে শ্রমবিমুখ হইলে চলিবে না,—শারীরিক শ্রমের জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। সাধারণ অল্প বেতনের চাকুরেগণ জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে যে সহরে অবস্থিতি করেন, সে সংকল্প পরিহার করিতে হইবে। চাকরির নেশা পরিত্যাগ করিয়া যদি পল্লীজননীর প্রান্তর ভূমিতে কৃষিকর্ম্মের ব্যবস্থায় জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তো কোনো কথাই নাই, তাহা না হইলেও সপরিবারে কর্ম্মস্থানে থাকিয়া সকলেই অর্দ্ধাশনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার সুলভ ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে আর চলিবে না। সকল খাদ্য অপেক্ষা দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার্য্যের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। দরিদ্র বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির সর্ব্বপ্রধান কারণ দুশ্চিন্তা। দরিদ্র-বাঙ্গালী যদি অবস্থা মত ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে এই দুশ্চিন্তা-রাক্ষসী বাঙ্গালীর নিকট হইতে অতিদূরে পলায়ণ করিবে, ফলে বাঙ্গালী আবার সেকালের মত নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইবে।

* * *

দুশ্চিন্তার কারণ।—বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ—বাঙ্গালীর সর্ব্ব বিষয়ে অভাব, সেই অভাবটা যেন বাঙ্গালীর নিকট ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালী পেট ভরিয়া থাইতে পায় না, কারণ চাউলের মূল্য দশ টাকা, বাঙ্গালী শীত-গ্রীষ্মের উপযোগী বসন পরিতে পায় না, কারণ সাধারণ কাপড় একজোড়ার মূল্য অন্ততঃ পাঁচ টাকা। ইহার উপর দরিদ্র বাঙ্গালীর উপর মা-ষষ্ঠীর কৃপা পূর্ণ মাত্রায়। কাজেই বাঙ্গালী প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সারাদিনে যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তদ্দ্বারা নিজের এবং পরিবারবর্গের সুখস্বচ্ছন্দে অশন বসনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে, কাজেই দুর্ব্বল মস্তিকে তাহাকে দুশ্চিন্তা-রাক্ষসীকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকা চলে না। ইহার উপর সমাজের কঠোর ব্যবস্থায় কন্যাদায়ে সকল বাঙ্গালীই জর্জ্জরীত। একে উদরান্ন সংস্থানের চিন্তা, তাহার উপর কন্যাদায়ের ভয়ঙ্করী চিন্তা! বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য হানি হইবে না—তথা বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু ঘটিবেনা তো ঘটিবে কাহার? হায়! অর্থ উপার্জ্জনের অসচ্ছলতার এই দারুণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী-পিতা সঙ্গতিহীন-পুত্রের বিবাহ সংঘটনের পূর্ব্বে যদি এই কথা চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ তো এরূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইত না। কিন্তু কোনো বাঙ্গালীই এ কথা বুঝেন না, সেই জন্যই তো বাঙ্গালার এই অবস্থা।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

——:০:——

গ্রন্থ পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম্,এ,এল্, এম্ এস্)

চরক সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা প্রধান প্রামাণিক সংহিতা সমস্ত কায়চিকিৎসা তন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহর্ষি আত্রেয় ইহার বক্তা এবং অগ্নিবেশ শ্রোতা। অগ্নিবেশ ইহা গ্রন্থাকারে প্রচার করেন বলিয়া এই গ্রন্থ অগ্নিবেশ সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আত্রেয় অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত—এই ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সমান ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বুদ্ধির উৎকর্ষ বশতঃ অগ্নিবেশ প্রথমেই গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেই গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ হয়।

কালে মূল অগ্নিবেশ-সংহিতায় অঙ্গহানি ঘটিলে চরক ঋষি উহার প্রতিসংস্কার করেন। এই জন্য উহা চরকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে চরক-সংহিতার অঙ্গহানি ঘটিলে দৃঢ়বল তাহার পূরণ করেন। কল্পস্থান, সিদ্ধিস্থান এবং চিকিৎসাস্থানের শেষ সপ্তদশ অধ্যায় দৃঢ়বল কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া চরকে উক্ত হইয়াছে। চক্রপাণি রচিত "আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা" নাম্নী চরকটীকার সূত্রস্থানাংশ মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র টীকা বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত হইতেছে। বঙ্গভূমি-৺গঙ্গাধর কবিরাজ রচিত "জল্পকল্পতরু" নাম্নী সমগ্র টীকা মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে উহাও সুলভ নহে।

ভেল বা ভেড় সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ আত্রেয়ের অন্যতম শিষ্য ভেল কর্ত্তৃক রচিত। ভেল সংহিতা পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে সুপ্রচলিত ছিল। এক্ষণে উহা তাঞ্জোরের রাজকীয় পুস্তকালয়ে খণ্ডিতাকারে বর্ত্তমান আছে।

হারীত সংহিতা—এই কায়চিকিৎসা-প্রধান গ্রন্থ আত্রেয়শিষ্য হারীত কর্ত্তৃক রচিত। বর্ত্তমানে হারীত-সংহিতা নামে যাহা প্রচলিত, তাহা মূল হারীতসংহিতা নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান হারীতসংহিতার রচনা দেখিয়া বোধ হয়, উহাতে কোন অজ্ঞাত-নামা অল্পবিদ্য ব্যক্তির রচনা যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত আছে।

সুশ্রুত সংহিতা—এই শল্যতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ, বর্ত্তমানে যে সকল শল্যতন্ত্রপ্রধান গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের বিষয় কাশীরাজ দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক শিষ্য সুশ্রুতাদিকে উপদিষ্ট হইয়াছিল। সুশ্রুত ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন বলিয়া ইহা সুশ্রুত-সংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে সুশ্রুতের অঙ্গহানি ঘটিলে নাগার্জ্জুন নামক বৌদ্ধাচার্য্য উহার প্রতিসংস্কার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

সুশ্রুত-সংহিতা—সূত্রস্থান, নিদানস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান এবং উত্তরতন্ত্র—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। নিদান-স্থানে প্রধানতঃ শস্ত্রসাধ্য (Surgical) ব্যাধি সমূহের নিদান এবং চিকিৎসা স্থানে ঐ সকল

রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। কল্পস্থান ও উত্তরতন্ত্রে অন্যান্য সাতটী তন্ত্রের বিষয়ীভূত রোগ সমূহের নিদান ও চিকিৎসাদি বর্ণিত হইয়াছে। স্বস্থবৃত্ত (Hygiene) এবং পঞ্চকর্ম্ম বিষয়ক উপদেশও উত্তরতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরতন্ত্রে বিদেহ প্রভৃতি গ্রন্থকারের মত, এমন কি চরকের পাঠ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এইজন্য এই অংশ অপরের রচিত বলিয়া বোধ হয়। কারণ মূলসংহিতা হইলে বোধ হয় এরূপে বিদেহ প্রভৃতির মত ও পাঠ উদ্ধৃত হইত না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অধুনা যাহা সুশ্রুতসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ, তাহা মূল সুশ্রুতসংহিতা নহে। উহা নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত। এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য টীকাকারগণ মূল সুশ্রুত হইতে উদ্ধৃত বচন "বৃদ্ধ সুশ্রুতের" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুশ্রুতের ডল্লন কৃত "নিবন্ধ সংগ্রহ" নাম্নী সমগ্র টীকা এবং চক্রপাণি কৃত "ভানুমতী" টীকার সূত্রস্থানাংশ মাত্র মুদ্রিত

বর্ত্তমান সময়ে দুর্ল্লভ এরূপ অন্যান্য মূল সংহিতার বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(খ) সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংগ্রহগ্রন্থ বলিতে আয়ুর্ব্বেদের সমগ্র অংশের সংগ্রহ এবং আংশিক সংগ্রহ উভয়ই বুঝায়। কিন্তু আমরা এই পর্য্যায়ে কেবল সম্পূর্ণ সংগ্রহেরই পরিচয় প্রদান করিব। আংশিক সংগ্রহগ্রন্থের নামাদি "বিবিধ সংগ্রহ" তালিকার মধ্যে লিখিত হইবে।

অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ বা বাগ্‌ভট—ইহা বাগ্‌ভট কৃত উৎকৃষ্ট এবং সুবৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। অষ্টাঙ্গসংগ্রহ সূত্রস্থান, শারীরস্থান, নিদানস্থান, চিকিৎসা স্থান, কল্পস্থান ও উত্তর স্থান—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। আয়ুর্ব্বেদের আটটী তন্ত্রোক্ত চিকিৎসার সকল বিষয়ই ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং গদ্যপদ্যময়। এই গ্রন্থ এক্ষণে বম্বে প্রদেশে মুদ্রিত হইয়াছে।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বা বাগ্‌ভট—অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ রচনার পরে বাগ্‌ভট ইহা রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাগ্‌ভট এই নাতিসংক্ষেপবিস্তর গ্রন্থ স্মরণধারণসুখকর পদ্যে রচনা করেন। কিন্তু অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ অপেক্ষা অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের ভাষা কঠিন। দক্ষিণাপথে ও উত্তরপশ্চিম ভারতে এই গ্রন্থেরই অধ্যয়ন অধ্যাপনা অধিক প্রচলিত। অষ্টাঙ্গহৃদয়কে সংহিতাও বলা হইয়া থাকে।

শার্ঙ্গধর সংগ্রহ—ইহা শার্ঙ্গধর কর্ত্তৃক রচিত নাতিবিস্তৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহার রচনা অতি প্রাঞ্জল, বিষয় বিভাগ রমণীয় ও বিশিষ্ট প্রকার। শার্ঙ্গধর প্রণীত শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক সাহিত্য সংগ্রহ ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ (উপবন বিনোদ) মুদ্রিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর সংগ্রহেরও প্রচার উত্তরপশ্চিম ভারতে অধিকতর দেখা যায়। শার্ঙ্গধরের সময় পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে।

গদনিগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ সোঢ়ল কর্ত্তৃক রচিত। ইহাতে প্রথমে প্রয়োগ খণ্ডে ঔষধাদি প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরিভাষা ও ঔষধ সংগ্রহ লিখিয়া পরে কায়তন্ত্র, শল্যতন্ত্র প্রভৃতি আটটী তন্ত্রের উপদেশ স্বতন্ত্র ভাবে লিখিত হইয়াছে। গদনিগ্রহে অনেক প্রাচীন সংহিতার বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধব-

নিদানের অনেক পাঠের সহিত এই গ্রন্থের পাঠের সাদৃশ্য আছে কিন্তু মাধবনিদানই প্রথম নিদানসংগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জন্য গদনিগ্রহ—মাধবনিদানের কিছু পরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

বঙ্গসেন বা চিকিৎসাসংগ্রহ—এই বৃহৎ গ্রন্থ বঙ্গসেন কর্ত্তৃক রচিত এবং বঙ্গসেন নামেই সুপ্রসিদ্ধ। অগস্ত্যসংহিতা অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে—গ্রন্থসমাপ্তিতে গ্রন্থকার নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা বা বিভাগপ্রণালী সংহিতা গ্রন্থের অনুরূপ নহে। সুতরাং অগস্ত্যসংহিতার অনেক উপদেশ ইহাতে থাকিলেও, এই গ্রন্থ অগস্ত্যসংহিতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়। বঙ্গসেনের অন্যান্য পরিচয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

যোগরত্নাকর—ইহা কোন অজ্ঞাতনামা সুবিজ্ঞ বৈদ্য রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। দক্ষিণাপথে এই গ্রন্থ সুপ্রচলিত এবং বিশেষরূপ আদৃত। এই গ্রন্থে লিখিত জারণ-মারণ পদ্ধতি ও ঔষধাবলী অতি উত্তম, এজন্য ইহা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র রচিত বৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ। এই গ্রন্থ য়ুরোপীয়দিগের ভারত বর্ষে আগমনের পরে রচিত বলিয়া ফিরঙ্গ (Syphilis) রোগের নিদান ও চিকিৎসাদি ইহাতে লিখিত হইয়াছে। অহিফেন, তোপচিনি প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধের প্রয়োগ—সংহিতা এবং প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থে নাই, কিন্তু ভাবপ্রকাশে আছে। য়ুনানী চিকিৎসা শাস্ত্রেরও দুই একটী ঔষধ ভাবপ্রকাশে দেখা যায়। ভাবমিশ্রের পরিচয়াদি পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে

(গ) রসগ্রন্থ

রসরত্নাকর—(১) নাগার্জ্জুন রচিত অমুদ্রিত গ্রন্থ। এই নাগার্জ্জুন যে সুশ্রুত-প্রতিসংস্কর্ত্তা নাগার্জ্জুন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রসরত্নাকর—(২) নিত্যনাথ সিদ্ধ বিরচিত পঞ্চখণ্ডাত্মক সুবৃহৎ রসগ্রন্থ। পঞ্চ খণ্ড যথা,—রসখণ্ড, রসেন্দ্রখণ্ড, বাদখণ্ড, রসায়নখণ্ড এবং মন্ত্রখণ্ড। তন্মধ্যে রসখণ্ড ও রসেন্দ্র খণ্ড কলিকাতায় এবং রসায়নখণ্ড সহ উক্ত দুই খণ্ড বোম্বাই নগরে আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থমালায় * মুদ্রিত হইয়াছে। রসরত্নাকর প্রণেতা নিত্যনাথ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রসরত্নসমুচ্চয়—বাগ্‌ভট প্রণীত প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ। এক্ষণে বোম্বাই ও কলিকাতা উভয় স্থানেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রসতন্ত্র বিষয়ক প্রায় সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। এই বাগ্‌ভট যে অষ্টাঙ্গহৃদয়কার বাগ্‌ভট হইতে ভিন্ন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশ—শ্রীমাধব কৃত রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। শ্রীমাধব-মাধবকর এবং সায়ণ মাধব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। শ্রীমাধব রসতন্ত্রকার আদিনাথ, নিত্যনাথ প্রভৃতি যোগী চিকিৎসকদিগের পরবর্ত্তী,

* বর্ত্তমান সময়ে দুর্লভ অনেক রসগ্রন্থ ও সংগ্রহগ্রন্থ সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদমার্ত্তণ্ড পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বম্বে নগরে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইতেছে। এজন্য বৈদ্যমাত্রেই ইহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কিন্তু অন্যান্য রসতন্ত্র-সংগ্রহকারদিগের পূর্ব্ব-বর্ত্তী। আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশে রসের এবং অন্যান্য খনিজ ভেষজের সংস্কার, শোধন ও জারণাদি অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রচূড়ামণি—সোমদেবকৃত প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পরিভাষা প্রকরণ অতি প্রামাণিক বলিয়া রসরত্নসমুচ্চয়কার বাগ্‌ভট নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই, সংগৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় শীঘ্রই মুদ্রিত হইবে।

রসহৃদয়তন্ত্র—শঙ্করাচার্য্যের ভিক্ষু গোবিন্দ ভাগবত পাদাচার্য্য বিরচিত। এই উৎকৃষ্ট রসগ্রন্থ এক্ষণে বম্বে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ-মালায় চতুর্ভুজ প্রণীত টীকাসহ মুদ্রিত হই-য়াছে। রসসংস্কারাদি বিষয় এই গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

রসার্ণবতন্ত্র—লেখকের নাম অজ্ঞাত। প্রাচীন রসগ্রন্থ।

রসেন্দ্র কল্পদ্রুম—নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্ট বিরচিত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসেন্দ্র চিন্তামণি—এই সুবৃহৎ ও প্রামাণিক প্রাচীন রসগ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়াছে।

রসেন্দ্রসার সংগ্রহ—গোপালকৃষ্ণ প্রণীত এই সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত। অন্য দেশে ইহার প্রচার নাই। ইহাতে ধাত্বাদির জারণ-মারণ বিষয় সংক্ষিপ্ত-ভাবে কিন্তু ঔষধাবলী সবিস্তর বর্ণিত আছে।

রসপ্রকাশ সুধাকর—ইহা যশো-ধর নামক গৌড় দেশবাসী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত নাতি বৃহৎ রস-গ্রন্থ। ইহাতে অষ্টাদশবিধ রসসংস্কার ও রসবন্ধ এবং সর্ব্বধাতু জারণ মারণ ব্যতীত হেম রৌপ্যাদি-করণ বিধিও বর্ণিত আছে।

রসফলক—রুদ্রযামলের অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ধাত্বাদির শোধনজারণাদি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

রসকৌমুদী—ভিষক্ মাধব প্রণীত। ইহাতে রসঘটিত বিবিধ ঔষধ নানা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই মাধব—নিদানকার মাধবের পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

রস চন্দ্রিকা—নীলাম্বর কৃত সংক্ষিপ্ত রসগ্রন্থ।

রস চিন্তামণি—অনন্তদেব সুরি বির-চিত রসগ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস নক্ষত্র মালিকা—মথন সিংহ বিরচিত রসগ্রন্থ।

রস পদ্ধতি—শ্রীবিন্দু পণ্ডিত বিরচিত রসগ্রন্থ।

রস মঞ্জরী—শালিনাথ কৃত রসতন্ত্র-প্রধান গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস প্রদীপ—উত্তম রসগ্রন্থ। ভাব-মিশ্র এই গ্রন্থ হইতে অনেক ঔষধ স্বীয় সংগ্রহে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

রসযোগ মুক্তাবলী—নরহরিভট্ট কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরত্নমালা—নিত্যনাথকৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

রসরাজ মহোদধি—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস রাজলক্ষ্মী—বিষ্ণুদেব বিরচিত রসগ্রন্থ।

রসরাজ সুন্দর—রসতন্ত্র বিষয়ক অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

রস সঙ্কেত কলিকা—চামুণ্ড কায়স্থ বিরচিত ক্ষুদ্র রসগ্রন্থ। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায় মুদ্রিত।

রসসার—গোবিন্দাচার্য্য বিরচিত রস-গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধাতুপাদ (Alchemy) বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার গোবিন্দাচার্য্য গুর্জ্জর দেশবাসী এবং শঙ্করা-চার্য্যের গুরু গোবিন্দাচার্য্য হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

রস সারামৃত—রামসেন কৃত রসতন্ত্র বিষয়ক আধুনিক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

স্বর্ণ তন্ত্র—অন্য ধাতু হইতে কিরূপে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিষয়ক গ্রন্থ। লেখ-কের নাম অজ্ঞাত।

কাকচণ্ডীশ্বরী মত তন্ত্র—রসতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। কাকচণ্ডীশ্বরী ও ভৈরবের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

বৈদ্য বৃন্দ—নারায়ণ কৃত রস গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত—নারায়ণ কৃত রসগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

(ঘ) নিঘণ্টু গ্রন্থ।

নিঘণ্টুর অন্য নাম দ্রব্যগুণ। সংহিতা সমূহে দ্রব্যগুণ সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত বলিয়া বিস্তৃত নিঘণ্টু চিকিৎসকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নিঘণ্টুর পরিচয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

ধন্বন্তরি নিঘণ্টু—কাশিরাজ ধন্বন্তরি ইহার বক্তা। তাঁহার কোন্ শিষ্য ইহা সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন তাহা জানা যায় না। সংগ্রহকার এই নিঘণ্টুকে দ্রব্যাবলি নামে অভিহিত করিয়াছেন।

মদনবিনোদ বা মদনপাল নিঘণ্টু—কচ্ছদেশের রাজা মদনপাল এই নিঘণ্টুর রচয়িতা। মদনপাল নিজ গ্রন্থে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নিঘণ্টুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল নিঘণ্টু এখন পাওয়া যায় না। মদন পালনিঘণ্টু মধ্যমাকারের উত্তম নিঘণ্টু গ্রন্থ।

রাজ নিঘণ্টু—এই উৎকৃষ্ট নিঘণ্টু নরহরি পণ্ডিত প্রণীত। নরহরি আপনাকে কাশ্মীর দেশীয় বলিয়াছেন আর কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র ভাষায় দ্রব্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গ্রন্থরচনা কালে কর্ণাট বা মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ধন্বন্তরি-নিঘণ্টু, মদনপাল নিঘণ্টু, হলায়ুধ নিঘণ্টু, বিশ্বপ্রকাশ নিঘণ্টু, অমরকোষ এবং শেষরাজনিঘণ্টু প্রভৃতি হইতে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন—এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব ইনি উক্ত গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী, কিন্তু চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ—চক্রপাণি এই সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টুর প্রণেতা। ইহাতে কয়েকটী মাত্র পথ্য ও ভেষজদ্রব্যের গুণ লিখিত হইয়াছে।

রাজবল্লভ নিঘণ্টু—এই নিঘণ্টু রাজবল্লভ বৈদ্যের রচিত। ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় ঔষধের গুণ লিখিত হয় নাই।

সোঢ়ল নিঘণ্টু—সোঢ়ল কৃত বিস্তৃত নিঘণ্টু-গ্রন্থ। বম্বে নগরে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ-মালার মধ্যে মুদ্রিত হইতেছে। সোঢ়লকৃত গদনিগ্রহের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

রত্নমালা—মাধব প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টু গ্রন্থ।

এই সকল নিঘণ্টু ব্যতীত চন্দ্রনন্দনকৃত গণনিঘণ্টু, বোপদেব কৃত হৃদয়প্রদীপ, মুদ্গলকৃত দ্রব্যরত্নাকরনিঘণ্টু, কেয়দেব কৃত কেয়দেব রত্নাকর নিঘণ্টু কেশব কৃত সিদ্ধমন্ত্র প্রভৃতি বহু নিঘণ্ট গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্ব্বাচীনকালে বহু দেশীয় এবং অনেক ভারতীয় য়ুরোপীয় চিকিৎসক ভারতীয় ভেষজ দ্রব্যের গুণনির্ণায়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)।

কবিরাজীর কৃতকার্য্যতা।

পক্ষাঘাতে—গুড়ূচ্যাদি তৈল

(ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু, এল, এম, এস)

মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস করিয়া কর্ম্মময় জীবনে বহু কাল হইতে আমি ডাক্তারী চিকিৎসাই করিয়া আসিতেছি। সত্য কথা বলিতে হইলে, এই ব্যবসায় অবলম্বন করার পর হইতে কবিরাজী চিকিৎসার উপর আমার ততটা আস্থা ছিল না। অনেক সময় ভাবিতাম, এখনকার কবিরাজেরা শারীরবিদ্যা শিক্ষা করেন না, এজন্য শারীরস্থানের কোনো খবরই তাঁহারা অবগত নহেন, একমাত্র নাড়ী দেখিয়াই তাঁহাদের কৃতিত্ব। তাঁহারা বলেন, "বায়ু, পিত্ত, কফের বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারা যায়।" আমি ডাক্তার, বায়ু-পিত্ত-কফের খবর রাখি না, কাজেই বক্ষঃস্থল পরীক্ষা না করিয়া, জ্বরে টেম্পারেচারের গতি না বুঝিয়া, কেবল বায়ু-পিত্ত-কফের দোহাই দিয়া কিরূপে চিকিৎসা ক্ষেত্রে জয় অর্জ্জন করিতে পারা যায়—তাহা আমি ধারণা করিতে পারিতাম না। অনেক কবিরাজকে অনেক সময় হাতুড়ে বা quake জ্ঞানে এজন্য বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতে পারিতাম না।

সংপ্রতি একটি বিশেষ ঘটনায় আমার সে বদ্ধ ধারণা যেরূপে অপনোদিত হইয়াছে, তাহারা পরিচয় দিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমার জ্যেষ্ঠসহোদর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ই, বি, রেলের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে তাঁহাকে সিলংয়ে কর্ম্মভার লইয়া গমন করিতে হইল। পূর্ব্ব হইতে একটু বিশেষ অসুখে ভুগিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য সে সময় তত ভাল ছিল না। যাহা হউক সিলংয়ে গমন করিবার কিছুকাল পরেই টেলিগ্রাম পাইলাম, তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আমি সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাঁহার কর্ম্মস্থানে গমন করিলাম এবং ৬ মাসের জন্য ছুটীর ব্যবস্থা করাইয়া

চিকিৎসার্থ তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আনয়নের পর আমার আত্মীয়বন্ধুদিগের অনেকে পরামর্শ দিলেন—“এ সকল রোগে কবিরাজী চিকিৎসাই বিশেষ ফলপ্রদ, অতএব তাঁহার চিকিৎসার ভার কোনো উপযুক্ত কবিরাজের হস্তে অর্পণ করা হউক।” আমি কিন্তু সে কথা মানিতে পারিলাম না,—বহুকাল হইতে হাসপাতালের চাকরির কল্যাণে নানাপ্রকারের অসংখ্য রোগীকে আরোগ্য করিয়া আমার এমনই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ডাক্তারী অপেক্ষা কবিরাজী চিকিৎসা কখনই আশু ফলপ্রদ হইতে পারে না। ফলে দাদার চিকিৎসা অ্যালোপাথিক চিকিৎসকের হস্তেই ন্যস্ত করা হইবে সাব্যস্ত হইল এবং শ্রীযুক্ত আর, এল, দত্ত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহারই হস্তে তাঁহার চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল।

দাদার তখন রোগের অবস্থা শুধু পক্ষাঘাত নহে, তাহার সহিত জ্বরও হইতেছিল। একেবারে উত্থান শক্তি রহিত, তাহার উপর বড় দুর্ব্বল।

দত্ত সাহেব কিন্তু তাঁহার রোগ পরীক্ষা করিয়া যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহা আধা-কবিরাজী আধা-ডাক্তারী। কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য একটি সেবনের ঔষধ দিলেন,—সেটি অ্যালোপাথিক সম্মত এবং মালিশের জন্য ব্যবস্থা করিলেন—কবিরাজী সম্মত “গুড়ূচ্যাদি তৈল।” আমি এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম, কিন্তু এ ব্যবস্থা তো যে সে লোকের নহে, এখনকারদিনের একজন প্রাচীন ও বহুদর্শী অ্যালোপাথিক চিকিৎসক স্বয়ং দত্ত সাহেবের,—সে ব্যবস্থা উল্টাইবার সাধ্য আমার নাই। ফলে দত্ত সাহেবের ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের বিশেষ সংসৃষ্ট আমাদের একজন বন্ধু কবিরাজকে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

কবিরাজ আগমন করিলেন, আমি তাঁহাকে সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “গুড়ূচ্যাদি তৈল আছে?” তিনি বলিলেন,—“আছে।” আমি আপাততঃ এক পোয়া তৈল পাঠাইয়া দিতে বলিলাম, তিনি উহা পাঠাইয়া দিলেন।

সত্য কথা বলিতে কি—চারি পাঁচ দিন ঐ তৈল ব্যবহার করানর পরই দাদার জ্বর বন্ধ হইয়া গেল, পক্ষাঘাতের অসহ্য কষ্টও যেন অতি অল্প মাত্রায় কমিয়া আসিতে লাগিল বলিয়া উপলব্ধি হইল। আবার দত্ত সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, তিনিও রোগীর অবস্থা সন্দর্শনে প্রীত হইলেন।

ঐ ব্যবস্থাই চলিতে লাগিল। উপকারও প্রতিদিনই প্রকাশ পাইতে লাগিল, এমনই করিয়া ঠিক এক মাসে দাদা নিরাময় হইলেন।

ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। কবিরাজীর উপর আমার যে অশ্রদ্ধার ভাব ছিল এই সময় হইতে তাহা বিদূরিত হইল। আমি এখন আর কোনো চিকিৎসারই বিপক্ষ নহি।

ইহার কিছুকাল পরে কবিরাজী পুস্তকে “গুড়ূচ্যাদি তৈলে”র প্রস্তুত প্রণালী ও গুণ-পরিচয় দেখিতে ইচ্ছা হইল। উহার গুণ-পরিচয়ে অবগত হইলাম, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, হনুস্তম্ভ, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডুতা, বিস্ফোট, বিসর্প, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, বিচর্চ্চিকা, গাত্রকণ্ডূ, পাদদাহ প্রভৃতি ব্যাধিতে এই তৈল বিশেষ কার্য্যকারী। এই

তৈল ব্যবহারে বলীপলিত নষ্ট হয় এবং বল বৃদ্ধি ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদিত হয়। মহর্ষি আত্রেয় এই তৈলের আবিষ্কর্ত্তা।

এই তৈলের গুণ-ব্যাখ্যায় শাস্ত্রকার যে সকল রোগ নিবারণের কথা বলিয়া গিয়াছেন, দাদার রোগ তো সে ধরণের হয় নাই। দাদার রোগ হইয়াছিল পক্ষাঘাত, কিন্তু গুড়ূচ্যাদি তৈলের গুণ-পরিচয়ে জানিতে পারা যায়, ইহাতে সাধারণতঃ বাতরক্ত নষ্ট করিবার শক্তিই সঞ্চারিত। তবে "হনুস্তম্ভ" নামক বাতব্যাধিও ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পক্ষাঘাত বলিলে তো শুধু হনুস্তম্ভই বুঝায় না। এজন্য ইহার প্রভাবে এত বড় একটা রোগ কেমন করিয়া সারিয়া গেল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

একজন বিজ্ঞ কবিরাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"বায়ু—পিত্তযুক্ত হইয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপাদন করে,—এরূপ অবস্থায় গুলঞ্চে যে পিত্তনাশিনী শক্তি যথেষ্ট রূপে বর্ত্তমান, তাহা হইতে তো শুভ ফলেরই আশা করা যায়। তাহার উপর তৈল মাত্রেই বাতনাশক, বিশেষতঃ তিল তৈলের বাতনাশকতা শক্তি অধিক। দুষ্ট বায়ু দেহের অর্দ্ধেক ভাগকে আক্রমণ ও তদ্ভাগস্থ শিরা ও স্নায়ু সকলকে বিশোষণ করিয়া সন্ধিবন্ধ বিশ্লেষ পূর্ব্বক বাম বা দক্ষিণ একতর পক্ষকে বিনষ্ট করে, সুতরাং সেই পক্ষ অকর্ম্মণ্য ও বিচেতন প্রায় হইয়া থাকে। এই ব্যাধিরই নাম তো একাঙ্গ রোগ বা পক্ষাঘাত। এরূপ অবস্থায় তৈলে সাধারণতঃ বায়ু নষ্ট করিবার শক্তি যথেষ্ট বর্ত্তমান, তাহার উপর গুড়ূচির সংমিশ্রণে দুষ্ট বায়ু ও কুপিত পিত্ত উহাতে প্রশমিত হইয়াই পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্যের শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। ফলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, গুড়ূচ্যাদি তৈল আয়ুর্ব্বেদে বাতরক্ত অধিকারোক্ত তৈল বলিয়া উল্লিখিত হইলেও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিলে উহাতে অনেক রোগই আরোগ্য হইয়া থাকে।"

আমি জ্ঞানবৃদ্ধ-কবিরাজ মহাশয়ের এই যুক্তি শ্রবণে আশ্চর্য্য হইলাম এবং ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিদিগের জ্ঞান-গভীর-গবেষণার ফল সম্ভূত এই সকল মহৌষধ আবিষ্কারের জন্য তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলাম।

চ্যবন প্রাশের পুরাবৃত্ত।

-:*:—

এখনকার বিজ্ঞাপন মাহাত্ম্যে এবং সুলভ মূল্যের কৃপায় যে "চ্যবন প্রাশ" ভারতবাসী মাত্রেরই পরিচিত, আমাদের পাঠকমণ্ডলীকে তাহার একটু পুরাবৃত্তের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

পুরাকালে 'শর্য্যাতি' নামক এক প্রবল

পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। 'সুকন্যা' নাম্নী তাঁহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সেকালে রাজকুমারীদিগের বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইত, সেইজন্য ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করিলে তখনও সুকন্যার অনুঢ়াকাল উত্তীর্ণ হয় নাই।

রাজা শর্য্যাতি অনূঢ়া ষোড়শী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া একদা মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। এক নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে রাজা যখন মৃগয়ায় ব্যস্ত, সেই সময় সুকন্যা দেখিলেন, বনবিটপির একতম দেশে একটি বল্মীকাচ্ছাদিত স্থানের মধ্যে দুইটি তিমির পটলাবৃত নেত্র তারা শোভা পাইতেছে। রাজকুমারী এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য সন্দর্শনে কৌতূহলপরবশা হইয়া ঐ নেত্র তারা দুইটির মধ্যে একটি কাষ্ঠ শলাকা প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

মহামুনি 'চ্যবন' যোগ সমাহিত হইয়া বহুকাল অতিক্রম করায় এরূপ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বল্মীক কর্ত্তৃক তাঁহার সমস্ত দেহ সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং কেবল চক্ষু দুইটি মাত্র বহিঃপ্রদেশে প্রকাশ পাইতেছিল। সুকন্যা তাহাতেই শলাকা বিদ্ধ করিলেন, ফলে "চ্যবনে"র ধ্যান ভগ্ন হইল এবং উগ্রতপা ঋষি সুকন্যাকে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত হইলেন। রাজা এই ঘটনা অবগত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ঋষির ক্রোধ শান্তির জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই ঋষির ক্রোধ প্রশমিত হইল না।

সেকালে কন্যাদান একটি প্রধান দান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখনকার মত সেকালে কন্যাদানকালে পণ-পীড়নে কাহাকেও ঋণগ্রস্ত হইয়া চিন্তাসর্ব্বস্ব হইতে হইত না। কন্যাদান প্রাপ্তি ঘটিলে গৃহীতা ধন্যমনা হইত।

রাজা শর্য্যাতি ঋষি-ক্রোধ-প্রশমনের যখন কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিলেন না, তখন সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করিয়া তাঁহার কোপানল হইতে কন্যাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজা দান করিলেন, চ্যবন গ্রহণ করিলেন। আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র মণ্ডলী সাক্ষী হইলেন, পবন উল্লসিত হইয়া সে বারতা সমগ্র রাজ্যে জানাইয়া দিল, পুলকে বিহগকুল কাকলীর তানে দিগন্তে ছুটাইয়া মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। এমনই ভাবে অশীতিপর বৃদ্ধ চ্যবনের গলায় এক ষোড়শী অলোকসামান্যা সুন্দরী রাজকন্যা বরমাল্য প্রদান করিলেন। রাজা কন্যাকে বনে রাখিয়া নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজকন্যা বৃদ্ধ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চ্যবন ঋষি হইয়াও আবার গার্হস্থ ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এমনই করিয়া উভয়ের দিন কাটিতে লাগিল, সুকন্যা অলোকসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। পূর্ণ যৌবনে সে সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিল। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনাকুমারদ্বয় সেই রূপরাশি সন্দর্শনে সুকন্যার সৌন্দর্য্য সুধা পানের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

একদা তাঁহারা সুকন্যাকে একাকী পাইয়া মর্ম্মকথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী সেই কুপ্রসঙ্গ উত্থাপনে শিহরিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাদিগের সামর্থ্য প্রকাশের প্রয়াস পাইলেন, সুকন্যা ভীতি কম্পিতা হইয়া পিতৃসম্বোধনে তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন। ফলে সুকন্যার স্তব স্তুতিতে স্বর্গবৈদ্যদ্বয়ের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তাঁহারা চিত্তসংযমে সমর্থ

হইলেন এবং সুকন্যাকে মাতৃ সম্বোধনে অভয় দান পূর্ব্বক 'বর' গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুকন্যা জানিতেন, পতিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব, সুতরাং পতির জীবন স্বাস্থ্যবান দেখিলেই তিনি সর্ব্ব সুখী হইবেন। তাই স্বর্গ-বৈদ্যদ্বয়কে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহার স্বামী অশীতি বর্ষ বয়স্ক ঋষি চ্যবনকে নব যৌবন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। সুকন্যা ইহা ভিন্ন অন্য বর কামনা করেন না।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, তাহাই হইবে, এই বলিয়া "আমলকী রসায়ন" প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সুকন্যাকে নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে বলিয়া শুদ্ধিভাবে সেই "আমলকী রসায়ন" চ্যবনকে সেবন করাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। সেই ব্যবস্থায় অশীতি বৎসর বয়স্ক মুনিপুঙ্গব চ্যবন নব যৌবনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় হইতে এই "আমলকী রসায়নে"র নাম করণ হইল "চ্যবনপ্রাশ" এবং সেই চ্যবন প্রাশই দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সবল করিতে, নিস্তেজ ইন্দ্রিয় কার্য্যক্ষম করিতে, শরীরের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া পুষ্টি লাভ করিতে অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন মহৌষধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

'চ্যবন প্রাশে'র পুরাবৃত্ত বলা হইল। এই বার এই চ্যবনপ্রাশের ফলাফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

শাস্ত্রকারগণ এই ঔষধের ফলশ্রুতি উপলক্ষে ইহাকে প্রথমেই 'রসায়ন' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহার পর নানারূপ গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য গুণের বিষয় না বলিয়া কেবল মাত্র ইহাকে শ্রেষ্ঠ রসায়ন বলিলেও ইহাকে নানাবিধ গুণ সম্পন্ন মহৌষধ স্বীকার করা যাইতে পারে। কারণ শাস্ত্রবেত্তারাই বলিয়া গিয়াছেন, রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে—

"দীর্ঘমায়ু স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ।
দেহেন্দ্রিয় বলং কান্তি নর বিন্দেদ্রসায়ণাৎ॥"

অর্থাৎ রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়, স্মৃতি ও মেধাশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়, আরোগ্য তাহার নিত্য সহচর হয়, তাহাকে তরুণ বয়স্ক পুরুষ বলিয়া অনুমিত হয় এবং তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, বল এবং কান্তি যথেষ্ট রূপে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় 'চ্যবন প্রাশ' সেবনে মানব যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি হইতে পারে তাহা সুনিশ্চয়।

কিন্তু আমরা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি বহুকাল এই শাস্ত্রীয় 'চ্যবন প্রাশ'কে মহৌষধ জ্ঞানে সেবন করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় কোনো ফলই প্রাপ্ত হন নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে,—সেই স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনী কুমার দ্বয়ের কল্পিত "চ্যবন প্রাশ" সস্তার প্রলোভনে অধুনা বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। এখনকার দিনে বিজ্ঞাপনের বাজারে চারি টাকা, তিন-টাকা—এমন কি আড়াই টাকা মূল্যেও ইহা বিক্রীত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহারা চ্যবন প্রাশ" সেবনে কোনো ফল নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন, বলা বাহুল্য তাঁহারা ঐ শ্রেণীর সস্তার "চ্যবন প্রাশের"ই খরিদদার। সস্তার দুরবস্থার প্রসিদ্ধি চিরদিনই চলিয়া যাইতেছে। স্বর্গ বৈদ্যের আবিষ্কৃত "চ্যবন প্রাশ"ও সেইজন্য আজি ব্যর্থগুণসম্পন্ন।

আমরা এই প্রসঙ্গে "চ্যবন প্রাশে"র

উপাদানগুলির উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই সমস্ত উপাদানে সযত্ন প্রস্তুত "চ্যবন প্রাশ" অতি সস্তায় কেমন করিয়া বিক্রয় করা সম্ভব —সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বেল ছাল, গনিয়ারি ছাল, শোনা ছাল, গাম্ভারী ছাল. পারুল ছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, মুগাণী, মাষাণী, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভূঁই আমলা কিসমিস, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী, গুলঞ্চ, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুঁথা, পুনর্ণবা, মেদ, ছোট এলাইচ, রক্ত চন্দন, নীলোৎপল, ভূমি কুষ্মাণ্ড, বাসকের মূল, কাঁকোলী, কাকনাসা—এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকটি ১ পল অর্থাৎ ৮ তোলা করিয়া লইবে। সমুদয় দ্রব্য একমণ চব্বিশসের জলে সিদ্ধ হইবে। আমলকী ৫০০ শত লইবে। ঔষধের রস জলের সহিত উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে আমলকীগুলি তুলিয়া আঁটি ফেলিয়া দিবে। পরে সেই আমলকী দ্বাদশ পল পরিমিত ঘৃত ও তিল তৈলে ভাজিয়া সেই পাত্রে পূর্ব্বোক্ত বেল ছাল প্রভৃতির কাথ একত্র করিয়া ছয়সের মিছরির সহিত পাক করিবে। ঘন হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া তাহাতে ৬ পল মধু, চারি পল বংশ লোচন, পিঁপুলের গুঁড়া ২ পল এবং দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপাতা ও নাগকেশর —ইহাদিগের গুঁড়া এক পল করিয়া নিক্ষেপ করিবে।

যাঁহারা সস্তায় 'চ্যবন প্রাশ' বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের যুক্তি এই ঔষধ প্রস্তুতে সামান্য ব্যয় হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই হিসাবে প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্যের খতিয়ানও দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রকার ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে দ্রব্যের উপাদান সংগ্রহে বলিয়া গিয়াছেন,—

প্রশস্ত দেশ সম্ভূতং প্রশস্তেহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণ রসান্বিতম্॥
ঔদ্ভিজ্জম পরিক্ষুণ্ণং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং পরমং মতম্॥

অর্থাৎ প্রশস্ত দেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অল্প পরিমিত, মহাবীর্য্য সম্পন্ন এবং গন্ধবর্ণ ও রস বিশিষ্ট অর্থাৎ কীটাদি কর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ উদ্ভিজ্জ এবং শোধিত ধাতুপ্রভৃতি যথা সময়ে প্রয়োগ করিলে তাহাকে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যায়।

এ অবস্থায় প্রশস্ত দেশ হইতে প্রশস্ত ভেষজ দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া যদি বিশুদ্ধ চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে কেমন করিয়া অতি সস্তায় ইহা বিক্রয় করা যাইতে পারে—তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহারা মাটীর দামে ইহা বিক্রয় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন-সাহায্যে ঢক্কা নিনাদে কর্ণ পটাহ ঝালাপালা করিয়া তুলিতেছেন,—প্রশস্ত দিনে প্রশস্ত স্থান হইতে উপাদান সকল সংগ্রহ করিবার জন্য তো তাঁহাদের প্রয়োজন হয় না, 'চ্যবন প্রাশ' সেবনের উপযুক্ত কাল কিনা তাহাও তাঁহাদিগের বিচার করিবার বড় দরকার হয় না, বিক্রয় করিয়া অর্থাগমের ব্যবস্থা করিলেই তাঁহাদের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল!

ইহার উপর "চ্যবন প্রাশে'র প্রধান উপাদান সকল সময়ে সুলভ নহে। কার্ত্তিকের প্রারম্ভ হইতে বৈশাখের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত আমলকী পাওয়া যায়। এ অবস্থায় যাঁহারা অতি সস্তায় 'চ্যবন প্রাশ' বিক্রয় করিয়া থাকেন এবং বার মাস সমান ভাবে প্রচুর পরিমাণে

বিক্রয় করিয়াও যাঁহারা খরিদদার ফেরান না, তাঁহারা যে অনেক সময় শুষ্ক আমলকীর গুঁড়ার সাহায্যেও ঐ ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন না—তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যাইবে! একে চ্যবনপ্রাশের কয়েকটি দ্রব্য বহু আয়াস করিয়াও অধুনা কোনো চিকিৎসকই সংগ্রহ করিতে পারেন না, তাহার উপরও যদি ইহাকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে সে চ্যবন প্রাশ সুফল প্রদ হইবে কোথা হইতে?

চ্যবন প্রাশে ঘৃত ও তিল তৈল প্রয়োগ করিতে হয়। ঘৃত শব্দে গব্য ঘৃত বুঝিতে হইবে, কিন্তু সেই গব্যঘৃত এখনকার দিনে কিরূপ দুর্মূল্য হইয়াছে, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তিল তৈলের দরও আগের মত সুলভ নহে। এ অবস্থায় যাঁহারা কেবল ঔষধ বিক্রেতা নামে অভিহিত নহেন, যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে সস্তার চ্যবন প্রাশ বিক্রেতাদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যে ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাই কি ঠিক নহে? চ্যবন প্রাশে'র গুণ ও বীর্য্য একবৎসর পরেই নষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রকৃত চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহারা একবৎসর উত্তীর্ণ হইলেই বীর্য্যহীন 'চ্যবন প্রাশ' ফেলিয়া দিয়া থাকেন। এজন্যও ইহা অল্প মূল্যে বিক্রীত হওয়া কখনই সম্ভব পর নহেন।

বিলাতী "কড্‌লিভার অয়েল" অপেক্ষা আর্য্য চিকিৎসার গৌরবের ঔষধ 'চ্যবন প্রাশ' যে অধিক কার্য্যকারী—এ কথা এখনকার দিনে অনেক বড় বড় ডাক্তারেরাও স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু সস্তার আড়ম্বরে সেই প্রত্যক্ষ ফল প্রদ ঔষধের গুণ অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়াই এত কথা বলিলাম।

রস বিজ্ঞান।

ভূমিকা।

(ভারতে তান্ত্রিক যুগ, পারদের আবিষ্কার)

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

সে অনেক দিনের কথা।

মহা ভারতের মহাযুদ্ধ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে; "নারী পর্ব্বের" অশ্রু ধারায় সিক্ত হইয়া, বীর বৃন্দের চিতাচুল্লী—দীপান্বিতার আলোক মালার মত, নিঃশব্দে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে!

বিপন্নের আর্ত্তস্বর শুনিয়া, ক্ষত্রিয় বীর আর অগ্রসর হয় না! আর্য্য-সমাজ বিশৃঙ্খল। বল-দৃপ্তা বীর-ধাত্রী ভারত ভূমি—বহু শতাব্দি ধরিয়া মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট। বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণের মোহময়ী বিস্মৃতি। যজ্ঞক্ষেত্র—যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত। ছিন্নকণ্ঠ অসহায় পশুর করুণ

আর্ত্তনাদে, ভূলোক দ্যুলোক গোলক পর্য্যন্ত বিচলিত। হিংসাময়ী ধরণীর রক্তসিক্ত ধূলিকণার উপর পরম পূজ্য বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। জাতি বিচারের তিরোধান।

তাহার পর, মানবের ক্ষুদ্র অহমিকা দেবত্বে পরিপুষ্ট করিয়া, "এসিয়ার আলোক"—সাধক সিদ্ধার্থের মহা নির্ব্বাণ। সমাজ আবার উচ্ছৃঙ্খল! বোধিসত্ব—তাঁহার মহাসাধনার শীল-ধর্ম্ম হইতে "ঈশ্বরকে" নিরাকৃত করিয়াছিলেন,—প্রেম-প্রতিমা রমণীকে মুক্তি-পথের অন্তরায় ভাবিয়াছিলেন;—এইবার সেই সুদারুণ কঠোরতার ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। বেদ-পন্থার চির বিরোধী—উদার সাম্য "সদ্ধর্ম্ম" ধীরে ধীরে বিকৃত হইয়া পড়িল। রাজা মন্ত্রির হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া মন্থর পদ ক্ষেপে অন্তঃপুরে আশ্রয় লইলেন। স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী, অলক্ত রাগ-রঞ্জিত বাম চরণের পেলবস্পর্শে—রক্তাশোক বীথির প্রাণ সঞ্চার করিয়া, "প্রমোদ বনে" পুষ্প শয্যা বিছাইয়া, অন্তর বিজয়ীকে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ঘরে ঘরে "মদনোৎসবে" কুসুমায়ুধের পূজা চলিতে লাগিল। বার-বনিতা বধূর' সম্মান পাইয়া মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া, শুদ্ধান্তের শোভা বর্দ্ধণ করিল। বারুণী ও তরুণীর সেবায়—সংযমী শ্রমণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

এইরূপে, উদ্দাম-ইন্দ্রিয়ের মরুময়ী বুভুক্ষায়—দেশ যখন মরীচিকার নিষ্ঠুর ছলনায় বিড়ম্বিত, তখন আবার নূতন অঙ্কের পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। কুমারিল, অলর্ক, শঙ্কর, যামুন,—নভোনীলিমার মাঝে ভাস্বর শুকতারার মত একে একে ফুটিয়া উঠিলেন! মহত্বের মহা-শ্মশানে, মহেশ্বরের আশীর্ব্বাদোলিত কল্যাণ-কর হইতে, দিগন্ত ব্যাপী জড়ের অঙ্গে প্রাণ স্পন্দন করিয়া পড়িল! নূতনত্বের পুলক-ব্যাকুলতা বক্ষে লইয়া, হোম হবি সুরভি ব্রাহ্মণ্য—শ্লথ-তন্দ্রায় জাগিয়া উঠিয়া বজ্রকণ্ঠে ওঙ্কার উচ্চারণ করিলেন! বহু বৌদ্ধচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া, কামিনী কাঞ্চন-কাদম্বরীর বিজয় ঘোষণার জন্য—জিঘাংসাময়ী তান্ত্রিকতা—অহিংসার শান্ত তপোবনে আপনার আসন পাতিয়া লইল।

বিজেতা ব্রাহ্মণ্য ক্ষমাশীল ছিলেন না। প্রলয়ানুষ্ঠানের মধ্যে—তিনি মঠ ভাঙ্গিলেন, চৈত্য ভস্মীভূত করিলেন; বুদ্ধ ও গোপার সন্ন্যাস-মূর্ত্তি—"শিব দুর্গায়" রূপান্তরিত হইল। "মার" এর সহোদর গোষ্ঠী—প্রেত পিশাচের আকার ধারণ করিল। পঞ্চ 'ম' কারের প্রবল তাড়নায়—সত্যভ্রষ্ট "সংঘ" নির্ব্বাণের পথ দেখিল! বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ—"যদি প্রকৃতির হাত এড়াইতে চাও—তবে রমণী পরিত্যাগ কর"। তন্ত্র বলিলেন—"জীবনের দুইটী কেন্দ্র—একটী পুরুষ, অপরটী প্রকৃতি, একটী উদাসীন—অন্যটী প্রবর্ত্তক। পুরুষ চিদাধার—স্ত্রী বিশ্ব প্রকৃতি; অতএব রমণীকে জননীত্বে পরিণত কর; তোমার প্রাকৃতিক পিপাসা মিটিয়া যাইবে।" নির্ব্বাণের দার্শনিকতা ও জড়োপসনার চেয়ে এ যুক্তি—অনেকেরই ভোগাবিল জীবনে সার্থক বলিয়া মনে হইল। নাগভট্ট প্রমুখ প্রবুদ্ধাচার্য্যের দল—কিছুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, অবশেষে—উদয়ন রামানুজের জলন্ত প্রতিভার প্রভায় হৃত সর্ব্বস্ব ও পরাজিত হইয়া লজ্জা-কুণ্ঠিত মুখে গোপন অপরাধের তপ্তশ্বাস ফেলিলেন। রক্ষকের অভাবে—বীচি-বিক্ষোভ-চঞ্চল সিন্ধুগর্ভে—প্রাণহীন, বায়ু হীন, আলোক হীন, অতলে, ক্ষীণপুণ্য-বৌদ্ধ দর্শন চিরদিনের জন্য সমাহিত হইল!

এইবার তান্ত্রিক মঠে জড়াত্মিক বিজ্ঞানের পূর্ণ অনুসন্ধান চলিল। রসায়ন-তন্ত্রের প্রথম আবিষ্কারে—"রুদ্র যামলের এক একটী অধ্যায় হিরণ্ময় হইয়া উঠিল। কল-মুখরা কেদার বাহিনী তটে—রক্তাম্বর পরিহিত ভস্ম-ধূসর তান্ত্রিক, তিমির কুটিলা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে —প্রকৃতির আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। স্তব্ধ ধ্যানের আসন্ সম্মুখে—জলন্ত কুণ্ডে "বজ্র মুখা" স্থাপিত হইল। অপরাঙ্মুখ অনুসন্ধানে তান্ত্রিক নারী রহস্যের মর্ম্ম বুঝিলেন। পুরুষ অনুপ্রাণয়িতা, নারী—বশবর্ত্তিনী শক্তি; পুরুষ সন্ন্যাস—নারী সৃজন কারিণী;— পিতৃ অংশে পুরুষ কেবল জীবনের উন্মেষক, নারী কিন্তু সে জীবনের সঞ্চয়িকা, জীব নারী হইতে জন্মগ্রহণ করে, নারী লইয়া সংসারী হয়, নারী সংসর্গে—মৃত্যু কালিমার মাটিতে মিশিয়া যায়। পুরুষ ও নারী—এই উভয় কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্য্য—শারীরিক ধাতু সর্ব্বদাই ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন শীল। সেই ধাতুক্ষয় নিবারণের অমোঘ উপায়—রসাদি ধাতুর রহস্য নির্ণয়। নৈশ সাধনার ফলে তান্ত্রিক সপ্তধাতুর বীর্য্য পরীক্ষা করিলেন। ভারতে রস-চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইল। বিজ্ঞানের ভীম-কান্ত প্রভাব, স্ফুরদ্দাম বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত নরলোকের লোমহর্ষ উৎপাদন করিল। "সুষ্ লারের বায়ো কেমিকেল রেমিডি" ভূমিষ্ঠ হইবার বহুযুগ পূর্ব্বে —ভারতে স্বর্ণাদি ধাতুর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ হইল। বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এক হইয়া গেল। পারদের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি-পানে, সাধন-দুর্ল্লভ দিব্য দৃষ্টিতে চাহিয়া, নতজানু তান্ত্রিক বিশ্ব দেবতাকে প্রণাম করিবেন;—

"ধরা পোইগ্নি মরুদ্ব্যোম মঘেশেন্দ্বর্ক মূর্ত্তায়।
সর্ব্ব ভূতান্তরস্থায় পারদায় নমো নমঃ॥

পারদ ও তন্ত্রের ইহাই অতি-সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তন্ত্র পারদকে জগৎস্রষ্টার স্বর্ণ সিংহাসনে বসাইয়াছেন—ইহার পূর্ব্বে পারদকে এত বড় করিয়া আর কোন জীবন্ত বিজ্ঞান ভাবিতে পার নাই। তন্ত্রের মহোজ্জ্বল মহিমায়—রমণী বা প্রকৃতির ভিতর দিয়া, আজ আমরা "রস-বিজ্ঞান" বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"পারদ"—বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার সর্ব্ব-প্রধান উপকরণ। সংস্কৃত অভিধানে ইহার অনেকগুলি পর্য্যায় আছে। তন্মধ্যে—সূত 'চপল" "রস" "হরবীর্য্য"—এই নাম গুলিই রস-গ্রন্থে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক "হরবীর্য্য". পারদের সার্থক সংজ্ঞা। যিনি পারদ-রহস্য বুঝিতে পারেন, সৃষ্টি ও বিনাশের প্রহেলিকা কখনও তাঁহার কাছে দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে না।

একদিকে দ্যুতি রতি বিস্তৃতি, অন্য দিকে নৃতি তমিস্রা সংহৃতি—ইহাই পারদের ক্রিয়া। তাই পারদ "হরবীর্য্য";—হর তমোগুণ, সংহার মূর্ত্তি—বৈশ্লেষিক পাক (Destrudtive metabolism)—অতএব পারদ এক রকম মরণেরই শুক্র কীটাণু। পারদের অবৈধ প্রয়োগে বা আময়িক শক্তির (Puthogenetic property) প্রভাবে—জীব দেহস্থ ধাতু উপাদান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে হর—আদি পুরুষ, জগৎ-পিতা; মূল প্রকৃতির স্বামী। পারদ তাঁহার বীর্য্য—সুতরাং জীবনের উন্মেষক, জীবনী শক্তির নিতান্ত সাত্ম্য।

পার্ব্বতী—মূল প্রকৃতি—শারীর ক্ষেত্রে বৃংহনী শক্তি (Consbructive metabolism) পিতৃ অংশে প্রাণ, মাতৃ অংশে দেহ। পিতৃ অংশ বৈশ্লেষিক, মাতৃ অংশ সংশ্লেষিক; পিতৃ অংশ প্রলয়কারী, মাতৃ অংশ সৃষ্টিকারিণী। তন্ত্রে

—"হরিতালের" নাম পার্ব্বতীর তেজ। অবৈধ পারদ যখন শরীর ধ্বংস করে, হরিতালে তাহা পুনর্গঠিত হইতে পারে। পারদ মৃত্যু শুক্র—ধ্বংসকারী,—একথা যদি সত্য হয়, তবে আবার সেই পারদকে জীবনের বা জৈবী-শক্তির প্রধান সহায় বল কেন? তন্ত্রই এ রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্র বলিয়াছেন,—জীবন, মরণের সহায়; মরণ জীবনের সৃষ্টি কর্ত্তা। দুইটী সীমান্ত মরণের ব্যবধানের নাম "জীবন"। এই ব্যবধান লইয়াই মনুষ্য-জন্ম। "জীবনের" আর একটী অর্থ চিন্তন; 'জীবন'—অনুভূতি রূপে অনাস্বাদিত বিষয়ের আস্বাদনে প্রমত্ত, তাই 'জীবন' এক হইতে বহুতে বিসর্পিত হইবার ইচ্ছা করে। আপনাকে নিত্য নূতন ভাবে সৃষ্টি করিয়া, সেই সৃষ্টির নবীনতায় আত্মাকে বিলাইয়া দিবার চেষ্টা 'জীবনের প্রথম কার্য্য।" পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভূয়োদর্শন লাভ করিতে করিতে "জীবনের" বেগ-মন্থর হইয়া পড়ে। যিনি তত্ত্বদর্শী—তিনি অনায়াসেই বুঝেন ব্যষ্টির জীবন জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। যে জাতি 'জীবন' কি জানেনা, সে জাতি সর্ব্বদাই জরা-মরণ ভয়ে ভীত ও চকিত। অতএব তন্ত্রের উপদেশ—জীবনকে অক্ষুণ্ণ ও অনপচিত রাখিতে হইবে। এ সকল কথা—রস বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কার "মকরধ্বজের ব্যাখ্যায় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। আমরা "আয়ুর্ব্বেদের উপাসক—"আয়ুর্ব্বেদ" আমাদের "জীবন মরণের "বর্ণ পরিচয়"। ইহার প্রণেতা—সর্ব্ব জীবের প্রণম্য স্বয়ং—ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যা-সাগর। আয়ুর্ব্বেদের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ—"তন্ত্র।" যিনি প্রকৃত "বৈদ্য" তিনি মনে জানে "তান্ত্রিক" না হইয়া থাকিতে পারেন না। বৈদ্য, বিধাতার মতই সৃষ্টি-কুশলী। বৈদ্যের কর্ম্মক্ষেত্র—এক বিরাট পুরুষকারের দৃশ্য! পারদের আময়িক প্রয়োগ কালে, কথা গুলা কাজে লাগিবে বলিয়াই, প্রবন্ধের অবতরণিকায় ইহা বলিয়া রাখিলাম। উপেক্ষিত অবমানিত অতীতকে আমি যে রাজাধিরাজের মণি মুকুটে সাজাইতে যাইতেছি—হইতে পারে ইহা আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন—চতুর ভক্তের মত, "হাটের কলায়" নৈবেদ্যের কল্পনা না করিয়া, আমি কেবল বৈকুণ্ঠনাথকেই তুষ্ট করিতে অগ্রসর! আমি ক্ষুদ্র, সুতরাং আজ আমি যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাহার উপলব্ধি করিবার পক্ষে—আমার এই ক্ষুদ্রতাই মহৎ অন্তরায়। যে ঋষি পারদের গুণ প্রথমেই পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন,—তাঁহার পবিত্র পদ ধূলি আমার কর্ত্তব্য-পথের অমূল্য পাথেয় হউক। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন—পারদ তত্ত্ব প্রকাশ করিতে বসিয়া—মুহূর্ত্তের প্রমাদে আমি যেন পুরাতনের ও পবিত্রের অবমাননা না করি।

এইবার দেখা যাউক, এদেশে ঔষধ-রূপে পারদের প্রয়োগ কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র তদীয় হিন্দু রসায়নে এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করিয়াছেন। আমি তাহার অজীর্ণোদ্গার করিয়া—এ দীন প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিব না। আমি কেবল নিজের কথাই বলিব।

বর্ত্তমানে, "সুশ্রুত সংহিতা"—আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম প্রতিনিধি। এই সুশ্রুত সংহিতার দুই চারি স্থলে পারদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পারদ যে সর্ব্ব

ব্যাধি নিবারক মহৌষধ—সুশ্রুতের যুগে ইহা প্রচারিত হয় নাই।

সুশ্রুতের পর বাগভটের যুগ। বাগভটের সময়েও পারদ ঔষধের প্রধান উপকরণরূপে—গৃহীত হয় নাই। অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থে পারদ অর্থে রস শব্দের ব্যবহার থাকিলেও, একটী ভিন্ন রসের কোন রাসায়নিক প্রকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অষ্টাঙ্গ হৃদয়—বৌদ্ধ যুগের সংহিতা। বৌদ্ধ বৈদ্যগণ—রস অর্থে রক্তের পূর্ব্বভাব বুঝিতেন। "রসক্রিয়া" তখন ঘনীভূত উদ্ভিদ রসকেই বুঝাইত।

বৌদ্ধ যুগের পর পৌরাণিক যুগ। পৌরাণিক যুগের ইতিহাস—বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। বেদের "পরমাত্মা" বৌদ্ধের হাতে পড়িয়া "আদিবুদ্ধ" হন। "প্রজাপতি সৃষ্টির উপাখ্যানগুলিও বৌদ্ধদের অপার মহিমায়—"বুদ্ধ" "ধর্ম্ম" ও "সঙ্ঘ" এই ত্রিমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়। পুরাণকারগণ ইহার প্রতিশোধ লইতে ভুলেন নাই। বৌদ্ধ জাতকের—ত্রিমূর্ত্তি, সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা এবং সংহার কর্ত্তা সাজিয়া—পুরাণে "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর" নামে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। এই রাসায়নিক সংযোগ পাছে নূতন বলিয়া জনাদরের পরিবর্ত্তে অনাদর লাভ করে,—সেই জন্য শাস্ত্রকার—নূতন গ্রন্থকে "পুরাণ" আখ্যা প্রদান করেন। "পুরাণ"—পুরাতন শব্দেরই অপভ্রংশ। এহেন পুরাণের যুগেও পারদের ভাগ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে নাই। "অগ্নি পুরাণে" বা "গরুড় পুরাণে" —যে সকল চিকিৎসা-পদ্ধতি আছে, তাহাতে পারদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

সংগ্রহকার গণের মধ্যে—চক্রপাণি দত্ত একজন অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। মানব দেহের মায়াপুরীতে প্রবেশ করিয়া,—অমৃতের সন্ধানে একদা তিনি অমৃতময় হইয়াছিলেন। মহাত্মা চক্রপাণিই প্রথম পারদ ব্যবহার করেন। এ কথা প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা। চক্রপাণির পিতা "নারায়ণ" গৌড়াধিপতি নয়নপাল দেবের "মহানস রক্ষী" ছিলেন। সুতরাং ১০৫০ খৃষ্টাব্দকে—তাহার প্রাদুর্ভাব কাল বলিয়া ধরা যায়। অবশ্য ইহা অনুমানেরই কথা। অনুমানে—ভ্রান্তি থাকাও বিচিত্র নহে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা—বিচিত্র এই—অনেক ঐতিহাসিক পারদের প্রয়োগ দেখিয়াই তন্ত্রের বয়স ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন, ইঁহাদের মতে—যখন নাগার্জ্জুন প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুত সংহিতায় রস প্রয়োগের আড়ম্বর নাই, বৌদ্ধ বাগভটের গ্রন্থেও পারদের ছড়াছড়ি নাই;—তখন বৌদ্ধ যুগের বৈদ্যগণ পারদ প্রয়োগের কৌশল জানিতেন না। পারদের ব্যবহার কেবল তন্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায়—চক্রপাণি দত্তের পরেই এদেশে তন্ত্রের সৃষ্টি।

এ শুষ্ক গম্ভীর গবেষণাময়ী বিলাতী যুক্তি কিন্তু ঘাত-সহ নহে। আমরা—চক্রপাণির পূর্ব্ববর্ত্তী বৃন্দ সংহিতায় পারদের উল্লেখ দেখিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বে—ভারতে তান্ত্রিকতা বর্ত্তমান ছিল। অথর্ব্বের উপচারই একদিন তান্ত্রিকতার জন্মদান করিয়া ছিল। অথর্ব্ব বেদকে পরন্তন ঋষিরা বড় একটা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না। কাজেই অথর্ব্ববেদের সহোদর তন্ত্রকেও তাঁহারা কখনও সম্মান করিতেন না। তান্ত্রিকতার প্রতিবেশ প্রভাবই ব্রাহ্মণ্যের অধঃপতন ঘটাইয়াছিল। তখন

ও তন্ত্র এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র—একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মকে হৃতসর্ব্বস্ব হতগৌরব করিয়া বিজয়ী তন্ত্র স-গৌরবে দণ্ডায়মান হইলে, বৌদ্ধ দার্শনিক গণ সে আততায়িতা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা তন্ত্র ও তান্ত্রিক ঔষধকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। জগতে—অ-সাম্প্রদায়িক ভাবে—কয় জন সত্যের আদর করিতে পারে? খৃষ্টান যাজক গ্রীক দর্শন ও গ্রীক বিজ্ঞানকে পদদলিত করিয়াছিলেন। মহামনস্বী গ্যালিলিওকেও নিদারুণ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইতিহাস ইহার জীবন্ত-সাক্ষী। আসল ঈশ্বরকে লইয়া কখনও বিরোধ উপস্থিত হয় না; বিবাদ কেবল তোমার "ঈশা মূষা" আর আমার "দুর্গা" "হরি" লইয়া! নাগার্জ্জুন, বাগভট, প্রভৃতি বৈদ্যগণ—বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। চক্রপাণিও বৌদ্ধ-পালিত চিকিৎসক। পাছে—তান্ত্রিক ঔষধ বলিলে বৌদ্ধ প্রভু বিরক্ত হন, বৌদ্ধ মতাবলম্বী রোগিগণ—ঔষধের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, বোধ হয় সেই ভয়েই যেন চরক-চতুরানন চতুর চক্রপাণি—"রস পর্প্পটী—আমারই প্রস্তুত বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন! নতুবা, সাধ্যমত—বৌদ্ধ বৈদ্যগণ তান্ত্রিক ঔষধকে স্ব রচিত গ্রন্থে স্থানদান করিতে সম্মত হন নাই! চক্রপাণি—রস বিজ্ঞানের উজ্জ্বল রত্ন—রসপর্প্পটীকে স্বগ্রন্থের অধ্যায় ভুক্ত করিয়াছেন,—অথচ এমন ভাব দেখাইয়াছেন—উহা যেন তান্ত্রিক যোগ নহে, যেন তাঁহারই মৌলিক উদ্ভাবনায়, স্বাধীন চিন্তায়, আর দুর্লভ সাধনায়—মহৌষধ রূপে উহা পরিকল্পিত হইয়াছে! "সুশ্রুত"—প্রতি সংস্কার কর্ত্তা নাগার্জ্জুন, অষ্টাঙ্গ হৃদয়-সঙ্কলয়িতা বাগভট যে কাজ করিতে ইতঃস্ততঃ করিয়াছেন, দায়ে পড়িয়া চক্রপাণিকে সেই কার্য্যে হাত দিতে হইয়াছে! তাই "রস পর্প্পটী প্রস্তুত করিয়া, লোকলজ্জায় খাতিরে তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে—

"রস পর্প্পটিকা খ্যাতা নিবদ্ধা চক্রপাণি না।"

বৈদিক যুগে "মধু বিদ্যা" নামে স্বতন্ত্র বিদ্যার অস্তিত্ব ছিল। দধীচি ঋষি দেবরাজের নিকট এই মহতী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মধু বিদ্যাই অনেক 'হাত ফের" হইয়া, বৃহদারণ্যকে "মধু-ব্রাহ্মণ:' নামে পরিচিত হইয়াছিল। মদ ধাতু হইতে যে "মধু" শব্দের উৎপত্তি, সে মধু আর "মদন" একই। রসজ্ঞ পাঠক পাঁচকড়ি দাদার "মদন তত্ত্ব" শীর্ষক দিব্যোজ্জ্বল উপাদেয় প্রবন্ধে ইহার সুন্দর মীমাংসা দেখিতে পাইবেন। বেশী কথা বলিবার আমার সময় ও শক্তি নাই। আমি কেবল ঋগ্বেদের সেই মহাসূক্তটী উদ্ধৃত করিব—

"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ
প্রথমং যদাসীৎ।

ইহার অর্থ—জীবের পূর্ব্ব কল্প কৃত কর্ম্ম থাকায় ভগবানের মনে সৃষ্টির কামনা জাগ্রত হইয়াছিল। সৃষ্টি ও সংহারের পরম্পরা অনন্ত; কল্পান্তরের কর্ম্ম-শৃঙ্খলাও অনন্ত। অতএব ভগবানে কাম বা মদন চির বিরাজমান। সংহার কার্য্য সম্পূর্ণ হইলেই, স্রষ্টার মনে সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি কামনাও জাগিয়া উঠে। তখন ভোগের জন্য ভগবান এক হইয়াও বহু হন। ভগবানের সৃষ্ট জীব আমরা—আমরাও শক্তি গ্রহণের কালে, বিবাহের সময়—"কামঃ কামায়াদাৎ। কামেন ত্বাং প্রতি গৃহ্নামি কামৈতত্তে।" বলিয়া ভাবী পত্নীকে আমন্ত্রণ করিয়া থাকি।

বিজ্ঞান বলেন—পূর্ণের ধর্ম্ম অংশেও বর্ত্তমান থাকে। পরমাত্মা যেমন এক হইয়াও বহু হইতে চাহেন, জীবাত্মাও তেমনি বহুতে বিস্তৃত হইবার ইচ্ছা করে। এই "একোঽহং বহুস্যামঃ" বাসনা—তান্ত্রিকতার সূতিকা গৃহ। "মদন" সৃষ্টিকর্ত্তার নিত্য সহচর। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, সুতরাং মদন যেমন পরমাত্মার নিত্য সঙ্গী, তেমনি জীবাত্মারও নিত্য সঙ্গী। তন্ত্র অতি সংক্ষেপে ইহার আভাষ দিয়াছেন। তন্ত্রের মতে শিব ও জীব এক। শিবের "মদন" সৃষ্টির বিকাশে ও বিস্তারে পরিস্ফুট; জীবের "মদন" দেহ বদ্ধ রিরংসায় পর্য্যবসিত। কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—বহুতে পরিণতি, অংশে অংশে বিস্তৃতি।

এই বহুতে পরিণতির জন্য যে আনন্দের আদান প্রদান—তাহার নাম "যৌবন।" তন্ত্র বুঝিয়াছিলেন—যৌবনের অরুণ রাগে লোহিতাভ হইয়া পুরুষ প্রকৃতি বিকাশের হিল্লোলে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছেন! সে কম্পনে মিলনের আকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত হইতেছে। ইহার পরই উভয়ের "একী করণ"—অর্দ্ধনারীশ্বরের চিত্র—তাহার তত্ত্বময় রূপক। পৃথিবীতে, স্থাবর জঙ্গম, স্থূল সূক্ষ্ম, জড়, শক্তি যাহা কিছুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—সমস্ত পদার্থই এক হইতে বহু হইতে চাহে। "মদন" এই আত্ম বিসর্পণের নেতা, সেই মদনের যে অধিনায়ক—তাহারই নাম "যৌবন"। সৃষ্টির সনাতন ধারা রক্ষা করিতে হইলে—"যৌবনকে" অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। "যৌবন"—আত্ম বিকাশের একমাত্র অবলম্বন। বহু হইবার যে সাধ—তাহার নাম "রস"। তাই আর্য্য ঋষি 'তত্ত্বমসি' বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ"; তিনি "রস" স্বরূপ। "রস" ভিন্ন বহুতে পরিণতি ঘটে না! "রস" নহিলে 'দুই' 'এক' হইতে পারে না; 'রস' ছাড়া আমার আমিত্বকে বহু বিসর্পিত করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। "রসের" আধার—"যৌবন"। "রসের" ইংরাজী প্রতিশব্দ স্থির করিবার মত প্রতিভা আমার নাই। তবে আমার অনুমান—"Emotions" কথাটার "রস" বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। যাহার দ্বারা আমার 'আমিত্বের' বিসর্পণ ও সংহরণ সম্ভব পর হয়—তাহাই "রস"। এই "রসেরই" এক একটী তরঙ্গ—রতি, আসক্তি অনুভূতি। রসের আধার "যৌবন," যৌবনের বেদী—"রূপ।" জগতে সকলেই চায়—তৃপ্তি; এই তৃপ্তির পথের যাহা অন্তরায়, তাহার নাম "দুঃখ"; এ দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের যে বিরাট প্রয়াস—তাহাই জীবের "সাধনা"। তান্ত্রিক সাধক নৈশ "সাধনায়" আত্ম নিয়োগ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন—সৃষ্টি ধারা বজায় রাখিতে গেলে—স্বাস্থ্য সামর্থ্যে সমুজ্জ্বল শরীর চাই; তেমন শরীর না হইলে "যৌবন" স্থির থাকিতে পারে না,—"রস"ও পরিস্ফুট হয় না। যে ইচ্ছায় "মদনের" উদ্ভব, সেই ইচ্ছায় "রসের"ও বিকাশ; তান্ত্রিক তাই অনন্ত দুঃখের উপশান্তি কামনায়—তৃষাক্ষাম কণ্ঠে "রসের সাগরে" ডুব দিলেন। আত্মার মোদিনী ও রঞ্জিনী বৃত্তিকে "রস" সিক্ত করিয়া লইলেন। শেষে—পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, বাসনা ব্যাপ্ত যৌবন এবং আনন্দময় দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার জন্য, ধরণীর অন্ধ-তামস গর্ভ হইতে রুদ্রমূর্ত্তি "রসের" আবিষ্কার করিয়া, তান্ত্রিক নিজে ধন্য হইলেন, আমাদিগকেও কৃতার্থ করিলেন। বলা বাহুল্য এই রস বিজ্ঞানের বিচিত্র মায়া

বুঝিবার নিমিত্ত তান্ত্রিককে "বিলাস" ছাড়িয়া "বিকাশ"কে আশ্রয় করিতে হইয়াছিল!

মানুষকে কোন তত্ত্ব শিখাইতে হইলে, ভগবানকেও মানুষ সাজিতে হয়, মানব-ভাষায় কথা কহিতে হয়! যে দেশ দশ দশ বার ভগবানের পদরেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়াছে—সে দেশের লোক ভিন্ন—অন্য দেশের লোক আমার এই কথা গুলিকে হাস্যাস্পদ বাচালতা মনে করিতে পারেন। কেননা তন্ত্রের কথা আমাদের চেয়ে কেহই বোধ হয় ভাল বুঝিবে না। ভারতের বিজ্ঞান ছাড়া—পারদের এই বিরাট বিশ্লেষ তত্ত্ব পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতির বিজ্ঞানে আছে কিনা জানি না। তন্ত্র—শিব বাক্য। ইহার অন্ত সংজ্ঞা—"আগম"। তন্ত্র যিনিই লিখুন বা যাঁহারাই লিখুন—তাঁহারা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে গরিষ্ঠ, প্রতিভায় অতি মানুষ, অধ্যবসায়ে অক্লান্ত কর্ম্মী—কর্ম্ম বীর ছিলেন—ইহা আমাকে বলিতেই হইবে। আমরা মানুষ, আমাদের জীবন অনন্তে "মুহূর্ত্ত" মাত্র। এই মুহূর্ত্ত পরিমিত কাল—যে ভাগ্যবান—দেবতার সঙ্গে, দেবতার কার্য্যে, দেবতার কৃপায় যাপন করিতে পারেন; যিনি ধরণীর চ'ক্ষে জন্ম হারাইয়া, সত্যের চ'ক্ষে অমর হইতে পারেন, তিনিই "রসশালায়" প্রবেশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। অন্যের সে অধিকার নাই। অতএব দূর হইতেই "তস্মৈ রসায় নমঃ" বলিয়া আমরা পারদের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

"রসের" নাম "পারদ" হইল কেন? তন্ত্র ছাড়া অন্য কোথাও এ প্রশ্নের উত্তর মিলিবে না। যে ধাতু মানুষকে জন্মমৃত্যুর পরপারে লইয়া যায়—"পারদ"ই তাহার সার্থক সংজ্ঞা। পারদ সেবনে মানুষ জীবন্মুক্ত হইতে পারে—তাই পারদের একটী বিশেষণ—"সূত"। পারদের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য—"রসেশ্বর দর্শন" সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। সেই রসেশ্বর দর্শনের সূচনা এইরূপ—

ঊর্দ্ধে—মুক্ত উদার বিপুল নীলিমা, নিম্নে শ্যামল তৃণ প্রান্তর; সম্মুখে—আবেগ চঞ্চলা কলনাদিনী নির্ঝরিণী, পশ্চাতে—লতার শ্যাম বেষ্টনে—গগনস্পর্শি নমেরু তরু; মধ্যে—মায়ালোক মধুর শৈল শিখর। চারিদিকে অসীম মৌনতা। তন্দ্রা-মগ্ন নিশীথে—বিল্ব কুঞ্জের মর্ম্মর বেদীতে—মহাযোগী মহাদেব। তাঁহার বামে—সাধনার সহচরী মহামায়া। পার্ব্বতী পশুপতিকে প্রশ্ন করিলেন—"প্রভো! কি উপায়ে মানুষ খেচরী গতি লাভ করিতে পারে?" শঙ্কর সহাস্য মুখে উত্তর দিলেন—"রসের প্রয়োগে।" পাঠক! দেবতার কথা দেবতার ভাষাতেই শুনুন;—

"যথা লোহে তথা দেহে কর্ত্তব্যঃ সূতকঃ সতা।
সমানং কুরুতে দেবি! প্রত্যয়ং দেহ লোহয়োঃ।
পূর্ব্বং লোহে পরীক্ষেত পশ্চাদ্দেহে প্রয়োজয়েৎ।"

লোকনাথ লোকধাত্রীকে, বুঝাইয়া দিলেন—"প্রথমে ধাতুর উপর, পরে দেহের উপর—পারদের প্রভাব পরীক্ষা করা উচিত। পারদ ব্যবহারে জীব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে।"

বরাহ মিহিরের সময়েও—ব্যাধি বিনাশের জন্য—"মাক্ষিক ধাতু মধু পারদ চূর্ণ" সেবনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তান্ত্রিকগণ পারদের নিন্দা সহিতে পারিতেন না। তান্ত্রিকের প্রাণের কথা—

পতিতো দরদে দেশে গৌরবাদ্বহ্নি বক্ত্রতঃ।
সরসো ভূতলে লীন স্তদ্দেশ নিবাসিনঃ।
যশ্চ নিন্দতি সুতেন্দ্রং শম্ভোস্তেজঃ পরাৎপরং।
স পতেন্নরকে ঘোরে যাবৎ কল্প বিকল্পনা॥

রস রত্ন সমুচ্চয়। ১ম অঃ।

হরবীর্য্য পারদ বহ্নি দেবতার মুখ হইতে দরদ দেশে পতিত হইয়াছিল; এ হেন সুতেন্দ্রকে যে অধম নিন্দা করে, সে দেব নিন্দা রূপ মহাপাপে কলুষিত হইয়া কল্পান্তর কাল-নরকে বাস করে। বাস্তবিক পারদের উপকারিতা দেখিলে "পারদকে" দেবতা বলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। "পারদ"—ভাব প্রধান ভারতবর্ষের চিরন্তনী সম্পত্তি। মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় সাধনে—পারদ এই জম্বু দ্বীপের ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল। পারদের গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব—য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক মান-দণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। পারদ প্রকৃতির পরম ও চরম প্রসাদ। মানবের দেহ-ধাতু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল, স্বতঃই ক্ষয়-প্রবণ। কেবল মাত্র—পারদের সাত্ম-সামগ্রী দিয়াই বৈদ্য সে ক্ষতির পূরণ করিতে পারেন। পারদের প্রকৃত প্রয়োগ করিতে পারিলে, পৃথিবী হইতে অকাল মৃত্যু অকাল বার্দ্ধক্য, অস্বাভাবিক রোগ শোক,— বিলুপ্ত হইয়া যায়। সত্য-মিথ্যার সমুদ্র-মন্থনে, —পারদের উত্থান; হিন্দু একদিন এই পারদের অমৃত আস্বাদ উপভোগ করিয়াছিল। এখনও হিন্দুর নির্জ্জীব-বিজ্ঞানের শান্ত ক্রোড়ে —শিবকণ্ঠের মৃত্যু নীলিমার মত পারদের কল্যাণকর চিহ্ন বর্ত্তমান। বৈদ্যগণ—এখনও পারদের সাহায্যে—অসাধ্য-ব্যাধি জয় করিয়া থাকেন। পারদের প্রভাবেই এখনও জীর্ণ-জটিল রোগে—বৈদ্য চিকিৎসার মত সফল চিকিৎসা দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও পারদ হিন্দুর স্মৃতি সর্ব্বস্ব অতীতের স্মারক,— বর্ত্তমানের গর্ব্ব তৃপ্তির উপাদান, ভবিষ্যতের স্বর্ণ মণ্ডিত বিজয় স্তম্ভ। প্রকৃত সাধকের অনুশীলনের অভাবে—আলোক বিহীন স্থানের উদ্ভিদের মত, পারদের মহিয়সী শক্তি— এখন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে! তন্ত্রের "ভৈরবী চক্র" কামনায় কলুষিত হইয়াছে! বৈদ্য-সমাজে আর অনুসন্ধানতৎপরতা দেখিতে পাই না! রসানুভাবকতার জ্বলন্ত মূষা— ইন্ধনের অভাবে নিভিয়া গিয়াছে! তান্ত্রিকের বংশধর নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠা ভুলিয়াছে। এ পাপাচারের প্রায়শ্চিত্তও এইবার আরম্ভ হইয়াছে! হাটে মাঠে ঘাটে বাটে—মুদীর দোকানে, পশারীর টাটে—শঠতার জয়চিহ্ন সস্তায় "চ্যবন প্রাশ" বিক্রয় হইতেছে! বৈদ্যের "বত্রিশ সিংহাসনে" বসিয়া—"ভোজের" মত নগণ্য ব্যক্তিও সুধার দোহাই দিয়া, জঘন্য বিষ প্রয়োগে অগণ্য নরনারীকে প্রতারণা করিতেছে! "মকরধ্বজের" নামে—পারা গন্ধক ও মনছালের সংযোগ—নিরীহ লোককে ব্যাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে! আজ যে "তামাক ওয়ালা"—কাল সে "কবিরাজ" সাজিতেছে! "পাচনের" পবিত্র উপাধি লইয়া হাতুড়ের হাতধোয়া জল—দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হইয়াছে! নিজের জাতিকে ইন্দ্রিয় লালসার অন্ধ উন্মাদনায়—আকুল করিবার জন্য—"পানের দোকানে" দুই পয়সায় 'মদনানন্দ মোদকের' নমুনা বিকাইতেছে।

অতীতের অযত্ন ও অমর্য্যাদায় ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রাণের আবেগে অনেক কথাই বলিয়া ফেলিলাম! আমি "আয়ুর্ব্বেদের" একজন লেখক, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া আমার কোন নিবন্ধ আয়ুর্ব্বেদের পদপ্রান্তে স্থান পায় নাই। এজন্য অনেকেই আমার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। কেহ কেহ আমার রচনা অতিরিক্ত সদয়-দৃষ্টিতে দেখিয়া,—আমি আর লিখিনা কেন? —পত্র লিখিয়া জানিতেও চাহিয়াছেন। এত-

দিন আমি কাহাকেও পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। কেবল—আমার দুঃখের সহৃদয় শ্রোতা—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়কে আমার মর্ম্ম বেদনা কথঞ্চিৎ নিবেদন করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদের কথা আমার "কৃষ্ণ কথা," কিন্তু সে কথা কাহাকে শুনাইব? আমি যে—"ধুঁয়ার ছলনা ক'রে কাঁদি"—কে ইহা বুঝিবে? বেদ তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আমি যে কেবল শ্মশান ভস্মে সোণার কমণ্ডলু ভাবিয়াছি। তবে আর লিখিব কি? আয়ুর্ব্বেদের যজ্ঞমণ্ডপে—আজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ প্রবেশ করিয়াছেন: আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। তাই অযোগ্য হইয়াও—আজ আবার ঋক্ মন্ত্র উচ্চারণে সাহসী হইয়াছি। আমার আকুল কণ্ঠের একাগ্র প্রার্থনা—এতদিন মহাশূন্যে বিলীন হইয়াছে। তথাপি আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—হে বৈদ্যরত্ন গণনাথ! হে কবিরাজ-কুল ভূষণ যামিনী ভূষণ! বলিতে পার—তোমরা থাকিতে, এখনও ৩৫ খানি সংহিতা থাকিতে, বাঙ্গালীর "গুড় খেগো মিষ্ট মুখ"—কুইনাইনে এমন 'তিত' হইয়া গেল কেন? যে দেশের মাটীতে এখনও পল্তা ক্ষেৎপাপড়া প্রমুখ শত তিক্ত জন্ম গ্রহণ করিতেছে, সে দেশে কে কুইনাইনের "কল্পতরু" রোপণ করিল? "আয়ুর্ব্বেদকে" পরিণতির পূর্ণ সৌষ্ঠব প্রদান করিবার জন্য দেশে কি আর একজনও "বৈদ্য" দেখিতে পাইব না? যে দেশে হারীত, অগ্নিবেশ, চরক, সুশ্রুতের সত্তা বিরাজ করিত সে দেশে কি আর দ্বিতীয় "গঙ্গাধর" জন্মগ্রহণ করিবে না? কৈ সে "নরনারায়ণ"—যিনি প্রলয়পয়োধি জলে—"আয়ুর্ব্বেদকে—" পৃষ্ঠে বহন করিতেন?

সভ্যতার জীবন্ত কেন্দ্র কলিকাতা সহরে—আজকাল "কবিরাজের" অভাব নাই। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই গুরু নাই, সতীর্থ নাই! যিনি "আয়ুর্ব্বেদ" শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক তিনি "ব্রহ্ম"—তাঁহার একটী বিশেষণ "স্বয়ম্ভু"; এই সকল "কবিরাজ"ও স্বয়ম্ভূ (অর্থাৎ আপনা হইতে জন্মিয়াছেন—বাংলা ভাষায় যাহাকে ভুই ফোঁড়" বলে)—ইহাই কি বৈদ্য বিজ্ঞানের বিবর্ত্তণ-বাদ? মোহপ্রাপ্ত মাতৃদেহ ইহারা যে শ্মশানে টানিয়া আনিয়াছে;—ভদ্রাসনের কড়ী বরগা চেলাইয়া চিতা সাজাইয়াছে,—তাহাতে মাতৃদেহ তুলিয়া দিয়া, বিলাতী দেশলাই ধরাইয়া আগুণ জ্বালিতেছে; সে আগুণে মৃত্যুগন্ধি ধূম ও রক্তনাগিণী শিখা উঠিতেছে! ক্রব্যাদ-বহ্নির প্রেতালোক দেখিয়া, যমাষ্টকের সান্নিপাতিক সন্তাপে উন্মত্ত হইয়া, দেশের লোক কঙ্কালের করতালি বাজাইয়া—চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে! পার যদি—ইহার প্রতিকার কর। অমঙ্গলের চিতাচুল্লী হইতে মাতৃমূর্ত্তি নামাইয়া লও। তাঁহাকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া—কালী-ধূম মুছাইয়া 'অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের" মর্ম্ম বেদিকায় বসাও। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ—নিপুণ বৈদ্য-হস্তের হরি চন্দনে লিপ্ত কর। জীবন্ত আয়ুর্ব্বেদের জীবনীর স্নেহে—সে দাহস্ফোট শীতল হউক।

তন্ত্রের মহিমা ও পারদের কথা বলিতে গিয়া—অনেক বাজে কথাই বলিলাম। আমার ভগ্ন কণ্ঠের কর্কশ কাকু—অনেকের পক্ষেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এই খানেই—আজ এই "ঢাকের বাদ্যি" বন্ধ করিলাম।

শিশুপালন।

(পরিপাক ক্রিয়া।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

-:*:—

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ সরস্বতী।]

খাদ্যের কার্য্য কি কি ?

খাদ্য (১) আমাদের দেহের পুষ্টি সাধন করে ; অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলশালী এবং গঠন করিবার পক্ষে খাদ্যই প্রধান উপায়। দেহের বৃদ্ধির পক্ষে খাদ্য প্রদান উপাদান। (২) সমগ্র জীবন ভরিয়া ক্রমাগত আমাদের দেহ যে ক্ষয় হইতেছে খাদ্য তাহা পূরণ করে। (৩) দেহে উত্তাপ এবং শক্তিসঞ্চার করিতে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়—খাদ্য তাহা প্রদান করে।

এই কাজগুলি করিতে গেলে খাদ্যকে রক্তের সহিত মিশিয়া যাইতে হয়। কিরূপে খাদ্য—রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, এখানে সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। শিশু যে খাদ্য গ্রহণ করে, এমন কি যে মাতৃদুগ্ধ পান করে তাহা কিরূপে রক্তে পরিণত হয় এবং তাহা দ্বারা শিশুর হাড়, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতিইবা কিরূপে গঠিত হয় তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক জননীই উৎসুক হইতে পারেন।

আহার্য্য দ্রব্য কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিপাক হইয়া এমন সব দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হয় যে, তাহা সহজেই রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে।

শিশু শুধু দুগ্ধ পান করে বলিয়া তাহার পরিপাক প্রণালী সহজ ও সরল এবং পরিপাক যন্ত্রও অত্যন্ত কোমল থাকে। এই কারণে শিশুর খাদ্যের কোনরূপ গোলমাল হইলে সহজেই পরিপাক যন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে এবং নানারূপ অসুখ হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য দ্রব্যের জটিলতা যেমন বৃদ্ধি পায়, পরিপাক যন্ত্রও তেমনি দৃঢ় হইতে থাকে এবং পরিপাক করিবার ক্ষমতাও বাড়ে।

আহার্য্য দ্রব্য মুখে যাইবামাত্র আমরা তাহা জিহ্বা এবং দাঁত দিয়া চর্ব্বণ করি। তারপর আমাদের আহার্য্যে যে শ্বেতসার পদার্থ আছে--(প্রধানতঃ, ভাত, আলু, শাকসব্জী প্রভৃতিতেই বেশী পরিমাণে শ্বেতসার পদার্থ থাকে)—তাহা লালা রস দ্বারা maltose নামক একপ্রকার দ্রবণীয় পদার্থে (শর্করায়) পরিণত হয়।* শ্বেতসার পদার্থ জলে মিশ্রিত করা যায় না,

* আমাদের মুখের ভিতর প্রধানতঃ তিন জোড়া লালাগ্রন্থি আছে, তাহা হইতেই লালারস নিঃসৃত হয়। এক জোড়া গ্রন্থি কাণের ঠিক নীচে এবং সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে, আর দুই জোড়া মুখের ভিতরে রহিয়াছে। প্রত্যেক লালাগ্রন্থি হইতে একটি ছোট নল বাহির হইয়া মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই নল দিয়া লালারস প্রবাহিত হইয়া মুখের মধ্যে আসে। এতদ্ব্যতীত আমাদের মুখের মধ্যে আরো ছোট ছোট লালা গ্রন্থি আছে। লালা রস alkaline। ইহাতে জল খনিজ পদার্থ, শ্লেষময় পদার্থ এবং মুখের ত্বক হইতে নিঃসৃত আরো কয়েক প্রকার পদার্থ আছে। ইহাতে দেহের অন্যান্য সমস্ত রস হইতে পৃথক একটি বিশেষ পদার্থ আছে, তাহার নাম Istyalin। লালা রসের ইহাই প্রধান উপকরণ এই Istyalinই শ্বেতসার পদার্থকে শর্করায় পরিণত করে। শিশুদের ছয় মাস বয়সের পূর্ব্বে তাহাদের লালারসে এই পদার্থ উপযুক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকেনা বলিয়া তাহারা শ্বেতসার বিশিষ্টখাদ্য শর্করায় পরিণত করিতে অর্থাৎ জীর্ণ করিতে পারে না।

সুতরাং রক্তের সহিত কিরূপে মিশিবে? কিন্তু লালারস দ্বারা ইহা যে দ্রবণীয় শর্করা পদার্থে পরিণত হয় তাহা সহজেই রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। শিশুদিগের দাঁত উঠিবার পূর্ব্বে যে লালারস নির্গত হয় তাহাতে শ্বেতসার পদার্থ জীর্ণ করিয়া শর্করায় পরিণত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। মাতার দুগ্ধে শ্বেতসার কিংবা তদনুরূপ কোনো পদার্থ বিদ্যমান নাই।

আহার্য্য দ্রব্য মুখে চর্ব্বিত এবং তাহার শ্বেতসার পদার্থ লালারস দ্বারা শর্করায় পরিণত হইবার পর তাহা গলনালী দিয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর ভিতরের গতি একপ্রকার সূক্ষ্ম ত্বক দ্বারা আবৃত। এই ত্বক হইতে রক্ত হইতে জাত এক প্রকার রস নিঃসৃত হয়, তাহার নাম পাচক রস। খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে পর ইহার পেশী নির্ম্মিত গাত্র খাদ্য দ্রব্যকে ক্রমাগত আলোড়ন করিতে থাকে। সুতরাং পাকস্থলীর ত্বক হইতে নিঃসৃত পাচক রসের সহিত খাদ্য দ্রব্য একবারে মিশ্রিত হইয়া যায়। (ক) মুখের লালারস আমাদের খাদ্যদ্রব্যের শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত করিয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী করে। এই সমুদয় পদার্থ পাচক রস দ্বারা Proteid matters পেপটোন নামক এক দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয়। শিশুর দুগ্ধপানের পর তাহা এই পাকস্থলীতে আসিয়া অম্লাদি বিশিষ্ট পাচকরসের সহিত মিশিয়া দুগ্ধের ছানার অংশ পৃথক হইয়া পড়ে। এই ছানাই দুগ্ধের nitrogenous পদার্থ। পাচকরস তখন এই ছানাকে জীর্ণ করে। মাতৃদুগ্ধের ছানা খুব ছোট ছোট হয়, সুতরাং পাচক রস তাহা সহজেই হজম করিয়া দেয়. কিন্তু গরু ও ছাগলের দুধের ছানা ভারি এবং গাঢ় হয়, এই জন্য হজম হইতে দেরী হয়। গাধার দুধ অনেকটা মাতৃদুগ্ধের ন্যায়, সুতরাং হজমও শীঘ্র হয়। খাদ্যের ছানার অংশ পাকস্থলীর পাচক রস দ্বারা পেপটোন নামক দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাকস্থলীর গাত্রে যে অসংখ্য সূক্ষ্মরক্তবহা নালী Blood vessels আছে তাহাতে চলিয়া যায়। খাদ্যের অবশিষ্ট যে সব অংশ (যেমন মেদময় পদার্থ, শেতসার পদার্থ) পাকস্থলীতে দ্রবণীয় পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহা পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। এইস্থলে যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্লোমগ্রন্থি হইতে ক্লোমরস (Pancreatic Juice) আসিয়া খাদ্যের উপর কার্য্য করে। যকৃৎ হইতে পিত্তরস এবং ক্লোমগ্রন্থি হইতে (Pancreas) ক্লোমরস আসিবার Jotyalin যেমন লালারসের প্রধান উপকরণ, Joepsin তেমনি পাচক রসের প্রধান উপকরণ। পাচক রস মেদময় পদার্থ এবং শ্বেতসার পদার্থ জীর্ণ করিতে পারে না। ক্লোমরস ইহাদিগকে জীর্ণ করে। পাচক রস nitrogenous খাদ্যকে জীর্ণ করে। মাংসের albumen, ডিমের খাদ্য অংশ, দুগ্ধের ছানা (casim) ময়দার gluten প্রভৃতি পাকস্থলীতে পাচক রস জীর্ণ করিবার জন্য ক্ষুদ্র অন্ত্রের সহিত দুইটি নালিযুক্ত পাকস্থলীতে পাচক রসের কার্য্যের পরও খাদ্যের যে সব উপাদান অপরিবর্ত্তিত

(ক) পাচক রসের গুণ acid। ইহাতে জল খনিজ পদার্থ free hydrocitric acid এবং pepsin আছে।

অবস্থায় ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে, ক্লোমরস সেই উপাদান সমূহকে দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত করে। ক্লোমরসের কার্য্য শক্তি অনেক। ক্লোমরস দুগ্ধকে দধির আকারে পরিণত করে, পাচক রসের ন্যায় খাদ্যের nitrogenous অংশকে Peptone নামক পদার্থে দ্রব করে, খাদ্যের শ্বেতসার পদার্থের যাহা লালারস এবং পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হয় না, তাহাকে শর্করায় পরিণত করে এবং খাদ্যের মাখনের অংশকে অতি সূক্ষ্ম ভাগে বিভক্ত করে। যকৃৎ হইতে যে পিত্তরস ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবাহিত হয় তাহা সাধারণতঃ পরিপাক কার্য্যে ক্লোমরসকে সাহায্য করে। পিত্তরসেরগুণ alkaline ইহার রঙ সবুজ। ইহাতে জল খনিজ পাদার্থ, রঙ করিবার জিনিস, bile acids, chotesterin এবং মেদ আছে। বয়স্কেরা যে খাদ্য আহার করে—তাহার যে অংশ মুখের লালারস এবং পাকস্থলীর পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হয় না তাহা এইরূপে ক্ষুদ্র অন্ত্রে ক্লোমরস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী হয়। খাদ্য এইরূপে লালারস, পাচক রস, পিত্তরস এবং ক্লোমরস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া দুগ্ধের ন্যায় এক প্রকার তরল পদার্থে পরিণত হইয়া রক্তে মিশিয়া যায়। এই পদার্থকে Chyle বলে। যে গুণে ক্লোমরস শ্বেতসার পদার্থকে শর্করায় পরিণত করিয়া রক্তে মিশিবার উপযোগী করে, শিশুর ক্লোমরসে সে গুণ জন্মের প্রথম কয়েক মাসে বিদ্যমান থাকে না। এই কারণে শিশুকে শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য দিলে তাহা তাহার মুখেও দ্রবীভূত হয় না এবং অন্ত্রের মধ্যেও জীর্ণ হয় না; শিশু নানারূপ পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

আমাদের খাদ্যদ্রব্য নানাপ্রকার রসের দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া যে তরল আকার ধারণ করে তাহা পাকস্থলী এবং অন্ত্রের গাত্রাবৃত ত্বকে যে সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী সকল আছে, তাহাতেই প্রধানতঃ প্রবেশ করে। খাদ্য গ্রহণের পর আমাদের পাকস্থলী অন্ত্রে প্রবাহিত রক্ত খাদ্যের সার অংশের দ্বারা উপরোক্ত ভাবে পুষ্ট হইয়া পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে বাহির হইয়া একটি শিরা দিয়া যকৃতে প্রবেশ করে। যে দ্বার দিয়া পাকস্থলী ও অন্ত্র হইতে পরিপুষ্ট রক্ত যকৃতে প্রবেশ করে তাহাকে ইংরাজিতে Portal Vein বলে। এই রক্ত যকৃতে প্রবেশ করিলে পর যকৃত তাহাকে পরিবর্ত্তিত করে অর্থাৎ রক্তের যে উপাদান-বর্জ্জন করিবার তাহা বর্জ্জন করিয়া দিয়া সার অংশ গ্রহণ করে। এই পরিত্যক্ত জিনিসটি পিত্ত। ইহা যকৃৎ হইতে বাহির হইয়া পিত্ত-কোষে গিয়া সঞ্চিত হয়। এইরূপে রক্ত যকৃৎ কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইয়া দেহের রক্ত স্রোতের সহিত মিশিবার উপযুক্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, খাদ্যের মাখনের অংশ ক্লোমরস দ্বারা অতি সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিতরের গাত্রে যেমন বহুসূক্ষ্ম বহা নালী সকল আছে, তেমনি ইহা একপ্রকার সূক্ষ্ম শুঁয়া দ্বারা আবৃত। ইহাকে ইংরাজীতে 'ভিলি' (Villi) বলে। প্রত্যেক ভিলাসের ভিতর বহু সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী আছে এবং ২।১টি করিয়া এক প্রকারের নালী আছে, তাহাকে ল্যাকটিয়ালস্ (lacteals) বলে। খাদ্যের মেদময় পদার্থ সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইলে পর ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রের ভিতর দিয়া চোয়াইয়া ভিলির অভ্যন্তরস্থ ল্যাকটিয়ালে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ এই ল্যাকটিয়ালগুলি বৃহত্তর হইতে

থাকে এবং আমাদের বুকের পশ্চাদ্দিক দিয়া যে একটি লম্বা নালী গিয়াছে তাহার মধ্যে এই ল্যাকটিয়ালগুলি তাহাদের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যের মেদময় পদার্থ চালিয়া দেয়। এই নালীকে বক্ষঃনালী thoracicduct বলে। এই নালী গলার বাম দিকের বৃহৎ শিরার সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। খাদ্যের মেদময় পদার্থ thoracic duct দিয়া এই বৃহৎ শিরার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের অধিকাংশ উপাদান দ্রবীভূত হইয়া সাধারণতঃ পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ত্বকে স্থিত রক্তবহা নালীতে প্রবেশ করে এবং খাদ্যের মেদময় পদার্থ উপরোক্ত ল্যাকটিয়াল্ দিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। উপরোক্ত প্রণালী হইতে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, খাদ্যদ্রব্য জীর্ণ করিবার জন্য চারিটি রসের আবশ্যক হয়।

(১) লালা রস (২) পাচক রস, (৩) পিত্ত রস এবং (৪) ক্লোম রস।

খাদ্য দ্রব্য মুখে যাইবা মাত্র লালারস খাদ্যের শ্বেতসার পদার্থের উপর কার্য্য করে এবং ইহাকে শর্করায় পরিণত করে। খাদ্য দ্রব্য এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র পাচক রস ঐ খাদ্যের উপর কার্য্য করে। তখন খাদ্যের নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন ঘটে। (১) লালারস দ্বারা খাদ্যের শ্বেতসার উপাদানের কতক অংশ শর্করায় পরিণত হইয়াছে। (২) মাংসের ন্যায় পদার্থের কিয়দংশ পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়াছে। এই দু'টি পদার্থ এবং যে পানীয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা পাকস্থলীর রক্তবহা নালী চুষিয়া লইয়াছে।

তারপর (১) শ্বেতসার এবং উদ্ভিদ্ পদার্থ পাকস্থলীর দ্বার দিয়া বাহির হইয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। (২) মাংসের ন্যায় পদার্থের অবশিষ্টাংশ নরম এবং টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। (৩) খাদ্যের মেদময় পদার্থ সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া তৈলের গুলির আকারে অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

পাকস্থলীর পাচকরস দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া খাদ্যের যে যে অংশ অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে—তাহা টক। এই টক খাদ্যাংশ অন্ত্রে প্রবেশ করিবামাত্র পিত্ত রস এবং ক্লোম রস ইহার সহিত মিশ্রিত হয়। এই দু'টি রসের গুণ, লালারসের ন্যায়, টকের বিপরীত। সুতরাং তাহারা—বিশেষতঃ পিত্তরস পাচক রসের টক গুণ নষ্ট করে। পিত্ত রসের প্রধান গুণই এই যে, ইহা পাচকরসের টক গুণ নষ্ট করে। পিত্ত রস পাচক রসের টক গুণ নষ্ট করিলে পর তবে ক্লোম রস খাদ্যের উপর কার্য্য করিতে পারে, সামান্য টক থাকিলেও ক্লোমরস কার্য্য করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্লোমরস খাদ্যের সমস্ত উপাদানই জীর্ণ করে। লালারস, পাচক রস এবং পিত্তরস খাদ্যের উপর কার্য্য করিয়া যে সকল উপাদান জীর্ণ করিতে পারে না, ক্লোমরস তাহা সবই জীর্ণ করে। এই তিন রসের ক্রিয়া শেষ হইবার পরও খাদ্যের যে শ্বেতসার পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, ক্লোমরস তাহাকে জীর্ণ করিয়া শর্করায় পরিণত করে, যে মাংসময় উপাদান অবশিষ্ট থাকে—তাহা দ্রবীভূত করে এবং পিত্তরসের সাহায্যে মেদময় পদার্থকে সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করে। আমাদের আহার্য্য দ্রব্য যখন সমস্ত ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, তখন ক্লোমরস ধীরে ধীরে কার্য্য করিতে

থাকে। ক্লোমরস দ্বারা জীর্ণ হইবার পর খাদ্যের উপাদান গুলিকে ভিলি (villi) চুষিয়া লয়। শর্করা ও মাংসের রসকে রক্ত বহা নালী এবং মেদময় উপাদানকে ল্যাকটিয়াল্স্ চুষিয়া লয়। জীর্ণ করা খাদ্যের অধিকাংশই ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিলি চুষিয়া লয়।

এইরূপে খাদ্য জীর্ণ হইয়া বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে খাদ্যের অসার অংশ মল রূপে বহির্গত হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদে রক্ত মোক্ষণ।

রক্ত মোক্ষণ দ্বারা অনেক রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে রক্তমোক্ষণ সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ আছে। আমরা এই প্রবন্ধে সাধারণের অবগতির জন্য রক্ত মোক্ষণের বিষয় আলোচনা করিব। রক্ত মোক্ষণ এক সময়ে ডাক্তারী চিকিৎসায় বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ক্রমে উহা উঠিয়া যায়। এদেশে রক্ত মোক্ষণের জন্য জলৌকা, শৃঙ্গ, অলাবু এবং শস্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগ করা হইত। ক্রমশঃ প্রত্যেকের বিষয় বলা যাইতেছে।

রাজা, ধনী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, দুর্ব্বল, স্ত্রী ও সুকুমার ব্যক্তির রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে জলৌকার প্রয়োগই অত্যুৎকৃষ্ট উপায়। জলৌকা, অলাবু এবং শৃঙ্গ এই ত্রিবিধ পদার্থ দ্বারা রক্তমোক্ষণের মধ্যে জলৌকা প্রয়োগই প্রধানতম।

অপিচ, বাতদুষ্টরক্ত—শৃঙ্গ দ্বারা, পিত্ত দুষ্ট রক্ত—জলৌকা দ্বারা এবং কফ দুষ্ট রক্ত অলাবু দ্বারা মোক্ষণ করা যায়। কারণ শৃঙ্গ স্নিগ্ধ বলিয়া বায়ুতে হিতকর, জলৌকা শীতল বলিয়া পিত্তে হিতকর এবং অলাবু রুক্ষ বলিয়া কফে হিতকর। আবার ত্রিদোষ দূষিত রক্ত মোক্ষণের জন্য উক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শৃঙ্গ দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে, যে স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিতে হইবে—সেই স্থান অল্প অল্প চিরিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র সংযোগে শৃঙ্গের স্থূল মুখ তথায় এমন ভাবে বসাইবে—যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। পরে ছিদ্রের অন্য মুখে মুখ দিয়া জোরে চুষিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে।

অলাবু দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিতে হইলে পীড়িত স্থান অল্প অল্প চিরিয়া মধ্য স্থলে প্রজ্জ্বলিত দীপবর্ত্তি সংযুক্ত অলাবু যন্ত্র তথায় স্থাপিত করিবে। ইহাতে রক্ত মোক্ষণ হইয়া থাকে।

জলৌকা প্রয়োগ :—জল ইহাদিগের আয়ু, এজন্য ইহাদিগকে জলৌকা বলে। আবার জল ইহাদিগের ওকা অর্থাৎ বাস্য স্থান এই জন্য ইহাদিগকে জলায়ুকা বলে। জলৌকা দ্বাদশ প্রকার। তন্মধ্যে ছয় প্রকার নির্ব্বিষ এবং ছয় প্রকার সবিষ।

কৃষ্ণা, কর্ব্বুরা আলগর্দ্দা, ইন্দ্রায়ুধা, সামুদ্রিকা ও গোচন্দনা এই ছয় প্রকার

জলৌকা সবিষ। অঞ্জন চূর্ণের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং স্থূল মস্তক বিশিষ্ট জলৌকাকে কৃষ্ণা বলে। বাইন মাছের ন্যায় আয়ত এবং উদরের কোথাও উন্নত ও কোথাও ছিন্নবৎ—এরূপ জলৌকাকে কার্ব্বুরা বলে। কুঞ্চিত অঙ্গ রোগমুক্তবৎ বিস্তৃত পার্শ্ব বিশিষ্ট ও কৃষ্ণা মুখ জলৌকাকে অলগর্দ্দা বলে। ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় উর্দ্ধ রেখা দ্বারা চিত্রিত জলৌকাকে ইন্দ্রায়ুধ বলে। ঈষৎ কৃষ্ণ পীত বর্ণ বিচিত্র পুষ্পের আকৃতির ন্যায় চিত্র বিচিত্র অঙ্গ জলৌকাকে সামুদ্রিকা বলে। যে সকল জলৌকার অধোভাগে ষাঁড়ের কোষের ন্যায়, দুই ভাগে বিভক্ত এবং মুখ সূক্ষ্ম তাহাদিগকে গোচন্দনা বলে।

সবিষ জলৌকা দংশন করিলে দষ্ট স্থানে অত্যন্ত শোথ ও চুলকণা, হয় এবং মূর্চ্ছা জ্বর, দাহ, বমি, মত্ততা ও অবসন্নতা—এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইন্দ্রায়ুধ নামক জলৌকায় দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সবিষ জলৌকায় দংশন করিলে বিষ চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের উল্লেখ আছে, সেই ঔষধ পান, লেপন ও নস্যাদি কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

কপিলা, পিঙ্গলা, শঙ্কু মুখী, মূষিকা, পুণ্ডরীক মুখী ও সারবিকা এই ছয় প্রকার জলৌকা নির্ব্বিষ। ইহাদের মধ্যে যে সকল জলৌকার দুই পার্শ্ব মনঃশিলার ন্যায় বর্ণে রঞ্জিত এবং পৃষ্ঠদেশ স্নিগ্ধ মুগের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট তাহাদিগের নাম কপিলা। যাহারা অল্প রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, গোলাকার, পিঙ্গল বর্ণ এবং শীঘ্র গামিনী তাহাদের নাম পিঙ্গলা। যাহারা যকৃতের ন্যায় নীল-লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট, শীঘ্র রক্তপায়ী, এবং দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ মুখ বিশিষ্ট তাহাদিগকে শঙ্কু মুখী বলে। যাহারা ইন্দুরের ন্যায় আকৃতি ও বর্ণ বিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধ যুক্ত তাহাদিগকে মূষিকা বলে। যাহারা মুগের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং রক্ত পদ্মের ন্যায় মুখ যুক্ত তাহাদের নাম পুণ্ডরীক মুখী। আর যে সকল জলৌকা স্নিগ্ধ, পদ্ম পত্রের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট এবং দশ অঙ্গুলি প্রমাণ দীর্ঘ তাহাদিগের নাম সারবিকা। এই সারবিকা জলৌকা হস্তী, অশ্বাদি পশুদিগের চিকিৎসা কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। মনুষ্যদিগের চিকিৎসা কার্য্যে কদাচ এই জলৌকা প্রয়োগ করা উচিত নহে।

যবন বা তুরস্ক দেশ, পাণ্ড্য (কাম্বোজের দক্ষিণ এবং পুরাতন দিল্লীর পশ্চিমে অবস্থিত) দেশ, সহ্য নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী সহ্য নামক পার্ব্বত্য দেশ এবং মথুরা দেশে দীর্ঘকায়, হৃষ্ট পুষ্ট ও অধিক রক্তপায়ী জলৌকা যথেষ্ট পাওয়া যায়। সবিষ মৎস্য, কীট, ভেক, মূত্র ও পুরীষ দ্বারা পূতি ভাবাপন্ন কলুষিত জলে সবিষ জলৌকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর পদ্ম উৎপল, কুমুদ, শৈবাল প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন নির্ম্মল জলে নির্ব্বিষ জলৌকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ নির্ব্বিষ জলৌকা সকল ক্ষেত্রে ও সুগন্ধি জলে বিচরণ করে, বিষাক্ত দ্রব্য আহার করে না এবং পঙ্কে বিচরণ করে না।

শরৎকালে কাঁচা চামড়া বা সদ্যাহত জন্তুর অর্দ্ধাবয়ব দ্বারা জলৌকা ধরিতে হয়। তৎপরে একটী বৃহৎ নূতন ঘটে সরোবর বা দীঘির জল এবং পঙ্ক রাখিয়া তাহা ছাড়িয়া দিতে হয়। উহাদের আহারের জন্য শুষ্ক মাংস, শৈবাল এবং পদ্ম ও উৎপলাদির কন্দ চূর্ণ করিয়া দিতে হয় এবং থাকিবার জন্য তৃণ জলজ পত্র দিতে হয়। দুই তিন দিন অন্তর জল বদলাইয়া দিতে হয় এবং নূতন করিয়া খাদ্য দিতে হয়। সাত দিন অন্তর অন্য ঘটে স্থাপন করিতে হয়।

যে সকল জলৌকার দেহের মধ্যভাগ স্থূল যাহারা ক্লিষ্ট; অত্যন্ত দীর্ঘ ধীরে ধীরে গমন করে, পীড়িত স্থানে সহজে সংলগ্ন হয় না, অল্প রক্ত পান করে এবং যাহারা সবিষ—এই জলৌকা রক্ত মোক্ষণ কার্য্যে প্রশস্ত নহে।

ব্যাধি—জলৌকা-প্রয়োগ-সাধ্য হইলে রোগীকে শয়ন করাইয়া বা উপবেশন করাইয়া, ব্যাধি স্থানে ক্ষত না থাকিলে শুষ্ক মৃত্তিকা ও গোময় চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ক্ষত থাকিলে জলৌকা সহজেই সেই স্থান গ্রহণ করে বলিয়া ঐরূপ ঘর্ষণ করিবার আবশ্যক হয় না। অনন্তর পাত্র হইতে জলৌকা ধরিয়া তাহার গাত্রে সর্ষপ ও হরিদ্রা বাটা লেপন করিবে। এবং গ্রহণ করার জন্য ক্লান্তিনাশা হেতু মুহূর্ত্তকাল জল পূর্ণ পাত্রের মধ্যে রাখিয়া দিবে। পরে সূক্ষ্ম, শুক্ল এবং আর্দ্র তুলা বা বস্ত্র খণ্ড দ্বারা মুখ ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া ব্যাধি স্থানে সংলগ্ন করিবে। যদ্যপি জলৌকা রুগ্ন স্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে একবিন্দু দুগ্ধ বা রক্ত সেই স্থানে প্রদান করিবে অথবা সেই স্থানে একটু ক্ষত করিয়া দিবে। ইহাতেও যদি জলৌকা রুগ্নস্থান গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই জলৌকা পরিত্যাগ করিয়া অন্য জলৌকা গ্রহণ করিবে।

জলৌকা অশ্বের খুরের ন্যায় মুখ নীচু ও স্কন্ধ উন্নত করিলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যাধি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। জলৌকা ব্যাধি স্থান গ্রহণ করিলে উহার শরীর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং তদুপরি জলসেচন করিবে। ইহাতে জলৌকা গাত্র শীতল হয় বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র রক্তপান করে।

জলৌকা সংলগ্ন স্থানে বেদনা ও কণ্ডু হইলে বুঝিতে হইবে যে, জলৌকা বিশুদ্ধ রক্ত পান করিতেছে। তখন তাহাকে অপসারিত করিবে। যদ্যপি জলৌকা সহজে পীড়িত স্থান ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার মুখে একটু সৈন্ধব লবণ চূর্ণ দিবে। ইহাতে জলৌকা নিশ্চয়ই ব্যাধি স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

জলৌকা রক্তপান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতিত হইলে, উহার গাত্রে চাউলের গুঁড়া মাখাইয়া এবং মুখ লবণ ও তৈল দ্বারা লিপ্ত করিবে। অনন্তর বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা পুচ্ছ দেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধীরে ধীরে মুখ পর্য্যন্ত মর্দ্দিত করিয়া বমন করাইবে। জলৌকা সম্যক প্রকারে মোক্ষণ করিলে যদি উহাকে জলের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে আহারের চেষ্টায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে। কিন্তু জলে ফেলিলেও যদি জলৌকা অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ইতস্ততঃ সঞ্চরণ না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার সম্যক প্রকার কার্য্য করা হয় নাই। এরূপ অবস্থায় পুনরায় মোক্ষণ করান কর্ত্তব্য। কেননা সম্যক্ প্রকারে মোক্ষণ করান না হইলে উহাদের ইন্দ্র মদ নামক দুঃসাধ্য ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সম্যক্ প্রকারে মোক্ষণ করান হইলে জলৌকাকে পূর্ব্ববৎ নিয়মে যথাস্থানে রাখিয়া উপযুক্ত খাদ্যাদি দিয়া পালন করিবে।

জলৌকা প্রয়োগ হেতু সম্যক্ যোগ ব্যতীত রক্তস্রাবের হীন, মিথ্যা এবং অতিযোগ হইতে পারে। সম্যক্ যোগ হইলে ক্ষত স্থানে শত ধৌত ঘৃত মর্দ্দন বা শত ধৌত ঘৃতযুক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড সংলগ্ন করিবে। হীন-যোগ হইলে রক্তস্রাবের জন্য ক্ষতস্থান মধু দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। অতিযোগ হইলে শীতল জল সেচন করিবে অথবা শীতল জলাক্ত বস্ত্রখণ্ড

দ্বারা বন্ধন করিবে। মিথ্যাযোগ হইলে মধুর দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইতে হইলে রোগীর বল, শরীরের আয়তন, দোষের বল, দোষের প্রমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় রক্তমোক্ষণ করান কর্ত্তব্য। ব্যাধি স্থান অল্প হইলে অল্প রক্ত এবং বৃহৎ হইলে অধিক রক্ত মোক্ষণ করান কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে কি পরিমাণ রক্তমোক্ষণ করান উচিত সে সম্বন্ধে উপদেশ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ মাত্রার রক্তস্রাব করান যায় না বলিয়া পরিমাণ লিখিত হইল না।

শস্ত্র দ্বারা রক্ত মোক্ষণ।

ত্রিদোষজ ব্যতীত পঞ্চবিধ বিদ্রধি (বড়-ফোড়া), কুষ্ঠ, বেদনাযুক্ত বাতব্যাধি (Nervous disease), শরীরের একদেশ আশ্রিত শোথ, কর্ণপালি বাতরোগ সকল, গোদ, বিষাক্ত রক্ত, আব্, বিসর্প, বাতজ গ্রন্থি, পিত্তজ গ্রন্থি, কফজ, গ্রন্থি, বাতজ উপদংশ, পিত্তজ উপদংশ, কফজ উপদংশ, স্তনরোগ সমূহে বিদারিকা, ক্রিমি দন্তক, দন্তবেষ্ট; উপকুশ, শীতাদ, পিত্তজ ওষ্ঠ ব্যাধি, রক্তজ ওষ্ঠ ব্যাধি, কফজ ওষ্ঠ ব্যাধি এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র রোগে রক্ত মোক্ষণ কার্য্য প্রশস্ত। ক্ষীণ ব্যক্তির শোথ হইলে এবং পাণ্ডু, অর্শ, উদর শোষ রোগী ও গর্ভিণী স্ত্রীর শোথ হইলে রক্ত মোক্ষণ নিষিদ্ধ।

বায়ু দূষিত রক্ত ফেণাযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, পাতলা, শীঘ্র প্রসরণ শীল হয় এবং সহজে জমিয়া যায় না। পিত্ত দূষিত রক্ত নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, হরিত বর্ণ, শ্যাম-বর্ণ (হরিত কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণ) কাচা মাংসের ন্যায় গন্ধযুক্ত, পিপীলিকা ও মক্ষিকাদির অনভিলষিত (অর্থাৎ মক্ষিকাদি পিত্ত দূষিত রক্ত খায় না) সহজে জমিয়া যায় না। কফ দূষিত রক্ত গেরিমাটী মিশ্রিত জলের ন্যায় পাণ্ডু লোহিত মিশ্রিত বর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, ঘন, পিচ্ছিল, মাংস পেশীর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হয় এবং বিলম্বে স্রাব হইয়া থাকে। ত্রিদোষ কর্ত্তৃক দূষিত রক্ত ভিন্ন ভিন্ন দোষ দূষিত রক্তের লক্ষণ যুক্ত কাঁজির ন্যায় আভা বিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। দ্বিদোষ দ্বারা দূষিত হইলে দুই দোষের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রক্তদোষজনক কারণে দূষিত রক্ত—পিত্ত দুষ্ট রক্তের লক্ষণ যুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

যে রক্ত ইন্দ্রগোপ নামক কীটের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ বিশিষ্ট, অতি তরল বা অত্যন্ত ঘন নহে, এবং আলতা, কুঁচ প্রভৃতির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট—সেই রক্ত বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে।

অস্ত্র দ্বারা দুই প্রকারে রক্তমোক্ষণ করান যাইতে পারে। অসময়ে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে, কিম্বা চিকিৎসকের দোষে ভাল রূপ অস্ত্র প্রযুক্ত না হইলে, অথবা অত্যন্ত শীতাধিক্য কিম্বা বাতাধিক্য কালে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে, ভোজনের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরেই শস্ত্র প্রয়োগ করিলে এবং রক্ত গাঢ় হইলে রক্তস্রাব হয় না অথবা স্রাব হইলেও অল্প মাত্রায় হইয়া থাকে।

যাহারা মদ্যপান বা বিষ পান করিয়াছে, যাহারা মূর্চ্ছাগ্রস্থ, যাহাদের বায়ু, মূত্র ও পুরীষের অবরোধ ঘটিয়াছে এবং যাহারা নিদ্রাভিভূত বা ভীত,—শস্ত্রপ্রয়োগে তাহাদের রক্তস্রাব হয় না।

এই সকল কারণে রক্তস্রাব না হইলে, সেই দুষ্ট শোণিত শরীরে থাকিয়া কণ্ডূ, শোথ,

দাহ, পাক ও বেদনা জন্মায়; অনভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্ত্তৃক, অত্যন্ত উষ্ণ কালে, ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায়, অতিরিক্ত স্বেদ দেওয়ার পরে রক্ত মোক্ষনার্থ শস্ত্রপাত করিলে অথবা অতিরিক্ত বিদ্ধ হইলে অত্যধিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে। অতএব নাতিশীতোষ্ণকালে, রোগীকে অধিক স্বেদ না দিয়া অথবা সূর্য্য বা অগ্নিতাপে অধিক তাপিত না করিয়া প্রথমে তিলের যবাগূ পান করাইয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিবে।

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে শিরঃ শূল, অন্ধতা, অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগ, তিমির রোগ, ধাতুক্ষয়, আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, একাঙ্গ রোগ, তৃষ্ণা দাহ, হিক্কা, শ্বাসকাস ও পাণ্ডু-রোগ জন্মিতে পারে—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

রক্তস্রাব হইতে হইতে যখন দেখিবে যে, রক্তবর্ণ বিশুদ্ধ রক্তস্রাব হইতেছে অথবা রক্ত-স্রাব আপনা হইতে বন্ধ হইয়াছে, কিম্বা দেহের লঘুতা, বেদনার উপশম, রোগের হ্রাস এবং চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মিয়াছে, তখন সম্যক রক্তস্রাব হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। রক্ত-মোক্ষণশীল ব্যক্তিদিগের কুষ্ঠনীলিকাদি ত্বকদোষ, গ্রন্থি রোগ, শোথ এবং রক্তদোষ জনিত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হইতে পারে না।

যদ্যপি রক্তস্রাব না হয়—তাহা হইলে,এলাচ, কর্পূর, কুড়, তগরপাদুকা, আকনাদী, দেব-দারু, বিড়ঙ্গ, চিতা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গৃহধূম (ঝুল,) হরিদ্রা, আকন্দের আটা ও ডহর করঞ্জের ফল এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে গুলি পাওয়া যায়—তিনটী চারটী বা সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে, লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, ধুনা, রসাঞ্জন, শিমূল, ফুল, শঙ্খ, ঝিনুক, মাষ-কলায়, যব ও গোধূম—এই সমস্ত দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ধীরে ধীরে ক্ষত-স্থানে লাগাইয়া দিবে। অথবা শাল, সর্জ্জ (শাল ভেদ), অর্জ্জুন, অরিমেদ (গুয়ে-বাবলা), কাঁকড়াশৃঙ্গী ও ধামন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। কিম্বা কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্র দগ্ধ করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে অথবা সমুদ্রফেন ও (লাক্ষা) চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিবে। পাট বা কার্পাসবস্ত্র দ্বারা ক্ষতস্থানে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলেও রক্ত-স্রাব নিবারিত হয়। ক্ষতস্থানে শীতল বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে, রোগীকে শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে দিলে, শীতল গৃহে রাখিলে ক্ষতস্থানে শীতল দ্রব্য পরিষেক করিলে বা শীতল দ্রব্য প্রলেপ দিলে,ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্ত হইয়া থাকে। শিরা পূর্ব্বে যেস্থানে বিদ্ধ করা হইয়াছিল তাহার নিম্নে সেই শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্তস্রাব নিবা-রিত হয়। অপিচ, রোগীকে কাকোল্যাদি মধুর গণোক্ত দ্রব্যের কাথে ইক্ষু চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। কৃষ্ণসার মৃগ, হরিণ, মেষ, শশক, মহিষ, বরাহ প্রভৃতির রক্তপান করিতে দিবে। দুগ্ধ, ঘৃত, সংস্কৃত মুগের যূষ ও মাংস রস সহ সুস্নিগ্ধ অন্ন আহার করিতে দিবে। রোগীর অন্য কোন উপসর্গ ঘটিলে নিম্নলিখিত নিয়মে দোষানুসারে তাহার চিকিৎসা করিবে।

অত্যধিক মাত্রায় রক্তস্রাব হইলে ধাতুক্ষয় বশতঃ অগ্নিমান্দ্য হয় এবং বায়ু অত্যন্ত কলুষিত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় রোগীকে

নাতি শীতল, লঘু স্নিগ্ধ ও রক্তবর্দ্ধক পথ্য, ঈষৎ অম্ল যুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রক্তস্রাব নিবারণ করিবার উপায় চারি প্রকার। যথা, সন্ধান, স্কন্দন, দহন ও পাচন। তন্মধ্যে কষায় দ্রব্য দ্বারা ক্ষতস্থানের সন্ধান বা সঙ্কোচন, শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্তের স্কন্দন, কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র ভস্ম প্রয়োগ দ্বারা পাচন এবং দাহ বা দহন দ্বারা শিরা সঙ্কোচন ক্রিয়া করিতে হয়। শীতল ক্রিয়া দ্বারা রক্ত ঘনীভূত হইয়া রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে সন্ধান ক্রিয়া করিবে। সন্ধান ক্রিয়া দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে পাচন ক্রিয়া করিবে। এই তিন প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে দহন ক্রিয়া করিবে। এই রূপে রক্তের দোষ নিঃশেষিত রূপে দূর হইয়া-রক্তস্রাব বন্ধ হইলে ব্যাধি পুনর্ব্বার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হইতে পারে না। দোষ থাকিতে রক্তস্রাব বন্ধ হইলে পুনরায় আর রক্তস্রাব না করিয়া সংশমন অর্থাৎ দোষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অবশিষ্ট দোষের প্রতিকার করিবে। কারণ রক্তই শরীরের মূল ও রক্ত দ্বারাই শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। সেইজন্য রক্তকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত। রক্তকেই জীবন বলিয়া জানিবে।

রক্তস্রাবের পর শীতল পরিষেকাদির জন্য বায়ু কুপিত হইলে ক্ষতস্থানে শোথ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা হয়। এরূপ অবস্থায় ঈষদুষ্ণ ঘৃত ক্ষতস্থানে সেচন করিলে প্রতিকার হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

(ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার এইচ, এল, এম, এস)

যে সকল সদুপায়ে দেহ মনকে পরিচালন করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকিয়া সুখশান্তিময় সুস্থভাবে সুদীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়—সেই সকল সদুপায়কেই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান কহে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রথম এবং প্রধান উপায় ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? এই শব্দটির বিশ্লেষণে দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, একটি সচ্চিদানন্দময় আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম; অপরটির 'চর'ধাতু অর্থাৎ গমন। সুতরাং যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মসন্নিধানে গমন করা যায়—তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম-দর্শন ঘটে বলিয়াই আত্মদর্শনে অমরত্ব লাভ, পক্ষান্তরে আত্ম-দর্শনেই মৃত্যু হওয়া বেদশাস্ত্র সম্মত মহাবাক্য *। তাহা হইলে চৌরাশী লক্ষ যোনী পরিভ্রমণান্তর সুদুর্লভ যে মানব-জন্ম, যাহা কেবল ব্রহ্মদর্শন জন্যই অবধারিত

* বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণতমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বা ইতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥
ঋগ্বেদ পুরুষ সূক্ত।

বেদার্থ প্রতিপাদ্য আদিত্যবর্ণ গুণাতীত পুরুষকে অবগত হইলে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন মৃত্যু নিবারণের অন্য কোন উপায়ই থাকিতে পারে না।" সুতরাং সেই আত্ম দর্শন অভাবে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

হইয়াছে, তাহার সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনকল্পে মানবজাতি মাত্রেরই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের প্রকৃত পন্থাই শ্রবণমননাদি অষ্ট প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুক্রধারণ। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ॥"

যে পুরুষ যে পরিমাণে শুক্রধারণ করে, তাহার জীবন সেই পরিমাণে দীর্ঘ ও সুখ সেই রূপ হয়, আর যে পুরুষ যে পরিমাণে বিন্দুপাত করে তাহার মৃত্যু সেই পরিমাণে অকালে এবং দুঃখজনকভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শুক্রধারণ অর্থে যে কেবল পুরুষ জাতিরই কর্ত্তব্য তাহা নহে। উহা স্ত্রীজাতিরও অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ স্ত্রীজাতিও শুক্র ধারণ রূপ ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ না হইলে উৎকৃষ্ট আর্ত্তবলাভে সমর্থা হন না বলিয়া সুসন্তান লাভ করিতে বা দীর্ঘায়ু ও বীর্য্যবতী হইতে পারেন না। কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীজাতির শুক্র হয় না। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিমূলক বাক্য। এজন্য সুশ্রুত বলেন,—

"এবং মাসেন রসঃ শুক্রীভবতি স্ত্রীণাঞ্চার্ত্তবমিতি। স্ত্রীণাঞ্চেতি চকারাৎ স্ত্রীণামপি শুক্রং ভবতি॥"

একমাসে রস পরিপাকান্তে পুরুষের শুক্র রূপে এবং স্ত্রীদিগের শুক্র আর্ত্তবরূপে পরিণত হয়। "স্ত্রীণাঞ্চ" এই "চ" কার দ্বারা স্ত্রীদিগের শুক্র সমুচ্চিত করা যায়। ইহার প্রমাণও সুশ্রুতেই উক্ত হইয়াছে; যথা, স্ত্রীলোকেরও পুরুষ সংসর্গে শুক্রস্রাবিত হয়; কিন্তু সেই শুক্র গর্ভোৎপত্তির কোনই সহায়তা করে না। ঐ শুক্র শুদ্ধগর্ভের কারণ হয় না। তবে বিকৃত গর্ভের কারণ হইতে পারে।

শুক্র শব্দে শুক্ল বলিলে কোন দোষ দেখা যায় না। কেন না শুক্র বাস্তবিকই নির্ম্মল, নির্ম্মল বস্তু মাত্রেই শুক্ল। আবার 'র' কার ও 'ল' কারে সমানতা থাকা হেতুও বুঝিবার সুবিধার জন্য শুক্র বলা যায়। ঋষিগণ কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বকীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাকে রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত ছয়টি ধাতুতেই মল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু স্বর্ণ যেমন সহস্রবার দগ্ধ করিলে সুনির্ম্মল হয়, তদ্রূপ রস বারম্বার পরিপক হওয়া প্রযুক্ত নির্ম্মল অবস্থায় শুক্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই শুক্র আবার পরিপাক হইয়া তাহার সার অংশ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যস্থ স্থূলাংশ শুক্রে পরিণত থাকে আর স্নেহময় সূক্ষ্মাংশ ওজো ধাতু রূপে পরিণত হয়। এই ওজো ধাতু সমস্ত শরীরেই অবস্থিতি করে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল স্থির, শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের বল ও পুষ্টি কারক। মহামতি সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্ত ধাতুর যে পরম তেজোভাগ তাহাকেই ওজ কহে। সেই ওজো ধাতুই বল নামে অভিহিত হয়। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, যে রস হইতে ওজ উৎপন্ন হয়, সেই রস ক্রমান্বয়ে সমস্ত ধাতুর স্থান প্রাপ্ত হইতে হইতে অবশেষে ওজো ধাতুতে পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব রস যখন যে ধাতুতে উপনীত হয়, তখন উহা সে ধাতুরই তুল্য বলিয়া গৃহীত হয়, সুতরাং ওজো ধাতু যে সমস্ত ধাতুরই স্নেহভাগ, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুগ্ধের মধ্যে যেমন ঘৃত থাকে, ওজো ধাতুতে সেইরূপ বল অবস্থিতি করে। অতএব ওজোধাতুই বল নামে অভিহিত। ওজো ধাতু দশপ্রকার গুণ বিশিষ্ট, যথা,—গুরু, শীতল, কোমল, স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রস, স্থির, নির্ম্মল, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম।

দেহে শুক্র রক্ষিত হইলেই ওজো ধাতু

বৰ্দ্ধিত হয়। ওজো ধাতু বৰ্দ্ধিত হইলেই দেহের তুষ্টি, পুষ্টি ও বলবীর্য্য লাভ হইয়া দীর্ঘজীবি হওয়া যায়, এবং জীবিত কাল পর্য্যন্ত উৎসাহ, দেহের শোভা, কমনীয় কান্তি, ধীরতা, লাবণ্য ও সৌকুমার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভুক্ত দ্রব্যের রস সমূহ পুনঃ পুনঃ পরিপক্কতা লাভ করিতে করিতে একমাস কালে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীজাতির আর্ত্তব ও শুক্র রূপে পরিণত হয়। চরকে উক্ত আছে যে, ওজোধাতু অষ্টবিন্দু প্রমাণ, সুতরাং অনুমান হয় যে, উহা বড়জোর বত্রিশ বিন্দু শুক্রের সূক্ষ্মাংশই হইবে। এদিকে একবার স্ত্রীসম্ভোগে যে শুক্র নির্গত হয়, তাহা নিশ্চয়ই বত্রিশ বিন্দু অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে। তবে দেখা যায় যে, খাদ্যাদির রস পরিপাকে এক মাসের পরিশ্রমে যে শুক্র টুকু প্রস্তুত হইল, অতি যৎ সামান্য ক্ষণ সুখের লালসায় অমন ব্রহ্মবস্তুকে অনায়াসে অপব্যয় করা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি হইতে পারে? সুতরাং কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক—সকলেরই বিশেষ সাবধানতার সহিত শুক্র ধারণ করা অতীব কর্ত্তব্য। কামিনীগণের প্রতি আসক্তিতে বিরক্তি উৎপাদন জন্য দত্তাত্রেয় প্রভৃতি ঋষিগণ অবধূত গীতাদি শাস্ত্রে অনেক ঘৃণাজনক বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে মাতৃস্বরূপা মহিলাগণের মনে আঘাত লাগিবার কথা, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, পুরুষ-দেহই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ের সংমিশ্রণে প্রস্তুত, তখন প্রকৃতি পরিত্যাগের উপায় কি? আমরা একথা বুঝিতে পারি যে—

নৈব স্ত্রীন পুমানেষ নৈ চৈবায়ং ন পুংসকঃ।
যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে।

৫ অঃ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুং ভেদং ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ পরং পশ্যতি নারদঃ॥

১ অঃ প্রকৃতিখণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সুতরাং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনরূপ ভেদ করিয়া কাহারো প্রতি ঘৃণিতোক্তি সমীচীন বোধ করি না।

কিন্তু এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্রধারণ ব্যাপার কার্য্যতঃ অত্যন্ত কঠিন। এজন্য ইহার অনুষ্ঠানকল্পে যে যে নিয়মাধীন থাকার অভ্যাস করার নিতান্ত প্রয়োজন, তাহার বিবৃত্তিকল্পে আমরা চরক গ্রন্থের শারীর স্থানের ৫ম অধ্যায় এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—(২১ শ্লোক) "পুরুষ অহংকারাদি দোষে ভ্রাম্যমান থাকে বলিয়া প্রবৃত্তি অতিক্রম করিতে পারে না। প্রবৃত্তিই পাপের মূল। নিবৃত্তিই অপবর্গ, ইহাই শান্তি, অক্ষয়, ব্রহ্ম এবং মোক্ষ। এক্ষণে মুমুক্ষুর উপযোগী উপায় সকল ব্যাখ্যা করিব। লোকদোষদর্শী মুমুক্ষু ব্যক্তি আচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অগ্নিসেবা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসরণ, ধর্ম্মশাস্ত্রার্থবোধ, ধর্ম্মশাস্ত্ররূপস্তম্ভে আশ্রয় করণ, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকরণ, সাধুদিগের উপাসন, অসাধু পরিবর্জ্জন, দুর্জ্জনের সহিত অসঙ্গতি, সত্য, সর্ব্বভূতহিতকর বচন, অপরুষ বচন, অনতিকালে পরীক্ষাপূর্ব্বক বচন, সর্ব্বপ্রাণীতে আত্মবৎ দর্শন, স্ত্রীদিগের অস্মরণ, * স্ত্রীদিগের অসঙ্কলন, স্ত্রীদিগের অপ্রার্থনা, স্ত্রীদিগের অনভিভাষণ, স্ত্রীদিগের সহিত সর্ব্বসম্বন্ধ ত্যাগ প্রচ্ছাদনার্থ কৌপীন, (গৃহস্থের পক্ষে অত্যল্প

* আকাশাদি পঞ্চভূত এবংচৈতন্য এই ছয় ধাতুর সমবায়কেই যখন পুরুষ কহে আবার পৃথক চেতনা ধাতুরও পুরুষ সংজ্ঞা হয়, মন ও দশেন্দ্রিয় প্রভৃতি অষ্ট প্রকার প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গই যখন পুরুষের আদি

মূল্যের সামান্য বস্ত্র) গৈরিক বসন, কন্থা সীবন হেতু সূচী ও বস্ত্র খণ্ড, শৌচাধান হেতু জল-কুণ্ডিকা, দণ্ড ধারণ ভিক্ষাচর্য্যার্থ পাত্র, (এ গুলি সম্ভবতঃ সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবস্থা, কিন্তু গৃহাশ্রপক্ষে ইহার মধ্যে নিবৃত্তি মার্গীয় সম্ভবপর উপায় সকল গ্রহণীয়।) প্রাণ ধারণার্থ বন্য ফলমুলাদি যথাপ্রাপ্তি আহার, শ্রমাপ-নয়নার্থ শীর্ণ শুষ্কপত্র তৃণের আস্তরণ ও উপাধান, ধ্যান হেতু যোগপট, বনে বৃক্ষাদিতলে বাস, তন্দ্রা, নিদ্রা ও আলস্যাদি বিসর্জ্জন, কর্ম্মত্যাগ, বিষয়ে রাগ-দ্বেষ না রাখা, নিদ্রা, স্থিতি, গতি, দৃষ্টি, আহার, বিহার ও অঙ্গ চেষ্টা দির আরম্ভে স্মরণপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়া, সৎকার স্তুতি, নিন্দা ও অপমানে ঔদাসীন্য, শ্রম, শীত, উষ্ণ, বাত বর্ষা সুখ ও দুঃখের সহিষ্ণুতা; শোক, দৈন্য, দ্বেষ, মদ, মান, লোভ, রাগ ঈর্ষ্যা ভয় ও ক্রোধাদি দ্বারা বিচলিত না হওয়া, অহঙ্কার প্রভৃতিকে উপদ্রব জ্ঞান করা, বাহ্যজগতের সহিত পুরুষের সমানতা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা, মোক্ষার্থ কার্য্যকালের অতিক্রম না করা, যোগারম্ভে সর্ব্বদা অনি-র্ব্বেদ, সত্ত্বোৎসাহ ও অপবর্গের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা ধী, ধৃতি ও স্মৃতির বলাধান, ইন্দ্রিয়বর্গের শাসন, চিত্তে চিত্তস্থাপন, আত্মাতে আত্ম স্থাপন, ধাতুভেদে শরীরাবয়বের অবধারণ, সমস্ত কারণবৎ দ্রব্যকেই দুঃখময়, অনাত্মীয়, অনিত্য এইরূপ বোধ করা, সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিকেই দুঃখবোধ এবং সর্ব্ব প্রকার সন্ন্যাসেই সুখবোধ করিয়া অভিনিবেশ, অপ-বর্গের অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির বাধা ঘটিয়া থাকে। এইরূপে নিবৃত্তি মার্গের উপায় সকল ব্যাখ্যা করা হইল॥ (২৩ শারীর স্থান ৫ম অঃ, চরক।)

এই সকল সুখকর শুদ্ধির উপায় দ্বারা সত্ত্ব বিশুদ্ধ হইয়া তৈলবস্ত্রাদিকরণ যোগে মার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হয় এবং গ্রহ, মেঘ, ধূলি ও নীহার দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পায়। দীপাশয়ের (লণ্ঠনের) দ্বার বন্ধ করিয়া দিলে তন্মধ্যে নির্ম্মল শিখাবিশিষ্ট দীপ যেমন স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইলে আত্মাতে শুদ্ধ সত্ত্ব স্থির ভাবে প্রকাশ পায়। (২৪ ঐ) শুদ্ধ সত্ত্ব হইতে যে শুদ্ধ সত্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহার বলে অতিবল মহামোহময় তমঃ ভেদ করা যায়, যদ্দ্বারা নিস্পৃহ ব্যক্তি সর্ব্বভাবের স্বভাব অবগত হইয়া থাকেন, যদ্দ্বারা যোগসাধন করা যায়, যদ্দ্বারা সাংখ্য (সংখ্যাতত্ত্ববিৎ) হওয়া যায়, যাহা প্রাপ্ত হইলে অহংকার থাকে না এবং সুখ দুঃখের কারণ অবগতি হয়; যাহা থাকিলে অন্য কোন অবলম্বন আর আবশ্যক হয় না; যাহা থাকিলে সর্ব্বত্যাগ করা যায়; যাহা থাকিলে নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষয় স্বরূপ পরব্রহ্মে গমন করা যায়, সেই শুদ্ধ সত্ত্ব-বুদ্ধিই বিদ্যা; সিদ্ধি, মতি, মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানস্বরূপ। (২৫ ঐ) যিনি বাহ্যজগতের ষড়্ ধাতুময় আত্মা এবং ষড়্ধাতুময় আত্মাকে বাহ্যজগৎ দেখিতে পান, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ও লোকজ্ঞ মহাত্মার জ্ঞান-মূলা শান্তি কথনই বিনষ্ট হইতে

(৬ শ্লোক শারীর ১ম অঃ) তথন এই হিসাবে স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই। সুতরাং স্ত্রীঅশ্মরণ পুরুষের এবং পুরুষ অশ্মরণ স্ত্রীদিগের সমান কর্ত্তব্য। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে উভয়ের মাঝামাঝিভাবে বাস অনিবার্য্য। কেবল সংযম অভ্যাসেই পরস্পর অনাসক্ত থাকিতে হইবে। প্রঃ লেঃ।

প্যারে না। তিনি সর্ব্বদা জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় সমুদয় ভূতকেই সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন, তিনি পরিণামে ব্রহ্মভূত হন এবং পুনর্জ্জন্মের কারণ সকল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (২৬ ঐ)

প্রাগুক্ত চরক শাস্ত্রোক্ত উপায়গুলি গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমী ব্যক্তির জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে. উহার মধ্য হইতে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য-গুলি বাদ দিয়া লইলেই গৃহীর কর্ত্তব্য সহজে অবধারিত হইতে পারে। ফলতঃ শুক্রধারণ করিয়া উর্দ্ধরেতা হইতে না পারিলে এবং সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তিমার্গ ত্যাগ অভ্যাস করিতে পরাঙ্মুখ হইলে কখনই মানব আত্মোন্নতি বা বলবীর্য্য লাভ করিয়া দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যবান হইতে পারে না। যে কোন কারণে শুক্র নষ্ট হইলেই আত্মক্ষয় হয়, এজন্য স্ত্রীসংসর্গ পুরুষের সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যদি সঙ্গ করত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আত্মক্ষয়ো বিন্দুহীনাদসামর্থঞ্চ জায়তে॥

দত্তাত্রেয়।

যদি স্ত্রীসঙ্গ করে তবে বিন্দু নাশ হয়। বিন্দু নষ্ট হইলে আত্মক্ষয় ও সামর্থ্যহীন হইয়া থাকে।

বীর্য্যই ব্রহ্মতেজ বলিয়া বিখ্যাত। বির্য্যের অভাব হইলে মনুষ্যগণের তেজঃ বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, ইন্দ্রিয়গণের স্ফূর্ত্তি, স্মরণশক্তি, ধারণাশক্তি প্রভৃতি সমস্ত মনুষ্যত্বই নষ্ট হইয়া দেহটি জ্বর, বাত, যক্ষ্মা, প্রমেহ, শ্বাস, রক্তাল্পতা শক্তিহীনতা প্রভৃতি অশেষ রোগের আকর-ভূমি হয়, তজ্জন্যই দেশে অধুনা রোগ সকলের সৃষ্টি হইয়া লোককে চিররুগ্ন এবং অকাল মরণের দিকে অগ্রসর করিতেছে ফলকথা—কি স্ত্রী আর কি পুরুষ—সকলেরই সযত্নে শুক্ররক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই যেরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে এ সকল কথা প্রত্যেকেরই ভাবিবার বিষয়।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(হিক্কা)

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্ন।)

হিক্কা একটী প্রধান উপসর্গ। ইহা শীঘ্রই জীবনকে হিংসা করে, অথবা কণ্ঠ হইতে পুনঃ পুনঃ হিক্ শব্দ উত্থিত হয়। এই জন্যই ইহাকে হিক্কা বলিয়া থাকে। সুতরাং হিক্কা নিবারণের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত। পূর্ব্বে যে সমস্ত জঙ্গম বিষযুক্ত ঔষধ উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঔষধ গুলিই সদ্যঃ শ্লেষ্ম প্রশমক এবং সাতিশয় বায়ুবর্দ্ধক। যে প্রকার তাপ দ্বারা সরস বস্তু হইতে প্রথমতঃ রস নির্গত হইয়া পরিশেষে সেই তাপ দ্বারাই আবার

সেই রস ক্রমশঃ বিশুষ্ক হইতে থাকে, সেই প্রকার ব্যাধি প্রভাবে, দেহমধ্যে আপনা হইতেই একপ্রকার তীক্ষ্ণ বিষ উৎপাদিত হইয়া প্রথমতঃ শরীরের শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশকে তরল করিয়া স্রোতোবাহী পথগুলিকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। পরিণামে সেই বিষ দ্বারাই যখন শরীরস্থ বায়ু সমধিক প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু তরলীকৃত শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশকে সহসা সঞ্চালিত করিয়া দিতে পারে না এবং আপনিও শরীর মধ্যে সর্ব্বথা সঞ্চরণশীল হয় না, তখনই হিক্কা বা ঊর্দ্ধশ্বাস আসিয়া জোটে। দেখিতে দেখিতে অনতি বিলম্বেই শরীর মধ্যে বায়ুর সর্ব্বথা গতিরোধ হইয়া যায়। সুতরাং রোগীও নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে.; - জীবনান্ত হইবার বড় বেশী বিলম্ব থাকে না। এই সময়ে বিহিত বিধানে রোগীর অবস্থা প্রণিধান করিয়া যদি জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই শরীরস্থ প্রাণ নাশক বিষের তেজ হীন-বল হইয়া পড়ে এবং তরলীকৃত শ্লেষ্মা বা স্নেহাংশও ক্রমশঃ বিশুষ্ক ও সঞ্চালিত হইতে থাকে। তৎকালে বাহ্য-বিষ-প্রভাবে দৈহিক বায়ু শক্তিমান্ ও প্রবল হইয়া উঠে। সুতরাং বাতাধিক্য বশতঃ নাড়ীর গতিতে ক্রমশঃ চাঞ্চল্য অনুভূত হইতে থাকে। নাড়ীর স্পন্দনে চঞ্চলতা উপলব্ধি করিলেই বুঝিতে হইবে যে, দৈহিক বিষের তেজ কমিয়া আসিতেছে। তখন শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া বায়ুর সমতা রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিবার পর যদি নাড়ী ধীরে ধীরে চঞ্চল না হইয়া অকস্মাৎ প্রবল হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অনুপযুক্ত সময়ে বাহ্য বিষ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রযুক্ত-বিষের প্রভাব সীমাতিরিক্ত হওয়ায় মুহূর্ত্ত-মধ্যেই শরীরস্থ বিষ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ঐ প্রযুক্ত বিষের দ্বারাই রোগীর জীবনী-শক্তি ক্ষীণ, হীন ও নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া আসিতেছে। বিষ-প্রয়োগের পূর্ব্বেই সবিশেষ ধীরভাবে আলোচনা করিয়া রোগীর মুমূর্ষু অবস্থায় জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করা আবশ্যক। উপযুক্ত সময়ে জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিলে যদি সেই বিষের ক্রিয়া ফলিতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উপদ্রব নিবারণের জন্য আর দ্বিতীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয় না। প্রযুক্ত জঙ্গমের দ্বারা জীবন বিনাশের মূলীভূত দৈহিক বিষ বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই প্রযুক্ত বিষের পোষকতায় অর্থাৎ শীতল ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলে আপনা হইতে সকল প্রকার উপদ্রব তিরোহিত হইয়া যায়। এস্থলে হিক্কা প্রভৃতির উপদ্রব প্রশমক যতগুলি ঔষধ উল্লিখিত হইতেছে, তৎ সমুদয় জঙ্গম বিষ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই প্রয়োক্তব্য। হিক্কা নিবারণের জন্য নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে মাষকলাই, হিঙ্গুল অথবা গোলমরিচ দগ্ধ করিয়া রোগীর নাসারন্ধ্রে সেই ধোঁয়া প্রদান করিতে হইবে। হিঙ্গুল ও গোলমরিচ গব্য ঘৃতে পেষণ করিয়া একখানি সাদা কাগজে চুরুটের মত শূন্যগর্ভ নল প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার একদিকে আগুন জ্বালাইয়া অন্য দিক্ নাকের কাছে ধরিলে হিক্কা নিবারণ হয়। রজনীগন্ধা ফুলের একতোলা রসে ৫।৬ রতি সোরা গুলিয়া পান করিতে দিলেও তৎক্ষণাৎ হিক্কা থামিয়া যায়। মুড়ি ভিজানো জলের সহিত সাদা চন্দন ঘসিয়া ৩০।৪০ ফোটা স্তনদুগ্ধের সহিত উহা গুলিয়া পান করাইলে পনর মিনিটের মধ্যে হিক্কা-বেগ উপশমিত হয়। নাভির উপরে কাঁসার বাটী রাখিয়া তাহার মধ্যে ঠাণ্ডা জল ঢালিতে থাকিলে বা একখণ্ড বরফ রাখিলে

হিক্কার তিরোধান ঘটে। কস্তুরী ২।৩ মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত মাড়িয়া ডালিমের অথবা বেদানার রস মিশ্রিত করিয়া ২।৩ বার খাইতে দিলে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে আমানিও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা বাহ্য এবং আভ্যন্তর উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করা যায়। বাহ্য প্রয়োগের প্রণালী বস্ত্র খণ্ড আমানিতে সিক্ত করিয়া শিরোদেশে পটী দেওয়ার নিয়ম। বস্ত্রখণ্ড সর্ব্বদাই যেন সুসিক্ত থাকে। অভ্যন্তর প্রয়োগের মাত্রা ২।৩ তোলা। আমরুলের রস—গব্য ঘৃতে মিশাইয়া হরিণের চর্ম্মে জল মাথাইয়া—নির্ধূম মৃদু অঙ্গারাগ্নিতে কণ্ঠে, পার্শ্বে, নাভিদেশে স্বেদ প্রদান করিলে হিক্কা বিলীন হইয়া যায়।

(বমি)।

হিক্কার ন্যায় বমিও একটী প্রধান উপদ্রব। ইহাদ্বারা শীঘ্রই শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ধাতু বসিয়া যায়। ইহা স্বরভঙ্গেরও অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত দ্রব পদার্থ পান, অতি স্নিগ্ধ ভোজন, অহৃদ্য আহার, অধিক লবণ ভক্ষণ, অকালে ভোজন, অপরিমিত ভোজন, অসাত্ম্য ভোজন, দ্রুত ভোজন এবং শ্রম-ভয়-উদ্বেগ-অজীর্ণ-ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও অপরাপর নানাবিধ বীভৎস কারণ বশতঃ বাতাদি দোষ-ত্রয় শীঘ্র উৎক্লিষ্ট ও বেগে ধাবিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত এবং অঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া নির্গত হয়। ইহাকেই (ছর্দ্দি) বমি কহে। বমি হইবার পূর্ব্বে সকলেরই হৃল্লাস, উদ্গার, মুখ হইতে লবণাক্ত পাতলা জলস্রাব এবং পানাহারে নিরতিশয় বিদ্বেষ উপস্থিত থাকে। সাদা জীরা, দুর্ব্বার শিকর, আতপ চাউল, যষ্টিমধু ও কুল বিচির শাঁস—ঠাণ্ডা জলে অথবা বরফ জলে রগড়াইয়া, ছাঁকিয়া লইয়া, একটু একটু করিয়া পান করিতে দিলে বমির উদ্বেগ থামিয়া যায়। স্তনদুগ্ধে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া খাওয়াইলেও যথেষ্ট উপকার হয়। বরফের ছোট ছোট টুকরা মুখে রাখিতে দিলেও বমির বেগের উপশম ঘটে

শ্বেতসর্ষে, বচ এবং লোধ বাঁটিয়া নাভির নীচে যকৃৎস্থানে প্রলেপ দিলে বমন বেগ বন্ধ হয়। আল্‌তা, বাবলা ছাল, আম্‌লা, মউরী, ছোলা, মিশ্রি একসঙ্গে ভিজাইয়া বেশ করিয়া রগড়াইয়া তাহাতে ২।৪ ফোঁটা লেবুর রস মিশাইয়া ২।৩ চামচ করিয়া পান করিতে দিলে পিপাসা ও বমন বেগ উভয়েরই শান্তি হয়।

শূল।

ওলাউঠা রোগে পেটে, তলপেটে এবং নাভিদেশে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। প্রথমত তত্তৎ স্থানে চাপ ধরিয়া সেই চাপ অবিরত সঞ্চালিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন বোধ হয়—যেন কেহ এক যোগে সহস্র সহস্র সূচ্যগ্র মুহুর্মুহুঃ ঐ সকল স্থান পীড়ন করিতেছে এবং বক্ষ, পার্শ্ব, বস্তি প্রভৃতি স্থান যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ইহা বিষম যন্ত্রণাপ্রদ। শরীরস্থ শ্লেষ্মা স্খলিত হইয়া মলাশয়ে যাইবার সময় এবং ক্রিমিদোষ জন্য এইরূপ বেদনার উপস্থিতি ঘটে। ইহাকে শূল কহে। পূর্ব্ব কথিত বিসর্পণ চূর্ণ যথাসময়ে যথাবিধি সেবন করাইতে পারিলে কাহাকেও এই রোগে বড় বেশী আক্রান্ত হইতে হয় না। পূর্ব্ব সঞ্চিত দোষের প্রকোপ জন্য যদিও কখনও কখনও এই বেদনার সূচনা ঘটে, তাহা হইলেও তাহার উপশমের জন্য বিশেষ কোনও

চেষ্টা করিতে হয় না। প্রায়শঃ আপনা-হইতেই ইহা তিরোহিত হইয়া যায়। ঈদৃশ বেদনা দূর করিবার জন্য অর্দ্ধ তোলা শ্বেত অপামর্গের মূলের রস (আপাঙ্গ) সহ স্ব স্ব পরিমিত হরিতাল ভস্ম বা বিশোধিত শঙ্খবিষ সেবন করিতে দিবে। ২।৩ বার সেবন করাইলেই বেদনা নিবারিত হয়। শোধিত কুঁচিলা ২ রতি এবং কমলাগুঁড়ি ১ আনা—একত্র পেষণ করিয়া এক ছটাক চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। কিছুকাল পরে সেই জল ছাঁকিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করাইলে ক্রিমিদোষজনিত বেদনার শান্তি হয়। কচি মূলার রসের সহিত উক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিলেও বেদনা দূরীভূত হয়। শুঁঠ, শ্বেত সর্ষপ, সজিনাছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও এক্ষেত্রে বিশেষ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। তারপিন তৈল মর্দ্দনেও উপকার হইয়া থাকে।

ঘর্ম্ম ও তৃষ্ণা।

রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু একমাত্র ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সপ্ত ধাতু যথাক্রমে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার মধ্যে অসার ভাগকে মল এবং সার ভাগকে শরীর পোষক উপাদান কহে। মেদের যে অসার ভাগ, তাহাকে মেদ-মল অথবা ঘর্ম্ম কহে। ইহা রোমকূপ দ্বারাই নির্গত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শরীরস্থ যে সকল জলীয়াংশ রোম-কূপদ্বারা নির্গত হয়, আমরা তাহাকেই ঘর্ম্ম বলিয়া থাকি। ওলাউঠা রোগে মলদ্বার দিয়াও ঐ সকল জলীয়াংশ নির্গত হয়। কিন্তু তাহা ঘর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় না। যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, শরীর হইতে জল নিঃসরণ হইতে থাকিলেই প্রথমতঃ অত্যন্ত পিপাসা হয়, শেষে অঙ্গ সমূহ ক্রমশঃ শীতল ও শিথিল হইতে থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, শ্রম বা বলক্ষয়াদি—বাত প্রকোপ হেতু দ্বারা অথবা কটু, অম্ল, ক্রোধ ও উপবাসাদি—পিত্তবর্দ্ধক কারণ বশতঃ স্বস্থান সঞ্চিত কুপিত পিত্ত, বায়ুর সহায়তায় উর্দ্ধপ্রসৃত তালু ও ক্লোম (পিপাসাস্থান) স্থানে গমন করিয়া তৃষ্ণা উৎপাদন করে। জলবাহী স্রোতঃ সমূহ বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে পিপাসা জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক ঘর্ম্ম ও পিপাসা—এই দুইটি উপদ্রব বড়ই ভয়াবহ। ইহাদিগের দ্বারা শীঘ্রই মোহ উপস্থিত হইয়া জীবনান্ত হইতে পারে। এ অবস্থায় কখনও জল পান করিতে নিষেধ করা উচিত নহে। যদিও অতিরিক্ত মাত্রায় জল পান করিলে প্রকৃত পক্ষে পীড়ার কোন উপকার না হইয়া অপকারই ঘটে স্বীকার করি, কিন্তু তাহা হইলেও আশু জীবন রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে কর্পূর বাসিত পরিস্কৃত শীতল জল অথবা বরফ জল দেওয়া সঙ্গত। সেই সঙ্গে হেতু প্রষেধক ঔষধও প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। যাদৃশী শক্তি প্রভাবে শরীর হইতে যে জাতীয় বস্তু নিঃসৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাদৃশী শক্তি বিশিষ্ট অন্য জাতীয় বস্তু প্রয়োগ না করিলে কখনও সেই নিঃসরণ-ক্রিয়ার রোধ হইতে পারে না।

সুপক্ক নীরস সুপারি সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা এবং মোহ প্রভৃতি দূরীভূত হয়। অথবা "ষড়ঙ্গ পানীয়ে"র বিধানানুসারে সুপারির কাথ প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিতে দিলেও বেশ সুফল

দেখিতে পাওয়া যায়। তাম্রবর্ণ অর্থাৎ কচি কচি আমের পাতা ও কাল জামের পাতার কাথ সেবন করিতে দিলেও পিপাসা উপশমিত হয়। সুস্থ শরীরে অধিক মাত্রায় সুপারি ভক্ষণ করিলে যে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, শরীরে অস্থিরতা, বুকে পেটে থালি ধরা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, ইহা সর্ব্বজন বিদিত, কিন্তু যাহাতে যে রোগের উৎপত্তি বেশ প্রণিধান পূর্ব্বক সমীচীনতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিলে সেই সেই দ্রব্যে সেই সেই রোগের তিরোধান ঘটে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ওলা-উঠা রোগ সংক্রামক হইলে অনেকে একটি গোটা সুপারি হাতে বাঁধিয়া দিয়া থাকেন, সুতরাং ইহা দ্বারাও সুপারিতে বিসূচিকা। দমনের শক্তি অনুধ্যানযোগ্য। অনেক দ্রব্যই বাহ্য এবং অভ্যন্তর প্রয়োগে যুগপৎ বিস্ময়াবহ সুফলের উৎপাদন করিয়া থাকে।

প্রাচীন চিকিৎসকের টোটকা ও মুষ্টিযোগ।

(শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী)

মৃতবৎসার মাদুলী।— অপামার্গের শিকড় তাবিজে ভরিয়া শনি অথবা মঙ্গলবারে শুদ্ধ হইয়া ধারণ করিলে মৃতবৎসাদোষ দূর হয়।

রক্ত আমাশয়ে।—বুনো পুঁইপাতা ৪-৫টী গব্য ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে যে প্রকার রক্ত আমাশয়ই হউক না কেন—নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

শ্বাসে।—আকুলা দ্রোণপুষ্পের (গলঘসিয়া) শিকড় ১০টা, মরিচ ২১টা প্রাতঃস্নান করতঃ যথাশক্তি গরম জলসহ উক্ত ঔষধ খাইতে হইবে এবং তৎপর গরম কাপড় দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করতঃ ৩ ঘণ্টা কাল বসিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে ৭ দিন করিলে প্রবল শ্বাস দূর হয়।

উপদংশে।—শ্বেত করবির মূল ঘসা

বরেন্দ্রভূমিতে স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজ ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের নাম সর্ব্বজন বিদিত। তাঁহার চিকিৎসার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদিবার লোক এখনও অনেকেই জীবিত আছেন। কীর্ত্তিমান্ কুশলী কবিরাজ অনেকেই ছিলেন, এখনও অনেকেই আছেন। স্বর্গীয় মহাত্মা কবিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের বৈশিষ্ট প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ লইয়া লোকে যাহাকে বলে "শুধু হাতে বাঘ মারা", যাঁহার অনন্য সাধারণ কার্য্য প্রণালী ঠিক তদ্রূপই ছিল। চিকিৎসার্থ যেখানেই আহূত হইতেন না কেন, তাঁহার প্রযোজ্য ঔষধের কুত্রাপি অভাব হইত না। তাই আজ আমরা তাঁহার অমোঘ মুষ্টিযোগ ও ঔষধাবলী ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বারান্তরে স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের বিচিত্রতাপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ অলোকসামান্য জীবন-আখ্যায়িকা লিখিতেও প্রয়াসী হইব। ইনি শুধু প্রাতঃস্মরণীয় কবিরাজ ছিলেন না, যোগের মূর্ত্তিমান অবতার বলিয়াও অনেকের ধারণা ইঁহার উপর অতি অধিক মাত্রায় ছিল।—লেখক।

১ তোলা রক্তচন্দন ঘসা ১ তোলা, একত্র মিশাইয়া ৭টী বটীকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা ১টী করিয়া প্রত্যহ প্রাতে নিম্বপত্র ও গুলঞ্চের রস সহ সেব্য।

নাসা ও রক্তপিত্তে। - ছাগদুগ্ধ ।৹ পোয়া, (একপোয়া) রক্তচন্দন ঘসা, মধু, গব্য-ঘৃত ও চিনি প্রত্যেক ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া যজ্ঞডুমুরের রস সহ সেব্য।

স্বপ্নদোষে।—আফিং ✓৹ আনা (এক আনা) রসসিন্দুর।৹ আনা (চারি আনা) শীতল জল সহ উক্ত ঔষধ মর্দ্দন করিয়া একটি সর্ষপ অপেক্ষা সামান্য মাত্র একটু বড় করিয়া বটি প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ বটী রাত্রে গরম দুগ্ধ ২ তোলা সহ সেব্য।

প্রমেহে।—কচি শিমুল মূলের ছাল ।✓৹ পোয়া, কলমী সোরা ✓৹ ছটাক, চন্দনের বীজ ১ তোলা শ্বেতচন্দন ঘসা ২ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। কচি শিমুল মূলের রস ২ তোলা মধু ও কাবাব চিনির চূর্ণ সহ প্রাতে ও বৈকালে এক এক বটিকা সেব্য।

ঘায়ে।—ঘায়ে—তিল তৈল ।৹ পোয়া, বিশুদ্ধ মোম ✓৹ ছটাক কুচিলা অর্দ্ধ তোলা, নিমপাতা বাটা ১ তোলা, শ্বেতধুনা অর্দ্ধ তোলা একত্রে মিশাইয়া একটি মৃতপাত্রে রাখিতে হইবে। এই ঔষধ যে প্রকার ক্ষত হউক না কেন, মন্ত্রের ন্যায় কার্য্যকরী হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

—:*:—

দান।—গয়ার গোস্বামী রামধন পুরী মহাশয় কিছুদিন হইল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া ইহার উন্নতি কল্পে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংবাদ।—ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। যুক্ত-প্রদেশেও ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ খুব কম দাড়াইয়াছে। করাচী ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোনো কোনো স্থানে ইহার আক্রমণের গতি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কলিকাতার মৃত্যু-হিসাব।—কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা গত বৎসর যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, ১৯০৭ সালের পর হইতে আর যেরূপ দেখা যায় নাই। গত বৎসর কলিকাতা সহরে মোট মৃত্যুসংখ্যা ৩১, ৩৭১। এই মৃত্যুর হারের হাজার করা হিসাব ৩৫,০। উহার পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯১৭ সালে কলিকাতার লোক মরিয়াছিল মোট ২১,৩৬০ জন এবং ঐ মৃত্যুর হারের হাজার করা হিসাব হইয়াছিল ২৩·৮। এই হিসাবে বুঝা যায় ১৯১৭ সাল অপেক্ষা ১৯১৮ স

মোট মৃত্যু সংখ্যা দশ হাজার এবং হাজার করা ১১'২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমশঃ কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতি কিরূপ ঘটিতেছে, তাহা এই মৃত্যুর হিসাব হইতেই উপলব্ধি হইতে পারে!

দিল্লীর হাকিম।—কয়েকদিন হইল দিল্লীর স্বনামখ্যাত হাকিম হাজিমুল্ক আজমল খান এবং সুলতান সিং রায় বাহাদুর এবং ডাক্তার বি, কে, মিত্র অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। হাকিম সাহেব এবং সুলতান সিং রায় বাহাদুর দিল্লীর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের জন্য চাঁদা তুলিতে ব্রহ্মদেশে গিয়াছিলেন এবং সেখানে আড়াই লক্ষ টাকা তুলিয়া ফিরিবার সময় কলিকাতার পথে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দিল্লীর এই আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হাকিম বাহাদুরেরই প্রভূত চেষ্টার ফলপ্রসূত। লর্ড হার্ডিংজের যত্নে একলক্ষ টাকা পাইয়া হাকিম বাহাদুর এই কলেজের উন্নতিকল্পে বদ্ধ পরিকর হন। ব্রহ্মদেশের লোকে দিল্লীর আয়ুর্ব্বেদ কলেজের কল্যাণ-কামনায় চাঁদা দিয়া অবশ্যই ধন্যবাদার্হ কিন্তু কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ কলেজটির উন্নতির জন্য বঙ্গদেশের অধিবাসীগণ কি করিতেছেন?

সদনুষ্ঠান।—গত ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর জেলা দাতব্য সমিতি হইতে জোড়াসাঁকো রাজবাটীতে তের শত দরিদ্র ও পীড়িত লোককে বস্ত্রদান করা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য বাবু কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় তিন শত টাকা সমিতির হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

চিকিৎসালয়ে দান।—মেদিনীপুরের 'নীহারে' প্রকাশ—কাঁথির প্রবীন উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার মহাশয় সেখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ের মহিলা বিভাগের উন্নতি কল্পে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন ইহার পূর্ব্বে ঐ উকীল মহাশয় ঐ উদ্দেশ্যে ৪০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন।

শিশুমৃত্যু।—বিহার ও উড়িষ্যায় যত শিশু জন্মে, উহার তৃতীয়াংশ জন্মের অল্পকাল মধ্যেই মরিয়া থাকে। সমগ্র বঙ্গদেশে শিশু মৃত্যুর মরণের হিসাব হাজার করা ১৮৫ এবং সমগ্র ভারতে উহার হাজার করা হিসাব ২০৬। বিহার ও উড়িষ্যার হাজার করা হিসাব ১০৮। ইংলণ্ডে হাজার করা ৯১ জন শিশুর মৃত্যু হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

সমালোচনা।

—:*:—

রোগ নির্ণয় সংগ্রহঃ। প্রথমঃ ভাগঃ। কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীতঃ প্রকাশিতঞ্চ। '৬৪নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতায় গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়। মূল্য ১৲ টাকা। রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি অভিনব ভাবে লিখিত হইয়াছে। এক একটি

প্রধান লক্ষণ কতকগুলি রোগে দেখা যায়, তাহার তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রোগ নির্ণয় প্রণালীর সূচনা ভালই করা হইয়াছে, কিন্তু যথার্থ রোগনির্ণয় ইহা দ্বারা হইবে কিনা বুঝা গেল না, তবে গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়। ২য় ভাগে রোগনির্ণয়-প্রণালী প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইবে না।

দ্রব্যগুণ দর্পণম্। প্রথম ভাগঃ। কবিরাজ শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত কবিরঞ্জনেন প্রণীতঃ প্রকাশিতঞ্চ। মূল্য ১৷৷০ টাকা। দ্রব্যগুণ শিক্ষার ইহা একখানি উৎকৃষ্ট প্রাথমিক গ্রন্থ। দ্রব্যগুণে জ্ঞান না থাকিলে সুচিকিৎসক হওয়া যায় না। চিকিৎসা বিষয়ের প্রথম শিক্ষার্থিগণ যদি এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে চিকিৎসার কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহারা উপকৃত হইবেন। তবে ২য় ভাগ প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাও অসম্পূর্ণ গ্রন্থ।

সন্ধি বোধম্। বাঁকুড়ান্তবর্ত্তি বিষ্ণুপুর বাস্তব বৈদ্য শ্রীভোলানাথ দাশ শর্ম্মণা প্রণীতং প্রকাশিতঞ্চ। মূল্য ৷৷০ আনা গ্রন্থকার ব্যাকরণের সন্ধিগুলিকে কবিতা করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস সফল হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিলাম না। ব্যাকরণের মত নীরস জিনিষকে সরস কবিতায় অনুবাদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কেবল রাঘব ভট্টাচার্য্যের এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। তিনি পদ্যে শিশুদিগকে ব্যাকরণের সূত্রগুলি অতি সরল ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি সূত্র এইরূপ—

"ঋকার রকার ষকার পরে ন কার যদি
থাকে।
কচ্ করি তার কাটি মাথা—কোন বাপে তায়
রাখে!"

এই শ্লোকটির অনুকরণে আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন;—

ঋকার রকার ষকারের পর ন কার থাকে যদি,
মাত্রাটি তার কেটে ফেলে মাথাটা তুলে দি।

রাঘব ভট্টাচার্য্যের—এরূপ অনুকরণ তো এ গ্রন্থে যথেষ্ট আছেই, তা' ছাড়া যেখানে গ্রন্থকারের নিজস্ব সূত্র রচিত হইয়াছে—সেই স্থানেই সেই সূত্র গুলি দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। ইঁহার নিজস্ব একটি কবিতারও নমুনা দেওয়া গেল,—

অক্ষ শব্দ থাকলে পরে জানালা বুঝালে,
গোএরও অব হয়,—না হয় প্রাগ্যঙ্গ হোলে।

তবে এই গ্রন্থ মধ্যে যে স্তোত্রাবলী লিখিত হইয়াছে, সে গুলি উৎকৃষ্ট। স্তোত্রগুলি যেরূপ সুমধুর ছন্দে লিখিত, সেইরূপ সদ্ভাব প্রবণ।

গান। দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস। শ্রীবিহারি লাল সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ৷৷৹ আনা। আদ্যাশক্তি জগন্মাতার আগমনী ও বিজয়া প্রসঙ্গে এই গান বিরচিত, ইঁহা ভিন্ন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীশ্রীশ্যামার উদ্দেশেও কয়েকটি গান রচিত হইয়াছে। এই গান গুলির রচয়িতা বিহারি বাবু এখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদক। ভাষার ছটায় এবং ভাবের সম্পদে "বঙ্গবাসী"র এত যে গৌরব—তাহা এখন বিহারিবাবুরই প্রসাদে। "গান" সেই বিহারি বাবুর পরিপক্ক হস্তের অঙ্কিতকীর্ত্তি। শুধু ভাব ও ভাষার কথা নহে, এই গান গুলিতে বিহারি বাবুর অন্তর্নিহিত আবেগ ধারা যেন আকুল হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই গান গুলির প্রত্যেক কথাটিই যেন ভক্ত সাধকের প্রাণের উচ্ছ্বাস। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই গান গুলি গীত হউক, কুকর্ম্মনিরত বাঙ্গালী সন্তান আবার মায়ের নামে জাগিয়া উঠুক, বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আগমনী ও বিজয়ার গানে সে কালের ধর্ম্মভাব আবার ফিরিয়া আসুক—ইহাই আমরা কামনা করিতেছি।

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের-ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র-বিভূষিত ৩খণ্ডে চামড়ার বাঁধাই—চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১॥০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালা ঃ—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ। মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২॥০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য ॥৵০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ॥০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণী ঃ—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১।০

শ্যামারহস্য ॥৵০

তারারহস্য ॥০

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥০

যোগ শাস্ত্রমালা ঃ—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্ম-সংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্‌চক্র-ভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—।০, পবনবিজয়স্বরোদয়—। হঠযোগ প্রদীপিকা—॥০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালা ঃ—

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ।)

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তম দাস, চমৎকার-চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১, বাঁধাই ১।০।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধা ১॥০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধা ১।০। শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৸০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়।০, নারদসূত্রম্ ৵০ বৈরাগ্য-শতকম্ ৵০, হংসদূতম্ ৵০, পদাঙ্কদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞানতর-ঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ॥০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণী ঃ—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৵০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনুদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি ঃ—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা-হোম-যাগ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১।০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্ব ঃ—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী-পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল্য ১।০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতির চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সমন্বিত। বাঁধাই মূল্য ॥০ আট আনা।

ধ্যানপ্রণামমালা ।৵০ ছয় আনা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গ্‌লার

খোকা খুকী

শিশুসাহিত্যে নূতন ধারা।

জীবন যুদ্ধে বাঙ্গালী পেছিয়ে পড়েছে। পরিধানে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, মনে আনন্দ নাই, শরীরে বল নাই,— বাঙ্গালী আজও ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন। এই বিজ্ঞানের যুগে নিত্য নূতন আবিষ্কারে বিশ্বময় একটা জাগ জাগ সাড়া পড়েছে কিন্তু বাঙ্গালী এখনও তেমনই উদাসীন। তা' হলে ত চল্‌বে না—আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে—পেছনের দিকে চাইব না, শুধু সাম্নের দিকে চেয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আমাদের এ ঘুম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বেলা ত অনেক্ হবে—এ দুর্ব্বল দেহ তখন আর কত কাজ কর্‌বে? আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের উপর নির্ভর কর্‌লে চল্‌বে না—

আমাদের নির্ভর কর্‌তে হবে আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা

বাঙ্গ্‌লার

খোকা খুকীর

উপর—

তা'দের এমন ভাবে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে যা'তে ভবিষ্যতে একটি দিনের জন্যও তা'দের বাঙ্গালী ব'লে অনুতাপ কর্‌তে না হয়— জগতের সাম্‌নে বাঙ্গালী ব'লে ঠিক সমানভাবে মাথা উচু করে থাক্‌তে পারে।

কি কর্‌লে তাদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলা যায় তা আমাদের দেখতে হবে, এবং কোথায় তাদের অভাব তা আমাদের ভাব্‌তে হবে।

বলুন্ দেখি বাঙ্গলার খোকাখুকীর জন্য

শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্

যে বিরাট আয়োজন কর্‌ছেন তাহাতে আপনার এবং আমাদের স্বার্থ কি সমান নয়?

শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত
হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত।

তিব্বে-মসিহা
বা
সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ৵০ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা
বা
হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভরি কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান
বেগম বাহার ইসলামি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—গুণে বিশ্ব-বিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ। প্রত্যেক প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—মহিলা-কুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী-বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুসকী নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ আনা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় ২০০ খানি চিত্রে পরিশোভিত।

নিজে নিজে কবিরাজি শিখিবার ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার একমাত্র উপযুক্ত পুস্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদায় চিকিৎসা-গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজি-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক আটখণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে স্বাস্থ্যবিধি, নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা, মূত্র ও শরীরের তাপপরীক্ষা, সকল প্রকার রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ পাচন ও ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি, পরিভাষা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধের শোধনপ্রণালী, ধাতু, উপধাতু ও রসসমূহের শোধন, জারণ ও মারণপ্রণালী, ঘৃত তৈলাদির পাকবিধি, মকরধ্বজাদির যন্ত্রপাকের নিয়ম, সকলপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি, সর্পাঘাত ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসা, অগ্নিদাহ ও জলমজ্জন প্রভৃতির চিকিৎসাবিধি, বিবিধ মুষ্টিযোগ, শরীরতত্ত্ব শরীরযন্ত্রসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও তাহাদের প্রতিকৃতি; কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিবারণোপায়, এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ, প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেই এই পুস্তক অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বুঝাইবার জন্য প্রয়োজনস্থলে অতি সুস্পষ্ট চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আড়াই হাজার পৃষ্ঠারও অধিক। ঘরে বসিয়া কেবল এই পুস্তকের সাহায্যের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও সাধারণ রোগসমূহের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করিতে পারেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয়ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাকমাশুলাদি খরচ ৸০ আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেন কবিরাজ।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মেহ, গণোরিয়া, শুক্রতারল্য, প্রভৃতি পীড়ায় যাঁহাদিগের শরীরের বল; বীর্য্য ও উৎসাহ উদ্যম, স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হইয়াছে (রেজীনাস ঔষধ) তাঁহাদিগের পক্ষে পরম বন্ধু ও দেবতার আশীর্ব্বাদ তুল্য। ইহা স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, সকলেই সকল সময়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য ১৲ টাকা ডজন ১০৲ টাকা।

এসেন্স অফ্ চিরেতা।

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনান সেবনের পর কিছুদিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইন জনিত দোষ সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও ক্রিমি জন্মিতে পারে না। চক্ষু ও হস্ত পদাদির জ্বালা গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়। মূল্য ৪ আঃ শিশি ৸০ বার আনা।

একষ্ট্রাক্ট গুলঞ্চ লিকুইড কোং।

গুলঞ্চ প্রভৃতির তরল সার। আয়ুর্ব্বেদ মতে গুলঞ্চের গুণ প্রমেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদরোগ নাশক। মূল্য ৬ আঃ শিশি ১৲ এক টাকা।

লক্ষাধিক প্রশংসাপত্র এযাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। কয়েকখানির অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ পিঃ শ্রীলাল, আই, সি, এস, গাজিপুর হইতে লিখিয়াছেন :—"আপনাদিগের কারখানার ঔষধগুলি অতিশয় ফলপ্রদ। ১ শিশি ঔষধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় সত্বর পাঠাইবেন।

ডিষ্ট্রিক্ট জজ রায় বাহাদুর পণ্ডিত গিরিজাকিশোর দত্ত, আগ্রা হইতে দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—আপনাদিগের কারখানার প্রস্তুত পরম উপকারী······ ঔষধ ২ শিশি সত্বর পাঠাইবেন।"

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

রাণাঘাট কেমিক্যাল ওয়ার্কস, রাণাঘাট বেঙ্গল।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত বেঙ্গল শটি-ফুড।

সাগু, বার্লী, এরারুট ও বিদেশীয় খাদ্যের ন্যায় এই অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় বেঙ্গল শটী-ফুড বিশেষ উপকারী। আদি, অকৃত্রিম এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজীষ্টারী করা।—

ইহা কৃমি, অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক, লঘু পথ্য ও পুষ্টিকারিতায় অদ্বিতীয়। প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজগণের দ্বারা প্রশংসিত।

১। বাঙ্গালার সিভিল হস্পিটাল বিভাগের ইন্‌সপেক্টর জেনারেল,

২। ডাঃ সি, সুণ্টেন, এম্, ডি, ডি পিএচ্, ৩। মেজের আর্, এফ্ উইলশন, আই' এম্, এস্,

৪। সমগ্র ভারত খাদ্য প্রদর্শনী এই বেঙ্গল শটী-ফুড সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা সাগু, বার্লী ও এরারুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে

যে সকল শিশু বা রোগী দুগ্ধ কিম্বা অন্য কোন খাদ্য সহজে জীর্ণ করিতে পারে না তাহাদিগকে বেঙ্গল শটী ফুড দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিয়া সেবন করাইলে সহজে পরিপাক হইবে এবং ইহাতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে।

ব্যবহারের নিয়ম—এক ভাগ এই খাদ্য ও উহার ১৬গুণ দুগ্ধ কিম্বা জল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মৃণ্ময় বা এনামেল বা এলিউমিনিয়াম পাত্রে ১০ মিনিট কাল পাক করিবে এবং পাক শেষ হইবার ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে মিছরির গুঁড়া বা বিশুদ্ধ চিনি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে। যদি শিশু বা রোগীর ভেদ তরল হয়, তাহা হইলে গাঢ় পাক বিধেয় অর্থাৎ ১০ মিনিটের স্থানে ১৫ মিনিট ধরিয়া পাক করিবে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আফিস ১১৩।১১৪ নং খোংরাপটী। কলিকাতা, কারখানা—বরাহনগর ২৪ পরগণা।

শ্রীঅমূল্যধন পাল, জেনারেল মার্চেণ্ট।

সকল প্রকার ঘায়ে তেল পড়া।

শরীরে যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন, এই দৈব 'তেল পড়ায়' অতি সত্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ পোড়া ঘায়ে ইহাতে ২।৩ দিনে উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা দৈব প্রাপ্ত, ইহা ব্যবহারে অসংখ্য অসংখ্য ক্ষতগ্রস্থ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রোগীর নাম ও গোত্র লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

মূল্য ১ শিশি ১।০ মাশুল ।৵০।

শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দেবী।
হরিপুর—সেন বাড়ী।
হরিপুর পোঃ—(নদীয়া)।

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞাপন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় দুইটী বিভাগ। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছাত্রদিগকে সংস্কৃত বিভাগে এবং বাঙ্গালা ভাষায় বোধাধিকার থাকিলেই বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়। ডাক্তারি ও কবিরাজি চিকিৎসার সমন্বয়ে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি ভিন্ন অ্যানাটমি, সার্জ্জারি ও ফিজিওলজির শিক্ষা বিশেষ ভাবে প্রদান করা হয়। সার আশুতোষ এই কলেজের বোর্ড অব ট্রাষ্টির এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ কলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট। দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ও কবিরাজগণ ইহার অধ্যাপক। প্রবেশ ফিঃ ৫৲ ও মাসিক বেতন ৩৲ কলেজ সংলগ্ন বোর্ডিংয়ের ব্যবস্থা আছে। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম এ এম বি, প্রিন্সিপ্যাল, ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পৌষের সূচী।

কর্ম্মখালি।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের জন্য একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রবীন অধ্যাপকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ৫০৲ টাকা। চিকিৎসা বা অন্য কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না।—সকল সময় কলেজে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম্, এ, এম্ বি, প্রিন্সিপ্যাল

২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতায় মহা হৈরৈ কাণ্ড।

একদিকে গিনিস্বর্ণ অন্যদিকে "মায়াপুরি মেটেল।"
অল্প ব্যয়ে গিনির ন্যায় চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট "মায়াপুরি মেটেলের"
গহনা গৃহিণীকে উপহার দিয়া তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পূর্ণ হইবে।
আমাদের আবিষ্কৃত সকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি
কার্ড লিখিয়া গ্রহণ করুন ও
সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।
ভারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার "মায়াপুরী মেটেলের" সেই চুড়ি

'মায়াপুরি মেটেলের" গহনা গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা

ললনা সোহাগ চুড়ি।

"ললনা সোহাগ চুড়ি" পরিলে অন্য গহনার দরকার নাই। ডায়মণ্ড-
গুলি অন্ধকারে হীরার ন্যায় জ্বলে। গিনির অধিক উজ্জ্বল।
পোড়াইলে বা কষিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, ইহা আসল স্বর্ণ নয়।
৫০০৲ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ি অপেক্ষা উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট।

বঙ্গললনার নিমিত্ত স্পেশ্যাল অর্ডারে সোণার ডাইসে ১০০৲ টাকা
বেতনের কারিকরের হাতে বেশী পরিমাণে গিনি সোণা দ্বারা
ইলেক্‌ট্রো ব্যাটারিতে পালিস করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। এক সেট
লইয়া পরীক্ষা করুন। মাপ মত পাইবেন।

খাঁটী গিনি স্বর্ণের ন্যায় ইহা পালিশ ও সুদৃশ্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট।
মূল্য ৪৲ টাকা, (প্রতি সেট ১০ গাছা) মফঃস্বলে মাশুলাদি ।৵০ আনা।
বিনামূল্যে

লাভের কথা।

(উপদেশ পূর্ণ অপূর্ব্ব গল্পের বই)

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে। যিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে ও মাশুলে ১ খানি

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

D. BOSE & Co.

43/1, DHURAMTOLLAH STREET, CALCUTTA.

BOY'S FOOTBALL.

Guaranteed to be the Finest Quality of Boy's Football that can be produced, all Eight panel Capless.

"THE ETON."

	Rs	A.		Rs.	A.
Eaton complete No. 4	5	8	Case only No. 4	4	4
„ „ 3	4	8	„ „ „ 3	3	3
„ „ 2	3	8	„ „ „ 2	2	8
„ „ 1	2	8	„ „ „ 1	1	14

OUR OWN MAKE CRICKET BATS.

	Rs.	As
Men's size Tripple Spring needs no recommendation once a use, always use	10	8
Double Springs Searound Blades	7	8
Single Springs	6	8
All Cane	4	8

OUR OWN MAKE CRICKET BALLS.

	Rs.	As.		Rs.	As.
The University ...	3	0	The Military	1	8
The Battalion ...	2	8	The Scorer	1	4
The Cannon ...	2	0	The Gama	1	0

BOY'S BALLS.

The Eton Selected ... Rs. 1 4 Eton ordinary ... As. 12

COMPOUND BALLS.

BATES	Rs.	As.	FOR BOYS CRESCENT	As.
Wyvern	1	8	Youths'	12
Crescent	1	0	$2\frac{5}{8}$	7
BUSSEYS			$2\frac{1}{2}$	6
	Rs.	As.	$2\frac{1}{4}$	5
Polloid	2	0		
Rival	1	4	2	3

BADMINTON
RACKETS.

THE CANNON selected white ash, highly finished, extra special quality Red and White Gut with two central strings. Strongly recommended, Rs. 2-12.

YELLOW WOOD frame octagon shape handle central strung. A perfect racket, the materials, workmanship and finish, are all of the very finest, Rs. 1-12

	Rs.	
White wood Double Centre Main	Rs. 1	8
Yellow wood ordinary	„ 1	0
Do. do. superior quality	„ 1	4
Do. do. kid bound	„ 0	14

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি কৃত

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগনির্ণয়ের জন্য ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত।

মূল্য সংস্কৃত ২৲ ও বাঙ্গালা ২৲।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১।০ টাকা।

কুমার তন্ত্র।

কুমারচর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ১৲, বাঙ্গালা ১।০।

বিষ তন্ত্র।

মূল্য সংস্কৃত ২৲, বাঙ্গালা ১।০ টাকা।

রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত

বনৌষধি দর্পণ।

বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রয়েল ৮০১ পৃঃ, মূল্য ৪৲ ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ ও গাছগাছড়ায় চিকিৎসা করিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদ কলেজে পঠিত হইতেছে। গবর্ণমেন্ট কালেজের জন্য কিনিয়াছেন। ইহা দ্রব্যের গুণ, পরিচয়, পরীক্ষা নব্য ডাক্তার ও চরক সুশ্রুতাদির মতে কোন রোগে প্রযোজ্য, ইতিহাস, বাণিজ্য, উৎপত্তি, ভাষানাম প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত

ভৈষজ্য মণিমালিকা। (১ম খণ্ড)

প্রাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা, বাঁধান ১৲।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্-এম্-এস্ কৃত।

প্রত্যক্ষ-শারীরম্।

গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে শারীর বিদ্যার বিলোপ ঘটিয়াছিল। সেই শারীর বিদ্যার উদ্ধার সাধনার্থ বেদ, উপনিষদ্ তন্ত্র ও চরক-সুশ্রুতাদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয়-সংহিতা এবং ভোজসংহিতাদি প্রাচীন শল্যতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমুদ্র মন্থন করিয়া ও স্বহস্তে শবচ্ছেদ করিয়া মনস্বী গ্রন্থকার এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মূল্য ৫৲ টাকা।

পুস্তকগুলির জন্য ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জনের নিকট পত্র লিখুন।

বিনা পানের

প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য

অল্প মূল্যের নানাবিধ নূতন ফ্যাসনের গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার।

১। পতি পরম গুরু সেফ্‌টীপিন ১৮৲। ২। সাবিত্রী শাঁখা ১৪৲—৪০৲। ৩। কুমারী মাকড়ী ৭৷৷০। ৪। হেয়ার পিন ১৫৲। ৫। তিনখানি পাথরসেট আংটী ২০৲—৩৫৲। ৬। নথ (নূতন ফ্যাসন) ২০৲। ৭। পারসী মাকড়ী ১৬৲—৩০৲। ৮। কাশ্মিরী মাকড়ী ১৬৲—২৫৲। ৯। নথের টানা (ক্রাউন ওয়ালা) ১২৲—১৮৲। ১০। নথের টানা (প্রজাপতিওয়ালা) ১৫—২১৲। ১১। নথের টানা (নামওয়ালা) ১৬৲—২০৲। ১২। নথের টানা (ফুলওয়ালা) ১০৲—১৫৲। ১৩। করোনেশন ইয়ারিং ১৯৲। ১৪। কলেটওয়ালা নাকছাবি ৫৲। ১৫। জড়োয়া নাকছাবি ৫৲। ১৬। কাণের টাব (ডবল থাকা ও পাথর সেট) ১২৲—৩০৲। ১৭। জড়োয়া টাব ১৫৲—৪০৲। ১৮। বেলকুঁড়ি টাব ৮৲—১২৲। ১৯। হরতন নাকছাবি (পাথর বসান) ২৷৷০। ২০। নাকছাবি ইস্কাপন ২৷৷০। ২১। ঐ চিড়িতন ২৷৷০। ২২। ঐ রুহিতন ২৷৷০। ২৩। হরতন নাকছাবি (প্লেন হাই পালিশ) ১৷৷০। ২৪। রুহিতন নাকছাবি ১৷৷০। ২৫। চিড়িতন নাকছাবি ১৷৷০ টাকা।

বিবাহের, অন্নপ্রাশনের গহনা আমরা ৩ দিনে ও ২৪ ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দিই। বিনামূল্যে ৩নং ক্যাটলগ লইয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

মণিলাল এণ্ড কোং, জুয়েলার্স,

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—নেকলেস।

"আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(গ্রাহক সম্বন্ধে)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৶০ সকলকেই অগ্রিম দিতে হয়। গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সে পত্রের কোন কার্য্যই হয় না। আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, সুতরাং যে সময়ই ইহার গ্রাহক হউন, আশ্বিন হইতে সকলকেই কাগজ লইতে হইবে। কেহ কোনো সংখ্যা 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য মূল্য দিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতি মাসের ২রা তারিখের পূর্ব্বে সে পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

(বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে)

এক বৎসরের চুক্তি করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদের জন্য ভিতরের সাধারণ ১ পৃষ্ঠার মাসিক মূল্য ৮৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৪॥০ সিকি পৃষ্ঠা ২॥০ টাকা। ২॥০ টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। কভারে বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে কভারের ২য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১১৲ কভারের ৩য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১০৲ এবং কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১২৲ টাকা। রিডিং ম্যাটার বা প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে মাসিক চার্য্য ১০৲। সূচীর উপরের ও নীচের স্থানের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৬৲ টাকা বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকাকড়ি এবং পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যাগুলিই আছে, কেবল ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটী নাই, কিন্তু ইহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। দুই বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ এখনো ৩৲ টাকায় দেওয়া যায়, মাশুল ।৶০। ৩য় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিন্ন সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের মূল্য ২॥০ মাশুল ।৶০ সত্বর সম্পাদকের নামে পত্র লিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

১। "শিখের বলিদান—(পঞ্চম সংস্করণ) মূল্য ।০ চারি আনা। "শিখের বলিদানের" আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই বই হিন্দি, তেলেগু, গুজরাটি ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :—****"ঘরের ছেলেদের হাতে দিবার মত এমনতর বই বাংলায় আর নাই।"

রাক্ষস-খোক্কস, ভূত প্রেত প্রভৃতির আজব গল্প ছেলেদের হাতে না দিয়া যাহাতে তাহারা মানুষ হইতে পারে—বাল্যকাল হইতে সেইরূপ বই তাহাদের হাতে দেওয়া উচিত। "শিখের বলিদান" ছেলেদের হাতে দিবার উৎকৃষ্ট পুস্তক।

২। মেরী কার্পেণ্টার (দ্বিতীয় সংস্করণ)। মূল্য ।০ চারি আনা।

একটি আত্মত্যাগী পুণ্যবতী মহিলার সচিত্র জীবনী। মেয়েদের হাতে দিবার উপযুক্ত বই।

৩। সমাধি। (নূতন গল্প গ্রন্থ) মূল্য ১৲ এক টাকা গল্পগুলি অশ্রু ও বিষাদ মাখান। পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না।

সকল পুস্তকই ৬নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতায় গ্রন্থকর্ত্রীর নিকট এবং সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

বিরাট আয়োজন।

প্রিয়জনকে দিবার মতন উপহার অনেক আছে, তন্মধ্যে যাহা স্থায়ী অথচ নয়নের তৃপ্তিকর তাহাই দেওয়া ভাল। যাহা ক্রয় করিলে অর্থ নষ্ট হইল বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না সেই সর্ব্বজন সমাদৃত সর্ব্বত্র প্রশংসিত উপহার

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

ইহার নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার একখণ্ড গৃহে রাখিলে গৃহ গ্রন্থাগারের শোভা ও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর শক্তি বাঙ্গালী অনুভব করিবে। জগদ্বাসী বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইবে এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগিবে। মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

বালক বালিকার আনন্দ বাড়াইয়া দিন না! বাজারে কত রকমেরই উপহার দ্রব্য ক্রয় করিবেন, কিন্তু কোমলমতি শিশুদের কচিহাতে নব প্রকাশিত নূতন গল্পপুস্তক

জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প

(লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত)

একখণ্ড উপহার দিন না! তাহাদের একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুই লাভ হইবে অথচ খরচ বেশী হইবে না। ইহার কাগজ ভাল, আকার বড়, ব্রোঞ্জব্লু কালিতে ছাপা, সুন্দর মলাট আর মজার মজার ১১ খানা লাইন ব্লকছবি অথচ মূল্য মাত্র আট আনা।

দুর্ম্মূল্যের দিনে সস্তার চূড়ান্ত। প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক— শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অজীর্ণ অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময় প্রভৃতির মহৌষধ।

ক্ষুধা না হওয়া, বদ্‌হজম, আহারের পর মলত্যাগ বা মলত্যাগের ইচ্ছা, অম্লবমন, মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ, Dyspepsia, সর্ব্বদা একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা কিন্তু আহারে বসিলেই অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণতা জনিত ভেদবমী, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা প্রভৃতি লিভারের বিশৃঙ্খলা জনিত যাবতীয় উদরের পীড়ায় বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। প্রথম মাত্রা সেবনেই উপকার পাওয়া যায়। আহারে রুচি জন্মে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠপূরিয়া গুরু ভোজনান্তে ১ মাত্রা লাইমোডাইন গলাধঃকরণ হওয়ার ১০ মিনিটের পর আহার্য্য বস্তু মন্ত্রশক্তির ন্যায় হজম হইয়া যায়, পেট হালকা বোধ হয়, শরীরে স্বচ্ছন্দতা আসে জড়তা ও আলস্য নাশ হইয়া যায়। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যাঁহারা Dyspeptic তাহারা নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইবে দেহ সবল হইবে। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

এই মহৌষধ স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নাধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের বহু গবেষণা ও পরীক্ষার সুধাময় ফল; সুতরাং ইহার অব্যর্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নাই। পরীক্ষাই পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

গল্প সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক

সতুর মা।

"দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত।—

ভূমিকায় "ভু-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীরা যদি নির্ব্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ না করিয়া এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প সাহিত্যে বিপদগামিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। সতুরমার জীবনগ্রন্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদেয়,সতুর মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আঁকা হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল এবং করুণরসাত্মক হইয়াও অতীব মধুর, ঐ তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অন্য গল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বলিয়াছেন,—

বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গল্পগুলিই মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নবদুর্গা বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতুর মার চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন। গ্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উদ্বোধন বলিয়াছেন :—

এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটাই বিশেষভাবে "উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, সতুর মা" পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

ভাল এ্যান্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা। সোণার জলে নাম লেখা, ভাল কাপড়ে চিত্তাকর্ষক বাঁধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—পৌষ। | ৪র্থ সংখ্যা।

পল্লী-স্বাস্থ্য।*

—:০:—

এমন একদিন ছিল—যে দিন বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিছুরই অভাব ছিল না, দেহ ধারণের সকল সামগ্রীই বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রকৃতি দেবী সযত্নে সাজাইয়া রাখিতেন। নদী বহুলা বলিয়া পল্লীভূমির যে প্রসিদ্ধি ছিল, তাহা হইতে পল্লীবাসীর বিশুদ্ধ জলের অভাব হইত না। দেহধারণের জন্য জল, বায়ু ও আলোক—যে তিনটি দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক, বাঙ্গালার সকল পল্লীবাসীই সে তিনটি দ্রব্য বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হইত। এখন বাঙ্গালার অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে, পুষ্করিণী-দীর্ঘিকা সকল বহুকালাবধি সংস্কারের-অভাবে পঙ্কিল হইয়াছে, কাজেই অনেক পল্লীতেই এখন জলকষ্ট হইয়াছে। আর বায়ু ও আলোক ;—নিদাঘ সন্তপ্ত-পল্লী-কৃষকের অঙ্গে শাল তমাল পত্রের মর্ম্মর বায়ু এখনও প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু পল্লীভূমির চতুঃপার্শ্বস্থ নালা ডোবা বিস্তৃতির ফলে সে বায়ুও যেন এখন কতকটা বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতিরাণী পল্লীমাতার উদ্দেশে এখনও মার্ত্তণ্ড ময়ূখ এবং হিমাংশু কিরণ বিকীরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অবিশুদ্ধ জল বায়ুর নিকট সে কিরণ সম্ভার বিশেষ কার্য্য করিতে পারে না। পল্লী গ্রামে এইজন্যই রোগের জ্বালা এবং তাহা হইতেই বাঙ্গালার পল্লীগুলি শ্মশান হইতে বসিয়াছে।

কিন্তু এমনটা হইল কেন? কাহার অভি-সম্পাতে পল্লীভূমির এরূপ দুর্গতি হইল? ইহার উত্তর দিতে হইলে পল্লীবাসীকেই ইহার কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিব। যে জল—দেহ ধারণের প্রধান জিনিষ,—সে জলের দুর্গতি পল্লীবাসী নিজ হইতেই উপস্থিত করিয়াছে।

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ৯ম বার্ষিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

স্বীকার করিলাম,—বাঙ্গালার অনেকগুলি নদীর দুর্গতি নানা কারণে হইয়াছে এবং পল্লীভূমির স্থানে স্থানের বায়ুও তজ্জন্য অবিশুদ্ধ হইয়াছে,—কিন্তু সে সেকালের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণীগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য একালের পল্লীবাসিগণ কি কোনোরূপ চেষ্টাশীল হইয়াছেন? জল দেহ ধারণের প্রধান সামগ্রী বলিয়া জলের অন্য নাম জীবন। এই জন্যই আমাদের দেশে পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থার পালনের জন্য নূতন নূতন জলাশয়ের প্রতিষ্টা তো দূরের কথা, পূর্ব্বপুরুষ দিগের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা-পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্যও এখন কয়জন চেষ্টাশীল? আগে পল্লী-জননীর কৃতী সন্তানগণ স্বকীয় শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধির জন্য মনোভিনিবেশ করিতেন। তখনকার দিনে গ্রামে একজন শ্রীমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে, সে গ্রামখানি শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিত। তখনকার দিনে অনেক গ্রামেই দোল হইত, দুর্গোৎসব হইত, রথ হইত, রাস হইত—এক কথায় বাঙ্গালার হিন্দুর পল্লীগুলিতে বারমাসে তের পার্ব্বণ হইত। অনেকগুলি সমৃদ্ধি সম্পন্ন পল্লীতে বর্ষে বর্ষে বারইয়ারি পূজাও হইত। ইহার ফলে ধর্ম্ম কর্ম্ম অন্য যাহা হয় হউক,—তা' ছাড়া প্রতিমা বাহির করিবার জন্য গ্রামের রাস্তাঘাট গুলি পরিষ্কার করা হইত, ফলে প্রতি বর্ষেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, গ্রামের বন-জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলা হইত। ধর্ম্ম কর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিলেও—স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়াও ইহাতে যে পল্লীগুলির বিশেষ উপকার হইত—তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ম্যালেরিয়ার তাড়নে পল্লীমাতার সুসন্তান গণ অধুনা বিদেশবাসী। কিন্তু সেই ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিরূপভাবে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইল—সে কথাটি একটু ভাবিয়া দেখুন দেখি! ম্যালেরিয়া কবে আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত নাই, কিন্তু ১৮০৪ খৃঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের কয়েকজন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। এই ১৮০৪ খৃঃ অব্দ ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল। জাতীয় বৃত্তি নিরত-বাঙ্গালীর চাকরি করিবার স্পৃহা এই সময় অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিতেছিল এবং তাহারই ফলে দেশ মাতৃকার সুসন্তানগণ জননী জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে কর্ম্মস্থলে আবাস স্থান নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তখনও বাঙ্গালার জলকষ্ট সম্পূর্ণরূপে হয় নাই, কিন্তু অনেক পল্লীভূমিই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল, তবে তখনও সে সকলের পরিণতি খুব বেশী রূপ হয় নাই বলিয়া সে আক্রমণের গতিও অধিক হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহার বিশ বৎসর পরে রাজা সীতারাম রায় প্রতিষ্টিত মহম্মদপুর ধ্বংস করিয়া এই দুরন্ত ব্যাধি যখন চিত্রানদীর উভয় পার্শ্ব দিয়া গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ উচ্ছেদ করিতে লাগিল, যখন নলডাঙ্গার মত গ্রাম, গদাখালির মত বাণিজ্য বহুল বন্দর,—তা'রপর নদীয়ার কাঁচড়াপাড়া, চাকদহ, বীরনগর প্রভৃতি গ্রামগুলি বিধস্ত করিয়া তুলিল,—তখন পল্লীবাসিগণেরও সে কালের চালচলন অনেক বদলাইয়া আসিয়াছে। তখন অনেক পল্লীরই জলাশয়গুলি হাজিয়া মজিয়া উঠিয়াছে, অনেকের নাট মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপে অশ্বত্থ বটের শিকড় গজাইয়াছে, অনেক পতিত

প্রাসাদের গ্রথিত ইষ্টক ভেদ করিয়া কতক গুলি বিটপি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। অনেক পল্লীবাসীই স্বজাতির মায়া পরিত্যাগ করিয়া,—আত্মীয় স্বজনের প্রীতি-সখ্যতা বিসর্জ্জন দিয়া,—দরিদ্র প্রতিবাসীর আগ্রহ আকাঙ্খা ভুলিয়া গিয়া,—পল্লীমাতার অঙ্ক ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে অনেক পল্লীতেই জলকষ্ট হইল, পূতিগন্ধময় স্বল্পতোয়া পঙ্কিল ডোবার মধ্যে ম্যালেরিয়ার সজীব জীবাণুবাহীদল পুষ্টি পাইতে লাগিল, জঙ্গলাকীর্ণ স্থানগুলি তাহাদের বিহারভূমি হইল, ফলে যাহারা পল্লীজননীর অঙ্ক পরিত্যাগ করিল না, তাহারা ঐ সকল মশকাক্রামণে সহজেই ম্যালেরিয়ার কালকবলে পতিত হইতে লাগিল,—এমনই করিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে বসিল।

পল্লীগুলি ধ্বংস হইতে বসিল,—কিন্তু পল্লীর কৃতীপুরুষগণ সহরে আবাসস্থান নির্ণয় করিয়াই বা কি সুখ পাইলেন? সহরে আসিয়া সহর প্রবাসিগণ কলের জল পাইলেন, গ্যাস বিদ্যুতের আলোক পাইলেন, সাধ মিটাইবার, সখ পূরণ করিবার—সভ্য হইবার সকল উপকরণই পাইলেন, কিন্তু সহরের জনসঙ্ঘে সহরের বাস্প রাশি বদ্ধ হইয়া পড়িল, একটির পর আর একটি সৌধ, তাহার পার্শ্বে আর একটি সৌধ, সেই ধবল শুভ্র সৌধপ্রান্তে আবার সৌধ,—পার্শ্বে সৌধ, পশ্চাতে সৌধ, সম্মুখে সৌধ,—কাজেই সহরের সেই সৌধ শিখর ভেদ করিয়া মার্ত্তণ্ড দেব আর ময়ূখমালা বিস্তারে সমর্থ হইলেননা,—পূর্ণিমার চন্দ্র দূরে—অতি দূরে—অন্তরালে থাকিয়াই হাস্যরাশি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন,—বায়ু বদ্ধ—আলোকের অভাব—কাজেই সহরের সহজ সুলভ কলের জলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পীড়িত পল্লী পরিতক্ত সহর প্রবাসীর স্বাস্থ্যসুখ উপলব্ধির সুযোগ ঘটিল না, ফলে চিত্রগুপ্তের দপ্তরে সহরের মৃত্যু সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই উঠিল,—কলেরা-রাক্ষসী তাণ্ডব লীলা করিতে লাগিল,—ক্রমে প্লেগ জুটিল,—ফুস ফুসের পীড়া বৃদ্ধি পাইল,—মিউনিসিপ্যালিটির কৃপায় সহর প্রবাসীর সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা যত উত্তমরূপেই করা হউক, সহরপ্রবাসী কিন্তু রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না, কাজেই ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী ছাড়িলেও পল্লী ভূমির চাকরিগত প্রাণ কর্ম্মঠ পুরুষগণ সহরে আসিয়াও সুখী হইতে পারিল না।

সুখী হইতে পারিবে কিসে? সুখী হইতে হইলে সকল বিষয় অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য সুখ অন্বেষণ করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সুখ অন্বেষণ করিতে হইলে যে সকল পুষ্টিকর আহার্য্যের প্রয়োজন, পল্লীবাসীকে যে সে সকল বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইয়াছে! দুগ্ধের মত বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর দ্রব্য আর কিছুই নাই, সেইজন্য পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে গাভীপালনের যে ব্যবস্থা ছিল, সহরে আসিয়া নানা কারণে সে ব্যবস্থা রহিত করিতে হইল। দুগ্ধ ঘৃত বিসর্জ্জন দিয়া, অখাদ্য—কুখাদ্য—অমিত—অহিত সহরপ্রবাসী পল্লী পরিত্যক্ত পুরুষগণ স্বচ্ছন্দ মনে ক্রমশঃ উদরস্থ করিতে অভ্যস্ত হইলেন। শরীর শুদ্ধির জন্য—সাধারণতঃ বায়ু ও পিত্ত প্রধান বাঙ্গালীর ঐ দুইটি ধাতুর সাম্যভাব রক্ষার জন্য পল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যে প্রাতঃস্নানের প্রথা ছিল, সহরে আসার পর হইতে সে প্রথা লুপ্ত হইল। তাহার পর—পূজা আহ্নিকে চিত্তশুদ্ধির পর, আদা, ছোলাভিজা, গুড়, চিনি,—মুড়ি—

নারিকেল—যাঁহার যাহা জুটিত তিনি তাহাই খাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের যে প্রতীক্ষা করিতেন, তাহারও পরিবর্ত্তন হইল,—এক কথায় আহার বিহার—বেশ-বিন্যাস—চাল-চলন—সকল বিষয়েই বাঙ্গালী-পল্লীবাসীর সহরে আসিয়া সকলই নূতন হইল। ফলে বাঙ্গালীর ধাতুতে এ পরিবর্ত্তন সহ্য হইল না, সেইজন্য ম্যালেরিয়ার আকরভূমি-পল্লী পরিত্যাগেও বাঙ্গালী স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিতে পারিল না।

বর্ত্তমান সময়ে সকল দ্রব্যই যেরূপ দুর্ম্মূল্য —তদুপরি কলিকাতার বাড়ী ভাড়ার হার যেরূপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে অনেক স্বল্প আয়ের বাঙ্গালী শ্রমজীবির কলিকাতা বাসের স্পৃহাও যেরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর নিকট স্বাস্থ্য সুখের আশা যে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া—থাকিবে, এ কথাও জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ আমরা বরাবরই বলিতেছি,—আলোক, রৌদ্র এবং বায়ুই মনুষ্যের স্বাস্থ্য সুখের প্রধান উপকরণ। স্বল্প আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কলিকাতায় প্রাসাদ লইয়া বাস করা চলেনা, কাজেই অধিকাংশ পল্লীবাসী যেরূপ বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, আলোক-রৌদ্র-বায়ু—তাহাদের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই একে দুগ্ধ ঘৃতের মত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, তাহার উপর কদর্য্য স্থানে বাসের জন্য বাঙ্গালীর পরমায়ু যে ক্রমশঃই স্বল্প হইয়া আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি!

সেই জন্য আমাদের মনে হয়, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ গণের পতিত ভিটা গুলির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া—সেই সকল ভিটায় সান্ধ্য প্রদীপ জ্বালিয়া—পল্লীর সৌম্য-স্তিমিত শান্ত অঙ্কে আবার স্থান লাভের ব্যবস্থা করিলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-সুখ বুঝি আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। পল্লী-ভূমি ম্যালেরিয়া পীড়িতা, কিন্তু দেশ মাতৃকাকে সে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না? আমরা সকল বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকি, কিন্তু অত পরনির্ভরতা কেন? আমরা নিজেদের কি সামর্থ্য অনুযায়ী কিছুই করিতে পারিনা! গবর্ণমেণ্ট—পল্লীবাসীর সুখ-সুবিধার ব্যবস্থার জন্য—আমরা না বলিলেও চেষ্টা করিয়া থাকেন, ম্যালেরিয়া পীড়িত পল্লী সন্তান দিগকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট প্রয়াস আছে। কিন্তু সেই প্রয়াসের সহিত আমাদের প্রয়াস যদি একত্র হয়,—তাহা হইলে পল্লী হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপও অনেক কমিতে পারে এবং সেই সঙ্গে সহরের লোক সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় সহরের রোগবাহুল্যও হ্রাস পাইতে পারে।

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইতে পল্লীরক্ষা করিতে হইলে, পল্লীবাসী মাত্রেরই স্ব স্ব বসত বাটীর পার্শ্বস্থ বন জঙ্গল গুলি কাটাইতে হইবে, নালা ডোবা গুলি বুঁজাইয়া ফেলিতে হইবে এবং গ্রামের মধ্যে এমন একটী জলাশয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে—যে জলাশয়ের জল পানার্থ ভিন্ন অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত না হয়। যে গ্রামে জলাশয় গুলি হাজিয়া মজিয়া আসিয়াছে, সে গ্রামের সমস্ত লোক একত্র হইয়া সাধ্যমত সামর্থ্য—মত চাঁদা তুলিয়া—সেই চাঁদার উদ্ধৃত অর্থ স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সেই গ্রামের জলসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে। আমাদের মনে হয়, প্রত্যেক গ্রামের মিলিত চেষ্টায়

প্রত্যেক পল্লীবাসী যদি ঐ কয়টির ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে পল্লী হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর তিরোধান অসম্ভব হয় না।

পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া ও কলেরা—দুইটি প্রবল ব্যাধিরই প্রকোপ দেখা যায় বর্ষার অন্তে। এই বর্ষার অন্তে অনেক পল্লীর একমাত্র জলাশয়েই আমরা জানি—পাট পচান হইয়া থাকে। ফলে এই দূষিত জল পান করিয়া অনেক পল্লীর অধিবাসীই ঐ দুইটি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, পল্লীরক্ষার জন্য প্রত্যেক পল্লীর অধিবাসীকে ইহার উপর কঠোর দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং গ্রাম হইতে ইহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু শুধু বচনে কার্য্য হইবে না, পল্লীর কৃতী পুরুষগণ—যাঁহারা সহরে থাকিয়া সহরের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পল্লী-ভিটায় ফিরিয়া গিয়া এই সকল কার্য্যের জন্য অগ্রণী হইতে হইবে—তবে বচন—কার্য্যে পরিণত হইবে।

অবশ্য সহর ছাড়িয়া—সহরের অর্থাগমের পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া—একেবারে পল্লী ভূমিতে অবস্থিতির ব্যবস্থা করুন—এরূপ কথা আমি বলিতেছিনা। আমার বক্তব্য—পল্লীর কৃতী সন্তানগণ একেবারে স্বদেশ পরিত্যাগ না করিয়া বৎসরের মধ্যে ২।৩ বারও গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করুন, যে সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ পল্লী হইতে হ্রাস পাইয়া থাকে, সেই সময় কয়েক মাসের জন্যও পুত্র কলত্রদিগকে বাস্তুভিটায় সন্ধ্যা দানের জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিন,—এরূপ করিতে পারিলেই অধঃপতিত পল্লী শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে, পল্লীর দুর্গতি নিবারণের জন্য আপনা হইতেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়াও যাহারা বাস্তুভিটার মায়া বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই—তাহাদের মহদুপকার সাধন করা হইবে এবং সেই সঙ্গে তাহাদের অমোঘ আশীর্ব্বাদে দেবনির্ম্মাল্য লাভ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জনের পথও পরিষ্কার করা হইবে।

আমার আজি আর বেশী কিছু বলিবার নাই। সমবেত সভ্যমণ্ডলীর অনেকেই আজি লক্ষ্মীর বর পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, অনেকে সহরে আবাস স্থানও নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছেন,—কিন্তু লোক সমাজে বাসস্থানের পরিচয় দিতে হইলে—সকলেই পৈত্রিক পল্লী-ভূমিরই নামোল্লেখে গর্ব্ব সুখ অনুভব করিয়া থাকেন,—কিন্তু সেই গৌরবের স্থল জন্মভূমি যে আজি সর্ব্ব প্রকারে দীন ভাবাপন্ন,—সেই পল্লীজননীর আমাদের যে সকল ভ্রাতৃবৃন্দ এখনও পল্লী রক্ষা করিতেছে,—তাহাদের রোগজীর্ণ শরীর, কঙ্কালসার আকৃতি কোটরা-গত চক্ষু—পল্লী ভূমির স্বাস্থ্য-দৈন্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে,—যে পল্লীভূমির সন্তান দিগের একদা মনে সুখ ছিল, হৃদয়ে বল ছিল, কার্য্যে উৎসাহ ছিল,—যে পল্লী-প্রান্তে একদিন সেকরার দোকান, কামারের কারখানা, ছুতারের কারুকার্য্যের আলয়—তাঁতীর বস্ত্র বয়নের কক্ষ—সকলই নির্দ্দিষ্ট ছিল,—যে পল্লীপ্রান্তরে একদিন গোচারণের মাঠ ছিল, সহজ সুলভ শ্যামল শস্প সম্ভারে গোকুল আকুল হইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিত—তাহার ফলে এখনকার মত গাভীর দল জীর্ণ শীর্ণ হইত না, হৃষ্টপুষ্ট বৃষ মিথুন এবং পয়স্বিনী গাভীর দল সাক্ষাৎ শরীরী ভগবতী বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা হইত,

যে পল্লীবাসীর ঘরে ঘরে গোলা ভরা ধান্য থাকিত, মরাই ভরা শস্য থাকিত, ক্ষেত্র ভরা ফসল থাকিত, যে পল্লীভূমির ঘরে ঘরে একদিন বার মাসে তের পার্ব্বণ হইত, দোল হইত, দুর্গোৎসব হইত, কালীপূজা হইত, জগদ্ধাত্রী পূজা হইত, পৌষ পার্ব্বণ হইত, রথের ঘটা হইত,—সকলই হইত, মহিলা কুলের কুলহাস্য ও অলঙ্কার সিঞ্জন যে পল্লী-পুষ্করিণীর সোপান তলে একদা মধুর স্বরে ধ্বনিত হইত, উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ভুলিয়া—নাপিত খুড়া ধোপা মামা, তাঁতি কাকা প্রভৃতি সম্বন্ধে একদিন যে পল্লীমাতার সন্তানগণের মধ্যে আত্মীয়তা ও সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যাইত, কালীসর্দ্দার, ভুলু কাহার প্রভৃতি খেলোয়াড় ও লাঠিয়ালের দলের বিচিত্র ব্যায়ামে যে পল্লীবাসী একদিন অপার আনন্দ অনুভব করিত,—পল্লিপরিত্যাক্ত সমবেত সভ্যমণ্ডলি! সেই জননী জন্মভূমি পল্লার প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা একবার চিন্তা করুন! চিন্তা করুন—আমরা সহরে আসিয়া সুখী হইয়াছি,—কিন্তু তখনও বড় কম সুখী ছিলাম না। সে "আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু" আমরা পল্লী ছাড়িয়াই যে বিসর্জ্জন দিয়াছি, ইহা সুনিশ্চয়। সেইজন্য আবার বলিতেছি—পল্লীর ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য পল্লীর প্রত্যেক কৃতী সন্তানই বদ্ধপরিকর হউন,—সারাজীবন সহরের কুহকে ভুলিয়া না থাকিয়া, মধ্যে মধ্যে নিজ নিজ পল্লীভিটায় শঙ্খধ্বনির ব্যবস্থা করুন—সহরের স্বোপার্জ্জিত ডিস্‌-পেপ্‌সিয়ার নাম দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে,—অক্ষত স্বাস্থ্যে বাঙ্গালীর বলোদীপ্ত প্রতিভা আবার ফুটিয়া উঠিবে।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস।

—:o:—

বিবিধ সংগ্রহ।

(অকারাদি বর্ণক্রমে)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী, এম-এ, এল, এম, এস)

অজীর্ণ মঞ্জরী—কোন্ দ্রব্য সেবন জনিত অজীর্ণ কোন্ দ্রব্য সেবনে প্রশমিত হয়, এই গ্রন্থে তাহা উত্তমরূপে লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অঞ্জননিদান—অগ্নিবেশ প্রণীত সংক্ষিপ্ত নিদান সংগ্রহ। জয়কৃষ্ণ মিশ্র অঞ্জন নিদানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অঞ্জন নিদান চরকবক্তা অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক প্রণীত নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অনুপান দর্পণ—এই গ্রন্থে ধাতু-

ঘটিত ঔষধ সমূহের প্রস্তুত প্রণালী এবং রোগ-ভেদে ঔষধের অনুপান সমূহ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

অনুপানমঞ্জরী— অনুপান-দর্পণের সদৃশ আধুনিক গ্রন্থ। কাশীতে মুদ্রিত।

অনুভূত যোগাবলী—এই গ্রন্থে উত্তম উত্তম পরীক্ষিত যোগ সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

অভিনব চিন্তামণি—চক্রপাণি দত্ত কৃত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

অর্ক প্রকাশ—রাবণ-কৃত। ইহাতে অর্ক (আরক) প্রস্তুতের নিয়ম এবং রোগ ভেদে প্রয়োগের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। রাবণকৃত বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও ইহা বৌদ্ধ-যুগের পরবর্ত্তিকালে রচিত।

আতঙ্ক দর্পণ—বাচস্পতি কৃত মাধব নিদানের টীকা, গ্রন্থবিশেষ নহে। কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ইহাকে সংগ্রহ বলিয়াছেন এইজন্ত এখানে উল্লিখিত হইল *। বম্বে নগরে মুদ্রিত।

আদিশাস্ত্র—ইহাতে স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, কিরূপ স্ত্রীপুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত এবং বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আনন্দ কন্দ—এই গ্রন্থ রসানন্দ কন্দ নামেও প্রসিদ্ধ। মন্থানভৈরব ইহার রচয়িতা। (দ)

আয়ুর্ব্বেদ-সুধানিধি—সায়নাচার্য্যের অনুরোধে একাম্রনাথ অবধান সরস্বতীর পুত্র শৈলনাথ কর্ত্তৃক রচিত সংগ্রহ গ্রন্থ।

আয়ুর্ব্বেদ সুষেণ সংহিতা—ইহাতে সামান্য ওষধিবর্গ, ধান্যবর্গ, জলবর্গ ইত্যাদির দোষগুণ লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

আয়ুর্ব্বেদ সূত্র—ব্যাকরণের যেমন এক একটী সূত্র থাকে, এই গ্রন্থ সেইরূপ সূত্রাত্মক; সূত্র যথা "আমং হি সর্ব্বরোগাণাং" "অনামপালনং কার্য্যং" ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদ-সূত্রের অগস্ত্য বিরচিত টীকা আছে শুনা যায় এবং নিত্যানন্দ নাথ বিরচিত প্রশ্নপঞ্চকের টীকা পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থের সপ্তদশ প্রশ্নাত্মক অংশ বিদ্যমান। (দ)

আয়ুর্ব্বেদাগমন—ইহা আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস। ব্রহ্মা হইতে গ্রন্থকার পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারগণের নাম ইহাতে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রন্থ দুর্লভ।

আরোগ্য চিন্তামণি—চিকিৎসা সংগ্রহ। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত।

ইন্দ্রকোষ—প্রভাকরপুত্র ভট্ট রামচন্দ্র গৌড়ের রাজা ইন্দ্রসিংহের আদেশ অনুসারে নানা বৈদ্যক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই কোষ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অন্য নাম "রাজেন্দ্র কোষ"।

উপবন বিনোদ—শার্ঙ্গধর-সংগ্রহের বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ বিষয়াত্মক অংশ। বর্ত্তমান গ্রন্থ-কার কর্ত্তৃক বহু পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ভাবে অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছিল। কি নিয়মে বৃক্ষ রোপণ

* টীকা গ্রন্থ অসংখ্য—তাহাদের উল্লেখ বিশেষ কারণ না থাকিলে করা হইবে না।

(দ) 'দ' চিহ্নিত গ্রন্থগুলি দক্ষিণাপথে প্রসিদ্ধ বুঝিতে হইবে।

করিতে হয়, কি উপায়ে বৃক্ষ সকল বৃহৎ এবং প্রচুর ফল ধারণ করে, কোন্ বৃক্ষে কিরূপ সার দিতে হয়, কি করিয়া বৃক্ষবাটিকা নির্ম্মাণ করিতে হয়, এই গ্রন্থে সেই সকল বিষয় ও কূপার্থ ভূমি পরীক্ষা, বৃক্ষচিকিৎসা প্রভৃতি লিখিত আছে।

ওষধি কল্প—এই গ্রন্থে বিবিধ দ্রব্যের গুণ, কেশরঞ্জন বিধি ও ধাতু জারণমারণের বিধি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না।

কল্প পঞ্চক প্রয়োগ—এই গ্রন্থে চোপচিনি কল্প, রুদ্রবন্তী কল্প, রাগদমনী কল্প, শিবলিঙ্গী কল্প এবং পলাশ কল্প—এই কয়টী বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কল্যাণ কারক—শ্রীমদ্ জিন মগধ ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। পরে রাষ্ট্রকূট বংশজ মহারাজ নৃপতুঙ্গ মহীবল্লভের চিকিৎসক উগ্রাদিত্যাচার্য্য উহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। উগ্রাদিত্যাচার্য্য খৃষ্টীয় ৮১৪ বৎসরে নৃপতুঙ্গের সভাসদ্ ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। (দ)

কাম কুতূহল—ইহাতে ধাতুক্ষীণতাদির প্রশমক উত্তম বাজীকরণ ঔষধ সকল লিখিত আছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কামরত্ন—নিত্যনাথ কৃত বাজীকরণ-সংগ্রহ। বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

কার্ম্মণম্—এই গ্রন্থে ওষধি সমূহের পুষ্প, ফল, মূল, ত্বক্ ও পত্র এই পঞ্চাঙ্গের গুণ বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে বহুল পরিমাণে আন্ধ্রদেশীয় ভেষজের গুণ লিপিবদ্ধ করায় তিনি আন্ধ্রদেশবাসী ছিলেন বলিয়া বলিয়া বোধ হয়। (দ)

কালজ্ঞান—শম্ভুনাথ কর্ত্তৃক রচিত। এই গ্রন্থে মৃত্যুবোধক লক্ষণ, রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।

কুট মুদ্গর—এই গ্রন্থে অজীর্ণ রোগের চিকিৎসা ও পথ্য লিখিত হইয়াছে। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত।

ক্ষেমকুতূহল— কৃষ্ণশর্ম্মবিরচিত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

গূঢ়বোধক—হেরম্ব সেন কৃত। এই গ্রন্থে কতকগুলি রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা আছে। অমুদ্রিত।

গৌরী কাঞ্চলিকা তন্ত্র—ইহা তান্ত্রিক চিকিৎসা-সংগ্রহ। বোম্বাই নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

চক্রদত্ত—চরক ও সুশ্রুতের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত কৃত নামান্তরে মুদ্রিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। চক্রদত্ত নামেই সুপরিচিত এই উৎকৃষ্ট সংগ্রহ সর্ব্বত্রই—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ইহা চিকিৎসাসার-সংগ্রহ নামেও প্রসিদ্ধ। এই-সংগ্রহের অনেক অংশ বৃন্দ কৃত সিদ্ধযোগ হইতে গৃহীত। চক্রপাণির সময়াদি পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে।

চর্য্যাচন্দ্রোদয়—ইহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চারুচর্য্যা—ভোজরাজ কৃত। স্বস্থবৃত্ত বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

চিকিৎসা কলিকা—ত্রিসটাচার্য্য কৃত চিকিৎসাগ্রন্থ। বিজয়রক্ষিত নিদান টীকায়

ত্রিসটাচার্য্যের রচনা উদ্ধৃত করায় জানা যায় যে,ইনি একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। চিকিৎসাকলিকা মুদ্রিত হয় নাই।

চিকিৎসা-কল্পলতিকা— ইহাও ত্রিসটাচার্য্য প্রণীত বৃহত্তর চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

চিকিৎসাঞ্জন—ইহাতে জ্বর, শ্বাস, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি অনেকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

চিকিৎসা দীপিকা—হরানন্দ কৃত। হস্ত লিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসামৃত—গণেশ কৃত। অমুদ্রিত।

চিকিৎসা রত্ন—জগন্নাথ দত্ত কৃত। হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকায় আছে।

চিকিৎসা-রত্নাভরণ—সদানন্দ দাধীচ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-গ্রন্থ।

চিকিৎসা সার—হরিভারতী কৃত। অমুদ্রিত।

চিন্তামণি—বল্লভেন্দ্র এই গ্রন্থের রচয়িতা, ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় এবং রোগ সমূহের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মবিপাক-জাত রোগ সকল এবং তাহাদের শান্তির উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। চরকাদি গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিষয়নির্ণয়, সন্নিপাত-জ্বরাদির ভেদ, সাধ্যাসাধ্য অবস্থা প্রভৃতি এবং রসতন্ত্র সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

জ্বরতিমির নাশক— সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন ঔষধ সংগ্রহ। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

জ্বরনির্ণয়—নারায়ণ কৃত। অমুদ্রিত।

ত্রিশতী—রাওল শার্ঙ্গধর কৃত জ্বর-চিকিৎসা সংগ্রহ। এই শার্ঙ্গধর সংহিতা-প্রণেতা—শার্ঙ্গধর হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।

ধারাকল্প—জল ও কাথাদি পরিষেক দ্বারা চিকিৎসাপদ্ধতি মূলক গ্রন্থ। হাইডোপ্যাথি (Hydropathy) নামক চিকিৎসায় যেমন জল প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করা হয়, এই গ্রন্থেও সেইরূপ জল এবং কাথের প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার উপদেশ আছে।

নপুংসকামৃতার্ণব—এই গ্রন্থে নপুংসকদিগের জন্য নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, লেপ, বাজীকরণ ঔষধ প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞান তরঙ্গিনী—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

নাড়ীজ্ঞান দীধিতি—নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীদর্পণ—নাড়ী-জ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

নাড়ী পরীক্ষা—রাবণ কৃত উত্তম সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। বম্বে নগরে নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

নাড়ী পরীক্ষাদি চিকিৎসা কথন—সঞ্জীবেশ্বর শর্ম্মার পুত্র রত্নপাণি শর্ম্মার রচিত নাড়ীজ্ঞান ও তন্মূলক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নাড়ীপ্রকাশ—বঙ্গদেশীয় শঙ্কর সেন কৃত নাড়ীজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। মুদ্রিত।

নাড়ীবিজ্ঞান—কণাদ কৃত। এই কণাদ-বৈশেষিক দর্শনকার কণাদ বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। মহর্ষি কণাদ চরকের (সম্ভবতঃ অগ্নিবেশেরও) পূর্ব্ববর্ত্তী, কেননা চরকে বৈশেষিকদর্শনের পদার্থবাদ গৃহীত হইয়াছে। কণাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান চরকের সময়ে প্রসিদ্ধ থাকিলে চরকের ন্যায় সর্ব্বার্থসংগ্রাহক মহাগ্রন্থে নাড়ীবিজ্ঞানের উল্লেখ থাকিত *। তাহা যখন নাই এবং রচনাও যখন আধুনিক রচনার মত, তখন নাড়ীবিজ্ঞান মহর্ষি কণাদকৃত—একথা স্বীকার করা যায় না।

নাবনীতক—ইহা অজ্ঞাতনামা কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু কৃত সিদ্ধযোগ-সংগ্রহ। কর্ণেল বাউয়ার কর্ত্তৃক চীনদেশে মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত।

নামসাগর—কেন্দ্রদেব কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

নিদান প্রদীপ—ইহা নাগনাথ বিরচিত রোগ-পরিচায়ক গ্রন্থ। (দ)

নৃসিংহোদয়—বীরসিংহ কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ।

পথ্যাপথ্য—কেবলপ্রসাদ মিশ্র সংগৃহীত। ইহাতে রোগ ভেদে পথ্যাপথ্যের বিষয় লিখিত আছে। বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত।

পথ্যাপথ্য-বিনিশ্চয়—বিশ্বনাথ সেন রচিত পথ্যাদি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। এই বিশ্বনাথ উড়িষ্যার মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির চিকিৎসক ছিলেন।

পথ্যাপথ্য বিবোধক—কেয়দেব কৃত নিঘণ্ট গ্রন্থ। (যা)†

পরহিত সংহিতা—শ্রীনাথ পণ্ডিত বিরচিত এই গ্রন্থে কৌমারভৃত্য তন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শল্যশালাক্যাদি আটটী তন্ত্র—হেতু, লক্ষণ ও চিকিৎসা সহ সুবিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। (দ)

পাক প্রদীপ—খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পাকরত্নাকর—খাদ্যপাক বিষয়ক মুদ্রিত গ্রন্থ।

পূজ্যপাদীয়—আচার্য্য পূজ্যপাদ এই সংগ্রহ গ্রন্থের রচয়িতা। পার্শ্ব পণ্ডিতের লিখিত পূজ্যপাদ চরিত হইতে জানা যায় যে, তিনি ৪৭০ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (দ)

প্রয়োগ চিন্তামণি—রামমাণিক্য সেন রচিত চিকিৎসা গ্রন্থ।

প্রয়োগ-পারিজাত—অসংখ্য প্রয়োগ-

* বৈদিক গ্রন্থে নাড়ীজ্ঞান বা নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য বৈদিকযুগে নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা ছিল না বলিয়াই অনুমান করা যায়। তান্ত্রিকযুগে নাড়ী লইয়া বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু নাড়ীপরীক্ষায় নাড়ী অর্থে ধমনী (Artery) বুঝিতে হয়—যোগশাস্ত্রের নাড়ী (Nerve) স্বতন্ত্র। সম্ভবতঃ বৈদ্যকের নাড়ী-পরিচয় বিদ্যা তান্ত্রিকযুগের শেষভাগে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা ভবিষ্যতে নাড়ীপরিচয় বিদ্যার প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইব। লেখক।

† (যা) এইরূপ চিহ্নিত গ্রন্থগুলি বম্বে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালার সম্পাদক পণ্ডিত যাদবজী ত্রিকমজী কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।

সমন্বিত প্রাচীন ও প্রামাণিক চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বসবরাজীয়—আন্ধ্রদেশের শৈব ব্রাহ্মণ-কুলে জাত বসবরাজ এই গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে নাড়ী ও মূত্রাদি পরীক্ষাদ্বারা রোগ নির্ণয়, জ্বর কাসাদি রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা এবং অনুভবসিদ্ধ উৎকৃষ্ট যোগ সকলের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রেউচিনি, অহিফেন প্রভৃতি ভাবপ্রকাশ পরিগৃহীত ঔষধের উল্লেখও এই গ্রন্থে দেখা যায়। (দ)

বাণীকরী—বাণীকরী রচিত। ইহাতে রোগ সমূহের পৃথক্ করণ (Diagnosis) সম্বন্ধে উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

বালচিকিৎসা পটল—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার কর্ত্তৃক রচিত শিশুচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বালতন্ত্র—মহীধরের পুত্র কল্যাণ বৈদ্য কর্ত্তৃক রচিত শিশু-চিকিৎসা গ্রন্থ। বম্বেনগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বালবোধ—বামাচার্য্য কৃত সরল চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বিশ্বকোষ—মহেশ্বর রচিত বৈদ্যক অভিধান। মুদ্রিত হয় নাই।

বিষোদ্ধার—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের লিখিত বিষ-চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বীরসিংহাবলোকন—বীরসিংহ রচিত চিকিৎসা-সংগ্রহ। বম্বে নগরে মুদ্রিত।

বৈদ্যক রহস্য—বংশীধরের পুত্র বিদ্যাপতি এই গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থকার গৌড়বর্য্য খানতি (?) রায়ের অনুমতি অনুসারে ১৭৩৮ সংবতে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে জ্বর প্রভৃতি রোগ সমূহের চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে ফিরঙ্গ রোগের উল্লেখ থাকায় জানা যায় যে, বিদ্যাপতির সময়ে ফিরঙ্গ রোগ দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

বৈদ্য কল্পদ্রুম—শুকদেব সংগৃহীত চিকিৎসাগ্রন্থ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যকসংগ্রহ—গ্রন্থকারের নাম মহেন্দ্র—এই মাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রকার চূর্ণ, ক্বাথ, তৈল, ঘৃত এবং পারদঘটিত ঔষধ সমূহের প্রয়োগ-বিধি লিখিত আছে। গ্রন্থে আত্রেয়, চরক, শ্রীবৎস, অমৃতমালা রসার্ণব, রসরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

বৈদ্যজীবন—দিবাকরসুত লোলিম্বরাজ রচিত। ইহাতে কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ—দম্পতির কথোপকথনচ্ছলে আদিরসাত্মক পদ্যে লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যবল্লভ—হিতরুচির পুত্র হস্তিরুচি এই জ্বর চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যবিনোদ—শঙ্কর সেন বিরচিত চিকিৎসাগ্রন্থ। অমুদ্রিত।

বৈদ্যবিলাস—রাঘব কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যমন-উৎসব—বম্বে নগরে মুদ্রিত যোগ-সংগ্রহ।

বৈদ্য মনোরমা—কেরল দেশবাসী শ্রীকালিদাস বৈদ্য রচিত সংগ্রহগ্রন্থ।

বৈদ্যরত্ন—বম্বে নগরে মুদ্রিত চিকিৎসা-গ্রন্থ। গোস্বামী শিবানন্দ ভট্ট এই চিকিৎসা গ্রন্থের রচয়িতা।

বৈদ্য সঞ্জীবনী—বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্য সর্ব্বস্ব—অমুদ্রিত চিকিৎসা সংগ্রহ।

বৈদ্য সংক্ষিপ্তসার—সোমনাথ মহাপাত্র কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্য সংগ্রহ—গোপাল দাস কৃত। অমুদ্রিত।

বৈদ্যামৃত—বৈদ্য শ্রীমাণিক্য ভট্টের পুত্র ভিষক্ মোরেশ্বর রচিত। ইহাঁর বাসস্থান মহম্মদ নগরে ছিল। ১৫০৫ সংবৎসরে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে। চারিটী অলঙ্কার বা অধ্যায়ে সংক্ষেপে রোগ সমূহের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে।

বৈদ্যামৃত লহরী—মথুরানাথ শুক্ল কৃত জ্বর চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ।

ভাস্করোদয়—৺গঙ্গাধর কবিরাজ বিরচিত সংক্ষিপ্ত রোগ-বিজ্ঞান বিষয়ক বিচার গ্রন্থ। মুদ্রিত হইয়াছে।

ভীমবিনোদ—দামোদর কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহা চিকিৎসা ও উত্তর—এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। সকল রোগের নিদান ও ও চিকিৎসা এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্মত কর্ম্মবিপাক ও রোগ সমূহের উৎপত্তির কারণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। রসঘটিত এবং উদ্ভিজ্জঘটিত উভয়বিধ ঔষধেরই প্রয়োগবিধি গ্রন্থে লিখিত আছে।

ভৈষজ্য রত্নাবলী—গোবিন্দ দাশ কৃত প্রসিদ্ধ চিকিৎসা সংগ্রহ। বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইহা অত্যন্ত সমাদৃত।

ভৈষজ্য সারামৃত সংহিতা—উপেন্দ্র মিশ্র প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (বা)

ভোজন কুতূহল—রঘুনাথ কৃত খাদ্য পাক বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মধুমতী—ইহা নরসিংহ কবিরাজ রচিত দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা সংগ্রহ। নরসিংহ দ্রাবিড়-নিবাসী নীলকান্ত ভট্টের পুত্র এবং রামকৃষ্ণ ভট্টের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। প্রবন্ধ লেখকের নিকট অতি প্রাচীন পুঁথি বর্ত্তমান।

মনোরমা—অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার লিখিত জ্বরচিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মাধবনিদান—বঙ্গের বৈদ্য শিরোমণি মাধবকর সংগৃহীত এই "রুগ্বিনিশ্চয়" নামক গ্রন্থ নিদান বা মাধবনিদান নামে প্রসিদ্ধ। মাধবনিদান সমস্ত নিদানের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থ ভারতের সকল দেশেই সমাদৃত। ইহার উপর বিজয় রক্ষিত প্রণীত "ব্যাখ্যা মধুকোষ" এবং বাচস্পতি কৃত "আতঙ্ক দর্পণ" নামক টীকাগ্রন্থদ্বয় পাওয়া যায়। মাধবকরের আবির্ভাবের সময় পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মাধব সংহিতা—গ্রন্থ মধ্যে "মাধব বিরচিত" এই পরিচয় ব্যতীত গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই মাধব এবং মাধবকর যে একই ব্যক্তি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। গ্রন্থে প্রথমে রোগের লক্ষণ এবং পরে চিকিৎসাবিধি লিখিত হইয়াছে। রোগের লক্ষণ মাধবনিদানের ঠিক অনুরূপ—কচিৎ রোগের লক্ষণ কিছু অধিক আছে মাত্র। মাধবনিদানের ক্রম অনুসারে জ্বর হইতে বিষনিদান পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে, পরে রসায়ন, বাজীকরণ, পঞ্চকর্ম্ম ও পরিভাষা লিখিত হইয়াছে।

মূত্র পরীক্ষা—অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত মূত্র পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। অমুদ্রিত।

মোমহন বিলাস—ক্ষত্রিয় বংশীয়

মোমহন প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। মোমহন পিরোজখাঁর পুত্র মহম্মুদ সাহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ১৪৬৭ শকাব্দে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া স্বগ্রন্থে পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে চরক, সুশ্রুত, অত্রি, বাগ্‌ভট, উড্ডীশ, গুরুহূতজাল, সদ্‌যোগিনী মত, বৃন্দ, বঙ্গ, রসার্ণব, চক্র, অশ্বিনীকুমার সংহিতা, নাগার্জ্জুন, রসযোগ মুক্তাবলী, তত্ত্বকণিকা, রাজমার্ত্তণ্ড, আগমরত্নাবলী, যোগমালা, যোগরত্নাবলী, রসরত্নাকর, যোগনিধান ও ক্রিয়াকালগুণোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

যোগচন্দ্রিকা—লক্ষ্মণাচার্য্যপ্রণীত বৃহৎ চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগচিন্তামণি—শ্রীচন্দ্রকীর্ত্তির শিষ্য হর্ষকীর্ত্তি সূরি নামক জৈন পণ্ডিত বিরচিত প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থ মধ্যে আত্রেয়, চরক, বাগ্‌ভট্ট, সুশ্রুত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়; হারীত ভৃগু, ভেল, বৃন্দ, মাধব কর প্রভৃতির গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়।

যোগতরঙ্গিণী—দক্ষিণাপথ নিবাসী বৈদ্য ত্রিমল্ল ভট্ট রচিত। গ্রন্থকারের পিতার নাম বল্লভ, পিতামহের নাম শিঙ্গন ভট্ট এবং পুত্রের নাম শঙ্করভট্ট। এই শঙ্করভট্ট রসপ্রদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিমল্লভট্ট এই গ্রন্থ ব্যতীত শতশ্লোকী, বৃহদ্ যোগতরঙ্গিনী, বৃত্তমাণিক্যমালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয় নামক বৈদ্যক গ্রন্থ এবং অলঙ্কার মঞ্জরী নামক অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে অশ্বিনীকুমার সংহিতা, চরকাচার্য্য, চর্পটী, আরোগ্যদর্পণ, কৃষ্ণাত্রেয়, কলিকা, গোরক্ষনাথ, চিন্তামণি, চক্রদত্ত, চিকিৎসা কলিকা, চিকিৎসাদীপ, ত্রিসটাচার্য্য, নারায়ণ, প্রয়োগপারিজিত, বৃহদাত্রেয়, বৃদ্ধহারীত, বৌদ্ধমত, বৌদ্ধসর্ব্বস্ব, ভদ্র শৌনক, ভালুকি তন্ত্র, ভৈরব তন্ত্র মদনপাল, মতিকুমার, যোগরত্নাবলী, যোগশত, যোগপ্রদীপ, রসরত্নপ্রদীপ, রুদ্রচন্দ্র, রত্নপ্রদীপ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রুগ্বিনিশ্চয়, রসমন্ত্র, রসপ্রদীপ, রাজমার্ত্তণ্ড, রসরত্নাবলী, বৈদ্যালঙ্কার, বৃন্দ, বীরসিংহাবলোকন, বসবরাজ, বৈদ্যাদর্শ, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ ও সুশ্রুত এই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থে ৭৭টী তরঙ্গ বা অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

যোগদীপিকা—চিকিৎসা-সংগ্রহ। রণকেশরী প্রণীত।

যোগরত্নাবলী—শ্রীকণ্ঠ বিরচিতচিকিৎসা-সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

যোগশতক—শ্রীকণ্ঠ দাস কৃত জরাব্যাধিনাশক শতসংখ্যক যোগ সংগ্রহ। মুদ্রিত হয় নাই।

যোগসমুচ্চয়—দাশগণপতি প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ।

যোগ সংগ্রহ—গ্রন্থকার অজ্ঞাত। উত্তম উত্তম প্রয়োগ সমূহের সংগ্রহাত্মক গ্রন্থ।

যোগ সুধানিধি—জগদীশের পুত্র বন্দি মিশ্র প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। গ্রন্থের ষোড়শ প্রকরণের মধ্যে একটী প্রকরণ মাত্র পাওয়া যায়। এই প্রকরণ পাঠে বুঝা যায় যে, মনুষ্য-চিকিৎসা শেষ করিয়া স্ত্রী-পশুর চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। স্ত্রী-পশুদিগের বিবিধ রোগের চিকিৎসার বিষয় এই প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।

রসদীপিকা—আনন্দানুভব কৃত। রস চিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (যা)

রসমুক্তাবলী—রস শোধন মারণ ও

চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তার নাম অজ্ঞাত। (যা)

রসরত্নদীপিকা—রামরাজ প্রণীত সংক্ষিপ্ত রসচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। (যা)

রসরাজ শঙ্কর—রস চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ। রামকৃষ্ণ প্রণীত। (যা)

রসাবতার—(১) গ্রন্থকর্ত্তা অজ্ঞাত। রস চিকিৎসা বিষয়ক বিপুল গ্রন্থ। (যা)

রসাবতার—(২) মাণিক্যচন্দ্র জৈন প্রণীত রসচিকিৎসা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। (যা) *

রাজমার্ত্তণ্ড—ভোজরাজ কৃত উত্তম প্রয়োগ সংগ্রহ। এই গ্রন্থ বম্বে "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালায়" মুদ্রিত হইয়াছে।

শতশ্লোকী—বোপদেব কৃত শতশ্লোকময় ঔষধ সংগ্রহ। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

শরীর নিশ্চয়াধিকার—রামদাস কৃত। গর্ভাবস্থায় রমণীগণের পক্ষে যেরূপ নিয়ম পালন হিতকর এই গ্রন্থে তদ্বিষয়ক উপদেশ আছে। অমুদ্রিত।

শালিহোত্রসার সমুচ্চয়— কহ্লন প্রণীত অশ্ব চিকিৎসা গ্রন্থ।

শ্রীকণ্ঠ নিদান—এই গ্রন্থ জীবরক্ষামৃত নামেও প্রসিদ্ধ। ইহাতে প্রথমে নাড়ী প্রভৃতি অষ্ট স্থান পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয়ের উপদেশ দিয়া পরে প্রত্যেক রোগের নিদান লক্ষণাদির বিষয় বলা হইয়াছে। সন্নিপাতাদি কতকগুলি রোগের বিজ্ঞানোপায় এই গ্রন্থে মাধবনিদান অপেক্ষা বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে এবং মাধবনিদান অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক রোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। (দ)

লক্ষণামৃত—কেরল দেশে প্রসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত বিষ চিকিৎসা-গ্রন্থ। সুন্দর ভট্টপাদ প্রণীত।

সন্নিপাত মঞ্জরী—ভবদেব কৃত সন্নিপাত চিকিৎসাসংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সদ্বৈদ্যভাবাবলী—জগন্নাথ গুপ্ত কৃত সংগ্রহ গ্রন্থ।

সংজ্ঞা সমুচ্চয়—চতুর্ভুজের পুত্র শিবদত্ত মিশ্র প্রণীত। গ্রন্থে দ্বাদশটি প্রকরণ আছে। যথা—১। দোষ, ধাতু, মর্ম্ম প্রভৃতি। ২। রোগ সমূহের হেতু প্রভৃতি। ৩। দ্রব্য সমূহের গুণ ও বীর্য্যাদি। ৪। লঙ্ঘন প্রভৃতি। ৫। ত্রিফলাদি পারিভাষিক সংজ্ঞা। ৬। দ্রবদ্রব্য বিনির্দ্দেশ। ৭। কৃতান্নবর্গ। ৮। অহিত দ্রব্য। ৯। স্বরলাদি সংজ্ঞা। ১০। পরিমাণ নির্দ্দেশ। ১১। স্নেহ, স্বেদ, ধূম, গণ্ডূষ, কবল, মুখলেপ, মূর্দ্ধলেপ, নেত্রাঞ্জন, পুটপাক প্রভৃতি। ১২। মিশ্রসংজ্ঞা প্রকরণ। ইহা উত্তম সংগ্রহ গ্রন্থ কিন্তু অমুদ্রিত।

সাধ্যরোগরত্নাবলী—শ্যামলাল কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

সিদ্ধভেষজ মণিমালা— জয়পুর-বাসী ভট্ট শ্রীকৃষ্ণরাম প্রণীত উত্তম আধুনিক গ্রন্থ।

সিদ্ধান্ত মঞ্জরী—বোপদেব কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। অমুদ্রিত।

স্ত্রী-চিকিৎসা—বম্বে বেঙ্কটেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ।

স্ত্রীবিলাস—দেবেশ্বর উপাধ্যায় প্রণীত স্ত্রী-চিকিৎসা বিষয়ক নাতিবৃহৎ গ্রন্থ।

---

* "যা" চিহ্নিত রসগ্রন্থগুলির বিবরণ পরে জানিতে পারায় রসগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া বিবিধ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

হংসরাজ নিদান—হংসরাজ কৃত নিদানসংগ্রহ। এই গ্রন্থ পশ্চিমাঞ্চলের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। বম্বে নগরে মুদ্রিত হইয়াছে।

হিতোপদেশ (১)—শ্রীকান্ত দাশ কৃত চিকিৎসা সংগ্রহ। ইহাতে শিশু, স্ত্রী ও বিষ চিকিৎসার বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। অমুদ্রিত।

হিতোপদেশ (২)—শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থ। অমুদ্রিত। (দ)

দক্ষিণাপথের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণ।

দক্ষিণাপথে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচলন বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের পঠন পাঠন সংস্কৃত ভাষাতেই অধিক প্রচলিত ছিল, কিন্তু দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষার ন্যায় দ্রাবিড় আন্ধ্র প্রভৃতি ভাষারও সমধিক উন্নতি হওয়ায় বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ঐ সকল ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা দক্ষিণাপথে সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা "বড্-সম্প্রদায়" এবং যাঁহারা দ্রাবিড়াদি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা "তেন্ সম্প্রদায়" নামে প্রসিদ্ধ। আন্ধ্র দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত ও রচিত কোন কোন গ্রন্থ দুই সহস্র বৎসর বা তদূর্দ্ধ কালের প্রাচীন। অবশ্য দক্ষিণাপথে সংস্কৃত ভাষাতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অনেক স্থলে সেই সকল গ্রন্থ যে ভাষাগ্রন্থগুলির মূলীভূত—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেক মৌলিক ভাষাগ্রন্থও বর্ত্তমান। আমরা দক্ষিণাপথের যে সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় বিবিধ সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। সাধারণ ভাবে তদ্দেশীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার।

পুলস্ত্য	জোবমুস্থ
তেরয্যর	পের্ব্বাংতোষুমুস্থ
পুহমুনি	তেক্কাটুমুস্থ
ভোগর	আলত্তূরনম্বি
পুলিপ্পাণি	উগ্রাদিত্যাচার্য্য
বৈথরিমুস্থ	মঙ্গরাজ
শিরট্টন্মুস্থ	অভিনব চন্দ্র
তিরুবান্ কুরু	পূজ্যপাদ
হস্তচারি	বসবরাজ
বিশাল	বিজ্ঞানেশ্বর
বিভগুক	গঙ্গাধর
বৈদর্ভনর	মন্থান ভৈরব
বাগুলি	মঙ্গব্বগিরি সূরী
মৃগশর্ম্ম	শ্রীনাথ পণ্ডিত
সুরেন্দ্র	ত্রিমল্ল ভট্ট
দেবেন্দ্র মুনি	শ্রীকণ্ঠ পণ্ডিত
নংজরাজ	শ্রীকণ্ঠ শিব পণ্ডিত
নৃসিংহভট্ট	নাগনাথ
বল্লভেন্দ্র	

গ্রন্থ।

কার্ম্মণম্	উমামহেশ্বর সংবাদ
অভিধান রত্নমালা	চিন্তামণি
দ্রব্যগুণ রত্নাবলি	বসবরাজীয়
দ্রব্যগুণ কল্পবল্লী	হিতোপদেশ
আয়ুর্ব্বেদ মহোদধি	যোগরত্নাবলি
পদার্থ চন্দ্রিকা	যোগতরঙ্গিণী

দ্রব্যগুণ চতুঃশ্লোকী বৃহৎ যোগতরঙ্গিণী
শ্রীকণ্ঠ নিদান পরহিত সংহিতা
নিদান প্রদীপ রস প্রদীপিকা (আং)*
নাড়ীজ্ঞান বিনির্ণয় শিবতত্ত্ব রত্নাকর
ষড়বিধ নাড়ী তন্ত্র আনন্দ কন্দ
নাড়ী নক্ষত্র মালা রুগ্-হৃদয়
নাড়ী জ্ঞান রুগ-বিলাস
ভেষজ সর্ব্বস্ব রুগ্ হৃদয় সার
ধন্বন্তরি বিলাস আয়ুর্ব্বেদ সূত্র
যোগ শতক ভেষজ- কল্প (আং)
সন্নিপাত চন্দ্রিকা নবনাথ সিদ্ধ দীপিকা (আং)
রাজমৃগাঙ্ক আন্ধ্র বৈদ্য চিন্তামণি (আং)
প্রশ্নোত্তর রত্নমালা শতশ্লোকী (আং)
ধন্বন্তরি সারনিধি আয়ুর্ব্বেদার্থ সংগ্রহ (আং)
বীরভট্টীয় ধন্বন্তরি বিজয় (আং)
গদ সঞ্জীবনী ভিষগ্বরাঞ্জন (আং)
বৃষরাজীয় (আং) খগেন্দ্রমণি দর্পণ (আং)
দূতাধ্যায় (আং) সাহিত্য বৈদ্যবিদ্যা জলনিধি
মদন কামরত্ন (আং) ভিষগ্বর তিলক
বালগ্রহ চিকিৎসা কবিজনৈক মিত্র
সর্ব্বরোগ চিকিৎসা রত্ন পূজ্য পাদীয়
চিকিৎসা নূলু (?) কল্যাণকারক
বাগ্ ভট চিন্তামণি সহস্র যোগ
বৈদ্যসার সংগ্রহ . হরমেখলা
চিকিৎসা সার আরোগ্য কল্পদ্রুম

আন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত আরও কতকগুলি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত চিকিৎসা গ্রন্থের তালিকা নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত দ্রাবিড় ভাষায় রচিত।

অগস্ত্যার গেরন্দিরট্ট সরকুবৈপ্প
অগস্ত্যার ভস্মমুরৈ রামদেবন পেরিনূল
অগস্ত্যার আয়ুর্ব্বেদ ভাষ্যম্ গোরক্কর বৈদ্যং
অগস্ত্যার নাড়িমূল মৎস্যমুনি এন্নূর
অগস্ত্যার আম্বিরত্তনেনূর কন্নবুবার তিরট্ট
অগস্ত্যার তোলকাপ্যাং তেরষ্যম্ করুণাশীল মুন্নূর
অগস্ত্যার পরিপূর্ণং
পুলিপ্পাণি ঐনূর অগস্তর্ পিল্লৈতমিল্
ভোগর এন্নূর্ শিবজালং
উহ্মুনি আম্বিরং যমুখ জালং
রোমঋষি ঐনূরু কোংকণর্ নিদানং

সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার—

দক্ষিণাপথ হইতে সিংহলদ্বীপে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। আনন্দকন্দ নামক গ্রন্থপ্রণেতা মন্থনভৈরব সিদ্ধসিংহলদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন। সারার্থসংগ্রহ, ভেষজ-মঞ্জুষা, সারসংক্ষেপক, ভেষজকল্প, যোগশতক সারস্বত নিঘণ্ট, সিদ্ধৌষধ নিঘণ্ট এবং যোগ-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ সিংহলে এখনও প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যোগরত্নাকর ছয় শত বৎসরের ও অধিক কাল পূর্ব্বে ময়ুরপাদ ভিক্ষু নামক বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল।*

আমরা বৈদ্যক গ্রন্থের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এস্থলে লিখিত হইল। বর্ত্তমান কালের গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের পরিচয় বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। লিখিত গ্রন্থ সকল ব্যতীত ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে বহু গ্রন্থরত্ন অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের উদ্ধার কল্পে সমগ্র ভারতব্যাপী যথোচিত

* "আং" চিহ্নিত পুস্তকগুলি আন্ধ্র ভাষায় রচিত।

* দক্ষিণাপথ ও সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈদ্যরত্ন গোপালাচার্লু মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রযত্ন হয় নাই। যাহাতে দেশের চিকিৎসক ও পণ্ডিতগণের যত্নে ভারতব্যাপী বিশিষ্ট প্রযত্ন হয় তাহার আয়োজন সম্প্রতি হইতেছে। এইরূপ চেষ্টার ফলে আয়ুর্ব্বেদের যে বিশেষ অঙ্গপুষ্টি হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশস্থ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক "নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন" নামে যে মহাসভা স্থাপিত হইয়াছে, প্রতিবৎসর ভারতবর্ষের কোন একটী নগরে সেই মহাসভার অধিবেশন হইয়া থাকে। সেই অধিবেশনের সহিত যে প্রদর্শনী খোলা হয়, তাহাতে প্রতি বৎসর বহু নূতন গ্রন্থ দেখান হয়। সম্মেলনের স্থায়িসমিতি দ্বারা প্রচারিত বিবরণীতে সেই সকল গ্রন্থের পরিচয় লিখিত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে রক্তমোক্ষণ।

—:*:—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(কবিরাজ শ্রী.................বন্দ্যোপাধ্যায়।)

অসম্পূর্ণ ধাতু বলিয়া বালকদিগের, ক্ষীণ ধাতু বলিয়া স্ত্রীলোকদিগের, বায়ুরোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কায় ও উরঃক্ষত বশতঃ ক্ষীণ ব্যক্তিদিগের, তমোবহুল প্রকৃতি বলিয়া রক্ত দর্শনে মূর্চ্ছা জন্মাইবার আশঙ্কায় ভীরুব্যক্তিদিগের, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইয়া মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কায় পরিশ্রান্ত ব্যক্তিদিগের, বায়ু প্রকুপিত হইবার ভয়ে স্ত্রীসহবাস হেতু কৃশ ব্যক্তিদিগের, অতিরিক্ত মূর্চ্ছা হইবার ভয়ে মদ্যপায়ী ব্যক্তিদিগের, বায়ু প্রকুপিত হইবার ভয়ে পথভ্রমণ হেতু কৃশ ব্যক্তিদিগের, অধিক বায়ু কুপিত হইবার ভয়ে যাহাদের বমনকরান হইয়াছে তাহাদের ও যাহাদের বিরেচন করান হইয়াছে তাহাদের, বায়ু প্রকোপের ভয়ে আস্থাপিত (যাহাদের আস্থাপন দেওয়া হইয়াছে) ও জাগরণশীল ব্যক্তিদিগের, মন্দ অগ্নি অধিক তর মন্দ হইবার ভয়ে অনুবাসিত (যাহাদের স্নেহবস্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে) ব্যক্তিদিগের, প্রধান ধাতুক্ষয় হইয়া প্রাণনষ্ট হইবার ভয়ে অলসপ্রাণ ব্যক্তিদিগের, ক্ষীণধাতু বলিয়া দেহ নাশের ভয়ে ক্ষীণ ও গর্ভিণীদিগের, কাস, শ্বাস ও শোষ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের, ধাতুপুষ্ট হয় না বলিয়া রক্তক্ষয় বশতঃ প্রাণনাশের ভয়ে তাহাদিগের, প্রলাপাদি জন্মিবার ভয়ে জীর্ণ জ্বর রোগীর, অত্যধিক বায়ুপ্রকোপের ভয়ে আক্ষেপক রোগীর, পক্ষাঘাত রোগীর ও উপবাসীদিগের এবং প্রাণনাশের আশঙ্কায় মূর্চ্ছিত ও পিপাসিত ব্যক্তিদিগের শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে। বিদ্ধ করিলে যে সকল উপদ্রবের আশঙ্কায় বিদ্ধ করা উচিত নহে বলা হইয়াছে, সেই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।

শিরা অবেধ্য হইলে, অথবা যে শিরা বিদ্ধ করিবার যোগ্য তাহা দেখা না যাইলে, দেখা গেলেও যদি যন্ত্র দ্বারা বন্ধন করা না যায়, বন্ধন করিলেও যদি শিরা উন্নত না হয়, তাহা হইলেও শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

পূর্ব্বে সে সমস্ত ব্যাধিতে রক্তমোক্ষণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—সেই সমস্ত ব্যাধিতে এবং যে সকল ব্যাধির বিষয় পূর্ব্বে কথিত হয় নাই অর্থাৎ অপক্ক ব্রণ প্রভৃতি ব্যাধিতে স্নেহ স্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

কিন্তু যাহাদের শিরা বিদ্ধ করা নিষিদ্ধ, তাহাদের বিষ জনিত উপসর্গে অর্থাৎ সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে এবং বিদ্রধি প্রভৃতি অন্য উপায়ে অসাধ্য ব্যাধিতে প্রাণনাশের আশঙ্কা ঘটিলে শিরা বিদ্ধ করা যাইতে পারে।

রোগীকে স্নেহ পান দ্বারা স্নিগ্ধ এবং স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া রক্তের উৎক্লেদ জন্মাইবার জন্য তরল খাদ্য বা যবাগূ পান করাইবে। অনন্তর যথাকালে (অর্থাৎ যে ঋতুতে এবং যেরূপ সময়ে শিরা বিদ্ধ করা হিতকর) রোগীকে উপবেশন করাইয়া, যন্ত্র, পাট, চর্ম্ম, গাছের ছাল, লতা দ্বারা যে শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে সেই শিরা মস্তকে অত্যন্ত গাঢ় না হয়—এরূপ ভাবে এবং হস্ত পদে অত্যন্ত শিথিল না হয়—এরূপভাবে বদ্ধ করিয়া উপযুক্ত শস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিবে।

অত্যন্ত শীতের সময়, অত্যন্ত গরমের সময়, প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে ও মেঘাচ্ছন্ন দিনে শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে। রোগ না থাকিলে কদাচ শিরা বিদ্ধ করা উচিত নহে।

যে রোগীর শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকে সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হস্ত প্রমাণ উচ্চ আসনে উপবেশন করাইবে। অনন্তর পদদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া জানুসন্ধিদ্বয়ের উপরে দুই হস্তের দুই কনুই রাখিতে হইবে এবং দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঘাড়ের পিছন দিকে সংলগ্ন করিবে। বন্ধন রজ্জুর অর্থাৎ যে রজ্জু দ্বারা শিরা বন্ধন করা হয়—তাহার দুই মুখ গ্রীবাস্থিত মুষ্টিদ্বয়ের উপর দিয়া পশ্চাৎভাগ হইতে অন্য ব্যক্তি উত্তান বামহস্ত দ্বারা ধরিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বেধ্য শিরা উত্থাপিত করিবে। এই সময় রোগী মুখ বায়ুপূর্ণ করিয়া থাকিবে এবং যাহাতে সম্যক রক্তস্রাব হয় তজ্জন্য পশ্চাৎভাগস্থিত ব্যক্তি রজ্জু ধরিয়া টানিবে ও রোগীর পৃষ্ঠদেশ মর্দ্দন করিবে। মুখ ব্যতীত মস্তকের শিরা বিদ্ধ করিবার প্রণালী এইরূপ।

পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে—যে পায়ের শিরা বিদ্ধ করিতে হইবে—সেই পা সমতল স্থানে স্থিরভাবে রাখিতে হইবে এবং অন্য পা খানি ঈষৎ সঙ্কুচিত ও উচ্চ করিয়া রাখিবে। অনন্তর বেধ্য পা খানির হাটুর নীচে রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা পায়ের গুলফদেশ পীড়ন করিবে এবং বিদ্ধ করিবার স্থান হইতে চারি অঙ্গুলি উপরে বস্ত্র বন্ধনাদি দ্বারা বন্ধন করিয়া পদের শিরা বিদ্ধ করিবে। হস্তের উপরিভাগে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে, চারি অঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এবং সুখকর ভাবে উপবেশন করাইয়া বিদ্ধ করিবার ন্যায় যন্ত্রিত অর্থাৎ বদ্ধ করিয়া হস্তের শিরা বিদ্ধ করিবে।

গৃধ্রসী (Sciatica) রোগে জানু সঙ্কুচিত করিয়া শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্রোণি (পাছা) পৃষ্ঠ ও স্কন্ধ দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে পৃষ্ঠ দেশ উন্নত ও বিস্তৃত করিয়া এবং মস্তক নীচু করিয়া রাখিতে হয়। উদর ও বক্ষঃস্থলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে বক্ষঃস্থল বিস্তারিত, মস্তক উন্নত এবং শরীর প্রসারিত রাখিতে হয়। পার্শ্বদেশের শিরা

বিদ্ধ করিতে হইলে দুই হস্ত দ্বারা শরীর জড়াইয়া ধরিতে হয়। লিঙ্গের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে লিঙ্গ অবনত করিয়া রাখিতে হয়, জিহ্বার অধোভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ উন্নত করিয়া উপরের দন্তপাটিতে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। তালু এবং দন্তমূলের শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে মুখ খুব হাঁ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপে রোগ বিশেষে এবং স্থান বিশেষে যুক্তিপুর্ব্বক যাহাতে বেধ্য শিরা উন্নত হইয়া উঠে—এরূপ ভাবে অবস্থান করাইয়া বা যন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া শিরা বিদ্ধ করিবে।

মাংসল স্থানে শিরা বিদ্ধ করিতে হইলে এক যব প্রমাণ শস্ত্র প্রবিষ্ট করাইবে। অন্যান্য স্থানে অর্দ্ধযব প্রমাণ বা ব্রীহিমুখ শস্ত্র দ্বারা এক ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য পরিমাণ বিদ্ধ করিবে। অস্থির উপর কুঠারিকা নামক শস্ত্র দ্বারা অর্দ্ধ যব পরিমাণ বিদ্ধ করিতে হয়।

বর্ষাকালে মেঘ শূন্য দিবসে, গ্রীষ্মকালে শীতল সময়ে * এবং শীতকালে মধ্যাহ্নে অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত।

সম্যক প্রকারে শস্ত্র প্রয়োগ করা হইলে রক্ত মুহূর্ত্তকাল (৪৮ মিনিট) ধারাকারে স্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া যায়। কুসুম ফুল পীড়ন করিলে প্রথমে যেমন পীতবর্ণ স্রাব হয় সেই রূপ শিরা বিদ্ধ করিলে প্রথমে দুষ্ট রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। মূর্চ্ছিত, ভীত, পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্তস্রাব হয় না। আবার রোগীকে যন্ত্রিত করিলেও যে সকল শিরা উন্নত হয় না, সেই সকল শিরা বিদ্ধ করিলেও রক্ত স্রাব হয় না।

বহুদোষ বিশিষ্ট ক্ষীণ ব্যক্তির এবং মূর্চ্ছা পীড়িত অক্ষীণ ব্যক্তির শিরা বিদ্ধ করিলে যদি রক্ত স্রাব না হয় এবং রক্তমোক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপরাহ্নে পর দিবসে বা তৃতীয় দিবসে পুনর্ব্বার শিরা বিদ্ধ করা উচিত।

ক্ষীণ ব্যক্তির শরীর হইতে সমস্ত দুষিত রক্ত নির্গত করিবে না। কারণ অতিরিক্ত রক্ত মোক্ষণ করাইলে বিপত্তি ঘটিতে পারে। অবশিষ্ট দোষ—দোষ নাশক ঔষধ দ্বারা প্রশমন করা উচিত। বলবান্, বহু দোষ যুক্ত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত (বালক বা বৃদ্ধ নহে) ব্যক্তির শরীর হইতে ১০৮ তোলা রক্তস্রাব করান যাইতে পারে।

পাদ-দাহ, পাদহর্ষ, অববাহুক, বিসর্প, বাতরক্ত, বাত-কণ্টক, বিচর্চ্চিকা ও পাদদারী প্রভৃতি রোগে ক্ষিপ্র মর্ম্মের (অঙ্গুষ্ঠ ও তৎপার্শ্বস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুল প্রমাণ মর্ম্মস্থলে) দুই অঙ্গুলি উপরে ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। শ্লীপদ রোগে ক্ষিপ্র মর্ম্মের চারি অঙ্গুলি উপরে বিদ্ধ উচিত। ক্রোষ্টুকশীর্ষ, খঞ্জ ও পঙ্গু রোগে—গুলফ দেশের চারি অঙ্গুলি উপরে জঙ্ঘা দেশের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপচী রোগে ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্মের (জঙ্ঘার মধ্যে পশ্চাৎ দিকে পায়ের গোড়ালি হইতে তের অঙ্গুলি উপরে ইন্দ্রবস্তি মর্ম্ম) দুই অঙ্গুলি নিম্নে শিরা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। গৃধ্রসী রোগে জানু সন্ধির চারি আঙ্গুল উপরে বা নীচে শিরা বিদ্ধ করিবে। গলগণ্ড রোগে উরু দেশের মূল ভাগের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। এই পর্য্যন্ত এক সকথির (সমস্ত

* 'গ্রীষ্মকালেতু শীতলে" এই পাঠের ডল্লন টীকা 'তৃতীয় প্রহারানন্তরম্' এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তৃতীয় প্রহরের পর শীতল কাল নয়। বিশেষতঃ পুনরায় বিদ্ধ করিতে হইলে অপরাহ্নে বিদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে প্রাতে বিদ্ধ করা উচিত বলিয়া মনে হয়।—লেখক।

পায়ের) শিরা বিদ্ধ করিবার যেরূপ নিয়ম বলা হইল—অপর সকথির এবং বাহুর শিরাও এইরূপ নিয়মে বিদ্ধ করিবে।

বিশেষতঃ প্লীহাবৃদ্ধি রোগে বাম বাহুর কূর্পর সন্ধির কন্থয়ের অভ্যন্তরস্থ শিরা বা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থিত শিরা বিদ্ধ করিবে এবং যকৃৎবৃদ্ধি রোগে ও দক্ষিণ বাহুর ঐরূপ স্থলের শিরা বিদ্ধ করিবে। কাস ও শ্বাস রোগেও এইরূপ নিয়মে বিদ্ধ করা উচিত। বিশ্বচী রোগে গৃধ্রসীর ন্যায় অর্থাৎ কন্থয়ের চারি অঙ্গুলি উপরে বা নিম্নে শিরা বিদ্ধ করিবে। শূলযুক্ত প্রবাহিকা রোগে কটীদেশের দুই অঙ্গুলির মধ্যস্থ স্থানের শিরা বিদ্ধ করা উচিত। পরিকর্ত্তিকা (কর্ত্তনবৎ পীড়া) ও উপদংশ, শূকদোষ ও শুক্রজ রোগে লিঙ্গমধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। মূত্রবৃদ্ধি রোগে কোষের পার্শ্বস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। জলোদরে নাভির অধোভাগে সেবনীর চারি অঙ্গুলি বামদিকে শিরা বিদ্ধ করিবে। অন্তর্ব্বিদ্রধি ও পার্শ্ব শূল রোগ বাম পার্শ্বে হইলে—বাম পার্শ্বের বগল ও স্তনের মধ্যবর্ত্তী স্থলে এবং দক্ষিণ পার্শ্বে হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের ঐরূপ স্থলের শিরা বিদ্ধ করিবে। কেহ কেহ বলেন যে, বাহু শোষ এবং অববাহুক রোগে স্কন্ধের মধ্যবিত্ত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। তৃতীয়ক জ্বরে ত্রিক সন্ধির (গ্রীবা ও মধ্য শরীরের সন্ধি) অংশ নামক মর্ম্মদ্বয় বাদ দিয়া তৎসমীপবর্ত্তী শিরা বিদ্ধ করা উচিত। চাতুর্থক জ্বরে স্কন্ধসন্ধির অধোভাগে বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। অপস্মার রোগে হনু সন্ধির (চোয়ালের সন্ধি) মধ্য গত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। উন্মাদ এবং অপস্মার রোগে বক্ষঃস্থল, ললাট এবং অপাঙ্গ দেশের সন্ধিস্থলে শিরা বিদ্ধ করিবে। জিহ্বা রোগে ও দন্ত রোগে জিহ্বার অধোভাগস্থ এবং তালু রোগে তালুগত শিরা বিদ্ধ করা উচিত। কর্ণ-শূলে ও কর্ণ রোগে কর্ণদ্বয়ের উপরিভাগে চারিদিকে বিদ্ধ করা যাইতে পারে। নাসারোগে এবং ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইলে—নাসাগ্রে শিরা বিদ্ধ করা উচিত। তিমির নামক চক্ষুরোগে, চক্ষুর পাক শিরোরোগে, অধিমন্থ প্রভৃতি রোগে নাসিকার সমীপস্থ ললাট স্থিত এবং অপাঙ্গদেশে ভ্রূপুচ্ছ মধ্যবর্ত্তী শিরা বিদ্ধ করিতে হয়।

শিরা বিদ্ধ করিবার দোষ বিংশতি প্রকার, যথা—দুর্ব্বিদ্ধ, অতিবিদ্ধ, কুঞ্চিত, পিচ্চিত, কুট্টিত, অপ্রস্রুত, অত্যুদীর্ণ, অন্তে অভিহিত, পরিশুষ্ক, কুর্ণিত, ব্যাপিত, অনুত্থিত, বিদ্ধ, শস্ত্রহত, তির্য্যগবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, অব্যাধ্য, বিদ্রুত, ধেণুকা, পুনপুনঃ বিদ্ধ এবং শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্ধি ও মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ। প্রত্যেকের লক্ষণ পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

সূক্ষ্ম অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে যদ্যপি রক্ত সম্যক প্রকারে স্রুত না হয় এবং বেদনা ও শোথ জন্মে তবে তাহাকে দুর্ব্বিদ্ধ বলা যায়। উপযুক্ত প্রমাণের অতিরিক্ত বিদ্ধ করিলে যদি শোণিত দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অথবা অধিক পরিমাণে শোণিত স্রাব হয়, তবে তাহাকে অতিবিদ্ধ বলে। কুঞ্চিত অর্থাৎ বিদ্ধ স্থান কুটিলীভূত হইলেও এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ধারহীন (ভোঁতা) অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলে যদি বিদ্ধস্থান মথিত হইয়া ফুলিয়া উঠে তবে তাহাকে পিচ্চিত বলা যায়। শস্ত্র যদি সম্যক্ প্রমাণ অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে কুট্টিত বলা যায়। শীত, ভয় এবং মূর্চ্ছার জন্য যদি রক্তস্রাব না

হয়, তবে অপ্রক্রত বলা যায়। তীক্ষ্ণ ও বৃহৎ মুখ বিশিষ্ট শস্ত্র দ্বারা অধিক পরিমাণে বিদ্ধ করিলে তাহাকে অত্যুদীর্ণ বলে। অল্প রক্তস্রাব হইলে অস্তে অভিহত বলা যায়। অল্প রক্ত বিশিষ্ট শক্তির বিদ্ধ স্থান বায়ু পূর্ণ হইলে তাহাকে পরিশুষ্ক বলে। উপযুক্ত প্রমাণের চতুর্থাংশ মাত্র বিদ্ধ হইয়া অল্প রক্তস্রাব হইলে তাহাকে কুণিত বলে। কম্প-বান ব্যক্তির অনুপযুক্ত স্থানে বন্ধন হেতু শোণিত স্রাব না হইলে তাহাকে ব্যাপিত বলে। বেধ্য শিরা উত্থিত হইলে যদি বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে রক্তস্রাব হয় না। ইহাকে অনুষ্ঠিত বলে। শিরা ছিন্ন হইয়া যদি অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় এবং গমন ও গ্রহণ্যাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, তবে তাহাকে শস্ত্রহত বলে। তির্য্যকভাবে শস্ত্র প্রয়োগ করায় যদি সম্যকরূপ বিদ্ধ না হয় তবে তাহাকে তির্য্যক্‌বিদ্ধা বলে। হীন শাস্ত্র প্রয়োগ হেতু অধিক ক্ষত হইলে অপবিদ্ধ বলা যায়। শস্ত্র প্রয়োগের অযোগ্য স্থানে বা অযোগ্য ব্যক্তিকে শস্ত্র প্রয়োগ করিলে তাহাকে অব্যাধ্যা বলে। অব্যবস্থিত (তাড়াতাড়ি বা কম্পিত হস্তে) ভাবে বিদ্ধ করিলে তাহাকে বিদ্রুত বলে। উপর্য্যুপরি শস্ত্র প্রয়োগ করিলে মুহুর্মুহু শোণিত স্রাব হইতে থাকে, ইহাকে ধেনুকা বলা যায়। সূক্ষ্ম শস্ত্র দ্বারা এক স্থানে বহুবার বিদ্ধ করা হইলে পুনঃ পুনঃ বিদ্ধ বলে। স্নায়ু, অস্থি, শিরা, সন্ধি ও মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইলে অত্যন্ত বেদনা, শোষ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এইজন্য অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শিরা বিদ্ধ করিতে হয়। কেননা অজ্ঞানতা বশতঃ শিরা বেধের দোষ ঘটিলে নানাপ্রকার বিপত্তি ঘটিতে পারে।

শিরা বিদ্ধ করিলে যত শীঘ্র ব্যাধি প্রশমিত হয়, স্নেহ প্রয়োগাদি এবং লেপনাদি ক্রিয়া দ্বারা তত শীঘ্র প্রশমিত হয় না। কায় চিকিৎসা মধ্যে যে বস্তি ক্রিয়াকে অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলা হইয়াছে, শল্য তন্ত্রে সেইরূপ শিরাবেধকে অর্দ্ধেক চিকিৎসা বলা হইয়াছে।

স্নিগ্ধ, স্বিন্ন, বান্ত, বিরিক্ত, আস্থাপিত, অনুবাসিত ও শিরা বিদ্ধ ব্যক্তিগণ-শরীর সবল না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রোধ, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত কথা বলা, ব্যায়াম, যানে ভ্রমণ, অধিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকা, ভ্রমণ, শীত,বায়ু ও রৌদ্র সেবন, বিরুদ্ধ, অসাত্ম্য ও অজীর্ণকর দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। কেহ কেহ কেহ বলেন। এক মাস কাল এইরূপ নিয়ম পালন করা উচিত।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

প্রাতরুত্থান।

—:০:—

(ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার এইচ এল, এস, এস)।

স্বাস্থ্য কামী ব্যক্তি অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিবে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তই গাত্রোত্থানের উপযুক্ত কাল। সূর্য্যোদয়ের দেড় ঘণ্টা বা অর্দ্ধ প্রহর কালের মধ্যে দুইটি মুহূর্ত্ত আছে, তাহার প্রথম মুহূর্ত্তের নাম ব্রাহ্ম, দ্বিতীয় মুহূর্ত্তের নাম রৌদ্র। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভোর ৪ ঘটীকায়, বর্ষাকালে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ৪ ঘটীকা ৪৫ মিনিটে বা ৪। সোয়া চারিটায়, ভাদ্র আশ্বিন মাসে ৪॥ টায়, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষে পাঁচটায়, পৌষ মাঘ মাসে ৫ ঘটিকায় এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ৫। সোয়া পাঁচ ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করা সকল সুস্থ ব্যক্তিরই নিতান্ত প্রয়োজন। তবে অসুস্থ ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের এই সুন্দর সময় শাস্ত্রে "মধুময় সময়" বলে। এ সময় মধুর বায়ু প্রবাহিত হয়, সাগর ও নদীগণ মধু ক্ষরণ করে, বৃক্ষলতাগণ মধুর ভাব ধারণ করে, এমন কি পার্থিব ধুলিকণা পর্য্যন্ত মধুবৎ হইয়া থাকে। এ স্থলে মধু শব্দের অর্থ কল্যাণকর বা স্বাস্থ্যপ্রদ। ফলতঃ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান যে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে বহু উপদেশ উক্ত আছে। শাস্ত্রকারগণ সে কালের বর্ণন অতি সুন্দরভাবে করিয়াছেন।—

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও প্রাতরুত্থানের উপকারিতা বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াই প্রাতঃকালীন ভ্রমণ বা (morning walk) ব্যবস্থা করেন। এসম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ একটি পদ্য ও ইংরাজী ভাষায় রচনা করিয়াছেন যে,—

"The early bed and early rise
Makes the man healthy wealthy
and wise."

অর্থাৎ

সকালে শয়ন আর প্রত্যুষে উত্থান—
বৃদ্ধি করে মানবের স্বাস্থ্য, ধন, জ্ঞান।

কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুশাস্ত্র প্রাতঃকালীন ভ্রমণের পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগ্রত হইবামাত্রেই সর্ব্বপ্রথমে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের এবং দেবতা ও সাধুগণের নাম স্মরণ এবং শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গত রাত্রের কৃতাপরাধ সমূহের মার্জ্জনা এবং অদ্যকার শুভদিন প্রার্থনা করিয়া লইয়া শয্যাত্যাগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সেরূপ আচরণ করিলে মঙ্গলময় পরম পিতার করুণায় সমস্ত দিন মঙ্গল ভাবে নিরাপদে কাটিয়া যায়। পাশ্চাত্য শাস্ত্রে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তি উপেক্ষা করা উচিত নহে। হিন্দুর যাবতীয় কার্য্যেই ভগবানের নাম স্মরণ করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর শয্যাত্যাগকালে "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি,র্জানাম্য ধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥" গীতোক্ত এই সার শোকটি পাঠ করতঃ "প্রিয় দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া

প্রথমতঃ দক্ষিণপদ ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া গাত্রোত্থান করিবে।

বিষ্ঠামূত্রোৎসর্গ।

উত্থিত হইয়া চক্ষু ও মুখে জল দিয়া মুখ প্রক্ষালনান্তে বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন পূর্ব্বক মল মূত্র বিহীন শুচি স্থানে অবস্থিতির স্থান হইতে নৈঋত কোনে বান বিক্ষেপ যোগ্য স্থানের বাহিরে অর্থাৎ সার্দ্ধ শত হস্তের বাহ্য-দেশে যত্নে ষ্ঠীবন ও উচ্ছ্বাস বর্জ্জিত মৌনী এবং সমাহিত চিত্তে উভয় পাটির দস্তে দস্তে দৃঢ় লগ্নভাবে আবদ্ধ করতঃ মলমূত্র ত্যাগ করিবে। সেস্থানে অধিককাল অবস্থান করিবে না এবং বাক্যোচ্চারণ করিবে না। দিবাভাগে উত্তর মুখও রাত্রিতে দক্ষিণ মুখ হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। রুগ্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহই সন্ধ্যাকালে মলাদি ত্যাগ করিবে না।

উক্তরূপ ব্যবস্থায় আধুনিক পায়খানায় মল মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইতেছে। কারণ তাহাতে উক্ত কোন নিয়মই স্থির রাখিবার উপায় নাই। প্রাতঃকালে পুষ্পাদির মনোরম সুগন্ধের পরিবর্ত্তে পায়খানার দুর্গন্ধ গ্রহণ যে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এমনি কালমাহাত্ম্য যে, আজ কাল বিশেষতঃ সহরবাসিগণের পক্ষে সেই বিষময় অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ প্রত্যহ—এমনকি দৈনিক দুই তিন বারও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে কিরূপে, এই নিমিত্তই সহরাপেক্ষা পল্লীবাসী এঁ পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

বিষ্ঠামূত্র ত্যাগকালে দ্বিজাতি গৃহী যজ্ঞোপবীতকে পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ বৰ্দ্ধিত হারবৎ কণ্ঠলম্বিত, অথবা মস্তক অবগুণ্ঠন পূর্ব্বক দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিবেন। তবে যদি প্রাণ বিনাশের আশঙ্কা থাকে কিম্বা কোন কারণে ভীতির সঞ্চার হয়, তবে দ্বিজ সকল ছায়াতে কি অন্ধকারে দিবাতে কি রাত্রিতে নিজের সুবিধামত যে কোন মুখে উপবিষ্ট হইয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। সূর্য্য, জল, গো ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে সম্মুখবর্ত্তী করিয়া এবং পথে, ভস্মে, গোষ্ঠে, হালকর্ষিত ভূমিতে, জলে, শ্মশানে, ইষ্টকস্তূপে, পর্ব্বতে, জীর্ণ দেবায়তনে বল্মীক প্রাণী বিশিষ্ট গর্ত্তে, গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মানাবস্থায়, নদীতীরে, পর্ব্বত মস্তকে এবং বায়ু অগ্নি ও ব্রাহ্মণ এবং জল, সূর্য্য ইহা দিগকে দর্শন করিতে করিতে কদাচ বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করিবে না। এতাদৃশ অহিতাচার করিলে সে ব্যক্তি চির রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। আহার বিহার এবং মূত্র পুরীষোৎসর্গ সর্ব্বদা অতি গোপনীয় স্থানে করিতে হইবে। এরূপ সদাচরণ করিলে মানব শ্রীযুক্ত হয় নচেৎ শ্রীহীনতা অবশ্যম্ভাবী। পাদুকা পায়ে দিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে না। (এখন অনেকেই এরূপ করেন) জলপাত্র হস্তে করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিলে পাত্রস্থিত জল মূত্র তুল্য হয়। অতএব উহা দূরে নিক্ষেপ করিবে।

শৌচ।

স্বাস্থ্যকামী ও ধর্ম্মবিদ ব্যক্তি অধঃ শৌচে দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করিবে না। পক্ষান্তরে বাম হস্ত দ্বারা নাভির উর্দ্ধ স্থান শোধন করিবে না। সুস্থাবস্থায় উক্তরূপ আচরণ এবং প্রত্যেকবার মল বা মূত্র ত্যাগান্তে পদ ধৌত করিবে। পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তি ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারিবেন।

মল ত্যাগান্তে সুন্দর পবিত্র স্থানে বাগ্ যত হইয়া উদ্ধৃত জল এবং মৃত্তিকা সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রথমে মৃত্তিকা বাম হস্তে লেপন করতঃ মর্দ্দন করিবে, পরে যাবৎ মৃত্তিকা সম্পূর্ণ ধৌত না হয়—সে পর্য্যন্ত বারম্বার জল প্রয়োগ করিবে। এইরূপে হস্ত হইতে মলগন্ধ বিদূরিত হইলেই শৌচ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

বল্মীক, মূষিকোৎখাত, জলমধ্যস্থিত শৌচাবশিষ্ট, গৃহ হইতে, লেপ সম্ভব, সকর্দ্দম এই সকল মৃত্তিকা শৌচ কার্য্যে কদাচ ব্যবহার করিবে না।

বিষ্ণু পুরাণ, দক্ষ সংহিতা ও যম সংহিতা প্রভৃতিতে মৃত্তিকা প্রদানের নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে; ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যে পর্য্যন্ত অঙ্গ সকল মল-গন্ধ-শূন্য না হয় সে পর্য্যন্ত বারম্বার মৃত্তিকা সংযোগ এবং জলদ্বারা ধৌত করিবে। বর্ত্তমানকালে এপ্রকার শৌচাচার বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। একার্য্য কিছুমাত্র কঠিন নহে, কিন্তু বহুকালের অভ্যাস বশতঃ প্রথমাভ্যাসে দিনকতক আলস্য আসিতে পারে। কিন্তু তাহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আলস্য বা উদাসীন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত রূপ অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্য সুখ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মূত্র শৌচ।

একার্য্যটি আধুনিক সভ্যতায় এক কালেই বিলুপ্ত হইয়াছে। একালের শিক্ষিত সম্প্রদায় এসকল উপদেশের বিন্দুমাত্রও প্রাপ্ত হন না বা আদর্শ কোন শুচি ব্যক্তিকেও দেখিতে পান না। সুতরাং এ বিষয়ের প্রচলন আর লক্ষিত হয় না। ফলে মূত্র ত্যাগের পর জল না লওয়ায় একালে নানাপ্রকার মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় আধিক্য ঘটিয়াছে।

পাশ্চাত্য জাতির পরিচ্ছদানুরোধে দণ্ডায়মানাবস্থায় যথায় তথায় মূত্র ত্যাগের আদর্শে কতিপয় হিন্দু সন্তানকেও উক্ত অনাচার অনুকরণে বাধ্য করিয়াছে। বহুদিন এতাদৃশ কদাচার করিবার পর যখন পাশ্চাত্য সভ্য জাতির মধ্যে অধিক লোকের মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা উক্ত প্রকারে মূত্র ত্যাগকেই তাহার কারণ মনে করিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু অনুকরণ প্রিয় হিন্দুসন্তান মধ্যে অদ্যাপি অসদাচরণ পরিত্যক্ত হয় নাই। ফলতঃ উক্তপ্রকারে মল ত্যাগ কেবল মূত্রকৃচ্ছ্র কেন, বহু কঠিন রোগেরও কারণ হইতে পারে। সকল প্রকার শৌচাচার অতি যত্নের সহিত অভ্যাস করা নিতান্ত আবশ্যক, যাহারা শৌচাচারে উদাসীন তাহাদের শরীর চিররুগ্ন হইয়া যাবতীয় সদনুষ্ঠান নিস্ফল হইয়া থাকে। সদাচার পালনের ফলেই হিন্দু জাতি যে একদিন অতুল স্বাস্থ্যের অধীশ্বর হইয়াছিল ইহা অবিসংবাদিত।

শিশু-পালন।

—:*:—

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।)

আমাদের আহার্য্য দ্রব্য পূর্ব্বকথিত প্রণালী অনুসারে জীর্ণ হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এইরূপে আমরা যতবার খাদ্য গ্রহণ করি, ততবারই রক্ত পরিপুষ্ট হয়। আমরা যদি পুষ্টিকর বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের রক্তও বিশুদ্ধ ও পুষ্ট হয় এবং দেহও বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইতে থাকে।

রক্ত কি? রক্ত একপ্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থ। ইহাতে অসংখ্য অনু-কোষ (corpuscles) ভাসিয়া বেড়ায়। অনু-কোষ দুই প্রকারের—এক রকম লাল, এক রকম সাদা। রক্ত সাধারণতঃ দেখিতে লাল বর্ণের। রক্তে যে লাল অনু-কোষ ভাসিয়া বেড়ায়, তাহারই জন্য রক্তের রঙ লাল। এই অনু-কোষ হইতে পৃথক করিলে রক্ত দেখিতে ঠিক ডিমের সাদা তরলাংশের ন্যায় দেখায়। রক্তে লাল অনুকোষের সংখ্যাই অধিক, সাদা অনু-কোষ তদপেক্ষা অনেক কম আছে। রক্তের এই অনুকোষগুলি শুধু চক্ষে দেখা যায় না। আমরা তাই শুধু লাল বর্ণের একটি তরল পদার্থ দেখি। এক ফোঁটা রক্ত যদি অনুবীক্ষণের নীচে রাখা যায়, তাহা হইলে রক্তের এই লাল ও সাদা অনুকোষগুলি দেখা যায়। লাল অনুকোষগুলি এত ছোট যে, ৩৫০০ লাল অনুকোষ যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে এক ইঞ্চি পরিমাণ ভূমি আবৃত করে, আর যদি ১০ হাজার অনুকোষ উপরি উপরি করিয়া থাক্ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উচ্চতায় এক ইঞ্চি হইবে। সাদা অনুকোষগুলি ইহার অপেক্ষা কিছু বড়। ইহাদের আকার মটরের ন্যায় এবং অন্য অসমান আকারেরও আছে।

রক্তের এই তিনটি অংশের কার্য্য এই :—

(১) ডিমের ন্যায় তরলাংশ দেহের কোষগুলির পুষ্টিসাধন করে এবং খাদ্যের জীর্ণ করা শর্করা ও মেদময় অংশ মস্তিকে ও মাংসপেশীতে বহন করিয়া লইয়া যায়।

(২) লাল অনুকোষগুলি ফুস্‌ফুস হইতে বিশুদ্ধ বাতাস লইয়া Tissueতে এবং Tissue হইতে দূষিত বাতাস ফুসফুসে লইয়া যায়। ইহারা বাতাস বহনের কার্য্য করে।

(৩) সাদা অনুকোষগুলি সমস্ত আঘাত জুড়িয়া দেয়। যত ঘা—কাটা ঘা, ভগ্ন হাড় এই সাদা অনুকোষই জুড়িয়া দেয়। ইহারা রোগের বীজাণু নষ্ট করে।

আমাদের দেহে অসংখ্য রক্তবহা নালী আছে। এই অসংখ্য রক্তবহা নালীর মধ্যে একটি প্রধান নালী আছে। এই নালীটি হৃৎপিণ্ডের বামদিকে অবস্থিতি করিতেছে। ইহা হইতেই সহস্র সহস্র এবং লক্ষ লক্ষ রক্ত-

বহা নালী বাহির হইয়া সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে। এই অসংখ্য রক্তবহা নালী দিয়াই আমাদের দেহের রক্ত চলাচল করিতেছে। এই নালীগুলির গাত্র এত পাত্‌লা যে, আমাদের মস্তিষ্ক মাংসপেশী ও গ্রন্থি glands গুলির মধ্য দিয়া রক্ত চলিবার কালে তাহারা রক্ত হইতে তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য টানিয়া লয়। রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়া রক্ত নিয়তই চলিতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও থামে না। হৃৎপিণ্ডই রক্তকে রক্তবহা নালী দিয়া ক্রমাগত চালিত করিতেছে। প্রত্যেক স্পন্দনে রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তবহা নালী দিয়া কিছুদূরে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড ৬০।৭০ বার স্পন্দিত হয় বলিয়া রক্তের প্রবাহ অবিরাম চলিতে থাকে।

রক্ত একটি গোলাকার আবর্ত্তের ন্যায় আমাদের দেহে অনবরত ঘুরিতেছে। হৃৎপিণ্ড একটি নালী দ্বারা রক্তকে বাহির করিয়া দেয় এবং অন্য একটি নালী দ্বারা রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আগমন করে। এইরূপে রক্ত ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

আমাদের দেহের সমুদয় অংশে পুষ্টিকর খাদ্য এবং বাতাস যোগাইবার জন্যই রক্ত এইরূপ গোলাকার ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

পুষ্টিকর খাদ্য এবং বিশুদ্ধ বাতাসে পূর্ণ হইয়া রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সমগ্র দেহের প্রত্যেক অংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবিশুদ্ধ অবস্থায় পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। আসিবার পথে খাদ্যের সারাংশ বহন করিয়া আনে। এই অবিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় সমগ্র দেহে চালিত হইবার পূর্ব্বে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বিশুদ্ধ বাতাস এবং পরিপাক যন্ত্র হইতে পুষ্টিকর খাদ্যে পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কিরূপে এই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া চলিতেছে তাহা চিত্র দেখিলে সহজেই বুঝা যায়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বুঝাইবার জন্য চিত্র দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু "আয়ুর্ব্বেদ" পত্রের পরিচালকবর্গের অসুবিধার জন্য উপস্থিত তাহা হইয়া উঠিলনা, ভবিষ্যতে এই প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তাহা প্রদর্শিত হইবে।

হৃৎপিণ্ড ফুসফুসদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। হৃৎপিণ্ডের চারিটি ঘর আছে। উপরে দুইটি এবং নীচে দুইটি। উপরে বামদিকে একটি ইহাকে বাম auricle এবং নীচে বাম দিকে একটি ইহাকে বাম Ventricle বলে এবং উপরে ডানদিকে একটি ইহাকে right auricle এবং তাহারি নীচে ডান দিকে একটি ইহাকে right ventricle বলে। উপরে বামদিগের ঘর হইতে উপরের ডানদিকে ঘরে যাইবার দ্বার নাই, কিন্তু উপরের বামদিকের ঘর হইতে নীচের বামদিগের ঘরে যাইবার একটি দ্বার আছে। তেমনি উপরের ডানদিকের ঘর হইতে নীচের ডানদিকের ঘরে যাইবার একটি দ্বার আছে। ডানদিকের দুইটি ঘরে অবিশুদ্ধ রক্ত এবং বামদিকের ঘর দুইটিতে বিশুদ্ধ রক্ত থাকে। হৃৎপিণ্ডের বামদিক, বিশুদ্ধ রক্ত দেহের প্রধান রক্তবহা নালীতে চালিত করিয়া দেয়, এই নালী দেহের সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ রক্ত লইয়া যায়। দেখ, এই নালী দিয়া রক্ত প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নালী দিয়া চালিত হইয়া দেহের প্রত্যেক tissueতে রক্ত যোগান দেয়। তা'রপর পুনরায়

প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া চলিয়া আসিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণে প্রবেশ করে। আসিবার কালে পথে ইহা একটি শিরার সহিত মিলিত হয়। এই শিরা পরিপাক ক্রিয়া শেষ হইবার পর খাদ্যের সারাংশ লিভারের মধ্যে দিয়া বহন করিয়া আনিয়া এই প্রধান রক্তবহা নালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিক হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। তথায় বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় প্রধান রক্তবহা নালী দিয়া ফুসফুস হইতে হৃৎপিণ্ডের বামদিকে প্রবেশ করে। এইরূপে ফুসফুস এবং সমগ্র দেহে রক্ত নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে। আমাদের দেহের রক্ত এইরূপে প্রতি মিনিটে দুইবার করিয়া দেহের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসিতেছে।

ধমনী (arteries)।—হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুসে এবং দেহের সর্ব্বত্র রক্ত বহন করিয়া লইয়া যাওয়াই ধমনীর কার্য্য। আমাদের দেহের সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য ধমনী ছাইয়া রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে ধমনী সকলও কম্পিত হয়। আমাদের হাতের কব্জিতে যাহাকে নাড়ী বলি, তাহাও একটি ছোট ধমনী। ইহা আমাদের হাতে রক্ত যোগাইতেছে।

বিশুদ্ধ লাল রক্ত—ধমনী দিয়া প্রবাহিত হয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড হইতে যে ধমনী ফুসফুসে গিয়াছে—তাহা অপরিষ্কৃত কাল্‌চে রঙের রক্ত ফুসফুসে পরিষ্কৃত হইবার জন্য লইয়া যায়।

শিরা (veins)। ধমনীর পাশাপাশি শিরাগুলি রহিয়াছে। হৃৎপিণ্ড হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বাহির হইয়া সমগ্র দেহে কার্য্য করিতে দেহের ময়লার সহিত যুক্ত হইয়া অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে। শিরাগুলি এই অপরিষ্কৃত রক্ত বহন করিয়া হৃৎপিণ্ডে লইয়া আসে। হৃৎপিণ্ড হইতে এই অপরিষ্কৃত রক্ত একটি ধমনী দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই ধমনীর নাম Pulmonary artery। সেখানে শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা এই দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল হইয়া আর একটি শিরা দিয়া বাম দিগের হৃৎপিণ্ডে যায় এবং সেখান হইতে সমস্ত দেহে সঞ্চালিত হয়। আমরা শ্বাস গ্রহণের সময় যে বায়ু নাক দিয়া টানিয়া লই, তাহাতে যে অম্লজান বাষ্প (oxygen) থাকে তাহাই ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যে দূষিত ও অবিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে Pulmonary artery দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে তাহাকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করে। এই জন্য আমাদের দেহ রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল বায়ুর প্রয়োজন।

উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের খাদ্য রক্তে পরিণত হইয়া দেহের সর্ব্বাঙ্গে নিরন্তর পরিচালিত হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। শিশুর দেহও এইরূপে পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছে।

শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া।

আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য চারিটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। (১) নাক, (২) শ্বাস-নালী, (৩) ফুসফুস, (৪) বক্ষ।

শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য নাকই আমাদের প্রধান, স্বাভাবিক উপায়। আমরা প্রধানতঃ নাক দিয়াই শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি। মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস ফেলা অস্বাভাবিক। নিশ্বাস নাক দিয়া যাইতে যাইতে গরম হইয়া উঠে এবং এই গরম অবস্থাতেই ফুসফুসে প্রবেশ করে। সুতরাং বাহিরের বায়ুর শৈত্য ফুস

ফুসে লাগিতে পারে না। আমাদের নাকের ভিতরে লোম আছে। বাহিরের বায়ুতে যে ধূলা এবং ময়লা থাকে, তাহা এই লোমে আট্‌কাইয়া যায়, সুতরাং নিশ্বাস দ্বারা ফুস-ফুসের মধ্যে যে বায়ু যায়—তাহা ধূলিশূন্য নির্ম্মল করিবার ব্যবস্থা ভগবান করিয়া রাখিয়াছেন। নাক দিয়া যে বায়ু আমরা টানিয়া লই—তাহা গরম এবং নির্ম্মল হইয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। মুখ দিয়া নিশ্বাস লইলে ঠাণ্ডা, ধূলিপূর্ণ বায়ু আমাদের ফুস ফুসে প্রবেশ করে এবং নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা হয়।

নিশ্বাস দ্বারা আমরা যে বায়ু টানিয়া লই, তাহাতে যে অম্লজান বাষ্প থাকে তাহাই হৃৎপিণ্ড হইতে যে দূষিত রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে তাহাকে পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করে। বিশুদ্ধ বায়ুতে শতকরা ২১ ভাগ অম্লজান এবং ৭-৯ যবক্ষরজান আছে। এতদ্ব্যতীত কিছু অঙ্গার দ্রাবক (carbonic acid) জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য পদার্থ বায়ুতে বিদ্যমান আছে এইরূপে অম্লজান নিশ্বাসের সহিত ফুস ফুসে প্রবেশ করিয়া দূষিত রক্ত নির্ম্মল করে। যে বায়ু আমরা প্রশ্বাস দ্বারা ফেলিয়া দিই, তাহাতে ৪ কি ৫ ভাগ অম্লজান কম থাকে এবং অঙ্গার দ্রাবকের ভাগ বাড়ে। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যে বায়ু আমরা শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে টানিয়া লই, তাহা প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু ফেলিয়া দিই তাহার অপেক্ষা বিশুদ্ধ। কারণ এই প্রশ্বাসের বায়ুতে অম্লজানের ভাগ কম থাকে। শ্বাস নলী। ফুস ফুসে বায়ু যাইবার প্রধান পথই শ্বাস নলী। ইহা গলনালীর সম্মুখ ভাগে প্রায় ইহার পাশা পাশি হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। শ্বাস নলীর ভিতরেও এক রকম শুঁয়া আছে, তাহা বায়ুর ময়লা ধরিয়া শ্লেষ্মার সহিত মুখ দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

ফুস ফুস।—হৃৎপিণ্ডের দুই পাশে দুইটি ফুস ফুস অবস্থিতি থাকিয়া বক্ষোগহ্বর জুড়িয়া আছে। হৃৎপিণ্ডের ডানদিকে একটি এবং বামদিকে একটি ফুসফুস রহিয়াছে। বাতাস শ্বাসনলী এবং বায়ু নলী (bronchial tubes) দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুস ফুসের মধ্যেই বায়ু—রক্তের সম্পর্কে আসে। শ্বাসনলী বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি ডান ফুসফুসে এবং অপরটী বাম ফুসফুসে গিয়াছে। এই দুইটি শাখার নাম বায়ু নলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউব। প্রত্যেক বায়ুনলী ফুসফুসের ভিতর গিয়া অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আবার বায়ু নলী গুলি ফুসফুস কোষে (lung sac) গিয়া ঠেকিয়াছে। ফুসফুস কোষে অসংখ্য বায়ুকোষ (air-cells) আছে। এক একটি ফুস ফুস কোষে প্রায় ১৭০০ বায়ুকোষ আছে। বায়ুনলী বা ব্রঙ্কিয়াল টিউবেই ব্রঙ্কাইটিস অসুখ হয়। এই পীড়া খুব বেশী হয় এবং ইহাতে মৃত্যুর সংখ্যাও অধিক হয়।

আমাদের নিশ্বাসের সহিত ফুসফুসে বাতাস প্রবেশ করিলেই সেখানে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

(১) বাতাসের অম্লজান বাষ্প (oxygen) রক্তের মধ্যে যায়।

(২) অঙ্গারাম্লজান বাষ্প (অবিশুদ্ধ বাষ্প) উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্প রক্ত হইতে বাহির হইয়া যায়।

সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের নিশ্বাস গ্রহণের সহিত বিশুদ্ধ অম্ল-

জান বাষ্প রক্তের মধ্যে যায় এবং প্রশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে অবিশুদ্ধ বাষ্প, উষ্ণতা এবং জলীয় বাষ্প রক্ত হইতে বাহির হইয়া যায়। এইরূপে আমাদের দেহের রক্ত নিরন্তর বিশুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। এই ক্রিয়ার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিলেই মৃত্যু সম্ভাবনা।

বক্ষ।—বক্ষ একটি বায়ু চলাচল শূন্য বাক্স বিশেষ। ইহার আকার একটি কোণের ন্যায়। ইহার দুই পার্শ্বে পাঁজরার হাড় অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাহার উপরে চামড়া ও মাংসপেশী সমূহ আছে। বক্ষের নিম্নদেশে বক্ষ এবং পেটের মধ্যস্থলে একটি চওড়া মাংসপেশী আছে, তাহাকে মিড্রিফ* বলে। বক্ষোগহ্বরে ফুস্‌ফুস এবং হৃৎপিণ্ড পূর্ণ করিয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

যকৃতের যৎকিঞ্চিৎ।

("হিন্দুস্থান" হইতে উদ্ধৃত)

কত লোকই যে যকৃতের নানারকম রোগে ভুগিয়া কষ্ট পাইতেছে, তাহার আর সংখ্যা হয় না। নর দেহের যকৃৎ নামে এই যে একটি প্রধান গ্রন্থি-সমষ্টি, ইহার কল-কব্জা এত সহজে কেন বিকল হইয়া বিগড়াইয়া যায়? লিভার বা যকৃতের কর্ত্তব্য কার্য্য কি, আগে যদি আমরা সেটা জানিতে পারি, তাহা হইলেই এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া অনেকটা সহজ হইবে।

যকৃতের প্রধান কার্য্য হইতেছে, দেহের শৃঙ্খলা রক্ষা করা। পুষ্টিকর খাদ্য এবং পানীয়ের সঙ্গে যে সকল অনিষ্টকর উপাদান বর্ত্তমান থাকে, যকৃৎ সেগুলিকে রক্তের সহিত মিশিতে বা ভিতরে যাইতে দেয় না।

আমরা যাহা-কিছু আহার বা পান করি, পাকস্থলী ও হজম-নলীর ভিতরে গিয়া আগে তাহা জীর্ণ হইয়া যায়। তাহার পর সেই জীর্ণাবশিষ্ট খাবারের শাঁসগুলি লিভারকে পার হইয়া, ভিতরে ঢুকিবার চেষ্টা করে। যকৃৎ কিন্তু সেই প্রবেশ-পথের মুখে চালাক দরোয়ানের মত বসিয়া, কড়া পাহারায় নিযুক্ত থাকে। শিষ্টদের পথ ছাড়িয়া দিয়া, সে তখন দুষ্ট উপাদানগুলিকে দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

কিন্তু যকৃৎ যখন খারাপ হইয়া যায়, তখন কি হয় বলুন দেখি? তখন উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট, ইষ্টকর এবং বিষাক্ত সকল রকমেরই খাদ্য-পানীয় ঘুমন্ত বা আধ-ঘুমন্ত যকৃৎ-দারোয়ানকে এড়াইয়া, দেহের মধ্যে ডাকাতের মত প্রবেশ করে এবং রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যায়। মানুষের দেহঘরে তখন যে-কোন ভয়ানক ব্যাপার ঘটিতে পারে।

উপরের কথাগুলি পড়িয়া আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, লিভারের প্রধান কর্ত্তব্য হই-

* মিড্রিফ দ্বারা আমরা প্রধানতঃ শ্বাস গ্রহণ করি।—লেখিকা।

তেছে, ভুক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলিকে পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিয়া দেহ ও রক্তের মধ্যে যাইতে দেওয়া। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ খাদ্যগুলি দেহের ভিতরে গিয়া, এক জটিল রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের মুখে পড়িয়া, পুরাতন রক্তের অভাব মোচন করে এবং নূতন রক্তের যোগান দেয়। এই যে রক্ত,—ইহারই অন্য নাম, মানুষের জীবনী শক্তি। কেননা, ইহার অভাবে আমরা কেহই বাঁচিতে পারি না।

কাল যে মাংস ছাগলের দেহে ছিল, আজ সেই মাংসই যকৃতের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, মানুষের দেহে মিশিয়া মানুষেরই দেহের নিজস্ব পদার্থে পরিণত হইল !

কিন্তু লিভার যখন পরীক্ষা করে না, তখন কোন-কিছুই নর-দেহের উপকারী উপাদানে পরিণত হইতে পারে না। পরন্তু, সেক্ষেত্রে মানুষের জীবন একান্ত ভারবহ হইয়া ওঠে। দেহের সমস্ত যন্ত্র তখন খাপছাড়া হইয়া পড়ে এবং যত-কিছু অসার পদার্থ ভিতরে ঢুকিয়া শরীর ও মনকে বিষ জর্জ্জর করিয়া তোলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, পিত্তরসের কথা ধরা যায়। এই পিত্তরস যখন সোজা উদরগর্ভে গিয়া পড়ে, তখন তাহার সাহায্যে শরীর যথেষ্ট উপকৃত হয়। কিন্তু যকৃত যখন অকেজো, তথাকথিত পিত্তরস তখন বিপথগামী হইয়া পাকাশয়ের ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে থেকে তাহা আবার—খুব সম্ভব—ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। ফলে বিষের তেজে আপনার ভয়ানক মাথা ধরিবে, মন ঝিমাইয়া ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে, মুখের আস্বাদ তিক্ত হইয়া উঠিবে, ক্ষুধা নষ্ট হইয়া যাইবে, জিভের উপরে একটা প্রলেপ পড়িবে এবং হয় কোষ্ঠবদ্ধ, নয় উদরাময় হইবে।

অতঃপর যকৃৎ অকেজো হইয়া পড়িবার কারণ কি, তাহা বলা আবশ্যক। ইহার প্রধান কারণ, যকৃৎকে অতিরিক্ত পরিশ্রমে বাধ্য করা। পেটে ঠাসিয়া মাংস বা মদ খাওয়ার অভ্যাস করিলে বা বেশী মিষ্ট ও মশলাদার দুষ্পাচ্য খাদ্য নিয়মিত রূপে ভক্ষণ করিলে, যকৃৎ অত্যধিক পরিশ্রম করে এবং পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

লিভার খারাপ হইবার দ্বিতীয় কারণ, উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়ামের অভাব। আপনি যত বেশী পেট ভরিয়া খাইবেন, তত কম নড়া চড়া করিতে পারিবেন। আবার, কেহ কেহ যেমন পেটুক হইয়া সে অভ্যাস আর ছাড়িতে পারে না, তেমনি অনেকে আবার এমন বিষম আলস্যে অভ্যস্ত হয় যে, দেহকে ক্রমেই তাহারা একটা অসার জড়পদার্থে পরিণত করিয়া ফেলে।

সাদাসিধে, সুস্বাদু ও পোষ্টাই জিনিষ খাইবেন,—কিন্তু পেট ঠাসিয়া নয়। প্রত্যহ দুইবেলা নিয়মিত ভোজনের পর, মাঝে মাঝে যখন তখন টুকিটাকি খাবার খাওয়ার বদ অভ্যাস ছাড়িয়া দিবেন। তাহা হইলে আর যকৃৎ খারাপ হইবার ভয় থাকিবে না।

উপরন্তু, প্রত্যহ অন্ততঃ পনেরো মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা (যাঁহার যতক্ষণ সহ্য হয়) কাল পর্য্যন্ত নিয়মিত ব্যায়াম করিবেন। প্রাত্যহিক প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে আমরা যদি ব্যায়ামকেও ধরিয়া লই, তাহা হইলে শুধু যকৃতের পীড়া কেন, অধিকাংশ দুর্ব্বলতা এবং অসুস্থতাই মানব সমাজ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। জীবন্মৃত ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পৃথিবীর কোন আনন্দই সম্ভোগ করা যায় না। এই আনন্দের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিতে ক্ষতি কি ?

সুস্থদেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কিনা ?

বিবিধ মাদক দ্রব্য জগতের শৈশবকাল হইতে সমাজে প্রচলিত আছে। বন্য বর্ব্বর জাতি হইতে সুসভ্য উন্নতজাতি পর্য্যন্ত মাদক দ্রব্যের প্রভাব হইতে কেহই অব্যাহতি পায় নাই। ধনীর টেবিলে মাদক দ্রব্য "শাম্পেন" "হুইস্কি" রূপে এবং বন্য দরিদ্রের কুটীরে মৃৎপাত্রে "হাঁড়িয়া" "মহুয়া"রূপে বিরাজিত। মাদক দ্রব্য ধনীর গৃহে বহুমূল্য সিগারেট সিগার বা অম্বুরি তামাকরূপে, কৃষকের কুটীরে গুড়ুকরূপে, সহিস, কোচমান ও দরিদ্র ভদ্র লোকের মুখে সস্তার সিগারেট বা বিড়ি রূপে এবং মুটে কুলি ও দরোয়ানদিগের মুখে 'শুখা' বা 'খইনি' রূপে বিরাজিত। মাদক দ্রব্য দরিদ্রের অন্তঃপুরে গুল বা তামাক পোড়া রূপে এবং আঢ্য ব্যক্তির অন্তঃপুরে মৃগনাভি সুগন্ধি জর্দ্দা রূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইতর জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গুড়ুক-বিড়িও প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আবার অনেক সভ্য মহিলার বিম্বাধর-চুম্বনের সুখ সিগারেটের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে কিনা জানি না! মাদক দ্রব্য কি মোহিনী শক্তি বলে সভ্য অসভ্য, ধনবান, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ভোগী, ত্যাগী, নর, নারী; সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু সকলেই যে ইহার প্রভাবে মুগ্ধ ইহা নিশ্চিত। আমাদের দেশের ত্যাগী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মাদক দ্রব্য ব্যবহারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু মস্ত প্রয়োগে নাসা-রন্ধ্রের তৃপ্তি সাধন করিতে পশ্চাদপদ নহেন। স্যর ওয়ালটার রালের সঙ্গীগণ আমেরিকাবাসী অসভ্য জাতিদিগকে ধূমপান করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, উহারা দানবের ন্যায় মুখ দিয়া ধূম বাহির করে। কিন্তু এই কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ শতাব্দী কাল মধ্যে সেই দানবোচিত কার্য্যে পৃথিবীর সকল দেশের সকল শ্রেণীর লোকেই ব্যাপৃত হইয়াছে।

যে কারণেই মাদক দ্রব্যের এইরূপ বহুল প্রচলন হউক, শরীরের সহিত উহার একটা সম্বন্ধ আছে। দ্রব্য মাত্রেই ত্রিবিধ কারণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথম রোগশান্তির জন্য, দ্বিতীয় দীর্ঘায়ু লাভের জন্য এবং তৃতীয় সুস্থব্যক্তির শরীর রক্ষার জন্য। রোগ শান্তির জন্য বিবিধ মাদকদ্রব্য প্রয়োগের সার্থকতা দেখা যায়। সুস্থ শরীরে শরীর রক্ষার জন্য মাদক দ্রব্য উপযোগী কি না, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে এবং এই প্রসঙ্গেই মাদক দ্রব্য পরমায়ু বৃদ্ধি করে কি না —তাহা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে।

মাদক দ্রব্য নানা প্রকার, যথা মদ্য, অহিফেন, গাঁজা, চরস, সিদ্ধি এবং তামাক। আমরা প্রথমতঃ মদ্য সম্বন্ধেই আলোচনা করিব।

মদ্য।

মদ্য ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে, প্রচলিত। কেবল মনুষ্য সমাজে নহে, দেব সমাজেও মদ্যের আদর যথেষ্ট—ইহার পরিচয় গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় এমন কি, সময়ে সময়ে

মদ্যের অংশ লইয়া বিষম বিবাদ বিসংবাদ ঘটিত এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। চ্যবন ঋষি রাজার যজ্ঞে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের জন্য সোম রস গ্রহণ করিতে উদ্যত হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার কলহ হইয়াছিল। এই যে মনুষ্য এবং দেবতার (হস্তী প্রভৃতি পশুরও বটে) আদরের ধন মদ্য—ইহা কি সুস্থ শরীরে সেবন করা হিতকর না আবশ্যক? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে শাস্ত্র কি বলেন তাহা দেখা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে ভারতে মদ্যের বিশেষ আদর ছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে মদ্যপান অত্যন্ত দূষনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্যকে অদেয়, অপেয় এবং অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রে মদ্যের প্রতি এই যে বিদ্বেষ, ইহা শরীরের হিতাহিতত্ব বিচার করিয়া নহে। মদ্য অল্প মাত্রায় পান করিলে আরও অধিক পান করিতে ইচ্ছা হয়, মদ্যপায়ী দ্বারা বিবিধ পাপকার্য্য সংঘটিত হয়, মদ্য পানের ফলে পরিবারবর্গের এবং সমাজের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐরূপ নিষেধ করা হইয়াছে। মদ্যপায়ীবহুল পাশ্চাত্য দেশেও মদ্য পান দ্বারা ব্যক্তিগত, পরিবার গত এবং সমাজ গত অশেষ অনিষ্ট সাধিত হয় বলিয়া তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রকারদিগের ন্যায় মদ্য অদেয়, অপেয় ও অগ্রাহ্য (Tunch not, taste not, handle not) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেক পাশ্চাত্য কোবিদ মদ্যকে অভাবের জননী এবং পাপের ধাত্রী (Mother of want and nurse of crime) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন সুতরাং নীতি হিসাবে যে মদ্যপান অত্যন্ত দোষাবহ তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য মদ্যের সুস্থ শরীরে উপযোগিতা আছে কিনা তাহা স্থির করা। সুতরাং ঐ সকল মতবাদ এই প্রবন্ধের পরিপোষক নহে।

মদ্য পানের হিতাহিতত্ব নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমে দেখা যাউক —এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ কি বলেন? নিম্নে মদ্যের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যে সকল কথা আয়ুর্ব্বেদে আছে তাহার মর্ম্মানুবাদ লিখিত হইতেছে।

চরকের চিকিৎসা স্থানে মদাত্যয় চিকিৎসার প্রথমেই লিখিত আছেঃ—"দেবগণ ইন্দ্রের সহিত যে সুরার পূজা করিয়াছিলেন, যে সুরা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়, যে সুরা বৈদিক কর্ম্মদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যাহা ইন্দ্রের যজ্ঞেও প্রতিষ্ঠিত, সমুদ্র মন্থনে নীর হইতে উত্থিত, যে সুরা যজ্ঞেও হিতকারিণী বলিয়া যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য বেদ বিহিত বিধি সমূহ সহকারে যজমান্ মহাত্মগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও স্পৃষ্ট হইয়া থাকে, যে সুরা—উপাদান, সংস্কার ও নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বহু প্রকার হইলেও সাধারণতঃ মত্ততা জন্মায় বলিয়া এক প্রকার, যে সুরা অমৃতরূপে দেবতাদিগের, স্বধারূপে পিতৃদিগের ও সোমরূপে ঋষিদিগের উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ সম্পাদন করে, যে সুরা অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের মহৎ তেজঃস্বরূপ, সরস্বতীর বীর্য্য স্বরূপ, ইন্দ্রের বল স্বরূপ, যে সুরা সাক্ষাৎ প্রীতি স্বরূপ, রতি স্বরূপ, বাক্য স্বরূপ, পুষ্টি স্বরূপ ও সুখ স্বরূপ, যে সুরা শোক দুঃখ ভয় ও উদ্বেগ নাশক, যে সুরা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মনুষ্য কর্ত্তৃক সুধানামে অভিহিত হয়, সেই সুরা বিধি পূর্ব্বক পান করিবে।"

মদ্য সম্বন্ধে এইরূপ বলার পর মদ্য পানের বিধি কি তাহা বলা হইয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহা লিখিত হইল না। মদ্যের অপকারিতা চরকে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা পরে বলা যাইবে।

মদ্যের দোষের কথা বলিবার পর চরক পুনরায় বলিয়াছেন,—কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অন্নের ন্যায়,অযুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে রোগ উৎপন্ন করে, কিন্তু যুক্তিযুক্তরূপে প্রযুক্ত হইলে অমৃতের ন্যায় উপকার করে। অন্ন—প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ, কিন্তু অযথারূপে সেবিত হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। মদ্যও অযথারূপে প্রযুক্ত হইলে প্রাণহর বিষের ন্যায় হয় এবং যুক্তিযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে রসায়নের ন্যায় কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

মদ্য যুক্তি পূর্ব্বক পান করিলে হর্ষ, দেহ, পুষ্টি, আরোগ্য, পুরুষত্ব বৃদ্ধি এবং মত্ততা, জন্মিয়া থাকে। মদ্য রুচিকর, অগ্নুদ্দীপক তৃপ্তিজনক, স্বর ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধক, প্রীতিকর, পুষ্টিকর, বলকর, ভয় শোক ও শ্রমনাশক, যাহাদের নিদ্রা হয় না তাহাদের পক্ষে নিদ্রাজনক, যাহারা লোকের কাছে ভাল কথা কহিতে পারে না তাহাদিগের বাক্‌শক্তি বর্দ্ধক, যাহাদের অধিক নিদ্রা হয় তাহাদের নিদ্রার অল্পতাকারক, যাহাদের মল মূত্রের বিবন্ধ আছে অর্থাৎ মল মূত্র ভালরূপ নির্গত হয় না, তাহাদের বিবন্ধ নাশক এবং আঘাত বন্ধন, এবং অন্যান্য ক্লেশ জনিত দুঃখ নাশক।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, স্নিগ্ধ অন্ন এবং মাংসের সহিত মদ্য সেবন করিলে পরমায়ু ও বল বৃদ্ধি হয়, কমণীয়তা, মনের সন্তুষ্টি, ধৈর্য্য তেজ এবং অত্যন্ত বিক্রম জন্মিয়া থাকে।

শাস্ত্রে মদ্যপানের চারিটী অবস্থা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থায় মনুষ্যের কিরূপ সুখজনক তাহা নিম্নে লিখিত হইয়াছে। অপর তিনটী অবস্থা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং ঐরূপ অবস্থা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ঘটিয়া থাকে।

প্রথম মদে বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রীতি ও সুখ জন্মে, যথেষ্ট পানাহার করিতে পারা যায়, রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়, পাঠ ও গান করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়, স্বরের উৎকর্ষ ঘটে। এই প্রথম মদ অর্থাৎ অল্প মদ্যপান জনিত যে মত্ততা তাহা অত্যন্ত রমনীয়। চরক বলিয়াছেন যে, প্রথম মদে যুবক বা বৃদ্ধদিগের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ার্থে যে প্রীতি জন্মে পৃথিবীতে তাহার উপমা নাই। যুক্তি পূর্ব্বক পীত মদ্য বহু দুঃখ ভারাক্রান্ত এবং শোক গ্রস্থ ব্যক্তিগণের একমাত্র বিশ্রাম স্থান। চরক ও সুশ্রুতে প্রথম মদের এইরূপ সুখ্যাতি থাকিলেও বাগ্‌ভট উহার সমর্থন করেন নাই, টীকাকার অরুণ এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা সংগ্রহ কারের উদ্দেশ্যের বিপরীত অর্থ করিয়াছেন বলিয়া পাঠকগণের বিচারের জন্য শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইল।

আদ্যে মদে দ্বিতীয়েচ প্রমাদায়তনে স্থিতঃ।
দুর্ব্বিকল্প হতো মূঢ়ঃ সুখমিত্যাধি মুহ্যতে ॥

প্রথম এবং দ্বিতীয় মদে প্রমাদ বশতঃ দুষ্ট কল্পনা বশে মদ্যপ সুখ বলিয়া মনে হয়—উপরোক্ত শ্লোকের মর্ম্মার্থ এইরূপ। কিন্তু অরুণ দত্ত উহাকে দ্বিতীয় মদের লক্ষণ বলিয়া আদ্য মদে প্রকৃত সুখ ইহা উহ্য ধরিয়া লইয়াছেন, কারণ দেখাইয়াছেন যে তন্ত্রান্তরে এইরূপ আছে। ন্যায়ান্যায় সুধীবর্গ বিচার করিবেন।

মদ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল দোষের কথা বলা হইয়াছে তাহা বলিবার পূর্ব্বে মদ্যের যে

সকল গুণ বলা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা মদ্যের দোষ উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা পাইব।

মদ্যপান বশতঃ মদ্যপায়ীর যে সাময়িক ক্ষুধা, বল, রতি শক্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হয় উহা কি মদ্য সৃষ্টি করিয়া থাকে ?—না শান্ত অশ্বকে কষাঘাত করিলে সে যেমন দ্রুতবেগে ধাবিত হয়, মদ্যজনিত উত্তেজনায় ক্ষুধা, রতি এবং বলেরও সেইরূপ বৃদ্ধি হয় ? সম্যক রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে শেষোক্ত কারণেই এইরূপ ঘটে বলিয়া বোধ হয়। পরে দেখান যাইবে মদ্য বলের বিপরীত গুণযুক্ত এবং বিপরীত গুণ যুক্ত মদ্য বলের অপচয়ই করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে যে সাময়িক বলের বিকাশ—তাহাকে অশ্বকে কষাঘাত করার ন্যায় মদ্যহেতুক উত্তেজনা ও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। যখন মদ্য জনিত মত্ততা ছাড়িয়া যায়। সেই সময়ে ইহার প্রতি ক্রিয়ার ফলে মদ্যের উত্তেজনা বশতঃ সাময়িক যে বলের বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, উত্তেজনা দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বল চলিয়া যায়, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বিগত মদ মদ্যপায়ীর দেহ বহন করাকে ভার বলিয়া মনে করে। সুতরাং মদ্য বল-জনক এ কথা বলা যাইতে পারে না, বলের সাময়িক উত্তেজক মাত্র – ইহাই বলা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রকারগণ যে মদ্যকে বলবর্দ্ধক বলিয়াছেন তাহা—কি ভ্রমাত্মক ? তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, না ভ্রমাত্মক নহে ? মদ্য শরীরকে উত্তেজিত করিয়া সাময়িক বল বৃদ্ধি করে ইহা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা ওইরূপ বলিয়াছেন। কেননা তাহা না হইলে অন্যত্র মদ্যকে বলের বিরোধী বলিতেন না। আবার এই উত্তেজনা হেতু বলের বিকাশের, সুতরাং ক্ষয়ের পুরণের জন্য বলিয়াছেন যে, পুষ্টিকর স্নিগ্ধ অন্ন মাংস প্রভৃতি খাদ্য ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহার কষ্টতম রোগ সকল উৎপন্ন হয় অথবা মৃত্যু ঘটে।

মদ্যকে যে রতি বর্দ্ধক বলা হইয়াছে তাহাও এইরূপ। কারণ মদ্য শুক্রনাশাক। শুক্রনাশক দ্রব্য কখনই রতি বর্দ্ধক হইতে পারে না। মদ্য ক্ষণেক সাময়িক উত্তেজনা জন্মাইয়া বলের ন্যায় রতি শক্তির বৃদ্ধি করে মাত্র।

মদ্যপানে ক্ষুধা বৃদ্ধির পক্ষেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। মদ্য পরিপাক যন্ত্র সমূহকে উত্তেজিত করিয়া ক্ষুধা জন্মায় এবং অগ্নিকে উদ্দীপিত করিয়া (ডাক্তারি মতে পাচক রস সমূহকে অধিক ক্ষরণ করিয়া) পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে।

মদ্যপান বশতঃ মনের যে সাময়িক হর্ষ হয়—তাহাও চিত্তের উত্তেজনা বশতঃ ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, চিত্তের উত্তেজনা বশতঃ হর্ষই হয় কেন ? দুঃখ শোকাদি হয় না কেন ? তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, সাধারতঃ লোকে হর্ষ উদ্দেশ্য করিয়া মদ্য পান করে বলিয়া চিত্তের হর্ষই হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে লোকে মদ্যপান করিয়া ভয়ানক ক্রন্দন করে, শোক করে, বা ক্রোধ প্রকাশ করে। ফলতঃ মদ্যপানের ফলে যে সময়ে চিত্তের যে কোন ভাবই ঘটুক, মদ্যের উত্তেজনায় তাহা প্রবল হইয়া থাকে। চিত্তের এইরূপ অযথা উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া মত্ততা ছুটিয়া যাইবার সময় ঘটিয়া থাকে। সে সময়ের সাময়িক অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে মান-সিক অবসাদ, গ্লানি, অস্থিরতা, বিষন্নতা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে খোঁয়াড়ি ভাঙ্গা বলে।

শাস্ত্রকারদিগের সূক্ষ্ম উপদেশ বিপুল বুদ্ধি ব্যক্তিকেও আকুল করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের স্থায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির যে তাহাতে বিভ্রম ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শাস্ত্রে মদ্য ভয়, শোক ও শ্রমনাশক বলিয়া কথিত হইতেছে, কিন্তু সেই শাস্ত্রকারই আবার বলিয়াছেন :—

"মদ্যে মোহো ভয়ং শোকং ক্রোধো মৃত্যুশ্চ সংশ্রিতাং" অর্থাৎ মদ্যে মোহ,, ভয়, শোক, ক্রোধ ও মৃত্যু সংশ্রিত রহিয়াছে। যাহা ভয় শোক উৎপাদক, তাহা কি প্রকারে ভয় শোক নাশক হইতে পারে। অপিচ, সুশ্রুতে ক্রুদ্ধ, ভীত শোকগ্রস্ত, ব্যায়াম, ভারবহন ও পথশ্রম বশতঃ ক্লান্ত ব্যক্তি মদ্য পান করিলে পানাত্যয়াদি বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারগণ কোন বিষয়ে পক্ষপাত না করিয়া সকল দ্রব্যেরই দোষ গুণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবস্থা ভেদে, যুক্তি বা অযুক্তি পূর্ব্বক পান করার জন্য মদ্যে উপকার বা অপকার বিচার করিয়া উপরোক্ত বিভিন্ন মতের সমাবেশ করা হইয়াছে। চরকে মদ্যের দোষ প্রদর্শন কালে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে মদ্য দোষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এইরূপে যত্ন পূর্ব্বক মদ্যের নিন্দা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে শাস্ত্রে মদ্যের যে দোষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। বাগভট প্রথম ও দ্বিতীয় মদ্যকে যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, মদ্য উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট বলিয়া শরীরের শৈত্য গুণ নষ্ট করিয়া পিত্তকে কম্পিত করে, তীক্ষ্ণতা, প্রযুক্ত মনের গতি নষ্ট করে অর্থাৎ বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক কার্য্যে বাধা জন্মায়, সূক্ষ্ম শরীরে (অর্থাৎ হৃদয়াদিতে) প্রবেশ করে, বিশদ গুণ (পিচ্ছিলের বিপরীত) বলিয়া বল ও শুক্রকে নষ্ট করে, রুক্ষ বলিয়া বায়ুকে কুপিত করে আশুকারিতা প্রযুক্ত হটকারিতা (হটাৎ কোন কাজ করা) জন্মায়, ব্যবয়ি বলিয়া রতি প্রশক্তি জন্মায় এবং বিকাশী বলিয়া শীঘ্রই সমান ধাতুতে মিশ্রিত হয়।

চরক সংহিতায় কথিত হইয়াছে :—বিষে যে সকল গুণ আছে মদ্যেও সেই সকল বর্ত্তমান। প্রভেদ এই যে, বিষে অধিকতর প্রবলভাবে বিদ্যমান আছে। বিষের গুণ সকল যেমন ত্রিদোষ প্রকুপিত করে, মদ্যের গুণ সকলও সেইরূপ ত্রিদোষ (বায়ু পিত্ত ও কফ) কুপিত করে। কোন কোন বিষ সত্বর প্রাণ নাশ করে এবং কোন কোন বিষ রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। মদ্যপান জনিত মদাত্যয় রোগ ও বিষের ন্যায়।

(ক্রমশঃ)

তুত্থকাদি তৈল।

—:*:—

(কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর লোহ)।

এই তৈলের ফর্দ্দটি একজন প্রাচীন চিকিৎসকের নিকট হইতে অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ক্ষতরোগে এরূপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল। কিন্তু এতদিন

ইহা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। কেননা আমরা অধিকাংশ ক্ষতের চিকিৎসাই ডাক্তারী মতে করিয়া থাকি। কাজেই এতদিন ইহার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের হাঙ্গামে ডাক্তারী ঔষধের মূল্য অসম্ভব বর্দ্ধিত হওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া একটি ক্ষতরোগীকে এই তৈল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহার উপকারিতা দর্শনে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। যাঁহারা ক্ষতচিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা অপেক্ষা হীনপ্রভ বলিয়া মনে করেন, আমরা তাঁহাদিগকে একবার ইহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। Oil carbolic যে যে অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এই তুত্থকাদি তৈলও সেই অবস্থায় ব্যবহার্য্য। সাধারণের অবগতির জন্য ঔষধটি প্রকাশ করিয়া দিলাম।

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, খয়ের, দারু হরিদ্রা, বট ছাল, পাকুড় ছাল, যজ্ঞ ডুমুর ছাল, অশ্বথ ছাল, কদম্ব ছাল, বাবলার ছাল, অম্লবেতস ছাল, করবী মূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, কুড়্চি ছাল, নিম পাতা,

এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধৌত করিয়া প্রত্যেকটি আড়াই আনী ওজনে গ্রহণ করিবে। পরে চল্লিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ (দশ তোলা) থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ক্বাথ গ্রহণ করিবে।

নারিকেল তৈল ২০ তোলা
পূর্ব্বোক্ত ক্বাথ ১০ তোলা

উভয়ে একত্র পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য সমূহ উহাতে মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। তৈলে জলীয়াংশ দৃষ্ট না হইলে পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মনসা সীজের পাতার রস ১০ তোলা
অপামার্গ পাতার রস ১০ তোলা
মুদ্রাশঙ্খ চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা
শোধিত গন্ধক চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা

পাক কালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে খর অথবা মৃদু পাক না হয়। খর ও মৃদু পাকের ঔষধে ক্ষত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পাক সমাধা হইলে উহাতে তুঁতে ভস্ম মিশ্রিত করিতে হয়। ক্ষতে বেশী পচা থাকিলে তুঁতে ভস্ম অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিবে। পরে ক্ষত ক্রমশঃ যতই বিশুদ্ধ হইয়া উঠিবে তুঁতের মাত্রাও ততই কমাইতে হইবে। তবে কোন সময়েই এক সিকির কম ব্যবহার করিবে না। ইহার নাম তুত্থকাদি তৈল।

নিম পাতা সিদ্ধ জলে ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিয়া উক্ত তুত্থকাদি তৈল দ্বারা প্রত্যহ পলিতা ভরিতে হইবে। সে সুবিধা না থাকিলে এক খণ্ড পরিষ্কার ন্যাকড়া তৈলে ভিজাইয়া লাগাইয়া দিলেও চলিতে পারে। একটি পেঁয়াজ ও দুই তোলা ময়দা একত্র বাটিয়া গরম করতঃ পুলটিশ প্রস্তুত করিতে হইবে। ক্ষতের আকার বুঝিয়া পুলটিশ ছোট বা বড় করিবে। ক্ষতের উপর একখণ্ড কচি কলার পাতা দিয়া তদুপরি উক্ত পুলটিশ প্রদান করতঃ ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিবে। এইরূপ ৬।৭ দিন ধৌত করণান্তর (Dressing) ক্ষতে পচা না থাকিলে অর্থাৎ ক্ষত বিশুদ্ধ হইলে পশ্চাৎ নিম্ব ঘৃত প্রয়োগ করিবে। বিশুদ্ধ ক্ষতে নিম্ব ঘৃত প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

কেবল মাত্র এই তুথকাদি তৈল প্রয়োগে ও ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়।

উক্ত প্রাচীন চিকিৎসক মহাশয় নানা প্রকার পলিতা ও নানাপ্রকার তুলা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উহা চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন

—:*:—

(রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর)

যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনোযোগের সহিত প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেহ সুস্থ ও সবল রাখিতে সক্ষম হইবেন এবং ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ, বসন্ত, ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা প্রভৃতি কতিপয় ভয়ানক সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে সপরিবারে রক্ষা পাইতে পারিবেন।

নিয়মগুলি অতি সংক্ষেপে লেখা হইল। স্থানের অল্পতা বশতঃ নিয়মপালনের কারণগুলি বিস্তৃতভাবে এ স্থানে বর্ণিত হইল না। স্বাস্থ্যরক্ষার যে কোন ভাল পুস্তক পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যাইবে।

আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নির্ম্মল জলপান, পুষ্টিকর নির্দ্দোষ খাদ্য গ্রহণ, যথোচিত ব্যায়াম, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান এবং আলোক ও বিশুদ্ধ বায়ুপূর্ণ বাসগৃহে অবস্থান, এই কয়টির একান্ত প্রয়োজন। ইহাদের যে কোনটির অভাবে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন।

বায়ু আমাদের জীবনস্বরূপ। বায়ু না থাকিলে আমরা এক দণ্ডও বাঁচিতে পারিতাম না। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ু বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাহিরের নির্ম্মল বায়ু আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু যে বায়ু প্রশ্বাসরূপে আমরা পরিত্যাগ করি, তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত, কারণ উহার সহিত শরীরের নানাবিধ দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার সুবিধা পাই, তৎসম্বন্ধে দু একটি কথা নিম্নে লিখিত হইল।

১। বাসগৃহে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু ও আলো আসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর চারি পাশে খানিকটা খোলা জায়গা থাকিলে এবং প্রত্যেক গৃহে অন্ততঃ চারিটি ঋজু ঋজু জানালা এবং দরজা রাখিলে বায়ু ও আলোক প্রবেশের বিশেষ সুবিধা হয়।

২। গৃহের পোতা উঁচু করিবে। অবস্থায় কুলাইলে ঘরের মেজে পাকা করিয়া লইবে। মেজে স্যাঁৎস্যাঁতে থাকিলে সর্দ্দি, কাশি প্রভৃতি অনেক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

৩। বাসগৃহের অতি নিকটে বড় গাছপালা বা বাঁশের ঝাড় অথবা ঝোপ জঙ্গল থাকিতে দিবে না।

৪। গৃহের দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া তন্মধ্যে কখনই বাস করিবে না। শীতকালেও শয়নগৃহের অন্ততঃ দুইটি বায়ুপথ খোলা রাখিবে।

৫। অনেক লোক একত্রে এক গৃহে বা এক মশারির ভিতরে শয়ন করিবে না কারণ বহুলোকের শ্বাসক্রিয়াদ্বারা গৃহের বায়ু অতি শীঘ্র বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

৬। গ্রামের জল যাহাতে নিকাশ হইয়া যায়, সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া যতদূর সম্ভব, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। গ্রামবাসীদিগের এই বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন থাকিলে সহজেই সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে যথাপ্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পাইতে পারিবেন।

৭। বাড়ীর নিকট ছোট খানা ডোবা ইত্যাদি থাকিলে মাটি দ্বারা ভরাট করিয়া দিবে। খানা ডোবায় পাতা ইত্যাদি পড়িয়া পচিয়া বায়ু দূষিত করে এবং ঐ সকল স্থানে মশক জন্মিয়া গ্রামের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করে।

৮। গ্রামের পথে ঘাটে, পুষ্করিণীর পাড়ে বা নদীর ধারে কখনও মলত্যাগ করিবে না। এই কদর্য্য অভ্যাসের ফলে গ্রামের জল ও বায়ু অতি শীঘ্র অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে।

৯। বাড়ীর আশে পাশে ময়লা থাকিলে বায়ু শীঘ্র দুর্গন্ধ ও দূষিত হইয়া পড়ে। এই জন্য বাসগৃহ হইতে কিয়ৎ দূরে গোশালা ও মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার স্থান নির্ম্মাণ করিবে। পরিত্যক্ত মল ও আবর্জ্জনাদি যাহাতে শীঘ্র স্থানান্তরিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সে ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলে উহার উপর তৎক্ষণাৎ শুষ্ক মাটি বা ছাই চাপা দিবে।

১০। যদি প্রত্যেক গ্রামবাসী নিজ নিজ গৃহ ও তাহার আশ পাশ এইরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহা হইলে গ্রামের বায়ু সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিবে।

"নিজ গৃহ আশ পাশ রাখ পরিষ্কার।
গ্রামখানি ছবি সম দেখাবে আবার॥"

নির্ম্মল জল পান।

জলের আর একটী নাম জীবন। আমরা যে জল পান করি, তাহা নির্ম্মল হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু আমাদিগের কতকগুলি কদভ্যাসফলে পল্লীগ্রামের জলাশয়ের জল এরূপ দূষিত হইয়া পড়ে যে, উহা পান করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। জলাশয়ের নিকটে মলমূত্রত্যাগ, পুষ্করিণীর মধ্যে মনুষ্য ও পশুদিগের স্নান, ময়লা ও সংক্রামক রোগদুষ্ট কাপড় ও বিছানা কাচা সকড়ি বাসন মাজা, জলশৌচ ও মূত্রত্যাগ ইত্যাদি নানা অপবিত্র কার্য্যদ্বারা জলাশয়ের জল সর্ব্বদা দূষিত হইয়া থাকে।

১। প্রতি গ্রামে একটী বা দুইটী ভাল পুষ্করিণী কেবল পানীয় জল সংগ্রহের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা উচিৎ। ইহাতে কেহই স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, এমন কি মুখ ধুইতেও পারিবে না। যদি একটী পাম্প (pump) দ্বারা জল উত্তোলন করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে পুষ্করিণীর জল কোন মতেই দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

২। পুষ্করিণীর পাড়ে বড় গাছ বা বেশী জঙ্গল জন্মিতে দিবে না। পাতা পচিয়া জল নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা যথেষ্ট রৌদ্র পায় না।

৩। স্বল্পগভীর কূপের জল পান করা কখনও নিরাপদ নহে। যে কূপের জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, সেই কূপটীর

ভিতর দিক পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত এবং চারিপাশের জল যাহাতে কূপের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিতে না পারে, কূপের উপরের জমি কিছু দূর পাকা ও ঢালু করিয়া দিয়া তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সাধারণ কূপের জল প্রায় নির্ম্মল হয় না, এজন্য আজকাল অনেক দেশে লোহার নলের কূপের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ কূপের জল সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকে এবং কোন সংক্রামক রোগের বীজ ইহার সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

৫। যদি কোন প্রকারে কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে ঐ জল যিনি পান করিবেন, তাঁহারই ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। অতএব কি উপায়ে পানীয় জল সহজে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে, তাহা জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে ইহার একমাত্র সহজ উপায়—জল **উত্তমরূপে ফুটাইয়া শীতল করিয়া পান করা।** এই উপায় দ্বারা জলের মধ্যে যে কোন সংক্রামক রোগের বীজ থাকুক না কেন, তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়. সুতরাং এরূপ সিদ্ধ জল পান করাই সম্পূর্ণ নিরাপদ। এই উপায়ে অতি সামান্য চেষ্টায় ও বিনা ব্যয়ে অনেক সাংঘাতিক রোগের আক্রমণ হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারি। ফিল্‌টারের দ্বারা জল পরিষ্কার করা যায় বটে কিন্তু খুব দামী ফিল্‌টার্ না হইলে তাহা দ্বারা রোগের বীজ জল হইতে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় না। সুতরাং কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়ে সাধারণ ফিল্‌টারের উপর নির্ভর করিয়া আমরা একেবারে নিরাপদ হইতে পারি না। এরূপ স্থলে জল বিশুদ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—**জল ফুটাইয়া পান করা।** পার্ম্মাঙ্গানেট অব্ পটাস্ প্রভৃতি দুই একটি ঔষধের দ্বারা জল শুদ্ধ করা যায় বটে কিন্তু ঐ সকল ঔষধ সাধারণ পল্লীগ্রামবাসীর পক্ষে সংগ্রহ বা ঠিক ব্যবহার করা সহজসাধ্য নহে।

অতএব সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে **জল ফুটাইয়া পান করিলে** আমরা অনেক রোগের হাত হইতে বাঁচিতে পারি।

আহার ও পানীয়।

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম পালনের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে পুষ্টিকর নির্দ্দোষ আহার্য্য গ্রহণ ও পরিমিত ভোজনই সর্ব্ব প্রধান।

১। সহরে নির্দ্দোষ খাদ্য পাওয়া সুকঠিন, কিন্তু পল্লীগ্রামে এখনও এ বিষয়ে অনেক সুবিধা আছে। চাল, ডাল, মাছ, তরকারি, তেল, দুধ ও নারিকেলের মিষ্টান্ন পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাইতে অসুবিধা হয় না। এই সকল খাদ্য সহজ পরিপাচ্য, পুষ্টিকর, অথচ দামেও সস্তা।

২। যাঁহারা মনে করেন যে, মাংস না খাইলে শরীর সবল হয় না, তাঁহাদের ধারণা ভুল। মাংসের মধ্যে যে বিশেষ পুষ্টিকর পদার্থ আছে, ডাল, মাছ, দুধ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের মধ্যেও সেই সারবান পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। মাছ বঙ্গদেশের অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ইহা বাঙ্গালীজাতির একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য।

৩। যাঁহারা কোনরূপ আমিষ দ্রব্য

ভক্ষণ করেন না,. তাঁহারা ডাল, ভাত, রুটি, তরকারি, ঘি, দুধ, ছানা খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল দেহ লাভ করিতে পারেন।

৪। ভাত অপেক্ষা রুটি সারবান খাদ্য। আমাদের দেশে একবেলা রুটির প্রচলন হইলে আমাদের দেহ আরও সবল হইবার সম্ভাবনা। ভাতের ফেন ফেলিয়া খাওয়া কখনই উচিত নহে ; উহাতে চালের সারাংশ কতক পরিমাণে পরিত্যক্ত হয়। খিচুড়ি অতিশয় পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে ইহার অধিক প্রচলন হইলে ভাল হয়।

৫। যাঁহারা ঘি ব্যবহার করিতে সমর্থ নহেন, তাঁহারা খাঁটি সরিষার তৈল তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার করিলে প্রায় একই ফল পাইবেন।

৬। আমিষ বা নিরামিষ যে কোন পদার্থই ভোজন করা যাউক না কেন, গুরু ভোজন প্রভৃত অনিষ্টের কারণ। পেট সম্পূর্ণ ভর্ত্তি করিয়া না খাওয়াই সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। মিতাহার—স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের এক প্রধান উপায়।

৭। প্রত্যহ এক সময়ে ভোজন করা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অনুকূল। রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাহার প্রশস্ত।

৮। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া তাড়াতাড়ি ভোজন করিলে মহা অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহার দ্বারা খাদ্য যে কেবল হজম না হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করে তাহা নহে, খাদ্যের অধিকাংশ সারভাগ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৯। হাত মুখ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া আহার করিতে বসিবে। যে স্থানে খাদ্য প্রস্তুত হয় এবং যেখানে আহার করা যায়, তাহা অতিশয় পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হওয়া উচিত।

১০। মাছি—ময়লা দ্রব্য ও রোগের বীজ পায়ের দ্বারা বহন করিয়া আনিয়া খাদ্য দ্রব্যের উপর বসিয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। সুতরাং রান্নাঘরের মধ্যে এবং আহার করিবার স্থানে যাহাতে মাছি আসিতে না পারে এবং খাদ্যদ্রব্যে যাহাতে মাছি না বসে, তাহার ব্যবস্থা করিবে। বাড়ীর মধ্যে আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিলে মাছির উপদ্রব বেশী হইয়া থাকে, সুতরাং এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে বাড়ীর মধ্যে মাছির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। খাদ্যদ্রব্য সর্ব্বদা ঢাকা দিয়া রাখিবে।

১১। বাজারের খাবার যে দূষিত তাহার কারণ এই যে, উহা যে ভাবে রাখা হয়, তাহাতে উহার উপর সর্ব্বদা পথের ধূলা পড়ে এবং মাছি বসে। তদুপরি বাজারের খাবার প্রায়ই ভেজাল তেল, ঘি, ময়দা ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। জলখাবারের জন্য বাজারের খাবারের ব্যবস্থা না করিয়া আমাদের দেশের পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে চিড়া, মুড়ি, ছোলা বা মটরভাজা, ঝুনা নারিকেল কিম্বা নারিকেলের সন্দেশ ইত্যাদি ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ অথচ সবিশেষ পুষ্টিকর জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খরচের দিক হইতে দেখিলেও ইহা আমাদের দেশের সাধারণ লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া মনে হয়।

১২। আহারের সময়ে বা অব্যবহিত পরেই অধিক জলপান বা বরফজল পান না করাই উচিত। উহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

১৩। সহজ শরীরে চা, কোকো বা

কফি পান করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে নিয়মিত পরিমাণে পান করিলে ইহাদের মধ্যে কোনটীই অনিষ্ট উৎপাদন করে না, বরং পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে। অধিক চা ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও অন্যান্য রোগ উপস্থিত হয়।

১৪। সুস্থ শরীরে সুরা বা অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার একান্ত বর্জ্জনীয়।

শরীর চালনা।

প্রত্যহ কোন না কোনরূপ ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ ব্যায়াম না করিলে প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করা যায় না। মুক্তস্থানে ব্যায়াম করাই প্রশস্ত। যে কোন প্রকার ব্যায়াম প্রতিদিন অন্ততঃ পনের মিনিট কাল অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। বয়স অধিক হইলে অথবা অন্য কারণে শ্রমসাধ্য ব্যায়াম নিষিদ্ধ হইলে, পদব্রজে ভ্রমণ বিশেষ উপকারী। সুস্থ শরীরে দুই বেলায় অন্ততঃ দুই ক্রোশ পথ ভ্রমণ করা উচিত।

শরীর বা মনের অতিরিক্ত পরিশ্রম হইলে স্বাস্থ্যহানি হয় এবং মনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএব এ বিষয়ে ছাত্রদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বিশ্রাম।

শরীরের পক্ষে পরিশ্রম ও ব্যায়াম যেমন প্রয়োজনীয়, নিয়মিত বিশ্রাম গ্রহণ করাও তদ্রূপ আবশ্যক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস করিলে বা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিলে শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নিদ্রাই শরীর ও মনকে পূর্ণ বিশ্রাম প্রদান করে। রাত্রিকালই নিদ্রার প্রশস্ত সময়। দিবানিদ্রা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। রাত্রিকালে স্বল্পাহার সুনিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত।

পরিচ্ছদ।

আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব সাদাসিদে অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। পরিচ্ছদ আড়ম্বরহীন হইবে কিন্তু রুচিবিরুদ্ধ বা ময়লা হইবে না। ঘর্ম্মাক্ত বা ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহারে শরীরের অনিষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)।

বসন্তরোগের চিকিৎসা। *

ঃ*ঃ

(কবিরাজ শ্রীকিরণচন্দ্র কণ্ঠাভরণ)

সকল বসন্তেই প্রথমে বমন করাইয়া পরে দিবে। দুর্ব্বলের পক্ষে বমন ও বিরেচনের ব্যবস্থা নাই, কেবল দোষনাশক দ্রব্যের পাচন দিবে।

বমনের ক্বাথ ও স্বরস প্রভৃতি।

পলতা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, প্রত্যেকে ২ তোলা, পাঁচ মাষা, তিন রতি, কাথার্থ জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা

* স্বর্গীয় হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ কর্ত্তৃক সকলিত

প্রক্ষেপ * বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, ময়না ফল, প্রত্যেকে চূর্ণ ॥৹ অর্দ্ধতোলা, ঐ কাথে মিশিত করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিলে পান করিবেক।

স্বরস। ব্রাহ্মী শাকের রস ৪ চারি তোলা, প্রক্ষেপ মধু ॥৹ অর্দ্ধতোলা; হেলঞ্চা শাকের রস ৪ চারি তোলা, প্রক্ষেপ মধু ॥৹ অর্দ্ধতোলা; নিমছালের রস ৪ চারি তোলা প্রক্ষেপ মধু ॥৹ অর্দ্ধতোলা।

বিরেচনের স্বরস। উচ্ছে পত্রের রস ৪ তোলা, প্রক্ষেপ হরিদ্রা চূর্ণ ॥৹ অর্দ্ধতোলা।

এইরূপ বমন বিরেচনের দ্বারা রোগীর শরীর পরিশুদ্ধ হইলে সুবসন্ত উত্থিত হয়।

বসন্ত আরম্ভে মুষ্টিযোগ।

জয়ন্তী বীজ ২৫টা ঘৃতে বাটিয়া ৮ তোলা বাসি জলের সহিত পান করিবেক।

দোনার মূল ১ তোলা, মরিচ ২৫টা, আট তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

এইরূপ থাটাসী ১ তোলা উক্ত পরিমাণ মরিচ ও জলের সহিত সেবন করিবে।

দুরালভার মূল ২ তোলা—৮ তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

ঐ প্রকার শিয়াল কাঁটার মূল, শিকটান কাঁটার মূল, অনন্তমূল ও যরাসমূলের † চারিটী মুষ্টিযোগ করিবে।

হরিদ্রা পত্র ১ তোলা, তেঁতুল পত্র ১ তোলা, ৮ তোলা বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিবে।

২ তোলা মধু ৮ তোলা বাসি জলের সহিত সেবন করিবে।

শোধিত পারা ॥৹ অর্দ্ধতোলা, শোধিত গন্ধক ১ তোলা, কজ্জলী করিয়া লইয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে, ইহার ৪ চারি মাষকলাই পরিমাণে পানের সহিত সেবন করিবে।

বসন্ত আরম্ভের পাঁচন।

কুমাড়ু লতার মূল পশ্চাৎ বক্তব্য বিধানানুসারে প্রস্তুত করিয়া ১০ কুঁচ হিঙ্গু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

পাচন প্রস্তুত করিবার দ্রব্যের ও জলের পরিমাণ:—

পাচন দ্রব্য, এক খানিই হউক অথবা অধিকই হউক, ২ তোলা পরিমাণ। জলের পরিমাণ ৩২ বত্রিশ তোলা। মন্দ মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিবে, ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া, সেই জল পান করিতে দিবে।

বসন্ত আরম্ভে জলসেক। বহবায় বৃক্ষের ‡ ছাল ৮ তোলা—৪৮ তোলা শীতল জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে, সেই জল রোগীর শরীরে সেচন করিবে।

বাতজ বসন্তের পাচন—বিল্বাদি। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, গণিয়ারী ছাল, শালপানী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, রাস্না, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, বেণামূল, গুলঞ্চ, ধন্যা, মুতা, প্রত্যেকে ৯॥৹ কুঁচ লইয়া বিধানানুসারে পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে।

---

* কোন কাথ অথবা পাচন পান করিবার সময় যে চূর্ণ দ্রব্য অথবা ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয় তাহার নাম প্রক্ষেপ।

কাথ্য দ্রব্যের ও জলের এবং প্রক্ষেপ দ্রব্যের পরিমাণ গোবিন্দরাম সেনের পরিভাষার মতে লেখা গেল।

† খদির ভেদ, ক্ষুদ্র কণ্টকী বৃক্ষ। ‡ চালতা।

বাতজ বসন্তের পাককালের পাচন—গুড়ূচ্যাদি। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না শালপানী, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, শ্বেত বেড়েলার মূল, বইচী মূল, প্রত্যেকে ১৩।• কুঁচ।

পিত্তজ বসন্তের পাচন—দ্রাক্ষাদি। কিসমিস, পিণ্ডীখাজুর, গাম্ভারী ফল, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকমূলের ছাল, খই, আমলা, দুরালভা, প্রত্যেকে ১৭৸• পৌনে আঠার কুঁচ।

শ্লেষ্মজ বসন্তের পাচন—দুরালভাদি। দুরালভা, ক্ষেৎপাঁপড়া, চিরতা, কট্‌কী, প্রত্যেকে ৪০ কুঁচ। এই পাচনটী পিত্তজ বসন্তেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ত্রিদোষজ বসন্তের পাচন, নিম্বাদি। নিমছাল ক্ষেৎপাঁপড়া, আকনাদি মূল, পল্‌তা, কটকী, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, প্রত্যেক ১৪৷৷• কুঁচ, প্রক্ষেপ ৷৷• অর্দ্ধতোলা।

পটোলমূলাদি পাচন।

পটোলমূল, রাঙ্গা নটিয়া শাক, আমলকী, খদির সার, প্রত্যেক ৪০ রতি।

পটোলপত্রাদি পাচন।

পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকমূলের ছাল, ধন্যা, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী, ক্ষেৎপাঁপড়া, প্রত্যেক ১৬ কুঁচ।

কাঞ্চন ছালের পাচন।

কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল ২ তোলা। প্রক্ষেপ শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ৷৷• অর্দ্ধতোলা।

দ্বিতীয় পটোলমূলাদি পাচন।

পটোলমূল ও রাঙ্গানটিয়া শাক, প্রত্যেকে ৮০ কুঁচ। প্রক্ষেপ হরিদ্রা চূর্ণ ২০ কুঁচ, আমলা চূর্ণ ২০ কুঁচ। এই পাচন বিস্ফোটক হাম রোগেও ব্যবহার করা যায়।

খদিরাষ্টক।

খদির সার, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, প্রত্যেকে ২০ কুঁচ। এই পাচনটীও বিসর্প, হাম, বিস্ফোটক রোগেও ব্যবহার করা যায়।

কফ-পিত্তজ বসন্তের পাচন—

অমৃতাদি।

গুলঞ্চ, বাসক মূলের ছাল, পল্‌তা, মুতা, ছাতিম ছাল, খদির সার, কেলেকড়া, নিম্ব পত্র হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রত্যেকে ১৬ কুঁচ।

বিল্বাদি চূর্ণ।

বিল্বকণ্টক, মরিচ, সমভাগ চূর্ণ করিয়া, ১০ কুঁচ পরিমাণে বাসি জলের সহিত সেবন।

রুদ্রাক্ষাদি চূর্ণ।

রুদ্রাক্ষ, মরিচ, সমান ভাগ চূর্ণ ১০ কুঁচ পরিমাণে সেবন, অনুপান জল।

পাপ রোগান্তক রস।

যড়্‌গুণবলিজারিত মূর্চ্ছিত রস, বচ, পিঁপুল রুদ্রাক্ষ, মরিচ, সমানভাগ চূর্ণ করিয়া, তিন কুঁচ পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিবে।

পিত্তজ বসন্তের দাহাদিনাশক প্রলেপ।

শিরীষ বীজ, যজ্ঞডুমুরের ছাল, বাহরার বৃক্ষের ছাল, অশ্বত্থ ছাল, বটের ছাল, সমান

ভাগ ঘৃত দিয়া নেকড়ার উপর প্রলেপ দিয়া, তাহা শরীরে বসাইয়া দিবে।

বসন্ত পাকাইবার ও দাহ নষ্ট করিবার প্রলেপ।

টাবালেবুর দানা—যবের কাঁজি দিয়া বাটিয়া ঐরূপ প্রলেপ দিবে।

কেবল পদে দাহ হইলে চেলুনী জলে সর্ব্বদা পাদধৌত করিবেক।

বসন্ত পাকাইবার অবলেহ।

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, অম্ল-দাড়িম্বের বীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৩২ কুঁচ লইয়া, চারি তোলা পুরাতন গুড়ের সহিত অবলেহ করিবে।

এইরূপ কুলচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত অবলেহ

বসন্ত পাককালের পথ্যাপথ্য।

মাংসবর্দ্ধক দুগ্ধ ঘৃতাদি আহার করিবে। শরীর শুষ্ক হয় এমত দ্রব্য কদাচ ব্যবহার করিবে না।

বাতজ বসন্তের আরম্ভকালের পথ্য।

খই চূর্ণ সমান ভাগ চিনির সহিত শীতল জল দিয়া সেবন করিবে।

পলতা প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্যের যূষের সহিত ও কপোতের মাংসের যূষের সহিত ভোজন করিবে।

পিত্তজ বসন্তের পথ্য।

নিম, পলতা, মুগ, তিক্ত দ্রব্যের যূষ, পুরাতন তণ্ডুল, যব এবং লঘু ভোজন করিবে।

বসন্তরোগের অপথ্য।

স্ত্রীসেবা, স্বেদ, শ্রম, গুরুদ্রব্য ভোজন, তৈল, রৌদ্র. কটুদ্রব্য, অম্ল, কোদধান্যের অন্ন, দুষ্ট জল, দুষ্ট বায়ু, ক্রোধ, বিরুদ্ধ ভোজন* বিষমাশন † এবং সীম, বসন্তরোগী পরিত্যাগ করিবেক।

উদরে বেদনা, আধ্মান ‡ ও কম্প হইলে পথ্য।

হরিণাদি মাংসের যূষ অল্প সৈন্ধব লবণের সহিত অথবা অম্ল দাড়িমের সহিত পান করিবেক।

পীতবর্ণ শাল বৃক্ষের ছাল ১ তোলা, খদির-সার ১ তোলা—৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২ সের থাকিতে নামাইয়া, সেই জল পান করিবে, অন্য জল পান করিবে না। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী)

পোড়া ঘায়ে—হরিদ্রা পত্র অথবা তুলসী পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে মন্ত্রের ন্যায় কাজ করে।

হাড়মোড়ায়—পুঁই শাক অথবা শোনালুর পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বেশ উপকার হয়।

---

* দুগ্ধের সহিত মৎস্য প্রভৃতি ভোজন। † অধিক কিম্বা অল্প অথবা অকালে ভোজন।
‡ পেটফাঁপা।

* প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবহৃত।

সর্ব্বপ্রকার বেদনায়— জয়পালের পাতা, ফল ও ছাল একত্র মিলিত ২ তোলা, সরিষার তৈল ।৹ এক পোয়া একত্র ভাজিয়া লইবে, এই তৈল সর্ব্বপ্রকার বেদনায় প্রয়োগ করা যায়।

প্রস্রাব বন্ধে—চাঁপাফুলের পাতার রস ২ তোলা খাইলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

প্রদরে—অশোক ছাল ৫ তোলা, লালী গুড় ১ তোলা—৴১ সের জল দিয়া জ্বাল দিয়া ৴।৹ পোয়া থাকিতে নামাইয়া দুইবেলা সেব্য।

উপদংশে মলম—ভেড়ার লোম ভস্ম ।৹ আনা, শামুকের টাটকা চূর্ণ ॥৹ আনা, তুতিয়া ভস্ম ।৹ আনা, শত ধৌত গব্য ঘৃত ১ তোলা—একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

বৃশ্চিক দংশনে—আমড়া পাতার রস ও আমড়া উত্তমরূপে বাটিয়া দংশিত স্থলে প্রলেপ দিলে উত্তম ফল দৃষ্ট হয়।

বহু মূত্রে—পুরাতন কুল বীজ শাঁস ২টী ও শ্বেতচন্দন ১ তোলা—একত্র বাটিয়া খাইলে বহুমূত্রে বেশ ফল হয়।

হিক্কায়—হিং ঘৃতে ভাজিয়া এক টুকরা কাপড়ে পুঁটুলী বাঁধিয়া ঘন ঘন ঘ্রাণ লইলে প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়। অথবা হিক্কাগ্রস্থ রোগীর জিহ্বা টানিয়া বাহির করতঃ পুনরায় ছাড়িয়া দিলেও প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়।

প্লীহা রোগে—ঘুঘু পাখীর ডিম ১টী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই খাইলে প্লীহা রোগে বেশ কাজ করে।

রক্তাতিসারে—বেলছাল ৴৹ ছটাক, জায়ফল ৴৹ আনা, চিনি ॥৹ তোলা—একত্র বাটিয়া প্রাতঃকালে ও বৈকালে কুটরাজের ছাল সিদ্ধ জল ২ তোলা—মধু ও জিরাভাজার চূর্ণ সহ সেব্য।

পাঁচড়ায়—কটু তৈল ৴৴৹ পোয়া, রাই সর্ষপ ৴৹ ছটাক, পচা মানকচুর ডাঁটা ৴৹ ছটাক, গাঁজা ৴৹ আনা,—একত্র ভাজিয়া ঐ তৈল ব্যবহারে খোস পাঁচড়া প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

বসন্ত রোগের নিদান ও চিকিৎসা—স্বর্গীয় হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ কর্তৃক সঙ্কলিত। সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র কণ্ঠাভরণ। কয়েক বৎসর হইতে দেশে যেরূপ বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে এরূপ পুস্তকের প্রকাশ যত অধিক হয় ততই মঙ্গলের কথা। এই গ্রন্থের গ্রন্থকার অনেকগুলি প্রাচীন ও প্রামাণিক বৈদ্যক গ্রন্থ অবলম্বনে ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। বসন্ত রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা-বিধিসকল এই গ্রন্থে সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ পাঠে দেশবাসীর উপকার হইবে। আমরা স্থানান্তরে ঐ গ্রন্থ হইতে "বসন্তরোগের চিকিৎসা" উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিলং পাহাড়।—শ্রীরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। ৪০ নং গরাণহাটা

ষ্ট্রীট হইতে শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৵৹ টাকা। গ্রন্থকারের শিলং ভ্রমণ উপলক্ষে গল্পচ্ছলে এই পুস্তকখানি লিখিত। এ পুস্তক পাঠে অনেক দেশের নূতন তথ্য এবং অনেক পুরাতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপা সুন্দর এবং বাঁধান বেশ পরিপাটী। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

সত্য গ্রহ।—নন্দিনী সম্পাদক শ্রীআশুতোষ দাস গুপ্ত মহলানবিশ প্রণীত। মূল্য এক আনা। ভারতবাসী সত্যগ্রহীর দলকে উদ্দেশ করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত। গ্রন্থকার সত্যগ্রহীর দলপুষ্টির প্রশংসা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন ইহা ভারত সন্তানের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা,—না ইহা সময়োচিত হুজুগের জুয়ার মাত্র। বাস্তবিক সমগ্র ভারতবাসীর ইহা যে আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা নহে, ইহা তো সত্য কথা। যাহা মর্ম্মস্থল হইতে প্রকাশিত নহে তাহার জন্য বৃথা হুজুগে আত্মহারা হইয়া অশান্তিকে আলিঙ্গন করিবার কারণ কি? ভারতবাসীর প্রাণ চিরদিনই ধর্ম্ম বিজড়িত, সেইজন্য এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের মত আমরাও বলি ধর্ম্মোন্নতি দ্বারা শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় আমরা যতটা ধন্যমনা হইব, এই সত্য গ্রহের গড্ডলিকা প্রবাহে প্রধাবিত হইলে সেরূপ কখনই হইতে পারিব না. ইহার ভবিষ্যৎ ফলও যে শুভদ নহে, তাহাও সুনিশ্চিত। এ গ্রন্থে ভাষার ঝঙ্কার যথেষ্ট আছে। এ গ্রন্থের ভাবরাশি গ্রহণেও অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শিশু মৃত্যুর হিসাব—ইংলণ্ডে হাজার করা ৯১টি, বিহার ও উড়িষ্যায় হাজার করা ১৮০টি ও বঙ্গদেশে হাজার করা ১৮৫টি, শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সমগ্র ভারতের হিসাব করিলে উহার হার ২০৬। আমেরিকার শিশুমৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও কম। ফল কথা ভারতে ক্রমশঃ যেরূপ শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যান্য সভ্য দেশে সেইরূপ ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

শিশুর মৃত্যুর কারণ—ভারতীয় মহিলাদিগের স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবই ভারতে শিশু মৃত্যুর আধিক্যের কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। ভারতে সূতিকাগৃহের জঘন্য অবস্থাও ইহার একটা কারণ অনেকে বলেন কিন্তু সূতিকাগৃহের জঘন্য অবস্থা আগেও ছিল, এখনও আছে, তবে সেই সূতিকা গৃহের জঘন্য অবস্থার ভিতরও আগে যে প্রসূতি ও শিশুদিগের সেঁকতাপ গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল, এখন সেটা অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। অনেকে "পাঁচুঠাকুরে"র দোহাই দিয়া সেঁক তাপ গ্রহণ রহিত করিয়াছেন, অনেকে বা ইংরাজী অনুকরণে এ ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজের সূতিকা-

গৃহের ব্যবস্থা যে ভারতীয়দিগের অপেক্ষা অন্তরূপ—এটা আমরা ভাবিয়া দেখি না। ফলে যে সব সংসারে সেঁকতাপ গ্রহণের ব্যবস্থা এখনও উঠিয়া যায় নাই, সে সব সংসারে শিশুমৃত্যুর পরিমাণ অনেকটা কম বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শিশু মৃত্যুর আরও কারণ।—ভারতে বিশুদ্ধ গো দুগ্ধের অভাব শিশু-মৃত্যুর আর একটি কারণ। ভারতবাসী আগের মত এখন আর দুগ্ধ প্রিয় নহেন, শিশুপালন সম্বন্ধেও অনেক স্থলে ভারতবাসী এখন অনেকটা সেই ব্যবস্থা পালন করিয়া থাকেন। বিলাতী জমাট দুগ্ধ, মেলিন্সফুড প্রভৃতি এখন অনেক শিশুরই প্রধান খাদ্য। এই খাদ্যে শিশুর প্রাণ রক্ষা দুরূহ হইয়া পড়ে। আগে গাভীপালন ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল, তখন গাভী দুগ্ধের অভাব ছিল না, ভারতে শিশুমৃত্যুর আধিক্যও তখন এরূপ ছিল না। আমেরিকাবাসী এখন একথা বুঝিয়াছেন, আমেরিকায় গো পালন সম্বন্ধে বহু বিদ্যালয় আছে, সেইজন্য আমেরিকায় শিশুমৃত্যুর হার ইংলণ্ড অপেক্ষাও কম।

শিশুমৃত্যুর আরও কারণ নির্দ্দেশ।—শিশুমৃত্যুর আর একটি প্রধান কারণ, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই অপরিণত বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা। কিন্তু সমাজের গতিস্রোতে এ ব্যবস্থা রুদ্ধ করিবার যো নাই। শিশু মৃত্যুর হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে যত শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এমন আর কোনো দেশে নহে। বাঙ্গালী সমাজ যেরূপ কন্যাদায় পীড়িত—তাহার ফলে উপযুক্ত পাত্র পাত্রীর মিলন হওয়া প্রায়ই সম্ভবপর হয় না। কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বি-এ, এম-এ, বি-এস, সি, এম-এস, সি পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু পাত্র স্বাস্থ্যবান কি না, বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠের পীড়নে আয়ুষ্কাল স্বল্প ভোগের কারণ করিয়া তুলিয়াছেন কি না এবং তাঁহার স্বাস্থ্যহীন দেহে যে সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবি হইবে কি না—এ সকল বিষয় বিচার করিবার অবসর পাইলেন না। ফলে বাঙ্গালী সমাজে এখনকার দিনে অনেক ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী পুরুষের মিলন সংঘটিত হয়—তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার দিক দিয়া দেখিলে উপযুক্ত হয় না। কাজেই দুর্ব্বল পিতৃবীর্য্যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি সন্তান লাভের আশা কেমন করিয়া যায়? সকল দেশ অপেক্ষা বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যুর আধিক্যও এইজন্য।

কলিকাতায় বসন্ত।—কলিকাতায় বসন্ত রোগ প্রবল ভাবে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতি সপ্তাহেই এই রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সহর বাসীর এ সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর ঘোষণা।—কলিকাতার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী এই বসন্ত রোগ সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন যে,—"এইবার এই রোগে মহামারী হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সহরের উত্তরাংশেই এখন ইহার প্রকোপ দেখা যাইতেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এই মহামারী ১৯১৫ সালের মহামারী হইতেও ভীষণতর হইবে।"

স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীর আরও বক্তব্য।

—বসন্ত সম্বন্ধে স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয় আরও বলিয়াছেন,—"১৯১৫ সালে কলিকাতা সহরের দশ হাজার ব্যক্তি বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়, উহাদের মধ্যে আড়াই হাজার লোক মারা গিয়াছিল। এবার যদি সেই বৎসরের মতই ইহা ভীষণ ভাব ধারণ করে, তাহা হইলে ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হইবে এবং উহাদের মধ্যে সামান্য সংখক লোকই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থান পাইবে। এই রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সহর-বাসীর সকলেই টীকা গ্রহণ করুন। যাঁহারা একবার টীকা গ্রহণ করিয়াছেন,তাঁহারাও পুনরায় টীকা গ্রহণ করুন। টীকা লইবার পরে ক্রমশঃ উহার শক্তি কমিয়া আসে, এজন্য যাঁহারা ৫ বৎসর পূর্ব্বে টীকা লইয়াছেন, তাঁহারা আবার অবশ্য টীকা গ্রহণ করিবেন।" স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী মহাশয়ের প্রস্তাবমত সকলেরই টীকা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

বিজ্ঞানকংগ্রেস।— সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নাগপুরে বিজ্ঞান-কংগ্রেস আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে শতাধিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পঠিত হইবার কথা।

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধ।—

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রতিষেধের উপায় নির্ণয়ের জন্য গত ১৯১৯ সালে পারিস সহরের চিকিৎসক গণের সম্মিলনে এক মহা সভার অধিবেশন হয়, কিন্তু সে অধিবেশনে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, এই ব্যাধি সম্বন্ধে প্রয়োজন মত তথ্য সকল পাওয়া যাইতেছে না। ইহার এক বৎসর পরে এখন নাকি সেথানকার চিকিৎসকগণ গবেষণা করিবার অবসর পাইয়াছেন। সেই জন্য স্থির হইয়াছে, শীঘ্রই আর একটী মহা সভার অধিবেশন হইবে এবং সে অধিবেশনে ভারতবর্ষ হইতেও প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিবে।

সম্পাদক-কবিরাজ।—আমরা এক জন সাহিত্য সেবীকে এত দিন সংবাদ পত্রের সম্পাদক রূপেই দেখিয়া আসিতেছিলাম, সংপ্রতি কয়েক খানি সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে দেখিতেছি, তিনি কবিরাজী ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। শুভ!

সহরে মৃত্যুর হিসাব।—গত ১০ই জানুয়ারি যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে মোট ৮৯০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে বসন্তে মৃত্যুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ঐ সপ্তাহে বসন্তে মরিয়াছে ১২৪ জন।

নোয়াখালিতে ইনফ্লুয়েঞ্জা।—

নোয়াখালির সংবাদ পত্রে প্রকাশ, নোয়াখালি জেলার অনেক স্থানেই নাকি বহু লোক ইন্-ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিতেছে। বাঙ্গালা দেশ ক্রমে সকল রোগের আকর ভূমি হইতে চলিল।

শোক সংবাদ।—ভট্টপল্লীর অলঙ্কার, বরণীয় অধ্যাপক, আয়ুর্ব্বেদের পরম-ভক্ত মহাত্মা ৺শিবচন্দ্র সার্ব্ব ভৌম মহাশয় গত ২রা পৌষ বেলা ৮ টার সময়, সান্ধ্যাহ্নিক করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন! অতি সুন্দর, অতি বাঞ্ছনীয় মরণ! এতদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রাচীন ধারা শুকাইয়া গেল। ইনি জীবনে কখনও ডাক্তারী ঔষধ সেবন করেন নাই। চির দিন আয়ুর্ব্বেদের উপাসক ছিলেন।

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের-ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা।—৩৮খানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র-বিভূষিত ৩খণ্ডে চামড়ার বাঁধাই—চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালা ঃ—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ। মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২৷৷০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য ৷৷৵০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ৷৷০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণী ঃ—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১৷০

শ্যামারহস্য ৷৷৶০

তারারহস্য ৷৷০

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ৷৷০

যোগ শাস্ত্রমালা ঃ—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্ম-সংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্‌চক্র-ভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—৷৷০, পবনবিজয়স্বরোদয়—৷৷০, হঠযোগ প্রদীপিকা—৷৷০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালা ঃ—

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তম দাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১, বাঁধাই ১৷০।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধা ১৷৷০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধা ১৷০। শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৸০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।০, নারদসূত্রম্ ৵০ বৈরাগ্য-শতকম্ ৵০, হংসদূতম্ ৵০, পদাঙ্কদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞানতরঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ৷৷০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণী ঃ—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৵০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনূদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি ঃ—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা-হোম-যাগ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১৷০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্ব ঃ—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী-পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল্য ১৷০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতির চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সম্বলিত। বাঁধাই মূল্য ৷৷০ আট আনা।

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ৷৷০)

ধ্যানপ্রণামমালা ।৵০ ছয় আনা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঙ্গ্‌লার

খোকা খুকী

শিশুসাহিত্যে নূতন ধারা।

জীবন যুদ্ধে বাঙ্গালী পেছিয়ে পড়েছে। পরিধানে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, মনে আনন্দ নাই, শরীরে বল নাই,— বাঙ্গালী আজও ঘুম ঘোরে আচ্ছন্ন। এই বিজ্ঞানের যুগে নিত্য নূতন আবিষ্কারে বিশ্বময় একটা জাগ জাগ সাড়া পড়েছে কিন্তু বাঙ্গালী এখনও তেমনই উদাসীন। তা' হলে ত চল্‌বে না—আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে—পেছনের দিকে চাইব না, শুধু সাম্নের দিকে চেয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু আমাদের এ ঘুম ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে বেলা ত অনেক হবে—এ দুর্ব্বল দেহ তখন আর কত কাজ কর্‌বে? আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি আমাদের উপর নির্ভর কর্‌লে চল্‌বে না—

আমাদের নির্ভর কর্‌তে হবে আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা

বাঙ্গ্‌লার

খোকা খুকীর

উপর—

তা'দের এমন ভাবে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে যা'তে ভবিষ্যতে একটি দিনের জন্যও তা'দের বাঙ্গালী ব'লে অনুতাপ কর্‌তে না হয়— জগতের সাম্‌নে বাঙ্গালী ব'লে ঠিক সমানভাবে মাথা উঁচু করে থাক্‌তে পারে!

কি কর্‌লে তাদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তোলা যায় তা আমাদের দেখতে হবে, এবং কোথায় তাদের অভাব তা আমাদের ভাব্‌তে হবে।

বলুন্ দেখি বাঙ্গলার খোকাখুকীর জন্য

শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্

যে বিরাট আয়োজন করছেন তাহাতে আপনার এবং আমাদের স্বার্থ কি সমান নয়?

শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত
হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত।

তিব্বে-মসিহা
বা
সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ৵০ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা
বা
হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভরি কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান
বেগম বাহার ইসলামি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—গুণে বিশ্ববিজয়ী ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ। প্রত্যেক প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—মহিলা-কুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী-বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুসকী নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ আনা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় ২০০ খানি চিত্রে পরিশোভিত।

নিজে নিজে কবিরাজি শিখিবার ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার একমাত্র উপযুক্ত পুস্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদায় চিকিৎসা-গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজি-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক আটখণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে স্বাস্থ্যবিধি, নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা, মূত্র, ও শরীরের তাপপরীক্ষা, সকল প্রকার রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ পাচন ও ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি, পরিভাষা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধের শোধনপ্রণালী, ধাতু, উপধাতু ও রসসমূহের শোধন, জারণ ও মারণপ্রণালী, ঘৃত-তৈলাদির পাকবিধি, মকরধ্বজাদির যন্ত্রপাকের নিয়ম, সকলপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি, সর্পাঘাত ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসা, অগ্নিদাহ ও জলমজ্জন প্রভৃতির চিকিৎসাবিধি, বিবিধ মুষ্টিযোগ, শরীরতত্ত্ব শরীরযন্ত্রসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও তাহাদের প্রতিকৃতি; কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিবারণোপায়, এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ, প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেই এই পুস্তক অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বুঝাইবার জন্য প্রয়োজনস্থলে অতি সুস্পষ্ট চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আড়াই হাজার পৃষ্ঠারও অধিক। ঘরে বসিয়া কেবল এই পুস্তকের সাহায্যে অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও সাধারণ রোগসমূহের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করিতে পারেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয়ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাকমাশুলাদি খরচ ৸০ আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেন কবিরাজ।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

মেহ, গণোরিয়া, শুক্রতারল্য, প্রভৃতি পীড়ায় যাঁহাদিগের শরীরের বল; বীর্য্য ও উৎসাহ উদ্যম, স্বাস্থ্য ও শক্তি এবং মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হইয়াছে (রেজী-নাস ঔষধ) তাঁহাদিগের পক্ষে পরম বন্ধু ও দেবতার আশীর্ব্বাদ তুল্য। ইহা স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, সকলেই সকল সময়ে ব্যবহার করিতে পারেন। মূল্য ১৲ টাকা ডজন ১০৲ টাকা।

এসেন্স অফ্ চিরেতা।

চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক। সকল প্রকার জ্বরের পর ব্যবহৃত হইতে পারে। কুইনান সেবনের পর কিছুদিন নিয়ম করিয়া চিরেতার সার পান করিলে কুইনাইন জনিত দোষ সকল দূর হইয়া শরীরে বল হয় এবং সহসা ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা সেবন করিলে ব্রণ ও ক্রিমি জন্মিতে পারে না। চক্ষু ও হস্ত পদাদির জ্বালা গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়। মূল্য ৪ আঃ শিশি ৸০ বার আনা।

একষ্ট্রাক্ট গুলঞ্চ লিকুইড কোং।

গুলঞ্চ প্রভৃতির তরল সার। আয়ুর্ব্বেদ মতে গুলঞ্চের গুণ প্রমেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদরোগ নাশক। মূল্য ৬ আঃ শিশি ১৲ এক টাকা।

লক্ষাধিক প্রশংসাপত্র এযাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। কয়েকখানির অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ পিঃ শ্রীলাল, আই, সি, এস, গাজিপুর হইতে লিখিয়াছেন:—"আপনাদিগের কারখানার ঔষধগুলি অতিশয় ফলপ্রদ। ১ শিশি ঔষধ অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায় সত্বর পাঠাইবেন।

ডিষ্ট্রিক্ট জজ রায় বাহাদুর পণ্ডিত গিরিজাকিশোর দত্ত, আগ্রা হইতে দয়া করিয়া লিখিয়াছেন—আপনাদিগের কারখানার প্রস্তুত পরম উপকারী...... ঔষধ ২ শিশি সত্বর পাঠাইবেন।"

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রধান ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

রাণাঘাট কেমিক্যাল ওয়ার্কস, রাণাঘাট বেঙ্গল।

কলিকাতা গভর্ণমেন্ট মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত বেঙ্গল শটি-ফুড।

সাগু, বার্লী, এরারুট ও বিদেশীয় খাদ্যের ন্যায় এই অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় বেঙ্গল শটী-ফুড বিশেষ উপকারী। আদি, অকৃত্রিম এবং গভর্ণমেন্ট হইতে রেজীষ্টারী করা।—

ইহা কৃমি, অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক, লঘু পথ্য ও পুষ্টিকারিতায় অদ্বিতীয়। প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজগণের দ্বারা প্রশংসিত।

১। বাঙ্গালার সিভিল হস্পিটাল বিভাগের ইন্‌সপেক্টর জেনারেল,

২। ডাঃ সি, ব্লন্টেন, এম্, ডি, ডি পিএচ্, ৩। মেজের আর্, এফ্ উইলশন, আই' এম্, এস্,

৪। সমগ্র ভারত খাদ্য প্রদর্শনী এই বেঙ্গল শটী-ফুড সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা সাগু, বার্লী ও এরারুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে

যে সকল শিশু বা রোগী দুগ্ধ কিম্বা অন্য কোন খাদ্য সহজে জীর্ণ করিতে পারে না তাহাদিগকে বেঙ্গল শটী ফুড দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিয়া সেবন করাইলে সহজে পরিপাক হইবে এবং ইহাতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে।

ব্যবহারের নিয়ম—এক ভাগ এই খাদ্য ও উহার ১৬গুণ দুগ্ধ কিম্বা জল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মৃণ্ময় বা এনামেল বা এলিউমিনিয়াম পাত্রে ১০ মিনিট কাল পাক করিবে এবং পাক শেষ হইবার ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে মিছরির গুঁড়া বা বিশুদ্ধ চিনি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে। যদি শিশু বা রোগীর ভেদ তরল হয়, তাহা হইলে গাঢ় পাক বিধেয় অর্থাৎ ১০ মিনিটের স্থানে ১৫ মিনিট ধরিয়া পাক করিবে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আফিস ১১৩।৭১৪ নং খোংরাপটী। কলিকাতা, কারখানা—বরাহনগর ২৪ পরগণা।

শ্রীঅমূল্যধন পাল, জেনারেল মার্চেন্ট।

সকল প্রকার ঘায়ে তেল পড়া।

শরীরে যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন, এই দৈব 'তেল পড়ায়' অতি সত্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ পোড়া ঘায়ে ইহাতে ২।৩ দিনে উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা দৈব প্রাপ্ত, ইহা ব্যবহারে অসংখ্য অসংখ্য ক্ষতগ্রস্থ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রোগীর নাম ও গোত্র লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

মূল্য ১ শিশি ১।০ মাশুল ।৵০।

শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দেবী।

হরিপুর—সেন বাড়ী।

হরিপুর পোঃ—(নদীয়া)।

সোনার শাঁখা।

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত ও বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনায় বাঁধান শাঁখা

সুন্দর গঠন চমৎকার পালিস দীর্ঘকাল ব্যবহারোপযোগী মজবুত।

কলিকাতা ১৯১৮-১৯ সালের শিল্প প্রদর্শনী হইতে প্রেসিডেন্ট কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, বাহাদুর প্রদত্ত প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

সোনা ২৬৲ টাকা ভরি হিসাবে শাঁখার মূল্য :—
সোনার দর অনুসারে শাঁখার মূল্য কম হইবে।

	হস্তিদন্তের উপর প্রমাণ	ছোট	তামার উপর প্রমাণ	ছোট
আট আনা ওজন সোনায় প্রস্তুত	২২৲	—	১৮৲	—
ছয় আনা „ „ „	১৭৸০	—	১৪।০	—
চারি আনা „ „ „	১৩॥০	১২৲	১০৸০	১০৲
তিন আনা „ „ „	—	৯৸০	—	৮।০

পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হয়; মাশুলাদি ১ জোড়া ।৵০ আনা, তিন জোড়া ॥০ আনা। প্রত্যেক শাঁখার সহিত সোনার ওজন, দর, মজুরী ও মূল্যাদি সম্বলিত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। ১৫ দিবস মধ্যে শাঁখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, তাহাও গ্যারাণ্টিপত্রে উল্লেখ থাকে। শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া অর্ডার দিবেন।

প্রমাণ শাঁখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চি আধ সুত, (৮ সুতে ১ ইঞ্চি)। কিছু জানিবার থাকিলে পত্র লিখিবেন।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্;

হেড্ আফিস—৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্রাঞ্চ—খুলনা।

Teli—Address.
"Duble :—Calcutta."

Phone No.
2919.

এস্, এন্, ভট্টাচার্য্য।

৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটি কথা ঃ—বাঙ্গালীর এত অল্প বয়সে শরীর খারাপ হইয়া যায় কেন? তাহার আর কিছুই কারণ নয়, শুধু ব্যয়ামের অভাব। অনেক পিতা মাতা ইহা যে বিবেচনার বিষয় বলিয়া মনেই করেন না। একটি ফুটবল কিনিয়া দিলে ৩০।৩৫টি ছেলে অনেক দিন খেলা করিতে পারে। এই খেলার আস্বাদন পাইলে তাহারা আর বেপথে যাইবে না, শরীর সুস্থ ও সবল, সুতরাং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ ও স্মরণ শক্তি প্রবল হইবে। ছেলেদের যদি শরীর ভাল করিবার সুযোগ এ সময়ে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি সাংসার চক্রে পড়িয়া পরে তাহারা আর কখনও শরীর বলশালী করিতে পারিবে?

আমাদের নিকট উৎকৃষ্ট ফুটবল সুলভে পাইবেন। মূল্য ১নং ১৸০ ২নং ২৷৷০ ৩নং ৩নং ২৸৵০ ও ৩৷০ ৪নং ৩৸০ ও ৪৷৷০ ৫নং ৫৷৷০, ৬৷৷০ ভাল ৭৷৷০ শুধু পাম্প ১৷৷০, ২৲, ২৷৷০ শুধু ব্লাডার ১নং ৸৵০ ২নং ১৵০ ৩নং ১৷৵০ ৪নং ১৸০ ৫নং ২৲।

সকল রকম বাইসাইকেল ও তাহার সরঞ্জাম খুব সুবিধা মূল্যে পাইবেন। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সমস্ত সেগুণ কাঠ, ভাল পালিশ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমেরিকান রীড দেওয়ার দরুণ আওয়াজ অত্যন্ত মিষ্ট। সিঙ্গেল্ রীড তিন অক্টেভ সি হইতে সি পর্য্যন্ত ১৮৲ ২০৲ ২৫৲ ৩০৲ ডবল রীড ২৮৲ ৩০৲ ৩৫৲ ৪০৲ ৪৫৲।

আমাদের নিকট গানের কল ও শেলাইএর কল পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন!

'বঙ্গদর্শন' নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই 'বঙ্গদর্শন' পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি।

চারি বৎসরের চারি খণ্ড 'বঙ্গদর্শন'

আমরা প্রকাশ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নিতান্ত দুর্লভ ও সাধারণের অনধিগম্য। এক সেট সম্পূর্ণ 'বঙ্গদর্শন' যদি বা পাওয়া যায়, তাহাও ১৫০ দেড় শত, ২০০, দুই শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয় জন 'বঙ্গদর্শন' চোখে দেখিয়াছেন? সাহিত্যের যে মন্দাকিনী-ধারায় বাঙ্গালা নবজীবনে সঞ্জীবিত, 'বঙ্গদর্শন' যে তাহার গঙ্গোত্রী, তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে? সেই 'বঙ্গদর্শন' আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ

'সাহিত্যে'র গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। এত অল্প—নামমাত্র মূল্যও তাঁহাদের জন্য। কিন্তু কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কালে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাপিব না। গত ত্রিশ বৎসর যাঁহাদের অনুগ্রহ পাইয়াছি, সাহিত্যের গ্রাহকগণকেই সর্ব্বপ্রথমে 'বঙ্গদর্শন' হস্তগত করিবার সুযোগদানে আমরা বাধ্য। এই জন্য, তাঁহাদের পক্ষে—

প্রথম বৎসর মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না—'সাহিত্যে'র সেই 'বঙ্গদর্শন' গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে যে যে অক্ষরে, যে ভাবে ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ ইহা—

FAC-SIMILE সংস্করণ।

যাঁহারা চৈত্র মাসের মধ্যে 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার সাহিত্য।

২১। রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

মাঘের সূচী।

বিরাট ভৈষজ্য ভাণ্ডার।

হাকিমী কবিরাজী ও বেনেতি মসলার বিস্তৃত আড়ত। আমি নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া খাঁটি মৃগনাভী, মকরধ্বজ, মুক্তা ও বেনেতি মসলা পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করি। মফঃস্বলের প্রধান প্রধান দোকানদার ও কবিরাজগণের যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। আমাদের এখানে কৃত্রিম দ্রব্য বা ওজন কম পাইবার আশঙ্কা নাই। অর্ডার পাঠাইলে যাবতীয় দ্রব্য ভিঃ পিতে পাঠাই।

শ্রীহরিদাস পাল ১৭২ নং কটন ষ্ট্রীট
বড়বাজার কলিকাতা।

কর্ম্ম খালি।

আরা সহরে "কুমার দেবেন্দ্র প্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয়ে"র জন্য একজন বিচক্ষণ কবিরাজের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১০০৲ এক শত টাকা। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস্—৭৫০ নং বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—এই ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

কেরাণীর আবশ্যক।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ এক জন কর্ম্মঠ কেরাণীর আবশ্যক। মাসিক বেতন ২৫৲ হইতে ৩০৲। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ এম-বি—প্রিন্সিপ্যাল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সোনার শাঁখা।

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত ও বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনায় বাঁধান শাঁখা

সুন্দর গঠন চমৎকার পালিস দীর্ঘকাল ব্যবহারোপযোগী মজবুত।

কলিকাতা ১৯১৮-১৯ সালের শিল্প প্রদর্শনী হইতে প্রেসিডেন্ট কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, বাহাদুর প্রদত্ত প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

সোনা ২৬৲ টাকা ভরি হিসাবে শাঁখার মূল্য :—
সোনার দর অনুসারে শাঁখার মূল্য কম হইবে।

	হস্তিদন্তের উপর প্রমাণ	ছোট	তামার উপর প্রমাণ	ছোট
আট আনা ওজন সোনায় প্রস্তুত	২২৲	—	১৮৲	—
ছয় আনা " " "	১৭৸০	—	১৪।০	—
চারি আনা " " "	১৩॥০	১২৲	১০॥০	১০৲
তিন আনা " " "	—	৯৸০	—	৮০

পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হয়; মাশুলাদি ১ জোড়া ।৵০ আনা, তিন জোড়া ॥০ আনা। প্রত্যেক শাঁখার সহিত সোনার ওজন, দর, মজুরী ও মূল্যাদি সম্বলিত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। ১৫ দিবস মধ্যে শাঁখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, তাহাও গ্যারাণ্টিপত্রে উল্লেখ থাকে। শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া অর্ডার দিবেন।

প্রমাণ শাঁখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চি আধ সুত, (৮ সুতে ১ ইঞ্চি)। কিছু জানিবার থাকিলে পত্র লিখিবেন।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্;

হেড আফিস—৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ব্রাঞ্চ—খুলনা

শিশু সাহিত্য ২০শে ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে—

১। বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে

—রায় সাহেব দীনেশ চন্দ্র সেন বি-এ।

২। সাঝের ভোগ

—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার মিত্র,
বি, এস্ সি (গ্লাসগো) এম্, আর,
ম্যান, আই (লণ্ডন)।

৩। কিশোরী—

শ্রীযুক্ত বিজয় রত্ন মজুমদার।

৪। রোমের গল্প

৫। আবার বলো

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

শিশির পাব্লিশিং হাউস্, কলেজষ্ট্রীট
মার্কেট, কলিকাতা।

D. BOSE & Co
43/1, DHURAMTOLLAH STREET, CALCUTTA.
BOY'S FOOTBALL.
Guaranteed to be the Finest Quality of Boy's Football that can be produced, all Eight panel Capless.
"THE ETON."
Rs. A.
Eaton complete No. 4 5 8
" " 3 4 8
" " 2 3 8
" " 1 2 8
ETON
Rs. A.
Case only No. 4 4 4
" " " 3 3
" " " 2 2 8
" " " 1 1 14
OUR OWN MAKE CRICKET BATS.
Rs. As
Men's size Tripple Spring needs no recommendation once a use, always use 10 8
Double Springs Searound Blades 7 8
Single Springs 6 8
All Cane 4 8
OUR OWN MAKE CRICKET BALLS.
Rs. As.
The University ... 3 0
The Battalion ... 2 8
The Cannon ... 2 0
Rs. As.
The Military 1 8
The Scorer 1 4
The Game 1 0
BOY'S BALLS.
The Eton Selected ... Rs. 1 4
Eton ordinary ... As. 12
COMPOUND BLLS.
BATES
Rs. As.
Wyvern 1 8
Crescent 1 0
BUSSEYS
Rs. As.
Polloid 2 0
Rival 1 4
FOR BOYS CRESCENT
As.
Youths' 12
2⅝ 7
2½ 6
2¼ 5
2 3
BADMINTON
RACKETS.
THE CANNON selected white ash, highly finished, extra special quality Red an White Gut with two central strings. Strongly recommended, Rs. 2-12.
YELLOW WOOD frame octagon shape handle central strung. A perfect racket the materials, workmanship and finish, are all of the very finest, Re. 1-12.
White wood Double Centre Main ... ... Rs. 1 8
Yellow wood ordinary ... ... " 1 0
Do. do. superior quality ... ... " 1 4

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট-হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের-ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র-বিভূষিত ৩খণ্ডে চামড়ার বাঁধাই – চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১৷৷০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালা :—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ। মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২৷৷০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য ৷৷৵০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ৷৷০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণী :—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১৷০

শ্যামারহস্য ৷৷৵০

তারারহস্য ৷৷০

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ৷৷০

যোগ শাস্ত্রমালা :—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্ম-সংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্‌চক্র-ভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—৷৷০, পবনবিজয়স্বরোদয়—৷৷০, হঠযোগ প্রদীপিকা—৷৷০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালা :—

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ৷৷০)

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তম দাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১, বাঁধাই ১৷০।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধা ১৷৷০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধা ১৷০।

শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৸০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ৷০, নারদসূত্রম্ ৵০ বৈরাগ্য-শতকম্ ৵০, হংসদূতম্ ৵০, পদাঙ্কদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ৷০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞানতর-ঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ৷৷০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণী :—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৵০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনূদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি :—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা-হোম-যাগ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১৷০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্ব :—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী-পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল্য ১৷০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২৷০ দুই টাকা চারি আনা

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতির চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সমন্বিত। বাঁধাই মূল্য ৷৷০ আট আনা।

ধ্যানপ্রণামমালা ।৵০ ছয় আনা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(গ্রাহক সম্বন্ধে)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৶৹ সকলকেই অগ্রিম দিতে হয়। গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সে পত্রের কোন কার্য্যই হয় না। আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, সুতরাং যে সময়ই ইহার গ্রাহক হউন, আশ্বিন হইতে সকলকেই কাগজ লইতে হইবে। কেহ কোনো সংখ্যা 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য মূল্য দিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতি মাসের ২রা তারিখের পূর্ব্বে সে পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

(বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে)

এক বৎসরের চুক্তি করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদের জন্য ভিতরের সাধারণ ১ পৃষ্ঠার মাসিক মূল্য ৮৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৪॥৹ সিকি পৃষ্ঠা ২॥৹ টাকা। ২॥৹ টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। কভারে বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরে চুক্তিতে কভারের ২য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১১৲ কভারের ৩য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১০৲ এবং কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১২৲ টাকা। রিডিং ম্যাটার বা প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে মাসিক চার্য্য ১০৲। সূচীর উপরের ও নীচের স্থানের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৬৲ টাকা বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকাকড়ি এবং পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যা-গুলিই আছে, কেবল ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটী নাই, কিন্তু ইহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। দুই বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ এখনো ৩৲ টাকায় দেওয়া যায়, মাশুল।৶৹। ৩য় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিন্ন সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের মূল্য ২॥৹ মাশুল।৶৹ সত্বর সম্পাদকের নামে পত্র লিখুন বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা—

উপাসনা।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস্

সাময়িক সমস্যার বিশদ্ আলোচনা, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যসমালোচনা ও মাসিক সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সমূহের সার সঙ্কলন এবং মৌলিক গল্প কবিতা প্রবন্ধাদিতে উপাসনা সজ্জিত করা হয়। নূতন ধরণের নাটক ও প্রবন্ধাদি পঞ্চামৃত, বিশ্ববাণী, পল্লীবার্ত্তা প্রভৃতি উপাসনার বিশেষত্ব। দেশের ও দশের অবস্থা বুঝিয়া জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেশের ও দশের সেবায় আমরা ব্রতী হইয়াছি সেই জন্যই উপাসনার মূল্য অতি সুলভ,—ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র। নমুনার মূল্য মাশুলসহ।৶৹ আনা।

ম্যানেজার—উপাসনা

কায়স্থ-সমাজ।

সমাজের বহুবিধ সংস্কার সাধনাভিলাষে 'কায়স্থ সমাজ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সামাজিক-পত্রের মধ্যে এরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র অদ্যাবধি আর প্রকাশিত হয় নাই। এই মাসিকে যেমন সমাজ বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ থাকে, সেই প্রকার সাহিত্য, ইতি-হাস, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়েও অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। কখনই জাতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। দিন দিনই পত্রিকাখানি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এ নিমিত্ত আমরা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী, জাতির কল্যাণকামী, সাহিত্যসেবী, ধর্ম্মপিপাসু মহোদয়গণকে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ২॥৹ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি। ডিমাই ৮ পেজী, ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যায় থাকে। নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ভ্যালুপেয়বলে প্রেরিত হয়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক "কায়স্থ-সমাজ"

স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা

এই স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারের রক্ত দূষিত হউক না কেন পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶৹ আনা। ৩ শিশি ২॥৹ টাকা, মাশুল ৸৹ আনা ৬ শিশি ৪॥৹ টাকা মাশুল ১৷৹ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনা রাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। যাহাদের ইচ্ছা হইলেও ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় না, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, শিরা সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এই তৈল মালিশ মাত্রেই সবল সতেজ ও সুদৃঢ় হইবে। সুস্থ অবস্থায় মালিশ করিলে দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়, মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা, মাঃ ।৶৹ আনা, তিন শিশি ২॥৹, মাঃ ৸৹ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রি বেলায় আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যা বেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবে। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্তি পাইবেন। ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে; একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছানুরূপ সফলতা ও তৃপ্তি অনুভব হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্যের মহৌষধ। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৹ আনা, তিন কৌটা ২৲ মাশুল ।৶৹ একসের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

১৪৪।১নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা

পৃথিবীর শ্বাসারি সর্ব্বস্থানে পরিচিত

(হাঁপানি কাসির একমাত্র মহৌষধ।)

লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত।

আমাদের এই "শ্বাসারির" অদ্ভুত উপকারিতার বলে ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশেও ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কতিপয় ইউরোপবাসী আমাদের এইশ্বাসারি ব্যবহারে আশাতীত ফল পাইয়া এই ঔষধের বহুলপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আশাকরি শ্বাসারি এক শিশিমাত্র পরীক্ষা করিয়া আমাদের কথায় যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবেন। ইহা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নহে।

অতিমাত্র স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হাঁপানি কাসির মহৌষধ জগতে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

যাঁহারা হাঁপানিকাসি শিবের অসাধ্য রোগ জানিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত আছেন, অথবা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উপকার না পাইয়া হতাশ এবং চিকিৎসকের উপর বিশ্বাসশূন্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের নিকটে সানুনয় নিবেদন, যেন তাঁহারা আমাদের এই "শ্বাসারি" এক শিশি ব্যবহার করেন—অবশ্যই উপকার পাইবেন।

হাঁপানি রোগীগণ যাঁহারা এক শিশি শ্বাসারি একবার পরীক্ষা করিতে উপেক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে বাধ্য, নিশ্চয়ই তাঁহাদের রোগের ভোগ শেষ হয় নাই।

হাঁপানিকাসি বা শ্বাসকাস যদিও আশু প্রাণনাশক নহে, তথাপি ইহা যেরূপ কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ, তাহাতে ইহাদ্বারা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই;

যখন রোগী শয্যায় শয়ন করিতে, সুস্থভাবে বসিতে বা নড়াচড়া করিতে পারে না, কেবল-মাত্র সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া সাঁই সাঁই শব্দে হাঁপাইতে থাকে; বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ বা বুক পিঠ যাটিয়া ধরে; যখন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট অনুভব করে, তখন আমাদের এই শ্বাসারি এক মাত্রা সেবন করিলে সকল উপসর্গ নিবারিত ও হাঁপানির টান বন্ধ হইয়া রোগী সুস্থতা লাভ করিবে। রোগী যখন কাসিতে কাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং উর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্ত লোচনে বিকৃতভাবে ইতস্ততঃ দর্শন করিতে থাকে অথবা যখন উর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হইয়া অধঃশ্বাস রুদ্ধ হয় বলিয়া রোগী গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সেই সময়ে এই মহৌষধ দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই মাত্রা সেবন করিলেই রোগী উঠিয়া বসিবে, পূর্ব্বে যে পীড়া হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।

শ্বাসারি সেবনে—

শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না, কাসিতে কাসিতে আর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ যাটিয়া ধরা, পেট ফাঁপা ও মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ীকাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে শ্লেষ্মা বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনেই কমিয়া যাইবে। মূল্য ১৲

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্ম-কবিভূষণের ঔষধালয়।

৫৯ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—সাহাপুর, বেহালা পোঃ আঃ, ২৪শ পরগণা।

চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত

শাস্ত্রোক্ত ঔষধাবলী।

শঙ্খবটী চক্রিকা—অম্লপিত্ত, অম্লশূল ও পেটব্যথা (Colic) প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ঔষধ,—ইহা সোডা ও যোয়ানের বিলাতী চাকৃতির ন্যায় নহে—২০টী চক্রিকা পূর্ণ এক শিশি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৶০ চৌদ্দ আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর চক্রিকা—সকল প্রকার অতীসার (Diarrhœa) উদরাময় প্রভৃতির নির্দ্দোষ মহৌষধ। মূল্য—২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

ভাস্কর লবণ চক্রিকা—পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ। মূল্য ২০টী ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৶০ চৌদ্দ আনা।

সুদর্শন চূর্ণ চক্রিকা—নূতন ও পুরাতন জ্বরের শাস্ত্রোক্ত মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় কার্য্যকারী কিন্তু জ্বরে বিজ্বরে খাওয়া যায়। সর্ব্বথা কুইনাইন বর্জ্জিত মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

তালিশাদি চূর্ণ চক্রিকা—কাসির জন্য সর্ব্বদা মুখে রাখিবার মহোপকারী শাস্ত্রীয় ঔষধ। ২০টী ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৶০ চৌদ্দ আনা।

মধুর বিরেচন চক্রিকা—সুখসেব্য সুগন্ধি সুস্বাদু নির্দ্দোষ জোলাপের ঔষধ—রাত্রে একটী বা দুইটী খাইলে প্রাতে সুন্দর কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। মূল্য—২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

ক্রিমিঘ্ন চক্রিকা—সর্ব্ব প্রকার ক্রিমিরোগনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একটী বা দুইটী জল সহ সেবনীয়। মূল্য—১২টী—॥০ আট আনা। তিন শিশি ১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

টঙ্কণাদি চক্রিকা—বীজাণুনাশক নির্দ্দোষ মহৌষধ। একটী বা দুইটী জলে ফেলিয়া সেই জল সকল প্রকার ক্ষতে এবং চক্ষুরোগে ও কর্ণরোগে ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার জলের পটী প্রয়োগে ক্ষত ও ফুলা নিবারিত হয়। মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ এক টাকা এক আনা।

মাশুলাদি—এক শিশি হইতে তিন শিশি পর্য্যন্ত ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত ঔষধের বিশেষ গুণ এই যে—অল্পমাত্রায় সমধিক ফলপ্রদ হয় ও ঔষধগুলি সহজে নষ্ট হয় না। আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক ঔষধই

আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক—

রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের

আরোগ্য-নিকেতন

১১।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত কতকগুলি শাস্ত্রীয় ঔষধ।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন,
ষড়্গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত

মকরধ্বজ।

অনুপান-বিশেষের সহিত এই মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দুর সেবন করিলে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ-জটিল রোগ অতি ত্বরায় সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা মেধা ও কান্তিবর্দ্ধক এবং অগ্নি উদ্দীপক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। শিশুদিগের এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত রোগ এবং প্রসূতিদিগের প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা ত্বরায় বিদূরিত হয়। সর্ব্বপ্রকার শক্তি-বর্দ্ধন করিতে ইহা অদ্ভুত ক্ষমতাশীল। ৭ পুরিয়া ১।৷৹ টাকা। এক ভরি ২৪৲ টাকা। সিকি ভরি ৬৲ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—এক ভরি ৮০৲ টাকা। মাশুলাদি।৵৹ আনা।

বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃত।

শরীর পুষ্টি করিতে হইলে "বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত" যেরূপ হিতকর, আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে সেরূপ আর একটি ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বা রোগ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ঘৃত-সেবন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহা সেবনে অগ্নি, বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের কান্তি, মনের প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের বলবত্তা সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা বাতব্যাধি, উন্মাদ, নষ্টশুক্র ও নষ্টার্ত্তব প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতি-ষেধক। একমাসের মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গলার্থে দেবাদিদেব মহাদেব এই শাস্ত্রীয় মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুক্র, তেজ ও বল বৃদ্ধি হইয়া চিরস্বাস্থ্যকর দীর্ঘ-জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতির নিবারক ও স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। ইহা সেবনের অল্পক্ষণ পরে মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ৭ মাত্রায় মূল্য ১৲ টাকা। একত্র ১ মাসের লইলে ৩৲ টাকা। মাশুলাদি।৵৹ আনা। ৴১ সেরের মূল্য ৮৲ টাকা।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।

নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সদ্যঃফলপ্রদ মহৌষধ। ১ দিন মাত্র সেবনে নূতন মেহ রোগের অসহ্য জ্বালা নিবারিত হয়। জীর্ণ জটিল প্রমেহে ১ সপ্তাহে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ক্রিয়া হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগোপাল তৈল।

এই তৈল ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক, স্ত্রীদিগের গর্ভসংস্থাপক, বাতব্যাধি বিনাশক, এবং শুক্র ও বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। এই তৈল ব্যবহারে বৃদ্ধব্যক্তিও যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন। যথা আয়ুর্ব্বেদে—

স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণ তৈলস্যাস্যনিষেবনাৎ।
লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মাদানাং শতং জয়েৎ॥

অর্দ্ধ পোয়ার মূল্য ৫৲; ভিঃ পিঃতে ৫।৷৹ টাকা।

অন্যান্য সকল প্রকার ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে ব্যবস্থা এবং আদেশ থাকিলে ভিঃ পিঃতে ঔষধ পাঠান যায়।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত—ম্যানেজার।

Teli—Address.
"Duble :—Calcutta."

Phone No.
2919.

এস্, এন্, ভট্টাচার্য্য।

৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটি কথা :—বাঙ্গালীর এত অল্প বয়সে শরীর খারাপ হইয়া যায় কেন? তাহার আর কিছুই কারণ নয়, শুধু ব্যয়ামের অভাব। অনেক পিতা মাতা ইহা যে বিবেচনার বিষয় বলিয়া মনেই করেন না। একটি ফুটবল কিনিয়া দিলে ৩০।৩৫টি ছেলে অনেক দিন খেলা করিতে পারে। এই খেলার আস্বাদন পাইলে তাহারা আর বেপথে যাইবে না, শরীর সুস্থ ও সবল, সুতরাং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ ও স্মরণ শক্তি প্রবল হইবে। ছেলেদের যদি শরীর ভাল করিবার সুযোগ এ সময়ে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি সাংসার চক্রে পড়িয়া পরে তাহারা আর কখনও শরীর বলশালী করিতে পারিবে?

আমাদের নিকট উৎকৃষ্ট ফুটবল সুলভে পাইবেন। মূল্য ১নং ১৸০ ২নং ২॥০ ৩নং ৩নং ২৸৵০ ও ৩।০ ৪নং ৩৸০ ও ৪॥০ ৫নং ৫॥০, ৬॥০ ভাল ৭॥০ শুধু পাম্প ১॥০, ২৲, ২॥০ শুধু ব্লাডার ১নং ৸৵০ ২নং ১৵০ ৩নং ১।৵০ ৪নং ১৸ ৫নং ২৲।

সকল রকম বাইসাইকেল ও তাহার সরঞ্জাম খুব সুবিধা মূল্যে পাইবেন। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সমস্ত সেগুণ কাঠ, ভাল পালিশ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমেরিকান রীড দেওয়ার দরুণ আওয়াজ অত্যন্ত মিষ্ট। সিঙ্গেল্ রীড তিন অক্টেভ সি হইতে সি পর্য্যন্ত ১৮৲ ২০৲ ২৫৲ ৩০৲ ডবল রীড ২৮৲ ৩০৲ ৩৫৲ ৪০৲ ৪৫৲।

আমাদের নিকট গানের কল ও শেলাইএর কল পাইবেন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—মাঘ। | ৫ম সংখ্যা।

শারীর বিজ্ঞা।

—:*:—

[শারীর পরিচয়]

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল,এম,এস)

শারীর ও মানস উভয়বিধ রোগ প্রধানতঃ শরীরকে আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন বা প্রকাশিত হয় এবং উভয়বিধ রোগে শরীরই চিকিৎসার প্রধান ক্ষেত্র। সুতরাং চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে শরীরের উপাদান, গঠন প্রণালী, শরীরস্থ বিবিধ যন্ত্রের আকৃতি-প্রকৃতি এবং ক্রিয়াদির বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। একটি ঘড়ি মেরামত করিতে হইলে যেমন ঘড়ি কি উপায়ে চলে, উহাতে কিরূপ কতগুলি চাকা আছে, কোন্ চাকা কাহার সহিত সংলগ্ন, কোন্ চাকা কিরূপে কোন্ দিকে কার্য্য করে, কি কারণে ঘড়ি দ্রুতভাবে বা মন্দভাবে চলে—ইত্যাদি সমস্ত সূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ শরীরের চিকিৎসা করিতে হইলে শরীরের গঠন ও আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে সমস্ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক। ঘড়ির সমস্ত সূক্ষ্ম অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে যেমন তাহার যেখানে যে বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং বুঝিয়া আবশ্যক মত মেরামত করিতে পারা যায়, সেইরূপ শরীরের সমস্ত আভ্যন্তরিক ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অসুস্থ শরীরে কোথায় কি বিকৃতি ঘটিয়াছে তাহা বুঝিয়া চিকিৎসা করিতে পারা যায়।

প্রাণিমাত্রেরই প্রাণ শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। শরীর ও শারীরিক যন্ত্রাদির সহিত প্রাণের আধার আধেয় সম্বন্ধ। উহাদের উৎকর্ষ, স্বাভাবিক ক্রিয়া

এবং অপকর্ষ বা ক্রিয়াবৈষম্য যথাক্রমে দীর্ঘ আয়ু, মধ্যম আয়ু এবং অল্প আয়ুর কারণ হইয়া থাকে। চরক-সংহিতায় কথিত হইয়াছে:— "শরীরবিচয় অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শরীরের হিতের জন্য চিকিৎসকের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য—ইহা চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গ। কারণ, শরীর-তত্ত্বে জ্ঞান জন্মিলে শরীরের কিসে হিত হয়, সে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। এই জন্য পণ্ডিতগণ শারীর-বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকেন"। * সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা এবং দীর্ঘায়ু লাভের উপায় জানিতে হইলে শারীর-তত্ত্ব শিক্ষা করা অতীব আবশ্যক।

শারীরতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দুই প্রকার—যথা, বাহ্য উপায়লব্ধ জ্ঞান ও আভ্যন্তর উপায়লব্ধ জ্ঞান। তন্মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয় বিশেষতঃ চক্ষু দ্বারা (কোন কোন স্থলে অনুবিক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে) জীবিত এবং মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাকে বাহ্য উপায়লব্ধ জ্ঞান বা বাহ্য জ্ঞান বলে। আর দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষিগণ স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা যে শারীর তত্ত্ব বিষয়ক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করেন, তাহাকে আভ্যন্তর উপায়লব্ধ জ্ঞান বা আভ্যন্তর জ্ঞান বলে। কেবল যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণই আভ্যন্তর জ্ঞান লাভের অধিকারী। অতএব আমরা বাহ্যজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই শারীর তত্ত্বের বর্ণনা করিব।

কিরূপে মৃত দেহ পরীক্ষা করিয়া শারীর তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে সুশ্রুতসংহিতায় নিম্নলিখিত উপদেশ আছে:—

"সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন অর্থাৎ যাহা অঙ্গহীন নহে, যাহা বিষের দ্বারা মৃত নহে, যাহা দীর্ঘকাল ব্যাধি পীড়িত নহে, এবং যাহার একশত বৎসর বয়স (অর্থাৎ বিশেষ বার্দ্ধক্য) হয় নাই, এইরূপ মৃতদেহ সংগ্রহ করিয়া অন্ত্র ও পুরীষ নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিবে। পরে উহা মুঞ্জ, তৃণ, বল্কল, কুশ বা শণের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া পঞ্জরের (বড় খাঁচার) মধ্যে রাখিয়া অপ্রকাশ্য স্থানে স্রোতোহীন নদীর জলে পচাইবে। সাত দিন পরে উত্তমরূপে পচিলে সেই দেহ উদ্ধৃত করিয়া বেণার মূল, চুল, বাঁশ বা গাছের ছালের কুঁচি প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে এবং চর্ম্মাদি সমস্ত বাহ্য বা আভ্যন্তর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ চক্ষু দ্বারা উত্তমরূপে দেখিবে'। †

শরীরের ছয়টি অঙ্গ প্রধান বলিয়া শরীরকে ষড়ঙ্গ বলা যায়। ছয়টী অঙ্গ যথা,—দুই বাহু, দুই সক্থি (দু'খানি পা), মধ্যশরীর এবং মস্তক। দুইবাহু এবং দুই সক্থিকেআয়ুর্ব্বেদে চারিটী শাখা বলা হয়।

* "শরীরবিচয়ঃ শরীরোপকারার্থমিষ্যতে ভিষগবিদ্যোয়ম্। জ্ঞাতে হি শরীরতত্ত্বে শরীরোপকারকেষু ভাবেষু জ্ঞানমুৎপদ্যতে। তস্মাৎ শরীরবিচয়ং প্রশংসন্তি কুশলাঃ।' চরক শারীরস্থান ৬ অধ্যায়।

† "তস্মাৎ সমস্তগাত্রমবিষোপহতমদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্ষশতিকং নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমহরন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থংমুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যকপ্রকৃথিতঞ্চোদ্ধৃত্য দেহং সপ্তরাত্রাদুশীরবালবেণুবল্কলকুর্চ্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরব ঘর্ষয়ংস্তগাদীন সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষেতি। সুশ্রুত শারীর স্থান ৬ অধ্যায়। বলা বাহুল্য এই প্রণালী বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নহে। ইদানীং পচনক্রিয়ানিবারক ঔষধাদি সংযোগে মৃত শরীর সুরক্ষিত করিয়া পরীক্ষা করা হয়। সত্য বটে শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনেক অংশ দেহ পচাইয়া দেখিলে সহজে দেখা যাইতে পারে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নিপুণতার সহিত সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ করিয়াও সে সকল দেখা যায়।

দুইটী বাহুদ্বারা গ্রহণধারণাদি কার্য্য এবং দুইটি সক্‌থি দ্বারা গমন ও শরীরের ধারণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। মধ্যশরীরে—রক্তসঞ্চালন, শ্বাস গ্রহণ, অন্নপরিপাক, মলমূত্র বিসর্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যকর আশয় বা যন্ত্র সমূহ অবস্থিতি করে। বৃক্ষের কাণ্ড যেমন মূল ও শাখা সমূহের আশ্রয় স্বরূপ, মধ্যশরীরও সেইরূপ চারিটি শাখা ও মস্তকের আশ্রয় স্বরূপ। মস্তকে শ্বাস গ্রহণের দ্বার নাসা, মুখ এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ অবস্থিতি করে। সংজ্ঞাবহ ও চেষ্টাবহ নাড়ী সকলের মূল এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তিষ্কও মস্তকের মধ্যেই অবস্থিত। জ্ঞানের অধিষ্ঠান ভূমি মস্তিষ্ক মস্তকের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উহা উত্তমাঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে। ষড়ঙ্গ শরীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এস্থলে বীজরূপে প্রদত্ত হইল। পরে ইহাই বিস্তৃতভাবে লিখিত হইবে।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ * যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ

"যে চিকিৎসক সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সমগ্র শরীরের তত্ত্ব সমূহ অবগত আছেন, তিনিই সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ বুঝিতে সক্ষম।" (চরক)

"শাস্ত্রলিখিত শারীরতত্ত্ব পাঠ করিয়া এবং স্বচক্ষে সমগ্র শরীরতত্ত্ব দর্শন করিয়া শারীর-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবে। প্রত্যক্ষ দর্শন এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সন্দেহ দূর করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। চক্ষুঃ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখা এবং শাস্ত্রপাঠ দ্বারা অবগত হওয়া—এই উভয়ের সমন্বয় ঘটিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে।" (সুশ্রুত)

শারীর পরিভাষা।

শারীরতত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে প্রথমেই শারীর পরিভাষা অর্থাৎ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এবং শরীরের উপাদান সমূহের শাস্ত্রীয় নাম অবগত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্তসংস্কার থাকায় নানারূপ গোলযোগ হইতে পারে। সেইজন্য প্রথমেই শারীরপরিভাষা লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শরীরের প্রধান অঙ্গ ছয়টী। এক্ষণে উহাদের অবয়ব সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে। বাহুর সহিত মধ্য-শরীরের সন্ধির নিম্নভাগকে কক্ষ (বগল) এবং উর্দ্ধভাগকে অংস বা ভুজশিরঃ বলে। অংস হইতে কনুই পর্য্যন্ত স্থানকে প্রগণ্ড (উপরের হাত) বলে। বাহুর মধ্যসন্ধিকে কফোণি বলে। কফোণির পশ্চাদ্ভাগ চলিত কথায় কনুই নামে প্রসিদ্ধ। কফোণি হইতে মণিবন্ধ বা কর-সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে

* "শরীরং সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বথা বেদ যো ভিষক।
আয়ুর্ব্বেদং স কার্ৎস্নেন বেদলোক সুখপ্রদম ॥"
চরক, শারীরস্থান, ৬ অধ্যায়।

"শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহমবাপোহ্যাচিরেৎ ক্রিয়াঃ ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞান বিবর্দ্ধনন ॥
সুশ্রুত, শারীরস্থান ৬ অধ্যায়।

প্রকোষ্ঠ (নীচের হাত) বলে। প্রকোষ্ঠ ও করের সন্ধিস্থলকে **মণিবন্ধ** বলে। মণিবন্ধ হইতে করাঙ্গুলি সমূহের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত অংশ **কর** বা পাণি নামে খ্যাত। করের রেখাঙ্কিত ভাগকে **করতল** এবং বিপরীত ভাগকে **করপৃষ্ঠ** বলে। **অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা**—পাঁচটী অঙ্গুলির এই পাঁচটী নাম। **সকৃথির** অর্থাৎ সমস্ত পা'খানির সহিত মধ্যশরীরের যে স্থলে সংযোগ হইয়াছে উহার সম্মুখের অংশকে **বঙ্ক্ষণ** (কুঁচকি) এবং পশ্চাদ্‌ভাগকে **নিতম্ব** বা **স্ফিক্‌** (পাছা) বলে। বঙ্ক্ষণ হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানকে **উরু** বলে। উরু ও জঙ্ঘার (নীচের পায়ের) মধ্যস্থ সন্ধিকে **জানু** (হাঁটু) বলে। জানু হইতে পদের সন্ধি পর্য্যন্ত স্থানকে **জঙ্ঘা** (নীচের পা) বলে। জঙ্ঘার নিম্নভাগে দুইদিকের দুইটী অস্থিময় উন্নত প্রদেশকে **গুল্‌ফ*** (পায়ের গাঁট) বলে। গুল্‌ফ এবং পদের সন্ধিস্থানকে **পাদসন্ধি** বা **গুল্‌ফসন্ধি** বলে। ইহার নিম্নভাগকে **পদ** বা **পাদ** বলা যায়। পদের অগ্রভাগকে **প্রপদ** এবং পশ্চাদ্‌ভাগকে **পার্ষ্ণি** (গোড়ালি) বলে। পদের রেখাঙ্কিত ভাগকে পাদতল বা **পদতল** এবং তাহার বিপরীত ভাগকে **পাদপৃষ্ঠ** বলা যায়।

ললাট, দুইটী ভ্রূ, দুই শঙ্খ (রগ্‌), দুই গণ্ড (গাল), ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডল (উপরের চোয়াল), অধো হনুমণ্ডল (নীচের চোয়াল), ওষ্ঠ, অধর, চিবুক (থুৎনি), তালু (মুখের অভ্যন্তর ভাগের উর্দ্ধাংশ), উপজিহ্বা (আলজিব), অধিজিহ্বা (গলার ভিতরে আলজিবের দুইপার্শ্বের দুইটী গ্রন্থি বা টন্‌সিল —Tonsil) ও কণ্ঠ—এইগুলি মস্তক ও গ্রীবার প্রসিদ্ধ উপাঙ্গ। চক্ষুঃ কর্ণাদির বিষয় পৃথক্‌ ভাবে বলা যাইবে।

স্তনদ্বয়, বক্ষঃ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, নাভি বস্তিদেশ, কটি (কোমর), ও ত্রিক—এই কয়টী মধ্যশরীরের উপাঙ্গ। দুই সকৃথি এবং মধ্য-শরীরের সন্ধিস্থলকে **ত্রিক** (মাজা) বলে। নাভির অধোভাগকে **বস্তিদেশ** বলে।

ত্বক্‌, কলা, পেশী, স্নায়ু, ধমনী, শিরা, রসায়নী, নাড়ী, রসরক্তাদি ধাতু শরীরের উপাদান স্বরূপ। শ্বাসগ্রহণ, অন্নপরিপাক প্রভৃতি কার্য্যনির্ব্বাহক অনেক গুলি যন্ত্র বা আশয় শরীরের মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী এবং শরীরের ছিদ্র বা দ্বার নয়টী। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে লিখিত হইতেছে।

ত্বক্‌—বা চর্ম্ম (Skin—স্কিন্‌) ইহা সর্ব্বদেহের আবরণ স্বরূপ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি এবং স্বেদবহ স্রোতঃ সকল ও সরোম রোমকূপ সমূহের আশ্রয় স্থান। স্থূল দৃষ্টিতে ইহা বহিস্ত্বক্‌ ও অন্তস্ত্বক্‌ ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বহিস্ত্বক্‌ পাতলা ও কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি শারীরিক বর্ণের আধার স্বরূপ। এই ত্বক্‌ অগ্নির সংস্পর্শে ফোস্কা রূপে পরিণত হয়। অন্তস্ত্বক্‌ স্থূল, শরীরের রক্ষা-

* অনেকে গুল্‌ফ অর্থে গোড়ালি বুঝিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক।

কারক এবং শরীরলিপ্ত স্নেহাদির আকর্ষণ কারক। ইহাই স্পর্শজ্ঞানের এবং স্বেদবহ স্রোতঃ সমূহের আশ্রয় স্থান।

সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ—দুগ্ধের উপর যেমন স্তরে স্তরে সর পড়ে, ত্বকেরও সেইরূপ ছয়টী বা সাতটী স্তর নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। তন্মধ্যে প্রথম ত্বকের নাম অবভাসিনী, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বাহ্য ত্বক্। অপর পাঁচটী বা ছয়টী ত্বক অন্তস্ত্বকের অন্তর্ভুক্ত।

কলা—(মেম্বেন্ (Membrane) কলা সকল সাধারণতঃ সূক্ষ্ম রেশমী-বস্ত্রের ন্যায়, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ হইয়া থাকে। ইহারা মাংস, অস্থি ও আশয় সমূহের ভিতর দিক্ ও বহির্দ্দিক আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে। স্থান ও কার্য্য ভেদে কলা সকল ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কলার দৃষ্টান্ত যথা—মাংসের উপরের আবরণ ঝিল্লী (ফেঁসো) অথবা মাছের পট্কা বা পট্পটীর উপাদান। উপযুক্ত স্থানে নানাবিধ কলার বিষয় বলা যাইবে।

পেশী—(Muscle—মস্‌ল্)—পেশী সকল মাংসময়, প্রায়শঃ স্থূল রজ্জুর ন্যায়, কদাচিৎ মোটা চাদরের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। চলিত কথায় যাহাকে মাংস বলা হয়, তাহা পেশী বা পেশীর উপাদান মাত্র। পেশী সকল দুই প্রকার, যথা—ইচ্ছাধীন ও স্বতন্ত্র। ইচ্ছাধীন পেশাগুলি আমাদের ইচ্ছা অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বতন্ত্র পেশীগুলির চালনা করিতে আমাদের ইচ্ছা আবশ্যক হয় না—উহারা স্বভাবতঃই ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। পেশী সকলের বিষয় পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

কণ্ডরা—(Tendon—টেণ্ডন্) পেশী সকলের রজ্জুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট শুভ্র, মসৃণ এবং দৃঢ় প্রান্তভাগকে কণ্ডরা বলা যায়। ইহারা স্নায়ু দ্বারা নির্ম্মিত এবং যথেষ্ট ভার সহনে সমর্থ।

স্নায়ু (Ligaments and Tendons †—লিগামেণ্ট এবং টেণ্ডন্)—শ্বেতবর্ণ, মসৃণ, দৃঢ় এবং শণগুচ্ছ সদৃশ। স্নায়ু শব্দ আয়ুর্ব্বেদে প্রধানতঃ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—(১) স্নায়ু অর্থাৎ স্নায়ুরজ্জু বা কণ্ডরা। (২) স্নায়ু অর্থাৎ সূক্ষ্ম স্নায়ু বা স্নায়ু-সূত্র। বহুসূত্র সংযোগে প্রস্তুত রজ্জু এবং সূক্ষ্ম সূত্রের যেরূপ প্রভেদ, এই দুই অর্থের প্রভেদও সেইরূপ। স্থূল স্নায়ু প্রধানতঃ অস্থি সমূহের পরস্পর ও অস্থির সহিত পেশীর বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে এবং সূক্ষ্ম স্নায়ু কলা সমূহে, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের চওড়া পেশী সকলের শেষভাগে এবং আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তির কোন কোন প্রদেশে থাকিয়া উহাদের দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে—

"স্নায়ু চার প্রকার, যথা, প্রতানবতী (শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট), বৃত্ত বা রজ্জুর ন্যায়, পৃথু বা চওড়া এবং ছিদ্রযুক্ত। প্রতানবতী স্নায়ু চারিটী শাখায় ও সন্ধিসমূহে আছে। কণ্ডরা-গুলি বৃত্তস্নায়ু। আমাশয় ও পক্বাশয়ের শেষে এবং বস্তিতে ছিদ্রযুক্ত স্নায়ু আছে। পার্শ্ব, বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও মস্তকে পৃথু বা চওড়া

* চরকের মতে ত্বক্ ছয়টী এবং সুশ্রুতের মতে সাতটী।

† ইংরাজি (Sinew) 'সিনিউ' শব্দ স্নায়ু শব্দ হইতেই উৎপন্ন। অর্থও অনেকটা একই রূপ। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষায় 'নার্ভ' বা নাড়ী অর্থের স্নায়ু শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

স্নায়ু আছে। নৌকার কাষ্ঠ ফলক সকল যেরূপ বহুবন্ধনযুক্ত ও গ্রথিত হইয়া জলে বহু ভার বহন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ মনুষ্য-শরীরে যতগুলি সন্ধি আছে, তাহারা বহু স্নায়ু দ্বারা বদ্ধ বলিয়া মনুষ্যদেহ ভারসহ হইয়া থাকে।*

ধমনী—(Artery)—আর্টারি)—সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত বিশুদ্ধ রক্তবাহিনী প্রণালী বা স্রোতঃ সকলকে ধমনী বলে। হৃদযন্ত্রচালিত বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমে মূল ধমনী, পরে তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শাখা প্রশাখা সমূহের ভিতর দিয়া সর্ব্ব শরীরে প্রবাহিত হয়। ধমনী সকল বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু ফুসফসগামিনী ধমনী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া হৃদযন্ত্র হইতে ফুসফুসে দূষিত রক্ত বহন করিয়া লইয়া যায়।

সিরা (Vein—ভেন)—সর্ব্বদেহব্যাপী দূষিত রক্ত বহনকারী স্রোতঃ সকলকে সিরা বলে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম আকারে দেহের সর্ব্বত্র অবস্থিতি করে এবং ক্রমশঃ পরস্পরে মিলিত হইয়া স্থূল সিরাসমূহে পরিণত হয়। সর্ব্বদেহের দূষিত রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যাওয়াই ইহাদের কার্য্য। সিরা সকল দূষিত রক্ত বহন করে বটে, কিন্তু চারিটী সিরা ফুসফুসদ্বয় হইতে বিশুদ্ধ রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ে লইয়া যায়।

রসায়নী (Lymphatic—লিম্ফাটিক)—লসীকা নামক পাতলা ও স্বচ্ছ রসবাহিনী প্রণালীকে রসায়নী বলে; রসায়নী প্রণালী সকল সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত আছে। কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও গলদেশ প্রভৃতি স্থানে রসায়নী প্রণালী গুলির মধ্যে মধ্যে কুঁচ বা নিমফলের ন্যায় রসগ্রন্থসমূহে অবস্থিত।

নাড়ী—(Nerve—নার্ভ)—নাড়ী সকল কোমল সূক্ষ্ম,পীতাভ এবং রন্ধ্রহীন তারের মত। স্থান ও প্রয়োজন ভেদে উহারা কোথাও সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায়, কোথায় বা সূত্রগুচ্ছের ন্যায় আকারে অবস্থিত। মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্না কাণ্ড নামক স্থূল নাড়ীগুচ্ছ (Spinal cord) অন্যান্য অধিকাংশ নাড়ীর মূল। কার্য্য ভেদে নাড়ী সকল দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি নাড়ী চেষ্টা শক্তি বহন করে এবং কতকগুলি নাড়ী ইন্দ্রিয় সকলের বোধ বা সংজ্ঞা বহন করে। টেলিগ্রাফের প্রধান কেন্দ্র হইতে টেলিগ্রাফের তার সকল যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নাড়ী হইতে নাড়ী সকলও সেইরূপ শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত

---

* স্নায়ুশ্চতুর্বিধা বিদ্যাত্তাস্তু সর্ব্বা নিবোধ মে।
প্রতানবত্যো বৃত্তাশ্চ পৃথ্‌ব্যশ্চ শুষিরাস্তথা॥
প্রতানবত্যঃ শাখাসু সর্ব্বসন্ধিষু চাপ্যথ।
বৃত্তাস্তু কণ্ডরাঃ সর্ব্বা বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈরিহ॥
আমপক্কাশয়ান্তেষু বস্তৌ চ শুষিরাঃ খলু।
পার্শ্বোরসি তথা পৃষ্ঠে পৃথুলাশ্চ শিরস্তথ॥
নৌর্যথা ফলকাস্তীর্ণা বন্ধনৈর্বহুভির্যুতা।
ভারক্ষমা ভবেদপ্সু নৃযুক্তা সুসমাহিতা।
এবমেব শরীরেঽস্মিন্ যাবন্তঃ সন্ধয়ঃ স্মৃতা।
স্নায়ুভির্ব্বহুভির্ব্বদ্ধাস্তেন ভারসহা নরাঃ॥"

সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অধ্যায়।

আছে। টেলিগ্রাফের কেন্দ্রস্থল হইতে তার দ্বারা যেমন অন্যান্য স্থানে আদেশ পাঠান যায়, মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নাড়ী হইতেও সেইরূপ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গকে কার্য্য করিবার আদেশ পাঠান হয়। আবার অন্যান্য স্থান হইতে টেলিগ্রাফের কেন্দ্র স্থলে যেমন সংবাদ দেওয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিলে সে সংবাদ নাড়ী পথেই মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের বোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং চেষ্টাবহা (Motor) ও সংজ্ঞাবহা (Sensory) ভেদে নাড়ী সকল দুই প্রকার যথাস্থানে নাড়ী সকলের বিষয় বিস্তৃত ভাবে বলা যাইবে।

স্রোতঃ—শরীরে যে সমস্ত নল বা পথ আছে, সেই সকলের সাধারণ নাম স্রোতঃ। চরকে কথিত হইয়াছে.—স্রোতঃ সকল পরিণত ধাতু সমূহ বহনকারী পথ। ইহা দিগ্‌দর্শন মাত্র। কারণ অন্ন, মূত্র, মল, ঘর্ম্ম প্রভৃতি যে সকল প্রণালীর ভিতর দিয়া বাহিত হয়, তাহাদিগকেও স্রোতঃ বলা যায়।

ধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটীকে ধাতু বলে :—

(১) রস—সর্ব্বপ্রকার ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যে সৌম্য অর্থাৎ শৈত্যগুণযুক্ত জলীয় সার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রস বলা যায়; "রস" ধাতুর অর্থ—গতি। শরীরের সর্ব্বত্র অহরহঃ গমন করে বলিয়া "রস" নাম হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে রস—যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া রঞ্জক পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হইলে রক্ত নামে অভিহিত হয়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে, দেহীদিগের শরীরস্থ বিশুদ্ধ রস রঞ্জকপিত্ত কর্ত্তৃক রঞ্জিত হইয়া রক্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।*

(২) রক্ত—(Blood— ব্লড)— সকল ধাতুর পোষক বলিয়া রক্ত জীবন রক্ষার প্রধান উপায় স্বরূপ। রক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে শরীরের অন্যান্য ধাতুও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

লসীকা— (Lymph—লিম্ফ)— রক্তের পাতলা স্বচ্ছ জলীয়াংশ লসীকা নামে খ্যাত। ইহা রসায়নী প্রণালী সমূহের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। লসীকা রক্ত বা রসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পৃথক ধাতুরূপে উহার গণনা করা হয় না।

(৩) মাংস—(Muscular tissue) পেশী সমূহের উপাদান স্বরূপ কোমল রক্তবর্ণ এবং তন্তুময়।

(৪) মেদ—(Fat) ঘৃতের ন্যায় ঘন শরীরের স্নেহময় ধাতু। ইহা প্রধানতঃ উদরের মধ্যস্থ ঝিল্লী বিশেষের এবং ত্বকের নিম্নে অবস্থিতি করে। মাংসের স্নেহভাগকে বসা বলে। ইহা মেদের ন্যায় উপাদান বিশিষ্ট এবং মেদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

(৫) অস্থি—(Bone—বোন)—শরীরের অবলম্বন স্বরূপ দৃঢ় কঠিন ধাতু, চলিত কথায় হাড়।

(৬) মজ্জা—(Bone marrow—বোন ম্যারো) অস্থির মধ্যস্থিত ধাতুকে মজ্জা বলে।

---

* রঞ্জিতাস্তেজসা তাপঃ শরীরস্থেন দেহিনাম্।
অব্যাপন্নাঃ প্রসন্নেন রক্তমিত্যভিধীয়তে ॥
সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১৪ অধ্যায়।

ইহা কতকটা মেদের ন্যায় উপাদানবিশিষ্ট হইলেও কার্য্য ভেদে পৃথক ধাতু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

(৭) শুক্র—স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তরল, স্নিগ্ধ, মধুর এবং মধুর ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট ধাতু। ইহার মধ্যে গর্ভোৎপাদক জীবাণু সমূহ থাকে। গর্ভোৎপাদক পুরুষের দেহেই শুক্র আছে। কিন্তু সুশ্রুত স্ত্রীশুক্রেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

রজঃ—রস হইতে স্ত্রীলোকের রজঃ বা আর্ত্তব উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধে স্ত্রীলোকের গর্ভোৎপাদক ধাতু বীজাণু বর্ত্তমান। সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসর বয়সে রজঃপ্রবৃত্তি এবং পঞ্চাশ বৎসরে রজো নিবৃত্তি হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় রজঃ উর্দ্ধগামী হইয়া স্তন্যরূপে পরিণত হয়। রজঃ ও স্তন্যরস রক্ত ধাতুর অন্তর্ভুক্ত।

আশয়—শরীরে তিনটী গুহা বা গহ্বর আছে এবং এই তিনটী গুহার মধ্যে শরীরের বিবিধ আশয় বা যন্ত্র অবস্থিত। তিনটী গুহা, যথা—শিরোগুহা, উরোগুহা এবং উদর গুহা। প্রত্যেক গুহা অবস্থিত আশয় সকলের বিষয় পৃথক ভাবে বলা যাইতেছে।

শিরোগুহা—এই গুহার মধ্যে মস্তিষ্ক, অনুমস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কাণ্ডের শীর্ষদেশ অবস্থিত।

উরোগুহা—এই গুহায় ফসফুস নামক দুইটী শ্বাস গ্রহণ যন্ত্র এবং রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র হৃদয় অবস্থিত।

উদরগুহা—এই গুহার মধ্যে আমাশয়, পক্কাশয়, গ্রহণী, যকৃৎ,প্লীহা, অগ্ন্যাশয়, বৃক্কদ্বয় বস্তি, স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় ও দুইটী বীজ কোষ আছে।

আমাশয়—(Stomach—ষ্টম্যাক)—আমাশয়ের আকার ক্ষুদ্র দৃতির (ভিস্তির বা মশকের) ন্যায়। ইহা সমস্ত ভুক্ত দ্রব্যের আধার।

পক্কাশয়—(Intestine) ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রকে মোটের উপর পক্কাশয় বলে। আমাশয়ে আম বা কাঁচা অন্নাদি থাকে, তথায় উহার অল্প পাক হইলেও প্রধানতঃ অন্ত্র মধ্যে আসিয়াই পাক বা পরিণতি সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য আমাশয় ও অক্কাশয় এই দুইটী সংজ্ঞা হইয়াছে।

গ্রহণী—(Ducodenum—ডিওডিনম) আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্ত্তী দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানকে গ্রহণী বলে। গ্রহণী শব্দ অনেকস্থলে আমাশয় ও পক্কাশয়ের ভিতরের আবরণ ঝিল্লী বা কলা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যকৃৎ—(Liver—লিভার)—উদরের উপরি ভাগের দক্ষিণদিকে পঞ্জরের মধ্যে যকৃৎ অবস্থিত। ইহা পাচক ও রঞ্জক পিত্তের উৎপত্তি স্থান। পিত্তকোষ (Gall-Bladder—গলব্লাডার) নামক একটি থলী যকৃতে সংলগ্ন আছে।

প্লীহা—(Spleen—স্প্লীন)—রঞ্জক পিত্তের অন্যতম উৎপত্তি স্থান। প্লীহা উদরের উপরি ভাগে বামদিকে পঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত।

অগ্ন্যাশয়—(Pancreas প্যাংক্রিয়াস)*—আমাশয়ের পশ্চাদ্ভাগে অগ্ন্যাশয় অবস্থিত। সর্ব্ব-

* "অগ্ন্যাশয়"—সংজ্ঞাটী প্রবন্ধ লেখক কৃত। অনেকে ইহাকে 'ক্লোম" বলেন, কিন্তু সে মত যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার কারণ যথাস্থানে বলা হইবে।

অন্ন পরিপাকে সমর্থ প্রধান আগ্নেয় রস ইহা হইতেই পরিস্রুত হয়। ইহার দক্ষিণপ্রান্ত বিস্তৃত এবং বামপ্রান্ত ক্রমে সরু।

বৃক্ক—(Kidney—কিড্‌নি)- কটিদেশে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে শিমের বীজের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট দুইটী বৃক্ক আছে। বৃক্কদ্বয় রক্ত হইতে মূত্র নিষ্কাশন করে।

বস্তি—(Bladder—ব্ল্যাডার)—ইহা নাভির অধোভাগে মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং বৃক্ক দ্বারা উৎপন্ন মূত্রের আধার স্বরূপ। পেন কলমের ন্যায় দুইটী সূক্ষ্ম নল দ্বারা মূত্র বৃক্ক হইতে বস্তিতে নীত হয়। উহাদিগকে গবীনী বা মূত্রস্রোতঃ (Utrerus—ইউটরস)—বলে।

গর্ভাশয়—(Utrerus—ইউটরস)—স্ত্রীলোকদিগের যোনির উর্দ্ধমুখের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র কলসের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। গর্ভাবস্থায় গর্ভের বৃদ্ধির সহিত গর্ভাশয়ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এবং প্রসবান্তে পুনরায় ছোট হইয়া যায়।

শিশুপালন।

*

খাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

(শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী)

খাদ্যের কার্য্য কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন কোন্ প্রকার খাদ্যে আমাদের দেহের বৃদ্ধি হয়, গঠন হয় এবং রক্ষা হয় তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দুই প্রকার গুণ বিশিষ্ট খাদ্য আমাদের দেহ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়। এক প্রকার খাদ্যে আমাদের দেহের ক্ষয় নিবারণ, গঠন এবং বৃদ্ধি হয়। আর এক প্রকার খাদ্যে আমাদের জীবনী শক্তি জন্মে। সুতরাং আমাদের খাদ্যকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) মাংসের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট খাদ্য। (flesh like substances) ইহা হইতে আমাদের দেহ যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।

(২) তাপ উৎপাদক খাদ্য (combustible substance) ইহা আমাদের জীবন রক্ষা করে।

(১) মাংস বর্দ্ধক খাদ্য কি ? বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই প্রকার খাদ্যে চারিটি জিনিস আছে। তাহাদের নাম যবক্ষার বাষ্প (nitrogen), অঙ্গারাম্লজান (carbon), হাইড্রোজেন এবং অম্লজান বাষ্প

(oxygen)। এই শ্রেণীর খাদ্য ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যে যবক্ষারজান বাষ্প (nitrogen) নাই। এই যবক্ষার জান বাষ্পের অস্তিত্বই মাংসের ন্যায় খাদ্যের বিশেষত্ব। এই কারণে এই খাদ্যকে যবক্ষার বাষ্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous food) বলে। এই খাদ্য খাইলে দেহে মাংস হয়। প্রধানতঃ পশু মাংসে এই যবক্ষারজান আছে। এতদ্ব্যতীত দুগ্ধ, ডিম, সকল রকম শস্য (corn), ডাল, সীম বা মটর জাতীয় শস্যে (peas and beans) এবং টাট্‌কা সব্জিতে কিয়ৎ পরিমাণে এই nitrogen আছে। যবক্ষার বাষ্প (nitrogen) মাংসের মধ্যে যেমন, শাক সব্জিতেও তেমনি বিদ্যমান আছে। তবে মাংসের মধ্যে ইহা অবিকৃত ভাবে পাওয়া যায়।

(২) তাপ উৎপাদক খাদ্যে অঙ্গারাম্লাজান (carbon) হাইড্রোজেন এবং অম্লজান বাষ্প (oxygen) আছে। এই খাদ্য দুই প্রকারের। (ক) শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starches) এবং (খ) মেদময় (fats) খাদ্য এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে সকল খাদ্যে শ্বেতসার এবং চিনি আছে, সে সকল খাদ্যই প্রথম শ্রেণীর (ক) অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে carbohydrates বলে। যে সকল খাদ্যে মাখন, চর্ব্বি ক্রিম এবং তৈল আছে সে সমুদয়ই দ্বিতীয় শ্রেণীর (খ) অন্তর্গত। ইহাকে hydrocarbons বলে। শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা মেদময় খাদ্যে carbon (অঙ্গারদ্রাবক) অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এই কারণে মেদময় খাদ্য শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ উৎপাদন করে এবং জীবনী শক্তি প্রদান করে।

খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য। আমাদের দেহরক্ষার জন্য খনিজ পদার্থ: বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন। জল এবং কয়েক প্রকার লবণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যেমন সাধারণ লবণ, phosphate of lime, এবং আরো কয়েক প্রকার লবণ। সমুদয় জীবন্ত দৈহিক সূত্রের (tissues) গঠন এবং কার্য্য ক্ষমতা লাভের জন্য জল এবং লবণের প্রয়োজন হয়। পরিপাক ক্রিয়ার জন্য যে চারিটি রসের আবশ্যক হয় তাহার কার্য্য চালাইবার জন্য, রক্ত সঞ্চালনের জন্য এবং দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরস এবং ভিজা রাখিবার জন্য জলের আবশ্যক। রক্তে, মাংসপেশীতে এবং দেহের সমুদয় নরম স্থানে লবণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু লবণ হাড় এবং দাঁতের জন্যই অধিক পরিমাণে কাজে লাগে। যে দাঁতে যত বেশী (lime salt) চুণের ভাগ থাকিবে, সে দাঁত তত দৃঢ় হইবে। তাহা হইলে ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে আমাদের দেহের গঠন, বৃদ্ধি, কার্য্য ক্ষমতা, এবং জীবনী শক্তির জন্য নিম্নলিখিত চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। যথা—

(১) যবক্ষার বাষ্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous substances)। মাংসের গুণ বিশিষ্ট খাদ্য। এই খাদ্য দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পূরণের জন্য প্রয়োজন হয়।

(২) শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য (starchy substances) তাপ উৎপাদক খাদ্য। ইহা দেহে তাপ এবং জীবনী শক্তি (vital force) জন্মায়।

(৩) মেদময় খাদ্য। ইহাও তাপ উৎপাদক কিন্তু শ্বেতসার খাদ্য অপেক্ষা ইহা অধিক পরিমাণে তাপ এবং জীবন শক্তি উৎপন্ন করে।

(৪) খনিজ পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্য।

(mineral substances), জল এবং লবণ—দেহ গঠন এবং কার্য্য করিবার ক্ষমতা সঞ্চার করে।

সবল, কার্য্যক্ষম, সুস্থ জীবন ধারণের জন্য আমাদের এই চারি প্রকার খাদ্যের আবশ্যক। শিশুর খাদ্যও এই চারি প্রকার গুণ বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। মাতৃদুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনোপযোগী এই চারিটি জিনিস উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পশুর দুগ্ধে এই চারিটি জিনিস কম বেশী পরিমাণে আছে। এই কারণে সে সকল দুগ্ধ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া শিশুকে দিতে হয়। যেমন গাভীর দুগ্ধে যবক্ষার বাষ্পাত্মক (nitrogen) পদার্থ বা ছানা মাতৃদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে এবং শর্করার অংশ কম আছে। এই কারণে গাভীর দুগ্ধে জল কিংবা বার্লি মিশাইয়া এবং একটু চিনি দিয়া শিশুকে দিলে কতকটা মাতৃদুগ্ধের ন্যায় হয়।

আমাদের আহার্য্য দ্রব্য দুই প্রকারের।

(১) উদ্ভিজ্জ। চাল, ডাল, ময়দা, শাক, সব্জী তরি তরকারি প্রভৃতি (vegetable food) উদ্ভিজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকারের শস্য (cereals) গম, ওট, বার্লি, রাই, চাল, ভুট্টা (খ) নানাপ্রকারের ডাল (গ) টাটকা সব্জি, আলু, কপি প্রভৃতি (ঘ) নানাপ্রকার ফল।

(২) প্রাণীজ খাদ্য। (ক) নানাপ্রকার পশু মাংস যেমন গরু, ভেড়া, পাঁটা ইত্যাদি (খ) poultry & game যেমন মুরগি, হাঁস, টার্কি, খরগোস ইত্যাদি (গ) নানাপ্রকার মাছ (ঘ) shell fish যেমন কাঁকড়া, oysters, shrimps। (ঙ) দুধ, পনির, মাখন এবং ক্রিম (চ) ডিম।

উপরে খাদ্যের যে চারিটি উপাদানের উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদের আহার্য্য দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে ঐ উপাদানের দুই তিনটি করিয়া সন্নিবেশিত হইয়া আছে। কিন্তু কোনটিতে একটি উপাদান বেশী আছে, কোনটিতে কম, আবার কোনটিতে বা কোন উপাদান একেবারেই নাই, যেমন ডিম একটি সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর এবং পূর্ণখাদ্য হইলেও তাহাতে শ্বেতসার পদার্থ একেবারেই নাই. এই জন্য শুধু ডিম খাইয়া মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারে না। ইহার সহিত অন্য খাদ্যের ও প্রয়োজন হয়। এই কারণে দুই তিন প্রকারের খাদ্য মিলাইয়া যাহাতে আমাদের খাদ্যের মধ্যে উপরোক্ত চারিটি পদার্থ উপযুক্ত ভাবে থাকে সেইরূপ খাদ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি।

সাধারণতঃ আমরা প্রত্যহ যাহা আহার করি তাহাতে উপরোক্ত চারিটি পদার্থই সন্নিবিষ্ট হইয়া আছে। আমরা অজ্ঞাত সারেই খাদ্যের গুণাগুণ না জানিয়াই শরীর ধারণোপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করি। তবে এসম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারি এবং অনর্থক কতকগুলি মসলাযুক্ত গরম ও দুষ্পাচ্য খাদ্য না খাইয়া পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি।

শিশুদিগের জন্যও তাহাদের দেহ গঠনোপযোগী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারি। তাহাদের দেহ ও মস্তিষ্ক বৃদ্ধির সময় তদুপযুক্ত খাদ্য বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানের সহিত প্রদান করিতে পারি। শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে মাতার পরিস্ফুট জ্ঞান থাকিলে তাঁহার শিশু সুস্থ, সবল,

কর্ম্মঠ জীবন ধারণ করিয়া এবং মেধাবী হইয়া তাঁহাকে এবং মানব সমাজ ও দেশকে সুখী করিবে। এ বিষয়ে মাতার দায়ীত্ব কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং মাতৃজাতিকে জ্ঞানালোকের মধ্যে বর্দ্ধিত করিতে প্রত্যেক দেশ হিতৈষী দায়ী। শিশুর শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের ভার প্রত্যেক মাতার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। মাতাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের সহিত এই গুরুভার সম্পাদন করিতে হইবে। অজ্ঞানতার সহিত, গতানুগতিকের ন্যায় শিশু পালন করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা বীর, ধর্ম্মপ্রাণ, বুদ্ধিমান মহৎহৃদয়শালী সন্তান আকাঙ্খা করিতেছি। সমগ্র সভ্য জগতের সহিত সংগ্রামে তাঁহাদিগকেই স্বদেশ রক্ষা করিতে হইবে। মূর্খ মাতার সন্তান দ্বারা এই মহৎ কার্য্য কখনো সাধিত হইবে না।

দুগ্ধ।

দুগ্ধই অধিকাংশ প্রাণীর শৈশবের একমাত্র আহার। দুগ্ধ পান করিয়াই অধিকাংশ প্রাণীর জীবন রক্ষা হয়। একটি সুস্থ শিশু কেবল দুগ্ধপান করিয়াই যদি বর্দ্ধিত হয় তবে তাহার এক বৎসর বয়সের সময়ের ওজন তাহার জন্মকালীন ওজনের তিন গুণ বেশী হইবে। দুগ্ধে শিশুর দেহ গঠনের সমুদয় উপাদান বিদ্যমান আছে। ইহাতে দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় নিবারণ হয়। দেহে তাপ উৎপন্ন হয় এবং জীবনী শক্তি (Vital force) জন্মে। ইহাকে একটি পূর্ণ খাদ্য (Complete Food) বলা যায়, কারণ খাদ্যের সমস্ত গুণই ইহাতে বিদ্যমান আছে। দুগ্ধে (১) যবক্ষার বাষ্পাত্মক (nitrogenous) পদার্থ ছানা বা casein আছে। (২) মেদময় পদার্থ (Fat) ক্রিম আছে (৩) শর্করা এবং (৪) লবণ ও জল আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের খাদ্যে যে চারিটি উপাদান থাকিলে তাহা দ্বারা জীবন রক্ষা হয় তাহার সকলি দুগ্ধের মধ্যে আছে।

ছানা (casein)। দুগ্ধে যে যবক্ষার বাষ্পাত্মক পদার্থ (nitrogenous matter) আছে তাহাকে দুগ্ধের casein বা প্রোটীড বা ছানা বলে। ইহা মাংসের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট (flesh like substance) পদার্থ। দুগ্ধের ছানাই দুগ্ধের যবক্ষার বাষ্পাত্মক পদার্থ। পাকস্থলীতে পাচক রস প্রথমে দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করে. তারপর ঐ ছানাকে জীর্ণ করে।

জীর্ণ করা ছানা শিশুর দেহের বৃদ্ধি সাধন করে এবং ক্ষয় নিবারণ করে।

ক্রিম। দুগ্ধের ক্রিমই দুগ্ধের মেদময় পদার্থ বা Fat। মেদের গোলকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা গুলি দুগ্ধে ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া দুগ্ধের রঙ সাদা। অনুবীক্ষণের নীচে এক ফোঁটা দুধ রাখিলে এই গোলক দেখা যায়। তাহাদের ওজন দুগ্ধ অপেক্ষা হালকা, এই কারণে তাহারা উপরে ভাসিয়া উঠে। ইহাই দুগ্ধের ক্রিম। ঘোল করিবার যন্ত্রে দুধ মন্থন করিলে সমস্ত ক্রিম একত্র হইয়া মাখন হয়।

দুগ্ধের শর্করা। দুগ্ধকে ছানা করিয়া ছানা তুলিয়া লইলে যে জলটা পড়িয়া থাকে তাহাতে এই চিনির অস্তিত্ব বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। Cane sugarর মত এই চিনি অত মিষ্ট নয়। এই চিনি শ্বেতসার পদার্থ বিশিষ্ট খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহার প্রকৃতি তাহা অপেক্ষা ভিন্ন। এই চিনি জীর্ণ করা শ্বেত-

সার পদার্থ সুতরাং ইহা আর পরিপাক করিবার প্রয়োজন হয় না। মাতৃদুগ্ধের চিনি শ্বেতসার পদার্থের অন্তর্গত হইলেও এই কারণে শিশুকে ইহা আর পরিপাক করিতে হয় না। ইহা পূর্ব্ব হইতেই পরিপাক করা থাকে। শিশুর তখন শ্বেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার শক্তি জন্মে না বলিয়া ভগবান মাতৃদুগ্ধে শ্বেত সার পদার্থকে পূর্ব্ব হইতেই পরিপাক করিয়া চিনিরূপে রাখিয়াছেন। অথচ দুগ্ধে চিনি না থাকিলে শিশুর দেহে তাপ উৎপন্ন হইত না। দুগ্ধের ক্রিম এবং চিনি অঙ্গার বাস্পাত্মক পদার্থ (carbonaceous)। ইহারা দেহে তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

লবণ। দুগ্ধে যে লবণ আছে তাহা শিশুর দেহের দৈহিক সূত্রগুলি (tissues) গঠন করে। হাড় এবং দাঁতের জন্য যে phosphate of limeর প্রয়োজন দুগ্ধে তাহা লবণ রূপে আছে।

জল। দুগ্ধে যে জল আছে তাহা শিশুর দেহের পক্ষে যথেষ্ট। বয়স্কদের যতটা জলের প্রয়োজন, দুগ্ধের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা দুগ্ধে জল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে। বয়স্ক লোকদিগের আকারের তুলনায় তাহাদের যতটা জলের আবশ্যক শিশুর তদপেক্ষা অধিক জলের প্রয়োজন।

মাতৃ দুগ্ধই শিশুর একমাত্র স্বাভাবিক আহার। তাহা না পাওয়া গেলে অন্য প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সেই দুধ যতটা মাতৃ দুগ্ধের সমগুণ করা যায় ততই শিশুর দেহরক্ষার পক্ষে উপযোগী হয়। দুগ্ধের মধ্যে যে সকল উপাদান আছে তন্মধ্যে দুগ্ধের ছানাই পরিপাক করা কষ্ট। অন্যান্য উপাদান অতি সহজে পরিপাক হয়। এই কারণে অন্য প্রাণীর দুগ্ধের ছানার পরিমাণ যাহাতে মাতৃদুগ্ধের ছানার সমান হয় সেইরূপ করিতে হইবে। যেমন গাভীর দুগ্ধে মাতৃ দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক ছানা আছে বলিয়া গাভীর দুগ্ধে জল কিংবা বার্লি এবং একটু চিনি মিশাইলে তাহা কতকটা মাতৃদুগ্ধের তুল্য হয়। শিশুর জন্মের প্রথম কয়েকমাস যতটা দুধ তাহার তিন গুণ জল কিংবা বার্লির জল মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। প্রথম মাসে এইরূপ জল ও চিনি মিশান দুগ্ধ সমস্ত দিনে দশ ছটাক যেন শিশুকে পান করান হয়। ক্রমে ক্রমে জলের পরিমাণ কমাইয়া এবং দুধের পরিমাণ বাড়াইয়া ছয় মাস বয়সের সময় প্রতিদিন ৩০ ছটাক দুধ শিশুকে দিবে। এ সময় দুধ ও জল সমান ভাগে মিশাইতে হইবে ছয়মাস বয়স হইতে শিশুর শ্বেতসার পদার্থ পরিপাক করিবার ক্ষমতা জন্মে। সুতরাং এই সময় হইতে সামান্য পরিমাণে কোন শ্বেতসার পদার্থ দুধের সহিত অথবা পৃথকভাব দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় হইতে শ্বেতসার পরিপাক করিবার শক্তি জন্মিলেও তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে। দুই বৎসরের পূর্ব্বে এ শক্তি ভাল করিয়া জন্মে না। শিশুকে এক বৎসর পর্য্যন্ত জল মিশান দুধ দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর জলের পরিমাণ ক্রমে কমাইয়া আনিয়া দুই বৎসর বয়সের সময় খাঁটি দুধ দেওয়া যাইতে পারে।

শিশুকে যে খাদ্যই দেওয়া যাক না কেন, তাহার দেহ গঠন ও রক্ষার জন্য টাটকা বিশুদ্ধ দুগ্ধ ব্যতীত উপযোগী খাদ্য আর নাই। শিশুর স্বাস্থ্য কেবল উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিতরূপে খাওয়ানের উপর নির্ভর করে। পুষ্টিকর খাদ্য ও অনিয়মিত ভাবে খাওয়াইলে শিশুর

স্বাস্থ্যহানি হয়। শিশুর দেহ অতি দ্রুতভাবে বর্দ্ধিত হয় এবং ক্ষয়ও বেশী হয়। সুতরাং তাহার দেহরক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে যব ক্ষারবাস্পাত্মক খাদ্য (nitrogenous food) প্রয়োজন।

শিশুর দুইবার আহারের সময়ের মাঝ খানে কোন খাদ্য দিবেনা রাত্রে শুইবার পূর্ব্বের আহার যেন লঘু হয়। শিশুকে কোন উত্তেজক দ্রব্য কখনো খাইতে দিবেনা, ইহাতে তাহার ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুকে বয়স্কদের অপেক্ষা অধিক মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে।

মাতৃ দুগ্ধের অভাব হইলে সাধারণত গাভীর দুগ্ধই শিশুকে দেওয়া হয়। সহরের বাহিরের গাভী সকল উন্মুক্ত প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায় এবং সতেজ শ্যামল তৃণ খাইয়া থাকে। এই কারণে পল্লীগ্রামের গাভীর দুগ্ধ খাইতে সুমিষ্ট সুস্বাদু এবং অধিক পুষ্টিকর। পল্লী-গ্রামের গাভীর দুগ্ধের গুণ ক্ষারজ alkaline. মাতৃদুগ্ধ ও. ক্ষারজ। কিন্তু সহরের গাভী সকল গোয়ালে বহু গাভীর সহিত একত্রে বাঁধা থাকে এবং চরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া ঘাস খাইতে পায় না বলিয়া তাহাদের দুগ্ধে অম্ল আছে। এই কারণে সহরের গাভীর দুগ্ধ শিশুর পক্ষে তেমন উপযোগী হয় না। দুধে অম্ল আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে একটুকরা নীল রঙের litmus paper দুধে ডুবাইয়া দেখিতে হয়। যদি দুধ অম্ল সংযুক্ত হয় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ লাল রঙে পরিবর্ত্তিত হইবে। একটু চুণের জল কিংবা একটু Bi-carbonate of soda ঐ দুধে মিশাইলে তাহার অম্লত্ব দূর হইবে। এই চুণের জল মিশান দুধে ঐ লাল litmus paper ডুবাইলে দেখা যাইবে যে ইহার রঙ তখনি পুনরায় নীল হইয়াছে। দুধ বেশ ভাল করিয়া ফুটাইয়া লইলে সকল রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায়। টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু যদি দুধে প্রবেশ করিয়া থাকে তবে তাহা ফুটাইয়া লইলেই নষ্ট হইয়া যাইবে। দুধ ফুটাইয়া অল্প ঠাণ্ডা করিয়া বেশ পরিষ্কার একটী কাচের, পোর্সিলেন কিংবা চিনা মাটীর পাত্রে কাচের রিকাবি দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। শিশুর দুগ্ধ কখনো কোন ধাতুর পাত্রে অধিকক্ষণ রাখিবেনা তাহা হইলে দুধের গুণ নষ্ট হয়।

শিশুর আহার।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে, মাতার কোন পীড়া হইলে কিংবা শিশু মাতৃ দুগ্ধ ছাড়িলে অন্য প্রাণীর দুগ্ধ শিশুকে দিতে হয়। সাধারণত গাভীর দুগ্ধই এ সব ক্ষেত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তাহাই শিশুকে খাওয়ান হয়।

(১) মাতার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি কিংবা অন্য কোন সাময়িক কারণ এবং দুগ্ধের অল্পতাবশতঃ অথবা দুগ্ধ একেবারেই না থাকিলে শিশুকে জন্মের প্রথমদিন হইতেই অন্য প্রাণীর দুগ্ধে পালন করিতে হয়।

(২) মাতার শারীরিক দৌর্ব্বল্য কিংবা অন্য কোন কারণবশতঃ কোন কোন শিশুকে অকালেই মাতৃদুগ্ধ ছাড়াইতে হয়।

(৩) অধিকাংশ শিশু ঠিক সময়েই অর্থাৎ দশমাস বয়সে মাতার দুধ ছাড়ে। এই তিন শ্রেণীর শিশুর জন্যই গাভীর দুগ্ধের প্রয়োজন হয়।

বর্ত্তমান সময়ে বাজারে বিলাতি কৃত্রিম দুগ্ধ নানাপ্রকারের পাওয়া যায়। এই সকল

দুগ্ধের মধ্যে Mellin's food, Glako এবং Allenbury's milk food শিশুর পক্ষে উপযোগী। এই সকল খাদ্যে শিশুর পক্ষে অনিষ্টকারী শ্বেতসার পদার্থ (starch) নাই। Horlick's malted milk শিশুর ৮।১০ মাস বয়স হইলে দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল প্রকার কৃত্রিম দুধই ২।১ বারের বেশী সুস্থ শিশুকে খাওয়ান যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে রুগ্ন মাতার রুগ্ন শিশুকে এই সব কৃত্রিম দুধেই বর্দ্ধিত করিতে হয়। allenburys milk food তিন প্রকারের আছে। প্রথম দুইপ্রকার দুধ শিশুর ছয় মাস বয়স পর্য্যন্ত দিবার নিয়ম তারপর ৩নং দুধ দিতে হয়। তিন নম্বরের দুধে শ্বেতসার পদার্থ আছে বলিয়া ইহা ছয় মাসের পূর্ব্বে শিশুকে খাওয়াইলে অনিষ্ট হয়।

প্রথম হইতেই শিশুকে চামচে বা ঝিনুকে করিয়া দুধ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিয়ম। এইরূপে দুধ খাওয়াইলে শিশুর কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। দুধ খাওয়া হইলে বাটি ও চামচ মাজিয়া ফেলিলেই হইল। কিন্তু অনেক সময় বোতলে করিয়া দুধ দিতে হয়। পূর্ব্বে লম্বা নল সংযুক্ত বোতলে দুধ খাওয়ান হইত। ঐ নলের ভিতর ভাল করিয়া পরিষ্কার করা যাইত না বলিয়া ঐরূপ বোতলে দুধ খাওয়ান ভয়ানক অনিষ্টকর ছিল এবং তাহাতে কত শিশুর মৃত্যু ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান কালে mellins bottle allenbury feeding bottle এবং glascobottle বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। এই সব বোতলের দুই মুখই খোলা। বড় মুখে দুধ খাইবার জন্য একটি ছোট 'টিট' আছে এবং ছোট মুখে একটি 'ভালভ' আছে। দুধ খাইবার সময় বাতাস চলাচলের জন্য পশ্চাদ্দিকের ভালভএ একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। যে বোতলের কেবল একদিক খোলা, অন্য দিক বন্ধ সেরূপ বোতলে শিশুকে দুধ খাওয়াইলে শিশুর পেটে বায়ু জন্মিতে পারে অথবা পেট ব্যথা হইবার সম্ভাবনা।

এই বোতলও তাহার 'টিট' ও 'ভালভ' সর্ব্বদা খুব পরিস্কার করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা শিশুর গুরুতর পীড়া যেমন পেটের অসুখ, কলেরা, টাইফয়েড, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি হইবার সম্ভাবনা। বাজার হইতে বোতল টিট ভালভ কিনিয়া একটি পরিস্কার পাত্র শীতল জলে পূর্ণ করিয়া একটু bi-carbonate of soda দিয়া পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ বোতল, টিট, ভালভ রাখিয়া দিবে; তারপর ঐ পাত্র আগুনে চড়াইয়া দিবে। ফুটীয়া উঠিলে নামাইয়া রাখিবে। পাত্রের জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে তবে জল হইতে বোতল, টিট এবং ভালভ উঠাইয়া রাখিবে। বাজার হইতে বোতল কিনিবার পর তাহা এইরূপে সিদ্ধ না করিয়া কখনো শিশুকে তাহাতে দুধ খাইতে দিবে না, ইহাতে নানারূপ অসুখে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। শিশুর দুধ পান হইলে অবশিষ্ট দুধ থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিবে কিংবা গৃহের আর কেহ তাহা ব্যবহার করিতে চাহিলে তাহাকে দিবে কিন্তু তাহা কখনো শিশুর দ্বিতীয়বার আহারের জন্য রাখিয়া দিবেনা। শিশুর দুধ খাওয়ান শেষ হইলে গরম জলে সোডা দিয়া তদ্বারা টিট, ভালভ এবং বোতল পরিস্কার করিবে। বোতল ধুইবার ব্রাস দিয়া বোতলের ভিতর খুব ভাল করিয়া ধুইবে। যেন কোন কোণে দুধের কণা কি কোন ময়লা না থাকে। টিট ও

ও ভালভ ধুইবার ছোট ব্রাস দিয়া উহাদের ভিতর বাহির বেশ করিয়া ঘসিয়া ধুইবে। তারপর বোতলটি এক পরিস্কার পাত্রে ঠাণ্ডা জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া দিবে এবং টিট ও ভালভ একটি কাচের বাটিতে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিবে। প্রতিবার দুধ পানের পরই এইরূপে বোতল টিট ভালভ সোডা মিশ্রিত গরম জলে পরিষ্কার করিয়া ধুইবে তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইবে। মনে রাখা উচিত যে পরিচ্ছন্নতাই শিশুর জীবন। শিশুর আহার, পরিচ্ছদ শয্যা, আহারের পাত্র প্রভৃতি পরিস্কার রাখিলে শিশুকে অনেক রোগের হাতে হইতে রক্ষা করা যায়। অপরিচ্ছন্নতাই শিশুর পেটের অসুখের কারণ। পরিচ্ছন্ন হইলে শিশুকে এই অসুখ হইতে বাঁচান যায়। যে সব স্থানে কলের জল নাই সেসব স্থানের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে দেওয়া উচিত।

প্রথম ছয় মাস শিশুকে দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। প্রাতে ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এইরূপে দুই ঘণ্টা পর পর খাইতে দিবে। কিন্তু রাত্রি ১০টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত শিশুর পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য, এই সময়ের মধ্যে শিশুকে কিছুই খাইতে দিবেনা। প্রথমতঃ শিশুকে এইরূপে অভ্যাস করান সম্ভবতঃ কষ্টকর হইতে পারে কিন্তু ক্রমে শিশু এই স্বাস্থ্যকর অভ্যাসে অভ্যস্থ হইবে। শিশুকে যত সদভ্যাসে অভ্যস্থ করান যায় ততই শিশুর এবং শিশুর মাতার পক্ষে মঙ্গল। প্রথম প্রথম শিশু রাত্রে কাঁদিলে তাহাকে ২।১ চামচ জল দিয়া একটু চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইলেই শিশু ঘুমাইয়া পড়িবে। অনেকে মনে করেন যে সব শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে, তাহাদিগের আহারের কোন নিয়ম রাখিবার প্রয়োজন নাই। যখন তখন খাওয়াইলেই চলিবে। বস্তুতঃ এরূপ সর্ব্বদাই দেখা যায় যে শিশু কাঁদিলেই অমনি মাতা তাহাকে দুগ্ধ পান করাইতে আরম্ভ করেন। এরূপ করা শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাতে শিশুর অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পেটের অসুখ হইতে পারে। ক্রমাগত খাইতে থাকিলে পাকস্থলী আহার পরিপাক করিবার জন্য মোটেই সময় পায় না। ইহাতে শিশুর পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

বঙ্গে শিশু মৃত্যু।

—:*:—

বাঙ্গালা দেশে বালিকা অপেক্ষা বালকের জন্ম হয় বেশী। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে মোট শিশু জন্মিয়াছিল ১৪,৮৯,১৩৫। ইহার মধ্যে বালকের সংখ্যা ৭৭,১৩,১৩ এবং বালিকার সংখ্যা ৭১৭,৮২২। জন্মের মত বালকও কিন্তু মরিয়া থাকে বেশী। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে যত বালক জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১,৮১,৫৪৭ এবং যত বালিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মধ্যে ১,৫৮,১০২টি এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত

হইয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বালক ও উভয়ে মিলাইয়া এক বৎসরের কম বয়স্ক মোট শিশুর মৃত্যু সংখ্যা ৩৩৯,৬৪৯। লোক সংখ্যা গণনায় ঐ হিসাবে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে যত শিশু জন্মিয়াছিল তাহার চারিজনের একজন করিয়া ১ বৎসরের কম বয়সেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ জেলায় কত শিশু মারা গিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার তালিকা প্রদর্শন করিতেছি :—

জেলা	বালক	বালিকা
বর্দ্ধমান	৭২৮৮	৬৩৯২
বীরভূম	৫২৫১	৪৪৯৩
বাঁকুড়া	৫২২৯	৪৭৮০
মেদিনীপুর	৯৪২৪	৮৯৪০
হুগলী	৪০৭৯	৩৪৪৭
হাওড়া	৩১৮৬	২৬৮৭
২৪শপরগণা	৬৬১৩	৫৬০৩
কলিকাতা	২৮১২	২২৮৪
নদীয়া	৭৩৮৪	৭৩৪৭
মুর্শিদাবাদ	৭৩৫৪	৬৮৬২
যশোহর	৪৫২৪	৪১১২
খুলনা	৬৪৯৪	৫৬৪৪
রাজসাহী	৬৪৬৫	৫৮১২
দিনাজপুর	৮৩১২	৬৮৮৭
জলপাইগুড়ি	৪২১৯	৩৭১৯
দারজিলিং	১১৪৩	৯২৭
রঙ্গপুর	১১১৯২	৯৪৫৮
বগুড়া	৩৫৯৮	২৯৯২
পাবনা	৪৬১৫	৪০৩৭
মালদহ	৩৬৬৯	৩৪৮৩
ঢাকা	১২২৭৮	১০৩০৬
ময়মনসিংহ	১৭০৩৩	১৪৭১১
ফরিদপুর	৮৪৪৪	৭১০২
বাকরগঞ্জ	১১৭০২	৯৫৪৬
চট্টগ্রাম	৫৪৯৯	৪৭৮৮
নোয়াখালি	৫১৩০	৪৭৪৩
ত্রিপুরা	৮৫৮০	৬৯৯৯
	১৮১,৫৪৭	১,৫৮,১০২

এই মৃত্যু তালিকায় বুঝা যায়, পশ্চিম বাঙ্গালাতেই এই মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়াছে। বর্দ্ধমানে শতকরা ৩০,৭ বীরভূম ৩০.১, নদীয়ায় ২৯.৬ মুর্শিদাবাদে ২৮.৩ এবং কলিকাতায় ২৮.১টি করিয়া শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

এখন এই শিশু মৃত্যু যে দেশে ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে ইহার কারণ কি? যে সকল নিয়মে শিশুর জীবন রক্ষা করা উচিত এখনকার প্রসূতিগণ সে সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞতা থাকাই ইহার প্রধান কারণ। শিশুরক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক প্রসূতিরই শিশুপালন করিবার প্রণালী সকল অবগত থাকা কর্ত্তব্য। অতীতযুগে আমাদের দেশের মহিলারা সকলেই বিদুষী হইতেন না,—বিদুষী হওয়া তো দূরের কথা, লেখাপড়া শিক্ষাটাও সেকালে মহিলা সমাজে বড় একটা প্রচলিত ছিলনা, কিন্তু সেকালের বয়স্থা মহিলা-গণ যে এক একজন পাকা গৃহিণী হইতেন এবং তাহারই ফলে শিশুপালনে তাঁহার বিশেষ জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন, সে কথা তো সর্ব্ববাদী সম্মত। এখন শিশুর একটু সামান্য বাল্সা হইলেই চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তখনকার গৃহিণীগণ শিশুর সাধারণতঃ অসুখে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণের আবশ্যকতা মনেই করিতেন না। আলুইয়ের বড়ী ছিল, তুলসীর রস ছিল ময়ূরপুচ্ছভস্ম ছিল, বিশুদ্ধ টাটকা মধু ছিল, সোহাগার খই ছিল,

মুক্তবর্ষীর পাতা ছিল,—এই সকল দিয়াই সেকালের গৃহিণীরা আপন আপন পরিবারের শিশু চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু তখন তো দেশে শিশু মৃত্যু এত অধিক ছিল না।

এখন ব্যয়বাহুল্যে দেশের অবস্থা শোচনীয় হইলেও দেশে অর্থ সুলভ হইয়াছে, লোকের অর্থ খরচ করিবার প্রবৃত্তিও বাড়িয়াছে. সেই সঙ্গে সে কালের শিক্ষা দীক্ষা দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে, শিক্ষার অভাবে সেকালের ঠানদিদির মত গৃহিণী বাঙ্গালী সমাজে আর নাই, কাজেই শিশুর সামান্য বাল্‌সাতেও এখন চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ না করিলে উপায় নাই। ফলে অনেক উন্নত অবস্থার পরিবারের মধ্যে চিকিৎসা-বিভ্রাটেও অনেক শিশু অকালে পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে।

তাহার পর যে সকল নিয়মে আমাদের দেহ রক্ষার ব্যবস্থা করিলে আমরা স্বাস্থ্যবান হইতে পারি, দীর্ঘজীবি হইতে পারি—বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষ– কাহারও সে চেষ্টা নাই। আমরা এখন বুঝিয়াছি বিলাসিতা। অনেক দরিদ্র বাঙ্গালী প্রাণপাত পরিশ্রমে যে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাতে কুলাইতে পারেনা. কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত আহার্য্য লাভও অনেকের ভাগ্যে জুটে না। ফলে নানাকারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের এখন যথেষ্ট অপচয় ঘটিতেছে। কাজেই দুর্ব্বল পিতৃমাতৃ শুক্রশোণিত হইতে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবী সন্তানলাভের কামনা কেমন করিয়া করা যাইতে পারে? শিশু মৃত্যুর আধিক্য এজন্যও আমাদের দেশে ভীষণভাব ধারণ করিয়াছে।

দেশে দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য,—দুষ্প্রাপ্য বলিলেও চলিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গে দুগ্ধ আরও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ফলে খাঁটি দুগ্ধের অভাবে যেরূপ দুগ্ধ অধিকাংশস্থলে শিশুদিগকে এখনকার দিনে পান করান হয়, যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি সংঘটন তাহারই পরিণতি। এই যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতির জন্যই অনেক স্থলে শিশু মৃত্যু সংঘটিত হয়। আমরা ‘হোমরুল’ ‘হোমরুল’ করিয়া ব্যস্ত, কিন্তু দেশে গাভী পালনের ব্যবস্থা করিয়া খাঁটি দুগ্ধ সুলভে প্রাপ্তির কি উপায় করিতেছি? যে পর্য্যন্ত আমরা সে উপায় না করিব, সে পর্য্যন্ত দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস পাইবেনা—ইহা সুনিশ্চিত।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গালায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহার আর একটি কারণ, পূর্ব্ব বাঙ্গালা অপেক্ষা পশ্চিম বাঙ্গালায় বিলাসিতার প্রসার বৃদ্ধি। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজেও এই বিলাসিতাটা অধিক মাত্রায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষগণ সভ্যতার খাতিরে ‘বাবু’ সাজিয়াছেন, পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাগণও সর্ব্বপ্রকারে বিবিয়ানা’র পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মূর্ত্তিমতী বিলাসিনী হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের অনেক সংসারেই এখন পাচকে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, দাসদাসীতে গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করে, আর মালক্ষ্মীগণ আরামকেদারায় অবস্থিতি পূর্ব্বক নাটক নবেল পাঠেই সম্যক প্রকারে মনোযোগ দিয়া থাকেন। ফলে পরিশ্রমের প্রথাটা পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলা সমাজ হইতে অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাদিগের অজীর্ণ, অম্লপিত্ত ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের পীড়ার উৎপত্তির ইহাই কারণ। ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার মহিলাগণ সর্ব্ব প্রকারে যতটা অস্বাস্থ্যবতী,—পূর্ব্ব বাঙ্গালার মহিলারা তত নহেন। পূর্ব্ব

বাঙ্গালার পুরুষেরাও পশ্চিম বাঙ্গালার পুরুষদিগের অপেক্ষা কর্ম্মঠ, কাজেই স্বাস্থ্যবান। পশ্চিম বাঙ্গালার পিতৃমাতৃ শুক্রশোণিতের ফল সম্ভূত শিশুগণের মৃত্যু এই জন্যই অধিক হইয়া থাকে।

ইহার উপর কন্যার বিবাহে যৌতুক প্রদানে উৎপীড়ণের ব্যবস্থা পশ্চিম বাঙ্গালার সকল জাতির মধ্যেই যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এখনও সেরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। সেই পণ পীড়ণের ফলে পশ্চিম বাঙ্গালার অধিবাসী দিগকে অনেক সময় সকল দিক চিন্তা করিবার অবসর না রাখিয়াই কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য যতটা রাখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, অনেক সময় পশ্চিম বাঙ্গালার কন্যার পিতা অবস্থার ব্যবস্থায় তাহা রক্ষা করিতে পারেন না, পাত্রের পিতার পক্ষেও পণ পাইলেই হইল, তিনিও অতটা বিচার করিতে চাহেন না; কাজেই পরিণয় ব্যাপারে বাঙ্গালার পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে অধিকাংশ স্থলে উপযুক্ত মিলন অসম্ভব হইয়াপড়ে। এই বয়ঃবিচার রক্ষা না করিয়া স্ত্রী পুরুষের মিলন করিয়া দেওয়ার জন্যও দেশে শিশু মৃত্যুর পরিমাণ আমরা বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছি।

হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ দিবার প্রথা বরাবরই আছে, এখন কন্যাপণের জন্য তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। যাহা হউক হিন্দু শাস্ত্রে বাল্যবিবাহ চির প্রচলিত হইলেও পূর্ব্বে যখন তখন স্ত্রী পুরুষের মিলন কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল না। পুরলক্ষ্মীগণ স্বামীর মুখ তো দিবাভাগে দেখিতেই পাইতেন না, সকল নিশাও তাঁহাদের আরামের কাল হইত না। এক কথায় তিথি নক্ষত্র দেখিয়া, পর্ব্বদিন বাছিয়া সেকালে স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিল, এখন সে ব্যবস্থাও যে উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালার শিশু মৃত্যুর আধিক্যের ইহাও একটা কারণ।

ফলে দেশের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল শিশু জীবন রক্ষার জন্য দেশের সকল মনীষীগণেরই চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশে আবার পাকা গৃহিনী তৈয়ার করিবার আবশ্যক। শিশু জীবন রক্ষা করিবার জন্য দেশের পুরুষদিগেরও রুচি পরিবর্ত্তন যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতেও সন্দেহ নাই।

কোঽরুক ?

:*:—

(ডাঃ শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার)

কঃ—অরুক্ ? কে রোগ ভোগ করে না ? অর্থাৎ কাহার শরীর নীরোগ ?

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে লোকমঙ্গলজনক মনোমুগ্ধকর এবং হিতোপদেশ মূলক একটি গল্প আছে। সে গল্পটি এইরূপ যথা—

কোন এক নির্জ্জন বনবাসী ঋষি একদা

স্বীয় আশ্রম তরুতলে নিবিষ্ট চিত্তে ভগবৎ ধ্যানস্তিমিত লোচনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটি সুন্দর বন বিহঙ্গ উড়িয়া আসিয়া আশ্রমতরুর একটি ক্ষুদ্র শাখার উপরে ঠিক সেই ঋষির সম্মুখবর্ত্তী স্থানে বসিয়া মধুরস্বরে গাহিল—

কোহরুক ?

পাখী স্বীয় স্বাভাবিক গান গাহিল, সে গানের অর্থ কি তাহা পাখী বুঝিল না। কিন্তু ঋষির কর্ণ ঐ সুশব্দে চকিত হইল। ঋষি বুঝিলেন যে, স্বভাবের অঙ্কপালিত বন বিহঙ্গের এই "কোহরুক্" শব্দটির উত্তরে জাগতিক জীব সমূহের কি গুরুতর সম্বন্ধ নিহিত আছে। ঋষি বিহঙ্গের দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন—মরি ! মরি ! কি সারগর্ভ সুন্দর প্রশ্ন ! কোন মহাত্মা আজ জীবদুঃখে দুঃখী হইয়া জগতের মঙ্গল কামনায় বিহঙ্গরূপে আসিয়া আমাকে এই মহান্ প্রশ্ন করিতেছেন ? তা' ইনি যিনিই হউন তাঁহার এই মহৎ পবিত্র প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। ঋষি মহানন্দিত চিত্তে প্রত্যুত্তর করিলেন,—

জীর্ণে হিতভুক্।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে শারীরিক ও মানসিক হিতকর আহার বিহারের সেবা করে—সেই নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবি হয়। বন বিহঙ্গ ঋষির সেকথা বুঝিল না বা তাহাতে দৃক্‌পাতও করিল না; সে আপন স্বাভাবিক সুরে আবার গাহিল

"কোহরুক্ ?"

সেই স্বর শ্রবণে ঋষিপ্রবর বিস্মিত হইয়া আবার চিন্তিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হয় নাই। কেননা, হিতকর আহার্য্য পরিমিত মাত্রায় না হইলেই তো রোগজনক হইবে। সুতরাং হিতকর দ্রব্য আহারে মাত্রাশী হওয়া আবশ্যক। তাই মহর্ষি আবার উত্তর দিলেন—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্।

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই দেহ নীরোগ থাকিতে পারিবে।

স্বভাবে চালিত পক্ষী আবার স্বভাব বশে স্বাধীনমনে গাহিল।

"কোহরুক্ ?"

মুনি ঠাকুর এবারও চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, প্রশ্নের উত্তর সম্যক দেওয়া হয় নাই। কেন না কেবল পরিমিত হিতাহারেই জীব রোগহীন থাকিতে পারে না। ভুক্তবস্তু পরিপাকের জন্য তাহার যথোপযুক্ত পরিশ্রম করা প্রয়োজন। তাই তিনি আবার পাখীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক শ্রমোপভুক।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীর্ণে হিতবস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করে এবং তাহার সহিত যথা সময়ে নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমে রত থাকে, সে নিশ্চয়ই নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘ জীবন লাভে সমর্থ হয়।

বনচারী পক্ষী আপন মনে স্বাধীন ভাবে নিজ স্বাভাবিক সঙ্গীতে রত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে—সে তো আর তাঁহার বুলির অর্থ জানে না যে, ঋষির সদুত্তর লাভে নিরস্ত হইবে, সে আনন্দে আবার ডাকিল—

"কোহরুক ? কোহরুক ?"

ঋষি তখন বিজ্ঞান গবেষণায় মনোনিবেশ করতঃ বিবেচনা করিয়া বুঝিলেন যে, বাস্তবিকই প্রশ্নের উত্তর এখানো হয় নাই। কেননা স্বরশাস্ত্রে আছে;—

ভুক্ত মাত্রেণ মন্দাগ্নৌ * * *।
শরণ সূর্য্য বাহেন কর্ত্তব্যস্ত সদা বুধৈঃ॥
(স্বরোদয়)।

আহারের পরবর্ত্তী মন্দাগ্নির প্রতীকারার্থ দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাসবহন কর্ত্তব্য। এই রূপ শ্বাস বহাইবার কৌশল বামপার্শ্বে শয়ন। আবার আহার করার পর শয়ন করা নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতেও পরিপাক শক্তির লাঘব হয়, এজন্য শতপদ ভ্রমণান্তে বামপার্শ্বে শয়নই সুচারু পরিপাকের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ঋষি বলিয়া উঠিলেন—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।
শত পদ গামী বাম শায়ীচ॥

অর্থাৎ জীর্ণে হিতকর বস্তু পরিমিত ভোজী ও শ্রমশীল ব্যক্তি যদি আহারান্তে শত পদ ভ্রমণের পর বামপার্শ্বে শয়ন করিতে জানে, তবে সে নীরোগ থাকিবে।

বনের পাখী এ সকল কিছুই বুঝিল না সে আবার আপন স্বরে ডাকিল,—কোহংরুক্।

তখন ঋষিবর অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, হাঁ বাস্তবিকই একটি কথা এখনও বলিতে বাঁকি আছে—তাই তিনি জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন।—

জীর্ণে হিতভুক্ মিতভুক্ শ্রমোপভুক্।
শত পদগামী বাম শায়ীচ॥
অবিজীত মূত্র পুরীষী খগেন্দ্র।
সোহংরুক্ সোহংরুক্ সোহংরুক্॥

অর্থাৎ হে খগেন্দ্র! যে ব্যক্তি জীর্ণান্তে হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করতঃ পরিশ্রমশীল ভাবে জীবন কাটায় এবং আহারান্তে শতপদ ভ্রমণান্তর বামপার্শ্বে শয়ন করে, আর কদাচ মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, সে নিশ্চয় নিরোগী হয়, নিরোগী হয়, নীরোগী হয়।

তখন বিহঙ্গমটি স্বাভাবিক চাঞ্চল্য নিবন্ধন অন্যত্র উড়িয়া প্রস্থান করিল। তাহাতে ঋষিবরও প্রশ্নের উত্তর শেষ হইয়াছে জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। *

* উক্ত "কোহংরুক" বিষয়ে কেহ কেহ এরূপও ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, একদা দেব বৈদ্য ধন্বন্তরি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন, তৎকালে এক অরণ্য মধ্যে উচ্চতরুতে বসিয়া একটী পক্ষীবর রব করিতেছিল, "কোহংরুক্ কোহংরুক্?" তাহা শুনিয়া ধন্বন্তরি মনে করিলেন যে, পক্ষী আমাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতেছে যে, "কে অরোগী? কাহার রোগ হয় না?" তদুত্তরে ধন্বন্তরি কহিলেন,—

জীর্ণে হিতমিত ভোজী শতপদগামী বামশায়ী।
অবিজিত মূত্র পুরীষী খগেন্দ্র সোহংরুক্ সোহংরুক্ সোহংরুক্॥

অর্থ—ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে যে ব্যক্তি শরীরের হিতকর বস্তু পরিমিত মাত্রায় আহার করে আর আহারান্তে শত পদ ধীর ভাবে ভ্রমণ করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করে এবং মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, হে খগেন্দ্র! সেই অরোগী, সেই অরোগী, সেই অরোগী জানিবে।

উক্ত বচনে "শ্রমোপভুক্" শব্দটি নাই। বাস্তবিক শ্রমোপভুক্ শব্দ না থাকিলেও উক্ত বচনের সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না। এই নিমিত্ত আমরা পূর্ব্বোক্তভাবে উহাকে উল্লেখ করিলাম।

প্রঃ লেঃ।

এখনকার দিনে আমরা যে স্বাস্থ্য হারাইয়াছি, তাহার কারণ আমরা "কোহরুক" শব্দের অর্থ জানিনা।

চরক সংহিতাতেও স্বাস্থ্য পালন সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

মাত্রাশীস্যাৎ * * আহার দ্রব্যাণি
প্রকৃতি লঘূন্যপি মাত্রাপেক্ষীণি ভবন্তি।

মাত্রানুসারে আহার করাই নিতান্ত প্রয়োজন। আহার্য্য দ্রব্য একান্ত হিতকর অথবা স্বাভাবিক লঘু হইলেও তাহা নিশ্চয়ই মাত্রাকে অপেক্ষা করে। সহস্র হিতকর আহার্য্য বস্তুও পরিমিত মাত্রায় সেবিত না হইলে নীরোগ ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং হিতকর আহার্য্যের পরিমিত মাত্রার বিশেষ প্রয়োজন।

চরকের স্থানান্তরে শ্রমশীলতা বা ব্যায়াম সম্বন্ধেও বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ব্যায়ামে যে শরীরের লঘুতা, কার্য্যে উৎসাহ, দেহের দৃঢ়তা, পাচকাগ্নির উদ্দীপনা, কোষ্ঠের অনুলোমতা প্রভৃতি অশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা চরক সংহিতায় স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে।

অধুনা নব বিলাসিতার স্রোত দেশে আসিয়া মানবগণকে নিতান্তই শ্রম বিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। এখন দুই এক মাইল পথও বিনাযানে পর্য্যটন সাধ্যায়ত্ত নাই। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকলেই সমভাবে শ্রম-বিহীনতা-শিক্ষায় পরিপক্ক হইয়াছেন। নব্য সভ্য সমাজে পরিশ্রম কার্য্যটা নিতান্তই অসভ্যতা জ্ঞাপক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া ভারতীয় নরনারীকে নবভাবে অসম্বন্ধ আলস্যে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে। দেশের শোচনীয় অবস্থা ইহারই ফলসম্ভূত। দেশের লোক এ সকল কথা বুঝিবেন কি ?

সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যতা আছে কি না

:*:

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর

(কবিরাজ শ্রী.........বন্দ্যোপাধ্যায়)

চরকে মদ্যকে বিষের সহিত উপমা করা হইয়াছে। বিষ যেমন সুস্থ দেহে হিতকর নহে, পরন্তু সমূহ অহিতকর, মদ্যও সেইরূপ সুস্থ দেহে হিতকর নহে, বরং অহিতকর বা ইহাই চরকের কথা।

বিষের ন্যায় মদ্যের দশটী গুণ ও আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যথা লঘুতা, উষ্ণতা, তীক্ষ্ণতা, সূক্ষ্মতা, অম্লতা, ব্যবায়িতা, আশুগামিতা রুক্ষতা, বিকাশিতা (যাহা ধাতুসম্বন্ধ শিথিল করে) ও বিশদতা (পিচ্ছিলের বিপরীত) আবার শরীরে যাহা ওজঃ থাকে তাহার গুণ ও দশটী, যথা, গুরুত্ব, শৈত্য, মৃদুত্ব, শ্লক্ষ্ণত্ব, ঘনত্ব, মাধুর্য্য, স্থিরত্ব, নির্ম্মলত্ব, পিচ্ছিলত্ব এবং স্নিগ্ধত্ব। মদ্যের দশটী গুণ দশটী গুণের বিরোধী বলিয়া বলের নাশ করিয়া থাকে। মদ্যের লঘুত্ব দ্বারা বলের গুরুত্ব, উষ্ণতা দ্বারা শৈত্য, অম্লতা

দ্বারা মাধুর্য্য, আশুগামিত্ব দ্বারা প্রসাদ গুণ, রুক্ষতা দ্বারা স্নিগ্ধতা, ব্যবায়ি গুণ দ্বারা স্থিরতা বিবাশিতা গুণ দ্বারা শ্লক্ষ্নতা, বিষদ গুণ দ্বারা পিচ্ছিলতা এবং সূক্ষ্মতা বশতঃ ঘনত্ব গুণ নষ্ট করিয়া থাকে। যাহা শরীরের সার পদার্থ ও দেহের বল নষ্ট করিয়া থাকে তাহা কি প্রকারে সুস্থ শরীরে হিতকর হইতে পারে?

মদ্যের গুণ ও দোষের আলোচনা করিয়া সুস্থ শরীরে মদ্য হিতকর নহে বলিয়া শাস্ত্র কারগণ মদ্য পান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বাগভট সদাচার প্রসঙ্গে সুরাপান এবং মদ্যাতি শক্তি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুরাপান যখন নিষেধ করা হইল, তখন মদ্যাতিশক্তি নিষেধ করিবার সার্থকতা কি? সুরাপান নিষিদ্ধ কিন্তু যদিই কদাচ কর তবে অতি-রিক্ত আসক্ত হইও না। গ্রীষ্মকালে মদ্য পান করা উচিত নহে, কিন্তু যদিই খাও, তবে আসল মদ্য প্রচুর জল মিশাইয়া খাইবে। সুরাপান নিষিদ্ধ, কিন্তু যদিই সুরা-পান কর, প্রচুর পুষ্টিকর দ্রব্য সহ খাইবে। সাধারণের হিতার্থ শাস্ত্রকারগণ এইরূপ উপ দেশ দিয়া গিয়াছেন।

চরক সূত্রস্থানে সদাচার প্রসঙ্গে বলিয়া ছেন যে মদ্য, দ্যূত (জুয়া) ও বেশ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবে না।

চরক এবং বাগভট উভয় গ্রন্থেই মদ্যের সুস্থশরীরের অনুপযোগীতা সম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায় যথা :—

উভয় গ্রন্থেই এইরূপ লিখিত যে, মদ্য যে ব্যক্তি পান না করে, সে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় এবং সে ব্যক্তি এ সম্বন্ধে বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করে; তাহাকে শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল স্পর্শ করিতে পারে না।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে অল্প মাত্রায়ই হউক আর অধিক মাত্রায়ই হউক মদ্য পান করিলে শারীরিক ও মানসিক বিবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। যাহা রোগ জনক তাহা কখনই সুস্থ শরীরের পক্ষে উপ-যোগী হইতে পারে না।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দীর্ঘ আয়ু স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য বর্ণ স্বর, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সুস্থতা প্রভৃতি লাভের জন্য রসায়ন ঔষধ সেবনের বিধি আছে। রসায়ন প্রসঙ্গে কথিত হই-য়াছে যে, সত্যবাদী ক্রোধহীন, মদ্য ও মৈথুন হইতে বিরত প্রভৃতি গুণযুক্ত পুরুষেরা রসা-য়নের ফল লাভ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ঔষধ সেবন ব্যতীত তাঁহারা দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে মদ্য দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্য প্রভৃতি লাভের অন্ত-রায় স্বরূপ। সুতরাং স্বাস্থ্য আরোগ্য এবং দীর্ঘ আয়ু লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে মদ্য কখনই হিতকর হইতে পারে।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল শাস্ত্রীয় অর্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মদ্য মনের ও শরীরের সাময়িক উত্তেজনা ঘটাইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বল, সুখ, রতি শক্তি প্রভৃতির বর্দ্ধক নহে এবং উহা পরমায়ু বা আরোগ্যের অন্তরায় স্বরূপ। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তবে কি জন্য সুস্থাধিকারে অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তির আহার বিহারাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মদ্যপানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে? মদ্য যদি

সুস্থ শরীরে অহিতকরই হইল, তবে সুস্থ ব্যক্তিকে পান করিবার উপদেশ দেওয়া হইল কেন?

ফল কথা মদ্য ব্যবহারে একটা সাময়িক সুখ হয় মাত্র কিন্তু ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে রোগ ভোগ—হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অল্প সুখে বিমূঢ় মানব সেই সুখের প্রত্যাশায় মদ্য পান হইতে বিরত থাকে না। অপকারী জানিয়াও কত লোক যে মাদক দ্রব্যে অনুরক্ত হইয়া নিজের এবং অপরের জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা প্রথমেই বলিয়াছি সকল জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অহিতকর মাদক দ্রব্য সেবনের প্রথা প্রচলিত আছে। ভগবান মনু বলিয়াছেন :—

প্রবৃত্তিরেব ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ।

অর্থাৎ মনুষ্যগণের প্রবৃত্তি এইরূপ—মদ্য পানাদিতে ইচ্ছুক, কিন্তু নিবৃত্তি মদ্য পানাদি পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ।

যদি এইরূপই হয় তবে কি সেই সকল প্রবৃত্তির দাস মনুষ্যগণের হিতার্থে শাস্ত্রকারগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন? এই জন্যই সর্ব্বভূতে সমদর্শী অতীন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ বক্তা ঋষিগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বিধি পূর্ব্বক মদ্য পান করিলে শরীর সহজে ধ্বংস হইবে না। পরন্তু সুস্থ শরীরে হিতকর হইবে বলিয়া এরূপও বলা হয় নাই। ইহার একটা সুন্দর উপমা দেওয়া যাইতেছে। চৌরকার্য্য সকল দেশে সকল সমাজে চিরদিন দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। অথচ শাস্ত্রকারেরা চৌর্য্য শাস্ত্র (অর্থাৎ কি করিয়া চুরি করিতে হয়, কোথায় কিরূপ সিঁদ কাটিতে হয়) সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি চৌরকার্য্যের প্রশংসা করা? তাহা নহে। কিন্তু তস্কর পৃথিবীতে চিরদিন ছিল, আছে এবং থাকিবে। তাহারা যতই অধম হউক, তাহাদের একটা উপায় চাই তো। সেইজন্য অধমতারণ ঋষিগণ তস্করদিগের কার্য্যসাধক উপদেশ দিতেও ত্রুটি করেন নাই। মদ্য পান সম্বন্ধে উপদেশও এইরূপ, মদ্য পান হিতকর বলিয়া নহে।

সুস্থ শরীরে মদ্য পান যে হিতকর নহে, তাহা শাস্ত্রীয় বচন হইতে প্রমাণ করা হইল। এক্ষণে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে মদ্য কাহাকে বলে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় ও য়ুরোপীয় মদ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, তাহা দেখা উচিত।

যে দ্রব্য পান করিলে মত্ততা জন্মায় তাহাকে মদ্য বলে। আর শালি ও ষষ্টিক ধান্যের চাউল প্রভৃতি হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সুরা বলে। সুরা শব্দের ডাক্তারী নাম স্পিরিট (spirit)। আসব, অরিষ্ট প্রভৃতি মদ্যকে ইংরাজীতে লিকার (liquor) বলে। বারুণী (তাড়ী, সীধু ভিনিগার—Vinegar) প্রভৃতি মদ্য শব্দ বাচ্য। য়ুরোপীয় মদ্য যত সুরাসার (Alchohol) বহুল, আয়ুর্ব্বেদীয় মদ্য তাহা অপেক্ষা অল্প। ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বপ্রকার মদ্যই য়ুরোপীয় মদ্য অপেক্ষা কম তীক্ষ্ণ (strong)।

এক্ষণে মদ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

য়ুরোপীয় চিকিৎসক সমাজ কোন কোন

স্থলে মদ্য শরীরে খাদ্যের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে ইহাই ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মদ্য শরীরের খাদ্যের ন্যায় পুষ্টি সাধন করে না, বরং বিবিধ শারীরযন্ত্রের অনিষ্ট সাধনই করিয়া থাকে এবং যতটুকু মদ্য পান করা যায় তাহা অবিকৃত অবস্থায় শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, ক্লোরোফর্ম্ম (Chlorofirm) বা ইথারকে (Ether) যেমন খাদ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, মদ্যকেও সেইরূপ খাদ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

মদ্য পানের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ মদ্যের কতকগুলি হিতকর গুণ আছে বলিয়া নির্দ্দেশও করেন। তাঁহারা বলেন যে,মদ্য শরীরকে অনেক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, অত্যন্ত শীত বা উত্তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা করে, আহার পরিপাকের সহায়তা করে, শরীরের ক্ষয় নিবারণ করে, পেশী সমূহকে সবল করে, ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহু পরীক্ষার ফলে স্থির করিয়াছেন যে, মদ্য কোন অবস্থায় কোন ব্যক্তির পক্ষেই হিতকর নয়, বরং অত্যন্ত অহিতকর। কেবল মনুষ্য বলিয়া নহে, সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই মদ্য বিষতুল্য অনিষ্টকর। মনুষ্যের প্রাণনাশক অনেক প্রকার বিষের প্রভাব যে সকল প্রাণ অনায়াসে সহ্য করিতে পারে, মদ্যের প্রভাবে তাহাও সহ্য করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, এমন কোন জন্তু নাই, যে জন্তু মদ্য দ্বারা অভিভূত হয় না। একটী পারাবত—যাহাতে অনেকগুলি মানুষের প্রাণ নাশ হয়—এরূপ পরিমাণ অহিফেন অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। একটী ছাগল—যাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যের প্রাণনাশ হয় এরূপ পরিমাণ তামাক অনায়াসেই সেবন করিতে পারে। একটী খরগোস—যাহাতে অনেকগুলি মনুষ্যের প্রাণনাশ হয়, এরূপ বেলেডোনা (Belladona) অনায়াসে সেবন করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল বিষ সেবন করিয়া অভিভূত না হইলেও, মদ্য পান করিলে উহারা মনুষ্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক উইলোর্ড পার্কার (Prof Willord Prorktur M. D.) বলিয়ায়াছেন যে, মদ্য পান করিলে শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়, বলের হ্রাস হয় এবং শতকরা ত্রিশ ভাগ পরমায়ু কমিয়া যায়।

ডাক্তার পার্কস তাঁহার রচিত প্রাকটিক্যাল হাইজিন (Practical Hygenine) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে মদ্যের যদি অভাব থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক পাপ ও দুঃখ রোগ ভোগ প্রভৃতি কম হইত।

আমেরিকার চিকাগো মহানগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার জে, কে, রসি ও চেলার এবং এফ্, এফ্, রসি ও চেলার বলিয়াছেন যে, অনেকে ইচ্ছা পূর্ব্বক এই বিষ পান করিয়া যে কেবল শারীরিক যন্ত্র সমূহের স্বাভাবিক কার্যের বিঘ্ন ঘটায় তাহা নহে, পান করিয়া শীঘ্রই মৃত্যুকে আহ্বানও করিয়া থাকে। আবার ইহা কেবল যে শরীরকে নষ্ট করে—তাহাও নহে, পরন্তু মৃত্যু হইতেও অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইয়া মনের শান্তিকে নষ্ট করে, হিতাহিত জ্ঞান লোপ করে, পরিবার-

বর্গকে দারিদ্র্য ও দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করে এবং তাহাদিগকে জীবনের কর্ত্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। যতদিন মৃত্যু আসিয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিয়া না দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত রোগ-যন্ত্রণা মদ্যপায়ীর নিত্য সহনীয় হইয়া থাকে।

বিট্রিশ মেডিকেল জর্ণাল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মদ্য ব্যবহারে জীবনী শক্তি (vitality) বর্দ্ধিত হয় না, পরন্তু কমিয়া যায়।

মদ্য যে কেবল মদ্যপায়ীরই অনিষ্ট করে তাহা নহে। পিতা মাতার পাপের ফল পুত্র কন্যাও ভোগ করিয়া থাকে। ডাক্তার হাউয়ে (Mr. Howey) প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, সুইডেন এবং য়ুরোপের অর্দ্ধেক জড় (Idiot) ব্যক্তি মদ্যপায়ী পিতামাতার সন্তান।

লর্ড স্যাফ্ট্‌স্ বরি (Lord Shaftosbury) ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট মহাসভায় যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডে দশ জন উন্মত্তের মধ্যে ছয়জন মদ্যপানের ফলে পাগল হইয়া থাকে। ডাক্তার উইলার্ড পার্কার, ডাক্তার বেঞ্জামিন রস, ডাক্তার হাউয়ি প্রভৃতি চিকিৎসকগণও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

ডাক্তার এড মণ্ডস, পার্কার, চার্কট (Mr. Charkot of Paris) এবং ডাক্তার হল্ প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মদ্যপানের প্রকৃতি পিতা অপেক্ষা পুত্রের অধিকতর প্রবল হয়। মদ্যপায়ীর পুত্র পিতা অপেক্ষাও অধিকতর মদ্যপায়ী এবং রোগগ্রস্ত হয়। ক্রমশঃ বংশের বিষম অধঃপতন ঘটে।

ডাক্তার এণ্ডারসন, এম হিউবার, ষ্ট্যানলি, ডাক্তার কার্পেণ্টার (Dr. W. B. Carpenter) প্রমুখ চিকিৎসকগণ একবাক্যে বলেন যে, মদ্য পানের ফলে শরীর সহজেই রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়ে। মহামারীর (Epidemic) সময় মদ্যপানরত ব্যক্তিগণই অধিক সংখ্যায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। যাহারা মদ্যপান করে না তাহাদের রোগ মদ্যপায়ী অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে হয়।

ডাক্তার স্মিথ চেম্বারস, জেমস্ মিলার, কার্পেণ্টার প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণ বলেন যে, অপরিমিত মদ্যপানে যেরূপ অনিষ্ট হয়, পরিমিত মদ্যপানেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

মদ্যপানে কেবল শরীরেরই অনিষ্ট হয় না, পরন্তু মনেরও অনিষ্ট হয়, চরিত্রও অত্যন্ত দূষিত করিয়া থাকে, ডাক্তার ফাথার জিল (Dr. Futhirgill) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বলেন যে, মদ্যপান দ্বারা চরিত্র যে কত দূর দূষিত হয় তাহার সীমা নাই। জগতে এমন কোনো পাপ নাই—যাহা মদ্যপায়ীদিগের দ্বারা কৃত না হইতে পারে। ডাক্তার নট (Dr. Nott) ডাক্তার এলিসা হ্যারিস (Dr. Elisha Harris) প্রভৃতি চিকিৎসকগণ এবং বিখ্যাত বিচারকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অধিকাংশ অপকার্য্যই মদ্যপায়ীদিগের দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে।

মদ্যের অপকারিতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মত উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মদ্য সুস্থ শরীরে অনুপযোগী, পরন্তু বিষবৎ অহিতকর। মদ্য যে বিষ—তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রেই বলা হইয়াছে।

সুস্থ শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগিতা আছে

কিনা এ প্রবন্ধে তাহাই আমাদের আলোচ্য। সুতরাং রোগ সম্বন্ধে মদ্যের উপযোগিতা কিরূপ তাহা বলা অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। তবে প্রসঙ্গ ক্রমে বলিতে হইতেছে যে, মদ্যের রোগনাশকতা শক্তিও পাশ্চাত্য চিকিৎসক গর্ণ স্বীকার করেন না। অধ্যাপক মিলার Prof Miller M. D. of Scotland) বলিয়াছেন, সুরা দ্বারা কোন রোগ ভাল হয় না (Alchohol curs bothing)। ডাক্তার হিগিনবটম (Dr. Higgin vottom) বলেন যে, আমি সুরা প্রয়োগ করিয়া কোন রোগ ভাল হইতে দেখি নাই। ডাক্তার জনসন্ বলেন যে, ঔষধ হিসাবে সুরার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিছুকাল পূর্ব্বে দুই সহস্র ইংরাজ ডাক্তার একমত হইয়া প্রচার করেন যে, ঔষধ হিসাবে সুরা প্রয়োগ করা উচিত নহে।

মদ্যপান হেতু সুস্থ শরীর বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। শরীরে এমন কোন যন্ত্রণাই নাই মদ্য পান বশতঃ দুর্ব্বল ও পীড়িত হয় না। অতএব সুস্থদেহে মদ্য ব্যবহার কথনই কর্ত্তব্য নহে।

(ক্রমশঃ)

কলেরা কি বিসূচিকা ?

-:*:—

(কবিরাজ শ্রীমণীন্দ্র নারায়ণ সেন)

কলেরা বা ওলাউঠাকে সর্ব্ব সাধারণে কেন, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও নিঃসঙ্কোচে বিসূচিকা নামে অভিহিত করেন। কিন্তু কলেরাকে বিসূচিকা না বলিয়া, অতিসারের পর্য্যায় ভুক্ত করিলে কি সঠিক আয়ুর্ব্বেদোক্ত নাম দেওয়া হয় না ? অতিসারের ডাক্তারী নাম "ডাইরিয়া"। ডাইরিয়ারই অবস্থা ভেদ কলেরা, তদ্রূপ অতিসারের অবস্থান্তরের নাম কলেরা।

এই রোগ চেনা অতি সহজ। অন্য কোন রোগে এরূপ লক্ষণ সমূহ হয় না। চাল ধোয়া জলের মত স্বচ্ছ ভেদই ইহাই প্রধান বিনিশ্চয়ক লক্ষণ; এবং রোগীর এরূপ লক্ষণ থাকিলেই আমরা কলেরা বলিতে পারি। প্রথমে অতি প্রচুর পরিমাণে ভেদ, তৎপরে ভেদের উপর বমি, খালধরা, পিপাসা, দাহ, ভ্রম, বলহানি শ্বাস, নাড়ী বসিয়া যাওয়া, অঙ্গের শীতলতা অত্যন্ত অবসাদ, স্বরভঙ্গ ও স্বরক্ষীণ হওয়া, মূত্রহীনতা, বিবর্ণতা, চক্ষু কোটরগত, এবং পরবর্ত্তী কালে জ্বর,—এই রোগে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। এই রোগে রোগীর প্রায়ই মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জ্ঞান লোপ পায় না। গন্ধ বর্ণহীন ভেদ ও বমন দ্বারা রোগীর সর্ব্বশরীরস্থ বহু জলীয়াংশ বাহির হইতে থাকে। ধাতুক্ষয় হেতু রোগী প্রতি ভেদের পরই অধিক অবসন্ন হইতে থাকে; সত্বর ইহার কোনো প্রতিবেধ না হইলে, অবশেষে মৃত্যুই ঘটিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে অতিসার শব্দের অর্থ অতি

সরণ, "গুদেন বহু দ্রব সরণং অতিসারং" রসাদি দ্রব ধাতু সকল, স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া, গুহ্য মার্গ দ্বারা অতিশয় নিঃসরণ হইলে, তাহাকে অতিসার বলে। এই রোগের সংক্রান্তি যথা ঃ—

সংশম্যাপাং ধাতুরগ্নিং প্রবৃদ্ধো
সকৃন্মিশ্রো বায়ুনাধঃ প্রণুন্নঃ।
সরত্যতীবাতিসারং তমাহু
র্ব্যাধিং ঘোরং ষড়্বিধন্তং বদন্তি।"

শরীরস্থ বহু জলীয় ধাতু—(অর্থাৎ রস,রক্ত, স্বেদ মেদ, মজ্জা, কফ, পিত্ত, মূত্র, জল প্রভৃতি ধাতু) প্রদুষ্ট হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া মলের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং বায়ু কর্ত্তৃক অধোদেশে প্রেরিত হইয়া গুহ্যমার্গ দ্বারা অত্যন্ত নিঃসারিত হয়, ইহাকেই অতিসার কহে। অতিসারের বহু দ্রবসরণ বিশিষ্ট লক্ষণ ঘটিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগ হইতে পৃথক রূপে আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে। কলেরার বিশিষ্ঠতা বহুদ্রব ভেদ ; বমি, খালধরা, অঙ্গের শীতলতা, তৃষ্ণা, স্বর ভঙ্গ প্রভৃতি তজ্জনিত উপসর্গ।

এই রোগে প্রথম ২।১ ভেদে শরীরস্থ—পুরীষের ক্ষয় হয়। পুরীষের ক্রিয়া শরীরের উপগুপ্ত (ধারণ) এবং বায়ু ও অগ্নিকে ধারণ। প্রচুর ভেদ দ্বারা ক্ষয় হওয়াতে, রোগী শরীর ধারণ করিতে পারে না, এবং বায়ু আধার হীন হয় এবং শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিবিধ বাত বেদনা, খালধরা, অরতি, শ্বাস, বমি, প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিয়া থাকে। অগ্নি নষ্ট হওয়ায় বিবর্ণতা, উষ্মহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। শ্লেষ্মক্ষয়ে রুক্ষতা, অন্তর্দাহ, আশয়দিগের বিশেষতঃ আমাশয়ের শূন্যতা, সন্ধিস্থান সমূহের শৈথিল্য, তৃষ্ণা, দৌর্ব্বল্য, নিদ্রানাশ হয়। বলক্ষয়ের ফলে হৃদ্স্পন্দন, কম্প, ও তৃষ্ণার প্রবলতা হয় ; রক্তক্ষয়ে ত্বকের কর্কশতা, শীতানুভূতি ও শিরা শৈথিল্য হয়। মাংসক্ষয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের শুষ্কতা, রুক্ষতা, তোদ (সূচী বেধবৎ বেদনা) গাত্র সমূহের অবসাদ ও ধমনীদিগের শৈথিল্য হয়। মেদ-ক্ষয়ে সন্ধি সমূহের শূন্যতা, রুক্ষতা প্রভৃতি, মজ্জাক্ষয়ে পর্ব্বভেদ, অস্থিতোদ ও অস্থি সমূহের শূন্যতা,-শুক্রক্ষয়ে অধিক, বলহানি ও মৃত্যু ; স্বেদক্ষয়ে, ত্বকশোষ, স্পর্শ-বৈগুণ্য ও রোম-কূপের স্তব্ধতা উপস্থিত হয়। মূত্রক্ষয়ে বস্তি-তোদ ও মূত্রহীনতা হয়। ওজঃ বা বলক্ষয়ে, মূর্চ্ছা, মোহ, প্রলাপ অজ্ঞান, ক্রিয়া সমূহের হীনতা, ও অবসাদপ্রাপ্তি, দোষের নির্গম, গ্লানি, অঙ্গের স্তব্ধতা ও বিবর্ণতা, তন্দ্রা ও মৃত্যু হয়। রোগীর যতই ভেদ ও বমি অধিক হইতে থাকে, ততই ধাতু সমূহ অধিক ক্ষয়িত হয়, ক্রমে উপরোক্ত ক্ষয়জনিত লক্ষণ সকল প্রবলতর হয়। ধাতু ক্ষয় হেতু বায়ুর উপদ্রব দ্বারা রোগী অধিক কাতর হয়। অবশেষে বায়ু স্বয়ং ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, রোগী বাক্যহীন ও চেষ্টাহীন হয় ও মূঢ় সংজ্ঞ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কলেরায় শরীরের আর আর ধাতু (জলীয়াংশ) ক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়। ডাক্তারিতে salin injection (সেলাইন ইঞ্জেকশন) চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা অনেক সময় তাঁহারা বিশেষ সুফল পান। তদ্বারা কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত শরীরোপযোগী জল, শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শরীরের জলীয়াংশ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

কলেরা রোগ আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিদোষজ অতিসার—ইহা কৃচ্ছ্র সাধ্য বা অসাধ্য ব্যাধি।

ইহা কোন স্থলেই সুখসাধ্য নহে। বিশেষতঃ "ঘোরং ষড়্বিধং তং বদন্তি"—ছয় প্রকার অতিসারই 'ঘোরং' এই বিশেষণ দ্বারা রোগের ভয়ঙ্করত্ব প্রকাশ করিতেছে।...ভৈরবং। দারুণং ভীষণং তীক্ষ্ণং ঘোরং ভীমং ভয়ানকং ভয়ঙ্করং প্রতিভয়ং"—ইত্যমরঃ। কলেরা নামক ত্রিদোষজ অতিসারের বিশেষত্ব এই যে, ইহার উৎপত্তি মাত্রেই অতিসারের অরিষ্ট (মরণার্থ জ্ঞাপক উপসর্গ) লক্ষণ সমূহ দেখা দেয়, যথা বমি, স্বরভঙ্গ, উষ্মাহীনতা, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ, স্বচ্ছভেদ এবং সূচীবেধবৎ বেদনা, অঙ্গে খাল ধরা প্রভৃতি ধাতুক্ষয়জ্ঞাপক উপসর্গ সকলও প্রকাশ পায়।

"ন জীবেৎ ধাতু সংক্ষয়াৎ ইতি," ধাতু ক্ষয় হইলে মানুষ বাঁচে না। এইজন্যই কলেরায় ধাতুক্ষয় হেতু মৃত্যু হয়।

ত্রিদোষজ জ্বর যেমন অনেক প্রকার এবং বিউবনিক প্লেগ—জ্বর ব্যতীত অন্য কিছু নয়, ত্রিদোষজ অতিসারও সেইরূপ অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কলেরা একটি অরিষ্ট লক্ষণ সংযুক্ত প্রাণান্তকর ত্রিদোষজ অতিসার।

দোষাবস্থা স্তস্য নৈকপ্রকারা.
কালে কালে বাধিতস্যোদ্ভবন্তি।

কলেরা যখন মহামারীরূপে উপস্থিত হয়, তখন দুষ্ট জল, বিষ বা ঋতু বিপর্য্যয় ইহার প্রধান-কারণ হয়, তথা অতিসারে অন্য হেতু সকলও অনেক সময় কারণ হয়।

কলেরাকে বিসূচিকা বলার বিশেষ আপত্তি এই :—

নতাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাশমাঃ।
মূঢ়া স্তানজি তাত্মনো লভন্তে শনলোলুপাঃ।

কিন্তু কলেরার পক্ষে এ কথা আদৌ খাটে না। জিতাত্মন, পরিমিতাহারী হইলেই কলেরার সংক্রামকতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। কিন্তু বিসূচিকা পরিমিতাহারীর হইবে না, ইহা হইল আয়ুর্ব্বেদের বৈশেষিক সূত্র।

বিসূচিকা—অজীর্ণান্ন হইতে উৎপন্ন হয়। অজীর্ণ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া সূচি সহযোগে সর্ব্বগাত্র পীড়ন করিতে করিতে অবস্থান করে, এইজন্য এই রোগের নাম বিসূচিকা। কিন্তু কলেরা—অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইতেও পারে, না হইতেও পারে, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কিন্তু বিসূচিকা—অজীর্ণ হইতে উৎপন্ন হইবে, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মত। কারণ বিষ্টব্ধ, বিদগ্ধ বা আমাজীর্ণ হইতে বিসূচিকা উৎপন্ন হয়। কলেরায় প্রথমে ভেদ, তৎপরে ধাতুক্ষয় জনিত অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। বিসূচিকায় পূর্ব্বে অজীর্ণ জনিত বেদনা তৎপরে অতিসার ঘটে। বিসূচিকা—অতিসারের নিমিত্ত হয় মাত্র।

"স্নেহাজীর্ণ নিমিত্তস্ত বহুশূল প্রবাহিকা।
বিসূচিকা নিমিত্তস্ত চান্যোঽজীর্ণ নিমিত্তজ।
বিষার্শ ক্রিমি সম্ভূত যথাস্বং দোষ লক্ষণঃ।"
আম পক্কং ক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়াষতঃ
অতঃ সর্ব্বাতি সারাস্ত জ্ঞেয়া আমপক্ক লক্ষণৈঃ
(সুঃ—উ ৪০ অঃ)

উক্ত বচন হইতে প্রমাণ হয়—অজীর্ণ, ক্রিমি, অর্শ প্রভৃতির ন্যায় বিসূচিকা অতিসারের নিমিত্ত মাত্র—ইহা স্বয়ং অতিসার জাতীয় কোন ব্যাধি নয়, সুতরাং কলেরা নয়,—হয়ত কোন কোন স্থলে বিসূচিকা অতিসার বা কলেরায় নিদানর্থকারী হইতে পারে।

বিসূচিকা চিকিৎসার ক্রমশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে,—

সাধ্যা সুসাঙ্ঘ্রে্যার্দ্দহনং প্রশস্ত
মন্থিপ্রতাপনং বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং।

পক্কে ততোঽন্নে তু বিলঙ্ঘনং স্যাৎ
সম্পাচনঞ্চাপি বিরেচনং বা।

কলেরায় বিরেচন ঔষধ কোন চিকিৎসক প্রয়োগ করিয়াছেন কিনা জানি না। কিন্তু বিসূচিকায়

কটুত্রিকং বা লবনৈরুপেতং পিবেৎ
স্নুহীক্ষীর বিমিশ্রিত ন্তু।

মনসা ক্ষীরের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ বিরেচন ও বিসূচিকার চিকিৎসায় উক্ত আছে। কলেরায় স্নুহীক্ষীরের ন্যায় বিরেচন ঔষধ কখনও কোন অবস্থায় চলে না। তৎপরে "বমনঞ্চ তীক্ষ্ণং"—ইহাও কুত্রাপি কলেরায় প্রয়োগ হয় না।

"বিশুদ্ধ দেহস্য হি সদা এব
মূর্চ্ছাতিসারাদি রূপৈতি শান্তিং।"

বিসূচিকায় রোগীর বমন বিরেচন দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে, মূর্চ্ছা অতিসার প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু কলেরায় তৎ বিপরীত রোগের স্বভাব বা প্রভাব বমন ও বিরেচনই এই রোগের সর্ব্ব প্রধান আতঙ্ক।

বিসূচিকা অজীর্ণায় হইতে উৎপন্ন হয়। কুপিত অন্ন শল্যরূপে দেহে অবস্থান করে, বমন-বিরেচন দ্বারা দোষের শুদ্ধ হইলে, রোগী শান্তি পায়। কিন্তু কলেরায় যত ভেদ বেশী হয়, রোগীও তত অধিক অবসন্ন হয়, উপসর্গেরাও ক্রমে অধিক ভাবে প্রকাশ পায়। কলেরায় যে বমি দেখা যায়, তাহা অতিসারের অরিষ্ট লক্ষণসমূহের অন্যতম—ইহা অজীর্ণ জনিত নহে, ব্যান ও উদান বায়ুর হেতু-বিশেষ ইহাতে প্রকাশ পায়।

কলেরায় শীতলতা ও উষ্মাহীনতা একটি প্রধান অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ রূপে দেখা দেয়, কিন্তু, বিসূচিকার লক্ষণ সমূহ মধ্যে উক্ত লক্ষণদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত হয় নাই। অতিসারে অরিষ্ঠ লক্ষণ সমূহ আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে।

যে জন্যই অতিসার উৎপন্ন হউক না কেন, অতিসারে আম ও পক্ক ভেদে দুইরূপ চিকিৎসা ভিন্ন অন্যরূপ চিকিৎসা নাই। আমে পাচন, পক্কে স্তম্ভন। কিন্তু কলেরার ন্যায় আশুপ্রাণান্তকারী অতিসারের চিকিৎসা সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষ বিধি আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে:—

ক্ষীণধাতুবলাতস্য বহু দোষাতিনিস্রুতঃ।
আমেঽপি স্তম্ভনীয় সাৎ পাচনাম্মরণং ভবেৎ।

যাহার ধাতু ও বল ক্ষীণ হইয়াছে এবং ভেদ দ্বারা বহু দোষ নিঃসৃত হইয়াছে, এইরূপ অতিসারের রোগীকে আম অবস্থাতে ও স্তম্ভন ঔষধ দিবে, কেবল পাচন ঔষধ দিলে রোগীর মৃত্যু হইবে। এই অবস্থার পাচন, স্তম্ভন ঔষধই ব্যবস্থা। কলেরায় অক্ষেয় "আমে'পি স্তম্ভনীয় সাৎ", নচেৎ দোষ অতিনিঃস্রুত হইয়া সরণ হইবে।

উপসংহারে ব্যক্তব্য এই যে, কলেরা নামক রোগকে আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় বিসূচিকা না বলিয়া অতিসার বলিলে অধিক শোভন হয় এবং আয়ুর্ব্বেদসম্মত নাম হয়। যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, কলেরা চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদে অতিসার চিকিৎসার ক্রম অনুসরণীয়, তখন ইহাকে বিসূচিকা বলার তাৎপর্য্য কি? আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণের নিকট আমার ইহাই নিবেদন এবং আচার্য্যগণের নিকট আমার জিজ্ঞাস্য, আয়ুর্ব্বেদের মতে কলেরা বিসূচিকা কিনা তাঁহারা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমার মীমাংসা ভঞ্জন করিয়া দিন।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।

—:*:—

বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইতেছে তাহা ১৯১৮ সালের সরকারি বিবরণী দৃষ্টে বিশেষ রূপ অবগত হওয়া যায়। ১৯১৮ খৃঃঅব্দে একমাত্র জ্বরে ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই বাঙ্গালা দেশের লোকক্ষয় হইয়াছে ৪,৭৫,১৩৫ জন। ইহার মধ্যে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার লোকের মৃত্যুই অধিক হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা ১৪,৮৯১৩৫। ১৯১৭ খৃঃঅব্দে সমগ্র বঙ্গদেশে জন্ম সংখ্যা হইয়াছিল ১৬,২৭,৮৭৩ সুতরাং ১৯১৭ খৃঃঅব্দ অপেক্ষা ১৯১৮ খৃঃ অব্দে জন্ম সংখ্যা ১,৩৮,৭৩৮ পরিমাণে কম হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে মৃত্যুসংখ্যা ১৭,২৭,৩৩১। ১৯১৭ খৃঃঅব্দে মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছিল ১১,৮৭,৫০৯। এই হিসাবে মৃত্যু সংখ্যা ও ১৯১৭ খৃঃঅব্দ অপেক্ষা ৫,৩৯,৮২২ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

একদিকে জন্ম সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে, অন্য দিকে মৃত্যু সংখ্যা বাড়িতেছে। বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা চিন্তাশীলগণ বিবেচনা করিবেন।

১৯১৮ খৃঃঅব্দে যে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৪,৭৫,১৩৮ ও কলেরায় ৩৭,৩৫৮ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। কলেরা রোগে সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার লোকই অধিক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

১৯১৮ খৃঃ অব্দে শিশুমৃত্যুর পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। শিশু ভিন্ন, বালক-বালিকা, যুবক যুবতীও বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণে কালকবলিত হইয়াছে, তাহাও চিন্তার বিষয়। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৪৫,০২৭ এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যুসংখ্যা ৩৮,৪৫৪। ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ৫১,০১৫ ও ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ৬১,৯৭৩। ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা ১,১০,৪৮৫ এবং ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা ১,২৮,০৩২। ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের মৃত্যুই বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফল কথা, শিশুমৃত্যুর মত যুবতী-মৃত্যুও দেশে যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কখনই আশাপ্রদ নহে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ অল্প বয়সেই যে সন্তানের জননী হইয়া থাকেন, শিশু এবং যুবতী-মৃত্যুর অনেকটা কারণ তাহাই। অনেক মহিলা অকালে গর্ভবতী হইয়া প্রসব করিবার পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিতা হন, অনেকে উহারই ফলে রক্তাল্পতা নিবন্ধন প্রসবের পরই অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, বাল্য বিবাহ বঙ্গ দেশে চির প্রচলিত, কিন্তু বিবাহ হইল বলিয়াই অকালে বা যখন তখন স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা আমাদের দেশে ছিল না। হিন্দুর গর্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি কার্য্যের

অনুষ্ঠান তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন সে গর্ভাধান-পুংসবনের ব্যবস্থা কয়জন রক্ষা করিয়া চলেন? সে তিথি-নক্ষত্র বাছিয়া স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থাও দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সে কালে ঋতুমতী স্ত্রীর ঋতু কালে স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিবার অধিকার ছিল না, এখন সে বাছ বিচারই বা কয়জনের সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়? বালিকা ও যুবতী মৃত্যুর আধিক্যের ইহাই প্রধান কারণ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা,ম্যালেরিয়া, বসন্ত এবং কলেরা রোগ বাঙ্গালা দেশে ক্রমশঃই বাড়িতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনর ডাঃ বেণ্টলী ইহার কারণ নির্দ্দেশে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর আহার ও পরিচ্ছদের অনটনের কথা বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, সামান্য খাদ্য এবং বস্ত্রাদি ব্যবহারের ফলে লোকের জীবনী শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ইনফ্লুয়েঞ্জা ও জ্বররোগের মৃত্যুর সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে বাড়িয়া গিয়াছে।" আমরা বলি, অন্নবস্ত্রের কষ্টে বাঙ্গালা দেশে এক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগই বাড়ে নাই; এই দুইটি বিষয়ের অভাবে বাঙ্গালীর সকল রোগই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখনকার দিনে যক্ষা রোগের যে এত প্রাবল্য, ইহার কারণও বাঙ্গালীর দারুণ অস্বচ্ছলতা। বাঙ্গালী আগের অপেক্ষা এখন অর্থের মুখ বেশী দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু সে অর্থে সকল দিক বজায় রাখিতে হইলে বাঙ্গালীর যে কুলাইবার উপায় নাই। দারুণ অভাবগ্রস্ত বাঙ্গালীর মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ইহারই জন্য।

স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, দার্জ্জিলিংয়ে যক্ষারোগে মৃত্যু সংখ্যা বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা ১৯১৮ সালে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্জ্জিলিং তো স্বাস্থ্য-গৌরবে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে প্রধান, সেখানে যে যক্ষারোগে এত বেশী মৃত্যু হইয়াছে, ইহা কি বাঙ্গালীর অর্থ কৃচ্ছ্রতার পরিচায়ক নহে? দার্জ্জিলিংয়ে থাকিতে হইলে বাঙ্গালার সকল স্থান অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয় হইয়া থাকে, অথচ চাকরি সূত্রে অনেক বাঙ্গালীর সেখানে অবস্থিতি না করিলে নয়। ফলে দার্জ্জিলিং প্রবাসী অনেক বাঙ্গালীই উপার্জ্জনের তুলনায় ব্যয়ের সংকুলান করিতে পারেন না। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশীর পরিণাম নিদারুণ দুশ্চিন্তা। দার্জ্জিলিংয়ে যক্ষারোগের প্রাবল্য সেই নিদারুণ দুশ্চিন্তারই ফলসম্ভূত।

ঢাকা ও খুলনা জেলায় আত্মহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যেও যে ঢাকা ও খুলনা জেলার আত্মহত্যার ব্যাপারে অভাবের কারণ নাই, এমন কথাও বলা যায় না।

নদীয়া, বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় নিউমোনিয়া রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। জলপাইগুড়ি, রাজসাহি, ঢাকা, ২৪ পরগণা মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হুগলি, বাঁকুড়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলাতেও যক্ষারোগে মৃত্যুসংখ্যা কম নহে।

মফঃস্বলের সহরগুলিতে মৃত্যু সংখ্যা কিছু কম বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ডাঃ বেণ্টলী বলিয়াছেন,—"মফঃস্বলের সহর গুলিতে যে মৃত্যুর সংখ্যা কম বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, ঐ সমস্ত স্থানে মৃত্যু-সংখ্যা রেজেষ্টারি করার উপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হয় না। মফঃস্বলের সহরগুলিতে

কলিকাতা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মফঃস্বলে কলের বৃদ্ধি উপলক্ষে ডাঃ বেণ্টলী মফঃস্বলে পানীয় জলের অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। মাদারিপুর এবং নোয়াখালির কথা এই প্রসঙ্গে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মাদারিপুর ও নোয়াখালি কেন, বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই এখন জল কষ্ট। সেকালের দীর্ঘিকা-পুষ্করিণী সকল সংস্কারাভাবে হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ ভাগীরথির তীরে অবস্থিত হইলেও অনেক স্থানেই গ্রামের সান্নিধ্য হইতে ভাগীরথি বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। নদীয়ার শান্তিপুরের কথা এই প্রসঙ্গে আমরা উত্থাপন করিতে পারি। বর্ত্তমান সময়ে শান্তিপুরের জন সাধারণ যেথানে বাস করিয়া থাকেন, সেথান হইতে বহুদূরে গঙ্গার ঘাট অবস্থিত। শান্তিপুরে সকল অধিবাসীই আর এই কারণে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিবার অবসর পান না, অনেকেই গঙ্গাহীন স্থানের মত কূপের জলে স্নানসুখ উপভোগ করিয়া থাকেন।

ফল কথা পল্লীগ্রামে জলকষ্ট যে নানারূপ রোগের কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কলেরার কথা কেন, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত—অনেক রোগই পল্লীর জলকৃচ্ছ্রতা হইতে সংক্রামক হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার জন্য পল্লীবাসী জনসাধারণের চেষ্টাশীলতা কৈ? সরকার বাহাদুর আমাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন বটে—কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা প্রসূত চেষ্টার সহিত যদি আমাদের সমবেত চেষ্টা মিলিত হয়, তাহা হইলে ইহার ফল যে শুভপ্রদ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চেষ্টা করিবে কে? আমরা যে নিদ্রিত।

বসন্তের প্রতিষেধক বিধি।

সংপ্রতি বাঙ্গালার অনেক স্থানেই বসন্ত রোগ দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় ইহার প্রকোপ তো ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এ সময় দেশের লোক যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করেন, তাহা হইলে বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকিবেন।

১। বসন্তের টীকা গ্রহণ যাঁহারা পূর্ব্বে করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য করিয়া আবারও লইবেন।

২। প্রত্যহ খাঁটি সরিষার তৈল সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন।

৩। সর্ব্বদা শুচিভাবে থাকিবেন। বাড়ীর সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ঘরে ধুনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। কখনো ময়লা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবেন না।

৪। প্রত্যহ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত দু' একটি উচ্ছে এবং উহার বীচি ভাজিয়া খাওয়ার

ব্যবস্থা করিবেন। পলতা এবং নিমপাতা ভাজা খাওয়া এ সময় বিশেষ উপকারী। উচ্ছের স্থলে করোলা উচ্ছে হইলে আরও ভাল হয়।

৫। পচা এবং বাসি মাছ তো একেবারেই খাইবেন না, তা' ছাড়া এ সময় মাছ খাওয়াটা তুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। কই, শিঙ্গি, মাগুর এবং জেয়োল মাছ এ সময় একেবারেই ত্যাগ করিবেন।

৬। মাংস বা ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ করিবেন। যাহা প্রত্যহ খাইয়া থাকেন, তাহা ভিন্ন পোলাও বা ঐরূপ গুরুপাক কোনো দ্রব্য এ সময় খাইবেন না।

৭। দোকান হইতে দুগ্ধ কিনিয়া পান করা এ সময় কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য এবং দুগ্ধ হইতে ইহার উৎপত্তি আরম্ভ হয়, এজন্য দুগ্ধ খাঁটি ও বিশুদ্ধ কিনা, তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ব্যবহার করিবেন।

৮। দোকান হইতে তৈয়ারি চা কিনিয়া খাওয়ায় যাঁহারা অভ্যস্ত, তাঁহারা অবশ্য করিয়া এ সময় উহা পরিত্যাগ করিবেন। ঐরূপ 'চা' হইতেও ইহার সংক্রমকতা আসিতে পারে।

৯। বাজারের খাবার সম্বন্ধেও যতটা পরিহার করিতে পারা যায়, ততটা মঙ্গল। থিয়েটার ও বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখার জন্য এ সময় একদিনও রাত্রি জাগরণ করিবেন না।

১০। হরীতকীর আঁটি ফুটা করিয়া সুতার সাহায্যে পুরুষেরা দক্ষিণ হস্তে এবং মহিলাগণ বাম হস্তে ধারণ করিবেন। ইহা বসন্তের বিশেষ প্রতিষেধক ব্যবস্থা।

১১। কাঁচা কণ্টিকারীর মূল চারি আনা ও গোল মরিচ ৫টা একত্র শীতল জল সহ বাটিয়া সপ্তাহে ২দিন করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবেন। এ মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের। শিশুদের মাত্রা ঐ অনুযায়ী বিবেচনা করিয়া লইবেন।

১২। বৈকাল বেলা মোচার রস দ্বারা শ্বেত চন্দন পেষণ করিয়া কিম্বা বাসকের রস অথবা মধুদ্বারা যষ্টিমধু পেষণ করিয়া সপ্তাহে ঐরূপ ২দিন করিয়া পান করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৩। শ্বেত পুনর্ণবার মূল চূর্ণ এক আনা ও গোল মরিচের গুঁড়া এক আনা শীতল জল সহ মধ্যে মধ্যে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বসন্ত পীড়া হইতে পারে না।

১৪। তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাঁকুড় ও বেতস—এই কয়টি দ্রব্যের পাতার ওজন।৶১০, জল আধসের, শেষ আধ পোয়া —এই কাথ প্রতি সপ্তাহে ১দিন করিয়া পান করিলে কখনই বসন্ত হইবে না।

১৫। হিঞ্চেশাকের রস মধ্যে মধ্যে পান করিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা শ্বেত চন্দন ঘসার সহিত মিশাইয়া—সেবনে কখনই বসন্তের আক্রমণ হইতে পারে না।

১৬। নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা —শীতল জলে পেষণ করিয়া প্রতি সপ্তাহে পান করিলেও বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা প্রত্যহ ব্যবহার করিতে পারিলে আরও মঙ্গল।

মুষ্টিযোগ ও টোটকা ঔষধ।

—:•:—

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠ বিহারী গোস্বামী, ভিষগাচার্য্য।

অম্লজনিত শূল রোগের মহৌষধ।—(১) ফুলখড়িচূর্ণ ২০ তোলা, ফটকিরি চূর্ণ ৪ তোলা, সোরা চূর্ণ ৪ তোলা মৌরী চূর্ণ ২ তোলা, কাবাব চিনি চূর্ণ ২ তোলা, সাচিক্ষার চূর্ণ ২ তোলা ও কর্পূর চূর্ণ ১ তোলা—এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ নাড়িয়া উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার দুই আনা বা তিন আনা মাত্রায় শীতল জল সহ সেবন করিলে অম্লজনিত শূল রোগ নিবারিত হয়। (২) পরিষ্কার সোরা ৮ তোলা ও পরিষ্কার ফটকিরি ২ তোলা পৃথক পৃথক চূর্ণ করিয়া পরে মিশ্রিত করিবে। তৎপর আগুনে গলাইয়া চটি প্রস্তুত করিয়া লইবে। ঐ চটি ৫ তোলা চূর্ণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ২॥০ তোলা ও জোয়ান চূর্ণ ২॥০ তোলা দিয়া একত্র মিশাইয়া রাখিবে। ইহার তিন আনা বা চারি আনা মাত্রায় শীতল জল সহ সেবন করিলে অতি কঠিন অম্লশূল নিশ্চয় ভাল হয়।

অজীর্ণ নিবারণের উপায়।—(১) জোয়ান চূর্ণ।০ আনা সৈন্ধব লবণ ৵০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জল সহ সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ বিনষ্ট হয়। (২) দুই তোলা পরিষ্কার মৌরী আধ পোয়া জলে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে ২ তোলা পরিষ্কার চুণের জল ও আধ তোলা কাগজী লেবুর রস মিশাইয়া ৩।৪ বারে পান করিলে অতি সত্বর উপশমিত হয়। (৩) মুথা, আমরুল শাক ও পাথরকুচির পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া লইবে, এই রস এক কাচ্চা মাত্রায় একটু সৈন্ধব লবণের সহিত ২।৩ বার সেবন করিলে অজীর্ণ দোষ নিবারিত হয়। (৪) হিং, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধব একত্র বাটীয়া পেটে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা গেলে সকল প্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয়।

আমাশয় রোগে ব্যবস্থা।—আমরুলের পাতার রস সকালে আধ ছটাক ও সন্ধ্যায় আধ ছটাক কিঞ্চিৎ মধু সহ পান করিলে আমাশয় রোগ ভাল হয়। (২) পাকা তেঁতুল পাতা, বুড়ীপানের পাতা, থনকুড়ির পাতা, কয়েদবেলের পাতা ও দাড়িম পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া রস নিংড়াইয়া সেই রস আধ ছটাক পরিমাণে খাইলে নিশ্চয় আমাশয় রোগ ভাল হয়। (৩) কাঁটানটের শিকড় আধ তোলা, জলের সঙ্গে বাটিয়া শীতল জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহাতে ৩ কুঁচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া মিশাইয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে শীঘ্র আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

একশিরার মহৌষধ।—(১) ভেড়ার লোম ও কার্পাস তুলার বীজ—সমান

ভাগে লইয়া একত্র হামামদিস্তায় কুটিতে কুটিতে রুটীর মত হইয়া আসিলে তদ্দ্বারা বর্দ্ধিত কোষ জড়াইয়া উপরের দিকে টানিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। ৪।৫ দিন বাঁধিলেই একশিরার টন্‌টনানি বা যন্ত্রণা এবং ফুলার শান্তি হইবে। (২) হরীতকী চূর্ণ ১২ রতি, সৈন্ধব লবণ চূর্ণ ৬ রতি ও পিপুল চূর্ণ ৩ রতি একত্রে মিশাইয়া গরম জল সহ প্রতিদিন রাত্রিতে শয়নকালে খাইলে সকল প্রকার কোষ বৃদ্ধি কমিয়া যায়।

দাঁত ভাল রাখিবার উপায়।—হরীতকী চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ, কর্পূর চূর্ণ, ফটকিরি চূর্ণ, দারুচিনি চূর্ণ, দোক্তা তামাক চূর্ণ, সুপারি চূর্ণ ও তুঁতে ভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা এবং কুলখড়ি চূর্ণ ৮ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ একে একে মিশাইয়া বহুক্ষণ মাড়িয়া রাখিয়া দিবে। এই চূর্ণ দিয়া প্রত্যহ দাঁত মাজিয়া মুখ ধুইলে দাঁতের সমস্ত রোগ আরোগ্য হইয়া দন্তমূল দিন দিন দৃঢ় হইতে থাকে।

শিশু চিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন

প্লীহা ও যকৃতরোগে।—(১) গুলঞ্চ ও খাঁড়িলবণ সমানভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া শিশুর প্লীহা ও যকৃৎ রোগে প্রলেপ দিলে উপকার হইয়া থাকে। (২) নীল ও আমের আঁটির শাঁস সমানভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া গরম করিয়া অল্প অল্প গরম থাকিতে যকৃতের উপর প্রলেপ দিলে প্লীহা ও যকৃতে উপকার দর্শে। (৩) পটোলের মূল পেষণ করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও প্লীহা ও যকৃত রোগে সুফল পাওয়া যায়। (৪) পিপুল ও যবক্ষার প্রত্যেকটি ১ রতি মাত্রায় গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ কালমেঘের রস ও মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করাইলে শিশুদিগের প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর ও শোথ রোগ আরোগ্য হয়। (৫) ক্ষেৎপাঁপড়ার রস এক ঝিনুক ও মধু ৩।৪ ফোঁটা—একত্র মিশাইয়া প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে শিশুদিগকে সেবন করাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। (৬) নিশাদল চূর্ণ ১ রতি ও ফটকিরি চূর্ণ সিকি রতি—দুই ঝিনুক পটোল পাতার রস ও কিঞ্চিৎ মিছরি—একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ ২ বার করিয়া সেবন করাইলে শিশুদিগের যকৃত জন্য চক্ষু ও পদাদির হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্তি ও হাত পা ফুলা আরোগ্য হয়।

রক্তামাশয়ে।—(১) গন্ধ ভাদুলিয়ার পাতার রস ১ ঝিনুক, লোধকাষ্ঠ * চূর্ণ ১ রতি ও মধু ২।৪ ফোঁটা—একত্র মিশাইয়া

* লোধ কাষ্ঠ বাজারে বেণের দোকানে পাওয়া যায়।

তিন দিবস পান করাইলে শিশুদিগের প্রবল রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (২) ছাগী দুগ্ধ এক ছটাক, জল অর্দ্ধসের, মুথা ৪টি ও বেল শুঁঠ এক টুকরা—একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করাইলে রক্তামাশয় জনিত বেদনা দূরীভূত হয়। (৩) সাদাধুনার গুঁড়া অর্দ্ধ রতি ও গুড় এক আনা—কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করাইলে বালকদিগের আমরক্ত জনিত বেদনা নিবারিত হয়।

আমাতিসারে।—(১) বিড়ঙ্গ, যোয়ান ও পিপুঁল—প্রত্যেকটি ১ রতি লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করাইলে শিশুর আমাতিসার নষ্ট হয়। (২) বটের মূল পেষণ করিয়া চাল ধোয়া জল সহ পান করাইলে শিশুদিগের প্রবল অতিসার রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

স্তন্যপান জনিত বমন ও হিক্কায়।—(১) চিনি, মধু ও টাবালেবুর রস একত্র মিশাইয়া সেবন করাইলে উপকার দর্শে। (২) বেলশুঁঠ ও জামের আঁটির শাঁস প্রত্যেকটি আধতোলা হিসাবে লইয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া, তাহাতে চিনি ও খই চূর্ণ মিশাইয়া—এক ঝিনুক এক ঝিনুক করিয়া ৩।৪ বার পান করাইলে সত্বর উপকার পাওয়া যায়। (৩) পিঁপুলের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, চিনি ও মধু—এই কয়টি দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় টাবা লেবুর রসের সহিত সেবন করাইলেও শিশুদিগের স্তন্যপানের পর বমন ও হিক্কা হইলে ফল পাওয়া যায়।

অজীর্ণে।—(১) ইসবগুল ৪ রতি ও মিছরি ২ রতি কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ভিজাইয়া প্রাতে অর্দ্ধেকটা ও বৈকালে অর্দ্ধেকটা সেবন করাইবার ব্যবস্থা করিলে শিশুদিগের নাভিমূলের অত্যন্ত যন্ত্রণার সহিত পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমিত মল নিঃসৃত হওয়া বন্ধ হয়। বেলশুঁঠ—জলের সহিত ঘসিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

*খাদ্য ও স্বাস্থ্য।

(ডাঃ শ্রীচুণীলাল বসু)

"আমাদের খাদ্যের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ থাকা আবশ্যক। দুগ্ধ প্রকৃতিদত্ত পূর্ণ আদর্শ খাদ্য—দুধের মধ্যে পাঁচ জাতীয়, সার পদার্থ আছে। (১) ছানা জাতীয়, (২) মাখন জাতীয়, (৩) শর্করা জাতীয়, (৪) লবণ জাতীয়, (৫) জলীয়। সুতরাং দুধের মধ্যে

* শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব সভায় স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় "খাদ্য ও স্বাস্থ্য" সম্বন্ধে যে উপাদেয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা হইতে তাহা উদ্ধৃত হইল।

যে সব সার পদার্থ আছে, শরীর পোষণের জন্য তাহাদেরই প্রয়োজন।

কিন্তু দুধ সুলভ নহে ও ক্রমাগত খাইলে একঘেয়ে হইয়া উঠে, সুতরাং আমাদের ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরিতরকারী, ফলমূল প্রভৃতি নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য হইতে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। সকল খাদ্যে এই পাঁচ জাতীয় পদার্থ একত্রে বা উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না। এই ভিন্ন জাতীয় সার পদার্থগুলির ক্রিয়া একরূপ নহে, ছানা জাতীয় খাদ্য দ্বারা শরীরের গঠন-কার্য্য হয় মাখন বা শর্করা জাতীয় পদার্থ শরীর গঠন সম্বন্ধে কোনও সহায়তা করে না। এই শেষোক্ত পদার্থ দুইটী দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি আহরণ করিয়া থাকি।

বাংলা দেশে আগে মাছ ও দুধ প্রচুর পাওয়া যাইত, কিন্তু এখন আর তেমন পাওয়া যায় না। সম্প্রতি বাঙালী জাতির খাদ্যে ছানা জাতীয় পদার্থ খুব কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সেই জন্য ছাত্রদেব মধ্যে যথোচিত শারীরিক বিকাশ ও পূর্ণতা লক্ষিত হয় না।

দেশের অবস্থা ভাল নহে, দুধ, মাছ, মাংস প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য, সুতরাং ছানা জাতীয় পদার্থ খাইতে হইলে ডাল আমাদের প্রধান খাদ্য করিতে হইবে। মাছ মাংস অপেক্ষা ডালে ছানা জাতীয় পদার্থ অধিক,—সারবান এবং উপরন্তু সস্তা। ডাল সহজে পরিপাক হয় না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ডাল রীতিমত সুসিদ্ধ হইলে, তাহার মধ্যে একটীও বীচি থাকিবে না, ক্ষীরের মত ঘন হইবে, উহার জলীয় ভাগ আলাদা হইয়া থাকিবে না। ডাল একটু বেশী পরিমাণে খাইলে আমাদের খাদ্যে ছানা জাতীয়ের যে অভাব আছে, তাহা পুরণ হইয়া যায়। ডাল ভাত অপেক্ষা ডাল রুটি অধিক পুষ্টিকর খাদ্য। একবেলা ভাত ও একবেলা রুটি খাইলেও ছানা জাতীয় খাদ্যের অভাব অনেকটা দূর হয়, কেননা, ভাত অপেক্ষা রুটিতে দ্বিগুণ ছানা জাতীয় পদার্থ বেশী। (শতকরা ৮০ ভাগ), ছানা জাতীয় পদার্থ মোটে ৬ ভাগ, এবং মাখন জাতীয় পদার্থ ১ ভাগের অধিক থাকে না, সুতরাং চাউল যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য নয়। চাউলে একে ত সার পদার্থ এত কম, তার উপর আবার ফেন ফেলিয়া দিলে ইহা আরো অসার হইয়া পড়ে। আমাদের এই গরীব দেশে এরূপ অপচয় একান্ত দোষাবহ। দুই একদিন অভ্যাস করিলেই যে পরিমাণ জল চাউল সুসিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজন, তাহা আমরা স্থির করিয়া লইতে পারি এবং সেই পরিমাণ জল দিয়া ভাত প্রস্তুত হইলে ফেন ভাতের মধ্যেই থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের মেয়েরা এই দিকে দৃষ্টি দিলে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়।

ভাত অপেক্ষা খিচুড়ি অধিক সারবান। ইহা ডাল ও ঘির সহযোগে রান্না হয় বলিয়া ইহার মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থই যথোচিত পরিমাণে থাকে। ভাতের বদলে মাঝে মাঝে খিচুড়ি খাওয়া উচিত।

ভাত—চালে শরীর-পোষণোপযোগী সার পদার্থ আছে, কিন্তু গম প্রভৃতি অপেক্ষা কম। ইহা হজমের পক্ষে উৎকৃষ্ট। আমরা সৌখীনতার বশে মাজা ধবধবে পরিষ্কার চালের পক্ষপাতী, কিন্তু ধানের তুষের নীচের আচ্ছাদনের ভিতর যে একটী সার পদার্থ থাকে (vitamin) ছাঁটা চালে তাহা বাদ যায়,

ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার অন্তরায়। বেরিবেরি প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব কালে ইতর প্রাণীকে এই দু'প্রকারের চাল দিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছাঁটা চাল খাওয়ায় তাহাদিগকে রোগে ধরিয়াছে। সুতরাং ধব্‌ধবে পরিষ্কার চাল খাওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। চাল থেকে প্রস্তুত জলখাবার যথা— খৈ, চিড়ে, মুড়ি। এই তিনটীই বেশ সুপথ্য। মুড়ি শ্রমজীবিদের দু'বেলাকার খাদ্য—ইহা সুপাচ্য ও ভাতের চেয়ে সারবান্, অথচ অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে সব রকমের সার পদার্থ নাই, তাই ইহার সঙ্গে ছোলা বা মটর এবং নারিকেল মিলাইয়া খাইবে। এই তিনের সমন্বয়ে অতি উত্তম খাদ্য হয়। ছোলা বা মটর, ডালের কাজ করে অর্থাৎ ছানা জাতীয় জিনিসের অভাব পূর্ণ করে। নারিকেল অতিশয় স্নেহযুক্ত জিনিস, ইহা মাখন জাতীয় জিনিসের কাজ করে।

ময়দা—ময়দার রুটী ভাতের দ্বিগুণ সারবান, কারণ নাইট্রোজেন ময়দায় শতকরা ১০ ভাগ আর ভাতে ৫ ভাগ। কলে পেষা সূক্ষ্ম ময়দার ছানা ও ভুষি বাদ যাওয়াতে ইহার সারভাগ কমিয়া যায়। তাই আটার রুটী খাইবে। জাঁতা-ভাঙা খাঁটি আটা কিনিবে— অনেক সময়ে ভুষি মিশানো ময়দা আটা বলিয়া চালানো হয়। আটার রুটী স্বাদু ও উপকারী এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে। হাতে গড়া রুটী ভালরূপে তৈরী না হইলে তাহার শ্বেতসার পদার্থ ভালরূপে অগ্নিপক্ব হয় না; ইহাতে হজমের ব্যাঘাত করে। ভালসেঁক দেওয়া পাঁউরুটিতে এবং লুচিতে এই দোষ থাকিয়া যাইবার ভয় নাই, সুতরাং এ দুটীও ভাল খাদ্য এবং সুপাচ্য। কিন্তু লুচি বেশী ঘৃতযুক্ত হইলে বেহজমী হয়, ইহা স্থূলদেহ লোকদের অনুপযুক্ত।

ডাল—মসুরীর ডাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে ছানা শতকরা ২৫ ভাগ আছে। মুগ ও ও ছোলায় ইহা অপেক্ষা সার ভাগ অল্প। মুগের ডাল অতি উত্তম। অড়হর ডালের ব্যবহার পশ্চিমে খুব চলিত আছে। ইহাতে ছানা জাতীয় অংশ অপেক্ষাকৃত কম আছে বটে, কিন্তু তেমনি তাহা উদর অল্পায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে।

দুধ—ভাল দুধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য কিন্তু ইহা খাঁটি অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া দুষ্কর। ভেজাল ধরাও অনেক সময় মুস্কিল হয়। সজল দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব খাঁটি দুধের সমান করিবার জন্য তাহাতে কিছু চিনি ফেলিয়া ব্যবসায়ী লোকে ক্রেতার চোখে ধূলা দেয়।

দই—ইহা দুধের বিকার হইলেও দুধের অন্য সকল উপাদান ইহাতে আছে, কেবল চিনি নাই। দইয়ের মধ্যে যে কীটাণুর ক্রিয়ায় দুধ হইতে দই প্রস্তুত হয়, তাহারা জঠরের অনিষ্টকর বীজাণু মারিয়া ফেলে। অন্ত্রস্থ এই সকল বীজাণুই রক্ত বিষাক্ত করে ও অকাল-বার্দ্ধক্যের হেতু হয়। যাহাদের বাড়ীতে দুধের অভাব নাই তাদের দুধের কিছু অংশ দইয়ের আকারে খাওয়া ভাল। ঘোল বিশেষ উপকারী। ইহা সরবতের ন্যায় পানীয়। সকালে খাবারের পর খাইলে বিশেষ উপকার হয়। আজকাল রোগীকে ঘোল খাওয়ানো হয়।

ছানা—ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট সারবান খাদ্য। মাছ ও মাংসে যে ছানা জাতীয় পদার্থ থাকে, অনেক সময়ে তাহা দূষিত হয়। কিন্তু ছানায় এই দোষ ঘটে না।

মাংস—ইহা সুপাচ্য ও পুষ্টিকর বটে, কিন্তু বিকৃত হইলে পরম অনিষ্টকর। খাদ্য

পশুটির নীরোগ হওয়া দরকার, বড় বড় সহরে ইহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে। বেশী মাংস খাইলে শরীরে ইয়ুরিক এসিড জন্মাইয়া বাত প্রভৃতি রোগ ঘটে। তাই য়ুরোপীয়দের এই রোগ অতি প্রবল। তা ছাড়া "টোমেন্" নামক এক প্রকার তীব্র বিষ অনেক সময়ে অল্প পচা মাংসেও জন্মে। এই প্রকার মাংস আহার করা ভয়ানক বিপজ্জনক।

ডিম—অতি সারবান খাদ্য। ইহাতে ছানা প্রায় ১৪ ভাগ, মাখন ১৮ ভাগ আছে। ইহা পূরা সিদ্ধ করিয়া খাইলে হজম হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম দেড় ঘণ্টায় হজম হয়।

মাছ—ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু বেশী তৈলযুক্ত মাছ হজমের পক্ষে বিঘ্নকর ও উত্তেজনাজনক হয়। পচিবার উপক্রম হইলে সে মাছ পরিত্যাজ্য।

ঘৃত, তৈল—এই দুটী দেহের অত্যন্ত আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী। কিন্তু ঘৃতে অনেক বীভৎস ও অপথ্য পদার্থের ভেজাল থাকে এবং তাহা মহার্ঘ। ঘৃতের অভাব খাঁটী তেলে পূরণ করা যায়। মান্দ্রাজ তিল তৈল এবং নারিকেল তৈল ঘিয়ের বদলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া চিনি বাদামের তেলও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সব তেল অনিষ্টকর নহে এবং ঘিয়ের চেয়ে অল্প একটু নিকৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য।

তরিতরকারী—উহার মধ্যে আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মুখরোচক তরকারী। ইহাতে জল ৮০ ভাগ আর শ্বেতসার ২০ ভাগ। খোসা ছাড়াইয়া খাইলে ইহার সার ভাগ অনেকটা কমিয়া যায়। আলু সিদ্ধ হইবার পর তাহার খোসা তুলিয়া লইলে সারভাগ এত নষ্ট না। অধিকাংশ তরিতরকারীতেই জল-ভাগ খুব বেশী। কিন্তু তরকারী শরীর পোষণের জন্য প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে যে লাবণিক পদার্থ আছে, তাহা রক্ত পরিষ্কার করে। ফলেও সেই উপকার হয়। তরিতরকারী কোষ্ঠবদ্ধতার নিবারক। রাঙ্গা আলুতে চিনি জাতীয় পদার্থ ও শ্বেতসার থাকাতে বেশ উপকারী খাদ্য। কড়াইসুঁটি, বরবটি, সিম প্রভৃতি সুঁটিজাতীয় তরকারী ডালের মতই উপকারী। কাঁঠালের বীজে ছানা জাতীয় পদার্থ যথেষ্ট আছে—এই হিসাবে ইহা গমের চেয়েও সারবান।

চিনাবাদাম—এখানে চিনাবাদামের চাষ হইতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহার চাষ আরও বেশী পরিমাণে করিলে ছেলেদের জলখাবারের জন্য ইহার ব্যবহার হইতে পারে। চিনাবাদাম অধিক খাইলে ইহার তৈল জাতীয় জিনিষটা অপকার করে। ইহাতে ছানা পদার্থ শতকরা ২৬ ভাগ ও তৈল পদার্থ ৪৩ ভাগ আছে।

উপসংহারে বক্তব্য—আহার্য্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। পরিপাক যন্ত্রের কাজ মুখ হইতে আরম্ভ হয়। দাঁতকে তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিতে দেওয়া চাই—খাবার অতি সূক্ষ্ম হইয়া উদরে যাওয়া প্রয়োজন এবং মুখের লালা উহার সহিত মিশ্রিত হওয়া দরকার। এই লালা খাদ্যের শ্বেতসারকে চিনিতে পরিণত করে।

কাপড় ও পোষাক
শাল আলোয়ান
পাশী বেনারসী
ধুতি শাড়ী
শার্ট কোট
ব্লাউজ সেমিজ
পাল
এণ্ড কোং লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত
হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত।

তিব্বে-মসিহা

বা

সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ৴০ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা

বা

হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভার কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান

বেগম বাহার ইউনানি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ। প্রত্যেক প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—মহিলা-কুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী-বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুসকী নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৶০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ আনা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় ২০০ খানি চিত্রে পরিশোভিত।

নিজে নিজে কবিরাজি শিখিবার ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার একমাত্র উপযুক্ত পুস্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদায় চিকিৎসা-গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজি-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক আটখণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে স্বাস্থ্যবিধি, নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা, মূত্র, ও শরীরের তাপপরীক্ষা, সকল প্রকার রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ পাচন ও ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি, পরিভাষা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধের শোধনপ্রণালী, ধাতু, উপধাতু ও রসসমূহের শোধন, জারণ ও মারণপ্রণালী, ঘৃত-তৈলাদির পাকবিধি, মকরধ্বজাদির যন্ত্রপাকের নিয়ম, সকলপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি, সর্পাঘাত ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসা, অগ্নিদাহ ও জলমজ্জন প্রভৃতির চিকিৎসাবিধি, বিবিধ মুষ্টিযোগ, শরীরতত্ত্ব শরীরযন্ত্রসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও তাহাদের প্রতিকৃতি; কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিবারণোপায়, এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ, প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেই এই পুস্তক অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বুঝাইবার জন্য প্রয়োজনস্থলে অতি সুস্পষ্ট চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আড়াই হাজার পৃষ্ঠারও অধিক। ঘরে বসিয়া কেবল এই পুস্তকের সাহায্যের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও সাধারণ রোগসমূহের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করিতে পারেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয়ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ২।০ আড়াই টাকা মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাকমাশুলাদি খরচ ৸০ আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেন কবিরাজ।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত বেঙ্গল শটি-ফুড।

সাগু, বার্লী, এরারুট ও বিদেশীয় খাদ্যের ন্যায় এই অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় বেঙ্গল – শটী ফুড বিশেষ উপকারী। আদি, অকৃত্রিম এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজীষ্টারী করা।—

ইহা কৃমি, অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক, লঘুপথ্য ও পুষ্টিকারিতায় অদ্বিতীয়। প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজগণের দ্বারা প্রশংসিত।

১। বাঙ্গালার সিভিল হস্পিটাল বিভাগের ইন্‌সপেক্টর জেনারেল,

২। ডাঃ সি, স্নণ্টেন, এম্, ডি, ডি পিএচ্, ৩। মেজের আর্, এফ্ উইলশন, আই' এম্, এস্,

৪। সমগ্র ভারত খাদ্য প্রদর্শনী এই বেঙ্গল শটী-ফুড সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা সাগু, বার্লী ও এরারুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে

যে সকল শিশু বা রোগী দুগ্ধ কিম্বা অন্য কোন খাদ্য সহজে জীর্ণ করিতে পারে না তাহাদিগকে বেঙ্গল শটী ফুড দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিয়া সেবন করাইলে সহজে পরিপাক হইবে এবং ইহাতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে।

ব্যবহারের নিয়ম—এক ভাগ এই খাদ্য ও উহার ১৬গুণ দুগ্ধ কিম্বা জল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মৃণ্ময় বা এনামেল বা এলিউমিনিয়াম পাত্রে ১০ মিনিট কাল পাক করিবে এবং পাক শেষ হইবার ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে মিছরির গুঁড়া বা বিশুদ্ধ চিনি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে। যদি শিশু বা রোগীর ভেদ তরল হয়, তাহা হইলে গাঢ় পাক বিধেয় অর্থাৎ ১০ মিনিটের স্থানে ১৫ মিনিট ধরিয়া পাক করিবে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আফিস ১১৩।১১৪ নং খোংরাপটী। কলিকাতা, কারখানা—বরাহনগর ২৪ পরগণা।

শ্রীঅমূল্যধন পাল, জেনারেল মার্চেণ্ট।

সকল প্রকার ঘায়ে তেল পড়া।

শরীরে যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন, এই দৈব 'তেল পড়ায়' অতি সত্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ পোড়া ঘায়ে ইহাতে ২।৩ দিনে উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা দৈব প্রাপ্ত, ইহা ব্যবহারে অসংখ্য অসংখ্য ক্ষতগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রোগীর নাম ও গোত্র লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

মূল্য ১ শিশি ১৷০ মাশুল ৷৴০।

শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দেবী।

হরিপুর—সেন বাড়ী।

হরিপুর পোঃ—(নদীয়া)।

সংস্কৃত প্রেস।

১২৪।২।১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

এই প্রেসের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত সকল প্রকার 'জবে'র কার্য্য ও পুস্তক ছাপার কার্য্য এই প্রেসে অতি শীঘ্র সুন্দররূপে হইয়া থাকে। দর বাজার অপেক্ষা কম। আমরা পুরাতন টাইপে কার্য্য করি না; এজন্য আমাদের ছাপা ঝকঝকে অতি সুন্দর। বিবাহের প্রীতি উপহার প্রভৃতি সুসজ্জিত বর্ডার দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাপিয়া দেওয়া হয়। গ্রন্থকারগণ পত্রিকার পরিচ্ছন্ন ভাবে কপি লিখিয়া দিলে আমরা প্রুফ দেখিবারও ভার লইয়া থাকি।

শ্রীতারাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—প্রোপ্রাইটার।

কলিকাতায় মহা হৈরৈ কাণ্ড।

একদিকে গিনিস্বর্ণ অন্যদিকে "মায়াপুরি মেটেল।"
অল্প ব্যয়ে গিনির ন্যায় চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট "মায়াপুরি মেটেলের"
গহনা গৃহিণীকে উপহার দিয়া তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পূর্ণ হইবে।
আমাদের আবিষ্কৃত সকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি
কার্ড লিখিয়া গ্রহণ করুন ও
সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।
ভারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার "মায়াপুরী মেটেলের" সেই চুড়ি

'মায়াপুরি মেটেলের" গহনা গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা

ললনা সোহাগ চুড়ি।

"ললনা সোহাগ চুড়ি" পরিলে অন্য গহনার দরকার নাই। উহার রঙ
ভুজি অন্ধকারে হীরার ন্যায় জ্বলে। গিনির অধিক উজ্জ্বল।
পোড়াইলে বা কষিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, ইহা আসল স্বর্ণ নয়।
৫০০৲ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ি অপেক্ষা উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট।

এইচ, বেনার্জ্জি এণ্ড কোং
ললনা সোহাগ চুড়ি
মায়াপুরি মেটেলে প্রস্তুত

বহু ললনার নিকট সেকরার অর্ডারে সোণার চাহিলে ১০০৲ টাকা
বেতনের কারিকরের হাতে বেশী পরিমাণে গিনি সোণা ভার
ইলেক্‌ট্রো ব্যাটারিতে পালিশ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। এক সেট
গহনা পরীক্ষা করুন। মাপ মত পাইবেন।

খাঁটী গিনি স্বর্ণের ন্যায় ইহা পালিশ ও সুদৃশ্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট।

মূল্য ৪৲ টাকা, (প্রতি সেট ১০ গাছা) মফঃস্বলে মাশুলাদি ।৵০ আনা।

বিনামূল্যে

লাভের কথা।

(উপদেশ পূর্ণ অপূর্ব্ব গল্পের বই)

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে। যিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে ও মাশুলে ১ খানি

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিরাট আয়োজন।

প্রিয়জনকে দিবার মতন উপহার অনেক আছে, তন্মধ্যে যাহা স্থায়ী অথচ নয়নের তৃপ্তিকর তাহাই দেওয়া ভাল। যাহা ক্রয় করিলে অর্থ নষ্ট হইল বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না, সেই সর্ব্বজন সমাদৃত সর্ব্বত্র প্রশংসিত উপহার

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

ইহার নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার একখণ্ড গৃহে রাখিলে গৃহ গ্রন্থাগারের শোভা ও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর শক্তি বাঙ্গালী অনুভব করিবে। জগবাসী বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইবে এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগিবে। মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

বালক বালিকার আনন্দ বাড়াইয়া দিন না! বাজারে কত রকমেরই উপহার দ্রব্য ক্রয় করিবেন, কিন্তু কোমলমতি শিশুদের রুচিহাতে নব প্রকাশিত নূতন গল্পপুস্তক

জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প

(লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত)

একখণ্ড উপহার দিন না! তাহাদের একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুই লাভ হইবে অথচ খরচ বেশী হইবে না। ইহার কাগজ ভাল, আকার বড়, ব্রোঞ্জব্লু কালিতে ছাপা, সুন্দর মলাট আর মজার মজার ১১ খানা লাইন ব্লকছবি অথচ মূল্য মাত্র আট আনা।

দুর্ম্মূল্যের দিনে সস্তার চুড়ান্ত। প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অজীর্ণ অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময় প্রভৃতির মহৌষধ।

ক্ষুধা না হওয়া, বদহজম, আহারের পর মলত্যাগ বা মলত্যাগের ইচ্ছা, অম্লবমন, মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ, Dyspepsia, সর্ব্বদা একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা কিন্তু আহারে বসিলেই অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণতা জনিত ভেদবমী, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা প্রভৃতি লিভারের বিশৃঙ্খলা জনিত যাবতীয় উদরের পীড়ায় বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। প্রথম মাত্রা সেবনেই উপকার পাওয়া যায়। আহারে রুচি জন্মে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠপুরিয়া গুরু ভোজনান্তে ১ মাত্রা লাইমোডাইন গলাধঃকরণ হওয়ার ১০ মিনিটের পর আহার্য্য বস্তু মন্ত্রশক্তির ন্যায় হজম হইয়া যায়, পেট হালকা বোধ হয়, শরীরে স্বচ্ছন্দতা আসে জড়তা ও আলস্য নাশ হইয়া যায়। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যাঁহারা Dyspeptic তাহারা নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া দেহ সবল হইবে। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

এই মহৌষধ স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নাধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের বহু গবেষণা ও পরীক্ষার শুভময় ফল; সুতরাং ইহার অব্যর্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নাই। পরীক্ষাই পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিনা পানের

প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য

অল্প মূল্যের নানাবিধ নূতন ফ্যাসনের গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার।

সেপ্টিপিন।

১। "পতি পরম গুরু সেফ্‌টীপিন ১৮৲|। ২। সাবিত্রী শাঁখা ১৪৲—৪০৲। ৩। কুমারী মাকড়ী ৭॥০। ৪। হেয়ার পিন ১৫৲। ৫।: তিনখানি পাথরসেট আংটী ২০৲—৩৫৲। ৬। নথ (নূতন ফ্যাসন) ২০৲। ৭। পারসী মাকড়ী ১৬৲—৩০৲। ৮। কাশ্মিরী মাকড়ী ১৬—২৫ । ৯। নথের টানা (ক্রাউন ওয়ালা) ১২—১৮ । ১০। নথের টানা (প্রজাপতিওয়ালা) ১৫—২১ । ১১। নথের টানা (নামওয়ালা) ১৬—২০ । ১২। নথের টানা (ফুলওয়ালা) ১০—১৫ । ১৩। করোনেশন ইয়ারিং ১৯। ১৪। কলেটওয়ালা নাকছাবি ৫৲। ১৫। জড়োয়া নাকছাবি ৫৲। ১৬। কাণের টাব (ডবল থাকা ও পাথর সেট) ১২৲—৩০ । ১৭। জড়োয়া টাব ১৫৲—৪০৲। ১৮। বেলকুঁড়ি টাব ৮—১২ । ১৯। হরতন নাকছাবি (পাথর বসান) ২॥০। ২০। নাকছাবি ইস্কাপন ২॥০। ২১। ঐ চিড়িতন ২॥০। ২২। ঐ রুহিতন ২॥০ ২৩। হরতন নাকছাবি (প্লেন হাই পালিশ) ১॥০। ২৪। রুহিতন নাকছাবি ১॥০। ২৫। চিড়িতন নাকছাবি ১॥০ টাকা।

বিবাহের, অন্নপ্রাশনের গহনা আমরা ৩ দিনে ও ২৪ ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দিই। বিনামূল্যে অনং ক্যাটলগ লইয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

মণিলাল এণ্ড কোং, জুয়েলার্স,

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্প সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক

সতুর মা।

"দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত।—

ভূমিকায় "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীরা যদি নির্ব্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ না করিয়া এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প সাহিত্যে বিপদগামিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। সতুরমার জীবনগ্রন্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদেয়,সতুর মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আঁকা হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল এবং করুণরসাত্মক হইয়াও অতীব মধুর, ঐ তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অন্য গল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বলিয়াছেন,—

বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গল্পগুলিই মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নবদুর্গা বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতুর মার চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন। গ্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উদ্বোধন বলিয়াছেন :—

এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, "সতুর মা" পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

ভাল এ্যান্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা। সোণার জলে নাম লেখা, ভাল কাপড়ে চিত্তাকর্ষক বাঁধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

শিশু সাহিত্য ২০শে ফাল্গুন প্রকাশিত হইবে—

১। বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে

—রায় সাহেব দীনেশ চন্দ্র সেন বি-এ।

২। সাঝের ভোগ

—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার মিত্র,
বি এস্ সি (গ্লাসগো) এম্, আর,
ম্যান, আই (লণ্ডন)

৩। কিশোরী—

শ্রীযুক্ত বিজয় রত্ন মজুমদার।

৪। রোমের গল্প

৫। আবার বলো

শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

শিশির পাব্‌লিশিং হাউস্, কলেজষ্ট্রীট
মার্কেট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি কৃত
প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগনির্ণয়ের জন্ম ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অক্ষরে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত।
মূল্য সংস্কৃত ৩৲ ও বাঙ্গালা ২৲।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১৷৹ টাকা।

কুমার তন্ত্র।

কুমারচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ২৲, বাঙ্গালা ১৷৹।

বিষ তন্ত্র।

মূল্য সংস্কৃত ২৲, বাঙ্গালা ১৷৷৹ টাকা।

রাজবৈদ্য স্বর্গীয় বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত
বনৌষধি দর্পণ।

বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রয়েল ৮০১ পৃঃ, মূল্য ৪৲ ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ ও গাছগাছড়ার চিকিৎসা করিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদ কলেজে পঠিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কালেজের জন্য কিনিয়াছেন। ইহা দ্রব্যের গুণ, পরিচয় পরীক্ষা নব্য ডাক্তার ও চরক সুশ্রুতাদির মতে কোন রোগে প্রযোজ্য, ইতিহাস, বাণিজ্য, উৎপত্তি, ভাবানাম প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত
ভৈষজ্য মণিমালিকা। (১ম খণ্ড)

পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ৷৷৵৹ আনা, বাঁধান ১৲।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্-এম্-এস্ কৃত।
প্রত্যক্ষ-শারীরম্।

গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শারীর বিদ্যার বিলোপ ঘটিয়াছিল। সেই শারীর বিদ্যার উদ্ধার মানসে বেদ, উপনিষদ্‌ তন্ত্র ও চরক-সুশ্রুতাদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা এবং ভোজসংহিতাদি প্রাচীন শল্যতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমূহ মন্থন করিয়া ও স্বহস্তে শবচ্ছেদ করিয়া মনস্বী গ্রন্থকার এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মূল্য ৫৲ টাকা।

পুস্তকগুলির জন্ত ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেণ্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জনের নিকট পত্র লিখুন।

সোনার শাঁখা।

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত ও বিশুদ্ধ তামার উপর গিনি সোনায় বাঁধান শাঁখা

সুন্দর গঠন চমৎকার পালিস দীর্ঘকাল ব্যবহারোপযোগী মজবুত।

কলিকাতা ১৯১৮-১৯ সালের শিল্প প্রদর্শনী হইতে প্রেসিডেন্ট কাশীমবাজারাধিপতি মহারাজ স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কে, সি আই ই, বাহাদুর প্রদত্ত প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত

সোনা ২৬৲ টাকা ভরি শাঁখার মূল্য :—
সোনার দর অনুসারে শাঁখার মূল্য কম হইবে।

	হস্তিদন্তের উপর		তামার উপর	
	প্রমাণ	ছোট	প্রমাণ	ছোট
আট আনা ওজন সোনায় প্রস্তুত	২২৲	—	১৮৲	—
ছয় আনা " " "	১৭৸০	—	১৪৷০	—
চারি আনা " " "	১৩৷০	১২৲	১০৷০	১০
তিন আনা " " "	—	৯৸০	—	৮০
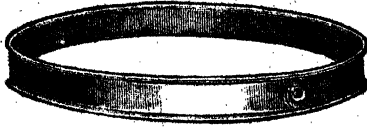
পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হয়; মাশুলাদি ১ জোড়া ।৵০ আনা, তিন জোড়া ॥০। প্রত্যেক শাঁখার সহিত সোনার ওজন, দর, মজুরী ও মূল্যাদি সম্বলিত গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ১৫ দিবস মধ্যে শাঁখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, তাহাও গ্যারান্টিপত্রে উল্লেখ থাকে। শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে মাপিয়া অর্ডার দিবেন।

প্রমাণ শাঁখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চি আধ সুত, (৮ সুতে ১ ইঞ্চি)। কিছু জানিবার থাকিলে পত্র লিখিবেন।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্;

হেড আফিস—৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা; ব্রাঞ্চ—খুলনা

ফাল্গুনের সূচী।

বিরাট ভৈষজ্য ভাণ্ডার।

হাকিমী কবিরাজী ও বেনেতি মসলার বিস্তৃত আড়ত। আমি নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া, খাঁটি মৃগনাভী, মকরধ্বজ, মুক্তা ও বেনেতি মসলা পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করি। মফঃস্বলের প্রধান প্রধান দোকানদার ও কবিরাজগণের যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। আমাদের এখানে কৃত্রিম দ্রব্য বা ওজন কম পাইবার আশঙ্কা নাই। অর্ডার পাঠাইলে যাবতীয় দ্রব্য ভিঃ পিতে পাঠাই।

শ্রীহরিদাস পাল ১৬২ নং কটন ষ্ট্রীট বড়বাজার কলিকাতা।

কর্ম্মখালি।

আরা সহরে "কুমার দেবেন্দ্র প্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয়ে"র জন্য একজন বিচক্ষণ কবিরাজের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১০০৲ এক শত টাকা। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস্—৬৫ নঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—এই ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

কেরাণীর আবশ্যক।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ এক জন কর্ম্মঠ কেরাণীর আবশ্যক। মাসিক বেতন ২৫৲ হইতে ৩০৲। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ এম বি—প্রিন্সিপ্যাল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

D. BOSE & Co

43/1, DHURAMTOLLAH STREET, CALCUTTA.

BOY'S FOOTBALL.

Guaranteed to be the Finest Quality of Boy's Football that can be produced, all Eight panel Capless.

"THE ETON."

	Rs.	A.		Rs.	A.
Eaton complete No. 4	5	8	Case only No. 4	4	4
" " 3	4	8	" " " 3	3	
" " 2	3	8	" " " 2	2	8
" " 1	2	8	" " " 1	1	14

OUR OWN MAKE CRICKET BATS.

	Rs.	As.
Men's size Tripple Spring needs no recommendation once a use, always use	10	8
Double Springs Searound Blades	7	8
Single Springs	6	8
All Cane	4	8

OUR OWN MAKE CRICKET BALLS.

	Rs.	As.		Rs.	As.
The University ...	3	0	The Military	1	8
The Battalion ...	2	8	The Scorer	1	4
The Cannon ...	2	0	The Gama	1	0

BOY'S BALLS.

The Eton Selected ... Rs. 1 4 Eton ordinary ... As. 12

COMPOUND BLLS.

BATES

	Rs.	As.
Wyvern	1	8
Crescent	1	0

BUSSEYS

	Rs.	As.
Polloid	2	0
Rival	1	4

FOR BOYS CRESCENT

	As.
Youths'	12
2⅝	7
2½	6
2¼	5
2	3

BADMINTON

RACKETS.

THE CANNON selected white ash, highly finished, extra special quality Red an White Gut with two central strings. Strongly recommended, Rs. 2-12.

YELLOW WOOD frame octagon shape handle central strung. A perfect racket the materials, workmanship and finish, are all of the very finest, Re. 1-12.

	Rs.	
White wood Double Centre Main	Rs. 1	8
Yellow wood ordinary	" 1	0
Do. do. superior quality	" 1	4
Do. do. kid bound		

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের-ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র-বিভূষিত ৩খণ্ডে চামড়ার বাঁধাই—চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১॥০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালা :—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ। মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২॥০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য ॥৵০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ॥০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণী :—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১।০

শ্যামারহস্য ॥৵০

তারারহস্য ॥০

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥০

যোগ শাস্ত্রমালা :—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্ম-সংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্‌চক্র-ভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—॥০, পবনবিজয়স্বরোদয়—॥০, হঠযোগ প্রদীপিকা—॥০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালা :—

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ॥০)

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তম দাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১, বাঁধাই ১।০।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধা ১॥০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধা ১।০।

শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৸০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।০, নারদসূত্রম্ ৶০ বৈরাগ্য-শতকম্ ৶০, হংসদূতম্ ৶০, পদাঙ্কদূতম্ ৶০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞানতরঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ॥০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণী :—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৵০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনূদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি :—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা-হোম-যাগ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১।০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্ব :—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী-পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল্য ১।০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতির চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সমন্বিত। বাঁধাই মূল্য ॥০ আট আনা।

ধ্যানপ্রণামমালা ।৵০ ছয় আনা।

"আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(গ্রাহক সম্বন্ধে)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৶০ সকলকেই অগ্রিম দিতে হয়। গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সে পত্রের কোন কার্য্যই হয় না। আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, সুতরাং যে সময়ই ইহার গ্রাহক হউন, আশ্বিন হইতে সকলকেই কাগজ লইতে হইবে। কেহ কোনো সংখ্যা 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য মূল্য দিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতি মাসের ২রা তারিখের পূর্ব্বে সে পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

(বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে)

এক বৎসরের চুক্তি করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদের জন্য ভিতরের সাধারণ ১ পৃষ্ঠার মাসিক মূল্য ৮৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৪।।০ সিকি পৃষ্ঠা ২।।০ টাকা। ২।।০ টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। কভারে বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে কভারের ২য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১১৲ কভারের ৩য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১০৲ এবং কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১২৲ টাকা। রিডিং ম্যাটার বা প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে মাসিক চার্য্য ১০৲। সূচীর উপরের ও নীচের স্থানের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৬৲ টাকা বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকাকড়ি এবং পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যা-গুলিই আছে, কেবল ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটী নাই, কিন্তু ইহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। দুই বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ এখনো ৩৲ টাকায় দেওয়া যায়, মাশুল।৶০। ৩য় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিন্ন সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের মূল্য ২।।০ মাশুল।৶০ সত্বর সম্পাদকের নামে পত্র লিখুন বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা—

উপাসনা।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, পি-আর-এস্‌

সাময়িক সমস্যার বিশদ্ আলোচনা, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যসমালোচনা ও মাসিক সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সমূহের সার সঙ্কলন এবং মৌলিক গল্প কবিতা প্রবন্ধাদিতে উপাসনা সজ্জিত করা হয়। নূতন ধরণের নাটক ও প্রবন্ধাদি পঞ্চামৃত, বিশ্ববাণী, পল্লীবার্ত্তা প্রভৃতি উপাসনার বিশেষত্ব। দেশের ও দশের অবস্থা বুঝিয়া জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেশের ও দশের সেবায় আমরা ব্রতী হইয়াছি সেই জন্যই উপাসনার মূল্য অতি সুলভ,—ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র। নমুনার মূল্য মাশুলসহ।৶০ আনা।

ম্যানেজার—উপাসনা

১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কায়স্থ-সমাজ।

সমাজের বহুবিধ সংস্কার সাধনাভিলাষে 'কায়স্থ সমাজ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সামাজিক-পত্রের মধ্যে এরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র অদ্যাবধি আর প্রকাশিত হয় নাই। এই মাসিকে যেমন সমাজ বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ থাকে, সেই প্রকার সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়েও অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। কখনই জাতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। দিন দিনই পত্রিকাখানি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এ নিমিত্ত আমরা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী, জাতির কল্যাণকামী, সাহিত্যসেবী, ধর্ম্মপিপাসু মহোদয়গণকে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ২।।০ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি। ডিমাই ৮ পেজী, ৮ ফর্ম্মার ৬৪ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যায় থাকে। নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ভ্যালুপেয়বলে প্রেরিত হয়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক "কায়স্থ-সমাজ"

১৪১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত সালসা

এই স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারের রক্ত দূষিত হউক না কেন পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। চোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা। ৩ শিশি ২॥০ টাকা, মাশুল ৸০ আনা ৬ পিশি ৪॥০ টাকা মাশুল ১।০ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনা রাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। যাহাদের ইচ্ছা হইলেও ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় না, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, শিরা সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এই তৈল মালিশ মাত্রেই সবল সতেজ ও সুদৃঢ় হইবে। সুস্থ অবস্থায় মালিশ করিলে দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়, মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা, মাঃ ।৵০ আনা, তিন শিশি ২॥০, মাঃ ৸০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রি বেলার আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যা বেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবে। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্তি পাইবেন। ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে; একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছানুরূপ সফলতা ও তৃপ্তি অনুভব হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্যের মহৌষধ। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।০ আনা, তিন কৌটা ২৲ মাশুল ।৵০ একসের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

১৪৪।১নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা

পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে পরিচিত শ্বাসারি

(হাঁপানি কাসির একমাত্র মহৌষধ।)

লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত।

আমাদের এই "শ্বাসারির" অদ্ভুত উপকারিতার বলে ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশেও ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কতিপয় ইউরোপবাসী আমাদের এইশ্বাসারি ব্যবহারে আশাতীত ফল পাইয়া এই ঔষধের বহুলপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আশাকরি শ্বাসারি এক শিশিমাত্র পরীক্ষা করিয়া আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবেন। ইহা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নহে।

অতিমাত্র স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হাঁপানি কাসির মহৌষধ জগতে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

যাঁহারা হাঁপানিকাসি শিবের অসাধ্য রোগ জানিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত আছেন, অথবা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উপকার না পাইয়া হতাশ এবং চিকিৎসকের উপর বিশ্বাসশূন্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের নিকটে সানুনয় নিবেদন, যেন তাঁহারা আমাদের এই "শ্বাসারি" এক শিশি ব্যবহার করেন—অবশ্যই উপকার পাইবেন।

হাঁপানি রোগীগণ যাঁহারা এক শিশি শ্বাসারি একবার পরীক্ষা করিতে উপেক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে বাধ্য, নিশ্চয়ই তাঁহাদের রোগের ভোগ শেষ হয় নাই।

হাঁপানিকাসি বা শ্বাসকাস যদিও আশু প্রাণনাশক নহে, তথাপি ইহা যেরূপ কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ, তাহাতে ইহাদ্বারা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই;

যখন রোগী শয্যায় শয়ন করিতে, সুস্থভাবে বসিতে বা নড়াচড়া করিতে পারে না, কেবল-মাত্র সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া সাঁই সাঁই শব্দে হাঁপাইতে থাকে; বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ বা বুক পিঠ যাটিয়া ধরে; যখন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট অনুভব করে, তখন আমাদের এই শ্বাসারি এক মাত্রা সেবন করিলে সকল উপসর্গ নিবারিত ও হাঁপানির টান বন্ধ হইয়া রোগী সুস্থতা লাভ করিবে। রোগী যখন কাসিতে কাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্ত লোচনে বিকৃতভাবে ইতস্ততঃ দর্শন করিতে থাকে অথবা যখন ঊর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হইয়া অধঃশ্বাস রুদ্ধ হয় বলিয়া রোগী গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সেই সময়ে এই মহৌষধ দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই মাত্রা সেবন করিলেই রোগী উঠিয়া বসিবে, পূর্ব্বে যে পীড়া হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।

শ্বাসারি সেবনে—

শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না, কাসিতে কাসিতে আর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ যাটিয়া ধরা, পেট ফাঁপা ও মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ীকাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে শ্লেষ্মা বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনেই কমিয়া যাইবে। মূল্য ১৲

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা-কবিভূষণের ঔষধালয়।

৫৯ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—সাহাপুর, বেহালা পোঃ আঃ; ২৪শ পরগণা।

চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত

শাস্ত্রোক্ত ঔষধাবলী।

শঙ্খবটী চক্রিকা—অম্লপিত্ত, অম্লশূল ও পেটব্যথা (Colic) প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ঔষধ,—ইহা সোডা ও যোয়ানের বিলাতী চাক্তির ন্যায় নহে—২০টী চক্রিকা পূর্ণ এক শিশি ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর চক্রিকা—সকল প্রকার অতীসার (Diarrhœa) উদরাময় প্রভৃতির নির্দ্দোষ মহৌষধ। মূল্য—২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

ভাস্কর লবণ চক্রিকা—পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ। মূল্য ২০টী ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

সুদর্শন চূর্ণ চক্রিকা—নূতন ও পুরাতন জ্বরের শাস্ত্রোক্ত মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় কার্য্যকারী কিন্তু জ্বরে বিজ্বরে খাওয়া যায়। সর্ব্বথা কুইনাইন বর্জ্জিত মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

তালিশাদি চূর্ণ চক্রিকা—কাসির জন্য সর্ব্বদা মুখে রাখিবার মহোপকারী শাস্ত্রীয় ঔষধ। ২০টী ।৵০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

মধুর বিরেচন চক্রিকা—সুখসেব্য সুগন্ধি সুস্বাদু নির্দ্দোষ জোলাপের ঔষধ—রাত্রে একটী বা দুইটী খাইলে প্রাতে সুন্দর কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। মূল্য—২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

ক্রিমিঘ্ন চক্রিকা—সর্ব্ব প্রকার ক্রিমিরোগনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একটী বা দুইটী জল সহ সেবনীয়। মূল্য—১২টী—৷৷০ আট আনা। তিন শিশি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

টঙ্কণাদি চক্রিকা—বীজাণুনাশক নির্দ্দোষ মহৌষধ। একটী বা দুইটী জলে ফেলিয়া সেই জল সকল প্রকার ক্ষতে এবং চক্ষুরোগে ও কর্ণরোগে ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার জলের পটী প্রয়োগে ক্ষত ও ফুলা নিবারিত হয়। মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ এক টাকা এক আনা।

মাশুলাদি—এক শিশি হইতে তিন শিশি পর্য্যন্ত ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত ঔষধের বিশেষ গুণ এই যে—অল্পমাত্রায় সমধিক ফলপ্রদ হয় ও ঔষধগুলি সহজে নষ্ট হয় না। আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক ঔষধই আমরা চক্রিকা আকারে প্রস্তুত করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক—

রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের

আরোগ্য-নিকেতন

১১।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত কতকগুলি শাস্ত্রীয় ঔষধ।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন,
ষড়্গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত

মকরধ্বজ।

অনুপান-বিশেষের সহিত এই মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দূর সেবন করিলে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ-জটিল রোগ অতি স্বরায় সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা মেধা ও কান্তিবর্দ্ধক এবং অগ্নি উদ্দীপক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। শিশুদিগের এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত রোগ এবং প্রসূতিদিগের প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা স্বরায় বিদূরিত হয়। সর্ব্বপ্রকার শক্তি-বর্দ্ধন করিতে ইহা অদ্ভুত ক্ষমতাশীল। ৭ পুরিয়া ১॥০ টাকা। এক ভরি ২৪৲ টাকা। সিকি ভরি ৬৲ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—এক ভরি ৮০৲ টাকা। মাশুলাদি ।৵০ আনা।

বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃত।

শরীর পুষ্টি করিতে হইলে "বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত" যেরূপ হিতকর, আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে সেরূপ আর একটি ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বা রোগ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ঘৃত-সেবন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহা সেবনে অগ্নি, বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের কান্তি, মনের প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের বলবত্তা সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা বাতব্যাধি, উন্মাদ, নষ্টশুক্র ও নষ্টার্ত্তব প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতিষেধক। একমাসের মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গলার্থে দেবাদিদেব মহাদেব এই শাস্ত্রীয় মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুক্র, তেজ ও বল বৃদ্ধি হইয়া চিরস্বাস্থ্যকর দীর্ঘ-জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতির নিবারক ও স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। ইহা সেবনের অল্পক্ষণ পরে মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ৭ মাত্রায় মূল্য ১৲ টাকা। একত্র ১ মাসের লইলে ৩৲ টাকা। মাশুলাদি ।৵০ আনা। ৵১ সেরের মূল্য ৮৲ টাকা।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।

নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সদ্যঃফলপ্রদ মহৌষধ। ১ দিন মাত্র সেবনে নূতন মেহ রোগের অসহ্য জ্বালা নিবারিত হয়। জীর্ণ জটিল প্রমেহে ১ সপ্তাহে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ক্রিয়া হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগোপাল তৈল।

এই তৈল ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক, স্ত্রীদিগের গর্ভসংস্থাপক, বাতব্যাধি বিনাশক, এবং শুক্র ও বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। এই তৈল ব্যবহারে বৃদ্ধব্যক্তিও যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন। যথা আয়ুর্ব্বেদে—

স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণ তৈলস্যাস্যনিষেবনাৎ।
লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মাদানাং শতং জয়েৎ॥

অর্দ্ধ পোয়ার মূল্য ৫৲; ভিঃ পিঃতে ৫।০ টাকা।

অন্যান্য সকল প্রকার ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে ব্যবস্থা এবং আদেশ থাকিলে ভিঃ পিঃতে ঔষধ পাঠান যায়।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত—ম্যানেজার।

Teli—Address.
"Duble :—Calcutta."

Phone No.
2919.

এস্, এন্, ভট্টাচার্য্য।

৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটি কথা ঃ—বাঙ্গালীর এত অল্প বয়সে শরীর খারাপ হইয়া যায় কেন? তাহার আর কিছুই কারণ নয়, শুধু ব্যয়ামের অভাব। অনেক পিতা মাতা ইহা যে বিবেচনার বিষয় বলিয়া মনেই করেন না। একটি ফুটবল কিনিয়া দিলে ৩০।৩৫টি ছেলে অনেক দিন খেলা করিতে পারে। এই খেলার আস্বাদন পাইলে তাহারা আর বেপথে যাইবে না, শরীর সুস্থ ও সবল, সুতরাং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ ও স্মরণ শক্তি প্রবল হইবে। ছেলেদের যদি শরীর ভাল করিবার সুযোগ এ সময়ে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি সাংসার চক্রে পড়িয়া পরে তাহারা আর কখনও শরীর বলশালী করিতে পারিবে?

আমাদের নিকট উৎকৃষ্ট ফুটবল সুলভে পাইবেন। মূল্য ১নং ১৸০ ২নং ২॥০ ৩নং ৩নং ২৸৵০ ও ৩।০ ৪নং ৩৸০ ও ৪॥০ ৫নং ৫॥০, ৬॥০ ভাল ৭॥০ শুধু পাম্প ১॥০, ২৲, ২॥০ শুধু ব্লাডার ১নং ৸৵০ ২নং ১৵০ ৩নং ১।৵০ ৪নং ১৸ ৫নং ২৲।

সকল রকম বাইসাইকেল ও তাহার সরঞ্জাম খুব সুবিধা মুল্যে পাইবেন। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সমস্ত সেগুণ কাঠ, ভাল পালিশ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমেরিকান রীড দেওয়ার দরুণ আওয়াজ অত্যন্ত মিষ্ট। সিঙ্গেল্ রীড তিন অক্টেভ সি হইতে সি পর্য্যন্ত ১৮৲ ২০৲ ২৫৲ ৩০৲ ডবল রীড ২৮৲ ৩০৲ ৩৫৲ ৪০৲ ৪৫৲।

আমাদের নিকট গানের কল ও শেলাইএর কল পাইবেন।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬—ফাল্গুন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

অস্থি পরিচয়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস।

অস্থি ও অস্থির কার্য্য। শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমে অস্থির বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। —কেননা অস্থি সমূহকে অবলম্বন করিয়াই শরীর অবস্থিত আছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "বৃক্ষ যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, দেহীদিগের দেহও সেইরূপ অস্থিসারকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এই জন্য দেহীদিগের ত্বক্, মাংস প্রভৃতি শীঘ্র বিনষ্ট হইলেও সার স্বরূপ অস্থি সকল সহজে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।"*

অপিচ, অস্থি সকল মনুষ্যকে যথোচিত আকার বিশিষ্ট করে। অস্থি না থাকিলে মনুষ্যের আকার এরূপ হইত না, একটা কদাকার মাংসপিণ্ড হইয়া ভূমিতে গড়াইয়া বেড়াইত। শরীরাভ্যন্তরস্থ সুকোমল যন্ত্রগুলিও অস্থিময় আবরণে রক্ষিত হয়। যথা, মস্তকের অস্থি সকল শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ মস্তিষ্ককে এবং বক্ষঃস্থলের অস্থি সকল হৃদয়, ফুস্ফুস্ প্রভৃতি যন্ত্রকে রক্ষা করে। সুতরাং শরীরের প্রধান যন্ত্রগুলিকে রক্ষা করা অস্থির অন্যতম কার্য্য। তদ্ভিন্ন অস্থি সংযুক্ত হইয়াই পেশী সমূহ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমূহের নানা প্রকার গতি উৎপন্ন করে।

অস্থির উপাদান। অস্থি দুই প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত—পার্থিব ও জান্তব। পার্থিব উপাদানের প্রায় সমস্ত অংশই চুণ।

---

* "অভ্যন্তর গতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরূহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্।"

সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৬ অধ্যায়।

জান্তব উপাদানের অধিকাংশ শণের ন্যায় সূক্ষ্ম তন্তু বা স্নায়ু। স্নায়ু নির্ম্মিত কাটামোর মধ্যে পার্থিব উপাদান সংহত হইয়া অস্থি সমূহ গঠিত হয়।

উপাদানের দ্বিবিধ সংযোগ। অস্থির উপাদানের সংযোগ দুই প্রকার, যথা ঘনসংযোগ এবং সচ্ছিদ্র (ফোঁপরা) সংযোগ*। সমস্ত অস্থির বিশেষতঃ নলকাস্থির কাণ্ডের বহির্ভাগে ঘনসংযোগ দেখা যায়। ক্ষুদ্র অস্থি সমূহের ও কপালাস্থির অভ্যন্তর ভাগে এবং নলকাস্থির প্রান্তভাগে সচ্ছিদ্র সংযোগ দৃষ্ট হয়।

বয়স ভেদে উপাদানের তারতম্য। বয়স ভেদে অস্থির উপাদানের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। কম বয়সে অস্থিতে জান্তব উপাদান অধিক থাকে। জান্তব উপাদান কোমল এবং সহজে ভাঙ্গে না। এইজন্য বাল্যকালে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় না, নত হইয়া যায়। ভাঙ্গিলেও কাঁচা গাছের ডালের মত অংশতঃ ভাঙ্গে এবং সহজে জোড়া লাগে। বয়স যত অধিক হয়, অস্থির জান্তব উপাদান ততই কমিয়া যায় এবং পার্থিব উপাদান বাড়িতে থাকে। ক্রমে বৃদ্ধবয়সে পার্থিব উপাদান অত্যন্ত অধিক এবং জান্তব উপাদান অত্যন্ত কম হইয়া যায়। পার্থিব উপাদান কঠিন, কিন্তু ভঙ্গ প্রবণ। এইজন্য বৃদ্ধ বয়সে অস্থিতে আঘাত লাগিলে উহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভাঙ্গিলে শীঘ্র জোড়া লাগে না।

পরে যে তরুণাস্থির বিষয় কথিত হইবে, তাহাতে জান্তব উপাদানই অধিক থাকে। ভ্রূণশরীরে অস্থিসমূহ প্রথমে তরুণাস্থিরূপে উৎপন্ন হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত পার্থিব উপাদানের সঞ্চয়ে উহা ক্রমে কঠিন অস্থিতে পরিণত হয়।

অস্থির আবরণ। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে অস্থির আবরণ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে আবরণ অস্থির বহির্ভাগ আবৃত করিয়া থাকে, তাহাকে **অস্থিধরা কলা**† বলা যায়। ইহা অস্থির জীবন স্বরূপ; কারণ, এই ঝিল্লী বা পর্দা আহত হইলে সেই অস্থি বা অস্থির সেই অংশ নষ্ট হইয়া যায়। আর অস্থির যে আবরণ অস্থির ভিতরে মধ্যবর্ত্তী ছিদ্রপথকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে আভ্যন্তর আবরণ বলা যায়। অস্থির ছিদ্রমধ্যে মজ্জা থাকে বলিয়া উক্ত আবরণের নাম **মজ্জধরা কলা।**

অস্থির মধ্যে যে মজ্জা থাকে তাহা দুই প্রকার,—এক প্রকার রক্তবর্ণ, অন্য প্রকার পীতবর্ণ। দীর্ঘ অস্থিসমূহের নলকাংশের মধ্যে পীতবর্ণ মজ্জা থাকে। দীর্ঘ অস্থির উভয় প্রান্তে, ক্ষুদ্র অস্থির ভিতরে এবং অন্যান্য অস্থির স্পঞ্জের ন্যায় বহুচ্ছিদ্র বিশিষ্ট অংশে রক্তবর্ণ মজ্জা থাকে।

অস্থির প্রকার ভেদ। শরীরের যেখানে যেরূপ আবশ্যক, অস্থি সকল সেইস্থানে সেইরূপ আকারে অবস্থিত। সুশ্রুত মতে—আকার ভেদে অস্থি সকল পাঁচ ভাগে

---

* ঘন সংযোগ—Compact tissue—(কম্প্যাক্‌ট টিসু)। সচ্ছিদ্র সংযোগ—Cancellous tissus—(ক্যানসেলাস্ টিসু)।

† অস্থিধরা কলা—Periosteum—(পেরিয়স্‌টিয়ম্)।

বিভক্ত ; যথা—কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় এবং নলক। কপালের (খাপরার) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া মস্তকের অস্থিগুলিকে **কপালাস্থি** বলে। রুচক অর্থাৎ চিরুণীর দাঁতের ন্যায় বলিয়া দন্তগুলিকে **রুচকাস্থি** বলে। অস্থির তরুণ অবস্থার ন্যায় (ভ্রূণশরীরে যেরূপ থাকে সেইরূপ) আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি স্থানের কোমল অস্থিকে **তরুণাস্থি** বলে। বলয় অর্থাৎ প্রায় বালার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের অস্থিকে **বলয়াস্থি** বলে। নলের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি বলিয়া বাহু, সক্থি ও অঙ্গুলির অস্থিগুলিকে **নলকাস্থি** বলে।

এই সকল অস্থি ব্যতীত এরূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র অস্থি আছে যে গুলিকে এই পাঁচ প্রকার অস্থির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ইহাদিগকে **বিষমাস্থি** বলিতে পারা যায় *। হস্ত, পদাদির সন্ধিস্থলে এইরূপ কয়েকটী অস্থি আছে।

অস্থির সংখ্যা—চরক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি বেদবাদীদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিনশত ষাট। সুশ্রুত, ভেল প্রভৃতি শল্যতান্ত্রিকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা তিন শত। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মতে অস্থির সংখ্যা দুই শত বা দুই শত ছয়।

অস্থিসংখ্যা সম্বন্ধে পরস্পরের মত এইরূপ ভিন্ন বা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকল মতই সমীচীন ; কেন না এইরূপ মতভেদ দুইটী কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম কারণ—গণনার প্রকার ভেদ। তরুণ অস্থি, নখ ও দন্ত সমূহকে চরকাদির মতে অস্থি বলিয়া গণনা করা হয়। সুশ্রুতাদি শল্যতান্ত্রিকগণ তরুণ অস্থি এবং দন্ত সকলকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন, কিন্তু নখের গণনা করেন না। পাশ্চাত্যগণ তরুণাস্থি, নখ ও দন্ত সমূহকে অস্থি বলিয়া গণনা করেন না।

দ্বিতীয় কারণ—পৃথক্ বয়সে অস্থি গণনা। এই জন্যও অনেকটা মতভেদ ঘটে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ যৌবনের আরম্ভে অস্থির গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু পাশ্চাত্যগণ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক অথবা প্রৌঢ় ব্যক্তির শরীরের অস্থি গণনা করিয়া থাকেন। বাল্যকালে বা যৌবনের আরম্ভে কতকগুলি অস্থির অবয়ব পৃথক্ থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে সেইগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া এক একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। এই জন্যও সংখ্যার পার্থক্য ঘটে।

আমরা প্রৌঢ় শরীরে প্রত্যক্ষদৃষ্ট অস্থির সংখ্যা ধরিয়া অস্থির বর্ণনা করিব। তরুণাস্থি, দন্ত ও নখের সংখ্যা ইহার মধ্যে ধরা হইবে না, কারণ তরুণাস্থি সমূহের সংখ্যা কণ্ঠনালী (শ্বাসপথ) প্রভৃতি অনেক স্থানে অনিশ্চিত এবং উৎপত্তিক্রম ধরিয়া বিচার করিলে নখ ও দন্ত সকল ত্বকেরই কঠিন পরিণতি মাত্র।

অস্থি গণনা।

শাখাস্থি—প্রত্যেক পদের এক এক অঙ্গুলিতে তিন তিন খানি এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে

* নলকাস্থি—Long bones (লং বোন্‌স্)। কপালাস্থি—Flat bones (ফ্লাট বোন্‌স্)। তরুণাস্থি—Cartilage (কার্টিলেজ)। বিষমাস্থি—Irregular bones—(ইরেগুলার বোন্‌স্)।

দুইখানি—এইরূপে পদাঙ্গুলি সমূহে মোট চৌদ্দখানি এবং পাঁচটী পদাঙ্গুলির মূলে পাঁচখানি অস্থি আছে। পদের পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ জঙ্ঘা ও পদের সন্ধির নিম্নে সাতখানি ছোট ছোট অস্থি আছে। জঙ্ঘায় দুই খানি, উরুতে একখানি এবং উরু ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে জানুতে একখানি অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক সক্‌থিতে ত্রিশখানি করিয়া দুই সক্‌থিতে মোট ষাটখানি অস্থি আছে।

পদাঙ্গুলির ন্যায় হস্তের অঙ্গুলি সমূহে চৌদ্দ খানি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলির মূলে একখানি করিয়া পাঁচখানি শলাকা-অস্থি আছে। উহাদের পশ্চাদ্ভাগে অর্থাৎ মণিবন্ধসন্ধির নিম্নে ক্ষুদ্রাকার আট খানি, এবং প্রকোষ্ঠে (নীচে হাতে) দুইখানি ও প্রগণ্ডে (উপর হাতে) একখানি দীর্ঘাকার অস্থি আছে। এইরূপে প্রত্যেক বাহুতে ত্রিশ খানি করিয়া দুই বাহুতেও মোট ষাট খানি অস্থি আছে।

মধ্যশরীরের অস্থি—কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠবংশে (মেরুদণ্ডে) চব্বিশ খানি অস্থি আছে এবং তাহার নিম্নে অর্থাৎ কটীর পশ্চাদ্ভাগে একখানি বৃহত্তর অস্থি আছে। এই বৃহত্তর অস্থির নিম্নে একখানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে; সুতরাং পৃষ্ঠবংশের অস্থির সংখ্যা মোট ছাব্বিশ খানি।

কটীর সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ—দুই দিক জুড়িয়া দুই খানি, বৃহৎ কপালাস্থি আছে।

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে একখানি, কণ্ঠের দুই দিকে দুই খানি, স্কন্ধের পশ্চাদ্ ভাগে পৃষ্ঠের উপর দুই দিকে দুই খানি এবং পার্শ্বদেশে (পাঁজরায়) প্রত্যেক দিকে বার খানি করিয়া দুই দিকে চব্বিশ খানি অস্থি আছে। এইরূপে মধ্য শরীরে আটান্ন খানি অস্থি গণনা করা যায়।

মস্তকের অস্থি—নীচের চোয়ালে একখানি, উপরের চোয়ালে দুইখানি, দুইগণ্ডে দুইখানি, তালুতে দুইখানি, দুই নাসিকায় দুইখানি, নাসিকাদ্বয়ের মধ্যস্থলে একখানি, দুই নাসিকার ভিতরে দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই চক্ষুর দুই পার্শ্বে দুইখানি—এইরূপে চৌদ্দখানি অস্থি মস্তকের নিম্নভাগ বা মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করে। মস্তকের উপরিভাগে সম্মুখে একখানি, পশ্চাতে একখানি, দুই পার্শ্বে দুইখানি, দুই শঙ্খদেশে (রগে) দুইখানি-এইরূপ ৪ খানি কপালাস্থি এবং নাসিকাদ্বয়ের ঊর্দ্ধদেশে মধ্যস্থলে একখানি এবং এই সব অস্থিগুলির মধ্যস্থলে গলার ছাদ জুড়িয়া একখানি অস্থি আছে। এইরূপে মস্তকের অস্থির সংখ্যা বাইশখানি।

এতদ্ভিন্ন কর্ণের ছিদ্রের মধ্যে প্রত্যেক কর্ণে তিনখানি করিয়া দুই কর্ণে ছয়খানি ক্ষুদ্র অস্থি আছে। এই ছয়খানি অস্থি গণনা করিলে মস্তকের অস্থির সংখ্যা আটাশখানি হয়। সুতরাং এই হিসাবে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত ছয়খানি। কর্ণমধ্যস্থ ছয়খানি অস্থি গণনা না করিলে সমগ্র শরীরের অস্থির সংখ্যা দুই শত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

অনেকের হস্তপদাদির কণ্ডরার শেষভাগে ছোলার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি দেখা যায়। কিন্তু এই সকল অস্থির অস্তিত্ব অনিশ্চিত বলিয়া উহাদের সংখ্যা গণনা করা হয় না।

তরুণাস্থি—(Cartilage—কার্টি-

লেজ)—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে তরুণ অস্থির সংখ্যা অস্থিগণনার মধ্যে ধরা হইবে না। দিগ্‌দর্শনের জন্য সংক্ষেপে তরুণ অস্থির বিষয় কথিত হইতেছে। হস্ত দ্বারা কর্ণপালি বা নাসিকার অগ্রভাগ টিপিলে ভিতরে যে একটা নাতিকঠিন পদার্থ অনুভব করা যায়, উহাই তরুণাস্থি। পৃষ্ঠবংশের অস্থিগুলির সংযোগ স্থলে, সচল সন্ধি সমূহের ভিতরে, পশু‍‍র্কাগুলির সম্মুখ ভাগে, নাসিকার দুই-পার্শ্বে ও মধ্যস্থলে, কর্ণপালীতে, শ্বাসনলীতে এবং উহার শাখা প্রশাখাসমূহে তরুণাস্থি দেখা যায়। চলিত কথায় তরুণাস্থিকে কুচ্‌-কুচে হাড় বলে। তরুণাস্থিতে স্নায়ুভাগ অধিক এবং চুণের ভাগ অল্প থাকে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে অনেক তরুণাস্থি চুণের ভাগ অধিক হওয়ায় কঠিন হইয়া যায়।

অস্থিপোষণ—প্রত্যেক অস্থির বহির্ভাগে একটী বা একাধিক ছিদ্র দেখা যায়। ধমনী সকল ঐ ছিদ্রের মধ্যে দিয়া অস্থির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বহু সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া অস্থির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম প্রদেশে বিস্তৃত হয়। এই সকল ধমনী দ্বারা বিশুদ্ধ রক্ত আসিয়া সমগ্র অস্থির পোষণ করে। সিরা সকলও সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত থাকিয়া অস্থির ভিতরে বিস্তৃত থাকে, ক্রমশঃ পরস্পর মিলিত হইয়া স্থূলতর সিরারূপে অস্থির ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। এই সকল সিরা দ্বারা অবিশুদ্ধ রক্ত নির্গত হয়। ধমনীর রক্ত কোথা হইতে আসে এবং সিরার রক্ত কোথায় যায়—তাহা পরে বলা যাইবে।

অস্থি বর্ণনা।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির আকৃতি, সন্ধি, কার্য্য এবং পেশীর সহিত সংযোগ প্রভৃতি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। অথচ এইরূপ বিস্তৃত বর্ণনা সাধারণ পাঠক এবং কায়-চিকিৎসক-দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে না। এইজন্য আমরা এস্থলে সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন অস্থির বিষয় বর্ণনা করিব। প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়া প্রথমে পায়ের দিক হইতেই অস্থির বর্ণনা করা যাইতেছে।

বর্ণনা বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক।

একটি নরকঙ্কাল দুইটি হাত চিৎ করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া আছে—ধরিয়া লইতে হইবে। উক্ত কঙ্কালের নাসিকাগ্র হইতে নাভির অনুক্রমে নীচে উপরে বিস্তৃত একটী সরল রেখা টানিলে, সেই রেখা মধ্যরেখা নামে অভিহিত হয়। শরীরের যে অংশ এই মধ্যরেখার সমীপবর্ত্তী তাহা অন্তঃসীমা এবং যে অংশ দূরবর্ত্তী তাহা বহিঃসীমা বলিয়া কথিত হইবে। ঊর্দ্ধভাগ বলিলে পদ হইতে মস্তকের দিকে এবং অধোভাগ বলিলে মস্তক হইতে পদের দিকে বুঝিতে হইবে। সম্মুখ-ভাগ বলিলে বর্ণিত নরকঙ্কালের সম্মুখ ভাগ (যেমন করের সম্মুখ ভাগ বলিলে রেখাঙ্কিত ভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ বলিলে তাহার বিপরীত ভাগ বুঝাইবে।

শাখাস্থি।

পাদাঙ্গুলির অস্থি।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিন-খানি করিয়া এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে দুইখানি করিয়া অস্থি আছে। এই সকল অস্থিকে অঙ্গুলি-অস্থি* বলা যায়। অঙ্গুলিফলক সকল

* ইং—Phalanges—ফ্যালাঞ্জেস্।

স্থানভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—অগ্রিম, মধ্যম এবং পশ্চিম শ্রেণী। অগ্রিম শ্রেণী অর্থাৎ সম্মুখভাগে নখসংযুক্ত যে সকল অস্থি আছে উহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং উহাদের অগ্রভাগ নখধারণের জন্য আয়ত। ইহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠে মধ্যম শ্রেণীর অস্থি না থাকায় উহার অগ্রিম অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বদ্ধ। মধ্যম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির সম্মুখভাগ অগ্রিম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির অগ্রভাগের সহিত সম্বদ্ধ। এইরূপ পশ্চিম শ্রেণীর অস্থির সম্মুখভাগ মধ্যম শ্রেণীর অস্থির পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগ মূলশলাকাগুলির সহিত সম্বদ্ধ।

পাদাঙ্গুলিনলকের পশ্চাতে পাঁচ খানি **মূলশলাকা*** নামক নলকাস্থি আছে। ইহারা যথাক্রমে পাদাঙ্গুষ্ঠমূলশলাকা, তর্জ্জনী-মূলশলাকা, মধ্যমামূলশলাকা, অনামিকামূল-শলাকা ও কনিষ্ঠামূলশলাকা নামে অভিহিত। তন্মধ্যে তর্জ্জনীমূলশলাকা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকা সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল ও হ্রস্ব। ইহাদের সম্মুখভাগ পশ্চিম অঙ্গুলি নলকের সহিত সংহিত। মূলশলাকাগুলির পশ্চাতে সাতখানি বিষমাকার **কূর্চ্চাস্থি†** আছে। সেই অস্থিগুলি পদের পশ্চাদ্‌ভাগ নির্ম্মাণ করে এবং কূর্চ্চাস্থি নামে অভিহিত। সাতখানি কূর্চ্চাস্থির নাম যথা, **কূর্চ্চশির, পার্ষ্ণি, নৌনিভ, ঘন, বহিঃ**

* ইং—Metatarsals—মেটাটারস্তালস্।

† ইং—Tarsals—টার্সাল্‌স্।

[দ্বিতীয় চিত্র]।

পাদাস্থি।
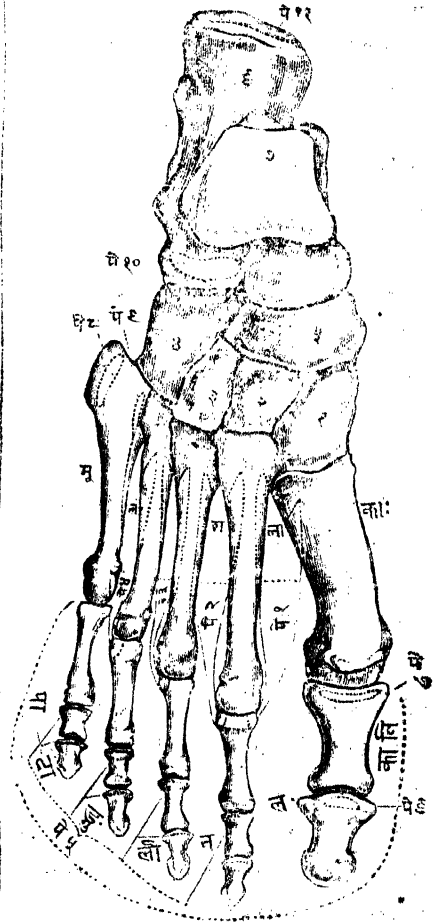
. নিম্নে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার রেখার মধ্যে অঙ্গুলি নলক, তদুপরি মূলশলাকা, এবং তদুপরি সাতখানি কূর্চ্চাস্থি দ্রষ্টব্য। কূর্চ্চাস্থি যথা ;—

(১) ১—অন্তঃকোণক। (২) ২—মধ্য কোণক। (৩) ৩—বহিঃ কোণক। (৪) —৪ ঘন। (৫) ৫—নৌনিভ। (৬) ৬—পার্ষ্ণি। (৭) ৭—কূর্চ্চ শির।

"পে" (পে) চিহ্নিত স্থান পেশীর নিবেশ স্থল বুঝিতে হইবে।

কোণক, মধ্যকোণক ও অন্তঃকোণক। ইহাদের মধ্যে শেষের চারিখানি অস্থির সম্মুখভাগের সহিত মূলশলাকাগুলির পশ্চাদ্‌ভাগ সংহিত হইয়া থাকে।

কূর্চ্চশির—নামক অস্থি সমস্ত কূর্চ্চাস্থির শীর্ষদেশে অবস্থিত। ইহার গোলাকার মুণ্ড ও পার্শ্বদ্বয় জঙ্ঘার অস্থিদ্বয়ের অধোভাগের সহিত এবং নিম্নভাগ সম্মুখদিকে নৌনিভ নামক অস্থির সহিত ও পশ্চাদ্‌ভাগে পার্ষ্ণি নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

পার্ষ্ণি—নামক অস্থি কূর্চ্চাস্থি সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই অস্থি দ্বারা পার্ষ্ণি বা গোড়ালি নির্ম্মিত হয় এবং ইহার উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে। পার্ষ্ণির ঊর্দ্ধভাগ কূর্চ্চশির নামক অস্থির সহিত এবং সম্মুখভাগ ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

নৌনিভ—নামক অস্থি অনেকটা নৌকার ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার সম্মুখভাগ কোণক নামক তিনখানি কূর্চ্চাস্থির সহিত, পশ্চাদ্‌ভাগ কূর্চ্চশির নামক অস্থির সম্মুখের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব ঘন নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

ঘন—নামক কূর্চ্চাস্থি পদের বহিঃসীমায় অবস্থিত। এই অস্থির সম্মুখভাগ কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

অন্তঃকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি ত্রিকোণ প্রায় এবং ইহার সম্মুখভাগ অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

মধ্যকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণাকার এবং ক্ষুদ্রতম। ইহার সম্মুখভাগ তর্জ্জনীমূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

বহিঃকোণক—নামক কূর্চ্চাস্থি প্রায় ত্রিকোণ। ইহার সম্মুখভাগ মধ্যমামূলশলাকার পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সম্বদ্ধ।

অন্তঃকোণক, মধ্যকোণক এবং বহিঃকোণক এই তিন খানি অস্থি কোণত্রয় নামে অভিহিত। কূর্চ্চাস্থিগুলি সম্মুখে, পশ্চাতে এবং পার্শ্বে পরস্পর দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। বাহুল্য ভয়ে উহাদের সন্ধির বিষয় বিস্তারিত রূপে লিখিত হইল না। দ্বিতীয় চিত্র দেখিলে উহাদের সংস্থান বোধগম্য হইবে।

জঙ্ঘাস্থি (তৃতীয় চিত্র)* —জঙ্ঘার দুইখানি অস্থির মধ্যে স্থূলতর অস্থিখানিকে জঙ্ঘাস্থি বলে। ইহা ঊরুর অস্থি ব্যতীত শরীরের অন্যান্য নলকাস্থি অপেক্ষা দীর্ঘ ও স্থূল। দুই প্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে সকল নলকাস্থির ন্যায় ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্ত উপরিভাগে ঊর্বস্থির অধঃপ্রান্তস্থ কন্দদ্বয়ের সহিত এবং সম্মুখে জান্বস্থির সহিত সংহিত হয়। ইহারই পশ্চাদ্‌ভাগে বহির্দ্দিকে অনুজঙ্ঘাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্ত সংলগ্ন হইয়া থাকে। ঊর্দ্ধপ্রান্তের দুইদিকে দুইটী উৎসেধ এবং উহাদের মধ্যস্থলে একটী দ্বিমুখ কণ্টক আছে।

জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্ত—ঊর্দ্ধপ্রান্ত অপেক্ষা ছোট। ইহার পার্শ্বভাগের ত্রিকোণাকার অংশের সহিত অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্ত এবং নিম্নভাগের খাঁজের সহিত কূর্চ্চশির অস্থি সংহিত থাকে। অধঃপ্রান্তের ভিতরদিকে যে উন্নত প্রদেশ আছে তাহাকে অন্তর্গুল্ফ বা ভিতরদিকে গাঁট বলে। উহার সহিত

* ইং—Tibia—টিবিয়া।

[তৃতীয় চিত্র]

জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি।

(১-২) ২—দুইটী উৎসেধ। (সং, সং) সং, সং—উর্ব্বস্থির অধঃপ্রান্তের সহিত সন্ধির স্থান। (ক) ক—সন্ধিচিহ্ন মধ্যস্থ দ্বিমুখ কণ্টক। (৩) ৩—জানু-কপাল বন্ধনী পেশীর সংযোগস্থল। (৪) ৪—অনু-জঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধপ্রান্তের সহিত সন্ধিস্থল। (৫) ৫—জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তের সন্ধির স্থান। (৬) ৬—কূর্চ্চশির অস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৭) ৭—কূর্চ্চ-শিরের বহিঃসীমার সহিত সন্ধির স্থান।

অনুজঙ্ঘাস্থি—(৪) ৪—জঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধপ্রান্তের সহিত সন্ধির স্থান। (৮) ৮—সন্ধিবন্ধনী স্নায়ুর সংযোগস্থল।

(৯) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর সংযোগস্থল।
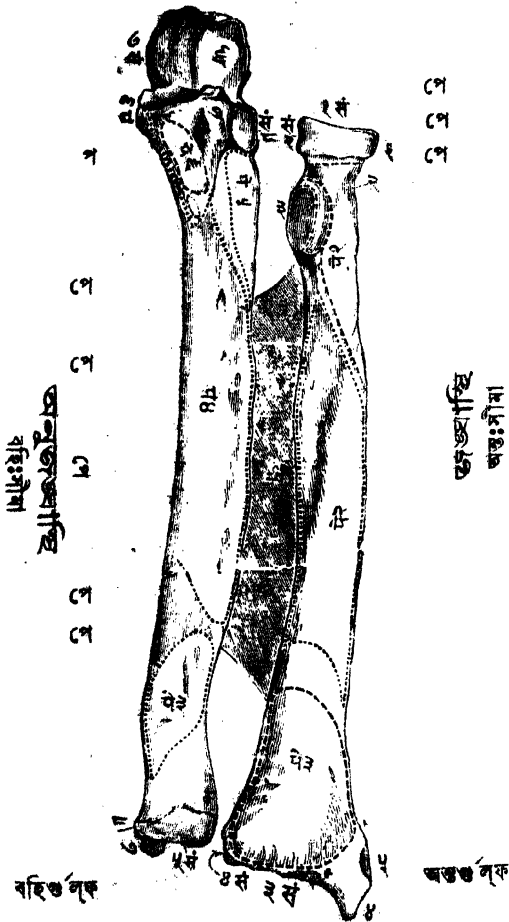
কূর্চ্চশির নামক অস্থির বহিঃসীমা সংযুক্ত হয়। জঙ্ঘাস্থির মধ্যনলক বা কাণ্ড ত্রিকোণাকার। ইহার সহিত কোন অস্থির সন্ধি নাই, কিন্তু ইহাতে অনেক পেশী ও জঙ্ঘান্তরালা কলা সম্বন্ধ থাকে। পেশীর বিষয় পরে বিস্তারিত ভাবে বলা যাইবে।

অনুজঙ্ঘাস্থি (তৃতীয় চিত্র)*—ইহা দেখিতে দীর্ঘ যষ্টির মত এবং জঙ্ঘাস্থির ন্যায় উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক—এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উর্দ্ধপ্রান্ত জঙ্ঘাস্থিমুণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের সহিত এবং অধঃপ্রান্তের ভিতর দিক জঙ্ঘাস্থির অধঃ-প্রান্তের পার্শ্ব ভাগের সহিত ও কূর্চ্চশির নামক অস্থির সহিত সংহিত। এই প্রান্ত উৎ-সেধ বিশিষ্ট এবং সেই উৎসেধ বহির্গুল্ফ (গাঁট) নামে অভিহিত। ইহার মধ্যনলকের সহিত আটটী পেশী সংযুক্ত থাকে।

[চতুর্থ চিত্র]

জান্বস্থি।

* ইং—Fibula—ফিবুলা।

(ঝ) সং—সন্ধিচিহ্ন। এই চিহ্নের ঊর্দ্ধভাগ ঊর্বস্থির নিম্ন প্রান্তের সম্মুখভাগের সহিত সংহিত হয়। (ঞ) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সংযোগ স্থল।

জান্বস্থি* (মালুইচাকি)—ইহা প্রায় গোলাকার কপালাস্থি। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগের ঊর্দ্ধাংশ ঊরুর অস্থির সহিত এবং নিম্নাংশ জঙ্ঘার সহিত সংহিত হয়। (চতুর্থ চিত্র)

ঊর্বস্থি†—(পঞ্চম চিত্র) ইহা সমস্ত নলকাস্থি অপেক্ষা বৃহৎ, দৃঢ়, বহুভারসহ, এবং মধ্যস্থলে বাঁশের ন্যায় গোলাকার ও ঈষৎ বক্র। ইহাও ঊর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক এই তিন ভাগে বিভক্ত।

ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্তে গোলাকার মুণ্ড, মুণ্ডের নিম্নে গ্রীবা এবং তন্নিম্নে একদিকে মহাশিখরক ও অন্যদিকে লঘুশিখরক নামক দুইটী উৎসেধ আছে। তন্মধ্যে মুণ্ড শ্রোণিফলক নামক অস্থির গভীর কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহার সহিত সন্ধিযুক্ত হয়। ইহার গ্রীবা সাধারণতঃ তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে মধ্যনলকের সহিত প্রায় সমকোণ হইয়া যায় এবং ভঙ্গপ্রবণ হয়। মহাশিখরক এবং লঘুশিখরক নামক অংশদ্বয়ের সহিত বহুপেশী সংযুক্ত থাকে।

ঊর্বস্থির অধঃপ্রান্তে যে দুইটি কন্দ বা মহার্ব্বুদ আছে, উহারা জঙ্ঘাস্থির সহিত এবং উভয় কন্দের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার সম্মুখের অংশ জান্বস্থির সহিত সংহিত হয়।

এক সক্থির ত্রিশখানি অস্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হইল। অপর সক্থিতেও অস্থির এইরূপ সন্নিবেশ আছে।

* ইং—Patella—প্যাটেলা।
† ইং—Femur—ফিমর্।

[পঞ্চম চিত্র]
ঊর্বস্থি।
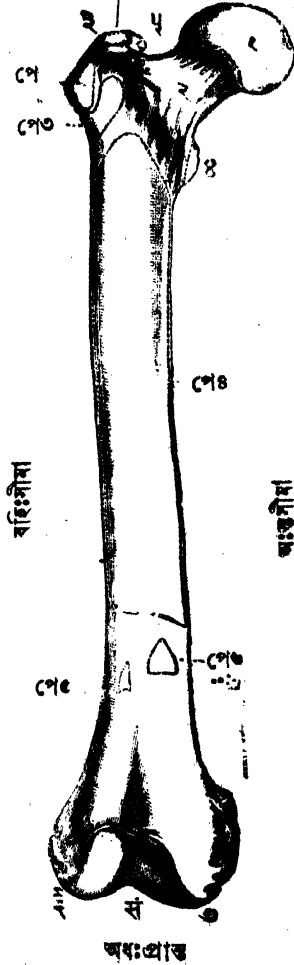
(১) ১—মুণ্ড। (২) ২—গ্রীবা। (৩) ৩—মহাশিখরক। (৪) ৪—লঘুশিখরক। (৫) ৫—মহাশিখরাশ্রিত কোটর। (৬, ৭) ৬, ৭—দুইটী কন্দ বা মহার্ব্বুদ। (ঝ) সং—জানু কপালের সহিত সন্ধিস্থান। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর নিবেশ স্থল।

[ষষ্ঠ চিত্র]
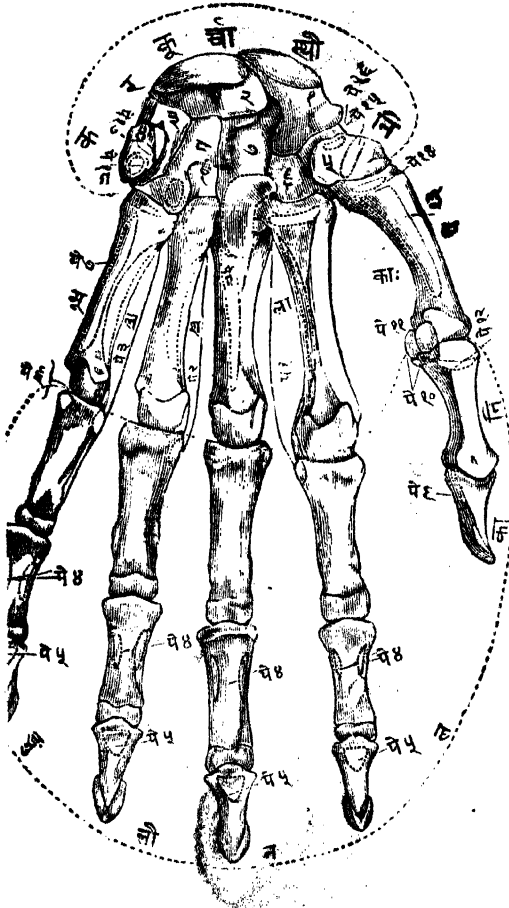
করাস্থি।

নিম্নে অঙ্গুলিনলক, তদুপরি মূলশলাকা এবং তদুপরি কূর্চ্চাস্থি। সাতখানি কূর্চ্চাস্থি যথা,—(১) ১—নৌনিভক। (২) ২—অর্দ্ধচন্দ্র। (৩) ৩—উপলক। (৪) ৪—বর্ত্তুলক। (৫) ৫—পর্য্যাণক। (৬) ৬—কূটক। (৭) ৭—মধ্যকূট। (৮) ৮—ফণধর। (পে) পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীসংযোগস্থল।

করাস্থি—পাদাঙ্গুলির ন্যায় করাঙ্গুলিতেও চৌদ্দখানি অস্থি এবং তাহাদের পশ্চাদ্‌ভাগে পাঁচখানি মূলশলাকা আছে। উহাদের সন্নিবেশও পাদাঙ্গুলির ন্যায়, কেবল সংজ্ঞার কিঞ্চিৎ পার্থক্য এই যে, ইহাদিগকে **করাঙ্গুলিনলক** ও **করাঙ্গুলিমূলশলাকা** বলে। (ষষ্ঠ চিত্র)

মণিবন্ধপ্রদেশে আটখানি ক্ষুদ্র বিষমাস্থি আছে, ইহাদিগকে **করকূর্চ্চাস্থি*** বলে। ইহারা অগ্রিম ও পশ্চিম (বা অধঃ ও উর্দ্ধ) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্রিম শ্রেণীর চারিখানি অস্থি যথাক্রমে **পর্য্যাণক, কুটক, মধ্যকুট ও ফণধর** নামে এবং পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি **নৌনিভক, অর্দ্ধচন্দ্র, উপলক ও বর্ত্তুলক** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পশ্চিম শ্রেণীর চারিখানি অস্থির মধ্যে তিনখানি অস্থি মণিবন্ধ সন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট। বর্ত্তুলক নামক কূর্চ্চাস্থি মণিবন্ধসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না। এই অস্থিকে কেহ কেহ কণ্ডরামধ্যস্থ চণকাস্থি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেজন্য তাঁহাদের হিসাবে পদের ন্যায় করেও সাত খানি মাত্র কূর্চ্চাস্থি আছে।

পর্য্যাণক—ইহার সম্মুখভাগ অঙ্গুষ্ঠমূলশলাকার সহিত এবং অন্তঃপার্শ্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগ নৌনিভক, কূটক ও তর্জ্জনী-মূলশলাকার সহিত সম্বদ্ধ।

কূটক—কুট (নেহাই) সদৃশ আকার বিশিষ্ট এই অস্থিটী অধঃসীমায় তর্জ্জনীমূল-

* ইং—Carpals—কার্পালস্।

শলাকার সহিত, উর্দ্ধসীমায় নৌনিভক অস্থির সহিত, বহিঃসীমায় পর্য্যাণক অস্থির সহিত এবং অন্তঃসীমায় মধ্যকূট অস্থির সহিত সংহিত।

মধ্যকূট—ইহা করের কূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ইহার উর্দ্ধস্থ মুণ্ড অর্দ্ধচন্দ্র অস্থির সহিত, অধোভাগ তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার মূলশলাকার সহিত, বহিঃপার্শ্বে নৌনিভক ও কূটক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্শ্ব ফণধর নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

ফণধর—এই সর্পফণাকার প্রবর্দ্ধনযুক্ত অস্থিটী অধোভাগে কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলশলাকাদ্বয়ের সহিত এবং অন্তঃপার্শ্বে উপলক ও অন্যপার্শ্বে মধ্যকূট নামক অস্থির সহিত সংহিত।

নৌনিভক—ইহার আকার নৌকার ন্যায়, কিন্তু নৌনিভ নামক পাদকূর্চ্চাস্থি অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার পশ্চাদ্ভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত, একপার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্র ও মধ্যকূটনামক অস্থিদ্বয়ের সহিত, এবং অধঃ বা সম্মুখভাগ পর্য্যাণক ও কূটক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত সংহিত।

অর্দ্ধচন্দ্র—ইহার বহির্ভাগ নৌনিভকাস্থির সহিত, উর্দ্ধভাগ বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত এবং সম্মুখভাগ উপলক, ফণধর ও মধ্যকূট নামক অস্থি তিনখানির সহিত সম্বদ্ধ।

উপলক—ইহার উর্দ্ধসীমাস্থ সন্ধিচিহ্ন মণিবন্ধসন্ধির মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত। ইহা অপর তিনদিকে ফণধর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বর্ত্তুলক নামক অস্থির সহিত সম্বদ্ধ।

বর্ত্তুলক—ইহা বর্ত্তুলাকার ও ক্ষুদ্রতম কূর্চ্চাস্থি। ইহার পশ্চাদ্ভাগ এবং অন্তঃপার্শ্ব উপলকের সহিত সংহিত।

কর ও পদের কূর্চ্চাস্থি সকলের সম্মুখ, পার্শ্ব ও পশ্চাদ্ভাগ বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করা হইল তাহা দিগ্দর্শন মাত্র। ঐ সকল অস্থি বিষমাকার বলিয়া উহাদের আকার ও সন্নিবেশ যথাযথরূপে বুঝিতে হইলে স্বহস্তে অস্থি লইয়া বারংবার পরীক্ষা করা আবশ্যক।

প্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র] পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বাহুর নিম্নার্দ্ধ (কর বাদে) প্রকোষ্ঠ নামে অভিহিত। এই প্রকোষ্ঠে দুইখানি নলকাস্থি আছে। তন্মধ্যে যেখানি বহিঃসীমায় থাকে, সেখানিকে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি এবং যেখানি অন্তঃসীমায় থাকে সেখানিকে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি বলে। বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্ত স্থূল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ মণিবন্ধসন্ধি নির্ম্মিত হয়। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধপ্রান্ত স্থূল—ইহা দ্বারা প্রধানতঃ কূর্পরসন্ধি নির্ম্মিত হয়।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—[সপ্তম চিত্র]* ইহা নলকাস্থি, অতএব উর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত ও মধ্যনলক ভেদে তিনভাগে বিভক্ত। উর্দ্ধপ্রান্ত চক্রাকার এবং প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃসীমায় সংযুক্ত। উক্ত চক্রাকার অংশের ভিতরের দিকের অর্দ্ধচন্দ্রাকার সন্ধিচিহ্ন প্রকোষ্ঠাস্থির উর্দ্ধ প্রান্তে বহিঃপার্শ্বের সহিত সংলগ্ন হয়।
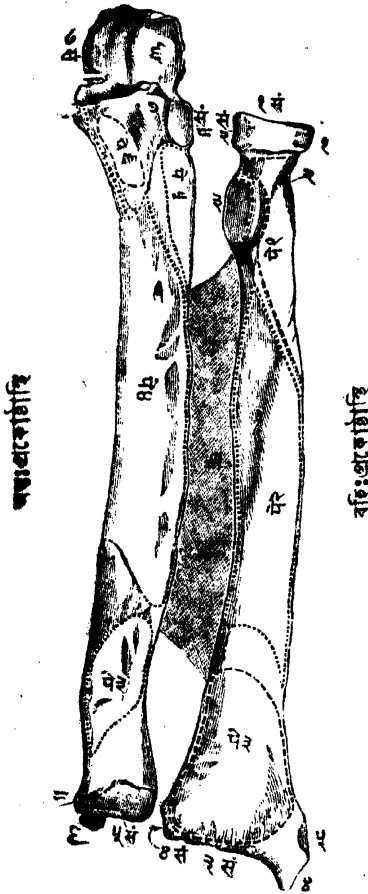
---

* ইং—Radius—রেডিয়স্।

[সপ্তম চিত্র] প্রকোষ্ঠাস্থি যন্ত্র।

ঊর্দ্ধপ্রান্ত।

অধঃপ্রান্ত।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (১) ১—চক্রমুণ্ড। (২) ২—গ্রীবা। (১ সং) ১ সং-প্রগণ্ডাস্থির কন্দলীর সহিত সন্ধিজন্ত কোর। (২ সং) ২সং—অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (৪) ৩—পেশী নিবেশের জন্ত উৎসেধ। (৪) ৪—বহি মণিকা। (৪ সং) অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থির অধোভাগের সহিত সন্ধির স্থান। (২ সং) ৩ সং—মণিকন্ধসন্ধির স্থান। (৫) ৫—কণ্ডরা বিবর্ত্তন জন্ত খাঁজ। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি (৩) ৭—চঞ্চু প্রবর্দ্ধনক। (৮) ৮—অণিমুণ্ড। (৫) ৯—অন্তম পিক (৫ সং) ৫ সং—বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। (৮ সং) ৮সং—চক্রনেমিখাতস্থিত সন্ধি চিহ্ন। (৩ সং) ৭ সং—প্রগণ্ডাস্থির ডমরু প্রবর্দ্ধনের সহিত সন্ধির স্থান।

(ঘি) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশীর নিবেশ স্থান।

বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নভাগ ত্রিকোণাকার এবং অর্দ্ধচন্দ্র ও নৌনিভক নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত। এই ত্রিকোণাকার অংশের অন্তঃসীমা অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নভাগের বহিঃপার্শ্বে সংলগ্ন থাকে। মধ্যনলকে অনেক পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। উহা ঈষদ্ বক্র এবং ত্রিধার বিশিষ্ট। ইহার ভিতরের দিকের ধারার সহিত "প্রকোষ্ঠান্তরালা" কলা সংযুক্ত থাকে।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি— [সপ্তম চিত্র] * এই নলকাস্থি ঊর্দ্ধপ্রান্ত, অন্তঃপ্রান্ত ও মধ্য-নকল ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্ত উপরে প্রগণ্ডাস্থির অধঃপ্রান্তের সহিত এবং বহিঃপার্শ্বে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চক্রাকার ঊর্দ্ধপ্রান্তের অন্তঃপার্শ্বে সংহিত হয়। এই প্রান্তের পশ্চাদ্‌ভাগে যে উৎসেধ আছে, তাহাকে কূর্পর (কনুই) বলে। বাল্যকালে ইহা জানুকপালের ন্যায় পৃথক ভাবেই থাকে, কিন্তু যৌবনে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধপ্রান্তের সহিত দৃঢ় সংলগ্ন হইয়া যায়। প্রাচীন শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কূর্পর-কপাল নামক পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ঊর্দ্ধপ্রান্তের সম্মুখস্থ প্রবর্দ্ধনক চঞ্চুপ্রবর্দ্ধন নামে খ্যাত।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নপ্রান্ত প্রায় গোলাকার এবং ইহার বহিঃপার্শ্ব বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির নিম্নপ্রান্তের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহার নিম্নভাগে মণিবন্ধসন্ধির মধ্যস্থ ত্রিকোণাকার তরুণাস্থি সংযুক্ত থাকে। মধ্যনলকে

* ইং—Ulana—আলূন।
† ইং—Humerus—হিউমারাস্।

অনেক গুলি পেশীর সংযোগ আছে, কিন্তু কোন অস্থির সংযোগ নাই। ইহাও ত্রিধার বিশিষ্ট এবং ইহার বহির্ধারায় "প্রকোষ্ঠান্ত-রালা" কলা সংলগ্ন থাকে।

প্রগণ্ডাস্থি—[অষ্টম চিত্র] + বাহুর মধ্যে ইহাই স্থূলতম নলকাস্থি। ঊর্দ্ধপ্রান্ত, অধঃপ্রান্ত এবং মধ্যনলক ভেদে ইহাও তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্তের অর্দ্ধ গোলাকার অংশ অংসফলকাস্থির অংসপীঠ নামক অংশের সহিত সংহিত হইয়া অংসসন্ধির সৃষ্টি করে। ইহার অধঃপ্রান্তের সহিত প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত দুইটির সন্ধি হইয়া কূর্পরসন্ধি নিষ্পন্ন হয়। এই অধঃ-প্রান্তের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগে এক একটী খাত আছে। বাহু প্রসারিত করিলে পশ্চা-তের খাতে কূর্পর বা কনুই প্রবিষ্ট হইয়া যায়। বাহু সঙ্কুচিত করিলে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির ঊর্দ্ধ-প্রান্তের অগ্রভাগ (চঞ্চুপ্রবর্দ্ধনক) সম্মুখের খাতে প্রবিষ্ট হয়। প্রগণ্ডাস্থির মধ্যনলকে বহু পেশার সংযোগ আছে।

[অষ্টম চিত্র]

প্রগণ্ডাস্থি।
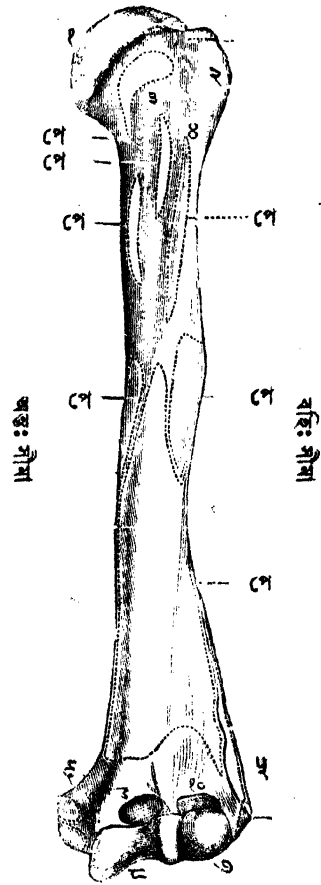
(১) ১—মুণ্ড। (২) ২—মহাপিণ্ডক। (২) ৩—লঘুপিণ্ডক। (৪) ৪—পিণ্ডদ্বয় মধ্যগত পরিখা। (৫) ৫—বাহ্যার্ব্বুদ। (৫ ১০)—৯ ১০—দুইটী খাত।

এক বাহুর ত্রিশ খানি অস্থির বর্ণনা করা হইল। অপর বাহুতেও অস্থির সন্নিবেশ এইরূপ। অস্থির আকৃতি সন্নিবেশ প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা প্রত্যক্ষ দর্শন সাপেক্ষ। তথাপি এইরূপ স্থূল বর্ণনা দ্বারা বাহু ও সক্‌থির অস্থি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান জন্মিলে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণনীয় পেশী সমূহের ক্রিয়া কতকটা বুঝা যাইলে চিকিৎসার অনেক সুবিধা হইতে পারে। কোন অস্থি স্থানচ্যুত বা ভগ্ন হইলে এই জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনেক সময়ে তাহার প্রতিকার করিতে পারিবেন। ভগ্নচিকিৎসায় এ সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ লিখিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শিশু পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী।

শিশু কাঁদিলেই যে তাহাকে খাওয়াইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। শিশুকে এরূপ অভ্যাস করান অত্যন্ত অনিষ্টকর। অনেক সময় শিশু তৃষ্ণাজন্য কিংবা পেট ব্যাথা অথবা অন্য কোন শারীরিক কষ্টের জন্য কাঁদে, মাতা তাহা বুঝিয়া চলিবেন। শিশুর সকল ক্রন্দনই যে ক্ষুধার জন্য তাহা নহে।

শিশুকে ঘড়ি ধরিয়া খাওয়াইলে আর তাহার অতিরিক্ত আহারের ভয় থাকে না। ঘড়ি ধরিয়া প্রত্যহ একই সময়ে শিশুকে আহার করান কর্ত্তব্য। শিশুর আহার—কলের মত একই সময়ে হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে প্রত্যেক আহার্য্যই ভালরূপে হজম হইবার সময় পাইবে। শিশুকে ধীরে ধীরে আহার করাইবে। তাড়াতাড়ি করিবে না। একবার আহার করিতে যেন দশ হইতে কুড়ি মিনিট সময় লাগে। শিশু তাড়াতাড়ি আহার করিতে চাহিলেও একটু খাওয়াইয়াই বোতল মুখ হইতে বাহির করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে দিবে, তারপর আবার খাওয়াইবে। শিশুকে খুব বেশী গরম কিংবা বেশী ঠাণ্ডা দুধ দিবে না। কখনো তাহাকে খালি বোতলের টিট চুষিতে দিবে না, তাহা হইলে পেটে বাতাস যাইবে, পেট ফাঁপিবে।

শিশুর প্রত্যেক আহারের পরই তাহাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া তাহার পিঠ আস্তে আস্তে চাপড়াইবে, যে পর্য্যন্ত না ঢেঁকুর তুলে। আহারের পর ঢেঁকুর তুলিলে শিশুর সুনিদ্রা হইবে। শিশুকে কোলে শোয়াইয়া যেমন করিয়া মাতৃ-দুগ্ধ পান করাইতে হয়, বোতলে করিয়া দুধ খাওয়াইবার সময়ও ঐরূপে

শিশুকে কোলে শোয়াইয়া খাওয়াইবে। কখনও শিশুর পার্শ্বে দুধের বোতল রাখিয়া কার্য্যান্তরে যাইবে না। শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া তবে অন্য কাজে যাইবে।

প্রথম দশ বৎসর শিশুর শারীরিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ দিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে শিশুর দেহ খুব তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়। এই কয়েক বৎসরের খাদ্যের উপর তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বাস্থ্য, কার্য্যক্ষমতা বহু পরিমাণে নির্ভর করিতেছে এবং এই কাল মধ্যে শিশুর নৈতিক শিক্ষা যেরূপ হইবে, ভবিষ্যতে সে সেইরূপ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবে। সুতরাং প্রথম দশ বৎসর শিশুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখিবে, তেমনি তাহার চরিত্র গঠনের দিকেও সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী হইতে হইবে। তাহা হইলে ভবিষ্যতে সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, সাধু-সন্তান লাভ করিয়া জননী ও জন্মভূমি কৃতার্থমনা হইবেন।

মাতৃদুগ্ধের অভাব হইলে শিশুকে গাভী-দুগ্ধ কিংবা অন্য কোন কৃত্রিম দুগ্ধে বর্দ্ধিত করিতে হয়। তাহা হইলে ইহার সহিত কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানার রস শিশুকে দেওয়া উচিত। Keplar's Codliver oil with malt water bury's Codliver oil এই দুইটি ঔষধটি দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কৃত্রিম দুগ্ধ খাইয়া যে সব শিশু বাড়িয়া উঠে, তাহারা স্বভাবতঃই তেমন সবল হইতে পারে না। তাহাদের পক্ষে এই ঔষধটি বিশেষ উপযোগী। দুইবার আহারের পর এক চা-চামচ ঔষধ লইয়া দুধে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাওয়ান উচিত।

শিশুর আহার্য্য এক ঘেয়ে হইবে না, মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, তাহা হইলে আহারে রুচি এবং ক্ষুধাও হইবে। শিশুকে কখনও গুরুপাক খাদ্য দিবে না, সর্ব্বদা লঘু, সহজপাচ্য, পুষ্টিকর আহার্য্য দিবে। শিশু ও বালকবালিকাদিগকে কখনও hard boiled ডিম, বাজারের মিষ্টান্ন, মসলাযুক্ত তরকারি, মাংস ও মাছ, নোনা মাছ, মাংস, কেক, পুডিং, নানারকম ফল খাইতে দিবে না। বালকবালিকাকে মিষ্টান্নের মধ্যে সন্দেশ, রসগোল্লা এবং ফলের মধ্যে মিষ্ট আম, কমলা লেবু, আঙ্গুর, বেদানা দেওয়া যাইতে পারে। ৫।৬ মাসের হইলেই শিশুদিগকে এই সব ফলের রস দিলে বেশ উপকার দেখা যায়। তাহাদিগকে কখনও চা, কফি কিংবা কোন রকম উত্তেজক পানীয় দিবে না, ইহা তাহাদের পক্ষে বিষতুল্য।

শিশুর বোতলে দুধ খাওয়া অভ্যাস হইয়া থাকিলে— তের মাস কি প'নের মাসের হইলে বোতল ছাড়াইয়া বাটি কিংবা গ্লাস হইতে দুধ খাওয়ান অভ্যাস করিবে। শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দশমাস বয়স পর্য্যন্ত দিবে। তা'রপর ক্রমে ক্রমে ছাড়াইয়া লইবে। মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়ও একবার বোতলে কিংবা বাটী বা গ্লাসে করিয়া গাভীর দুগ্ধ খাওয়ান অভ্যাস করান ভাল। তাহা হইলে শিশুকে মাতৃদুগ্ধ সহজেই ছাড়াইতে পারা যাইবে।

শিশুদের তিন প্রকারে দুধ খাওয়ান হয়।

(১) অধিকাংশ শিশুই মাতৃদুগ্ধ পান করে।

(২) মাতার দুগ্ধ—পরিমাণে কম কিংবা তেমন পুষ্টিকর হয় না বলিয়া অনেক সময়

শিশুকে মাতার দুগ্ধ এবং গাভী কিংবা অন্য কোন কৃত্রিম দুগ্ধ দিতে হয়।

(৩) কোন কোন শিশুকে দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল কৃত্রিম দুগ্ধেই বাঁচাইতে হয়। কৃত্রিম দুগ্ধে যে সব শিশুকে পালন করিতে হয়, তাহাদিগকে অতি সাবধানে, যত্নের সহিত, সর্ব্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া, অতিশয় পরিচ্ছন্নতা পূর্ব্বক পালন করিতে হয়। নিয়মের একটুকু ব্যতিক্রম হইলেই এই সব শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, নতুবা চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া বাড়িয়া উঠে। এই সব শিশুকে কৃত্রিম দুগ্ধের সহিত ফলের রস, বলকারক ঔষধ, পুষ্টিকারক খাদ্য দিতে হয়। সাধ্যায়ত্ত হইলে ইহাদিগকে স্বাস্থ্যকর দেশে কয়েক বৎসর রাখা উচিত। সহর হইতে অধিক দিন দূরে থাকাই এমন সব শিশুদের পক্ষে মঙ্গলজনক, কারণ সহরের বাহিরে পরিষ্কার নির্ম্মল বাতাস এবং খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া যায়।

এক বৎসর হইলেই শিশুদিগকে solid খাদ্য দেওয়া দরকার। দিনের মধ্যে এক বার দুগ্ধের সহিত এইরূপ খাদ্য দিবে। অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম, রুটি, মাখন দেওয়া যাইতে পারে। দুই বৎসর হইলে ভাত, গাওয়া ঘি, মসূর ডাল এবং আলু খাইতে দিবে। ইহা বেশ পুষ্টিকর আহার্য্য। এই আহার্য্যের মধ্যে আমাদের দেহরক্ষার জন্য যে চারিটী উপকরণ প্রয়োজন—তাহার সকলই বিদ্যমান আছে। ভাত ও আলুর মধ্যে শ্বেতসার এবং ঘিতে মেদ আছে। শ্বেতসার ও মেদ দেহের তাপ উৎপন্ন এবং শক্তি সঞ্চার করে। ডালের মধ্যে nitrogen আছে, তাহা আমাদের দেহের ক্ষয়পূরণ করে এবং মাংস গঠন করে। মসূর ডালে মাংস অপেক্ষা নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশী আছে। সুতরাং শিশুদিগকে মাংস না দিয়া মসূর ডাল-ঘি দিয়া দিলেই মাংসের কার্য্য সম্পূর্ণরূপেই সাধিত হয়। সকলপ্রকার ডালই নাইট্রোজেন বিশিষ্ট খাদ্য। দুর্ব্বল শিশুকে মুগ ও মসূর ডালের ঝোল দিলে উপকার হয়।

স্নান।

শিশুকে প্রত্যহ সরিষার তৈল এক ঘণ্টা ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিয়া গরম জল ও ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া স্নান করাইবে। সুস্থ শিশুর প্রত্যহ স্নান আবশ্যক। দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকেও ক্রমে ক্রমে স্নান অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এইরূপ শিশুর স্নান অভ্যাস হইলে ক্রমে সুস্থ হইবে। অগ্নিতে জল গরম করা অপেক্ষা রৌদ্রে জল গরম করিয়া শিশুকে স্নান করাইলে উপকার হয়। নবজাত দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকে স্নানের জলে একটু বিটলবণ, এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি কিংবা এক আউন্স টয়লেট ভিনিগার দিয়া স্নান করাইলে তাহার দেহের বল হয়। স্নান অভ্যাস হইলে দুর্ব্বল শিশু ক্রমে বল পাইবে। অতএব যে রকমে হউক শিশুকে স্নান করান অভ্যাস করাইবে। দুর্ব্বল শিশুকে স্নান করাইবার পূর্ব্বে ঘরের দরজা-জানালা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া স্নান করাইবে। স্নান করাইবার সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে শিশুর নিউমোনিয়া হইবার সম্ভাবনা। শিশুর স্নান অতি শীঘ্র শেষ করিয়া তখনি গামছা দিয়া খুব ভাল করিয়া গা মুছাইয়া একটী জামা গায়ে দিয়া দিবে। সাবান যত কম ব্যবহার করা যায়—ততই

ভাল। সাবান ব্যবহার করিলে শিশুর জন্য গন্ধবিহীন উৎকৃষ্ট সাবান ব্যবহার করিবে। Castile, Cuticura সাবান শিশুর পক্ষে উপযোগী। শিশুর মুখে কখনও সাবান দিবে না। তবে দেহ ও মাথা ময়লা হইলে সপ্তাহে একদিন সাবান দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবার পর Fuller's Garth, Talc Powder পাউডার শিশুর গায়ে অল্প অল্প ছড়াইয়া দিবে, তাহা হইলে শীঘ্র জল শুষিয়া লইবে, আর গরমের দিনে ঘামাচি হইলেও ইহাতে উপকার হয়। তৈল মাখিয়া স্নানের পর কখনো পাউডার দিবে না। উহাতে লোমকূপ বন্ধ হইয়া যাইবে। শিশুর মুখ দুধের সর দিয়া পরিষ্কার করিবে। বড় হইলেও মুখে সর দিবে, তাহা হইলে মুখ কোমল ও মসৃণ থাকিবে। স্নান করাইবার সময় শিশুর দাঁত, মুখের ভিতর, জিহ্বা, চোখ, নাক বেশ করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে। আহারের এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুকে কখনও স্নান করাইবে না, অনন্তর দেড় ঘণ্টার পর স্নান করাইবে। দুর্ব্বল শিশুকে প্রথম প্রথম গরম জলে গামছা ভিজাইয়া খুব তাড়াতাড়ি গা মুছাইয়া তখনি আর একখানি শুষ্ক গামছা দিয়া মুছাইয়া দিবে। এইরূপ করিতে করিতে শিশুর স্নান অভ্যাস হইবে।

নিদ্রা।

নবজাত শিশু আহার এবং স্নানের সময় ব্যতীত অন্য সব সময় নিদ্রা যাইবে। শিশু যত ঘুমাইবে তত তাহার ক্ষুদ্র দেহ শীঘ্র গড়িয়া উঠিবে। শিশুর ঘুম কম হইলেই বুঝিতে হইবে—তাহার কোন পীড়া হইয়াছে, তখনি উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে। শিশু এক মাসের হইলে রাত্রে ঘুমাইবার সময়ের পূর্ব্বে একঘণ্টা জাগাইয়া রাখা ভাল, তাহা হইলে রাত্রে তাহার সুনিদ্রা হইবে এবং মাতাকেও রাত্রিতে সে বিরক্ত করিবে না। দুই মাসের হইলে দিনে কয়েক বার এক একঘণ্টা করিয়া জাগিতে পারে। এক মাস বয়স হইলেই মাতা শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় নিজের শয্যায় চুপ করিয়া থাকিতে শিক্ষা দিবেন। শিশু জাগিলেই যে তাহাকে বিছানা হইতে তুলিয়া কোলে করিয়া বেড়াইতে হইবে কিংবা যতক্ষণ জাগিয়া থাকিবে ততক্ষণ তাহাকে কোন রকম খেলা অথবা আমোদ দিতে হইবে—এরূপ অভ্যাস করান অত্যন্ত অন্যায়। ইহার ফলভোগ মাতাকেই করিতে হয়। এরূপ মন্দ অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে প্রত্যেক কর্ম্মব্যস্ত মাতাকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং জন্মের পর হইতেই মাতা শিশুকে জাগ্রত অবস্থায় আপন শয্যায় চুপ করিয়া শোয়াইয়া খেলা করিতে অভ্যাস করাইবেন।

ছয় মাসের হইলে শিশু দিনে ৩।৪ ঘণ্টা ঘুমাইবে এবং সন্ধ্যা ৬॥ টা হইতে প্রাতঃকাল ৬টা কিংবা ৭টা পর্য্যন্ত ঘুমাইবে, মধ্যে রাত্রি ১০ টায় একবার আহারের জন্য তাহাকে উঠান হইবে। ইহার কম নিদ্রা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহার কোনো পীড়া হইয়াছে। এক বৎসরের হইলে শিশু দিবাভাগে দুই ঘণ্টা ঘুমাইবে। ৫।৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুকে দিনে দুই ঘণ্টা করিয়া ঘুমাইতে দিবে। এই দিবাভাগের নিদ্রা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী। আর সন্ধ্যার প্রারম্ভেই শিশু

যাহাতে নিদ্রা যায়—সেদিকে বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিবে। শিশুকে কখনো অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিতে দিবে না। সুনিদ্রা এবং সুন্দররূপে গঠিত মন এক সঙ্গে চলে। একটি আর একটির উপর সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিতেছে। মাতার এইটি বিশেষ করিয়া দেখা উচিত যে, বিদ্যালয়ের বালক বালিকারা যেন কখনো দেরীতে নিদ্রা না যায়। দেহের ন্যায় মস্তিষ্কও ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হয়। মস্তিষ্কেরও বিশ্রাম চাই। সুতরাং এটি জানা উচিত যে, ঘুমের সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় মস্তিষ্ক যেন বিশ্রাম না করে।

শিশুকে কখনো মাতার সহিত এক শয্যায় শোয়াইবে না। প্রথম হইতেই তাহার জন্য পৃথক একটি রেলিং দেওয়া খাটে তাহাকে শয়ন করাইবে। কারণ মাতার সহিত একত্রে শুইলে,—

(১) মাতা ঘুমন্ত অবস্থায় তাহার উপর আসিয়া পড়িলে শিশুর শ্বাস রোধ হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শীতকালে মাতার গায়ের লেপ শিশুর উপর পড়িয়া শিশুর শ্বাসরোধে মৃত্যু হইয়াছে এরূপ দুর্ঘটনার কথাও জানি—ইহাও উল্লেখ করিতে পারি।

(২) মাতার ফুসফুস হইতে যে বিষাক্ত বায়ু (কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস) প্রশ্বাস রূপে বহির্গত হয় তাহা শিশু নিশ্বাস দ্বারা টানিয়া লয়।

(৩) মাতার গায়ের কাপড় শিশুর মুখের উপর ঢাকা পড়িতে পারে। শিশু তাহা হইলে কাপড়ের নীচের দূষিত বায়ুই কেবল শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে থাকে।

(৪) গরমের দিনে মাতার গরম দেহের সংস্পর্শে শিশুর দেহ গরম হইয়া উঠিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইতে পারে। ঘর্ম্মাক্ত দেহে ঠাণ্ডা লাগিবার অধিকতর সম্ভাবনা।

(৫) রাত্রিতে মাতার সহিত শুইলে, দিনে কখনো নিজের শয্যায় শিশু শুইতে চাহিবে না।

শিশুকে কখনও কোলে করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইয়া ঘুম পাড়ান অভ্যাস করিবে না। নিদ্রার সময় হইলে শিশুকে তাহার খাটে শোয়াইয়া দিবে এবং সে যাহাতে নিজের শয্যায় শুইয়া থাকিতে থাকিতেই ঘুমাইয়া পড়ে, এইরূপ অভ্যাস করাইবে। প্রথম প্রথম এইরূপে ঘুমাইবার সময় খুব কাঁদিলেও তাহা গ্রাহ্য করিবে না। দিন কয়েক কাঁদিয়া যখন সে দেখিবে যে কাঁদিলেও কেহ তাহাকে কোলে তুলিয়া লয়না, তখন আপনা হইতেই সে চুপ করিয়া যাইবে এবং নিজের শয্যাতেই ঘুমাইয়া পড়িবে।

পরিচ্ছদ।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শিশুর পরিচ্ছদের প্রতি তত মনোযোগ দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ সূতিকা গৃহের একমাসকাল শিশুকে সামান্য ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়া মুড়িয়া রাখা হয়। সুস্থ, সবল, শিশুর পক্ষে এরূপ ব্যবস্থায় প্রায় কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু দুর্ব্বল, রুগ্ন শিশুকে শুধু ন্যাকড়ায় মুড়িয়া রাখিলে তাহার পক্ষে নানারূপ ফুসফুসের পীড়ায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় সবল শিশুও অনুপযুক্ত বস্ত্রের জন্য ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে

পতিত হয়। আবার অধিক যত্নে সর্ব্বদা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও শিশু বাড়িতে পারে না এবং দেহ দুর্ব্বল হয় সুতরাং কখনো অল্প বস্ত্র গায়ে থাকিলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়িত হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল শিশুর দৈহিক যন্ত্রাদিও দুর্ব্বল থাকে, এই জন্য অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। প্রথম মাস দুর্ব্বল শিশুর দেহে প্রথমে একটি সাদা বেনিয়ান, তাহার উপর একটি ফ্ল্যানেলের বেনিয়ান পরাইয়া রাখা ভাল। তা'রপর ক্রমে ঠাণ্ডা সহ্য হইলে শুধু সুতার জামা গায়ে দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে গ্রীষ্ম কালে খালি গায়েই শিশুদের রাখা ভাল। শিশুদিগকে যত শীতাতপ সহ্য করান যাইবে ততই ভবিষ্যতে তাহাদের দেহ দৃঢ় এবং কষ্টসহিষ্ণু হইবে। অতি যত্নে, সর্ব্বদা কেবল পোষাক পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া রাখিলে শিশুর মঙ্গল না হইয়া ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হয়। এরূপ শিশু ভবিষ্যৎ জীবন-সংগ্রামে একেবারেই অপটু হয়। দুর্ব্বল শিশুকেও ক্রমে ক্রমে শীতাতপ সহ্য করাইয়া দৃঢ় ও বলশালী করা প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য। দেহ বলশালী ও দৃঢ় হইলে মনও তেজস্বী ও মহৎ হয়। সুতরাং শিশুকে সাজ-পোষাক পরাইয়া কেবল ফুলের মত করিয়া তুলিলে তাহার দ্বারা পৃথিবীতে কোন কাজই হইবে না। শিশুকে দেশের ও সমাজের গণ্য "মানুষ" করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রত্যেক পিতামাতাই দায়ী।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শিশুর গাত্রের উপরেই কখনো ফ্ল্যানেল দেওয়া উচিত নহে। সর্ব্বদা সুতার কাপড় দেওয়া উচিত। শিশুর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয় গুলি মনে রাখিলেই যথেষ্ট।

(১) হাল্‌কা ও ঢিলা।

(২) শীতকালে গরম বস্ত্র চাই।

(৩) সচ্ছিদ্র (Porus)।

(৪) আরাম দায়ক।

(৫) যাহা অতি সহজেই পরাইয়া দেওয়া যায়।

শিশুর জন্মের প্রথম কয়েক মাস মুখ ব্যতীত তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখা নিরাপদ জনক এবং প্রথম বৎসর তাহার বুক, পিঠ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া রাখা উচিত। তা'রপর ক্রমে বাতাস ও শৈত্য সহ্য হইলে গরমের সময় খালি গায়ে রাখা যায়। তবে শীতকালে ও শীতপ্রধান দেশে উপযুক্ত বস্ত্র দ্বারা শিশুকে আবৃত করা কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ শিশুর ফুসফুসে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে—সেদিকে প্রত্যেক মাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ফুসফুস যে কেবল বক্ষঃস্থলেই অবস্থিত তাহা নহে, উপরে collar bone এবং পার্শে armgist পর্য্যন্ত ফুসফুস বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই সব স্থান ও ভাল করিয়া আবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। নীচু গলা এবং ছোট হাতের গাত্রাবরণ শিশুর ফুসফুসের কিয়দংশ অনাবৃত করিয়া রাখে, সুতরাং এরূপ পরিচ্ছদ শিশুর পক্ষে অনুপযোগী। শিশুর পেটও উপযুক্তরূপে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক। শিশুর পাকস্থলী, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্রাদি এত delicate যে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই তাহাদের কার্য্যের বিকৃতি ঘটে। পেটে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই পেটের অসুখ কিংবা কোষ্ঠবদ্ধ হইতে পারে। আমা-

দের দেশে শীতের সময় অতি শিশুদের পেটে একটি ফ্ল্যানেলের কিংবা পশমের বেল্ট বাঁধিয়া রাখা ভাল, অন্য সময়ে নহে। বেল্টটি আল্‌গা ভাবে বাঁধিয়া রাখা উচিত। শক্ত করিয়া বাঁধিলে খাদ্য পরিপাক করিতে পারে না। সুতার জামা সহজেই ঘামে ভিজিয়া যায়। ঘামে ভিজিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বদ্‌লাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা তাহার উপর বাতাস লাগিলেই শিশুর ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়া হইবার সম্ভাবনা। গ্রীষ্মকালে বরং শিশুকে খালি গায়ে রাখিতে অভ্যাস করান উচিত। তাহা হইলে জামা ঘামে ভিজিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতকাল ব্যতীত অন্য সব সময়েই শিশুদের মাথা ও গা খালি রাখা ভাল। মাথায় টুপী ও পায়ে সর্ব্বদা মোজা পরাইয়া রাখিলে শিশুর দেহ সবল হইয়া উঠিতে পারে না। শীতকালে এবং অন্য ঋতুতে খুব ঠাণ্ডা পড়িলে পায়ে মোজা দেওয়া উচিত, কিন্তু অন্য সময়ে খালি পায়েই বেড়াইতে অভ্যাস করান কর্ত্তব্য। এদেশে শিশুদের টুপীর প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। শিশুকে যত ধুলা মাটিতে খেলা করিতে, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে অভ্যাস করাইবে ততই তাহার দেহ দৃঢ় হইবে এবং মাতা ও শিশুর ভবিষ্যৎ মঙ্গল জনক হইবে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য

(২)

গত বারে আমরা "বাঙ্গালার স্বাস্থ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সরকারি রিপোর্ট হইতে ১৯১৮ খৃঃ অব্দের অবস্থার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহাতে দেখাইয়াছি যে, বাঙ্গালা দেশে জন্ম সংখ্যা যেমন কমিয়া গিয়াছে মৃত্যুসংখ্যা তেমনি যথেষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মৃত্যুর মধ্যে আবার শিশু ও যুবতী মৃত্যুই অধিক। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালাদেশে যত লোক মরিয়াছে, তাহার মধ্যে জ্বর রোগে মরিয়াছে ৯৭।৵ লক্ষের উপর, কলেরায় মরিয়াছে ৮২ হাজারের উপর এবং আমাশয় ও উদর পাড়ায় মরিয়াছে ২৯ হাজারের উপর। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে সর্ব্বসমেত বাঙ্গালাদেশে সকল প্রকারে লোক মরিয়াছে ১৫ লক্ষ।

দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়ভার বাঙ্গালা দেশের প্রকৃতিপুঞ্জই বহন করিয়া থাকে, কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে বাঙ্গালা দেশের প্রকৃতিপুঞ্জকে রক্ষা করিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে যে ব্যয় করা হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য মাত্র।

আলোচ্য বর্ষে হাওড়া, বহরমপুর, উত্তরপাড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, সাতক্ষীরা, নাটোর এবং রাজবাড়ী—এই স্থান কয়টিতে পরিস্কৃত জল সরবরাহের সুব্যবস্থা—স্বাস্থ্যবিভাগ

হইতে করা হইয়াছিল। হাওড়ায় অর্থাভাবে কার্য্যের উন্নতি করা সম্ভবপর হয় নাই। নাটোর ও বহরমপুরে বৃষ্টির জন্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই, ঢাকার এবং রাজবাড়ীর কার্য্যও শেষ করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই। ময়মনসিংহ এবং সাতক্ষীরার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার কথা বলিতে হইলে আলোচ্য বর্ষে কেবলমাত্র উত্তর পাড়ার কার্য্যটিই সুসম্পন্ন হইয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গালাদেশে এই জল সরবরাহ ব্যাপারে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ৩,০৬,৮৮৬ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণ-ব্যপদেশে ৭১,০৯৮ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত জল সরবরাহ ও পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ—এই উভয় কার্য্য ১৯১৮ খৃঃ অব্দে মোট ৩,৭৭৯৮৪ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। যে দেশে এক বৎসরে মৃত্যু সংখ্যা ১৫ লক্ষ, সে দেশে চারি লক্ষেরও কম টাকা স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ব্যয় করা কতদূর উপযুক্ত, তাহার মীমাংসা দেশের চিন্তাশীলগণ করিবেন।

হাওড়ায় অর্থাভাবে কার্য্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই, অথচ মেডিকেল কলেজের ধাত্রীদিগের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার জন্য ৬ লক্ষ টাকা বজটে মঞ্জুর করা হইয়াছে। রেলওয়ে বিভাগ ও সৈন্য বিভাগের খরচের তালিকাও অন্যান্য বারের মত বাড়িয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই সমগ্র বঙ্গে ৩॥০ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে—ইহা স্বাস্থ্য কমিশনার মহোদয়ের রিপোর্টেই প্রকাশ, কিন্তু এই ভীষণ মারাত্মক রোগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা রিপোর্টে নাই। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে যত্ন লইয়াছিলেন সত্য, মফঃস্বলের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিও একজন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতেও ইহার কিছু ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

দেশের মৃত্যুবৃদ্ধির কারণ উপলক্ষ করিয়া ডাঃ বেণ্টলী যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন, খাদ্যাভাবেই দেশের মৃত্যু সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিশু মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশেও তিনি শিশু-জননীদিগের খাদ্যাভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তো এ কথা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি। লোকের পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়াছে, সাধারণ গৃহস্থকে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার উপর অধুনা দেশে সকল জিনিসই যেরূপ দুর্ম্মূল্য এবং নানারূপে ব্যয়ের মাত্রা যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সারাদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমলব্ধ অর্থেও লোকের স্বচ্ছলতার সহিত সংকুলান হওয়া কঠিন ব্যাপার। কাজেই বাঙ্গালার দারিদ্র্য ক্রমশঃই ভীষণভাব ধারণ করিতেছে। বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। উপযুক্ত পরিচ্ছদে অঙ্গ আবরণে সমর্থ হয় না, দুগ্ধ ঘৃতাদি পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর আর বল বৃদ্ধির উপায় নাই, তাহার উপর বাঙ্গালীর যেটুকু শক্তিসামর্থ্য আছে, নানা কারণে তাহারও অপচয় ঘটিতেছে,—ইহারই ফলে বাঙ্গালী-শরীরে সকল প্রকার রোগই

অতি সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে এবং তাহার পরিণতিই হইতেছে বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু।

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ায় প্রতিবৎসর বহু সংখ্যক লোকের মৃত্যু হয় সত্য, কিন্তু সেই অনুপাতে শিশু মৃত্যু এবং যক্ষ্মায় মৃত্যু ও তো বড় কম নহে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে যে সমগ্র বঙ্গে ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ৩॥০ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ প্রাণত্যাগ করিল—ইহারই বা কারণ কি? মানবের অস্তিত্বকাল পর্য্যন্ত পৃথ্বী রোগশূন্যা হইতে পারে না, জন্মগ্রহণ করিলেই মানবকে রোগের জ্বালা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেই মানুষ মরিবে কেন? অন্যান্য দেশেও তো রোগ হয়, কিন্তু অন্যান্য দেশের লোক বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদিগের মত এত মরে না কেন? অন্যান্য দেশের লোকের রোগ হয়, চিকিৎসা হয়, তাহারা আরোগ্য লাভ করে। যাহার নিয়তি ফুরাইয়া থাকে, সেই কেবল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যত লোক রোগগ্রস্ত হয়, তাহার অধিকাংশই মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, ইহার প্রধান কারণই হইতেছে, পুষ্টি-কর আহার্য্যের অভাবে এবং নানারূপ অত্যাচারে, তাহার উপর একটি না একটি ব্যাধিতে ক্রমাগত ভুগিয়া বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তি এরূপ কমিয়া গিয়াছে যে, সেই ক্ষয়-প্রাপ্ত জীবনীশক্তি রোগের আক্রমণ মোটেই সহ্য করিতে পারে না, কাজেই অতি সহজেই ধ্বংসের পথ পরিষ্কৃত করে। বাঙ্গালীজাতির ধ্বংস হইতেছে এইরূপে।

বাঙ্গালাদেশের অধিবাসীদিগকে মৃত্যুর আধিক্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ডাঃ বেণ্টলী সাহেব গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ডিষ্ট্রিক্ট হেল্‌থ অফিসার ও কয়েকজন করিয়া তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাব ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐরূপ নিযুক্তির ফলে কয়েকজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার সময় কুইনাইন বিতরণের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেইতো চলিবে না, পল্লীর পানীয় জলের সুব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। যে সব গ্রামে বিশেষ জলকষ্ট, সে সব গ্রামে সর্ব্বাগ্রে পুষ্করিণী বা ইদারা কাটানর ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক গ্রামে হয় তো দু'চারটি পুকুর মান্ধাতার আমলে কাটান হইয়াছিল, বহু-কালাবধি সংস্কারের অভাবে সেগুলি বুজিয়া যাইবার মত হইয়াছে, সেগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা জানি, এইরূপ সংস্কারের প্রয়োজন হইলে পুষ্করিণীর অধিকারীকে বা গ্রামের অধিবাসীদিগকে চাঁদা তুলিয়া কতক টাকা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হস্তে প্রদান করিতে হয়, তবে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড তাহার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু দারিদ্র্যই যখন বাঙ্গালায় রোগ বৃদ্ধি—তথা মৃত্যু বৃদ্ধির কারণ, তখন দরিদ্র পল্লীবাসীর দ্বারা চাঁদা সংগ্রহ হওয়া এ সময় সহজ ব্যাপার হইবে না। কাজেই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে মহামান্য সরকার বাহাদুরকে এ বিষয়ের ভার অনেকস্থলে নিজেই লইতে হইবে। পল্লীর কৃতী সন্তানদিগেরও অবশ্য এ বিষয়ে সাধ্যমত সহায়তা করা কর্ত্তব্য। ফল কথা পল্লীগ্রামের জল সংস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত পল্লী রক্ষার যে উপায় হইবে না—ইহা সুনিশ্চয়।

সুস্থ দেহে মাদক দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কি না?

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

তামাক।

তামাক মাদক দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। যাহারা তামাক খাইতে অভ্যস্ত তামাকের ধুমপান করিলে তাহাদের মত্ততা জন্মে না বটে, কিন্তু যে ব্যক্তি কখন তামাক খায় নাই, তাহার মত্ততা জন্মিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তামাক সভ্যজগতে প্রচলিত ছিল না। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার কালে তাঁহার সঙ্গী সার্ ওয়ালটার র‍্যালে দুইটী দ্রব্য আমেরিকা হইতে য়ুরোপে লইয়া আসেন, একটী গোল আলু, অপরটী তামাক।

কোন কোন লেখক তামাক পূর্ব্বে এদেশে ছিল এইরূপ প্রমাণ করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদে যে ধুমপানের উল্লেখ আছে তাহা তামাকের ধুম নহে। বিবিধ ঔষধ একত্র করিয়া তাহার ধুম পান করিতে হয় এবং এইরূপ ধুমপান বিবিধ রোগনাশক ইহাই আয়ুর্ব্বেদের কথা। তামাক সম্বন্ধীয় কয়েকটি শ্লোক অল্পদিন হইল রচিত এবং গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। তামাক সম্বন্ধে এক্ষণে যতগুলি শ্লোকই শুনা যায়, সবগুলিই আধুনিক রচিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তামাক ধনী, দরিদ্র পণ্ডিত, মূর্খ, ত্যাগী, ভোগী নরনারী সকলেরই প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক সময়ে এই সর্ব্বজন সমাদৃত তামাক সেবনের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। রুসিয়া দেশে তামাক সেবনের প্রথম অপরাধে ভীষণ বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় অপরাধে নাসিকা ছেদন এবং তৃতীয় অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু অবশেষে মনুষ্যের মাদক দ্রব্য সেবনের কুপ্রবৃত্তিই জয়লাভ করায় সে সব ব্যবস্থা সে দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক এখনকার দিনে মদ্য খাদ্য স্থানীয় কি না—এ প্রশ্ন বরং উত্থাপিত করা যাইতে পারে, কিন্তু তামাক সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। এখনকার দিনে সাধারণতঃ অনেক লোকেই তামাকের ধুমই পান করে। যাহারা দোক্তা, সুর্খা, নস্য প্রভৃতি ব্যবহার করে, তামাকের বীর্য্য মাত্র তাহাদের শরীরে প্রবেশ করে, সুতরাং তামাক খাদ্য নহে।

তামাক যে সুস্থ শরীরে বিষের ন্যায় অপকারী তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে ব্যক্তি কখন তামাক খায় নাই তাহাকে তামাক খাইতে দিলে তাহার মাথার যন্ত্রণা, বমনভাব বা বমি, মত্ততা এবং শরীর যেন ঘুরিতে থাকে এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। যে দ্রব্য মুহূর্ত্ত মধ্যে এরূপ বিকার উৎপাদন করিতে সক্ষম, সেই দ্রব্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে শরীরের যে বিষম অনিষ্ট করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আমাদের দেশে লাউ কুমড়া প্রভৃতির চারা গাছের পোকা মারিবার জন্য হুঁকার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। তামাকের ধূম হুঁকার জলের ভিতর দিয়া যায় বলিয়া তামাকের কতকটা বিষ জলের মধ্যে থাকিয়া যায়। সেই বিষের প্রভাবে ছোট ছোট পোকা মরিয়া যায়।

ধূম, নস্য, দোক্তা, জরদা প্রভৃতি যেরূপেই ব্যবহৃত হউক তামাক শরীরের অনিষ্ট করিয়া থাকে। তবে ব্যবহারের পার্থক্যে অনিষ্টের তারতম্য ঘটে মাত্র। যেমন সিগারেটের পরিবর্ত্তে হুঁকায় তামাক খাইলে হুঁকার জলে কতকটা বিষ থাকিয়া যায় বলিয়া অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্ট হইয়া থাকে।

তামাকের অপকারিতা পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দ্বারা যে সকল তথ্য অবগত হইয়াছেন, নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

দীর্ঘকাল তামাকের ধূম পান করিলে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠে বায়ু সঞ্চয়, বিবিধ বায়ু রোগ, শিরোরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অধ্যাপক জে, রসিওয়েলার বলেন যে,—তামাকে নানাপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে। তন্মধ্যে নিকোটিন নামক মারাত্মক বিষ প্রধান। নিকোটিন শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। উহা ধমনী (Nerve) সকলকে দুর্ব্বল করে এবং ক্রমে অকর্ম্মণ্য করিয়া পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন করে। নিকোটিন—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার বিকৃতি, হৃদয়ের স্পন্দন (Palpitation) পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত, অজীর্ণ রোগ এবং কম্পন রোগ জন্মায়, উহার দ্বারা চক্ষুর তারা বিস্তৃত হয়, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা ঘটে এবং কর্ণে নানাবিধ যন্ত্রণাপ্রদ শব্দ উৎপন্ন হয়।

ডাক্তার রিচার্ডসন বলিয়াছেন যে, ক্রমাগত তামাক ব্যবহার করিলে মস্তিষ্ক রক্তশূন্য ও ফেকাশে হয়, পাকস্থলীতে রক্তবর্ণ অঙ্কুর সকল উৎপন্ন হয়, রক্ত অত্যন্ত তরল হইয়া ফুস্‌ফুস্ ফেকাশে হয় এবং হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ডাক্তার জে, এচ, কোলগ এম, ডি, বলিয়াছেন যে, প্রুসিক এসিড ব্যতীত এমন কোন বিষ নাই, যাহা যথেষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ৩।৪ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। আধ সের তামাকে এত অধিক বিষ আছে, যে, যদি সেই সমস্ত বিষ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে তিন শত মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। একটী চুরুটের বিষে দুইজন মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। পক্ষী, ভেক এবং ক্ষুদ্র জীব দিগের তামাকের ধূম পূর্ণ রুদ্ধ স্থানে রাখিলে শীঘ্রই মরিয়া যায়। সুতরাং তামাক যে ভয়ানক বিষ তাহাব সন্দেহ নাই।

ডাক্তার আলি, এফ, আর, এস বলেন যে, অস্বাস্থ্যকর এবং ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানের অধিবাসীদিগের মুখ পাংশুবর্ণ হয়, শরীর সম্যক পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না এবং মাংস পেশী সমূহ দুর্ব্বল হইয়া থাকে। উহারা বাঁচিয়া থাকে বটে, কিন্তু মনুষ্যোচিত জীবনী শক্তির (Vitality) অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া। তামাক ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগেরও শরীরের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে।

ডাক্তার জে, এচ, কেলগ্ এম, ডি, বলেন,—

তামাক ব্যবহারে রক্ত যে কেবল খারাপ হয় তাহা নহে, পরন্তু রক্ত বিষাক্ত হয় এবং রক্তস্থিত রক্তবর্ণ অণু সকল কমিয়া যায়।

অধ্যাপক রসিওবোনার বলেন যে, চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, অত্যধিক পরিমাণে তামাক ব্যবহার করিলে কণ্ঠদেশে একপ্রকার ক্ষত হয় এবং উক্ত ক্ষত প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে।

লণ্ডনস্থ মেট্রপলিটন ফ্রি হাঁসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার সি, আর ড্রাইসডেল "পবলিক হেলথ" নামক পত্রে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, অল্প বয়সে তামাক খাওয়ার ফলে অনেক সময় ক্ষয়রোগ হইয়া থাকে।

তামাক ব্যবহার করিলে গ্যাষ্ট্রীক ফুসের ক্ষরণ কমিয়া যায় এবং পাকস্থলীর কার্য্যকারিতা শক্তির হ্রাস হয়। নস্য ব্যবহারের ফলেও অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে।

তামাক ব্যবহারের ফলে একপ্রকার পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। তামাকের বিষে ধমনী বিতানের (Nervons system) অত্যন্ত বিকৃতি ঘটে। তাহার জন্য তামাকসেবী দিগের কেহ সহজে চমকিয়া উঠে, কেহ অত্যন্ত খিটখিটে হয়, কাহারও হাত কাঁপিতে থাকে, কাহারও রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। এইরূপ আরও আরও উপসর্গ ঘটে। বিশেষতঃ নেত্র ধমনী (Optic nerve) একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আজ কাল লোকের যে অনেক বয়সেই দৃষ্টিক্ষীণতা ঘটিতেছে, তামাক ব্যবহার তাহার একটী প্রধান কারণ।

তামাক ব্যবহারে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং হৃদয়ের স্পন্দন (Palpitation), নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা প্রভৃতি উপসর্গ হয়। তামাকসেবীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, নাড়ীর গতি এবং বল হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, হৃদযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

তামাকের ধূমে ফুসফুসের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। তামাক ব্যবহারকারীর শরীর সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। ডাক্তার এচ, বি টিকানী বলেন যে, ইহা দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির ক্ষয় হয়, মন নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হিতাহিত জ্ঞান কমিয়া যায় এবং চরিত্র দূষিত হইয়া থাকে। ডাক্তার এল্, জি, আলেকজাণ্ডার বলেন যে, তামাক ব্যবহারকারীর সন্তানগণ তামাকে অত্যন্ত আশক্ত হইয়া থাকে এবং উহারা দুর্ব্বল শরীর, চরিত্র হীন এবং বিবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তামাক সুস্থ শরীরে বিষবৎ অনিষ্টকারী, সুতরাং সুস্থ শরীরীর পক্ষে তামাক ব্যবহার করা উচিত নহে। অনেক তামাক সেবী কিন্তু ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, একদিকে রসায়ন-শাস্ত্র (Chemistry) এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন তামাককে বিষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, অপরদিকে লক্ষ লক্ষ তামাকসেবী সুস্থ শরীরে জীবিত থাকিয়া তামাকের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতেছে। তামাকে যদি প্রকৃতই পূর্ব্বকথিত রূপ অনিষ্ট হইত, তাহা হইলে কখনই এত লোক সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিত না।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই কিন্তু তামাকসেবীদিগের এই যুক্তির অসারত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য শরীর এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত—যে কোন বিষই শরীরে প্রবেশ করুক, সহজে শরীরের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না এবং অভ্যাস করিলে মারাত্মক বিষও সহ্য হইতে পারে। অনেক লোক এত আফিম খায়, যে তাহাতে তিন চারজন আফিম সেবনে অনভ্যস্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া অহিফেন যে মারাত্মক বিষ নয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বিষ সদ্যোমারাত্মকও আছে, আবার বহুকালে প্রাণ নষ্ট করে এমন বিষও আছে। তামাক সেবন না করিলে যে ব্যক্তি সুস্থ, সবল ও নীরোগ শরীরে সত্তর বা আশী বৎসর বাঁচিতে পারিত, সে ব্যক্তি তামাক সেবনের ফলে দুর্ব্বল দেহে রোগ ভোগ করিয়া পঞ্চাশ কি ষাট বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—এই অকালমৃত্যু তামাক বিষের ফলেই বলিতে হইবে। কেবল তামাক বলিয়া নহে—সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্যসেবীদিগের অকালমৃত্যু, রোগভোগ এবং দৈহিক ও মানসিক অবনতি সেই মাদক দ্রব্যেরই কার্য্য।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র লাহিড়ী।

বমন নিবারণে—এক ছটাক চিনির সরবতে দশ বারটী কচি আমের পাতা বাটিয়া সেই রস ঐ সরবতের সহিত মিশাইয়া পান করিলে বমন নিবারণ হয়।

হিক্কায়—দ্রোণপুষ্পের (গলঘসিয়া ফুল) কচি শিকড় ১টী, আদা ৩ খণ্ড—একত্র বাটিয়া ৩টী বটীকা প্রস্তুত করতঃ দিনে ৩ বার ঠাণ্ডা জলসহ সেব্য।

প্রবল হিক্কায়—পেঁপের আঠা ৩।৪ ফোঁটা—/০ ছটাক শীতল জলের সহিত খাইলে প্রবল হিক্কা বন্ধ হয়। অথবা বর্ষা ঋতুতে যে সমস্ত বাঁশের খুটায় জল আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, সেই জল হিক্কাগ্রস্ত রোগীকে পান করাইলে যে কোনপ্রকার হিক্কা হউক না কেন, নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।

বাঘীতে—ভেলার আঠায় নেকড়া ভিজাইয়া তাহার উপর অল্প পরিমাণে কলিচুণ মিশাইয়া বাঘীর উপর পটি দিলে বাঘী বসিয়া যাইবে। অথবা পালিধা মাদারের আঠা বাঘীর উপর প্রয়োগ করিলেও বাঘী বসিয়া যাইবে।

টাকে—টাকের উপর যদি ২।১ গাছি

* প্রাচীন চিকিৎসক ৺জয়রাম লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যবহৃত।

চুল থাকে তাহা কামাইয়া সেইস্থানে পরিষ্কার চিনি ও ছোট পেঁয়াজ, অথবা লাল জবাফুল কিম্বা লাল লঙ্কা মরিচ প্রত্যিদিন ৬।৭বার ঘর্ষণ করিলে আবার চুল উঠে।

ফোড়ায়—ন'টের মূল, রক্তচন্দন, গব্যঘৃত এবং শিমুলের কাঁটা সমান অংশে লইয়া বাটিয়া লাগাইলে ফোড়া আপনা হইতেই পাকিবে ও ফাটিয়া যাইবে। অথবা শুধু ন'টের মূল বাটিয়া ফোড়ার উপর স্থাপনকরতঃ সেই মূল বাটার উপর একটী মটরের দাইল বসাইয়া দিলেও ফোড়া পাকিবে। অথবা গরুর দন্ত ঘষিয়া লাগালেই ফল হইবে।

আমাশয়ে—পুরাতন তেঁতুল /০ ছটাক, এক পোয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল লবণ-সংযুক্ত করিয়া /০ আনা খদির প্রক্ষেপ করতঃ সেবন করিলে ফল হয়। অথবা কাঁচা মিঠা আমের ছাল ও কাল জামের ছাল সম পরিমাণে লইয়া তাহার রস ২ তোলা (গরম) মধু ও জিরাভাজার চূর্ণসহ সেবন করিলে প্রবল আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

অর্শে—মনসা-সীজের আঠা ও হরিদ্রা চূর্ণ সমানাংশে লইয়া প্রলেপ দিলে বলি খসিয়া পড়ে, ক্ষতও আরোগ্য হয়। তিল, ভেলা, হরীতকী ও ইক্ষু গুড় সমভাগে লইয়া সেবন করিলে অন্তর্বলী নিরাময় হয়।

পোড়া ঘায়ে—দগ্ধ হইবামাত্র চূণের জল, লঙ্কা গাছের পাতা ও নারিকেল তৈল সমপরিমাণে লইয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইলে দগ্ধ স্থানের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় এবং ক্ষতও আরোগ্য হয়। অথবা বেগুন গাছের পাকা পাতা অগ্নিতে ভস্ম করিয়া মধুসহ ক্ষতস্থানে দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। অথবা জাত পোড়াইয়া চূর্ণকরতঃ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে ক্ষত নিরাময় হয়, অথবা খড়ের ঘরের পচা খড় অগ্নিতে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। দগ্ধস্থানে গোল আলু বাটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার অবসান হইবে। দগ্ধস্থানে তৎক্ষণাৎ চূণ দিলে বেশ উপকার হয়। ডাবের শাঁসও মাখন একত্র বাটিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত শুকাইয়া যায়।

প্রদরে—(অত্যন্ত রক্তস্রাবে) রসাঞ্জন ও লাল ন'টের শিকড় সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া মসুর দাইল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুতকরতঃ মূর্ব্বা মূলের শিকড়ের রস ও চিনি সহ সেব্য।

প্লীহায়—হিরাকস ১ তোলা, মূলার বীজ ১ তোলা—গরম জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটি প্রাতে ও সন্ধ্যায় গুলঞ্চের রস ও চিনি সহ সেব্য।

পাঁচড়ায়—মাখন ও গন্ধক সম পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

পুরাতন জ্বরে—ক্ষেতপাঁপড়া ২ তোলা, গুলঞ্চ ২ তোলা—কলার পাতে বেষ্টন করিয়া রাত্রে পোড়াইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে ঐ রস মধুসহ সেবন করিলে পুরাতন জ্বরে উপকার হয়।

উন্মাদে—১ তোলা কর্পূর—পাথরের বাটিতে মহিষ শৃঙ্গ দ্বারা ১ ঘণ্টাকাল বাটিয়া ঐ কর্পূর রোগীর মস্তকে প্রলেপ দিতে হইবে। ঔষধ মাথায় দিলে রোগীর বেশ নিদ্রা হইবে।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—শতধৌত গব্যঘৃত ৵৹ পোয়া, তুঁতে ভস্ম ।৹ আনা—একত্র মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ ঔষধ কলা অথবা মাখনের সঙ্গে খাইতে হইবে। ঔষধ সেবন-কালে ঔষধ যেন দন্তে না স্পর্শিত হয়।

বাতের বেদনায় এবং ফুলায়—আদা, লঙ্কা মরিচ, সজিনা ছাল, রসুন, ও ওকড়া শাক সমভাগে জল দিয়া বাটিয়া গরম করতঃ বেদনায় ও ফুলার স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে।

সর্দ্দিতে—ছোট পেঁয়াজ, আতপ চাউল, ও সোরা সমভাগে লইয়া একত্রে জল দিয়া বাটিয়া সামান্য গরম করতঃ বক্ষে প্রলেপ দিলে সর্দ্দি উঠিয়া যাইবে।

প্রমেহে—ছোট আমগাছের ছালের রস /৹ ছটাক—চূণের জল /৹ ছটাক একত্র মিশাইয়া সেবন করিতে হইবে। ঔষধ মিশা-ইয়াই সেবন করা দরকার, নতুবা জমিয়া যাইবে। ২।৩ দিন সেব্য।

প্রদরে—ওলট্‌কম্বলের শিকড়ের ছাল ৵৹ আনা হইতে ।৵৹ আনা পর্য্যন্ত ৫টা গোলমরিচ দ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে অতি-স্রাব বন্ধ হয়। ৩।৪ দিন ব্যবহার করিতে হইবে।

রক্তস্রাবে—শ্বেতআকন্দের মূলের ছাল ২টী গোলমরিচ সহ বাটিয়া সেবন করিতে হইবে।

মলমূত্র বন্ধে—মলমূত্র বন্ধ হইয়া পেট ফুলিয়া গেলে একটী জায়ফল জল দ্বারা ঘসিয়া পুরাতন ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নাভীর চারিদিকে প্রলেপ দিতে হইবে। *

স্বপ্নদোষে—হরীতকী, আমলকী, বিল্বপত্র, কালজিরা সমভাগে লইয়া কাঁচা দুগ্ধ সহ সন্ধ্যার পর সেব্য।

হিক্কারোগে—সোমরাজী বীজ চূর্ণ ও হরিদ্রা চূর্ণ সমভাগে চূণের জলের সঙ্গে সেবন করিতে হইবে।

সুপ্রসবের উপায়—হাতী-শুড়ার মূল গর্ভিনীর বামদিকের কোমরে বাঁধিয়া দিলে সুপ্রসব হইবে। প্রসবান্তে মূলটি খুলিয়া দিতে হইবে।

পারদ জন্য ক্ষতে—তুলসী পাতা ৪ তোলা পরিমাণ দুই সপ্তাহ চর্ব্বণ করিয়া খাইলে ক্ষত নিরাময় হয়।

ঋতুবন্ধ হইয়া গর্ভ সদৃশ হইলে—চামেলী ফুলের পাতা /।৹ পোয়া, জল /৮ সের শেষ /২ সের থাকিতে নামাইয়া ঐ জল /৵৹ ছটাক করিয়া প্রত্যহ ২ বার সেব্য। ৩।৪ দিন খাইলে পেটের জল বাহির হইবে।

ধ্বজভঙ্গে—একখানা ছোট নেক্-ড়ার পালিধা মাদারের আঠা ৭ বার মাখাইয়া

* এই মুষ্টিযোগটি কিন্তু আমাদের মতে কেমন কেমন ঠেকিতেছে, কারণ জায়ফলের গুণ মলের বিবদ্ধভাব সংঘটন, এইজন্য প্রবল অতিসারে নাভির চারি পার্শ্বে জায়ফল ঘসিয়া প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা আছে। মল বন্ধ হওয়ার জন্য যাহাদের পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের ইহাতে কি করিয়া ফল হইবে? আমাদের বোধ হয় উহাতে আরও বিপরীত হইতে পারে। তবে ইহা একজন প্রাচীন চিকিৎসকের খাতায় লিখিত বলিয়া আমরা ছাপিলাম। আঃ সং।

শুখাইতে হইবে পরে জায়ফল চূর্ণ ও লবঙ্গ চূর্ণ মাখাইয়া সন্ধ্যার সময় পুরুষাঙ্গে পটী বাঁধিতে হইবে এবং সমস্ত রাত্রিই বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

রক্ত প্রদরে—বাসকের ছাল ২ তোলা, জল ⁄॥০ সের দ্বারা জাল করতঃ ⁄৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ফটকারী, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, রসাঞ্জন, পদ্মকেশর, ও অশোকের ছাল চূর্ণ, প্রত্যেক ৫ রতি সহ ২ বেলা সেব্য। ৭ দিন ব্যবহারে রক্ত প্রদর আরোগ্য হয়।

শোথে—সোরা ১ তোলা, শোধিত গন্ধক ১ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া এক-লোহার হাতায় অগ্নিতে জাল দিতে হইবে। যখন ঔষধ হাতার উপর জলিয়া উঠিবে তখন তাহা একটি মাটির পাত্রে ঢালিয়া রাখিতে হইবে এবং ঠাণ্ডা হইলে চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। সেই চূর্ণ ১ রতি পুনর্ণবার রস সহ সেব্য।

রক্তপিত্তে—চুকাশাকের মূল ৩ তোলা, মৌরী ১ পোয়া, চিনি ২ তোলা, মৌরী বাটিয়া চুকাশাকের মূলের রসে চিনি সহ সরবত্‌ করতঃ সেবন করিলে বুকের ভার ও রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়।

দদ্রুরোগে—কর্পূর ১ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, গর্জ্জন তৈল ১ পোয়া, একত্র মর্দ্দন করতঃ দদ্রু স্থানে প্রযুজ্য।

রক্তপ্রদরে—কাঁচা আম্রা ।৵০ আনা, বেলছাল চূর্ণ ১ পোয়া—একত্র বাটিয়া অশোকের ছালের রস সহ খাইতে হইবে।

অধিক প্রস্রাবে—কাঁচা ডুমুর ১৫টী ছেঁচিয়া সেই রস, চিনি ২ তোলা, জল ⁄৵০ পোয়া—সরবৎ করতঃ সেবন করিতে হইবে।

পেটফাঁপায়—গোলমরিচ ৬।৭টী চূর্ণ করিয়া মিছরির সরবৎ সহ সেব্য।

ক্রিমিরোগে—পলাশবীজ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও কুমড়ার বীজ (মিষ্ট) প্রত্যেক ॥০ তোলা, জল ⁄॥০ সের দিয়া সিদ্ধ করিয়া ⁄৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ ২ তোলা বিড়ঙ্গের চূর্ণ সহ ২ বার দিনে সেব্য।

অরুচিতে—পাকা জামের রস ⁄॥০ সের, মিছরি ।০ পোয়া—একটী মাটির পাত্রে জাল দিয়া মিছরি গলিয়া গেলে গোলাপ জল ২ তোলা মিশাইতে হইবে। প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে ১ তোলা সেব্য।

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—শতধৌত গব্যঘৃত ⁄।০ পোয়া মুদ্রা শঙ্খ ⁄০ ছটাক, সফেদা ৻১০ ছটাক, ১ প্রহর খলে মাড়িয়া কর্পূর ৩ তোলা মিশাইয়া ক্ষতে লাগাইতে হইবে।

পিত্তজন্য হাত পা জ্বালা করিলে—বিটলবণ, গোলমরিচ, সোহাগার খৈ প্রত্যেক ৩ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২।৩ রতি মুখে দিয়া মিছরির সরবৎ খাইতে হইবে।

উপদংশে ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষতে—গব্যঘৃত ⁄॥০ সের লইয়া নিমের পাতা ও নিসিন্দার পাতা ও অপামার্গের মূল ১টী ঐ ঘৃতে ভাজিয়া ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া ফিট্‌কিরির খৈ ॥০ তোলা, তুঁতে ভস্ম ।০ চরি আনা মিশাইতে হইবে। ক্ষতে এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

বিষ ভক্ষণে—কলমী শাকের ডাঁটা ও পাতার রস ।৶০ পোয়া রোগীকে খাওয়াইতে হইবে. তাহা হইলে রোগীর বমি হইয়া বিষ উঠিয়া যাইবে।

হিক্কায়—আনারসের পাতার রস ।৶০ পোয়া, মিছরি ১ তোলা সহ সেব্য।

আমাশয়ে—বাবলা গাছের পাতা, থানকুনী শাকের পাতা ও সামান্য অহিফেন একত্র বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে আমাশয়ের জন্য পেট ব্যথায় উপকার হয়।

রাত্রিতে চক্ষুতে না দেখায়—পানের রস ২।৩ ফোঁটা চক্ষে দিতে হইবে। পরে ৫।৬ মিনিট চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকার পর ঠাণ্ডা জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিতে হইবে। একদিনেই উপকার হয়। ঘোটকের বিষ্ঠা (সদ্য) এক খানা পরিষ্কার নেকড়ায় পুঁটুলী করিয়া চক্ষুতে সেই বিষ্ঠার রস ১ ফোঁটা করিয়া দিলেও বেশ ফল হয়। শনি মঙ্গলবারে একটী জোনাকী পোকা একটী কলার ভিতর ভরিয়া যে স্থানে ৩টী রাস্তা মিলিয়াছে সেইরূপ স্থানে রোগীকে সন্ধ্যার পর সেই জোনাকী ভরা কলা খাইতে দিতে হইবে, রোগী কলা খাইয়াই চক্ষুতে দেখিতে পাইবে। *

রক্তপ্রদরে—শ্বেত আকন্দের মূল তোলা, গোলমরিচ ॥০ তোলা—বাসি জলে বাটিয়া সেবনে ফল পাওয়া যায়।

* শনি মঙ্গল বারে এবং যেস্থানে তিনটি রাস্তা মিলিয়াছে, সেরূপ ব্যবস্থায় জোনাকী খাওয়ার কথা আমরা জানিনা, তবে জোনাকী—কলার ভিতরে পুরিয়া খাইলে যে এরূপ অবস্থায় ফল পাওয়া যায়, তাহা আমরাও কয়েক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আঃ সং।

ক্ষতে—শ্বেত কাঞ্চন ফুল ১০টী, নিম-পাতা বাটা ২ তোলা—একত্র বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ।

শিশুর উদরাময়ে—লবঙ্গ, জায়ফল, ও সোহাগার খৈ প্রত্যেকটি সমভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া মাতৃদুগ্ধ সহ সেবন করাইলে ফল পাওয়া যায়।

বাঘী বসান—হিরাকস ভিজান জলের পটী দিলে বাঘী বসিয়া যায়। (২) কালকুক্কুটির ডিম ১টা কাঁসার থালে ভাঙ্গিয়া চুণ সামান্য দিয়া উত্তমরূপে ডিমের লালার সহিত মিশাইতে হইবে, এই ঔষধ দিবসে ৩।৪ বার প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়।

অম্লরোগে—প্রতিদিন গুঁড়া চা ১০।১২ বার—১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। রোগ উপশমিত হইলে ক্রমে ক্রমে মাত্রা কমাইতে হইবে।

প্রমেহে—স্নানকালে সাত খণ্ড আদা ও এক খণ্ড আস্‌সাওড়ার (যাহা সকলে দন্ত ধাবনার্থ ব্যবহার করে) মূল একত্রে মুখের মধ্যে দিয়া জলে ডুব দিয়া চিবাইয়া খাইতে হইতে হইবে। পরিশেষে স্নানান্তে দধি, কদলী সহ অন্ন ভোজন। এই প্রক্রিয়া করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়। (২) কৃষ্ণ তুলসীর পাতার রস বিনা জলে বাহির করিতে হইবে। সেই তুলসীর রস ১ তোলা—টাট্‌কা মধু ১ তোলা, খাঁটি গব্য দুগ্ধ ১ তোলা—একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে যমন কঠিন ব্যাধি হউক না কেন নিশ্চয়ই ফল হইবে। প্রমেহ অধিক দিনের হইলে এক পক্ষকাল অথবা ৩ সপ্তাহ

সেবন করিতে হইবে। (৩) একটী পুঁই শাকের মুল /১ পোয়া জলের সহিত বাটিয়া স্নানান্তে খাইতে হইবে। পরে ভিজান কাঁচা কলাই-য়ের দাইল চিনির সহিত সেবন করিতে হইবে। এই প্রকার ৩ দিন করিলে রোগ আরোগ্য হইবে।

সহজ হিক্কা নিবারণে— একটী পাতি অথবা কাগজী লেবুর একদিক কাটিয়া তাহা শূঁচ দ্বারা বার বার বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মিছরির গুঁড়া দিতে হইবে। শূঁচ এরূপ ভাবে বিদ্ধ করিতে হইবে যে, সেই সূচী বিদ্ধ কালে ছিদ্র পথে যেন মিছরি প্রবেশ করে। এইরূপে লেবুটী প্রস্তুত করিয়া রোগীকে লেবু চুষিতে হইবে। হিক্কা কালে রোগী সেই লেবুটীর কর্ত্তিত মুখে মুখ দিয়া অল্পে অল্পে চুষিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে হিক্কা নিবরিত হয়

পালা জ্বরে— হাতিশুঁড়োর পাতার রসে একখানি ছিন্ন বস্ত্র সিক্ত করিয়া ছোবড়া গুলি সেই বস্ত্রের এক প্রান্তে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। পরে সেই পুঁটুলীর ঘ্রাণ পুনঃ পুনঃ লইতে হইবে, পালার ২।৩ দিন এই ঔষধের ঘ্রাণ লইলে পালা নিশ্চয়ই নিবা রিত হইবে।

হৃৎপিণ্ডের হাঁপছাড়া।

["হিন্দুস্থান হইতে সংগৃহীত"]

মানুষের দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ডই হইতেছে সব-চেয়ে বড় জিনিষ; কিন্তু তাহার সঠিক বৃত্তান্ত আমরা একরকম জানিনা বলিলেও চলে।

দেহের রক্ত সর্ব্বপ্রথমে হৃৎপিণ্ডের চারিটি কুঠরী; তারপর শরীরের ছোট-বড় ধমনীর ভিতরে ঘুরিয়া, একবার ফুসফুসের মধ্যে গমন করে। তা'রপর আবার হৃৎ-পিণ্ডের মধ্যে ফিরিয়া আসে। আমাদের দেহের ভিতরে ক্রমাগত এমনি রক্তের আসা যাওয়া চলিতেছে। দেখা গিয়াছে, এমনি করিয়া প্রত্যেকবার সারা দেহটা ঘুরিয়া আসিতে রক্তের পক্ষে আধ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

মানুষ যখন দাঁড়াইয়া থাকে তখন তাহার হৃৎপিণ্ড যতবার স্পন্দিত হয়, যখন সে শুইয়া থাকে তখন তাহার হৃৎপিণ্ড তা'র চেয়ে দশবার কম স্পন্দিত হয়। মানুষ যখন হাঁচে, হৃৎপিণ্ডের গতি তখন বন্ধ হইয়া হইয়া। একজন বিশেষজ্ঞের মতে, হৃৎপিণ্ডের কাজের হের-ফেরের দরুণই মানুষের মুখ ক্ষণিকের জন্য পাণ্ডুবর্ণ বা লজ্জার সময়ে লাল হইয়া উঠে। চৌকাডগা আঙ্গুল হৃৎপিণ্ডের দোষ-নির্দ্দেশক। যাহার উদরের পরিপাক কারী যন্ত্রগুলি ও ফুসফুসের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের আকারও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হয়, সে দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে এমনি আরও অনেক জানিবার কথা আছে,

সাধারণতঃ সকলের যাহা জানা নাই। আপন আপন দেহ সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান-সঞ্চয় করা উচিত। তাই এখানে আমরা হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে আরও কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রান্তি কাহাকে বলে, আপনারা সকলেই তাহা জানেন। দেহের মাংসপেশীগুলিকে বেশীক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলেই মানুষের শরীর শ্রান্ত হইয়া পড়ে। মাংসপেশীর মধ্যে শ্রম-বিষ সঞ্চারিত হইলে মানুষের মনে যে শ্রান্তির ভাব আসে, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিলেই সে ভাবটা চলিয়া যায়। কার্য্যের সময়ে মাংসপেশী যে সার পদার্থ ব্যয় করে, বিশ্রামের সময়ে সে আবার সেটা পরিপূরণ করিয়া নেয়।

এই শ্রান্তির ভাবটা বেশ আরামের না হইলেও, এটা না থাকিলে আমরা কিছুতেই বাঁচিতাম না। কারণ, তাহা হইলে আমরা এমন ভীষণ পরিশ্রম করিতাম যে, আমাদের সমস্ত মাংসপেশী একেবারে নিঃশেষে ক্ষয়লাভ করিত! কিন্তু ভাগ্যে শ্রান্তি আসিয়া আমাদিগকে আগেই সাবধান করিয়া দেয়।

দেহের সমস্ত মাংস মাংসপেশীর ধর্ম্মই এক,—কেবল হৃৎপিণ্ড ছাড়া। এখানে বলিয়া রাখা ভালো, আসলে হৃৎপিণ্ড মাংসপেশী ভিন্ন আর কিছুই নহে। দিনে-রাতে হৃৎপিণ্ড যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াও সতেজ-সবল থাকে, অন্য যে কোন মাংসপেশীর পক্ষে সে পরিশ্রমটা নিশ্চিত মরণের মতই সাংঘাতিক।

কিন্তু আপনারা অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, হৃৎপিণ্ড তাহার কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত ভাবে বিশ্রাম করিয়া নেয়! হৃৎপিণ্ডের বিশ্রামের নামান্তর মৃত্যু—এই কথাই আমরা জানি। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বিশ্রামের মধ্যে বেশ একটু নিপুণতা আছে এবং সেই জন্যই সে বিশ্রাম করিলে আমরাও চির-বিশ্রাম লাভ করি না।

নহিলে হৃৎপিণ্ডের ঢুপঢুপুনি যদি অল্পক্ষণের জন্যও বন্ধ হয়, তবে আমাদের পক্ষে সত্য-সত্যই বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

গড়পড়তার হিসাবে, উপবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যেক পুরুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে বাহাত্তর বার এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে আশীবার করিয়া স্পন্দিত হয়। এমন মানুষ দেখা যায়, যাহার হৃৎপিণ্ড মিনিটে পঞ্চাশ বারেরও বেশী স্পন্দিত হয় না। এখন ভাবিয়া দেখুন, দিন-রাতে অশ্রান্তভাবে এই বিষম পরিশ্রমটা করিতে হইলে কতখানি শক্তি-সামর্থ্যের দরকার। এত বেশী পরিশ্রম করিতে হইলে, যে শক্তি ব্যয় হয়, সেই শক্তি-বলে প্রতিদিন পৃথিবীর গভীরতম খনি হইতে একখানি চারি সের ওজনের পাথরকে অনায়াসে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় একবার করিয়া তুলিয়া ফেলা যায়।

সুতরাং হৃৎপিণ্ডেরও বিশ্রাম দরকার। কিন্তু সে কি করিয়া বিশ্রাম নেয়, জানেন? আপনি যদি কোন লোকের বুকের উপরে কাণ রাখেন, তাহা হইলে দেখিবেন, হৃৎপিণ্ড একবার ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দ করিতেছে, আর একবার থামিতেছে। এই যে থামা ইহাই হৃৎপিণ্ডের কষ্টার্জ্জিত বিশ্রাম। শরীরের মধ্যে একমাত্র হৃৎপিণ্ড ছাড়া আর কোন মাংস-পেশীই এমনভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে

পারে না। তাহার এই বিশ্রাম অনেকটা একচোখ মুদিয়া ঘুমানোর মতন বটে, তবু এই বিশ্রাম কালের মধ্যেই হৃৎপিণ্ড আপনার কার্য্যের উপযোগী বল সংগ্রহ করিয়া লয়। এক বিশ্রাম এবং দুই মুহূর্ত্ত কাজ—এইরূপে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মোট বিশ্রামের পরিমাণও বড় অল্প হয় না। এবং এই বিরাম না থাকিলে, অল্পদিনেই হৃৎপিণ্ড অচল হইয়া যাইত।

ডাক্তারের ডায়েরী

স্বর্গীয় ডাঃ হেমচন্দ্র সেন মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত ও

ডাঃ শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত এল, এম, এস, কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

আজ এক অদ্ভুত রোগী পাইয়াছিলাম। লোকটার বয়স ৩০।৩২ হইবে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-পূর্ণ। সে গরমীর ব্যায়রামে অনেকদিন হইতে ভুগিতেছে। প্রথমেই আসিয়া আমাকে বলিল—তাহার এক শত্রু তাহাকে পানের ভিতর করিয়া কাঁচা পারা খাওয়াইয়াছিল,—সেই জন্যই তাহার "পারার ঘা" হইয়াছে। কথাটা শুনিয়া আমার হাসি আসিল। আমি একজন ডাক্তার, লোকটা আমার সঙ্গেই প্রতারণা করিল! "পারার ঘা" কথাটাই নিরর্থক। অনেক লোক আছে—যাহারা নিজের পাপকে গোপন করিবার জন্য "পারার ঘা" কথাটার সৃষ্টি করিয়াছে! আবার এমন গুণধর পুরুষ আছেন, যিনি অম্লানবদনে বলিয়া ফেলেন—"অনেক ডাক্তারী ঔষধ খাইয়াছি—হয়ত তাহাতেই আমার দেহে পারা ফুটিয়াছে।" হায়! এই সকল প্রবঞ্চকেরা হয় ত জানে না—বিশুদ্ধ পারা শরীরে এক কণাও গৃহীত হয় না, পারায় শরীরের কোনও অপকারই হয় না। বরং পারদ ঘটিত লবণ (Salt of mercury) দেহাভ্যন্তরে গৃহীত হইয়া স্বধর্ম্মানুযায়ী লক্ষণ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু তাহাও কখনও 'ঘা' রূপে প্রকাশ পায় না। অধিকন্তু—পারার চেয়ে গরমীর ব্যায়রামের উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। গরমীর ব্যারাম আরাম করিবার জন্য সরল প্রকৃতির ডাক্তারগণ প্রকাশ্যে এবং চতুর ডাক্তারেরা গোপনে ঔষধরূপে পারাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মূর্খ লোকে গরমীকে "পারার ঘা" বলুক, কিন্তু শিক্ষিত ডাক্তারেরাও যে (Mercurial Eruption) বলিয়া কথাটার ব্যবহার করেন, ইহা আমার অসহ্য।

যক্ষ্মারোগে—ছাগল।

ছাগল যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক। আমা-

দের পূর্ব্বপুরুষগণ—এ তথ্য জানিতেন। চরক ঋষি বলেন—"ছাগ মাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধ পান, ছাগলের সেবা, ছাগলের মধ্যে শয়ন—নিশ্চয় যক্ষ্মারোগ নষ্ট করে।" আমি ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার ঔষধালয়ের ১ ক্রোশ দূরে এক মুসলমান যুবক বাস করিত। এ ব্যক্তি ধনী এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিল। ইহার যক্ষ্মারোগ হয়। আমি চিকিৎসা করি। ডাক্তারী কোন ঔষধে বিশেষ ফল না পাওয়ায়, আমি তাহাকে ছাগমাংস ভক্ষণ ও ছাগদুগ্ধ পান করিতে বলিলাম। তাহার শয্যার চতুর্দ্দিকে ৪।৫টী ছাগল বাঁধিয়া রাখিবার উপদেশ দিলাম। রোগী আমার আদেশ পালন করিল। ৪ মাসের পরে তাহার বক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—ক্ষয় রোগের চিহ্ন অন্তর্হিত হইয়াছে। ১ বৎসর রোগী আমার আদেশ পালন করিয়াছিল। ইহার পর ১১ বৎসর কাল আমি তাহার আর রোগ হইতে দেখি নাই। সেই অবধি চরকের উপর আমার বড়ই ভক্তি। চিকিৎসা বিজ্ঞানে "চরক সংহিতা" একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, ভারতেরও গৌরবের জিনিষ। ইউরোপের একজন বড় ডাক্তার বলিয়াছেন,—"চরকের মতের চিকিৎসা প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবী হইতে অকাল মৃত্যু দূর হইত।" আমরা কিন্তু আজও চরকের আদর বুঝিলাম না!

* * *

সোডার চেয়ে "ভাস্কর লবণ" অনেক ভাল।

পাকস্থলীর ক্ষতে এবং অম্লাধিক্যে পূর্ব্বে আমি বাইকার্ব্বনেট সোডা—যথেষ্ট পরিমাণে জল মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিতাম। পীড়ার প্রবল অবস্থায় তাহাতে সাময়িক কিছু উপকার দর্শিত। কিন্তু এমন দুই চারিজন রোগী পাইয়াছি—যাহাদের সোডায় কোন ফল হয় নাই। ইহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা ছিল। প্রচুর মাত্রায় লাইট ম্যাগনেসিয়া ব্যবস্থা করিয়া ১০।১২ দিন ইহাদিগকে সুস্থ রাখিয়াছিলাম। পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অম্লত্ব নষ্ট করিতে হইলে—অধিক মাত্রায় ম্যাগনেসিয়া উপকারী। তবে কাহারও কাহারও সে উপকার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এরূপ রোগীকে—সবনাইট্রেট অফ বিষমথ ২ ড্রাম মাত্রায় দিয়াছি। বিষমথ পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর আবরক হইয়া থাকে, সে জন্য খাদ্য দ্রব্য কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিবার অবকাশ পায় না, পেপটিক গ্রন্থির স্রাব এবং কার্য্যকারিতা হ্রাস হয়। যখন দেখিলাম বিষমথের ক্রিয়াও বেশীদিন স্থায়ী হইল না, তখন কবিরাজী—"ভাস্কর লবণ" ব্যবস্থা করিলাম। রোগী বেশ ভাল হইয়া গেল। "ভাস্কর লবণ" একটী মহৌষধ। ইহাতে পাকস্থলীর রক্তস্রাব বন্ধ হয়, অন্ত্রের ক্রিমি দূর হয়, গ্রন্থির স্রাব কমিয়া যায়।

যে শিশু আন্ত্রিক অজীর্ণ রোগাক্রান্ত—তাহার সর্ব্ব প্রধান চিকিৎসা—কোন প্রকার উত্তেজনার কারণ না থাকে। তাহাকে আমোদ প্রমোদ শান্তি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিবে।

নিদ্রিতাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্ন দেখিলে, অবসাদক [এণ্টিপাইরিন, সেনাসিটিন প্রভৃতি] বিশেষ উপকারী।

* * *

যে বালক অধিক বয়স পর্য্যন্ত শয্যায় মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে, তাহাকে বেলেডোনা উপযুক্ত মাত্রায় খাওয়াইবে। প্রথমে খুব অল্পমাত্রায় দিবে, পরে সহ্যমত মাত্রা বাড়াইবে।

বেলেডোনায় যক্ষ্মা রোগীর নিশিঘর্ম্ম নিবারিত হয়।

* * *

প্রদাহ—শরীরের অনিষ্টকারী নহে। বরং উপকারী। প্রদাহ—প্রকৃতির ক্ষমতার পরিচায়ক, শারীরিক অনিষ্ট নিবারণের জন্য—তীব্র প্রতিবাদ। অতএব প্রদাহ ক্রিয়াকে শরীর রক্ষার্থ সাহায্য করিতে হইবে।

কবিরাজী ঔষধে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য।

পাশ্চাত্য মতে কুষ্ঠ রোগের একটী মাত্র কারণ—Bacillus Lepra. আয়ুর্ব্বেদ মতে কুষ্ঠ রোগের কারণ অনেকগুলি—তন্মধ্যে খাদ্যের দোষ সর্ব্বপ্রধান। মৎস্য ও মাংসের বহুল ব্যবহারে কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে—ইহা ঋষি-বাক্য। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুস্থানী বৈদ্যগণ কুষ্ঠরোগীকে নিরামিষ খাইতে এবং সাত্ত্বিক নিয়মে থাকিতে উপদেশ দেন।

আমি ৩টী কুষ্ঠ রোগী পাইয়াছিলাম। দুইজন মুসলমান, একজন হিন্দু মাড়োয়ারী। এই মাড়োয়ারী—কুষ্ঠরোগীর অনেক দিন ধরিয়া পরিচর্য্যা করিয়া কুষ্ঠাক্রান্ত হইয়াছিল। এই তিন জনের কুষ্ঠই—Cubercular leprosyর অন্তর্গত। তিন জনকে প্রায় একই সময়ে আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। কিন্তু মুসলমান দুইজন ভাল হয় নাই, মাড়োয়ারী ভাল হইয়াছিল। মুসলমান দ্বয় মাংস ও পলাণ্ডু ব্যবহার ছাড়ে নাই। মাড়োয়ারী—সাত্ত্বিক আহার করিত। মাড়োয়ারীর—মস্তকের চুল খসিয়া পড়িয়াছিল মুখগহ্বরের ঝিল্লী ফুলিয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠস্বর অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদ্বয়ের অবস্থা এতদূর ভীষণ হয় নাই। চিকিৎসা প্রারম্ভে আমি তিনজনকেই জোলাপ দিই। তার পর চালমুগরার বিশুদ্ধ তৈল (antileprol) মাংসপেশীতে পিচকারীর সাহায্যে প্রয়োগ করি। ২, C. C. তৈল ৩ দিন অন্তর injection দিই। ৭ মাস পরে মাড়োয়ারীটি ভাল হইয়া গেল। কিন্তু ১ বৎসরেরও অধিক কাল মুসলমানদ্বয়কে চালমুগরার capsule (১৪০ কৌটা পর্য্যন্ত) খাওয়াইয়াও কোনও উপকার দেখাইতে পারিলাম না। আমার চিকিৎসাধীন হইয়াও মাড়োয়ারী—বৈদ্যের ঔষধ পরিত্যাগ করে না। সে প্রত্যহ—নিম ছালের গুঁড়া ঘৃতের সহিত সেবন করিত। নিমের বীজ ঘৃতে ভাজিয়া গায়ে মাখিত, নিমশাখায় দাঁতন করিত। আমার বিশ্বাস—মাড়োয়ারী যে ভাল হইল—নিমের প্রভাবও তাহার একটী কারণ। নিরামিষ ভোজনও একটী কারণ।

আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠরোগের অসংখ্য ঔষধ কল্পিত হইয়াছে। কত চূর্ণ, কত বটিকা, কত তৈল, ঘৃত, প্রলেপ !! এই সকল ঔষধের উপাদানের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

শিশুচিকিৎসায় সহজ ব্যবস্থা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরত্ন

কাস ও শ্বাসে।—(১) কণ্টকারী, বালতী, নতী ও নাগকেশর চূর্ণ সমভাগে ২।৩ রতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুর কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। (২) ধনের গুঁড়া ও চিনি—চাউল ধোয়া জল সহ পান করাইলে শিশুর কাস ও শ্বাস নষ্ট হয়। (৩) দ্রাক্ষা (কিসমিস), বাসক, হরীতকী, পিপুলের গুঁড়া—মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করাইলে শিশুর শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। (৪) দুরালভা, হরীতকী, পিপুল, কিসমিস—ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস, কাস ও হিক্কা নষ্ট হয়। মাত্রা প্রত্যেক দ্রব্য ১ বৎসরের শিশুর জন্য সিকি রতি। (৫) কুড়, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা—ইহাদের চূর্ণ সিকি রতি মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে শিশুদিগের সর্ব্ববিধ কাস রোগ আরোগ্য হয়।

বমন রোগে।—(১) বৃহতী, কণ্টকারী ও বেগুন ফলের রস মধুর সহিত অল্প মাত্রায় লেহন করাইলে শিশুদিগের বমি বন্ধ হয়। (২) প্রিয়ঙ্গু, কুলের আঁটির শাঁস, মুথা ও রসাঞ্জন—একত্রে ১ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের বমন নিবারিত হয়। (৩) কট্‌কী চূর্ণ—মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের অতি প্রবল বমন ও হিক্কা নিবারিত হয়। (৪) গেরিমাটি চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে বমন ও হিক্কা পীড়িত বালক অতি সত্বর সুস্থতা লাভ করে।

রক্তাতিসারে।—(১) জামছালের রস—কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করিলে শিশুদিগের রক্তাতিসারের বিশেষ উপকার হয়। (২) কুড়চির ছাল চূর্ণ ১ রতি, গেরিমাটি অর্দ্ধ রতি—কিঞ্চিৎ চাউল ধোয়া জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে শিশুদিগের রক্তাতিসার প্রশমিত হয়। (৩) কাঁচা বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস চারি আনা, ইক্ষুগুড় দুই আনা—জলের সহিত পাতলা করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসারে উপকার দর্শে।

শোথে।—(১) যবক্ষার ১ রতি, মিছরি এক আনা, শ্বেত পুনর্ণবার রসের সহিত দুই তিন বার করিয়া সমস্ত দিনে সেবন করাইলে শিশুদিগের হাত পায়ের ফুলা বিনষ্ট হয়। (২) শ্বেত পুনর্ণবার রস ১ ঝিনুক—কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত প্রত্যহ ২।৩ বার পান করাইলে বালকদিগের শোথ আরোগ্য হয়। (৩) পুনর্ণবা, নিমছাল, নতি, শুঁঠ, কট্‌কী, বিটলবণ, দেবদারু, হরীতকী—ইহাদের কাথ দুই ঝিনুক করিয়া কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করাইলে শিশুদিগের শোথ বিনষ্ট হয়। এই সকল দ্রব্যের মাত্রা প্রত্যেকটি দুই আনা। এই কাথ কিন্তু পাঁচ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে দেওয়া নিষেধ।

সমালোচনা।

অব্যর্থ সিদ্ধ মুষ্টিযোগ।—কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। মুষ্টিযোগের পুস্তক বাজারে অনেকগুলি বাহির হইয়াছে, এখানি তাহাদিগের অন্যতম। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের কতকগুলি ব্যবহৃত দৃষ্টফল মুষ্টিযোগের সহিত শাস্ত্রীয় মুষ্টিযোগগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কাজেই এ গ্রন্থে অনেক নূতন মুষ্টিযোগ শিখিতে পারা যাইবে। আগে মুষ্টিযোগ ও টোটকার ব্যবহার দেশে খুবই প্রচলিত ছিল, অনেক পাকা গৃহিণী পর্য্যন্ত সে সকল মুষ্টিযোগ ও টোটকার অনেক কঠিন কঠিন রোগ আরাম করিতেন। এখন সে গৃহিণীও নাই, সে মুষ্টিযোগও নাই—এ অবস্থায় মুষ্টিযোগ ও টোটকার গ্রন্থ লইয়া যিনিই আমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন, তিনিই ধন্যবাদার্হ; তাহার উপর সেই সকল পুস্তকে যদি দৃষ্ট ফল ঔষধ থাকে, তাহা হইলে ঐ গ্রন্থের গ্রন্থকারের নিকট তো দেশের লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য। আমরা এ গ্রন্থখানি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

সন্তুরমা। "দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত। মূল্য ১৷০ "সন্তুরমা", "বিশ্বেশ্বর দর্শনে," "বন্ধু" "অলকণা", "হ্যালির ধূমকেতু" "মিলন" ও "বীণার বিবাহ"—এই কয়টি গল্প লইয়া "সন্তুরমা" বিরচিত। গল্পগুলি নভেলের ধরণে লিখিত হইলেও "মলয় পবন" "হা হতোঽস্মি" বা বিকট বিরহে প্রেমিক-প্রেমিকার উৎকট চিত্তবিকৃতির ছায়া মাত্র ইহাতেনাই। সাদা কথায় সোজাভাবে বুরুচির লেশমাত্র যাহাতে স্পর্শ করিতে না পারে—এরূপভাবে সকল গল্পগুলিই লিখিত হইয়াছে। এখনকার দিনে যে সকল নভেল বাহির হইতেছে, তাহার অধিকাংশই পিতা-পুত্রে, ভ্রাতা-ভগ্নীতে, গুরুজন-অনুজনে একত্র বসিয়া পাঠ করিবার উপায় নাই, কিন্তু আমরা 'সন্তুরমা'র বিশেষত্ব দেখিলাম যে, ইহাতে সে আশঙ্কা একেবারেই নাই, গুরু লঘু বিচার না রাখিয়া ইহা সকলের নিকটেই পড়িয়া শুনান যায়। অথচ ইহার জন্য গল্পের সজ্জা-সম্পদের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমরা এই নভেলিযুগে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক পড়িয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী এই ধরণের আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া যশোরাশি অর্জ্জন করুন—ইহাই আমাদিগের কামনা।

বিরজা-বিয়োগ।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ সাধক কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় আর এ সংসারে নাই। গত ২৬শে মাঘ রাত্রি সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সমস্ত মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া বাটী গিয়া আহার সমাপনান্তে নিদ্রাসুখ উপলব্ধি করিতেছিলেন, রাত্রি ১১টার পর নিদ্রাভঙ্গে বলিলেন,—বুকের মধ্যে কি একরূপ যন্ত্রণা হইতেছে,—ক্রমে সেই যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, একটু জল চাহিয়া পান করিলেন, জল পানান্তে আবার শয়ন করিলেন, সেই শয়নই তাঁহার চির শয়ন হইল, আর তিনি শয্যাত্যাগ করিলেন না, নিমেষের মধ্যে চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, স্থির শান্ত প্রকৃতির বক্ষে প্রলয়ঙ্কর ঝটিকার আবির্ভাব। আমরা যখন এই নিদারুণ মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম, তখন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাহার পর গিয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই প্রগাঢ় পণ্ডিত বিরজাচরণ আমাদিগকে চির দিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এরূপ মৃত্যু ইতঃপূর্ব্বে আমরা আর কখনও দেখি নাই, প্রতি দশ হাজারের মধ্যে ১ জনের করিয়া এরূপ মৃত্যু সংঘটন হয় কিনা তাহাও সন্দেহ।

আগামীবারে আমরা আয়ুর্ব্বেদের এই চির উপাসকের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিব।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলন।—আগামী ৩১শে মার্চ্চ ইন্দোরে নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্‌-এ, এল্‌, এম্‌, এস্‌, মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগ—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট একটি সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন কল্পনা হইতেছে।

বাঙ্গালার পল্লীস্বাস্থ্য।—বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগের কমিশনার পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে ৫০টি ম্যাজিক লণ্ঠনে স্বাস্থ্য বিষয়ক চিত্র প্রদর্শন করান হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের সুবিধা হইবে বিবেচনায় শীঘ্রই লণ্ঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। বেণ্টলি সাহেব ১৯১৮ খৃঃ অব্দের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে বাঙ্গালার পল্লীগুলি শ্মশান হইতে বসিয়াছে এবং ম্যালেরিয়াই ইহাদিগের মধ্যে প্রধান। এই ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধ-পরীক্ষা বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কোথাও আংশিক ভাবে, কোথাও

সম্পূর্ণভাবে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য পরীক্ষার ফলাফল নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-কমিশনার মহাশয় বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ ফল শুভ হইবে বলিয়া অনেকটা আশা করা যাইতে পারে। পল্লীর কৃতীপুরুষগণ যদি এ সময় একটু চেষ্টাশীল হন, তাহা হইলে ইহার ফল আরও শুভ হইতে পারে।

জন্ম মৃত্যুর হিসাব।—১৯১৮ সালে বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলায় মোট লোক জন্মিয়াছিল ২২৯২ জন এবং মরিয়াছিল ৫৬৯০ জন। বীরভূমে জন্ম ১৫৯২ ও মৃত্যু ৪৭১৯, বাঁকুড়ায় জন্ম ১৭১৫ ও মৃত্যু ২৫৯২; মেদিনীপুরে জন্ম ৫৪১৮, মৃত্যু ১৫৮৬৮, হুগলি ও শ্রীরামপুরে জন্ম ২১৯৬, মৃত্যু ৩৫৯০, হাওড়ায় জন্ম ১৭৯১, মৃত্যু ২১৭২, ২৪ পরগণায় জন্ম ৪৩১০, মৃত্যু ৬৭৩৭, নদীয়ায় জন্ম ৪৬৬৯, মৃত্যু ৫৭৩৭, মুর্শিদাবাদে জন্ম ৩৫১৮, মৃত্যু ৫৭৯৪, যশোহরে জন্ম ৩৮৮৬, মৃত্যু ৫৪১৮, খুলনায় জন্ম ৪২৮২, মৃত্যু ৯৪১৫, দিনাজপুরে জন্ম ৪৮০ মৃত্যু ৭৮০৬, জলপাইগুড়িতে জন্ম ২৭০১, মৃত্যু ২৬৬৬, দার্জ্জিলিংয়ে জন্ম ৬৯১ মৃত্যু ৬৬৭, রংপুরে জন্ম ৮৩৭১, মৃত্যু ৬৩২২, বগুড়ায় জন্ম ৩০১৬, মৃত্যু ২৪০৭, পাবনায় জন্ম ৪২৫২, মৃত্যু ২৭৭৩, মালদহে জন্ম ৩১৯২, মৃত্যু ৪০৫৯, ঢাকায় জন্ম ১১২২৬, মৃত্যু ৭৪২০, ময়মনসিংহে জন্ম ১২৬৭২, মৃত্যু ৯১২৬, বাখরগঞ্জে জন্ম ৭২৯৭, মৃত্যু ৭৪১৪, ফরিদপুরে জন্ম ৮৫৩০, মৃত্যু ৫৭৬৬, চট্টগ্রামে জন্ম ৩৭০৭, মৃত্যু ৪৪৫২; নোয়াখালিতে জন্ম ৪২৯৭, মৃত্যু ৩৩৯১ এবং ত্রিপুরায় জন্ম ৭৮৯২ মৃত্যু ৫৯০৩। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে মোট উপরোক্ত ২৬টি জেলার জন্ম সংখ্যা ১২৫,০১০ ও মৃত্যু সংখ্যা ২,৫০,২৮০। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে বাঙ্গালার মৃত্যু সংখ্যা ১ লক্ষ ১২ হাজার হইয়াছে। ভরসার কথা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার ইতিবৃত্ত।—১৯১৮ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে চীন ও জাপানে ইনফ্লুয়েঞ্জায় প্রথম আক্রমণ হয়। চীন হইতে আমেরিকায় এবং সেখানে হইতে ইওরোপে ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যুদ্ধ জাহাজসমূহে এবং সৈন্যদিগের মধ্যে ইহা প্রথম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ১৯১৮ খৃঃ অব্দের মে মাসে এই রোগ গ্লাসগো সহরে ছড়াইয়া পড়ে। তাহার পর এই দুরন্ত ব্যাধি ভারত আক্রমণে যেরূপ সাজসজ্জা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

বর্দ্ধমানে চিকিৎসা বিদ্যালয়।—গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। দেশে রোগ বাহুল্যের তুলনায় এখনও যে পরিমাণ চিকিৎসকের প্রয়োজন, তাহাতে এই নূতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সে অভাব কতকটা পূর্ণ হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শুধু বর্দ্ধমানে নহে, বাঙ্গালার অন্যান্য সহরগুলিতেও যে এইরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহা নিশ্চিত।

পল্লী প্রসঙ্গ।—ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির প্রকোপে বাঙ্গালার পল্লীগুলি যে পরিমাণে বিপর্য্যস্ত, তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক পল্লীতেই যে পরিমাণ

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা নাই। পল্লীর সকল প্রকার উন্নতি সাধনই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্য, কিন্তু অন্যান্য কার্য্য অপেক্ষা এই বিষয়ের উন্নতিকল্পে তাঁহাদিগকে অধিক মনোযোগী দেখিলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। মেদিনীপুরের সহযোগী "নীহার" সংবাদ দিয়াছেন,—

"মাননীয় কমিশনার বাহাদুরের মন্তব্যে দেখা গেল যে এ জেলায় জেলাবোর্ডের অধীনে ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা খুব কম। যাহাতে এ জেলাবাসীর চিকিৎসার সুবিধা সুচারুরূপে হইতে পারে, তজ্জন্য কমিশনার বাহাদুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডকে উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিয়াছেন। যে যে স্থলে গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের প্রচলন হইবে, তথায় ইউনিয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ডিস্পেন্সারী থাকিবে। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কেবল একটা বিশেষ মঞ্জুরী টাকা ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে প্রদান করিবেন। কমিশনার বাহাদুরের এ মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে যে, অচিরে এই ম্যালেরিয়া-ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা-ওলাউঠা-বসন্ত পীড়িত আমাদের জেলায় সর্ব্বত্র সুচিকিৎসার বিধান হইবে।"

মেদিনীপুরের মত সকল স্থানের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডই এইরূপ দাতব্য চিকিৎসালয়ে বৃদ্ধির জন্য মনোযোগী হইলে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

গাভী চালান। আমেরিকা হইতে কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতে আসিয়া বহু সংখ্যক গাভী ক্রয় করিয়া স্বদেশে চালান দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ৬০ হাজার গাভী এইরূপ ভাবে বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গুজরাট অঞ্চল হইতে এই সকল গাভী চালান দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সর্দ্দার সৈয়দ আলি এল এড্রুস এ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন। যাহা হউক ভারতে নানাকারণে তো গাভীকুল নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে, সে গোচারণের মাঠ নাই, সে গাভী পালনের স্পৃহাও ভারতবাসীর নষ্ট হইয়াছে। দেশে দুগ্ধ ঘৃত ইহার ফলে দুর্ম্মূল্য—দুষ্প্রাপ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার উপর যদি এইরূপ ভাবে বিদেশে গাভী চালান বন্ধ না হয়, তাহা হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ যে আরো শোচনীয় হইবে সে—বিষয়ে সন্দেহ নাই, গুজরাটের শিক্ষিত অধিবাসীগণ এ সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান হউন।

আহারে উপদেশ।—আহারে বসিবার পূর্ব্বে মেজাজ খুসি রাখিবার চেষ্টা করিবেন,—নহিলে আপনার উচিতমত ক্ষুধার উদ্রেক হইবে না। ফলে ক্ষুধা না থাকিলেও আহার করিয়া বদ-হজমে ভুগিতে হইবে। আহারের সময়ে তর্ক-বিতর্ক করাও নিষিদ্ধ; কারণ তাহাতেও কুফল ফলে। (হিন্দুস্থান)

নূতন রোগ।—১৯১৮ খৃঃ অব্দের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে বাঙ্গালাদেশে হুক-ওয়ার্ম বা সর্ব্বনেশে ক্রিমি নামক একটি নূতন রোগের প্রাদুর্ভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ৮০জন হিসাবে মোট প্রায় ৩ কোটী ৯০ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগে অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হইলেই জীবনীশক্তির হ্রাস, রক্তাল্পতা ও জড়তা ইত্যাদি উপসর্গ জুটিয়া থাকে। এই রোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

কুষ্ঠাশ্রম।—৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা চলিতেছে। আমাদের মহামান্য বড়লাট মহিষী লেডী রোণাল্ডশে মহোদয়া ইহার জন্য সাধারণের নিকট চাঁদা প্রার্থনা করিয়াছেন।

কাপড় ও পোষাক
শাল আলোয়ান
সার্ট কোট
বডিজ সেমিজ
ধুতি শাড়ী
পল
এণ্ড কোং লিঃ
মোজা
ইত্যাদি
কলেজ
ষ্ট্রীট
মার্কেট
কলিকাতা

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত
হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত।

তিব্বে-মসিহা

বা

সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ৶০ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা

বা

হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভার কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান

বেগম বাহার ইউনানি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—গুণে বিশ্ব-বিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন। এই কেশতৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ। প্রত্যেক প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্ম জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—মহিলা-কুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী-বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুসকী নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি।৵৹ ছয় আনা। তিন শিশি ২।৹ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸৹ আনা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় ২০০ খানি চিত্রে পরিশোভিত।

নিজে নিজে কবিরাজি শিখিবার ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার একমাত্র উপযুক্ত পুস্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদায় চিকিৎসা-গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজি-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক আটখণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে স্বাস্থ্যবিধি, নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা, মূত্র, ও শরীরের তাপপরীক্ষা, সকল প্রকার রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ পাচন ও ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি, পরিভাষা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধের শোধনপ্রণালী, ধাতু, উপধাতু ও রসসমূহের শোধন, জারণ ও মারণপ্রণালী, ঘৃত-তৈলাদির পাকবিধি, মকরধ্বজাদির যন্ত্রপাকের নিয়ম, সকলপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি, সর্পা-ঘাত ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসা, অগ্নিদাহ ও জলমজ্জন প্রভৃতির চিকিৎসাবিধি, বিবিধ মুষ্টিযোগ, শরীরতত্ত্ব শরীরযন্ত্রসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও তাহাদের প্রতিকৃতি; কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিবারণোপায়, এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ, প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেই এই পুস্তক অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বুঝাইবার জন্ম প্রয়োজনস্থলে অতি সুস্পষ্ট চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আড়াই হাজার পৃষ্ঠারও অধিক। ঘরে বসিয়া কেবল এই পুস্তকের সাহায্যে অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও সাধারণ রোগসমূহের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করিতে পারেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয়ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ২।৹ আড়াই টাকা মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাকমাশুলাদি খরচ ৸৹ আনা।

শ্রীশক্তিপ্রিয় সেন কবিরাজ।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত বেঙ্গল শটি-ফুড।

সাগু, বার্লী, এরারুট ও বিদেশীয় খাদ্যের ন্যায় এই অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় বেঙ্গল – শটী ফুড বিশেষ উপকারী। আদি, অকৃত্রিম এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজীষ্টারী করা।—

ইহা কৃমি, অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক, লঘু পথ্য ও পুষ্টিকারিতায় অদ্বিতীয়। প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজগণের দ্বারা প্রশংসিত।

১। বাঙ্গালার সিভিল হস্পিটাল বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল,

২। ডাঃ সি, স্থন্টেন্, এম্, ডি, ডি পিএচ্, ৩। মেজের আর্, এফ্ উইলশন, আই' এম্, এস্,

৪। সমগ্র ভারত খাদ্য প্রদর্শনী এই বেঙ্গল শটী-ফুড সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা সাগু, বার্লী ও এরারুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে

যে সকল শিশু বা রোগী দুগ্ধ কিম্বা অন্য কোন খাদ্য সহজে জীর্ণ করিতে পারে না তাহাদিগকে বেঙ্গল শটী ফুড দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিয়া সেবন করাইলে সহজে পরিপাক হইবে এবং ইহাতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে।

ব্যবহারের নিয়ম—এক ভাগ এই খাদ্য ও উহার ১৬গুণ দুগ্ধ কিম্বা জল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মৃণ্ময় বা এনামেল বা এলিউমিনিয়াম পাত্রে ১০ মিনিট কাল পাক করিবে এবং পাক শেষ হইবার ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে মিছরির গুঁড়া বা বিশুদ্ধ চিনি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে। যদি শিশু বা রোগীর ভেদ তরল হয়, তাহা হইলে গাঢ় পাক বিধেয় অর্থাৎ ১০ মিনিটের স্থানে ১৫ মিনিট ধরিয়া পাক করিবে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আফিস ১১৩।১১৪ নং খোংরাপটী। কলিকাতা, কারখানা—বরাহনগর ২৪ পরগণা।

শ্রীঅমূল্যধন পাল, জেনারেল মার্চেণ্ট।

সকল প্রকার ঘায়ে তেল পড়া।

শরীরে যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন, এই দৈব 'তেল পড়ায়' অতি সত্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ পোড়া ঘায়ে ইহাতে ২।৩ দিনে উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা দৈব প্রাপ্ত, ইহা ব্যবহারে অসংখ্য অসংখ্য ক্ষতগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রোগীর নাম ও গোত্র লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

মূল্য ১ শিশি ১৷০ মাশুল ।৶০।

শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দেবী।

হরিপুর—সেন বাড়ী।

হরিপুর পোঃ—(নদীয়া)।

সংস্কৃত প্রেস।

১২৪।২।১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

এই প্রেসের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত সকল প্রকার 'জবে'র কার্য্য ও পুস্তক ছাপার কার্য্য এই প্রেসে অতি শীঘ্র সুন্দররূপে হইয়া থাকে। দর বাজার অপেক্ষা কম। আমরা পুরাতন টাইপে কার্য্য করি না; এজন্য আমাদের ছাপা ঝক্‌ঝকে অতি সুন্দর। বিবাহের প্রীতি উপহার প্রভৃতি সুসজ্জিত বর্ডার দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাপিয়া দেওয়া হয়। গ্রন্থকারগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কপি লিখিয়া দিলে আমরা প্রুফ দেখিবারও ভার লইয়া থাকি।

শ্রীতারাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—প্রোপ্রাইটার।

কলিকাতায় মহা হৈরৈ কাণ্ড।

একদিকে গিনিস্বর্ণ অন্যদিকে "মায়াপুরি মেটেল।"
অল্প ব্যয়ে গিনির ন্যায় চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট "মায়াপুরি মেটেলের"
গহনা গৃহিনীকে উপহার দিয়া তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পূর্ণ হইবে।
আমাদের আবিষ্কৃত সকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি
কার্ড লিখিয়া গ্রহণ করুন ও
সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।
ভারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার "মায়াপুরী মেটেলের" সেই চুড়ি

'মায়াপুরি মেটেলের" গহনা গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা

ললনা সোহাগ চুড়ি।

"ললনা সোহাগ চুড়ি" পরিলে অন্য গহনার দরকার নাই। ডায়মণ্ড-
গুলি অন্ধকারে হীরার ন্যায় জ্বলে। গিনির অধিক উজ্জ্বল।
পোড়াইলে বা কষিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, ইহা আসল স্বর্ণ নয়।
৫০০৲ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ি অপেক্ষা উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট।

বঙ্গললনার নিমিত্ত স্পেশ্যাল অর্ডারে সোণার ডাইসে ১০০৲ টাকা
বেতনের কারিকরের হাতে বেশী পরিমাণে গিনি সোণা দ্বারা
ইলেকট্রো ব্যাটারিতে পালিস করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। এক সেট
লইয়া পরীক্ষা করুন। মাপ মত পাইবেন।

খাঁটী গিনি স্বর্ণের ন্যায় ইহা পালিশ ও সুদৃশ্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট।
মূল্য ৪৲ টাকা, (প্রতি সেট ১০ গাছা) মফঃস্বলে মাশুলাদি ।৵০ আনা।
বিনামূল্যে

লাভের কথা।

(উপদেশ পূর্ণ অপূর্ব্ব গল্পের বই)

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে! যিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে ও মাশুলে ১ খানি

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিরাট আয়োজন।

প্রিয়জনকে দিবার মতন উপহার অনেক আছে, তন্মধ্যে যাহা স্থায়ী অথচ নয়নের তৃপ্তিকর তাহাই দেওয়া ভাল। যাহা ক্রয় করিলে অর্থ নষ্ট হইল বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না, সেই সর্ব্বজন সমাদৃত সর্ব্বত্র প্রশংসিত উপহার

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

ইহার নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার একখণ্ড গৃহে রাখিলে গৃহ গ্রন্থাগারের শোভা ও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর শক্তি বাঙ্গালী অনুভব করিবে। জগদ্বাসী বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইবে এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগিবে। মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

বালক বালিকার আনন্দ বাড়াইয়া দিন না! বাজারে কত রকমেরই উপহার দ্রব্য ক্রয় করিবেন, কিন্তু কোমলমতি শিশুদের রুচিহাতে নব প্রকাশিত নূতন গল্পপুস্তক

জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প

(লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত)

একখণ্ড উপহার দিন না! তাহাদের একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুই লাভ হইবে অথচ খরচ বেশী হইবে না। ইহার কাগজ ভাল, আকার বড়, ব্রোঞ্জব্লু কালিতে ছাপা, সুন্দর মলাট আর মজার মজার ১১ খানা লাইন ব্লকছবি অথচ মূল্য মাত্র আট আনা।

দুর্ম্মূল্যের দিনে সস্তার চূড়ান্ত। প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অজীর্ণ অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময় প্রভৃতির মহৌষধ।

ক্ষুধা না হওয়া, বদ্‌হজম, আহারের পর মলত্যাগ বা মলত্যাগের ইচ্ছা, অম্লবমন, মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ, Dyspepsia, সর্ব্বদা একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা কিন্তু আহারে বসিলেই অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণতা জনিত ভেদবমী, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা প্রভৃতি লিভারের বিশৃঙ্খলা জনিত যাবতীয় উদরের পীড়ায় বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। প্রথম মাত্রা সেবনেই উপকার পাওয়া যায়। আহারে রুচি জন্মে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠপুরিয়া গুরু ভোজনান্তে ১ মাত্রা লাইমোডাইন গলাধঃকরণ হওয়ার ১০ মিনিটের পর আহার্য্য বস্তু মন্ত্রশক্তির ন্যায় হজম হইয়া যায়, পেট হালকা বোধ হয়, শরীরে স্বচ্ছন্দতা আসে জড়তা ও আলস্য নাশ হইয়া যায়। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যাঁহারা Dyspeptic তাঁহারা নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইবে দেহ সবল হইবে। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

এই মহৌষধ স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নাধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের বহু গবেষণা ও পরীক্ষার সুধাময় ফল; সুতরাং ইহার অব্যর্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নাই। পরীক্ষাই পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দি নিউ ইণ্ডিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বিনা পানের

প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য

অল্প মূল্যের নানাবিধ নূতন ফ্যাসনের গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার।

১। পতি পরম গুরু সেফ্‌টীপিন ১৮৲। ২। সাবিত্রী শাঁখা ১৪৲—৪০৲। ৩। কুমারী মাকড়ী ৭॥০। ৪। হেয়ার পিন ১৫৲। ৫। তিনখানি পাথরসেট আংটী ২০৲—৩৫৲। ৬। নথ (নূতন ফ্যাসন) ২০৲। ৭। পারসী মাকড়ী ১৬৲—৩০৲। ৮। কাশ্মিরী মাকড়ী ১৬—২৫৲। ৯। নথের টানা (ক্রাউন ওয়ালা) ১২—১৮৲। ১০। নথের টানা (প্রজাপতিওয়ালা) ১৫—২১৲। ১১। নথের টানা (নামওয়ালা) ১৬—২০৲। ১২। নথের টানা (ফুলওয়ালা) ১০—১৫৲। ১৩। করোনেশন ইয়ারিং ১৯৲। ১৪। কলেটওয়ালা নাকছাবি ৫৲। ১৫। জড়োয়া নাকছাবি ৫৲। ১৬। কাণের টাব (ডবল থাকা ও পাথর সেট) ১২৲—৩০৲। ১৭। জড়োয়া টাব ১৫৲—৪০৲। ১৮। বেলকুঁড়ি টাব ৮—১২৲। ১৯। হরতন নাকছাবি (পাথর বসান) ২॥০। ২০। নাকছাবি ইস্কাপন ২॥০। ২১। ঐ চিড়িতন ২॥০। ২২। ঐ রুহিতন ২॥০ ২৩। হরতন নাকছাবি (প্লেন হাই পালিশ) ১॥০। ২৪। রুহিতন নাকছাবি ১॥০। ২৫। চিড়িতন নাকছাবি ১॥০ টাকা।

বিবাহের, অন্নপ্রাশনের গহনা আমরা ৩ দিনে ও ২৪ ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দিই। বিনামূল্যে ৩নং ক্যাটলগ লইয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

মণিলাল এণ্ড কোং, জুয়েলার্স,

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—নেক্‌লেস।

গল্প সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক

সতুর মা।

"দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত।—

ভূমিকায় "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীরা যদি নির্ব্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ না করিয়া এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প সাহিত্যে বিপদগামিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। সতুরমার জীবনগ্রন্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদেয়,সতুর মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আঁকা হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল এবং করুণরসাত্মক হইয়াও অতীব মধুর, ঐ তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অন্য গল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বলিয়াছেন,—

বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গল্পগুলিই মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নবদুর্গা বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতুর মার চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন গ্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উদ্বোধন বলিয়াছেন :—

এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটাই বিশেষভাবে "উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, সতুর মা" পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

ভাল এ্যান্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা। সোণার জলে নাম লেখা, ভাল কাপড়ে চিত্তাকর্ষক বাঁধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

চৈত্রের সূচী।

বিরাট ভৈষজ্য ভাণ্ডার।

হাকিমী কবিরাজী ও বেনেতি মসলার বিস্তৃত আড়ত। আমি নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া খাঁটি মৃগনাভী, মকরধ্বজ, মুক্তা ও বেনেতি মসলা পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করি। মফঃস্বলের প্রধান প্রধান দোকানদার ও কবিরাজগণের যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। আমাদের এখানে কৃত্রিম দ্রব্য বা ওজন কম পাইবার আশঙ্কা নাই। অর্ডার পাঠাইলে যাবতীয় দ্রব্য ভিঃ পিতে পাঠাই।

শ্রীহরিদাস পাল ১৬২ নং কটন ষ্ট্রীট বড়বাজার কলিকাতা।

কর্ম্ম খালি।

আরা সহরে "কুমার দেবেন্দ্র প্রসাদ দাতব্য চিকিৎসালয়ে"র জন্য একজন বিচক্ষণ কবিরাজের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১০০৲ এক শত টাকা। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস্—৬৫ নং বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—এই ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

কেরাণীর আবশ্যক।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞ এক জন কর্ম্মঠ কেরাণীর আবশ্যক। বেতন যোগ্যতানুসারে। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ এম-বি—প্রিন্সিপ্যাল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি কৃত

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগনির্ণয়ের জন্য ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ৩৲ ও বাঙ্গালা।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

কুমার তন্ত্র।

কুমারচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল্য ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্যসংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১৷৷৹।

বিষ তন্ত্র।

মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১৷৷৹।

রাজবৈদ্য স্বর্গীয় বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত

বনৌষধি দর্পণ।

বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রয়েল ৮৮১ পৃঃ, মূল্য ৪৲ ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ ও গাছগাছড়ায় চিকিৎসা করিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদ কলেজে পঠিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কালেজের জন্য কিনিয়াছেন। ইহা দ্রব্যের গুণ, পরিচয় পরীক্ষা নব্য ডাক্তার ও চরক সুশ্রুতাদির মতে কোন রোগে প্রযোজ্য, ইতিহাস, বাণিজ্য উৎপত্তি, ভাষানাম প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত

ভৈষজ্য মণিমালিকা (১ম খণ্ড)

পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবে গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ৷৷৵৹ আনা, বাঁধান ১৲।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল্-এম্-এস্ কৃত।

প্রত্যক্ষ শারীরম্।

গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শারীর বিদ্যার বিলোপ ঘটিয়াছিল। সেই শারীর বিদ্যার উদ্ধার সাধনার্থ বেদ, উপনিষদ্ তন্ত্র ও চরক-সুশ্রুতাদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা এবং ভেলসংহিতাদি প্রাচীন শল্যতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমুদ্রমন্থন করিয়া ও স্বহস্তে শবচ্ছেদ করিয়া মনস্বী গ্রন্থকার এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মূল্য ৫৲ টাকা।

পুস্তকগুলির জন্য ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেণ্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জনের নিকট পত্র লিখুন।

চিকিৎসা জগতে

বটকৃষ্ণ পালের বিশ্ব বিশ্রুত

এড্ওয়ার্ডস্ টনিক।

অদ্ভুত আবিষ্কার

বর্ত্তমানে সর্ব্বোৎসাধনকারী ম্যালেরিয়া রোগে যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালের করাল কবলে গমন করিতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে হাস্য কোলাহল মুখরিত, শস্য শ্যামলা শত শত পল্লীভূমি আজ বিজন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনের রোল। কিন্তু হায়! ইহার কি প্রতীকার নাই? আছে বৈ কি! হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

এড্ওয়ার্ডস্ টনিক্ সেবন করুন, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, আসামের কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর—এক কথায় সর্ব্বপ্রকার জ্বরে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। আরোগ্যান্তে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। নিয়মিতরূপে সেবন করিলে শারীরিক যাবতীয় গ্লানি বিদূরিত পূর্ব্বক ইহা টনিকের কার্য্য করিবে; এইখানেই ইহার বিশেষত্ব। গুণের তুলনায় মূল্য কিছুই নয় বলিলেই হয়। মূল্য বড় বোতল ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা। ছোট বোতল ৸৵০ চৌদ্দ আনা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

বি কে পাল এণ্ড কোম্পানী।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল বিভাগ হইতে প্রস্তুত।

পীড়িতের ও দুর্ব্বলের পুষ্টিকর লঘু পথ্য

শটিফুড্।

আপনারা বিলাতী ও দেশীয় তথা কথিত বহু "ফুড" ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রস্তুত শটিফুড্ একটি বার মাত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। এক কৌটা মাত্র ব্যবহার করিলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি অন্য কোন "ফুড্" ক্রয় করিতে আপনার প্রবৃত্তি হইবে না।

মূল্যও অতীব সুলভ। একটি বার মাত্র পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গোল্ড সালসা প্যারিলা

বা

স্বর্ণ ঘটিত।

দূষিত শোণিত শোধিত করিতে এবং উপদংশ বিষ বিনষ্ট পূর্ব্বক শরীরে নব বল সঞ্চার করিতে ইহার সমতুল্য ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেই হয়। মূল্য—প্রতি শিশি ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

এডওয়ার্ডস্ এরোরুট।

আমাদের এরোরুট উপকারিতায় অতুলনীয়। চিকিৎসকগণ ইহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা স্বকীয় গুণে বহু প্রদর্শনীতে স্বর্ণ পদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র অর্জ্জন করিয়াছেন।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

১৩৩ বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

D. BOSE & Co

43 1, DHURAMTOLLAH STREET, CALCUTTA

BOY'S FOOTBALL.

Guaranteed to be the Finest Quality of Boy's Football that can be produced, all Eight panel Capless.

"THE ETON."

	Rs.	A.		Rs.	A.
Eaton complete No. 4	5	8	Case only No. 4	4	4
„ „ 3	4	8	„ „ „ 3	3	
„ „ 2	3	8	„ „ „ 2	2	8
„ „ 1	2	8	„ „ „ 1	1	14

OUR OWN MAKE CRICKET BATS.

	Rs.	As.
Men's size Tripple Spring needs no recommendation once a use. always use	10	8
Double Springs Searound Blades	7	8
Single Springs	6	8
All Cane	4	8

OUR OWN MAKE CRICKET BALLS.

	Rs.	As.		Rs.	As.
The University ...	3	0	The Military	1	8
The Battalion ...	2	8	The Scorer	1	4
The Cannon ...	2	0	The Game	1	0

BOY'S BALLS.

The Eton Selected ... Rs. 1 4 Eton ordinary ... As. 12

COMPOUND BLLS.

BATES

	Rs.	As.
Wyvern	1	8
Crescent	1	0

BUSSEYS

	Rs.	As.
Polloid	2	0
Rival	1	4

FOR BOYS CRESCENT

	As.
Youths'	12
2¾	7
2½	6
2¼	5
2	3

BADMINTON

RACKETS.

THE CANNON selected white ash, highly finished, extra special quality Red an White Gut with two central strings. Strongly recommended, Rs. 2-12.

YELLOW WOOD frame octagon shape handle central strung. A perfect racket, the materials, workmanship and finish, are all of the very finest, Re. 1-12.

	Rs.	As.
White wood Double Centre Main	Rs. 1	8
Yellow wood ordinary	„ 1	0
Do. do. superior quality	„ 1	4
Do. do. kid bound	[illegible]	[illegible]

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের-ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র-বিভূষিত ৩খণ্ডে চামড়ার বাঁধাই – চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১॥০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালা ঃ—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ। মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২॥০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য ॥৶০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ॥০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণী ঃ—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১।০

শ্যামারহস্য ॥৶০

তারারহস্য ॥০

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥০

যোগ শাস্ত্রমালা ঃ—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্‌চক্রভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৷৷৹ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—॥০, পবনবিজয়স্বরোদয়—॥০, হঠযোগ প্রদীপিকা—॥০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালা ঃ—

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ॥০)

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তম দাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১, বাঁধাই ১।০। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধা ১॥০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধা ১।০। শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৷৷০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।০, নারদসূত্রম্ ৵০ বৈরাগ্যশতকম্ ৵০, হংসদূতম্ ৵০, পদাঙ্কদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞানতরঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ॥০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণী ঃ—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৵০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনূদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি ঃ—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা-হোম-যাগ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১।০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্ব ঃ—**পুরোহিত দর্পণ**

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল্য ১।০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতির চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সমন্বিত। বাঁধাই মূল্য ॥০ আট আনা।

ধ্যানপ্রণামমালা ।৵০ ছয় আনা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির—১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(গ্রাহক সম্বন্ধে)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৵০ সকলকেই অগ্রিম দিতে হয়। গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সে পত্রের কোন কার্য্যই হয় না। আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, সুতরাং যে সময়ই ইহার গ্রাহক হউন, আশ্বিন হইতে সকলকেই কাগজ লইতে হইবে। কেহ কোনো সংখ্যা 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য মূল্য দিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতি মাসের ২রা তারিখের পূর্ব্বে সে পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

(বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে)

এক বৎসরের চুক্তি করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদের জন্য ভিতরের সাধারণ ১ পৃষ্ঠার মাসিক মূল্য ৮৲ অৰ্দ্ধপৃষ্ঠা ৪॥০ সিকি পৃষ্ঠা ২॥০ টাকা। ২॥০ টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। কভারে বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে কভারের ২য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১১৲ কভারের ৩য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১০৲ এবং কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১২৲ টাকা। রিডিং ম্যাটার বা প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে মাসিক চার্য্য ১০৲। সূচীর উপরের ও নীচের স্থানের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৬৲ টাকা বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকাকড়ি এবং পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যাগুলিই আছে, কেবল ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটী নাই, কিন্তু ইহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। দুই বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ এখনো ৩৲ টাকায় দেওয়া যায়, মাশুল।৵০। ৩য় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিন্ন সমস্ত আয়ুর্ব্বেদের মূল্য ২॥০ মাশুল।৵০ সত্বর সম্পাদকের নামে পত্র লিখুন বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা—

উপাসনা।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-আর-এস্

সাময়িক সমস্যার বিশদ্ আলোচনা, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যসমালোচনা ও মাসিক সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সমূহের সার সঙ্কলন এবং মৌলিক গল্প কবিতা প্রবন্ধাদিতে উপাসনা সজ্জিত করা হয়। নূতন ধরণের নাটক ও প্রবন্ধাদি পঞ্চামৃত, বিশ্ববাণী, পল্লীবার্ত্তা প্রভৃতি উপাসনার বিশেষত্ব। দেশের ও দশের অবস্থা বুঝিয়া জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেশের ও দশের সেবায় আমরা ব্রতী হইয়াছি সেই জন্যই উপাসনার মূল্য অতি সুলভ,—ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র। নমুনার মূল্য মাশুলসহ।৵০ আনা।

ম্যানেজার—উপাসনা
১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কায়স্থ-সমাজ।

সমাজের বহুবিধ সংস্কার সাধনাভিলাষে 'কায়স্থ সমাজ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সামাজিক-পত্রের মধ্যে এরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র অদ্যাবধি আর প্রকাশিত হয় নাই। এই মাসিকে যেমন সমাজ বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ থাকে, সেই প্রকার সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়েও অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। কখনই জাতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। দিন দিনই পত্রিকাখানি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এ নিমিত্ত আমরা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী, জাতির কল্যাণকামী, সাহিত্যসেবী, ধর্ম্মপিপাসু মহোদয়গণকে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ২॥০ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি। ডিমাই ৮ পেজী, ৮ ফর্ম্মার ৬৪ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যায় থাকে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ভ্যালুপেয়বলে প্রেরিত হয়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক "কায়স্থ-সমাজ"
১৪১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত সালসা

এই স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারের রক্ত দূষিত হউক না কেন পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা - অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা। ৩ শিশি ২৷৹ টাকা, মাশুল ৸০ আনা ৬ শিশি ৪৷৹ টাকা মাশুল ১৷৹ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনা রাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। যাহাদের ইচ্ছা হইলেও ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় না, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, শিরা সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এই তৈল মালিশ মাত্রেই সবল সতেজ ও সুদৃঢ় হইবে। সুস্থ অবস্থায় মালিশ করিলে দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়, মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা, মাঃ ।৵০ আনা, তিন শিশি ২৷৹, মাঃ ৸০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রি বেলায় আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যা বেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবে। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন। ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে; একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছানুরূপ সফলতা ও তৃপ্তি অনুভব হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্যের মহৌষধ। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৹ আনা, তিন কৌটা ২৲ মাশুল ।৵০ একসের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

১৪৪।১নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা

পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে শ্বাসারি পরিচিত

(হাঁপানি কাসির একমাত্র মহৌষধ।)

লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত।

আমাদের এই "শ্বাসারির" অদ্ভুত উপকারিতার বলে ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশেও ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কতিপয় ইউরোপবাসী আমাদের এইশ্বাসারি ব্যবহারে আশাতীত ফল পাইয়া এই ঔষধের বহুলপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আশাকরি শ্বাসারি এক শিশিমাত্র পরীক্ষা করিয়া আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবেন। ইহা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নহে।

অতিমাত্র স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হাঁপানি কাসির মহৌষধ জগতে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

যাঁহারা হাঁপানিকাসি শিবের অসাধ্য রোগ জানিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত আছেন, অথবা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উপকার না পাইয়া হতাশ এবং চিকিৎসকের উপর বিশ্বাসশূন্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের নিকটে সানুনয় নিবেদন, যেন তাঁহারা আমাদের এই "শ্বাসারি" এক শিশি ব্যবহার করেন—অবশ্যই উপকার পাইবেন।

হাঁপানি রোগীগণ যাঁহারা এক শিশি শ্বাসারি একবার পরীক্ষা করিতে উপেক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে বাধ্য, নিশ্চয়ই তাঁহাদের রোগের ভোগ শেষ হয় নাই।

হাঁপানিকাসি বা শ্বাসকাস যদিও আশু প্রাণনাশক নহে, তথাপি ইহা যেরূপ কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ, তাহাতে ইহাদ্বারা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই;

যখন রোগী শয্যায় শয়ন করিতে, সুস্থভাবে বসিতে বা নড়াচড়া করিতে পারে না, কেবলমাত্র সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া সাঁই সাঁই শব্দে হাঁপাইতে থাকে; বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ বা বুক পিঠ যাটিয়া ধরে; যখন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট অনুভব করে, তখন আমাদের এই শ্বাসারি এক মাত্রা সেবন করিলে সকল উপসর্গ নিবারিত ও হাঁপানির টান বন্ধ হইয়া রোগী সুস্থতা লাভ করিবে। রোগী যখন কাসিতে কাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং উর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্ত লোচনে বিকৃতভাবে ইতস্ততঃ দর্শন করিতে থাকে অথবা যখন উর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হইয়া অধঃশ্বাস রুদ্ধ হয় বলিয়া রোগী গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সেই সময়ে এই মহৌষধ দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই মাত্রা সেবন করিলেই রোগী উঠিয়া বসিবে, পূর্ব্বে যে পীড়া হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।

শ্বাসারি সেবনে—

শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না, কাসিতে কাসিতে আর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ যাটিয়া ধরা, পেট ফাঁপা ও মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ীকাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে শ্লেষ্মা বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনেই কমিয়া যাইবে।

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্ম-কবিভূষণের ঔষধালয়।

৫৯ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—সাহাপুর, বেহালা পোঃ আঃ; ২৪শ পরগণা।

চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত

শাস্ত্রোক্ত ঔষধাবলী।

শঙ্খবটী চক্রিকা—অম্লপিত্ত, অম্লশূল ও পেটব্যথা (Colic) প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ঔষধ,—ইহা সোডা ও যোয়ানের বিলাতী চাকতির ন্যায় নহে—২০টী চক্রিকা পূর্ণ এক শিশি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর চক্রিকা—সকল প্রকার অতীসার (Diarrhœa) উদরাময় প্রভৃতির নির্দ্দোষ মহৌষধ। মূল্য—২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

ভাস্কর লবণ চক্রিকা—পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ। মূল্য ২০টী ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

সুদর্শন চূর্ণ চক্রিকা—নূতন ও পুরাতন জ্বরের শাস্ত্রোক্ত মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় কার্য্যকারী কিন্তু জ্বরে বিজ্বরে খাওয়া যায়। সর্ব্বথা কুইনাইন বর্জ্জিত মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

তালিশাদি চূর্ণ চক্রিকা—কাসির জন্য সর্ব্বদা মুখে রাখিবার মহোপকারী শাস্ত্রীয় ঔষধ। ২০টী ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

মধুর বিরেচন চক্রিকা—সুখসেব্য সুগন্ধি সুস্বাদু নির্দ্দোষ জোলাপের ঔষধ—রাত্রে একটী বা দুইটী খাইলে প্রাতে সুন্দর কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। মূল্য—২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১৵০ সতের আনা।

ক্রিমিঘ্ন চক্রিকা—সর্ব্ব প্রকার ক্রিমিরোগনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একটী বা দুইটী জল সহ সেবনীয়। মূল্য—১২টী—॥০ আট আনা। তিন শিশি ১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

টঙ্কণাদি চক্রিকা—বীজাণুনাশক নির্দ্দোষ মহৌষধ। একটী বা দুইটী জলে ফেলিয়া সেই জল সকল প্রকার ক্ষতে এবং চক্ষুরোগে ও কর্ণরোগে ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার জলের পটী প্রয়োগে ক্ষত ও ফুলা নিবারিত হয়। মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ এক টাকা এক আনা।

মাশুলাদি—এক শিশি হইতে তিন শিশি পর্য্যন্ত ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত ঔষধের বিশেষ গুণ এই যে—অল্পমাত্রায় সমধিক ফলপ্রদ হয় ও ঔষধগুলি সহজে নষ্ট হয় না। আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক ঔষধই আমরা চক্রিকা আকারে প্রস্তুত করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক—

রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের

আরোগ্য-নিকেতন

১১।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত কতকগুলি শাস্ত্রীয় ঔষধ।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন,

ষড়্‌গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত

মকরধ্বজ।

অনুপান-বিশেষের সহিত এই মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দুর সেবন করিলে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ-জটিল রোগ অতি ত্বরায় সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা মেধা ও কান্তিবর্দ্ধক এবং অগ্নি উদ্দীপক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। শিশুদিগের এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত রোগ এবং প্রসূতিদিগের প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা ত্বরায় বিদূরিত হয়। সর্ব্বপ্রকার শক্তি-বর্দ্ধন করিতে ইহা অদ্ভুত ক্ষমতাশীল। ৭ পুরিয়া ১৷৹ টাকা। এক ভরি ২৪৲ টাকা। সিকি ভরি ৬৲ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—এক ভরি ৮০৲ টাকা। মাশুলাদি ।৵৹ আনা।

বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃত।

শরীর পুষ্টি করিতে হইলে "বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত" যেরূপ হিতকর, আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে সেরূপ আর একটি ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বা রোগ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ঘৃত-সেবন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহা সেবনে অগ্নি, বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের কান্তি, মনের প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের বলবত্তা সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা বাতব্যাধি, উন্মাদ, নষ্টশুক্র ও নষ্টার্ত্তব প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতি-ষেধক। একমাসের মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গলার্থে দেবাদিদেব মহাদেব এই শাস্ত্রীয় মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুক্র, তেজ ও বল বৃদ্ধি হইয়া চিরস্বাস্থ্যকর দীর্ঘ-জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতির নিবারক ও স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। ইহা সেবনের অল্পক্ষণ পরে মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ৭ মাত্রার মূল্য ১৲ টাকা। একত্র ১ মাসের লইলে ৩৲ টাকা। মাশুলাদি ।৵৹ আনা। ৵১ সেরের মূল্য ৮৲ টাকা।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।

নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সদ্যঃফলপ্রদ মহৌষধ। ১ দিন মাত্র সেবনে নূতন মেহ রোগের অসহ্য জ্বালা নিবারিত হয়। জীর্ণ জটিল প্রমেহে ১ সপ্তাহে মন্ত্রশক্তির ন্যায় ক্রিয়া হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগোপাল তৈল।

"এই তৈল ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক, স্ত্রীদিগের গর্ভসংস্থাপক, বাতব্যাধি বিনাশক, এবং শুক্র ও বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। এই তৈল ব্যবহারে বৃদ্ধব্যক্তিও যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন। যথা আয়ুর্ব্বেদে—

স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণ স্তৈলস্যাস্যনিষেবনাৎ।
লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মাদানাং শতং জয়েৎ॥

অর্দ্ধ পোয়ার মূল্য ৫৲; ভিঃ পিঃতে ৫৷৹ টাকা।

অন্যান্য সকল প্রকার ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে ব্যবস্থা এবং আদেশ থাকিলে ভিঃ পিঃতে ঔষধ পাঠান যায়।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত—ম্যানেজার।

Teli—Address.
"Duble :—Calcutta."

Phone No.
2919.

এস্, এন্, ভট্টাচার্য্য।

৫ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একটি কথা ঃ—বাঙ্গালীর এত অল্প বয়সে শরীর খারাপ হইয়া যায় কেন? তাহার আর কিছুই কারণ নয়, শুধু ব্যয়ামের অভাব। অনেক পিতা মাতা ইহা যে বিবেচনার বিষয় বলিয়া মনেই করেন না। একটি ফুটবল কিনিয়া দিলে ৩০।৩৫টি ছেলে অনেক দিন খেলা করিতে পারে। এই খেলার আস্বাদন পাইলে তাহারা আর বেপথে যাইবে না, শরীর সুস্থ ও সবল, সুতরাং মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণ ও স্মরণ শক্তি প্রবল হইবে। ছেলেদের যদি শরীর ভাল করিবার সুযোগ এ সময়ে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কি সাংসার চক্রে পড়িয়া পরে তাহারা আর কখনও শরীর বলশালী করিতে পারিবে?

আমাদের নিকট উৎকৃষ্ট ফুটবল সুলভে পাইবেন। মূল্য ১নং ১৸০ ২নং ২৷০ ৩নং ৩নং ২৸৶০ ও ৩।০ ৪নং ৩৸০ ও ৪৷০ ৫নং ৫৷০, ৬৷০ ভাল ৭৷০ শুধু পাম্প ১৷০, ২৲, ২৷০ শুধু ব্লাডার ১নং ৸৶০ ২নং ১৶০ ৩নং ১।৶০ ৪নং ১৸ ৫নং ২৲।

সকল রকম বাইসাইকেল ও তাহার সরঞ্জাম খুব সুবিধা মূল্যে পাইবেন। তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

সমস্ত সেগুণ কাঠ, ভাল পালিশ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমেরিকান রীড দেওয়ার দরুণ আওয়াজ অত্যন্ত মিষ্ট। সিঙ্গেল্ রীড তিন অক্টেভ সি হইতে সি পর্য্যন্ত ১৮৲ ২০৲ ২৫৲ ৩০৲ ডবল রীড ২৮৲ ৩০৲ ৩২৲ ৪০৲ ৪৫৲।

আমাদের নিকট গানের কল ও শেলাইএর কল পাইবেন।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। বঙ্গাব্দ ১৩২৬—চৈত্র। ৭ম সংখ্যা।

অনুকরণে আমাদের স্বাস্থ্য।*

—— ঃ*ঃ ——

অনুকরণে বাঙ্গালী যেরূপ অভ্যস্ত এরূপ আর পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো জাতি নহে। অনুকরণে বাঙ্গালীর যেরূপ সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এমন সর্ব্বনাশও বুঝি পৃথিবীর মধ্যে কোনো দেশের কোনো জাতির কখনো হয় নাই। আজি যে দেশে সকল জিনিসই দুর্ম্মূল্য, বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ঋতু উপযোগী পরিচ্ছদে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র পায় না, পল্লীবাসী-বাঙ্গালীর চালে খড় জুটে না, পূর্ব্বেকার অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর পতিত প্রাসাদ সংস্কারাভাবে আর মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না, এক কথায় অশন বসন, লোক লৌকিকতা —সকল বিষয়েই বাঙ্গালী বাহিরে যতটাই বড়াই করুক, ভিতরে যে ঐ সকল বিষয় রক্ষার জন্য বাঙ্গালীকে বিষম বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়াছে—ইহার প্রধান কারণই হইতেছে বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রিয়তা। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, রূপ রস-গন্ধাদির বিচার শক্তি লাভের সহিত মরণ কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সাংসারিক সকল বিষয়েই এই অনুকরণ লইয়া জীবন যাপন করিতেছে। ফলে অনুকরণ-প্রিয়তায় বাঙ্গালী এখনকার দিনে অর্থের মুখ আগের অপেক্ষা বেশী দেখিতে পাইতেছে সত্য, কিন্তু আধুনিক সভ্যতা বা ভদ্রতা বজায় রাখিতে গিয়া সে অর্থে কুলাইতে পারিতেছে না। অনুকরণে বাঙ্গালীর অনিষ্ট সাধন ইহারই ফল সম্ভূত।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এই অনুকরণ-প্রিয়তায় আমাদের কম অনিষ্ট হয় নাই। বাঙ্গালী-শিশু যে আগের অপেক্ষা এখন মরিতেছে বেশী ইহা তো সর্ব্ববাদী সম্মত। বাঙ্গালীর পরমায়ু কমিয়া গিয়াছে,—অকাল বার্দ্ধক্য বাঙ্গালীকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে,—নানারূপ রোগ-পীড়নে বাঙ্গালীসমাজ মৃত্যুর

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ সভার ৯ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

ভীষণ মূর্ত্তিকে যখন তখন—অসময়ে—আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইতে না হইতে আলিঙ্গন করিয়া বসিতেছে,—এসকল বিষয়ের মুখ্য কারণও আমরা বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রিয়তা বলিয়া মনে করি।

বাঙ্গালী তো এরূপ ছিল না,—বাঙ্গালীর বল ছিল, বিক্রম ছিল, শৌর্য্য ছিল, বীর্য্য ছিল, শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল। বাঙ্গালী শিশুর মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই চিত্রগুপ্তের খতিয়ানে নাম লিখাইবার আবশ্যক হইত না। ভূরি ভোজনে বাঙ্গালী যশস্বী হইত, ভোজ-নিমন্ত্রণে আয়োজনকারী ভোক্তাকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিত। ভাত-কাপড়ের জন্য প্রায় কোনো বাঙ্গালীকেই গোলামি করিতে হইত না, সকল বাঙ্গালীরই ক্ষেত্রে ধান্য হইত, সম্বৎসর খরচ করিয়াও সে ধান্য ফুরাইত না, কোনো কালে অজন্মার জন্য যদি দেশে দুর্ভিক্ষ হয়—এই আশঙ্কায় উদ্বৃত্ত ধান্য গোলাপূর্ণ হইয়া সঞ্চিত থাকিত। সকল বাঙ্গালীর বাগানেই পরিবার পরিপোষণের উপযোগী তরকারী উৎপন্ন হইত, সে তরকারি বাগানের মালিক নিজে ভোগ করিয়াও প্রতিবাসী পরিজন বর্গকে বিতরণ পূর্ব্বক আনন্দ উপভোগ করিত। পুকুরে মাছ যথেষ্ট হইত,—কোনো আত্মীয় কুটুম্ব অসময়ে অতিথি হইলেও ইহার ফলে পরিচর্য্যার ব্যাঘাত ঘটিত না। ঘরে ঘরে গাভী পালনের ব্যবস্থা ছিল, সে ব্যবস্থায় বাঙ্গালী পরিবারবর্গের সকলেই ভোজনের প্রারম্ভে অল্প বিস্তর ঘৃত এবং ভোজনের পরিসমাপ্তি কালে অন্ততঃ দু'চার হাতাও দুগ্ধান্নভোজনের অপূর্ব্ব সুখ উপলব্ধি করিত। ফলে শরীর রক্ষার উপযোগী অনায়াসলভ্য ঐ সকল আহার্য্য প্রাপ্তির জন্য সেকালের সকল বাঙ্গালীই স্বাস্থ্যসুখ অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইতেন,—কলির নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু লাভ সকলের অদৃষ্টে না ঘটিলেও আশী নব্বই পঁচানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ যে অধিকাংশ বাঙ্গালীরই অদৃষ্টে ঘটিত ইহা সুনিশ্চিত।

এখন বাঙ্গালীর পরমায়ু হইয়াছে ঊর্দ্ধ সংখ্যা পঞ্চাশ। ত্রিশ বৎসরের পরই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়—এবং চল্লিশ বৎসরের পরই সকল বিষয়ের কার্য্যকারী শক্তি কমিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর আয়ুস্কাল ফুরাইবার চিহ্ন সকল যেন প্রকাশ করিতে থাকে। বাঙ্গালী-শিশু যত জন্মগ্রহণ করে,তাহার হাজার করা ১৮৫টি জন্মের পরই কালগ্রাসে পতিত হয়। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট লোক ক্ষয় হয় সত্য, কিন্তু অন্যান্য রোগেও বাঙ্গালীর মৃত্যু কম হয় না। সহরে যক্ষ্মা রোগের প্রাবল্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং অজীর্ণের রোগী এখন শতকরা ৯৯টি বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। অধিকাংশ বাঙ্গালীরই শীর্ণ দেহ, শুষ্ক বদন, কোটরাগত চক্ষু বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-দৈন্যের যেন জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আগে বাঙ্গালী পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মত একটা আদর্শ জাতি বলিয়া যেমন পরিগণিত ছিল, এখন আর তাহা নাই, অনেকে এখনকার বাঙ্গালী জাতিকে ইঙ্গবঙ্গ বলিয়া যে পরিহাস করিয়া থাকেন,বাঙ্গালীর পক্ষে সেই অভিধানই উপযুক্ত বলা যাইতে পারে। রাজভাষা বা ইংরাজী ভাষা না শিখিলে এখনকার দিনে চলিবার উপায় নাই, সুতরাং বাঙ্গালী তাহা শিখুক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু সেই ইংরাজী ভাষা শিখিতে গিয়া বাঙ্গালী যে

নিজস্বের পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে—ইহাইতো হইতেছে বাঙ্গালীর অনিষ্টের মূল। ইংরাজ যে সময় আমাদের দেশে রাজা হইলেন, সে সময় জনকতক বাঙ্গালী যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাহিয়ানার চাকরি পাইলেন বলিয়া বর্দ্ধমান বাঁকুড়ার কৃষিপ্রাণ বাঙ্গালী সে অনুকরণে আত্মহারা হইলেন কেন? দেশে জনকতক লোক ওকালতী পাস করিরা অর্থ উপায়ের পথ সুলভ করিয়া তুলিলেন বলিয়া অনেক বাঙ্গালীকেই ওকালতী পাস না করিলে চলিল না কেন? কয়েকজন ডাক্তার হইলেন বলিয়া অনেক বাঙ্গালীর মস্তিষ্কই ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বিচলিত হইয়া উঠিল কেন? উঠিল উঠিল---সকল বাঙ্গালীরই উপার্জ্জন ক্ষেত্র সহরের নির্ণীত হইয়া পল্লীর সহজ সুলভ উপার্জ্জনের ক্ষেত্র বিসর্জ্জন দিবার কুমতি ঘটাইল কেন? ইহাই তো হইল বাঙ্গালীর অনিষ্টের মূল, এবং সে মূল এখন এমনভাবে গাড়িয়া বসিয়াছে যে, বাঙ্গালী-সমাজকে তাহা হইতে উৎপাটন করা সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে। যাক,—এ সব প্রসঙ্গ অন্যদিন করা যাইবে, আজ যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিল, কিন্তু শুধু বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংরাজী শিখিল না, ইংরাজের সকল আদর্শ গুলিরই অনুকরণ করিতে বাঙ্গালী তন্ময় হইয়া পড়িল। ইংরাজ প্রভাতে উঠিয়া চা পান করেন, বাঙ্গালী প্রাতঃস্নান ভুলিল, সন্ধ্যা গায়ত্রী সব ভুলিল, শয্যা পরিত্যাগ করিতে না করিতেই চায়ের পেয়ালা তুলিয়া রসনেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল,--কিন্তু এটুকু বুঝিল না ইংরাজ জাতির অস্থিমজ্জা শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়া গঠিত, এজন্য সে শরীরে প্রাতঃকালে শ্লেষ্মা বৃদ্ধির সময় 'চা এর মত উষ্ণকর দ্রব্যের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, আমাদের উষ্ণ প্রধান দেশে বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা তেমনি বিষবৎ অনিষ্টকারী। তাহার উপর ইংরাজ কখনও খালি পেটে চা পান করেন না, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে অবস্থায় বাবস্থায় তাহা ভিন্ন অন্য কিছু জুটিবে কি করিয়া? ফলে বাঙ্গালী ইংরাজের চা পানের অনুকরণ করিল বটে—কিন্তু তাহাতেও ইংরাজের আদর্শ টুকু বজায় করিতে পারিল না, কাজেই খালি পেটে চা পানের অবশ্যম্ভাবী ফল যে যকৃতের ক্রিয়ার বিকৃতি প্রাপ্তি বাঙ্গালীকে তাহা ভোগ করিতে হইল! বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে না তো ঘটিবে কাহার?

তাহার পর বাঙ্গালী ইংরাজী শিখিয়া—B.A, MA, পাশ করিয়া, –বিলাত ঘুরিয়া আসিয়া, উকীল হইল, ডাক্তার হইল বটে, কিন্তু সে রোজগারের ক্ষেত্র নির্ণীত হইল কলিকাতায় বা এমন সব সহরে—যে সব স্থানে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী পল্লীর সহজ সুলভ উৎকৃষ্ট দ্রব্য সকল লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নহে। কতকটা এই কারণে—কতকটা বা ইংরাজী শিখিতে গিয়া বাঙ্গালীর চিত্ত বৃত্তির বিপর্য্যায় বশতঃ আমাদের শরীরের উপযোগী পুষ্টিকর আহারীয় হইতে বাঙ্গালী বঞ্চিত হইল। সহরে গাভীপালন দুরূহ ব্যাপার, বহুব্যয় সাধ্য, কাজেই সে মতি প্রবৃত্তি বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া দিতে হইল, যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ কিনিয়া খাইবারও উপায় উপার্জ্জনের তুলনায় থাকিল না। ইংরাজ দুগ্ধ ঘৃত ও মৎস্য যথেষ্টরূপে আহার করুন আর না

করুন মাংস তাঁহাদের প্রাত্যহিক খাদ্য। পক্ষান্তরে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী ইংরাজের পক্ষে মাংস ভক্ষণ যেরূপ ফলদায়ক ? বাঙ্গালা দেশের লোকের পক্ষে তাহা নহে, তা' ছাড়া প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে মাংস ভোজনের শক্তিও বাঙ্গালীর পাকস্থলীতে নাই, আর প্রত্যহ মাংস কিনিয়া ভোজন করাও বাঙ্গালীর অবস্থায় কুলাইবার কথা নহে, বাঙ্গালী প্রত্যহ অর্দ্ধ পোয়া হিসাবে মৎস্যই ভক্ষণ করিতে পায় না, তা' মাংস তো দূরের কথা। ফলে ইঙ্গবঙ্গ বাঙ্গালী—ইংরেজের অনুকরণ সর্ব্ব বিষয়ে করিতে চেষ্টা করিলেও আহারকালে আর সে অনুকরণ বজায় রাখিতে পারিল না। এই জন্যই আদর্শ হারাইয়া বাঙ্গালী মরিতে বসিল।

আগেকার বাঙ্গালী অতি প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ করিত। হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনের পর প্রাতঃস্নান করিত, ভগবানের নাম লইত, তাহার পর, আদা-ছোলাভিজা, মুড়ি নারিকেল, গুড়-চিনি—অবস্থাপন্ন হইলে দু'একটি উপাদেয় সন্দেশ যাহার যাহা জুটিত, —বাঙ্গালী তাহা জলযোগ করিত। তাহার পর শিশুরা প্রাতঃকালেই পাঠাভ্যাসে নিরত হইত, যুবা এবং প্রৌঢ়গণ যাহার যাহা কর্ম্ম থাকিত, প্রাতঃকালেই তাহা সম্পন্ন করিত। দ্বিপ্রহরে বাঙ্গালীর আহারকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল, আহারান্তে শিশু-বৃদ্ধ যুবা-প্রৌঢ় সকলেই কিয়ৎকাল বিশ্রামসুখ উপভোগ করিত। বৈকালে মার্ত্তণ্ডময়ুখ হীনপ্রভ হইয়া আসিলে বাঙ্গালী শিশু আবার পাঠাভ্যাস করিত, কর্ম্মিগণ আবার কর্ম্মে মনোনিবেশ করিত। সন্ধ্যার পর আর কাহারও কোনো চিন্তা থাকিত না, সকল পল্লীতেই এক একটি বৈঠক বা মজলিস বসিত, সে মজলিসে যথেষ্ট তামাক পুড়িত, তাম্রকুটের ধূমে বিভোর হইয়া কর্ম্মশ্রান্ত বাঙ্গালী গল্পগুজব, গানবাজানা, তাসপাশা —এই সব লইয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া দিত। রাত্রি এক প্রহরের পর বাঙ্গালী আবার আহার করিত, ভগবানের নাম লইয়া সুনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিত। ইংরাজী শিখিয়া অনুকরণ স্রোতে আমাদের সে সকল ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রভাতে আদা ছোলা ভিজার পরিবর্ত্তে চা পান—বেলা ৯টার পূর্ব্বেই মাধ্যাহ্নিক আহারের পরিসমাপ্তি ; বিশ্রামের সময় অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, সন্ধ্যার পর ক্লান্ত দেহে আফিস হইতে আসিয়া নানারূপ দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাকালে দুশ্চিন্তার স্বপ্নজালে নিদ্রার ব্যাঘাত—এইরূপে আমাদের এখন জীবন যাপন চলিতেছে। ইংরাজী শিখিয়া সভ্যতার খাতিরে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া গিয়া আমরা আর কৃষিকর্ম্মে বা ব্যবসায় বিস্তারে মনঃসংযোগ করিতে পারিনা. লোকে তাহাতে চাষা বলিবে বা ব্যবসাদার বলিয়া ঘৃণা করিবে, কাজেই লোকলজ্জার খাতিরে আমরা চাকরি করিব,—গোলামি করিব— কাজেই সেই গোলামি বজায় রাখিবার জন্য আমাদের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরে না করিলে উপায় নাই, আমাদের আর বিশ্রাম করিবার সময় কোথায় ?

ইংরাজ দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করেন না— ইংরাজের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরে নির্দ্দিষ্ট, ইহার কারণও তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ইংরাজের জন্মস্থান শীত প্রধান দেশে—ইংরাজের জন্ম ভূমি যে দিন সূর্য্যের মুখ দেখিতে পান সে দিন ধন্যমনা হইয়া থাকেন, কাজেই সে দেশের কর্ম্মকাল দ্বিপ্রহরকালেই উপযুক্ত।

আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সে সময় আমাদের পরিশ্রম করা সহিবে কেন? আমাদের স্বাস্থ্য দৈন্যের ইহাও একটা কারণ।

তাহার পর পোষাক পরিচ্ছদের কথা। ইংরাজের অনুকরণে আমরা এখন যে সকল পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করি—এরূপ পোষাক পরিচ্ছদ আমাদের সেকালে ছিল না। সর্ব্বদা জামা জুতা আঁটিয়া—দেহ খানিকে আলোক রৌদ্র বায়ুর হাত হইতে অব্যাহত রাখিয়া—ভদ্রতা বজায় রাখিবার জন্য সে কালের বাঙ্গালীকে কখন চলিতে হইত না। শিশুর পক্ষেও ভূমিষ্টকালের পরই তাহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল না, তাহাকে উৎকৃষ্ট খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া সূর্য্যকিরণে শয়ন করাইয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল, শিশুর শরীর তাহাতে দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ হইত। এখন ইংরাজী অনুকরণে সে প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই এখন আমাদের দেহ সর্ব্বপ্রকারে আবৃত করিয়া না রাখিলে আর ভদ্রতা রক্ষা চলে না। বয়স্থেরাও সেকালে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করিতেন, সভ্যতা বজায় রাখিতে গিয়া আমরা সে প্রথাও তুলিয়া দিয়াছি, সাবান তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ঘৃত দুগ্ধ-পান ঘুচিয়া গিয়াছে, তৈলমর্দ্দন প্রথা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে,—বাঙ্গালীর দেহ পুষ্টির আর তাহা হইলে রহিল কি? বাঙ্গালী মরিবেনা তো মরিবে কে?

এইবার ধুমপানের কথা। তাম্রকুট কবে আমাদের দেশে আগমন করিয়াছে তাহার সঠিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন—মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয়কালে ইহা আমাদের দেশে মুসলমানদিগের অনুকরণে প্রবেশলাভ করিয়াছে। যাউক অত বিচার করিবার এ ক্ষেত্রে আবশ্যকতা নাই? কিন্তু জলপূর্ণ গুড়গুড়ি বা হুঁকার সাহায্যে তাম্রকুটের ধূম গ্রহণে আমাদের তত অনিষ্ট হয় না—যতটা অনিষ্ট হয় সহজসুলভ সিগারেটের ধূমপানে। এ অনুকরণটা আমরা ইংরাজদিগের নিকট যে শিক্ষা করিয়াছি ইহা খাঁটি সত্যকথা। ইংরাজই আমাদেই দেশে এ নেশা আনিয়া দিয়াছেন। এখন বালক বৃদ্ধ যুবা—সকলেই এই সিগারেটের ধূমপানে উন্মত্ত। বাঙ্গালী প্রতিবর্ষে অসংখ্য পরিমিত অর্থ সিগারেটের ধুম পানে ব্যয় করিতেছে। তামাক সেবনে গল ক্ষত, যক্ষা, হৃদপিণ্ডের নানারূপ পীড়া, অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। সিগারেটে সে অনিষ্ট আরও বেশী সাধিত হয়। কিন্তু অনুকরণ স্রোতটা দেশে এমনই ভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছে যে,—সহজ সুলভ সিগারেটের হাত হইতে আর বালকদিগকেও রক্ষা করিবার উপায় নাই। তাহার পর, প্রকাশ্য হোটেলে বসিয়া আহার করা—জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রস্তুত কিনা বিচার না করিয়া—বাজার হইতে অখাদ্য-কুখাদ্য অমিত অহিত সকল প্রকার খাদ্য কিনিয়া খাওয়া—ছত্রিশ জাতির এবং সকল প্রকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট পাত্রে চা সোডা সরবত পানে কৃত-কৃতার্থ হওয়া—এটাও আমাদের সভ্যযুগে অনুকরণে আনিয়া দিয়াছে। ফলে এই সকল অনুকরণে একদিকে আমাদের অর্থের অপব্যয় তো হইতেছেই—স্বাস্থ্যোন্নোতির বিঘ্নও যে ইহাতে যথেষ্ট ঘটিতেছে—তাহা কেহ ভাবিতেছেন কি?

বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যেও অনুকরণ স্রোতটা এখন পূর্ণভাবে প্রবাহিত। মা-লক্ষ্মীগণও সে

কালের রীতি নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্বামী ভদ্রতা বজায় রাখিবার জন্য বাবু সাজিয়াছেন, তাঁহাদেরও 'বিবি' না সাজিলে উপায় কি? কাজেই সে 'ছড়া ঝাঁট' দেওয়া, বাসন মাজা, ঘর দ্বার পরিষ্কার করা—এ সকল তো মা-লক্ষ্মীগণ এখনকার দিনে পারিয়াই উঠেন না,—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি লইয়া রন্ধন কার্য্যেও তাঁহারা এখন অনভ্যস্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর হেঁসেলে ইহারই ফলে অনুকরণ বজায় রাখিতে গিয়া মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার 'বামুন' ঢুকিয়াছে, দাস দাসীতে গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতেছে, মন্ত্রত্যাগী আচার ভ্রষ্ট—পৈতাগলায় বামুনের দল রন্ধন করিতেছে,—আর আমাদের মহিলাগণ আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া দিবারাত্রি আলস্য এবং অকর্ম্মণ্যতার সহচারিণী হইয়া দিবসের মধ্যে তিনবার করিয়া 'হিষ্টিরিক ফিটে' অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন!

এখন এ সকলের উপায় কি? এ সকলের উপায়ের কথা বলিতে হইলে—মুক্তকণ্ঠে বলিতে হয়—দেশবাসি,আবার সাবেক পদ্ধতি অবলম্বন কর। ইংরাজী পড়—ইংরাজী না পড়িলে চলিবে না—তুমি যে কোনো কর্ম্মই কর—ইংরাজী তোমাকে শিখিতেই হইবে—ইংরাজী না শিখিলে তোমার আর কোনোদিকেই উপায় থাকিবে না—কিন্তু যতটা পার অনুকরণ প্রথাটা পরিহার করিয়া আত্মরক্ষার জন্য মনোযোগী হও। পল্লী ছাড়িয়াছ, কৃষিকর্ম্ম ভুলিয়াছ, ব্যবসায় কল্পনায় তোমার মতি নাই, চাকুরি করিয়া—গোলামি করিয়া—এতদিন উদরান্নের সংস্থান করিয়া আসিয়াছ, সুতরাং সহসা তাহা ছাড়িয়া দিয়া পল্লী ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া আবার তুমি প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বনে আত্মকর্ম্ম পরিগ্রহ কর—এরূপ কথাও সহসা বলিলে চলিবেনা, তবে এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, নিজে যাহা হইয়াছ তাহা থাক্, নিজে যাহা করিতেছ, তাহা কর, কিন্তু বংশধরদিগকে আর সে শিক্ষায় অবসন্ন করিওনা। শিক্ষার জন্য সকলেই পুত্রকে স্কুলে দেন, কলেজে পড়ান,—পুত্র যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটী ডিগ্রি লইয়া বাহির হয়, তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই পুত্র কি করিয়া নিজে খাইবে—পরিবার পোষণ করিবে—সে কথাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখেন কি? তাহা দেখেন না, পড়াইতে হয়, পড়াইয়া যান, পুত্রও পড়িতে হয়, পড়িয়া যায়! কিন্তু রাশি রাশি পুস্তক পাঠে দৃষ্টিশক্তির অবসন্নতার ফলে উপচক্ষু ধারণ করিয়া এবং এক একজন মূর্ত্তিমান ডিসপেপটিক হইয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তখন চাকরি বা গোলামি করা ভিন্ন তাহার তো আর কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং শিক্ষাকালেও তাহার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, কর্ম্মকালেও সে খাটুনির মাত্রা আরও অধিক। সেইজন্য আমার বক্তব্য, আমরা যাহা করিতেছি, তাহা করিয়া যাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে আর উৎসন্ন দিয়া কাজ নাই, শিক্ষা কালেই তাহাদিগকে একট ব্যবসায়ের পন্থা দেখাইয়া দিয়া তাহারা যাহাতে অক্ষত স্বাস্থ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হই। পল্লী মায়া বিসর্জ্জন দিলে চলিবে না,—দেশের যেরূপ অবস্থা আসিতেছে তাহাতে পল্লীর অঙ্কে স্থান লইবার আবার প্রয়োজন হইবে,—দেশের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্থল আমাদের বংশধরদিগের কল্যাণের জন্য এই মহামূল্য কথাটা তাহাদের

মনে ধারণা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক পল্লীর কৃষি আবার জাগিয়া উঠুক,—পল্লীর ব্যবসায় আবার বিস্তৃত হউক—বাঙ্গালী সন্তান ইংরাজী পড়িলেও পল্লীজনোচিত শিক্ষাই তাহার আদর্শ হউক,—সেই অসভ্য জনোচিত শিক্ষাই তাহার অতুলনীয় গর্ব্বের স্থান হউক—সভ্যতার আদর্শ চা চুরুট সিগারেটের প্রচলন দেশ হইতে উঠিয়া যাউক,—বরফ সোডা লেমোনেডের পরিবর্ত্তে সেই অসভ্য যুগের ডাব মিছরির পানা চিনির সরবতে বাঙ্গালী ছেলের রুচি বৃদ্ধি হউক,—দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক ভাবে হোটেলের বহুদূরে বাঙ্গালী বালক আবার অবস্থিতি করুক—বাঙ্গালী জননী নাটক নবেল ছাড়িয়া স্বামীপুত্রকে স্বহস্তে পঞ্চ ব্যঞ্জন সমন্বিত অন্নবিতরণের জন্য ব্যগ্রস্বভাবা হউন,—এক কথায় অনুকরণটা আমরা পরিহার করি,—একটা আদর্শজাতি বলিয়া আমরা আগে যে গর্ব্ব করিতে পারিতাম—সেই গর্ব্ব আবার গরীয়ান হই—সেই প্রাতঃস্নান, সেই পূজাপদ্ধতি,—সেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার বাঙ্গালী সমাজে আবার ফিরিয়া আসুক—ইহাই আমার বক্তব্য। ইহা ভিন্ন আজি আমার অন্য কিছু বলিবার নাই।

শারীর বিদ্যা

অস্থি বর্ণনা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

-:-*-:-

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ, এল, এম, এস)

মধ্য-শরীরের অস্থি।

পৃষ্ঠবংশ—পৃষ্ঠবংশ বা মেরুদণ্ড মধ্য-শরীরের অবলম্বন স্বরূপ। চারিটী শাখা এবং মস্তক পৃষ্ঠবংশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। ইহা সরল নহে, ধনুর ন্যায় বক্রতাবিশিষ্ট। সেই বক্রতাও উপরে, মধ্যে ও নিম্নে বিভিন্ন প্রকার। (নবম চিত্র দেখ)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পৃষ্ঠবংশে ছাব্বিশ খানি অস্থি আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নের দুইখানি ত্রিকাস্থি এবং অনুত্রিকাস্থি নামে অভিহিত। অপর চব্বিশখানি অস্থিকে কশেরুকা বলে। স্থানভেদে কশেরুকা সকল তিনভাগে বিভক্ত। সাতখানি গ্রীবাদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে গ্রীবাকশেরুকা বলে; বারখানি পৃষ্ঠদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে পৃষ্ঠ কশেরুকা এবং পাঁচখানি কটিদেশে থাকে বলিয়া উহাদিগকে কটী-কশেরুকা বলা হয়।

কশেরুকাগুলি বলয়াস্থি অর্থাৎ মধ্যে বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট। গ্রীবা হইতে কশেরুকাগুলি নিম্নদিকে ক্রমশঃ স্থূলতর। উহারা উপরে ও নীচে পরস্পরের সহিত সন্ধিযুক্ত।

প্রত্যেক কশেরুকার একটী কশেরুপিণ্ড ও একটী কশেরুচক্র আছে, প্রত্যেক কশেরুচক্রের দুইদিকে দুইটি মূল আছে, উহারা কশেরুপিণ্ডে সংযুক্ত। প্রত্যেক কশেরুপিণ্ডের সাতটী প্রবর্দ্ধন (বর্দ্ধিত অংশ) আছে, যথা—উপরে দুইটী ও নীচে দুইটী সন্ধি প্রবর্দ্ধন, দুইটী বাহু ও একটী পৃষ্ঠকণ্টক। প্রত্যেক কশেরুচক্রমূলের উপরে ও নিম্নে এক একটী করিয়া ছিদ্রার্দ্ধ আছে। দুইখানি কশেরুকাস্থি মিলিত হইলে সংযোগস্থলে ছিদ্রটী পূর্ণ হয়। প্রত্যেক কশেরুকার দুইদিকের এইরূপ দুইটী ছিদ্রের ভিতর দিয়া সুষুম্না কাণ্ড হইতে স্থূল নাড়ীসকল নির্গত হইয়া যায়। সুষুম্নাকাণ্ড কশেরুকাগুলির অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ ছিদ্র বা সুষুম্নাবিবর' মধ্যে থাকে।

নবম চিত্র—পৃষ্ঠ বংশ।*
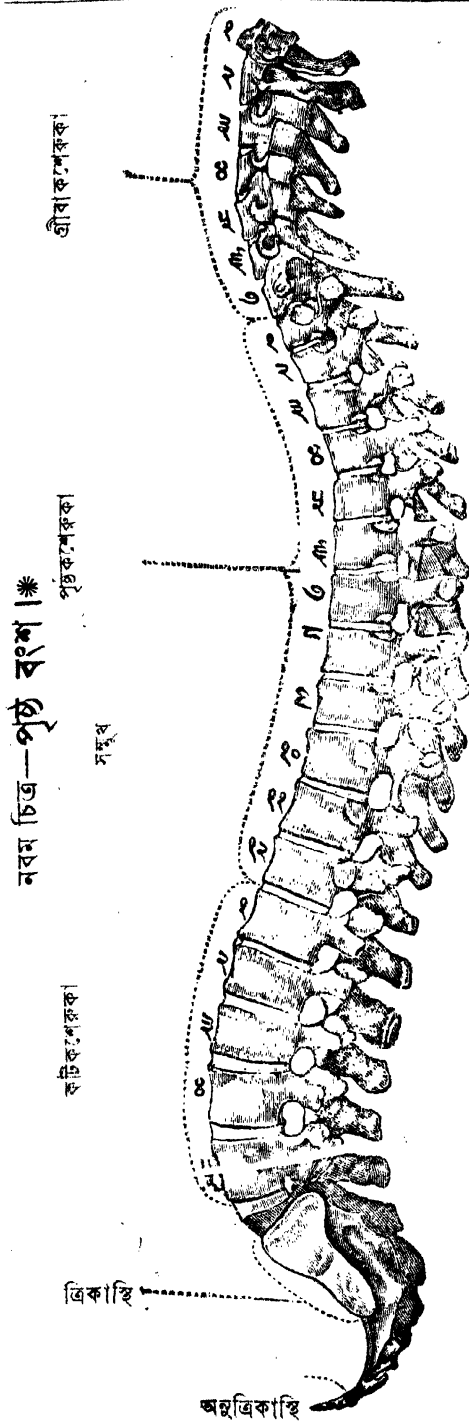
* ইং—Vertebral column—ভারটিব্রাল কলম বা Spine—স্পাইন্। কশেরুকা Vertebra—ভারটিব্রা।

গ্রীবাকশেরুকা—প্রথমা গ্রীবা কশেরুকার নাম 'চূড়াবলয়া'। উহার ঊর্দ্ধভাগ মস্তকের পশ্চাৎ-কপালের সহিত এবং নিম্নভাগ দ্বিতীয় কশেরুকার সহিত সন্ধিযুক্ত।

[দশম চিত্র—প্রথমা গ্রীবাকশেরুকা—চূড়াবলয়া]
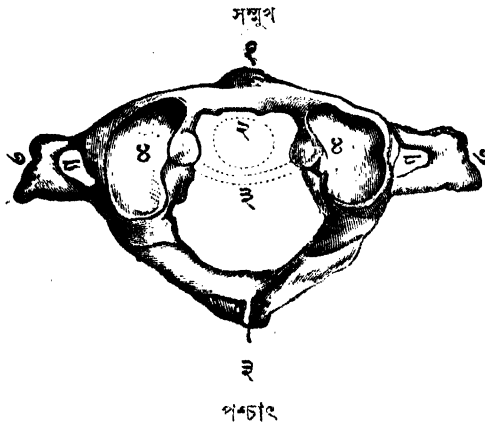
সম্মুখ

পশ্চাৎ

১—কশেরুপিণ্ড। ২—দন্তপ্রবর্দ্ধনকের নিবেশ ও তৎসহ সন্ধির স্থান। ৩—'মধ্যরজ্জুকাখ্য' স্নায়ুর নিবেশ স্থল। ৪—পশ্চাৎ কপালের মূলকোটিদ্বয়ের সহিত সন্ধির স্থান। ৫—সুষুম্না-বিবর। ৬—পৃষ্ঠকণ্টক। ৭,৭—বাহুপ্রবর্দ্ধনকদ্বয়। ৮—মাতৃকাছিদ্রদ্বয়।

দ্বিতীয়া কশেরুকার নাম 'দন্তচূড়া'। ইহার চূড়াকার পিণ্ডভাগ প্রথম কশেরুকার সুষুম্না-বিবরের সম্মুখে যে ছিদ্র আছে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। যদি উদ্বন্ধন বা আঘাতাদি বশতঃ

[একাদশ চিত্র—দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকা-দন্তচূড়া]

ঊর্দ্ধ

অধঃ
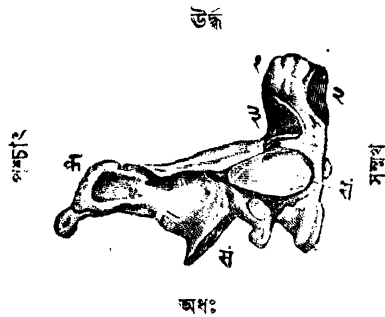
১—দন্তপ্রবর্দ্ধনক। ২—চূড়াবলয়ার পিণ্ডের পশ্চাদ্‌ভাগের সহিত সন্ধির স্থান। ৩—'মধ্যরজ্জুকা' স্নায়ু বিবর্ত্তনের খাত। ক—পৃষ্ঠকণ্টক। সং ১—উর্দ্ধতন সন্ধি-প্রবর্দ্ধন। সং২—অধস্তন সন্ধি প্রবর্দ্ধন।

দন্তচূড়ার দন্তাকার অংশ ভগ্ন বা চূড়াবলয়ার ছিদ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে

তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকার নাম 'মহাকণ্টকিনী'। ইহার মহাকণ্টক অন্যান্য গ্রীবাকশেরুকার ন্যায় দ্বিধা ভিন্ন নত এবং এত কণ্টক 'গ্রীবাধরা' স্নায়ুরজ্জু সম্বদ্ধ থাকে। গ্রীবাকশেরুকাগুলির দুই পার্শ্বে 'মাতৃকা ছিদ্র' নামক ধমনী প্রবেশের ছিদ্র আছে।

[দ্বাদশ চিত্র—পৃষ্ঠ কশেরুকা]
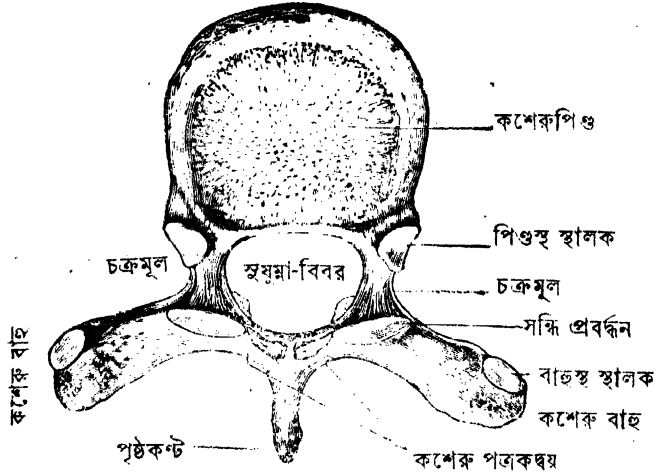
পৃষ্ঠ কশেরুকা—এই সকল কশেরুকার দুইদিকে পর্শুকা সংযোগের জন্য দুইটী করিয়া স্থালক যুক্ত বৃহৎ বাহু আছে। ইহাদের পৃষ্ঠকণ্টকগুলি দীর্ঘ ও বর্ত্তুলাকার।

কটি-কশেরুকা—এই কশেরুকাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পার্শ্বে আয়ত। ইহাদের বাহুপ্রবর্দ্ধনগুলি ছোট ও ত্রিমুখ। পৃষ্ঠকণ্টকগুলি ছোট, স্থূল এবং কুঠারাগ্র।

ত্রিকাস্থি*—ইহা দৃঢ়সংযুক্ত পাঁচখানি কশেরুকা দ্বারা নির্ম্মিত, প্রায় ত্রিকোণাকার এবং বৃহৎ ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট অস্থি। ইহার নির্ম্মাপক পাঁচখানি অস্থি বাল্যকালে পৃথক্ থাকে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এক হইয়া যায়। পাঁচখানি অস্থির সংযোগস্থলে চারিটী রেখাচিহ্ন থাকে এবং প্রত্যেক রেখাচিহ্নের সম্মুখে দুইটি এবং পশ্চাতে দুই দিকে দুইটী করিয়া মোট ষোলটী ছিদ্র থাকে। এই সকল ছিদ্র দিয়া স্থূল নাড়ীগুচ্ছ সকল ত্রিকাস্থির সম্মুখভাগে এবং পশ্চাদ্ ভাগে নির্গত হইয়া যায়, ত্রিকাস্থির ঊর্দ্ধভাগ পঞ্চমী কটি-কশেরুকার সহিত, উভয় পার্শ্ব শ্রোণিফলক নামক অস্থিদ্বয়ের সহিত এবং নিম্নভাগ অনুত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। ইহাদের অবয়বগুলির নাম চিত্রে দ্রষ্টব্য।

* ইং—Sacrum—সেক্রম।

[ত্রয়োদশ চিত্র—ত্রিকাস্থি]
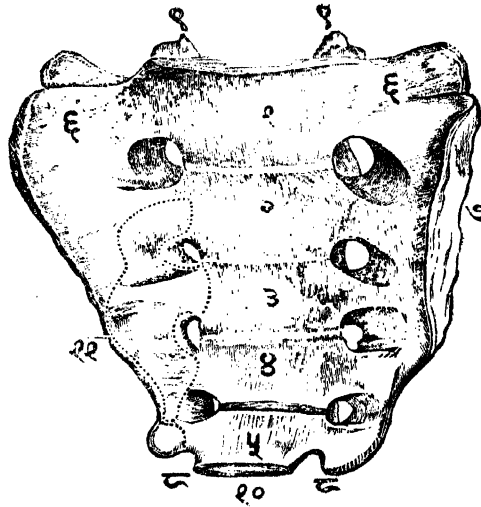
১, ২, ৩, ৪, ৫—ত্রিকাস্থি নির্ম্মাপক কশেরুকাগুলির সূচক। ৬, ৬—ত্রিকপক্ষদ্বয়। ৭,৭—শ্রোণিসন্ধির চিহ্ন। ৮,৮—অনুত্রিকাস্থির সহিত সন্ধির স্থান। ৯, ৯—ত্রিকশৃঙ্গাখ্য সন্ধি-প্রবন্ধনক, পঞ্চম কটি-কশেরুকার সহিত সন্ধির স্থান। ১০—ত্রিকমূল। ১১—শুণ্ডিকাখ্য পেশীর নিবেশ স্থান।

অনুত্রিকাস্থি*—এই ক্ষুদ্র অস্থি-সংঘাতটী ত্রিকাস্থির নিম্নে অবস্থিত এবং
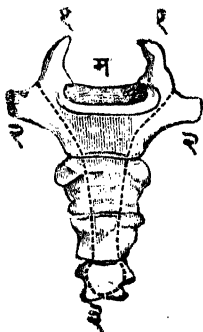
[চতুর্দ্দশ চিত্র—অনুত্রিকাস্থি]

১,১—শৃঙ্গদ্বয়। ম—অনুত্রিকপিণ্ড। ২,২—স্নায়ুরজ্জু সংযোগের জন্য দুইটি প্রবন্ধনক। ৩—অনুত্রিকাগ্র।

কতকটা শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্রাগ্র। ত্রিকাস্থির ন্যায় ইহাও চারখানি, কখন বা পাঁচখানি কশেরুকা অস্থির সংযোগে নির্ম্মিত হয়। ইহার উর্দ্ধভাগ ত্রিকাস্থির সহিত সংযুক্ত। ত্রিকাস্থির প্রথমা কশেরুকা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। অপর খণ্ডগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া অনুত্রিকাস্থির শেষ ভাগে লাঙ্গুলের ন্যায় হইয়াছে। ইহাই বহু ক্ষুদ্রকশেরুকাময় অস্থিমালা স্বরূপে গবাদি পশুর পুচ্ছাস্থি নির্ম্মাণ করে।

শ্রোণিফলকণ†—এই দুইখানি বৃহৎ

* ইং—Coccyx—ককসিক্স।

† ইং—Os Innominate—অস্ ইনোমিনেট্।

কপালাস্থি মধ্যে ত্রিকাস্থির ও নিম্নে দুইটী উর্ব্বস্থির সহিত সংযুক্ত। বাল্যকালে প্রত্যেক শ্রোণিফলক তিনভাগে বিভক্ত থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় যৌবনে পরস্পর মিলিত হইয়া একখানি অস্থিতে পরিণত হয়। যৌবনে তিনখানি অস্থির সংযোগস্থল রেখাঙ্কিত থাকে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে ঐ রেখাগুলি মিলাইয়া যায়। দুইখানি শ্রোণিফলক পশ্চাতে ত্রিকাস্থিসহ এবং সম্মুখ ভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া একটী গহ্বরের সৃষ্টি করে। উক্ত গহ্বর বস্তিগহ্বর নামে আখ্যাত। পুরুষের বস্তিগহ্বর গভীর এবং অল্প আয়ত, কিন্তু স্ত্রীলোকের বস্তিগহ্বর অগভীর এবং গর্ভধারণের জন্য বৃহৎ ও আয়ত।

[পঞ্চদশ চিত্র—শ্রোণিফলক]

অধঃ

১, ২, ৩, ৪ বংক্ষণোদুখল। তন্মধ্যে ১—ভগাস্থির অংশ, ২—জঘনকপালাংশ, ৩—কুকুন্দরাস্থির অংশ, ৪—তিনখানি অস্থির সংযোগকেন্দ্র। সং সং সং—তিনটি রেখা অস্থিত্রয়ের সন্ধানসূচক। ৫—জঘনকপালের সীমা। ৬ ভগাস্থির উত্তরশৃঙ্গ। ৭—কুকুন্দরাস্থি। ৮—শ্রোণিগবাক্ষ। ৯, ১০ জঘন কপালের অধস্তন ও উৰ্দ্ধতন অগ্রকুট। ১১, ১২—ভগাস্থি মুণ্ড বা ভগপীঠ। ১০ চিহ্ন হইতে উৰ্দ্ধ দিক দিয়া ১৫ পর্য্যন্ত অংশ—জঘনপক্ষ এবং উহার ধারা জঘনধারা। ১৩—জঘনচূড়া। ১৪, ১৫—জঘনকপালের উৰ্দ্ধতন ও অধস্তন পশ্চিমকুট। ১৬। গৃধ্রসীদ্বার। ১৭—কুকুন্দর কণ্টক। ১৮—কুকুন্দর দ্বার। ১৯—কুকুন্দর পিণ্ড। ২০—ভগাস্থির অধর শৃঙ্গ। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী সমূহের নিবেশ স্থল। পেশী বর্ণনাধ্যায়ে বর্ণনীয়।

শ্রোণিফলকের প্রধান অংশ তিনটী— (১) জঘন কপাল, (২) কুকুন্দরাস্থি, (৩) ভগাস্থি। ইহাদের অবয়ব সমূহের বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

(১) জঘনকপাল—ইহা জঘনপক্ষ এবং বংক্ষণোদুখল—এই দুইভাগে বিভক্ত। পক্ষবৎ প্রশস্ত উপরিভাগকে 'জঘনপক্ষ' বলে। জঘন- পক্ষের দুইটী তল, বাহ্যতল এবং আভ্যন্তরতল। জঘন পক্ষের বাহ্যতলে বা জঘনপৃষ্ঠে 'নিতম্ব পিণ্ডিকা' নামে তিনটী পেশী সংযুক্ত থাকিয়া নিতম্ব (পাছা) নির্ম্মাণ করে। আভ্যন্তর তল বা জঘনোদর ঈষৎ খাতগর্ভ। ইহাতে 'কোষ্ঠ-ভূমিকা' পেশী সংসক্ত থাকে। জঘনকপালের উভয় তলের মধ্যবর্ত্তী উন্নত পরিধিকে 'জঘন-ধারা' বলে। উহার উচ্চতম প্রদেশ 'জঘন- চূড়া' নামে আখ্যাত। জঘনচূড়ার সম্মুখে দুইটী ও পশ্চাতে দুইটী উন্নত কূট আছে, উহারা যথাক্রমে উৰ্দ্ধতন অগ্রকূট ও অধস্তন অগ্রকূট এবং উৰ্দ্ধতন পশ্চিমকূট ও অধস্তন পশ্চিমকূট নামে অভিহিত হয়। জঘনোদরের অধোভাগে বস্তিগহ্বরের উৰ্দ্ধসীমাভূত 'বস্তি- কণ্ঠিকা' নামে স্থূল ও উন্নত রেখা আছে। ইহার পশ্চাতে কর্ণপালির ন্যায় আকার বিশিষ্ট 'ত্রিকস্থালক' নামক ত্রিকসন্ধিস্থান। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে 'পৃষ্ঠবংশধারিণী' পেশীসকল সংবদ্ধ থাকে।

জঘনপক্ষের পশ্চাৎ দিকের তোরণাকার দ্বারকে 'গৃধ্রসীদ্বার' বলে। এই দ্বার দিয়া 'গৃধ্রসী' নাড়ী ও তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী এবং 'শুণ্ডিকা' পেশী নির্গত হয়।

জঘনকপালের বহির্দ্দিকে নিম্নভাগে 'বংক্ষণোদুখল' নামক যে উদূখলাকার গহ্বর আছে, তন্মধ্যে উর্ব্বস্থির মুণ্ড প্রবেশ করিয়া সংহিত হইয়া থাকে।

(২) কুকুন্দরাস্থি—ইহা শ্রোণি ফলকের অধস্তন অংশ এবং প্রায় অৰ্দ্ধচন্দ্রাকার। বর্ণনাসৌকর্য্যার্থ ইহাকে বংক্ষণোদুখলাংশ, কুকুন্দরপিণ্ড এবং কুকুন্দরকূট—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

বংক্ষণোদুখলাংশ—বক্ষণোদুখলাংশের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ত্রিকোণাকার নিম্নাংশ মাত্র কুকুন্দরাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার নিম্নে ও পশ্চাতে যে ত্রিকোণপ্রায় প্রবৰ্দ্ধনক

আছে তাহাকে 'কুকুন্দর কণ্টক' বলে। ইহার নিম্নভাগে যে ক্ষুদ্র তোরণাকার খাত আছে, তাহা 'কুকুন্দরদ্বার' নামে অভিহিত। এই কুকুন্দরদ্বারের ভিতর দিয়া 'অন্তঃস্থা শ্রোণিগবাক্ষিণী' পেশী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও নাড়ী সকল বস্তিগহ্বরে প্রবেশ করে।

কুকুন্দর পিণ্ড – ইহা শ্রোণিফলকের নিম্নতন অংশ। মনুষ্য উপবেশন করিলে এই অংশের উপর সমস্ত শরীরের ভার পড়ে।

কুকুন্দরকূট—ইহা কুকুন্দরপিণ্ডের উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার সম্মুখবর্ত্তী শৃঙ্গ ভগাস্থির নিম্নমুখ শৃঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া শ্রোণিগবাক্ষের সম্মুখ সীমা নির্ম্মাণ করে।

(৩) ভগাস্থি – শ্রোণিফলকের সম্মুখ বর্ত্তী অংশকে ভগাস্থি বলে। ইহা যোনি বা লিঙ্গের অধিষ্ঠানভূত। মুণ্ড, উত্তরশৃঙ্গ এবং অধরশৃঙ্গ ভেদে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। ভগাস্থির মধ্যস্থিত মুণ্ডবৎ অংশকে ভগমুণ্ড, ভগপীঠ বা লিঙ্গপীঠ বলে। ইহার অন্তঃসীমা অপর ভগাস্থির সহিত সংহিত হয়। ভগমুণ্ডের পশ্চাদ্‌ভাগের উন্নত অংশকে উত্তরশৃঙ্গ বলে। ইহা শ্রোণিগবাক্ষের উর্দ্ধ পরিধিভূত এবং উহার উর্দ্ধসীমা অভ্যন্তরস্থ 'বস্তিকণ্ঠিকা' রেখাঙ্কিত ও বস্তিগুহার উর্দ্ধ সীমাভূত। এই শৃঙ্গের শেষ প্রান্ত দ্বারা বংক্ষণোদূখলের ত্রিকোণাকার উর্দ্ধাংশ নির্ম্মিত হয়। অধরশৃঙ্গ ভগাস্থিমুণ্ডের নিম্ন দিয়া বহির্গত হইয়া কুকুন্দরকূটের সহিত সঙ্গত এবং শ্রোণিগবাক্ষের সম্মুখের পরিধিভূত। ইহার সম্মুখ ধারায় শিশ্নের মূলবন্ধন সংলগ্ন থাকে।

অংসফলক* —স্কন্ধপৃষ্ঠের দুইদিকে দুইখানি ত্রিকোণপ্রায় পক্ষবৎ বিস্তৃত যে কপালাস্থি আছে, উহাদের নাম অংসফলক। অংসফলকদ্বয় অংসসন্ধির পশ্চাদ্ভাগ হইতে নিম্নে সপ্তম পর্শুকার মূল পর্য্যন্ত তির্য্যক্‌ ভাবে অবস্থিত। উহাদের বহিঃসীমার উর্দ্ধ ও সম্মুখভাগ অক্ষক ও প্রগণ্ডাস্থিদ্বয়ের সহিত সংসক্ত এবং অন্তঃসীমা ও অন্যান্য প্রদেশ কেবল পেশী দ্বারা আবদ্ধ। চারিদিকে পেশী দ্বারা আবদ্ধ থাকায় অংসফলক সহজেই চারিদিকে বিবর্ত্তিত হইতে পারে।

* ইং—Scapula—স্ক্যাপুলা।

[ষোড়শ চিত্র—বাম অংসফলক]
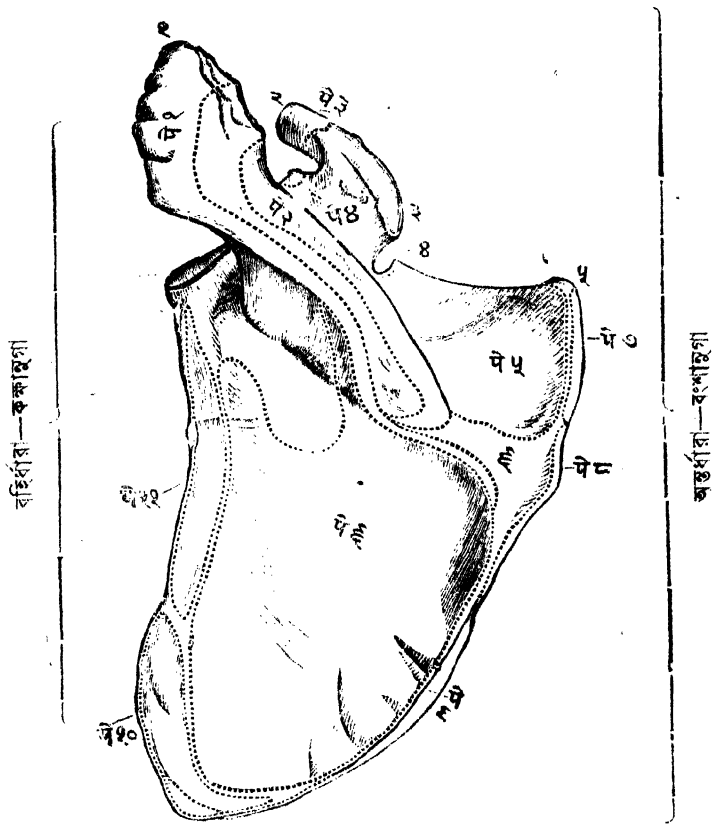
১ হইতে ৬—পর্য্যন্ত অংসপ্রাচীর। ১—অংসকূট ২—অংসতুণ্ড। ৩—অংসাক্ষকসংযোজনী ও তুণ্ডাংসক সংযোজনী স্নায়ুর নিবেশ স্থল। ৪—অংসশিরকোটর। ৫—অন্তঃকোটি। ৬—অংসপ্রাচীরের মূলদেশ। এই স্থানে 'পৃষ্ঠপ্রচ্ছদাখ্যা' পেশী শ্লেষ্মধরা কলার ব্যবধানে বিবর্দ্ধিত হয়। ৮—বহিঃকোটিস্থ অংসপীঠ নামক স্থালক। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

অক্ষকাস্থির সহিত সংহিত অংসফলক অংসচক্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুইটী অংসচক্র পেশী ও স্নায়ু সংযুক্ত হইয়া অংসসন্ধির উপরে সন্ধিরক্ষক বর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত।

এক একটী অংসফলক চারিভাগে বিভক্ত, যথা,—অংসপ্রাচীর, অংসতুণ্ড, অংসপীঠ এবং অংসকপালিকা।

অংসপ্রাচীর—ইহা অংসকপালের পশ্চাতে তির্য্যক্ ভাবে অবস্থিত এবং খড়্গের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। এই অংশ ত্বকের অধোভাগে স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। ইহা দ্বারা

অংসপৃষ্ঠ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে যথা,—'উত্তর' বা উপরের অংসপৃষ্ঠ এবং 'অধর' বা নিম্নের অংসপৃষ্ঠ।

অংসপ্রাচীরের সর্পফণার ন্যায় এবং উচ্চাবচ সম্মুখ ভাগকে 'অংসকূট' বলে। উহার অগ্রভাগে 'অংসতুণ্ড সংযোজনী' স্নায়ু এবং পশ্চাতে 'অংসচ্ছদা' ও 'পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা' পেশী সংবদ্ধ থাকে।

অংসতুণ্ড—অংসফলকের চূড়ায় অবস্থিত কাকতুণ্ডাকার বহির্মুখ প্রবর্দ্ধনককে 'অংসতুণ্ড' বলে। ইহাতে 'তুণ্ডাক্ষক সংযোজনী' এবং 'তুণ্ডাংসক সংযোজনী' স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে।

অংসপীঠ—অংসকূটের অধোভাগে অংসফলকের বহিঃকোটিস্থিত স্থালকের নাম 'অংসপীঠ'। ইহার পরিধিতে সন্নিবিষ্ট স্নায়ুকোষের মধ্যে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড বিবর্ত্তিত হয়।

অংসকপালিকা—ইহা অংসফলকের প্রধান অংশ এবং ত্রিকোণ কপালাকার। ইহার দুইটী তল—সম্মুখতল এবং পশ্চিমতল। সম্মুখভাগ খর্পরাকার, ইহাতে 'অংসান্তরিকা' পেশী সংলগ্ন থাকে। পশ্চিমতল অংস প্রাচীরের দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। এই দুইভাগে উত্তরা ও অধরা 'অংসপৃষ্ঠিকা' পেশী সংলগ্ন হয়।

অংসকপালিকার তিনটী ধারা—ঊর্দ্ধধারা, অন্তর্ধারা এবং বহির্ধারা। ইহারা যথাক্রমে ঊর্দ্ধ, অন্তঃ ও বহিঃসীমারূপে অবস্থিত। তদ্ব্যতীত বহিঃকোণ, অন্তঃকোণ এবং অধঃকোণ নামে ইহার তিনটী সুব্যক্ত কোণ আছে। তন্মধ্যে বহিঃকোণ অংসপীঠে পরিণত। অন্য দুইটী কোণ ত্বকের নিম্নে অনুভব করা যায়।

অংসকপালিকার ঊর্দ্ধধারায় অংসতুণ্ডমূলে যে কোটর আছে, তাহাকে অংসকোটর বলে। এই কোটরের ভিতর দিয়া 'অংসারোহিণী' নাড়ী, সিরা ও ধমনী পৃষ্ঠের দিকে বিনির্গত হয়। বহির্ধারা কক্ষের (বগলের) সীমাভূত বলিয়া 'কক্ষানুগা ধারা' নামে অভিহিত। অন্তর্ধারা ধনুকের ন্যায় বক্রাকার এবং পৃষ্ঠবংশের সমীপস্থ বলিয়া 'বংশানুগা ধারা' বলিয়া কথিত। অন্যান্য পেশীনিবেশ পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়।

অক্ষকাস্থি*—অংসমূল হইতে উরঃফলকে সংসক্ত ধনুর ন্যায় ঈষদ্ বক্রাকার নলকাস্থির নাম অক্ষকাস্থি বা জত্রু। কণ্ঠের দুইদিকে দুইথানি অক্ষকাস্থি স্পর্শ দ্বারা অনুভব করা যায়। সাধারণে ইহারা 'কণ্ঠার হাড়' নামে পরিচিত। ইহাদের অন্তঃসীমা উরঃফলকের সহিত এবং বহিঃসীমা অংসফলকের অংসকূটের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

অন্যান্য নলকাস্থির ন্যায় অক্ষকাস্থিও দুইপ্রান্ত (অন্তঃপ্রান্ত ও বহিঃপ্রান্ত) এবং মধ্যনলক —এই তিন ভাগে বিভক্ত।

অন্তঃপ্রান্ত—অক্ষকাস্থির অন্তঃপ্রান্তে দুইটী সন্ধিচিহ্ন দেখা যায়। তন্মধ্যে উপরের চিহ্ন উরঃফলকের পার্শ্বদেশের সহিত এবং নিম্নের চিহ্ন প্রথমা উপপর্শুকার সহিত সন্ধির জন্য। ইহার নিম্নভাগে যে বন্ধুর স্থান আছে, উহা 'পর্শুকাক্ষকসংযোজনী' স্নায়ুর নিবেশ স্থল।

* ইং—Clavicle—ক্লাভিক্যাল্।

[সপ্তদশ চিত্র—বাম অক্ষকাদি]

(সম্মুখ হইতে দৃষ্ট)
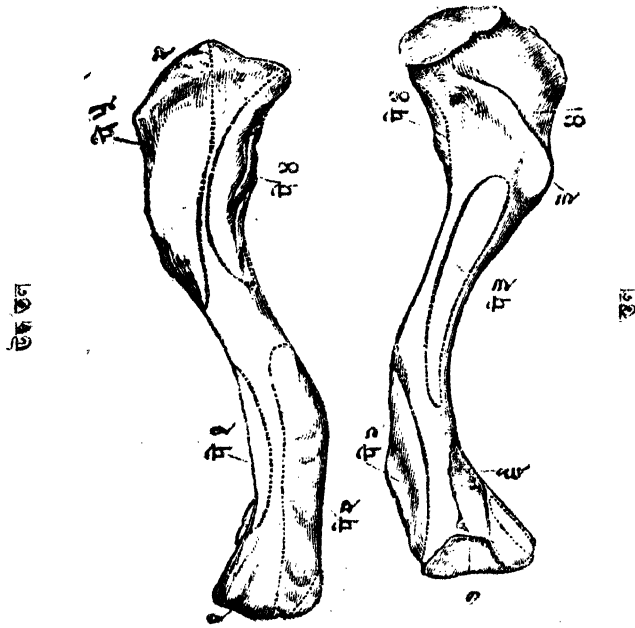
বহিঃপ্রান্ত

অন্তঃপ্রান্ত

চিত্রদ্বয়ের বামটী উর্দ্ধতলের ও দক্ষিণটী অধস্তলের দৃশ্য। ১—অন্তঃপ্রান্ত (উরঃফলাভিমুখ)। ২—বহিঃপ্রান্ত (অংসাভিমুখ)। ৩—'ত্রিকোণিকাখ্য' স্নায়ু সংযোগের জন্য অর্ব্বুদ। ৪—'চতুরস্রিকা' স্নায়ু সংযোগের জন্য তিরশ্চীনা রেখা। ৫—অংসকূটের সহিত সন্ধির স্থান। ৬—পর্শুকাক্ষকসংযোজনী' স্নায়ু সংযোগের জন্য বন্ধুর স্থান। ৭—প্রথম পর্শুকার উপরিভাগের সহিত সন্ধির চিহ্ন। 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

বহিঃপ্রান্ত—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত অংসকূটের সহিত 'অংসাক্ষক সংযোজনী' স্নায়ুর দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

মধ্যনলক—ইহা দুই স্থানে ধনুর ন্যায় বক্রাকার, বহিরর্দ্ধে উত্তান এবং অন্তরর্দ্ধে কুব্জ। অন্তরর্দ্ধের পরিধি দণ্ডবৎ গোল, কিন্তু বহিরর্দ্ধ চ্যাপ্টা। বহিরর্দ্ধের অধোভাগে যে অর্ব্বুদবৎ উৎসেধ আছে তাহাতে 'ত্রিকোণিক স্নায়ু এবং উক্ত অর্ব্বুদ হইতে উদ্গত তির্য্যক্‌রেখায় 'চতুরস্রিকা" স্নায়ু সংবদ্ধ থাকে। পেশীনিবেশগুলি যথাস্থানে বর্ণনীয়।

উরঃফলক*—এই ফলকাকার অস্থি বক্ষঃস্থলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত—শিখরস্থ প্রথম খণ্ড 'গ্রৈবেয়ক' নামে, মধ্যস্থ দ্বিতীয় খণ্ড 'মধ্যফলক' নামে এবং অধঃস্থ তৃতীয় খণ্ড 'অগ্রপত্র' নামে অভিহিত। তৃতীয় খণ্ড প্রথম বয়সে তরুণাস্থিময় থাকে। এই তিনখণ্ডে সংহিত অস্থির উভয়পার্শ্বে উপপর্শুকা নামক পর্শুকাসংযোজক তরুণাস্থি সকল সম্বদ্ধ থাকে।

[অষ্টাদশ চিত্র]

উরঃফলক ও উপপর্শুকা
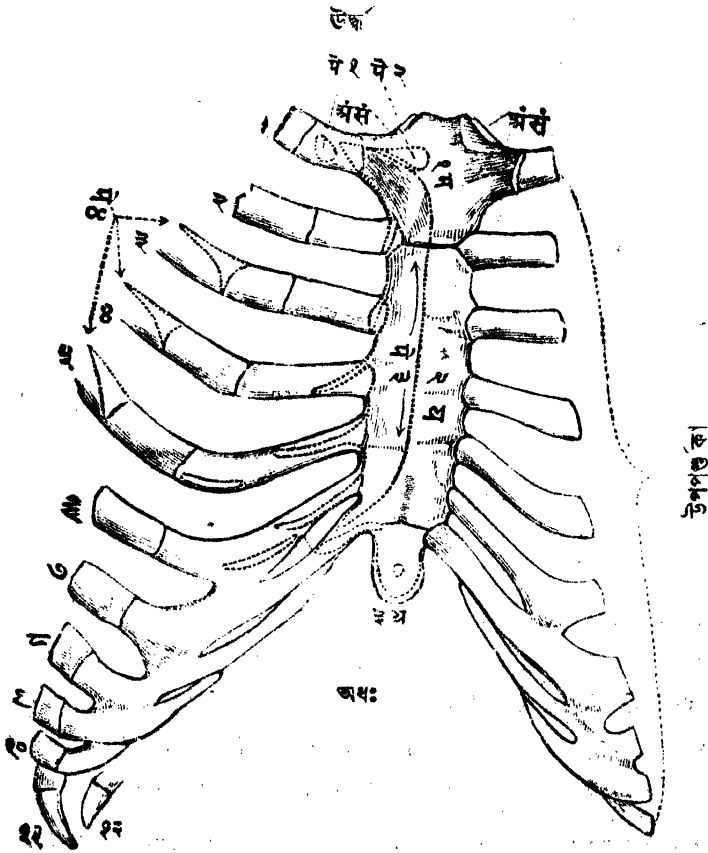
১ম, ২য়, ৩য়—উরঃফলক। তন্মধ্যে ১ম গ্রৈবেয়ক নামক প্রথম খণ্ড। ২য় মধ্যফলক নামে দ্বিতীয় খণ্ড। ৩য় অগ্রপত্র নামে তৃতীয় খণ্ড। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২,—উপপর্শুকা সহিত পর্শুকাগ্র। দক্ষিণ দিকে কেবল উপপর্শুকা পৃথক দেখান।

* ইং—Sternum—ষ্টার্নম্।

হইয়াছে। অং, সং,—অক্ষক সন্ধি চিহ্ন। ক—কণ্ঠকূপ। 'পে' চিহ্নিত স্থান গুলি পেশীনিবেশ স্থল। যথাস্থানে বর্ণনী

গ্রৈবেয়ক—ইহা কণ্ঠমূলে অবস্থিত উরঃফলকের ষট্‌কোণ প্রথম খণ্ড। ইহাতে ছয়টী স্থালক আছে; তন্মধ্যে দুইটি স্থালক অক্ষকাস্থিদ্বয়ের সহিত, দুইটী প্রথমা উপপর্শুকাদ্বয়ের সহিত এবং অপর দুইটি দ্বিতীয়া উপপর্শুকাদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার শীর্ষদেশে যে খাত আছে তাহা 'কণ্ঠকূপ' নামে খ্যাত। ইহার নিম্নভাগ দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত, উভয়খণ্ড মিলিত হইয়া প্রায় একই অস্থিতে পরিণত হয়।

মধ্যফলক—উপরিভাগে প্রথম খণ্ডের সহিত এবং অধোভাগে তৃতীয় খণ্ডের সহিত সংসক্ত। ইহা চারিখণ্ড অস্থির সংঘাত দ্বারা নির্ম্মিত, ঐ চারিখণ্ড অস্থি বাল্যকালে পৃথক থাকে। ইহার এক এক পার্শ্বে উপপর্শুকা সংযোগের জন্য ছয়টি করিয়া স্থালক আছে।

অগ্রপত্র—উরঃফলকের ক্ষুদ্রতম নিম্নস্থ খণ্ড। ইহা তরুণাস্থিবহুল, কিন্তু বার্দ্ধক্যে সম্পূর্ণ কঠিন হইয়া যায়। যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ ইহার অগ্রভাগ উন্নত হইলে লোকে 'অগ্রমাংস' হইয়াছে বলিয়া থাকে। ইহার ঊর্দ্ধপ্রান্ত মধ্যফলকের সহিত সংবদ্ধ এবং ইহার সম্মুখ ভাগে 'উরঃপ্রচ্ছদা' পেশীর মধ্যকণ্ডরা ও পশ্চাতে উদরাভ্যন্তরস্থ 'মহা প্রাচীর' পেশীর অগ্রভাগ সংযুক্ত হইয়া থাকে।

পর্শুকা * —উরঃপঞ্জরের বেষ্টনভূত পর্শুকাগুলি ধনুর ন্যায় বক্রাকার এবং স্থিতিস্থাপক ভাবে আবদ্ধ। এক পার্শ্বে বারখানি করিয়া দুই পার্শ্বে চব্বিশখানি 'পর্শুকা' বা 'পার্শ্বক' (পাঁজরা) আছে। ইহাদের পশ্চাদ্‌ভাগ পৃষ্ঠকশেরুকাগুলির পিণ্ডের সহিত এবং প্রথম দশখানির সম্মুখভাগ উপপর্শুকা নামক তরুণাস্থি সমূহের সহিত সংবদ্ধ। বারখানি পর্শুকার মধ্যে প্রথম সাতখানি উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ দীর্ঘতর এবং এই সাতখানির দ্বারা প্রধানতঃ উরঃপঞ্জর নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'মুখ্যপর্শুকা' বলে। এই সাতখানি পর্শুকা স্ব স্ব অগ্রভাগস্থিত উপপর্শুকার সাহায্যে উরঃফলকাস্থির সহিত সম্বদ্ধ। অধঃস্থিত অপর পাঁচখানি পর্শুকা ক্রমশঃ হ্রস্বতর এবং উরঃফলকের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংবদ্ধ নহে। এইজন্য ইহারা 'গৌণ পর্শুকা' নামে অভিহিত। অষ্টমী, নবমী ও দশমী পর্শুকা' স্ব স্ব অগ্রভাগস্থিত উপপর্শুকা দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী পর্শুকার সহিত সংবদ্ধ। একাদশী ও দ্বাদশী পর্শুকার অগ্রভাগ বিমুক্ত অর্থাৎ কাহারও সহিত সংযুক্ত নহে।

সাধারণতঃ প্রত্যেক পর্শুকার ছয়টী অঙ্গ আছে। যথা, মুণ্ড, অর্ব্বুদ, গ্রীবা, কোণ, কাণ্ড, এবং অগ্রকোটি।

মুণ্ড—পর্শুকার পশ্চাৎ প্রান্তকে মুণ্ড বলে। মুণ্ডে দুইটী গোলাকার স্থালক আছে এবং ঐ দুইটী স্থালক সাধারণতঃ দুইটী পৃষ্ঠকশেরুকাপিণ্ডের উপরের ও নীচের অর্দ্ধ স্থালকের সহিত সংবদ্ধ হইয়া থাকে।

* ইং—Ribs রিবস্।

অর্ব্বুদ—মুণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থালকাঙ্কিত পিণ্ডের নাম অর্ব্বুদ। কশেরুকার বাহুস্থিত স্থালকের সহিত অর্ব্বুদের সন্ধি হইয়া থাকে।

গ্রীবা—মুণ্ড এবং অর্ব্বুদের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম গ্রীবা।

কোণ—গ্রীবার সম্মুখস্থ কোণাকার অংশের নাম কোণ। এই স্থানের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন ভগ্ন স্থান জোড়া দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ বাল্যকালে অস্থিখণ্ডগুলি পৃথক্ থাকে, এই স্থানেই যৌবনে জুড়িয়া যায়।

কাণ্ড—পর্শুকার ধনুর ন্যায় বক্রাকার মধ্যভাগকে কাণ্ড বলে। ইহার দুইটী ধারা আছে—অধোধারা এবং উর্দ্ধধারা। অধোধারায় একটী পরিখা বা খাঁজ আছে এবং সেই পরিখায় 'পর্শুকানুগা' সিরা, ধমনী ও নাড়ী অবস্থিতি করে।

অগ্রকোটি—পর্শুকার সম্মুখপ্রান্তের নাম অগ্রকোটি। এই স্থান উচ্চাবচ এবং উপপর্শুকার সহিত সন্ধিযুক্ত।

[ঊনবিংশ চিত্র—বিশিষ্ট পর্শুকা]
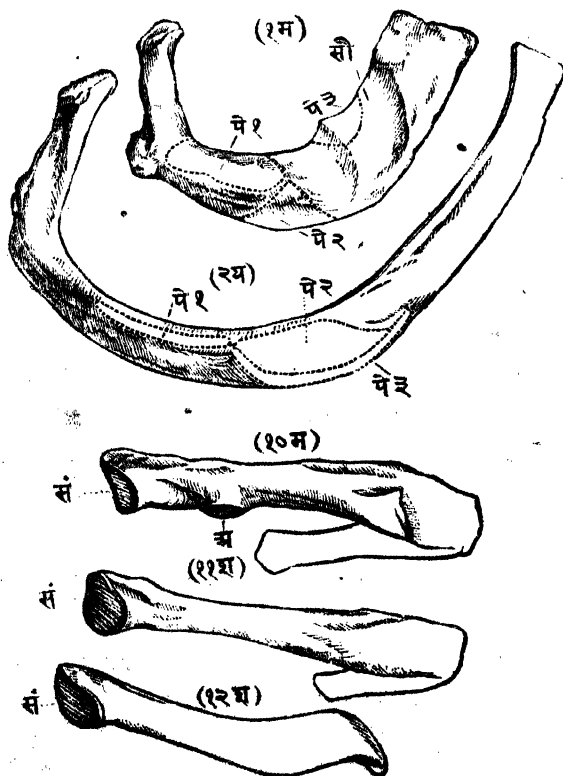
১ম—প্রথমা পর্শুকা। ২য়—দ্বিতীয়া। ১০ম দশমী। ১১শ—একাদশী। ১২শ—দ্বাদশী। অ—অর্ব্বুদ। ক—কোণ। সং—মুণ্ডস্থ স্থালক। প্রথমা পর্শুকায় ১,২—'অক্ষকাধরিকা' সিরা ও ধমনী ধারণের খাত। পে—চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল। (পেশ্যধ্যায়ে বর্ণনীয়)

তৃতীয় হইতে নবমী পর্শুকার আকৃতি বর্ণিত হইল। প্রথমা, দ্বিতীয়া, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী পর্শুকার যে বিশিষ্ট লক্ষণ আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে—

প্রথমা পর্শুকা—ইহা হ্রস্বতম এবং কাস্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার মুণ্ড ও স্থালক ক্ষুদ্রতম এবং কোণ বিশিষ্ট। কাণ্ড আয়ত, কাণ্ডের ঊর্দ্ধতলে 'অক্ষকাধরিকা' সিরা ও ধমনী ধারণের জন্য দুইটি খাঁজ আছে এবং নিম্নতলে বহু পেশী সন্নিবিষ্ট।

দ্বিতীয়া পর্শুকা—ইহা প্রথমা পর্শুকা অপেক্ষা দীর্ঘতর এবং ইহার ঊর্দ্ধতলে দুইটী পেশী সন্নিবিষ্ট।

দশমী পর্শুকা—ইহা হ্রস্ব এবং কতকটা বড়িশের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। ইহার মুণ্ডে একটী স্থালক আছে এবং কোণটী কাণ্ডের মধ্যগত।

একাদশী পর্শুকা—ইহাতে অর্ব্বুদ নাই, কোণ আছে।

দ্বাদশী পর্শুকা—একাদশী পর্শুকার ন্যায়। অধিকন্তু ইহাতে কোণও নাই।

উপপর্শুকা*—ইহাদের সংখ্যা পর্শুকার ন্যায় এবং ইহারা এক প্রান্তে পর্শুকা ও অপর প্রান্তে উরঃফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত। প্রাচ্যমতে উপপর্শুকাগুলি তরুণাস্থি বলিয়া অস্থিসংখ্যায় গণিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাতীচ্য মতে ইহাদের অস্থি বলিয়া গণনা করা হয় না।

উরঃপঞ্জর।*

আমরা পূর্ব্বে যে উরোগুহার কথা বলিয়াছি তাহা উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত। উরঃ-পঞ্জরের পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠবংশ, দুই পার্শ্বে পর্শুকাগুলি এবং সম্মুখে উপপর্শুকা ও উরঃফলক অবস্থিত। ইহা উপর হইতে নিম্নদিকে ক্রমশঃ আয়ত এবং নিম্নদিকে 'মহাপ্রাচীর' পেশী দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রধানতঃ শ্বাসনলীর সহিত দুইটা ফুস্‌ফুস্, অন্ননলী এবং স্থূল মহাসিরাদ্বয় ও মহাধমনী প্রভৃতি সংযুক্ত হৃদয় উরঃপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত।

(ক্রমশঃ)

* ইং—False Ribs—ফল্‌স রিব্‌স্।

* ইং—Thorax—থোরাক্স

শিশু পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি, এ, সরস্বতী।

শিশুর পক্ষে যাহা অত্যাবশ্যক। বিশুদ্ধ বায়ু। শিশু যে ঘরে সর্ব্বদা থাকে সে ঘরের জানালা-দরজা দিবাভাগে সব সময়েই উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে। রাত্রিতেও শিশুর গায়ে বাতাস না লাগে অথচ ঘরে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু আসে—এরূপ ভাবে জানালা কিংবা দরজা খুলিয়া রাখিবে। জানালা কিংবা দরজা কিছু খুলিয়া ও কিছু বন্ধ করিয়া রাখিবে না। সেই অল্প ফাঁক দিয়া বাতাস জোরে ঘরের ভিতর ঢুকিলে তাহা শিশুর গায়ে লাগিলে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বায়ুই জীবন, শিশু যেন সর্ব্বদা ইহার মধ্যে থাকে।

রৌদ্র। বাড়ীর মধ্যে যে ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রৌদ্র আসে, সেই ঘরে শিশুকে রাখিবে। কোন রোগের বীজাণু রৌদ্রে বাঁচিতে পারে না, রৌদ্র সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট করে।

উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য মাতৃদুগ্ধ। তাহার অভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক গাধার, গাভীর কিংবা ছাগ দুগ্ধ অথবা অন্য কোন কৃত্রিম দুধ দেওয়া উচিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেহ গঠনোপযোগী উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য শিশুকে দিবে।

নিয়ম মত আহার। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া শিশুকে আহার করাইবে। দুইবার আহারের মধ্যে অন্য কিছুই শিশুকে কখনো খাইতে দিবে না। প্রতিদিন ঠিক নিয়ম মত সময়ে যাহাতে শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহা দেখিবে। প্রতিদিন যথা সময়ে শিশু যাহাতে নিদ্রা যায় এরূপ অভ্যাস করাইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত যাহাতে নিদ্রা হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। শিশুর আহার, নিদ্রা, কোষ্ঠপরিষ্কার নিয়মবদ্ধ করিতে পারিলে শিশু এবং তাহার মাতা উভয়েই আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে।

স্নান। শিশুর স্নান অতি সত্বরতার সহিত সম্পাদন করিবে। স্নানের পূর্ব্বে গরম জল, বস্ত্রাদি সমস্তই গুছাইয়া তবে স্নান আরম্ভ করিবে

উপযুক্ত বস্ত্র। শিশুর বস্ত্রাদি হাল্‌কা ঢিলা, আরামদায়ক, সচ্ছিদ্র এবং যাহা সহজে খোলা এবং পরান যায় এরূপ হইবে।

পরিচ্ছন্নতা। শিশুর সম্পর্কিত সমুদয় দ্রব্যই যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, শয্যা, খাট, আহার্য্য দ্রব্যের বাসন পত্র, বোতল প্রভৃতি যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিবে। শিশু এত দুর্ব্বল যে কোন রোগের বীজাণুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি তাহার দেহে নাই। সুতরাং মাতা দেখিবেন যে, কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা যেন শিশুর নিকটে না আসে, কারণ অপরিচ্ছন্নতার মধ্যেই রোগের বীজাণু থাকে।

ফুটন্ত জল (Boiled Water)। যে সব স্থানের জল বিশুদ্ধ নহে, তথাকার জল

ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া শিশুকে খাইতে দিবে,। স্নানের জলও ফুটান উচিত।

নিদ্রা। শিশুকে মাতার সহিত এক শয্যায় কখনো শোয়াইবে না। তাহাকে প্রথম হইতেই পৃথক শয্যায় শুইতে অভ্যাস করাইবে। কেবল আহারের সময় শিশুকে জাগাইবে।

শিশুর বাসগৃহ। (Nursery).

বাড়ীর মধ্যে যে ঘরে সর্ব্বপেক্ষা বেশী রৌদ্র আসে এবং বায়ু চলাচল করে সেই ঘরে শিশুকে রাখিবে। শিশুর জন্য একটি পৃথক ঘর রাখিবার সুবিধা না হইলে বাড়ীর যে ঘরে বেশী রৌদ্র ও বায়ু আসে সেই ঘরেই শিশুকে বেশীক্ষণ রাখিবে। শিশুর সুখ-সুবিধা সর্ব্বাগ্রে, তা'রপর পরিবারের অন্য সকলের সুখ সুবিধা দেখিবে। শিশু যাহাতে ভাল থাকে সেই দিকে পরিবারের সকলেই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি রাখিবেন। একটি চারাগাছকে অন্ধকারে রাখিলে তাহা যেরূপ শুকাইয়া যায়, শিশুকেও অন্ধকার ও বয়ুচলাচলহীন স্থানে রাখিলে সে সেইরূপ অকালে শুকাইতে থাকে। আমাদের দেশে রৌদ্রের অভাব নাই। কিন্তু সহরের জনাকীর্ণ পল্লীর অন্ধকার-বাড়ীগুলির মধ্যে এমন অনেক ঘর আছে, যে, সেই ঘরে কখনো রৌদ্র প্রবেশ করে না। এই কারণে ম্যালেরিয়া শূণ্য পল্লীগ্রামের রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে শিশু যেমন বেশ সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, সহরে তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুকে পল্লীগ্রামের রৌদ্র ও বিশুদ্ধ বায়ুর মধ্যে রাখিতেই পরামর্শ দেন।

শিশুর ঘরে যে সমস্ত দ্রব্যাদি থাকিবে তাহা যেন বেশ পরিষ্কার করিয়া ধৌত করা যায়। এমন কোন জিনিস রাখিবে না যাহা ধৌত করিলে নষ্ট হইতে পারে। ঘরে শিশুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কোন বাহুল্য জিনিস বা অধিক গৃহসজ্জার দ্রব্য রাখিবে না। তাহা হইলে অধিক ধুলা জমিয়া তাহাতে রোগের বীজাণু স্থান পাইতে পারে। ঘরে শিশুর আনন্দদায়ক এবং চক্ষের তৃপ্তিকর বর্ণে রঞ্জিত নানা প্রকার পশুপক্ষীর ছবি রাখিলে শিশু আমোদ পাইতে পারে এবং শিক্ষাও হয়। শিশুকে যে খেলানা দিবে তাহা যেন বেশ নরম হয় এবং ময়লা হইলে ধৌত করা যায়। কোন প্রকার রঙ মাখান খেলানা শিশুকে কখনো দিবে না। শিশুকে এমন খেলানা দিবে যাহা তাহার পক্ষে শিক্ষাপ্রদ হয়। যাহা পায় তাহাই মুখে দেয়। রঙ মুখে গেলে শিশুর ঘোরতর অনিষ্ট হইতে পারে।

দিবাভাগে শিশুর ঘরের জানালা-দরজা সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে। রাত্রিতেও একটি দরজা বা জানালা খুলিয়া রাখিবে, যাহাতে বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে আসিতে পারে। শিশুর ঘরে অধিক লোক শুইবে না। অনেক লোকের শ্বাস প্রশ্বাসে ঘরের বায়ু শীঘ্রই বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং সেই বায়ু শিশুও টানিয়া লয়। ইহাতে তাহার স্বাস্থ্য শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যায়। শিশুর ঘরে কেবল শিশু এবং তাহার মাতা পৃথক শয্যায় শুইলেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়।

শিশুর ওজন।

সুস্থ সবল শিশুর ওজন কত হওয়া উচিত তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রত্যেক মাতা বুঝিতে পারিবেন।

বয়স	ওজন
জন্মকালে	৩½ সের
এক মাস	৪½ „
দুই মাস	৫½ „
তিন মাস	৬ „
চারি মাস	৬½ „
ছয় মাস	৮ „
এক বৎসর	১১ „

(জন্মকালীন ওজনের তিন গুণ)

জন্মিবার প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনে শিশুর ওজন জন্মকালের ওজন অপেক্ষা কমিয়া যায় কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার বাড়িয়া উঠে। উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল সাধারণতঃ শিশুর ওজন গড়ে ঐরূপ হয়। অকাল-প্রসূত শিশুর ওজন এবং আকার ইহা-পেক্ষা অনেক কম হয়। ৭।৮ মাসে প্রসূত শিশুর ওজন কখন কখন ১½ সের হইতে দেখা যায়। এরূপ শিশু প্রায়ই বাঁচে না! কিন্তু ২ সের ওজনের শিশুকে কোন কোন মাতা সুস্থ সবল করিয়া বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন এরূপ দেখা গিয়াছে। এরূপ মাতা সবিশেষ প্রশংসার্হ। সুস্থ শিশুর ছয় বৎসর বয়সের সময় তাহার ওজন জন্মকালীন ওজন অপেক্ষা ছয়গুণ অধিক হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে, কেবল ওজনের আধিক্যই শিশুর সবলতা ও সুস্থতার পরিচায়ক নহে। অনুপযুক্ত শ্বেতসার বিশিষ্ট পদার্থ খাইলেও শিশু মোটা ও ভারি হইতে পারে, কিন্তু তাহার মাংস পেশী ও হাড় দৃঢ় না হইলে তাহা সুস্থতার পরিচয় দেয় না। অতএব মাতা দেখিবেন যে, শিশুর বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার মাংসপেশী ও হাড় দৃঢ় হইতেছে কিনা।

জন্মের প্রথম ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে শিশুর ওজন যদি না বাড়ে তাহা হইলে তাহার খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। শিশু যদি মাতৃ দুগ্ধই খায়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধ ভাল নহে, সুতরাং মাতার দুগ্ধের উন্নতি সাধনে মনোযোগী হইতে হইবে কিংবা বুঝিতে হইবে যে, মাতার দুগ্ধ শিশু তেমন উপযুক্ত রূপে পাইতেছে না। অথবা অন্য কোন কারণ থাকিলে তাহা বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দুর্ব্বল শিশুরা মাতার দুগ্ধ তেমন টানিয়া খাইতে পারে না বলিয়া অনেক সময় দেহবর্দ্ধনোপযোগী খাদ্য পায় না। এইরূপ শিশুদিগকে মাতার দুগ্ধের সহিত অন্য দুগ্ধ দিতে হইবে।

শিশুর দেহ সন্তোষজনকরূপে বাড়িতেছে এবং পুষ্ট হইতেছে কিনা তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

(১) শিশুর ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে

(২) থলথলে না হইয়া দৃঢ় হইবে এবং চর্ম্মের রঙ পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজ্ঞাপক হইবে।

(৩) শিশু সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবে।

(৪) তাহার সুনিদ্রা হইবে।

(৫) নিয়মিতরূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

৬। উপযুক্ত সময়ে দন্তোদ্গম হইবে।

(৭) দ্বিতীয় বর্ষের শেষ ভাগে মস্তকের দুই ভাগ জুড়িয়া যাইবে।

(৮) নবম মাসের শেষে শিশু বসিতে পারিবে। শিশু নিজে বসিতে পারিবার পূর্ব্বে তাহাকে কখনো বসাইবে না, বসাইলে সর্ব্বদা ঠেস দিয়া বসাইবে।

(৯) একাদশ মাসে শিশু হামাগুড়ি দিবে।

(১০) দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভেই হাঁটিতে

পারিবে। শিশু নিজে হাঁটিবার পূর্ব্বে তাহাকে জোর্ করিয়া হাঁটাইবে না।

বল পাইলে সে নিজেই হাঁটিবে। অনেক শিশুকে জোর করিয়া হাঁটাইতে গিয়া চির-জীবনের মত বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

(১১) দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি কথা বলিবে।

সুস্থ শিশুর সম্বন্ধে এই নিয়মগুলি সাধারণতঃ খাটে। দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকালপ্রসূত শিশুদের কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের সম্বন্ধে কোন নিয়মই নাই। ৭।৮ মাসে প্রসূত শিশু সাধারণ শিশু অপেক্ষা অনেক দেরীতে কথা বলে ও হাঁটে।

শিশুর কোষ্ঠ কাঠিন্য।

শিশুর শারীরিক অবস্থা শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার আছে কিনা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। দাস্ত অনিয়মিত হইলে কিংবা দাস্তে দুগ্ধের ছানার সাদা সাদা অংশ থাকিলে শিশুর খাদ্যের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর খাদ্য পরিপাক হইতেছে না, যকৃতের ক্রিয়া ভাল-রূপে হইতেছে না।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর অন্ততঃ একবার দাস্ত হওয়া উচিত, চারি পাঁচবার হইলেও ক্ষতি নাই। দাস্তের প্রকৃতি (character) ও রং যেমন হইবে—তদনুসারেই শিশুর সুস্থতা ও অসুস্থতা বুঝিতে হইবে। বারে অধিক হইলেও দাস্ত যদি ভাল হয় তবে ক্ষতি নাই।

শিশুর জন্মের পর কয়েকদিন পর্য্যন্ত এক প্রকার কাল, গন্ধহীন, আলকাতরার ন্যায় পদার্থ বাহির হয়। ইহাই শিশুর প্রথম দাস্ত। এইরূপ দাস্ত দিনে তিনবার হইতে ছয়বার হয়। ইহার ইংরাজি নাম maconium এই পদার্থ দ্বারা বিধাতা শিশুর জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার পাকস্থলীর delicate lining আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। ইহা বাহির করিবার জন্য কখনো কোন জোলাপ দিবে না এবং তাহার প্রয়োজনও হয় না। শিশুর জন্মের পরই মাতার দুগ্ধ আঠার মত থাকে, দুগ্ধের মত তরল হয় না। এইরূপ দুগ্ধ পান করিলেই শিশুর পেটে যত কাল পদার্থ থাকে সব বাহির হইয়া যায়। ইহা সব বাহির হইয়া গেলে সুস্থ শিশুর দাস্তের রঙ হরিদ্রাবর্ণের এবং নরম হয়। এইরূপ দাস্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশুর কোন অসুখ নাই।

কঠিন, শুষ্ক, crumlely দাস্ত হইলে বুঝায় যে, শিশুর মেদময় খাদ্যের আবশ্যক। সবুজ বর্ণের দাস্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, শিশু যে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে তাহা তাহার পক্ষে অনুপযোগী অথবা তাহার পেটে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

Slimy দাস্ত হইলে বুঝায় যে, তলপেটে inflammation কিংবা কোন গোলমাল হইয়াছে। সাবান জলের পিচকারী দিলেও এইরূপ দাস্ত হয়। জলের মত দাস্ত হইলে পেটের অসুখ বুঝায়।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণ দুইটি হইতে পারে।

(১) শিশুর bowels দুর্ব্বল হইতে পারে।

(২) শিশুর খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে মেদময় পদার্থ (fat) নাই।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য (constipation) কখনো থাকিতে দিবে না। পনের দিনের হইলেই প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে শিশুর কোষ্ঠ যাহাতে পরিষ্কার হয়—এরূপ অভ্যাস করাইবে। প্রতিদিন কয়েকমিনিট ধরিয়া শিশুর পেটের

উপর হাত দিয়া ঘর্ষণ করিলে কোষ্ঠকাঠিন্যের উপকার হয়। মাতা—শিশুকে কোলের উপর শোয়াইয়া পেটের দক্ষিণদিকের নিম্নদেশ হইতে উপর দিকে নাভির উপর দিয়া বাম দিকের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত ঘর্ষণ করিবেন। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এইরূপ দশমিনিট ধরিয়া করিলে বেশ উপকার দেখা যায়। বয়স্ক বালক বালিকাদিগেরও এই প্রথাতে বেশ উপকার হয়।

মাতৃদুগ্ধে পালিত শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য মাতার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য হয়। মাতার খাদ্যে মেদময় পদার্থের অভাব—তাঁহার কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণ। সুতরাং মাতা বিশেষ ভাবে তাঁহার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং যাহাতে তাঁহার দাস্ত নিয়মিত হয় তিনি তাহা দেখিবেন। তাহা হইলেই শিশুরও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হইবে। মাতা অনাবশ্যক রূপে জোলাপ লইবেন না। যদি কখনো তাহার প্রয়োজন হয়, তবে মৃদু জোলাপ লইবেন, যাহাতে শিশুর কোন অনিষ্ট না হইতে পারে।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে তাহাকে—

(১) কডলিভার অয়েল ¼ চামচ দিনে তিনবার দেওয়া। প্রয়োজন হইলে মাত্রা বাড়ান যাইতে পারে।

(২) গরম জল কিংবা ফুটন্ত জল ঠাণ্ডা করিয়া বড় চামচের এক চামচ আহারের মাঝখানে দিনে তিনবার দিলে উপকার হয়। প্রাতঃকালের আহারের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে গরম জল পান করাইলে শিশুর দাস্ত পরিষ্কার হয়।

(৩) ফলের রস শিশুর পক্ষে খুব উপকারী। আঙ্গুর, কমলালেবু, ফিগ সিদ্ধ করিয়া তাহার রস এক চা চামচ শিশুকে দিবে।

(৪) কালমেঘের পাতার রস ১০ ফোঁটা হইতে ৩০ ফোঁটা কিংবা পাতা বাটিয়া বড়ি করিয়া একটা বড়ি খাওয়াইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

(৫) আমাদের দেশে শিশুকে প্রথম মাস হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত আলুইয়ের বড়ি খাওয়ান হয়। ইহা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইহাতে তাহার যকৃতের কার্য্য ভাল হয়।

সময় সময় পিচকারি দিয়া দাস্ত করাইবার প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিক উপায়ে এবং ঔষধ দিয়া দাস্ত না হইলে তবে পিচকারী দিবে। লবণ জলের পিচকারী দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। গ্লিসারিণ এবং সাবান জলের পিচকারী দিলে পেটে irritasion হয়। কখনো glyccrine এবং সাবান জলের পিচকারী শিশুকে দিবে না। এক পাইণ্ট অল্প গরম জলে এক চা-চামচ লবণ মিশাইয়া সেই জলের এক চা-চামচ হইতে আট চা-চামচ লইয়া পিচকারী দিবে। লবণ জল bowelsকে tone করে এবং কখনো irritate করে না। শিশুকে কখনো castoroil দিবে না। ইহা পেটের মাংসপেশীকে শক্ত করে বলিয়া শিশুর আরো কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। শিশুকে পিচকারী দিয়া দাস্ত করাইবার অভ্যাস করাইবে না। যখন অন্য কোন উপায় না থাকিবে তখনই কেবল পিচকারী দিবে।

(ক্রমশঃ)

অস্ত্রোপচার।

-ঃ*ঃ-

ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য—এল্, এম্, এস্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। হার্ণিয়া সেরিব্রাই, মস্তিষ্কের শোথ।

হার্ণিয়া সেরিবাই অর্থাৎ মস্তিষ্ক বাহির হওয়ার কারণ—

আভ্যন্তরিক সন্তাপ দূরীভূত না হওয়া। পচন দোষের জন্য প্রায়ই ইহা হইয়া থাকে। এইরূপ উপসর্গ উপস্থিত হইলে, অভ্যন্তরে কোথায় সন্তাপ রহিয়াছে তাহার অনুসন্ধান সর্ব্বাগ্রে করিবে। কেননা সেই কারণ দূরীভূত করিতে পারিলেই মস্তিষ্ক আপনা হইতে প্রবিষ্ট হইয়া যাইবে।

মস্তিষ্কের যে অংশ বাহির হইয়া পড়ে, প্রায়ই দেখা যায়, তাহার ভিতরে পুয সঞ্চিত থাকে, কখনও বা ছোট ফুস্কুড়ির মতও দেখিতে পাওয়া যায়। সে পুয বাহির করিয়া দিলেই কারণ দূরীভূত হয়।

মস্তিষ্কের হার্ণিয়ার অধিকাংশই গ্রানুলেশন বিধান দ্বারা গঠিত হয়, মস্তিষ্কের বিধান খুব কমই থাকে, সুতরাং তাহা স্ক্রেপ করা চলে। স্ক্রেপের পর সেইস্থানে কার্ব্বলিক অ্যাসিড্ প্রয়োগ করা যায়। এজন্য রোগীকে 'ক্লোর-ফর্ম্ম" করিবার প্রয়োজন হয় না। কেননা মস্তিষ্কের বহির্গত অংশ নিজেই সংজ্ঞাহীন।

মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে একটি আলোক বিহীন কক্ষে স্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে। রোগীকে কথা কহিতে দিবে না, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেও দিবে না।

অন্ত্র পরিষ্কারের জন্য -তেউড়ী মূল বা হরীতকী মূলের জোলাপ দিবে। ডাক্তারী মতে ক্যালোমেল দিবার ব্যবস্থা।

কিন্তু, ডিউরামেটারের রক্তস্রাব জন্য ট্রিফাইনি, করিলে, এত সাবধান হইবার দরকার করে না, এরূপ অস্ত্রোপচারের পরই রোগী উঠিয়া বসিতে পারে। ঘা শুকাইলেই রোগী আরোগ্য হইল—ইহাও মনে করা চলে।

অস্ত্রোপচারের পর প্রদাহ উপস্থিত হইলে, দেহের উত্তাপও খুব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এরূপ ঘটনা প্রায় তৃতীয় দিবসে ঘটিয়া থাকে।

মস্তিষ্ক বিধানের যে কোন অস্ত্রোপচার হউক না কেন, অস্ত্রোপচারের পর ৫।৬ মাস মস্তিষ্ক পরিচালনার কার্য্য হইতে বিরত থাকা উচিত। অন্ততঃ ২।৩ মাস পড়া শুনা করা একেবারেই ছাড়িতে হয়।

হেয়ারলিপ অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, পচন, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, শ্বাসরোধ।

এইরূপ অস্ত্রোপচারের পর, যে স্থলে—

অস্থি সংশ্লিষ্ট হয় সেই স্থলে—কখনও সামান্য পচন দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ রোগীর বলরক্ষার জন্য পথ্যের বিধিমত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রোগীর মুখ গহ্বর পরিষ্কার রাখাও দরকার।

শ্বাস কৃচ্ছ্রের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, রোগীর অধর নিম্ন দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবে। এইরূপ মাঝে মাঝে করিলে, সহজে মুখের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে।

হেয়ার পিন প্রয়োগ করা হইয়া থাকিলে অস্ত্রোপচারের দ্বিতীয় দিনে উহা বাহির করিয়া লইবে। যদি রৌপ্যতার (ফিস্‌গাট) দিয়া সেলাই করা হইয়া থাকে, তবে তাহার একটী তৃতীয় দিবসে, অপরটি পঞ্চম দিবসে খুলিয়া দিবে। কর্ত্তিত স্থানের উভয় পার্শ্ব পরস্পর সম্মিলনের উদ্দেশ্যে যে সূক্ষ্ম সেলাই করা হইয়া থাকে,—এক সপ্তাহের পর তাহা দূর করা উচিত, তবে ইতিমধ্যে যদি সেলাই জনিত স্ফোটকের উৎপত্তি হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সূত্র খুলিয়া ফেলিবে। ইহাতে—কর্ত্তিত স্থান ফাঁক হইয়া যাইতে পারে। তজ্জন্য, একখণ্ড এবিলিভ প্লাষ্টার এরূপ ভাবে কাটিয়া লইবে, যে, তাহার সংকীর্ণ অংশ নাসারন্ধ্রের নিম্নে এবং প্রশস্ত অংশ দ্বয় গণ্ডে সংলগ্ন করিয়া রাখা চলে। ইহাতে ক্ষতমুখ বিস্তৃত হইবার ভয় থাকে না।

সেলাই করার সূত্র খুলিবার সময়—খুব সাবধান হইবে, যেন টান লাগিয়া ক্ষত স্থান বিস্তৃত না হয়।

ক্লেপ্ট প্যানেট।

উপসর্গ। হুপিং কফ, জ্বর অতিসার। কিন্তু, এ সকল উপসর্গ যাহাতে না উপস্থিত হয়—সে জন্য খুব সতর্ক থাকিতে হইবে। কাসি উপস্থিত হইলে, অস্ত্রোপচার নিষ্ফল হইয়া যায়।

গ্রীবার অস্ত্রোপচার।

ট্রেকিওটমী ও লেরিঙ্গোটমী।

উপসর্গ। এম্ফাইসিমা, ট্রেকিয়ায় ক্ষত, ক্ষত বিগলন।

অনেক সময় অস্ত্রোপচারের দোষে অথবা ট্রেকিয়ার মধ্যে নল সংস্থাপিত না হওয়ায় এম্ফাইসিমা উপস্থিত হয়। অতএব যদি এম্ফাইসিমা হয়—তবে নল বাহির করিয়া লইয়া আবার তাহা ভাল করিয়া প্রবেশ করাইবে। ধাতব নল—বেশী দিন রাখিলে ট্রেকিয়ার মধ্যে ঘা হইতে পারে। সুতরাং তাহা মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিবে। এক সপ্তাহের বেশী কখনও ধাতু নির্ম্মিত নল রাখিবে না। যদি সপ্তাহের অধিক কাল নল রাখার আবশ্যক হয়, রবারের নল ব্যবহার করিবে, এক এক ব্যক্তির গ্রীবার গঠন এক এক প্রকৃতির, তজ্জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির গঠনের নল নির্ব্বাচন করিয়া লইবে।

ডিফ্‌থিরিয়া বা সন্তাপ জন্য ট্রেকিয়ার ক্ষত হইলে, ফিতা শিথিল করিয়া দিয়া বর্ণ বিশিষ্ট মলম বা গজ দ্বারা ক্ষত চিকিৎসা করিবে। যদি বিগলন বিস্তৃত হইতেছে দেখ, তবে কার্ব্বলিক অ্যাসিড্‌ বা নাইট্রেট্‌ অফ সিল্‌ভার—প্রয়োগ করিবে।

লেরিংক্স প্রসারণ—

প্রথমে রোগিকে ক্লোরফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ট্রেকিয়ার ক্ষত প্রসারিত করতঃ সেই পথে খুব নরম রবারের ক্যাথিটার লেরিংক্সের

মধ্য দিয়া মুখের ভিতর চালিত করিবে মুখের মধ্যে একটু আসিলে, ক্লিপ দিয়া তাহা ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া আনিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটু একটু বড় ক্যাথিটার প্রবেশ করাইয়া উপযুক্ত পরিমাণে প্রসারিত করিয়া লইবে। কিম্বা ঐরূপ ক্যাথিটারের ভিতর দিয়া ট্রেকিচার ক্ষত পথে রেশম সূত্র প্রবেশ করাইয়া সূত্রের নীচের দিকে একখণ্ড কোমল স্পঞ্জ বাঁধিয়া সূত্রের অপর দিক মুখের ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়া লইবে। ইহাতে লেরিংক্সের ময়লা সমস্তই পরিষ্কার হইয়া যায়। ম্যাকেওলের টিউব—এ কার্য্যের উপযোগী।

ইসোফেজিওটমী

এই অস্ত্রোপচারের পর—রোগীকে কিছু খাওয়ান বড় কঠিন সমস্যা। ডাক্তারেরা প্রথম ৩ দিন মলদ্বার দিয়া পথ্য প্রয়োগ করেন। ইহারই বাঙ্গালা সংজ্ঞা—"সরলান্ত্র পথে পথ্য প্রয়োগ।" এরূপ ভাল পথ্য প্রয়োগ অসম্ভব ব্যাপার। আমি কোথায়ও সফলকাম হই নাই। বরং মুখ পথে বা নাসিকা পথে একটি কোমল রবার নল ইস্যাফ্যোম্ মধ্যে চালাইয়া তাহার মধ্য দিয়া পথ্য প্রয়োগ করিয়াছি। এইরূপ নল সকালে চালাইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রাখিয়াছি, তাহার মধ্য দিয়া ৫।৬ বার জলীয় পথ্য রোগীকে খাওয়াইয়াছি।

১ সপ্তাহ পরে মুখপথ দিয়া তরল পথ্য প্রয়োগ করা যায়।

ক্ষতের নিম্নাংশ হইতে যাহাতে স্রাব নির্গত হইতে পারে, সেজন্য ড্রেনেজের ব্যবস্থা করিতে হয়। নতুবা ক্ষত হইতে রোগ-জীবাণু সংক্রমিত হইতে পারে,—কেননা এরূপ ক্ষত প্রায়ই পচন দোষযুক্ত হইয়া থাকে।

থাই রইড্ গ্রন্থির অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। বাক্‌রোধ, গ্রীবার সেলুলাইটিস্, থাইরইডিজম্।

১। রেকারেণ্ট লেরিঞ্জিয়াল স্নায়ু অস্ত্রোপচার জন্য আহত অথবা ২। ক্ষত শুষ্ক বিধানের সঙ্গে জড়িত হইলে, বাক্‌রোধ উপসর্গ উপস্থিত করে। প্রথম কারণে—অস্ত্রোপচারের সঙ্গে সঙ্গেই বাক্‌রোধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণে কিছু বিলম্বে বাক্-রোধ উপস্থিত হইয়া থাকে।

গ্রীবার সেলুলাইটিস্—অতি ভয়ানক উপসর্গ। ইহাতে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। এ উপসর্গ উপস্থিত হইবামাত্র—ক্ষত উন্মুক্ত করিয়া দিবে—যেন স্রাব বদ্ধ হইয়া না থাকে, বাহির হইয়া যায়।

'থাইরই ডিজম্' উপস্থিত হইলে এক্স অফ থানমিক গাইটারের লক্ষণ—অস্ত্রোপচারের ২।১ দিন পরেই দেখা দেয়। জ্বর খুব প্রবল হয়—১০৩, ১০৫ পর্য্যন্ত। এত উত্তাপ—গায়ে হাত দেওয়া যায় না। হৃদ্-পিণ্ডের কার্য্য অতি দ্রুত হইয়া থাকে, মুখমণ্ডল রক্তোজ্জ্বল, নাড়ী স্থূলা—পূর্ণ বেগবতী, রোগী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়ে।

অনেক সময়—ক্ষত পচনদোষ সংসৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। তবে, পচন দোষে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি দ্রুততর হয় না। ২।১ দিন থাকিয়া ক্রমশঃ এই সকল লক্ষণ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর ভয়ের কারণ থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ উপস্থিত হইবামাত্র—

ক্ষত উন্মুক্ত করিয়া দিবে, জল দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে, পরে গজ দ্বারা এরূপ ভাবে পরিপূর্ণ করিবে—যেন গ্রন্থির স্রাব ক্ষত মধ্যে সঞ্চিত হইয়া লিম্প্যাটিক কর্ত্তৃক শোধিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন রোগীর পক্ষে ট্রান্স ফিউসন প্রয়োজন হইতে পারে। এই জন্য কখন কখন রোগীর মৃত্যুও হইয়া থাকে।

বক্ষঃ বিবরের অস্ত্রোপচার।

স্তন উচ্ছেদ।

উপসর্গ। ফুস্‌ফুসের রোগ, ত্বকের পচন, পচন সংক্রমণ।

ক্ষত মধ্যে ড্রেনেজ টিউব প্রভৃতি না দেওয়া হইলে, ক্ষতের ভিতরে শিথিল কৈশিক বিধান মধ্যে রক্ত সঞ্চিত হয়। ইহার প্রতিকারের জন্য—রোগিণীকে ২৪ ঘণ্টাকাল, তাহার সুস্থ পার্শ্বের দিকে শুইয়া থাকিতে বলিবে। কিন্তু স্রাব নির্গত হইবার ব্যবস্থা থাকিলে,—এরূপ শুইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। অস্ত্রোপচারের পর অত্যন্ত বেদনা লইলে, ¼ গ্রেণ মর্ফিয়া অধস্ত্বাচিক প্রণালীতে প্রয়োগ করিবে।

প্রথম ২৪ ঘণ্টা অতি অল্প রক্ত নির্গত হইয়া ক্ষতের পটী সিক্ত হইয়া থাকে। এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পটীর আর্দ্র স্থানে তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

অস্ত্রোপচারের পর—রোগিণীকে তাকিয়া হেলান দিয়া ২ দিন পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিলে, তাহার ফুস্‌ফুসের কোন রোগ বড় একটা হয় না।

স্তন উচ্ছেদের পর—ফুস্‌ফুসের রোগ—প্রায়ই হইয়া থাকে। বেশী বয়সে স্তনের কার্সিনোমা পীড়া বেশী হয়। এই পীড়ায় স্তন উচ্ছেদ না করিলে চলে না। ব্যাণ্ডেজ দ্বারা কষিয়া বাঁধা থাকায়, বক্ষঃস্থল যথোপযুক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে না। অধিকন্তু বক্ষঃস্থলে বৃহৎ ক্ষত থাকায় রোগিণী নিশ্বাস গ্রহণের সময় যন্ত্রণা অনুভব করে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণেও ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই ফুস্‌ফুসের রোগ হওয়া অনিবার্য্য। অনেক স্থলেই দেখিয়াছি—অস্ত্রোপচার সন্তোষজনক হইয়াছে,—রোগিণী কিন্তু ব্রঙ্কাইটিসের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

অস্ত্রোপচারের পরই বাহু সেই পার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া দিয়া হস্ত ব্যাণ্ডেজের ক্রোভহিচ দ্বারা গ্রীবা বেষ্টন স্থির রাখা আবশ্যক। যদি শ্লিং দ্বারা হস্ত স্থির রাখার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহা স্কন্ধ না কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখা কখনই উচিত নহে। কারণ তাহাতে টান পড়িয়া ক্ষতের সেলাই ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

স্রাব নির্গত হইবার জন্য ড্রেণেজ টিউবের ব্যবস্থা করিলে, দ্বিতীয় দিবসেই তাহা খুলিয়া লইবে, পটির পরিবর্ত্তন করিবে। অস্ত্রোপচারের ৩।৪ দিন পরে—বাহু এপাশে ওপাশে একটু একটু সঞ্চালিত করিতে হইবে। ১৫ দিন পর্য্যন্ত অতি সাবধানে একার্য্য করিতে হয়, ক্রমে অধিক পরিমাণে সঞ্চালিত করিতে হয়।

সেলাইয়ের কিয়দংশ অস্ত্রোপচারের সপ্তাহ পরে এবং বাঁকি অংশ পক্ষকাল পরে কাটিয়া দিবে। ঘা' শুকাইলে গভীর স্তরস্থিত বিধান যাহাতে পরিচালিত হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রোগিণীর দিকে দৃষ্টি রাখিবে, কেননা পীড়ার লক্ষণ পুনরায় দেখা দিতে পারে।

স্তনের সহিত অনেকটা ত্বক্ উচ্ছেদ করিয়া, অবশিষ্ট ত্বক্ খুব টানিয়া সেলাই করিয়া দিলে, কর্ত্তনের পার্শ্বদেশের ত্বক পচিয়া গলিয়া যাইতে পারে। এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ সেলাই কাটিয়া দিবে। তাহাতে ক্ষত মুখ ফাঁক হইয়া যাইবে। বরং সেই ক্ষত স্কিন্ গ্রাফ্টিং দিয়া পূর্ণ করিবে

পচন সংক্রমণ স্তন উচ্ছেদের বিপজ্জনক উপসর্গ। ক্ষত বৃহৎ এবং বিস্তর লসিকাবহা উন্মুক্ত থাকায় সহজেই রক্ত দূষিত হইয়া পড়ে। ফুস্ফুস্ আবরক ঝিল্লীর মধ্যে রস সঞ্চিত হইয়া তাহা পূযে পরিণত হইতে পারে।

এম্পাইমার অস্ত্রোপচার।

উপসর্গ। ফুস্ফুসের প্রসারণের অভাব, চিরস্থায়ী শোষ (নালীঘা) অপর পার্শ্বে পুয়োৎপত্তি। মস্তিষ্কের স্ফোটক। মেরুদণ্ডের বক্রতা।

(ক্রমশঃ)

সুস্থদেহে মাদকদ্রব্যের আবশ্যকতা আছে কি না?

:*:-

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অহিফেন।

অহিফেন প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ছিলনা বা ব্যবহৃত হইত না, কেননা প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে অহিফেনের নাম বা ব্যবহার নাই। অনেকে বলেন যে, প্রাচীনগ্রন্থে যে সকল নির্য্যাস ও ক্ষীর (আঠা) বিষের উল্লেখ, আছে, তন্মধ্যে কোনটি অহিফেন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ অহিফেন প্রাচীন কালে যদিও অন্য নামে অভিহিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে উদরাময়াদি রোগে অবশ্যই তাহা ব্যবহৃত হইত কিন্তু ঐ সকল রোগের চিকিৎসায় অহিফেনের ন্যায় কোনো দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায় না। "ভাবপ্রকাশ।" "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" প্রভৃতি নাতি প্রাচীন কালের গ্রন্থে অহিফেনের ব্যবহার দেখা যায়।

অহিফেন পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া অহিফেন সম্বন্ধে প্রাচীন মতও লভ্য নহে। সুতরাং অহিফেন সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কি বলিয়াছেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

অহিফেনের একটি প্রধান গুণ এই যে, উহা উত্তেজিত ধমনী-বিতানকে (Nervous system) প্রকৃতিস্থ করিয়া সর্ব্ব প্রকার যাতনার সত্বর প্রশমন করে, এইজন্য লোকে প্রথমে কোন কষ্টকর বেদনা নিবারণের জন্য অহিফেন ব্যবহার করিয়া ক্রমে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর আর অহিফেন পরিত্যাগ করিবার উপায় থাকে না।

অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত হইলে ইন্দ্রিয় সকল, দেহ ও মন ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কেবল বসিয়া বা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, সুনিদ্রা হয় না, কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় না, উদরে বায়ু সঞ্চার হয়, ক্ষুধা কমিয়া যায়, পুরুষত্ব নষ্ট হয়, শরীর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত জড়তা হয়।

ডাক্তার কেলরা এম, ডি, বলিয়াছেন যে, চা কফি, তামাক বা মদ্য দীর্ঘ কাল ব্যবহার করিলে যেরূপ অপকার হয়—দীর্ঘকাল অহিফেন ব্যবহার করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণেই অপকার হইয়া থাকে

অধ্যাপক রসিওয়েলার বলেন যে, অহিফেন বিপজ্জনক নার্কটিক নামক বিষ, যে ব্যক্তি অহিফেন সেবন করে সে চিরদিন অহিফেনের দাস হইয়া থাকে। ঐ রূপ দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করা একরূপ অসম্ভব। এইজন্য অহিফেন সেবন করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনেক বলেন যে, একটু বয়স হইলে কোন এক প্রকার মাদকদ্রব্য—বিশেষতঃ অহিফেন সেবন করা ভাল, কিন্তু যে বয়স হউক সুস্থ শরীরে অহিফেন বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ উহাতে শরীরের অনিষ্ট ব্যতীত উপকারের কোন সম্ভাবনা নাই।

অহিফেন যে কিরূপ অনিষ্টকর পদার্থ তাহা চীন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুন্দর রূপে উপলব্ধি হইবে। অহিফেন ব্যবহার করিয়া প্রাচীন পরাক্রান্ত চীন জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইহা অপেক্ষা অহিফেনের অনিষ্টকারিতার প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

অহিফেন হইতে গুলি এবং মরফিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহারা সাধারণ অহিফেন অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর। গুলি খাইলে শরীর জীর্ণ শীর্ণ এবং কুৎসিত হইয়া পড়ে। সেই জন্য গুলিখোরের মত চেহারা আমাদের দেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত।

গাঁজা, চরষ ও সিদ্ধি।

এই সকল মাদক দ্রব্য সেবন করিলে অজীর্ণ, উদরে বায়ু সঞ্চয়, মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, শিরো ঘুর্ণন, কোষ্ঠবদ্ধতা, সুনিদ্রার অভাব, মেজাজ খিট খিটে হওয়া, ক্রোধাধিক্য, অগ্নি মান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। গাঁজা খাইলে লোকের উৎসাহ ও কর্ম্ম পটুতা অত্যন্ত হ্রাস হয় বলিয়া আমাদের দেশে লোকে বলে যে, 'গাঁজা খেলে লক্ষী ছাড়ে।' আর গাজা খাইলে জীর্ণ শীর্ণ ও কদাকার হয় বলিয়া গাঁজা খোরের মত চেহারও বলা হয়। তামাক সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। গাঁজা ও চরষ—তামাক অপেক্ষা অনিষ্টকারী। সুতরাং তামাকের অপকারিতাকে আর একটু গুরুতর ভাবে ধরিয়া লইলে গাঁজাও চরষের অপকারিতা বুঝা যাইবে। গাঁজা খাইয়া অনেক লোকে পাগল হইয়া যায়, সিদ্ধি—গাঁজা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম অপকারী।

মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা হইল—তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনেই শরীরের কোনরূপ উপকার হয় না, পরন্তু সমূহ অপকার হইয়া থাকে। সুতরাং সুস্থ শরীরে মাদক দ্রব্যের উপযোগীতা কিছু মাত্র নাই। কিন্তু ক্ষণিক মত্ততার লোভে লোকে অর্থব্যয় করিয়া মাদক দ্রব্য সেবন করে এবং

তাহার ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। যদ্যপি সর্ব্ব প্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবহার পৃথিবী হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় রোগ, অকালমৃত্যু ও দারিদ্র্যের সংখ্যা অনেক পরিমাণেই কমিয়া যায় এবং পৃথিবীতে সুস্থ, সবল, নীরোগ ও দীর্ঘজীবির সংখ্যা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়।

ব্যায়াম-প্রসঙ্গ।

("হিন্দুস্থান হইতে উদ্ধৃত

ব্যায়ামের প্রধান গুণ তাহা মাংসপেশীকে পরিপুষ্ট করে। মাংসপেশী কি? অতি সূক্ষ্ম তন্তুর সমষ্টি। এই তন্তুগুলি আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হইয়া যাইতে পারে।

যে মাংসপেশী ব্যবহৃত হয় না, তাহার ভিতরের তন্তুগুলি বিবর্ণ ও কৃশ হইয়া পড়ে, এবং তাহাদের আকুঞ্চন ক্ষমতাও অনেকটা কমিয়া আসে।

কোন দুর্ব্বল ও কৃশ মাংসপেশী আকুঞ্চিত হইলে তাহার বিবর্ণতা শীঘ্রই দূর হইয়া যায়, তাহার মধ্যে উচ্ছ্বসিত রক্তধারা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে রাঙা করিয়া তোলে। সেই নূতন রক্তের মধ্যে যে পোষ্টাই পদার্থ থাকে, তাহার দ্বারা মাংসপেশীর তন্তুগুলি যথেষ্ট উপকার লাভ করে। এইভাবে নিয়মিত ভাবে বারংবার মাংসপেশীকে আকুঞ্চিত করিলে ক্রমেই তাহার আকার বৃদ্ধি হইতে থাকে। ফলে সেই সঙ্গে দেহেরও বলবৃদ্ধি হয়।

আপনারা সকলেই বিখ্যাত বলবান স্যাণ্ডোর নাম শুনিয়াছেন। বাল্যকালে স্যাণ্ডো এত বেশী রোগা ছিলেন যে তাঁহার বাপ মা ছেলের জীবনের আশা রাখিতেন না। কিন্তু সেই স্যাণ্ডোই নিয়মিত ব্যায়ামের গুণে কয়েক বৎসরের মধ্যেই গায়ের জোরের জন্য সারা পৃথিবীতে নাম কিনিয়াছিলেন। শুধু গায়ের জোর নয়,—তাঁহার মতন সুগঠিত ও পরিপুষ্ট দেহও আর কাহারও দেখা যায় নাই।

বিলাতের বিখ্যাত ডাক্তার উইনসিপ মাংসপেশীর নিয়মিত পরিচর্য্যা সাধন করিয়া এমন ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পূর্ণ সাঁইত্রিশ মণ কুড়ি সের ওজনের ভারি মাল কাঁধে করিয়া তিনি অনায়াসে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। খুব বলবান ভারবাহী অশ্বও এত ভারি মালের চাপ একেবারেই সহ্য করিতে পারিবে না। অথচ ডাক্তার উইনসিপও যৌবনে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। যার-তার হাতে অসহায় ভাবে মার খাইয়া শেষটা তিনি উঠিয়া পড়িয়া ব্যায়াম্ চর্চ্চায় লাগিয়া যান।

বলবান ও সুগঠন মাংসপেশীর মত যৌবনের উপযোগী সৌন্দর্য্য আর কিছুই নাই। দেহের বলে মানুষের মনের বলও বাড়ে,

এবং স্বাস্থ্য অটুট হইয়া মানুষকে সকল কাজেই সাহায্য করে। যাঁহারা মস্তিষ্ক-সংক্রান্ত কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষেও ব্যায়াম অত্যন্ত দরকার। কারণ, মস্তিষ্ক ও মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক যতদূর ঘনিষ্ঠ হইতে হয়। দেহকে অবহেলা করিলে মস্তিষ্ক মানুষকে বাঁচাইতে পারিবে না।

ব্যায়াম মানুষকে সুন্দর করে। কুঁজো, বেঁকেপড়া দেহ, সঙ্কীর্ণ বক্ষ, বিকৃত চলন-ভঙ্গী, ব্যায়ামের গুণে এ-সব অপূর্ণতা দূর হয়। মানুষের বক্ষঃস্থলের কাঠামো হইতেছে পার্শ্বাস্থিগুলি। ব্যায়ামের অভাবে সেগুলি বাহিরদিকে না আসিয়া, ভিতরদিকে দুমড়াইয়া যায়। কাজেই বক্ষঃস্থল সমতল হইয়া আমাদের নিঃশ্বাস-যন্ত্র ফুসফুসকে চাপিয়া ধরে। যাঁহারা কুড়ি-বাইশ বৎসর বয়সের ভিতরে ব্যায়াম সুরু করেন, তাঁহাদের দেহের এ সমস্ত দোষ একেবারেই থাকে না। বেশী বয়সে ব্যায়াম আরম্ভ করিলে, অতটা না হোক, দেহের গড়ন অন্ততঃ কিছু কিছু বদলাইয়া ফেলা যায়।

ব্যায়ামের গুণে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের অবস্থা অতিশয় উন্নত হয়। অন্য ব্যায়ামের কথা দূরে থাক, একবার মাত্র দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া আসিলে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকারিতা দ্বিগুণ ও ফুসফুসের কার্য্যকারিতা দ্বিগুণের চেয়েও বেশী হইয়া দাঁড়ায়। হৃৎপিণ্ড দেহের সমস্ত তন্তুর মধ্যে রক্তসঞ্চার করে। হৃৎপিণ্ড যদি অধিক দ্রুত-তালে চলে, তবে রক্তের যোগানও বেশী করিয়া দিতে পারিবে। সেই রক্তের ধারায় যেমন পোষ্টাই পদার্থ থাকে, তেমনি তাহার দ্বারা দেহের ভিতরের ব্যবহৃত পদার্থের অকেজো কণিকাগুলি, ঠিক সেই সেই যন্ত্রের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়,—যে-সব যন্ত্রের কর্ত্তব্য হইতেছে, দেহের ময়লা সাফ করা। ফুসফুসের কার্য্যকারিতা বাড়িলে দেহের সমস্ত ধমনী শোণিতের মধ্যে অধিক পরিমাণে মহা-উপকারী 'অক্সিজেন' বা অম্লজানের যোগদান পাওয়া যায়। অম্লজান দেহের রক্ত ও তন্তুগুলির মধ্যে নূতন তেজ ও শক্তির সঞ্চার করে। ফলে সমস্ত দেহ নব-জীবনের উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তি, মনের ধারণা-শক্তি, উদরের হজম শক্তি বাড়িয়া যায় এবং সমস্ত অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা ও কর্ম্মে-বিরাগ একেবারে দূর হইয়া যায়। একালকার ব্যস্ততা ও কর্ম্ম জীবনের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, হৃৎপিণ্ড সতেজ ও নির্দ্দোষ এবং ফুসফুস বৃহৎ ও সুদৃঢ় হওয়া একান্ত আবশ্যক। আগেই বলিয়াছি, ব্যায়ামের দ্বারা মাংসপেশী পরিপুষ্ট হয় এবং সেইজন্যই ব্যায়ামের ফলে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কোনো রকম অপূর্ণতাই থাকিতে পারে না। যাঁহারা ব্যায়াম করেন, তাঁহারা বক্ষঃস্থলকে ইচ্ছা করিলেই অসম্ভব রকম বাড়াইয়া তুলিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্যাণ্ডোর নাম করা যায়। সহজ অবস্থায় তাঁহার বুকের মাপ আটচল্লিশ ইঞ্চি। কিন্তু ছাতি ফুলাইলে তাঁহার বুকের মাপ হয় বাষট্টি ইঞ্চি।

স্বর্গীয় কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত।

হুগলি জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বর রেল-ষ্টেসনের ২ ক্রোশ ব্যবধানে দামোদর নদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী ভাঙ্গামোড়া গ্রামে সন ১২৭৫ সালের ৬ই ফাল্গুন বিরাজচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মাধব চন্দ্র গুপ্ত। বিরজাচরণ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। বিরজাচরণের পিতা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ভাঙ্গামোড়া ও তৎসন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে সুচিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিরজাচরণের বাল্যজীবন এই জন্য পল্লীগ্রামের আড়ম্বর বিহীন অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের সেই সরলতা, অকপটতা ও আড়ম্বরহীনতা—সহরে আসিয়াও বিরজাচরণের জীবনে অন্তরূপ ধারণ করে নাই।

পল্লীগ্রামের পাঠশালায় তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর তিনি গ্রাম্য-মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত লেখক ৺অম্বিকা চরণ গুপ্ত মহাশয় তৎকালে পুলিশ বিভাগে চাকরী করিতেন। বিরজাচরণ ও তাঁহার অন্যান্য সহোদরেরা জ্যেষ্ঠের কর্ম্মস্থল হাওড়া শিবপুর ও উলুবেড়িয়ায় অবস্থিতি পূর্ব্বক ঐ সকল স্থানের ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন।

বিরজাচরণ এইরূপে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পর তাঁহার পিতৃদেব তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে আবার প্রাচীন পল্লী ভাঙ্গামোড়ায় লইয়া যান্ এবং সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াইবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু নানা কারণে ভাঙ্গামোড়ায় থাকিয়া অধ্যয়নের অসুবিধা হওয়ায় তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী কেটেড়া গ্রামে স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে ইঁহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়। কঠোর পরিশ্রমী-মেধাবী-বিরজাচরণ ৩ বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগে কাব্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন এবং এক বৎসরের মধ্যেই কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ পূর্ব্বক তাঁহার কুলগুরু ভক্তি ভাজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট কিছুদিন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ স্বর্গীয় বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ইনি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার ফলে ইঁহার আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্তির পর কোচবিহার নিবাসী জনৈক জমীদার পত্নীর চিকিৎসার্থ মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে কোচবিহারে প্রেরণ করেন। সেই সময় কোচবিহার ষ্টেটের কবিরাজের পদ শূন্য হয়, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের চেষ্টায় বিরজাচরণ ঐ পদ লাভ করেন। কোচবিহার ষ্টেটে সে সময় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক রাখা হইত বটে, কিন্তু সমগ্র কোচ-

বিহার রাজ্যে আয়ুর্ব্বেদের প্রচার একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিরজা চরণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখিয়া কোচবিহার রাজ্যের তদানিন্তন দেওয়ান রায় কালিকা দাস দত্ত সি, আই, ই বাহাদুর তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং যাহাতে সমগ্র কোচবিহার রাজ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রসার বৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থার ফলে ১৮৯৩ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে কোচবিহারে দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বিরজাচরণ এই চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত তিনি এই ভার রক্ষার পর কলিকাতায় আসিয়া স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

বিরজাচরণের প্রধান কীর্ত্তি "বনৌষধি দর্পণ।" এই গ্রন্থ লিখিবার পূর্ব্বে তিনি কোচবিহারে চেষ্টা করিয়া বনৌষধি উদ্যানের স্থাপনা করেন। প্রথমে ইহা ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ হয়, ক্রমশঃ ইহার প্রসার বৃদ্ধি হয়। বনৌষধি দর্পণের উপাদান সকল এই উদ্যান হইতে কতক কতক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃঃ অব্দে বনৌষধি দর্পণের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোচবিহারের মহারাজা বাহাদুর ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশে সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। বিরজাচরণ কলিকাতায় আসার পর ১৯১৯ খৃঃ অব্দে বনৌষধি দর্পণের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

"বনৌষধি দর্পণ" ভিন্ন বিরজাচরণ আরও কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন "রসৌষধি দর্পণ" নামে একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের কিয়দংশ পাণ্ডুলিপি লিখিয়া তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের তিনি একজন একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তৃগণের মধ্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সকল বিষয়ের অধ্যাপনার শক্তি তাঁহার মধ্যে এক সঙ্গে বর্ত্তমান ছিল। বর্ত্তমান সালের ১লা মাঘ হইতে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে তাঁহাকে ভাইস্ প্রিন্সিপ্যালের পদে আরূঢ় করা হয়, কিন্তু ২৬ দিন কার্য্য করার পরই আর তাঁহাকে একার্য্য করিতে হইল না, গত ২৬শে মাঘ রাত্রি ১১৷৷০ টার সময় তিনি সন্ন্যাস রোগে অনন্তধামে গমন করিলেন। তাঁহার বিয়োগে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, সেইরূপ প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সাধক সঙ্ঘেরও বিষম ক্ষতি হইয়াছে। কালে হয় তো তাঁহার অভাব আবার পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দারুণ সংঘর্ষ কালে বিরজাচরণের মত আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব—কম ক্ষতির কথা নহে। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি,—প্রশান্ত বদন,—মধুর স্নিগ্ধ হাস্য চিরকাল আমাদের মনে জাগরূক থাকিবে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। পত্নী, পাঁচটি পুত্র ও একটী বিবাহিতা কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা আমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়াছে, কি বলিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আশ্বস্ত করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।

গত ৩রা ফাল্গুন আয়ুর্ব্বেদের সাধকপ্রবর বিরজাচরণের জন্য অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে এক শোক সভার অধিবেশন হইয়া-

ছিল। তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ তর্কভূষণ; কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এস, এস, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি প্রভৃতি বিরজাচরণের অনেক গুণ-পরিচয় সভায় প্রকাশ করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্য চরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন রচিত একখানি শোক গীতি সভায় প্রথমে ছাত্রগণ কর্তৃক গীত হইয়াছিল; সে গীত খানি নিম্নে দেওয়া হইল।

এসেছিলে তুমি পুণ্য লগনে ধন্য প্রতিভা ল'য়ে।
চেলেছিলে শান্তি সুধার সলিল কত না ক্লান্তি স'য়ে
ক'রেছিলে মুগ্ধ কি যেন মন্ত্রে,
বেজেছিল গান সকল যন্ত্রে,
উঠেছিল নেচে হৃদয় তন্ত্রী সে গানে মোহিত হ'য়ে।
বেসেছিলে ভাল প্রাণ ভরিয়া—
ম্লান মু'খানি সবারি চাহিয়া.
ফুটাইতে হাসি শুষ্ক অধরে আশার কথাটি ক'য়ে।
কি জানি কি এক শক্তি আনিয়া
দিয়েছিলে ওগো তুমি যে ঢালিয়া,
সে শক্তি সাধনা ক'রে ছিল সবে তোমারি ভাবেতে র'য়ে।
এত দয়ারাশি সকলি ভুলিয়া
নিমেষের মাঝে গেলে গো চলিয়া?
(কিন্তু) কীর্ত্তি তোমারি দীপ্ত রহিবে মর্ম্ম ভিতরে ব'য়ে।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় এই উপলক্ষে স্বরচিত একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা এই—

হা হন্তাশান্তকাল ক্ষয়করজগতাং কালবোধানভিজ্ঞ!
কিং ক্রৌর্য্যং দুঃসহংনঃ প্রকটিতমধুনা ভোস্ত্বয়া মর্ম্মপীড়ি।
সংসারারামশোভাকরমতিপবিতং কীর্ত্তিসৌরভ্যহৃদ্যং
লোকালোকং জনেষ্টং নরবরকুসুমং কাদ্য গোপায়সে তৎ॥
সংসর্গঃ খলু যস্য কাঙ্ক্ষিতসুখেদাদ্যত্বমাপ্তশ্চিরং
মূর্ত্তির্যস্য প্রতিষ্ঠিতা শিবময়ী হৃন্মন্দিরে চিন্ময়ী।
ধ্যানং যস্য চ চিত্তশর্ম্মকরণং কর্ম্মান্তরোচ্ছেদকং
তং প্রীতিপ্রদমদ্য নো বিরহয়ন্ কালোঽসি নায়ার্থবান্॥
ত্যক্তস্বার্থোজগদুপকৃতা বর্পিতাত্মা মহাত্মা—
যুর্ব্বেদাব্ধিং নিখিলসুতরং সংব্যধাৎ সংস্কৃতের্যঃ।
বিস্মর্ত্তুং তং কইহ সহসা স্যাৎক্ষমঃ সর্ব্বভদ্রং
বাচ্যোনাপি ক্ষণমপিবয়ং কেপুন নিত্যসঙ্গাঃ
যস্যপ্যাসীৎ চিরমতিমতি বাঁহবিত্তে সদীনঃ
জ্ঞানার্থীনাং পুনরধিগমাৎ বস্তুতোঽভ্র মহাঢ্যঃ।
বিত্তাভাবাদপিপরিগতঃ ক্লেশমর্থোপলাভে
নারংসিষ্ট ক্ষণমপিকৃতী প্রেক্ষ্যকর্ত্তব্যবিঘ্নং॥

অকৃতমলিনকর্ম্মা নিত্যশর্ম্মাত্মধর্ম্ম—
প্রবণহৃদয়বৃত্তিঃ কর্ম্মবীরঃ সুধীরঃ।
তনুজবদনুবোধী ছাত্রবর্গে স্বভাবাৎ
স্বহৃদি সুহৃদিনাসীদ্যশ্চসংভিন্নবোধঃ॥
আয়ান্তি যান্তি কতিকেপরিমান্তিলোকে
লোকান্ বৃথাত্তজনুষঃ ক্ষিতিভারভূতান্।
কিন্তু প্রিয়োত্তম ভবাদৃশ মর্ত্তরত্ন—
মায়াতি যাতিনসদা চিরদুর্লভং তৎ॥
লোকান্তরং যদিভবান্ বিধিসন্নিয়োগাৎ
প্রাপ্তোঽস্তি সম্প্রতি সমর্জিতমাত্মপুণ্যৈঃ।
গাঢ়ানুরঞ্জনদৃশাং ননু নোঽসমক্ষং
ন ত্বং তথাপ্যসি সুহৃৎ সুহৃদাং কদাপি॥
সুখেবা থদুঃখে স্ববাসে প্রবাসে
বয়ং যত্র তত্রস্থিতা যদ্বিধা বা।
চিরং ত্বাং নিজস্বং স্মরন্তোভবামঃ
কথঞ্চিদ্ ধরাবাসসংস্থাশ্চতুঃস্থাঃ॥
অষ্টাঙ্গায়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়োঽয়ং
যত্তে সম্পৎ প্রাণতুল্যাসদাসীৎ।
হন্তাদ্যাসৌত্বদ্বিযুক্তোনভাতি
ছাত্রৈঃ সার্দ্ধং শোকসংক্ষুব্ধচিত্তৈঃ॥
বসুন্ধরেয়ং প্রিয়মাত্মসম্ভবং
বসুত্তমং ত্বাং পরিহায় দুঃস্থিতা।
নিজাভিধানস্য হৃতার্থতার্দ্দিতা
নরাজতে প্রাগিব সম্প্রতি প্রিয়॥
ততৎ সমৃদ্ধিপূর্ণাপি ত্বামৃতে কেবলং সুহৃৎ।
শূন্যায়তে ধরেয়ং নঃ ধন্যা প্রভাবিতা তব॥
পুণ্যাত্মন্ কৃতপুণ্যেন যা ত্বয়ার্জ্জিতসদ্গতিঃ।
দদাতু সা চিরং শান্তিং তুভ্যমিত্যর্থয়ামহে॥
বিরজাচরণাম্বষ্ঠবংশদীপ মহোদয়।
অমর্ত্তলোকমাপন্নঃ লোকাতিরিক্তশক্তিকঃ॥
দেবভাবেন সন্দীপ্তঃ স্বার্জ্জিতসুকৃতৈঃ কৃতী।
প্রভূয়াঃ প্রততং প্রাজ্ঞঃ প্রাগিবাস্মাসুপ্রীতিমান্।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস—মহাশয় নিম্নের শ্লোকটি সভাস্থলে রচনা করিয়া পাঠ করেন,—

'বিরজা বিরজস্তমা নু বা
সুচরিং বিভবেষু নিঃস্পৃহতঃ
ব্রতমেকং দধদায়ুরাগমং।
কন্নু হন্ত গতঃসখে ভবান্॥

কয়েকজন ছাত্রও এই উপলক্ষে শোক-সূচক কয়েকটি গাথা পাঠ করিয়াছিল, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর আমরা প্রকাশ করিলাম না।

ফলকথা বিরজাচরণের জন্য ইদানীন্তন কালের রীত্যনুসারে সভাধিবেশনই হউক আর গীতি বা শ্লোকই বিরচিত হউক, ইঁহার অভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজের যে বিশেষ ক্ষতি হইল—তাহা অবিসম্বাদিত।

ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা

(কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন)

প্রমেহে। (১) রক্তচন্দন ১ তোলা ও মঞ্জিষ্ঠা ১ তোলা—জল অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া—এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রমেহ পীড়া আরোগ্য হয়। (২) কাঁচা হরিদ্রার রস অর্দ্ধ ছটাক—কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় সেবনে প্রমেহ নষ্ট হয়। (৩) দূর্ব্বা, কেশুর, মুথা, পানার মূল ডহরকরঞ্জা ও সেওলা—প্রত্যেক দ্রব্য ।/১০ সাড়ে পাঁচ আনা, জল ।/॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া—এই কাথ পান করিলে শুক্রমেহ নষ্ট হয় (৪) আমলকীর রস দুই তোলা, মিছরি ।০ আনা—একত্র কয়েক দিন পান করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়। (৫) গাঁদা পাতার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মিছরি সহ পান করিলে প্রস্রাব সরল হয় ও জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত হয়।

দদ্রু রোগে।—(১) বন এলাইচ, সোহাগার খই ও নারিকেল তৈল একত্র মিলাইয়া মলমের মত করিয়া লাগাইলে যেরূপ দদ্রুই হউক না কেন—২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হয়। (২) তুলসী পাতা ও লবণ —একত্র পিষিয়া দদ্রু স্থানে লাগাইলে দদ্রু ভাল হয়। (৩) কনক ধুতুরার মূল ও শেফালিকা পাতা —কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া বা হরিদ্রা, হরিতাল, মুর্ব্বা ও সৈন্ধব—গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া দদ্রুস্থানে লাগাইলে দদ্রু আরোগ্য হয়। (৪) সোহাগার খই, শ্বেত চন্দন সহ মিলাইয়া ঘুঁটের ছাই অথবা করবী বৃক্ষের কস্ লাগাইলেও দদ্রু আরোগ্য হয়। (৫) শ্বেতধুনা, সোহাগা, ফট্‌কিরি ও গন্ধক সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কেরোসিন তৈল সহ মিশাইয়া ব্যবহার করিলে সকল প্রকার দদ্রু আরোগ্য হয়। (৬) সোহাগার খই ও কর্পূর —ঘৃতসহ পাক করিয়া মলম প্রস্তুত করিবে। এই মলম ব্যবহারে কোঁচদাদ শীঘ্র আরোগ্য হয়।

কর্ণ রোগে।—(১) রসুন, আদা, সজিনার রস ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণবিবরে প্রদানে কর্ণ বেদনা আরোগ্য হয়। (২) আকন্দের পীতবর্ণ পাকা পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে ঝলসাইবে এবং ঐ রস নিঙড়াইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে কর্ণপূরণ করিবে। ইহাতে কর্ণশূল ও কর্ণ বেদনা নষ্ট হইবে। (৪) মালতী পত্রের রস—মধু সংযুক্ত করিয়া গরম করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে কান পাকা আরোগ্য হয়।

চক্ষুর ছানিতে।— (১) শ্বেতপুনর্ণবার রস ও গব্য ঘৃত—সমপরিমাণে লইয়া

বেশ করিয়া মিশাইয়া চক্ষুতে প্রদান করিলে ছানি কাটিয়া যায়। (২) আমরুল পাতার রস ও কর্পূর মিশায়া চক্ষুতে দিলে চক্ষু পরিষ্কার হয় ও ছানি পড়া ভাল হয়।

চক্ষু উঠায়।—(১) করবী ফুলের পাতা ছিঁড়িলে যে দুধের ন্যায় কষ বাহির হয়, ঐ কষ চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে চোখ্ উঠা আরোগ্য হয়। (২) ডাবের জল ফট্‌কিরির জল অথবা শামুকের পিঠ ভাঙ্গিলে যে জল বাহির হয়—ঐ জলে চক্ষু ধুইলে জ্বালা যন্ত্রণা কমিয়া গিয়া চক্ষু উঠা আরোগ্য হয়। (৩) কাঁচা হরিদ্রার রসে রঙ্ করা ন্যাকড়া দিয়া সর্ব্বদা চক্ষু মুছিলে চোখ উঠা আরোগ্য হয়।

রাত কাণায়।— (১) পানের রস প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ৩।৪ ফোটা করিয়া দিলে রাতকাণা রোগের প্রতীকার ঘটে। (২) দধির সহিত গোল মরিচ ঘসিয়া অল্প মাত্রায় চক্ষুতে দিলে রাতকাণা রোগ অরোগ্য হয়। (৩) পানের সহিত জোনাকী পোকা সন্ধ্যাবেলা সেবনেও উপকার হয়।

শিরোরোগে।—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণ তিল সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, শিরোরোগে উপকার দর্শে।

আধকপালে রোগে।—গুলঞ্চ রাস্না, বেড়েলা ঘৃত ও অগুরু একত্রে পেষণ করিয়া কপালে দিলে উপকার দর্শে।

রক্ত প্রদরে। (১) দুই তোলা পরিমাণে দুর্ব্বার রসের সহিত ৩।৪ রতি পরিমাণ রসাঞ্জন ও ৮।১০ ফোঁটা মধু মিশাইয়া পান করিলে প্রবল রক্তস্রাব তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়। (২) বেড়েলার মূল বাটিয়া দুই আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ ছাগ দুগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়। (৩) রসাঞ্জন ও ন'টে শাকের মূল এক আনা পরিমাণে প্রত্যেকটি লইয়া চাউল ধোয়া জল সহ মিশ্রিত করিবে। উহা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে রক্ত প্রদরে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

বেরিবেরি।—বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয়ের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ,—স্থানে স্থানে বেরিবেরি, এপিডেমিক ড্রপসি ও প্রবল ইডিমা ব্যাধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যে সকল রেজিষ্টার ডাক্তার এই রোগের সংবাদ পাইবেন, তাঁহারা যেন স্বাস্থ্য কমিশনর মহাশয়কে সেই সংবাদ প্রদান করেন। এই রোগ কয়টির কারণ, নির্ণয়ের জন্যও স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে চেষ্টা চলিতেছে। অবিশুদ্ধ সরিষার তৈল ব্যবহারই ইহার কারণ কি না—সে সম্বন্ধেও তদন্ত চলিতেছে।

শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী।—কলিকাতা সহরে শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার জন্য এক কমিটিও গঠিত হইয়াছে। বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনর ডাক্তার বেণ্টলী ইহার সেক্রেটারী। ফলে স্বাস্থ্য কমিশনার মহাশয় এই উপলক্ষে শিশু মৃত্যু সংখ্যা যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে হ্রাস পায়, তাহার উপায় প্রদর্শন করিবেন আশা করি।

হাসপাতালে ধর্ম্মঘট।—কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ইডেন হাসপাতাল, এজরা হাসপাতাল এবং প্রিন্সওব ওয়েলস হাসপাতালের কুলি এবং মেথরগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য গত ৯ই মার্চ্চ ধর্ম্মঘট করিয়া কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল। প্রিন্সিপ্যাল কর্ণেল ডিয়ার সাহেব ইহাদিগকে শান্ত করার পর ইহারা আবার কার্য্যে যোগদান করিয়াছে। ধর্ম্মঘটের সময় হাসপাতালের নার্সগণই উহাদিগের কার্য্য করিয়াছিল। নার্স দিগকে ধন্যবাদ।

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত
হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত।

তিব্বে-মসিহা

বা

সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ৶০ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা

বা

হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভার কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান

বেগম বাহার ইউনানি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—গুণে বিশ্ব-বিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ। প্রত্যেক প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—মহিলা-কুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী-বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুসকী নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵৹ ছয় আনা। তিন শিশি ২।৹ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸৹ আনা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় ২০০ খানি চিত্রে পরিশোভিত।

নিজে নিজে কবিরাজি শিখিবার ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার একমাত্র উপযুক্ত পুস্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদায় চিকিৎসা-গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজি-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক আটখণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে স্বাস্থ্যবিধি, নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা, মূত্র, ও শরীরের তাপপরীক্ষা, সকল প্রকার রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ পাচন ও ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি, পরিভাষা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধের শোধনপ্রণালী, ধাতু, উপধাতু ও রসসমূহের শোধন, জারণ ও মারণপ্রণালী, ঘৃত তৈলাদির পাকবিধি, মকরধ্বজাদির যন্ত্রপাকের নিয়ম, সকলপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি, সর্পাঘাত ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসা, অগ্নিদাহ ও জলমজ্জন প্রভৃতির চিকিৎসাবিধি, বিবিধ মুষ্টিযোগ, শরীরতত্ত্ব শরীরযন্ত্রসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও তাহাদের প্রতিকৃতি; কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিবারণোপায়, এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ, প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেই এই পুস্তক অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বুঝাইবার জন্য প্রয়োজনস্থলে অতি সুস্পষ্ট চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আড়াই হাজার পৃষ্ঠারও অধিক। ঘরে বসিয়া কেবল এই পুস্তকের সাহায্যের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও সাধারণ রোগসমূহের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করিতে পারেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয়ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ২।৹ আড়াই টাকা মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাকমাশুলাদি খরচ ৸৹ আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেন কবিরাজ।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ হইতে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত বেঙ্গল শটি-ফুড।

সাগু, বার্লী, এরারুট ও বিদেশীয় খাদ্যের ন্যায় এই অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় বেঙ্গল - শটী ফুড বিশেষ উপকারী। আদি, অকৃত্রিম এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজীষ্টারী করা।—

ইহা কৃমি, অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক, লঘু পথ্য ও পুষ্টিকারিতায় অদ্বিতীয়। প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজগণের দ্বারা প্রশংসিত।

১। বাঙ্গালার সিভিল হস্পিটাল বিভাগের ইন্‌সপেক্টর জেনারেল,

২। ডাঃ সি, সুণ্টেন, এম্, ডি, ডি পিএচ্, ৩। মেজের আর্, এফ্ উইলশন, আই' এম্, এস্,

৪। সমগ্র ভারত খাদ্য প্রদর্শনী এই বেঙ্গল শটী-ফুড সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা সাগু, বার্লী ও এরারুটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে যে সকল শিশু বা রোগী দুগ্ধ কিম্বা অন্য কোন খাদ্য সহজে জীর্ণ করিতে পারে না তাহাদিগকে বেঙ্গল শটী ফুড দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিয়া সেবন করাইলে সহজে পরিপাক হইবে এবং ইহাতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে।

ব্যবহারের নিয়ম—এক ভাগ এই খাদ্য ও উহার ১৬গুণ দুগ্ধ কিম্বা জল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মৃণ্ময় বা এনামেল বা এলিউমিনিয়াম পাত্রে ১০ মিনিট কাল পাক করিবে এবং পাক শেষ হইবার ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে মিছরির গুঁড়া বা বিশুদ্ধ চিনি উহাতে নিক্ষেপ করিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া লইবে। যদি শিশু বা রোগীর ভেদ তরল হয়, তাহা হইলে গাঢ় পাক বিধেয় অর্থাৎ ১০ মিনিটের স্থানে ১৫ মিনিট ধরিয়া পাক করিবে। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

আফিস ১১৩।১১৪ নং খোংরাপটী। কলিকাতা, কারখানা—বরাহনগর ২৪ পরগণা।

শ্রীঅমূল্যধন পাল, জেনারেল মার্চেণ্ট।

সকল প্রকার ঘায়ে তেল পড়া।

শরীরে যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন, এই দৈব 'তেল পড়ায়' অতি সত্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ পোড়া ঘায়ে ইহাতে ২।৩ দিনে উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা দৈব প্রাপ্ত, ইহা ব্যবহারে অসংখ্য অসংখ্য ক্ষত-গ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রোগীর নাম ও গোত্র লিখিয়া পাঠাইতে হয়।

মূল্য ১ শিশি ১৷০ মাশুল ।৶০।

শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দেবী।

হরিপুর—সেন বাড়ী।

হরিপুর পোঃ—(নদীয়া)।

সংস্কৃত প্রেস।

১২৪।২।১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

এই প্রেসের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রথম স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, সংস্কৃত সকল প্রকার 'জবে'র কার্য্য ও পুস্তক ছাপার-কার্য্য এই প্রেসে অতি শীঘ্র সুন্দররূপে হইয়া থাকে। দর বাজার অপেক্ষা কম। আমরা পুরাতন টাইপে কার্য্য করি না; এজন্য আমাদের ছাপা ঝক্‌ঝকে অতি সুন্দর। বিবাহের প্রীতি উপহার প্রভৃতি সুসজ্জিত বর্ডার দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছাপিয়া দেওয়া হয়। গ্রন্থকারগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কপি লিখিয়া দিলে আমরা প্রুফ দেখিবারও ভার লইয়া থাকি।

শ্রীতারাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—প্রোপ্রাইটার।

কলিকাতায় মহা হৈরৈ কাণ্ড।

একদিকে গিনিস্বর্ণ অন্যদিকে "মায়াপুরি মেটেল।"

অল্প ব্যয়ে গিনির ন্যায় চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট "মায়াপুরি মেটেলের"

গহনা গৃহিণীকে উপহার দিয়া তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পূর্ণ হইবে।

আমাদের আবিষ্কৃত সকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি

কার্ড লিখিয়া গ্রহণ করুন ও

সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।

ভারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার "মায়াপুরী মেটেলের" সেই চুড়ি

'মায়াপুরি মেটেলের" গহনা গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা

ললনা সোহাগ চুড়ি।

"ললনা সোহাগ চুড়ি" পরিলে অন্য গহনার দরকার নাই। তাহার জ্যো-
তি অন্ধকারে হীরার ন্যায় জ্বলে। গিনির অধিক উজ্জ্বল।
পোড়াইলে বা কষিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, ইহা আসল স্বর্ণ নয়।
১০০ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ি অপেক্ষা উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট।

বহুবাজার নির্মিত স্পেশ্যাল অর্ডারে সোনার চাইতে ১০০্ টাকা
বেতনের কারিকরের হাতে বেশী পরিমাণে গিনি সোনা দ্বারা
ইলেকট্রো ব্যাটারিতে পালিস করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। এক সেট
লইয়া পরীক্ষা করুন। মাপ মত পাইবেন।

খাঁটী গিনি স্বর্ণের ন্যায় ইহা পালিশ ও সুদৃশ্য কারুকার্য্য বিশিষ্ট।

মূল্য ৪্ টাকা, (প্রতি সেট ১০ গাছা) মফঃস্বলে মাশুলাদি ।৶০ আনা।

বিনামূল্যে

লাভের কথা।

(উপদেশ পূর্ণ অপূর্ব্ব গল্পের বই)

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে! যিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে ও মাশুলে ১ খানি

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান—

১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিরাট আয়োজন।

প্রিয়জনকে দিবার মতন উপহার অনেক আছে, তন্মধ্যে যাহা স্থায়ী অথচ নয়নের তৃপ্তিকর তাহাই দেওয়া ভাল। যাহা ক্রয় করিলে অর্থ নষ্ট হইল বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না, সেই সর্ব্বজন সমাদৃত সর্ব্বত্র প্রশংসিত উপহার

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

ইহার নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার একখণ্ড গৃহে রাখিলে গৃহ গ্রন্থাগারের শোভা ও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর শক্তি বাঙ্গালী অনুভব করিবে। জগদ্বাসী বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইবে এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগিবে। মূল্য ৩ তিন টাকা।

বালক বালিকার আনন্দ বাড়াইয়া দিন না! বাজারে কত রকমেরই উপহার দ্রব্য ক্রয় করিবেন, কিন্তু কোমলমতি শিশুদের করিহাতে নব প্রকাশিত নূতন গল্পপুস্তক

জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও শ্বেতশরীর গল্প

(লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত)

একখণ্ড উপহার দিন না! তাহাদের একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুই লাভ হইবে অথচ খরচ বেশী হইবে না। ইহার কাগজ ভাল, আকার বড়, ব্রোঞ্জব্লু কালিতে ছাপা, সুন্দর মলাট আর মজার মজার ১১ খানা লাইন ব্লকছবি অথচ মূল্য মাত্র আট আনা।

দুর্ম্মূল্যের দিনে সস্তার চূড়ান্ত। প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অজীর্ণ অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময় প্রভৃতির মহৌষধ।

ক্ষুধা না হওয়া, বদহজম, আহারের পর মলত্যাগ বা মলত্যাগের ইচ্ছা, অম্লবমন, মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ, Dyspepsia, সর্ব্বদা একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা কিন্তু আহারে বসিলেই অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণতা জনিত ভেদবমী, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা প্রভৃতি লিভারের বিশৃঙ্খলা জনিত যাবতীয় উদরের পীড়ায় বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। প্রথম মাত্রা সেবনেই উপকার পাওয়া যায়। আহারে রুচি জন্মে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠপূরিয়া গুরু ভোজনান্তে ১ মাত্রা লাইমোডাইন গলাধঃকরণ হওয়ার ১০ মিনিটের পর আহার্য্য বস্তু মন্ত্রশক্তির ন্যায় হজম হইয়া যায়; পেট হালকা বোধ হয়, শরীরে স্বচ্ছন্দতা আসে, জড়তা ও আলস্য নাশ হইয়া যায়। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যাঁহারা Dyspeptic তাহারা নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইবে দেহ সবল হইবে। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

এই মহৌষধ স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নাধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের বহু গবেষণা ও পরীক্ষার সুধাময় ফল; সুতরাং ইহার অব্যর্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নাই। পরীক্ষাই পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

বিনা পানের

প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য

অল্প মূল্যের নানাবিধ নূতন ফ্যাসনের গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার।

১। পতি পরম গুরু সেফটীপিন ১৮৲। ২। সাবিত্রী শাঁখা ১৪৲—৪০৲। ৩। কুমারী মাকড়ী ৭৷৷০। ৪। হেয়ার পিন ১৫৲। ৫। তিনখানি পাথরসেট আংটী ২০৲—৩৫৲। ৬। নথ (নূতন ফ্যাসন) ২০৲। ৭। পারসী মাকড়ী ১৬৲—৩০৲। ৮। কাশ্মিরী মাকড়ী ১৬৲—২৫৲। ৯। নথের টানা (ক্রাউন ওয়ালা) ১২৲—১৮৲। ১০। নথের টানা (প্রজাপতিওয়ালা) ১৫—২১৲। ১১। নথের টানা (নামওয়ালা) ১৬৲—২০৲। ১২। নথের টানা (ফুলওয়ালা) ১০৲—১৫৲। ১৩। করোনেশন ইয়ারিং ১৯৲। ১৪। কলেটওয়ালা নাকছাবি ৫৲। ১৫। জড়োয়া নাকছাবি ৫৲ ১৬। কাণের টাব (ডবল থাকা ও পাথর সেট) ১২৲—৩০৲ ১৭। জড়োয়া টাব ১৫৲—৪০৲। ১৮। বেলকুঁড়ি টাব ৮৲—১২৲ ১৯। হরতন নাকছাবি (পাথর বসান) ২৷৷০। ২০। নাকছাবি ইস্কাপন ২৷৷০। ২১। ঐ চিড়িতন ২৷৷০। ২২ ঐ রুহিতন ২৷৷০ ২৩। হরতন নাকছাবি (প্লেন, হাই পালিশ) ১৷৷০। ২৪। রুহিতন নাকছাবি ১৷৷০ ২৫। চিড়িতন নাকছাবি ১৷৷০ টাকা।

বিবাহের, অন্নপ্রাশনের গহনা আমরা ৩ দিনে ও ২৪ ঘণ্টায় প্রস্তুত করিয়া দিই। বিনামূল্যে ৩নং ক্যাটলগ লইয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

মণিলাল এণ্ড কোং, জুয়েলার্স,

৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—নেকলেস।

গল্প সাহিত্য অভিনব সৃষ্টি।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক

সতুর মা।

"দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত।—

ভূমিকায় "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীরা যদি নির্ব্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ না করিয়া এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প সাহিত্যে বিপদগামিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। সতুরমার জীবনগ্রন্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদেয়,সতুর মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আঁকা হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল এবং করুণরসাত্মক হইয়াও অতীব মধুর, ঐ তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অন্য গল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বলিয়াছেন,--

বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গল্পগুলিই মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নবদুর্গা বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতুর মার চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন। গ্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উদ্বোধন বলিয়াছেন :—

এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটীই বিশেষভাবে "উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, সতুর মা" পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

ভাল এ্যান্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা। সোণার জলে নাম লেখা, ভাল কাপড়ে চিত্তাকর্ষক বাঁধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷০ মাত্র।

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

জ্যৈষ্ঠের সূচী।

বিরাট ভৈষজ্য ভাণ্ডার।

হাকিমী কবিরাজী ও বেনেতি মসলার বিস্তৃত আড়ত। আমি নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছপাছড়া খাঁটি মৃগনাভী, মকরধ্বজ, মুক্তা ও বেনেতি মসলা পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করি। মফঃস্বলের প্রধান প্রধান দোকানদার ও কবিরাজগণের যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। আমাদের এখানে কৃত্রিম দ্রব্য বা ওজন কম পাইবার আশঙ্কা নাই। অর্ডার পাঠাইলে যাবতীয় দ্রব্য ভিঃ পিতে পাঠাই।

শ্রীহরিদাস পাল ১৬২ নং কটন ষ্ট্রীট
বড়বাজার কলিকাতা।

গ্রাহক গণের নিকট

সবিনয় নিবেদন।

বর্ত্তমান সংখ্যায় "আয়ুর্ব্বেদে"র ৯ম সংখ্যা চলিতেছে। অধিকাংশ গ্রাহকের নিকটেই আমরা তাঁহাদের দেয় মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু যাঁহারা এখনো উহা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া এই সংখ্যার 'কাগজ' পাওয়ার পরই আপনাপন দেয় মূল্য প্রেরণ করিবেন ইহাই প্রার্থনা। এই মাসের মধ্যে যাঁহাদের নিকট হইতে আমরা মনিঅর্ডার প্রাপ্ত হইবনা, আগামী মাসে তাঁহাদের নিকট প্রাপ্য মূল্যের জন্য ভিঃ পিঃ প্রেরণ করিব এবং ভরসা করি তাঁহারা তাহা গ্রহণে বাধিত করিবেন।

অণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দের অপূর্ব্ব সুযোগ। এ সুযোগ কেহ পরিত্যাগ করিবেন না।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা—দুইটি বিভাগে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই সংস্কৃত বিভাগে পড়িবার অধিকারী। বাঙ্গালা এবং ইংরাজী ভাষায় বোধাধিকার থাকিলেই বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়। এজন্য যাঁহারা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি লাভে বঞ্চিত হইয়া চাকরির অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা-সমাপ্তি পূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের মাহেন্দ্র সুযোগ।

এই কলেজে গ্রন্থ অধ্যয়ন ভিন্ন কথাচ্ছলে শাস্ত্রীয় উপদেশ বা লেক্‌চার প্রদানে শিক্ষা দান করা হয়। অঙ্গ বিনিশ্চয়বিদ্যা বা এনাটমী, দ্রব্যগুণ, রোগ বিনিশ্চয় বা প্যাথলজি এবং শল্যতন্ত্র বা সার্জ্জারি শিক্ষা দিবার জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার বা মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ছাত্র-শিক্ষার পন্থা যথেষ্ট সুগম করা হইয়াছে। বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট-দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যহ বহুসংখ্যক রোগী সমাগত হইয়া থাকে। এজন্য ছাত্রগণের রোগী সন্দর্শনেরও মহাসুযোগ।

সংস্কৃত বিভাগে পাঁচ বৎসরে এবং বাঙ্গালা বিভাগে চারি বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া থাকে। দেশের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিরাজগণ ইহার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এনাটমী, সার্জ্জারি, মিড্‌ওয়াইফারি প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত অঙ্গের সকল বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক কাটা-ফাড়া, পোয়াতি-খালাস প্রভৃতি সকল প্রকার চিকিৎসাতেই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন। দেশে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার এরূপ কলেজ এই প্রথম। এই কলেজের প্রতিষ্ঠায় দেশে আবার 'চরক সুশ্রুতে'র যুগ ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা মাননীয় সার্জ্জন জেনারাল এড্‌ওয়ার্ডস্ এবং বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর মাননীয় বিট্‌সন বেল মহোদয় কলেজ পরিদর্শনে ইহার শিক্ষা-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন হইতে এই কলেজ বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা সাহায্য পাইয়া থাকে। শ্রাবণে নূতন সেসন্ আরম্ভ হইবে মাসিক বেতন ৩৲ প্রবেশ ফিঃ ৫৲। একত্র ৬ মাসের বেতন দিতে হয়।

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম, বি, প্রিন্সিপ্যাল।

প্রচারক।

আদি হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্র।

সম্পাদক ডাঃ এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস।

অফিস ১৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন এবং দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসক-মণ্ডলী কি প্রণালীতে চিকিৎসা করেন, জানিতে চান, তাহা হইলে আজই ইহার গ্রাহক হউন।

বার্ষিক মূল্য ২৷৹ মাত্র।

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত।

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র বিভূষিত ৩খণ্ডে বাঁধাই—চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১॥০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালাঃ—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২॥০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য॥৵০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ॥০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণীঃ—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১।০

শ্যামারহস্য ॥৶০

তারারহস্য ॥০

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥০

যোগ শাস্ত্রমালাঃ—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষটচক্রভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—॥০, পবনবিজয়স্বরোদয় ॥০, হঠযোগ প্রদীপিকা—॥০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালাঃ—

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ॥০

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তম দাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১৲ বাঁধাই ১।০।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধাই ১॥০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধ ১।০ শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৸০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।০, নারদদূতম্ ৵০, বৈরাগ্য-শতকম ৵০, হংসদূতম্ ৵০, পদাঙ্কদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞান-তরঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ॥০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণীঃ—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৵০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনূদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি :—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা হোম যোগ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১।০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্বঃ—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল ১।০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতির চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সমন্বিত। বাঁধাই মূল্য ॥০ আট আনা।

ধ্যানপ্রণামমালা।৵০ ছয় আনা।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত
হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত

তিব্বে-মসিহা

বা

সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ✓০ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা

বা

হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভার কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান

বেগম বাহার ইউনানি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'!

'বঙ্গদর্শন' নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই 'বঙ্গদর্শন' পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি।

চারি বৎসরের চারি খণ্ড 'বঙ্গদর্শন'

আমরা প্রকাশ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নিতান্ত দুর্ল্লভ ও সাধারণের অনধিগম্য। এক সেট সম্পূর্ণ 'বঙ্গদর্শন' যদি বা পাওয়া যায়, তাহাও ১৫০ দেড় শত, ২০০, দুই শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয় জন 'বঙ্গদর্শন' চোখে দেখিয়াছেন? সাহিত্যের যে মন্দাকিনী-ধারায় বাঙ্গালা নবজীবনে সঞ্জীবিত, 'বঙ্গদর্শন' যে তাহার গঙ্গোত্রী, তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে? সেই 'বঙ্গদর্শন' আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ

'সাহিত্যের গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। এত অল্প—নামমাত্র মূল্যও তাঁহাদের জন্য। কিন্তু কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কালে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাপিব না। গত ত্রিশ বৎসর যাঁহাদের অনুগ্রহ পাইয়াছি, সাহিত্যের গ্রাহকগণকেই সর্ব্বপ্রথমে 'বঙ্গদর্শন' হস্তগত করিবার সুযোগদানে আমরা বাধ্য। এই জন্য, তাঁহাদের পক্ষে—

প্রথম বৎসর মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না—'সাহিত্যে'র সেই 'বঙ্গদর্শন' গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে যে যে অক্ষরে, যে ভাবে ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ ইহা—

FAC-SIMILE সংস্করণ।

যাঁহারা চৈত্র মাসের মধ্যে 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার সাহিত্য।

২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্-এ, এম-বি কৃত

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগনির্ণয়ের জন্ত ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত।

মূল্য সংস্কৃত ৩৲ ও বাঙ্গালা ২৲।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১॥০ টাকা।

কুমার তন্ত্র।

কুমারচর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসার সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১॥০।

বিষ তন্ত্র।

মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১॥০।

রাজবৈদ্য স্বর্গীয় বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত

বনৌষধি দর্পণ।

বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রয়েল ৮০১ পৃঃ, মূল্য ৪৲ ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ ও গাছগাছড়ায় চিকিৎসা করিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদ কলেজে পঠিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কালেজের জন্ত কিনিয়াছেন। ইহা দ্রব্যের গুণ, পরিচয় পরীক্ষা নব্য ডাক্তার ও চরক সুশ্রুতাদির মতে কোন রোগে প্রয়োজ্য, ইতিহাস, বাণিজ্য উৎপত্তি, ভাষানাম প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত

ভৈষজ্য মণিমালিকা (১ম খণ্ড)

পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া-পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ॥৵০ আনা, বাঁধাব ১৲।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল্-এম্-এস্ কৃত।

প্রত্যক্ষ শারীরম্।

গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শারীর বিদ্যার বিলোপ ঘটিয়াছিল। সেই শারীর বিদ্যার উদ্ধার সাধনার্থ বেদ, উপনিষদ্ তন্ত্র ও চরক-সুশ্রুতাদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা এবং ভোজসংহিতাদি প্রাচীন শল্যতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমুদ্রমন্থন করিয়া ও স্বহস্তে শবচ্ছেদ করিয়া যশস্বী গ্রন্থকার এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মূল্য ৫৲ টাকা।

পুস্তকগুলির জন্ত ২৯নং কড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেন-ডেণ্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জনের নিকট পত্র লিখুন।

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিশুদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা—

৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের এই ঔষধালয়ে বহুদর্শী, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রীয় তৈল, ঘৃত, মোদক, অরিষ্ট, মকরধ্বজ ও পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে।

বিশুদ্ধ কস্তুরী, পদ্মমধু, ব্যাঘ্রবসা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য জিনিষও এখানে পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত কয়েকটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—

প্রমেহ শান্তি সুধা—সর্ব্বজন প্রশংসিত আমাদের এই সুরপূজ্য সুধাসম 'সুধা সেবনের পর প্রমেহ রোগের (গণোরিয়ার) পূঁজপড়া, জ্বালা মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হ্রাস হইতে থাকে। ইহাতে প্রমেহের (গণোরিয়ার) বিষ অত্যল্প কালমধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা তিন শিশি একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকা।

স্বর্ণঘটিত অমৃত রসায়ণ—ইহা সুস্বাদু, তেজস্কর, ক্ষুধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও রক্ত শোধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজী সালসা। বাজারের সর্ব্বপ্রকার সালসা হইতে শতসহস্র গুণে উপকারী। ব্যবহারে কোন প্রকার বাঁধা নিয়ম নাই। উপদংশ ক্ষতের জন্য ইহার সহিত "সুকস্তিমলম" ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মূল্য প্রতিশিশি ২৲ দুই টাকা। সুকাস্তিমলম প্রতিশিশি ।৷০ আট আনা।

শক্তিসঞ্চার ঘৃত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণশুক্র ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ ১ শিশি ২৲ দুই টাকা।

শুক্রবল্লভ—স্বপ্নদোষ ও শুক্রমেহ রোগের মহৌষধ ১ শিশি ১৲ এক টাকা।

বাধক নিসূদন—যাবতীয় বাধক রোগের মহৌষধ। ১ এক কৌটা ২৲ দুই টাকা।

গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদারটিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ৷৵০, ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০, ২ ড্রাম ।৵০, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ৷০, ১০০, ও ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২৷০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা।—৫ম সংস্করণ, ৩১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৸০।

২। চিকিৎসাদর্পণ।—(প্র্যাকটিস অব মেডিসিন) ২য় সংস্করণ, ১১৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৭৲ টাকা, আবাধাই ৬৷০ টাকা।

৩। ওলাউঠা চিকিৎসা।—মূল্য ।৵০।

৪। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপীয়া।—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷০ টাকা।

৫। ভৈষজ্য-দর্পণ।—(মেটেরিয়া-মেডিকা) মূল্য ১০৲ টাকা।

মফস্বল গ্রাহকদিগের পক্ষে এক অপূর্ব্ব সুযোগ।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

"আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(গ্রাহক সম্বন্ধে)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৵০ সকলকেই অগ্রিম দিতে হয়। গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সে পত্রের কোন কার্য্যই হয় না। আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, সুতরাং যে সময়ই ইহার গ্রাহক হউন, আশ্বিন হইতে সকলকেই কাগজ লইতে হইবে। কেহ কোনো সংখ্যা 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য মূল্য দিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতি মাসের ২রা তারিখের পূর্ব্বে সে পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

(বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে)

এক বৎসরের চুক্তি করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদের জন্য ভিতরের সাধারণ ১ পৃষ্ঠার মাসিক মূল্য ৮৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৪॥০ সিকি পৃষ্ঠা ২॥০ টাকা। ২॥০ টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। কভারে বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরে চুক্তিতে কভারের ২রা পৃষ্ঠায় মাসিক চার্য্য ১১৲ কভারের ৩য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১০৲ এবং কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১১৲ টাকা। রিডিং ম্যাটার বা প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে মাসিক চার্য্য ১০৲। সূচীর উপরের ও নীচের স্থানের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৬৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না। গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকাকড়ি এবং পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যা গুলিই আছে, কেবল ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটী নাই, কিন্তু ইহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। দুই বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ ৬৲ টাকায় দেওয়া যায়, মাশুল ।৵০, ৩য় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিন্ন সমস্ত সংখ্যাগুলির মূল্য ২॥০ মাশুল ।৵০ সত্বর সম্পাদকের নামে পত্রলিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা—

উপাসনা।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্,-এ পি-আর-এস্

সাময়িক সমস্যার বিশদ্ আলোচনা, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যসমালোচনা ও মাসিক সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সমূহের সার সঙ্কলন এবং মৌলিক গল্প কবিতা প্রবন্ধাদিতে উপাসনা সজ্জিত করা হয়। নূতন ধরণের নাটক ও প্রবন্ধাদি শকামৃত, বিশ্ববাণী, পল্লীবার্ত্তা প্রভৃতি উপাসনার বিশেষত্ব। দেশের ও দশের অবস্থা বুঝিয়া জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেশের ও দশের সেবায় আমরা ব্রতী হইয়াছি, সেই জন্যই উপাসনার মূল্য অতি সুলভ,—ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র। নমুনার মূল্য মাশুলসহ ।৵০ আনা।

ম্যানেজার—উপাসনা

[illegible] কলিকাতা।

কায়স্থ-সমাজ।

সমাজের বহুবিধ সংস্কার সাধনাভিলাষে 'কায়স্থ-সমাজ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সামাজিক পত্রের মধ্যে এরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র অদ্যাবধি আর প্রকাশিত হয় নাই। এই মাসিকে যেমন সমাজ বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ থাকে, সেই প্রকার সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়েও অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। কখনই জাতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। দিন দিনই পত্রিকাখানি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এ নিমিত্ত আমরা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী, জাতির কল্যাণকামী, সাহিত্যসেবী, ধর্ম্মপিপাসু মহোদয়গণকে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ২॥০ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি। ডিমাই ৮ পেজী, ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যায় থাকে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ভ্যালুপেয়বলে প্রেরিত হয়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক "কায়স্থ সমাজ"
১৩১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিকিৎসা জগতে

বটকৃষ্ণ পালের বিশ্ববিশ্রুত

এড্ওয়ার্ডস্ টনিক।

অদ্ভুত আবিষ্কার।

বর্ত্তমানে সর্ব্বোৎসাধনকারী ম্যালেরিয়া রোগে যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালের করাল কবলে গমন করিতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে হাস্য কোলাহল মুখরিত, শস্য শ্যামলা শত শত পল্লীভূমি আজ বিজন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনের রোল। কিন্তু হায়! ইহার কি প্রতীকার নাই? আছে বৈ কি! হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

এড্ওয়ার্ডস্ টনিক্ সেবন করুন, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, আসামের কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর—এক কথায় সর্ব্বপ্রকার জ্বরে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। আরোগ্যান্তে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। নিয়মিতরূপে সেবন করিলে শারীরিক যাবতীয় গ্লানি বিদূরিত পূর্ব্বক ইহা টনিকের কার্য্য করিবে; এইখানেই ইহার বিশেষত্ব। গুণের তুলনায় মূল্য কিছুই নয় বলিলেই হয়। মূল্য বড় বোতল ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা। ছোট বোতল ৸৶০ চৌদ্দ আনা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্লেট।

(কলিকাতার হেল্থ্ অফিসারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে কলিকাতার হেলথ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাব্লেটই একমাত্র অবলম্বন, তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাব্লেট্ আবিষ্কার করিয়া বহুসংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুসারে এই টাব্লেট্ প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি' পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মূল্য ২৫টী বটীকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸০ বার আনা।

বি কে পাল এণ্ড কোম্পানীর

ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল বিভাগ হইতে প্রস্তুত

পীড়িতের ও দুর্ব্বলের পুষ্টিকর লঘু পথ্য

শটিফুড্।

আপনারা বিলাতী ও দেশীয় তথা কথিত বহু "ফুড" ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রস্তুত শটিফুড্ একটি বার মাত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। এক কৌটা মাত্র ব্যবহার করিলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি অন্য কোন "ফুড্" ক্রয় করিতে আপনার প্রবৃত্তি হইবে না।

মূল্যও অতীব সুলভ। একটি বার মাত্র পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গোল্ড সালসা প্যারিলা

বা

স্বর্ণ ঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত করিতে এবং উপদংশ বিষ বিনষ্ট পূর্ব্বক শরীরে নব বল সঞ্চার করিতে ইহার সমতুল্য ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেই হয়। মূল্য—প্রতি শিশি ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

এড্ওয়ার্ড্স্ এরোরুট।

আমাদের এরোরুট উপকারিতায় অতুলনীয়। চিকিৎসকগণ ইহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা স্বকীয় গুণে বহু প্রদর্শনীতে সুবর্ণ পদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র অর্জ্জন করিয়াছে।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

১৩৩ বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭ —জ্যৈষ্ঠ। | ৯ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস।

—:*:—

জতুকাস্থি। *

জতুকাস্থি * (২৭শ চিত্র)—জতুকাস্থি শিরঃসম্পুটের মধ্যভূমি নির্ম্মাণকারক, জতুকার (চামচিকের) ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এবং সমস্ত শিরঃকপালের কেন্দ্রবন্ধন স্বরূপ। ইহার চারিটী অংশ যথা,—মধ্যে জতুকাশরীর উভয় পার্শ্বে বৃহৎ পক্ষতিদ্বয় ও নিম্নে ক্ষুদ্র পক্ষতিদ্বয় এবং সর্ব্বনিম্নে চরণদ্বয়। তন্মধ্যে —

(১) 'জতুকাশরীর' নামক মধ্যস্থ পিণ্ড উচ্চাবচ এবং শূন্যগর্ভ। ইহার গর্ভস্থিত কোটরগুলি 'জতুকাকোটর' নামে অভিহিত এবং ঝর্ঝরাস্থির কোটর সকলের সহিত সম্মিলিত।

জতুকা শরীরের চারিটী তল, যথা—সম্মুখ তল, পশ্চাৎ তল, ঊর্দ্ধ তল এবং অধস্তল। তন্মধ্যে—

(ক) সম্মুখ তল ঝর্ঝরাস্থির উভয়দিকের পার্শ্বপিণ্ডের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার মধ্য দেশের সমুন্নত রেখা ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলকের সহিত সংহিত। সম্মুখের ঊর্দ্ধভাগে 'ত্রিকোণ-কণ্টক' নামক একটী চূড়াকার প্রবর্দ্ধন আছে, উহা ঝর্ঝরাস্থির ছাদের ন্যায় ফলকের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(খ) পশ্চাৎ তল চতুষ্কোণ এবং পশ্চাৎ-কপালের মূলভাগের সহিত সন্ধিযুক্ত।

(গ) ঊর্দ্ধতলে ত্রিকোণকণ্টকের পশ্চাতে 'দৃষ্টিনাড়ীপরিখা' নামে একটী পরিখা আছে এবং উক্ত পরিখার দুই প্রান্তে 'দৃষ্টি-নাড়ী রন্ধ্র' নামে দুইটী ছিদ্র আছে। এই পরিখা দৃষ্টিনাড়ী ধারণের জন্য এবং রন্ধ্র

* ইং—Sphenoid Bone—ফিনয়েড বোন্।

দুইটা দৃষ্টিনাড়ীদ্বয়ের অক্ষিকূটে প্রবেশের জন্য। ইহাদের পশ্চাতে 'পোষণিকা' নামক গ্রন্থি ধারণের জন্য 'পোষণিকা খাত' নামে একটী খাত আছে। উক্ত খাতের পশ্চাতে 'সুষম্নাপীঠ' নামে যে উন্নত কূট আছে, উহা সুষম্নাশীর্ষ ধারণ করিয়া থাকে। এই কূটের উভয় পার্শ্বে মাতৃকা ধমনীদ্বয় ধারণের জন্য 'মাতৃকা পরিখা' নামে দুইটা গভীর খাত আছে। ইহার সম্মুখভাগে এক এক দিকে পরে পরে তিনটী গুলিকা অবস্থিত।

[২য় চিত্র—জতুকাস্থি (ঊর্দ্ধতল)]

(স্বাভাবিক আয়তন)

(ঘ) জতুকাশরীরের অধস্তল নাসাগুহা ও কণ্ঠবিবরের আচ্ছাদন ভূত। ইহাতে যে স্থূলমূল ও উন্নতাগ্র রেখা আছে, উহা 'রসনিকা' নামে অভিহিত। এই রেখা নাসিকার মধ্যপ্রাচীরভূত সীরিকাস্থির পশ্চিম প্রান্তের খাঁজের সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

(২) বৃহৎ পক্ষতিদ্বয় জতুকাস্থির উভয় দিকে শঙ্খদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত এবং প্রায় ত্রিকোণাকার। এক এক পক্ষের তিনটী তল, যথা—উর্দ্ধতল, সম্মুখতল এবং বহিস্তল। তন্মধ্যে—

(ক) উর্দ্ধতলের নাম 'পক্ষতিপৃষ্ঠ'। ইহা মস্তিষ্কের মধ্যভূমিভূত এবং উহাতে 'বৃত্তবিবর' ও 'জাম্ববিবর' নামে দুইটী বিবর আছে। এই দুইটী বিবরের ভিতর দিয়া পঞ্চম নাড়ীর মধ্যম ও পশ্চিম শাখা যথাক্রমে নির্গত হইয়া থাকে। ইহার মূলে কোণ বিবর' নামে যে ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'কলাপোষণী' ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে।

(খ) সম্মুখতল চতুষ্কোণ এবং নেত্রকূটের বহিঃপ্রাচীর স্বরূপ।

(গ) বহিস্তল বিশেষ উচ্চাবচ এবং 'শঙ্খাধরিকা' রেখা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। রেখার উর্দ্ধভাগ শঙ্খদেশ নির্ম্মাণকারক ও শঙ্খচ্ছদা পেশীর প্রভবস্থল; অধোভাগ গণ্ডমূলের খাতে সংস্থিত।

(৩) লঘুপক্ষতিদ্বয় জতুকাশরীরের সম্মুখে উভয় দিকে অবস্থিত এবং পুরঃকপালাস্থির 'নেত্রচ্ছদিফলক'দ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের মধ্যে উভয়ের সংযোজক 'ত্রিকোণকণ্টক' এবং তন্মূলস্থ দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্রদ্বয়ের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

লঘু ও বৃহৎ পক্ষতিদ্বয়ের মধ্যে এক এক দিকে যে ত্রিকোণপ্রায় অন্তরাল আছে, উহারা 'পক্ষান্তরাল' নামে আখ্যাত। এই দুইটী অন্তরালের ভিতর দিয়া তৃতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠী নাড়ী, পঞ্চমী নাড়ীর নেত্রগামিনী প্রথমা শাখা এবং নেত্রগামিনী শিরা ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(৪) চরণদ্বয় জতুকাস্থি শরীরের পশ্চাৎ প্রান্তের উভয় দিক হইতে নিম্ন দিকে বিস্তৃত। এক এক চরণে দুইটী করিয়া অস্থিফলক আছে। তন্মধ্যে সম্মুখস্থ ফলক আয়তপৃষ্ঠ এবং পশ্চাতের ফলক অঙ্কুশাগ্র। এই অঙ্কুশকে আশ্রয় করিয়া 'তালুত্তংসনী পেশী বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উভয় চরণের মধ্যে যে সুব্যক্ত অন্তরাল আছে, তথায় তালস্থি সংহিত হইয়া থাকে।

সন্ধি—জতুকাস্থি আটখানি শিরঃসম্পুট নির্ম্মাপক অস্থির সহিত এবং গণ্ডাস্থিদ্বয়, তালস্থিদ্বয় ও সীরিকা—এই পাঁচখানি মুখমণ্ডলের অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। সন্ধান প্রকার চিত্রে দ্রষ্টব্য।

পেশী—জতুকাস্থিতে এক এক দিকে এগারটী করিয়া পেশী সংযুক্ত থাকে। যথা—বৃহৎ পক্ষতির বহিস্তলে দুইটী, লঘুপক্ষতির সম্মুখভাগে অক্ষিকূটগ ছয়টি, এবং চরণ ফলকে তিনটী পেশীর সংযোগ আছে।

[২৮শ চিত্র—ঝর্ঝরাস্থি]

(পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট—স্বাভাবিক আয়তন)
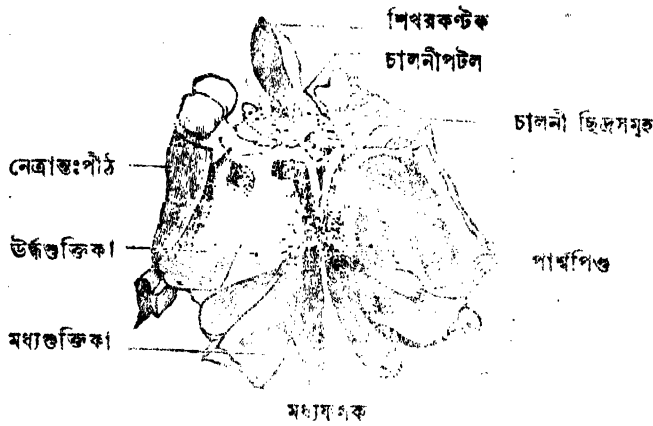
ঝর্ঝরাস্থি*—ঝর্ঝরাস্থি নামক নাসামূলগত পিণ্ডাকার অস্থি ছিদ্রবহুল এবং অক্ষিকোটরদ্বয়ের অন্তরালে গূঢ়ভাবে অবস্থিত। ইহার তিনটী অংশ যথা,—মধ্যফলক, চালনীপটল এবং পার্শ্বপিণ্ডদ্বয়। তন্মধ্যে—

(১) মধ্যফলক—নাসামূলের মধ্য প্রাচীর নির্ম্মাণের সহায়ভূত পাতলা ফলকের ন্যায়। ইহার অগ্রধারায় পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক এবং নাসাস্থিদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ দ্বারা সংহিত হইয়া থাকে। পশ্চাৎ ধারায় জতুকাস্থির পুরস্তলস্থিত রসনিকাখ্য মধ্যরেখা এবং নামক সীরিকা অস্থি সংহিত হয়। অধোধারা নাসাগ্রভাগের মধ্য প্রাচীরভূত ত্রিকোণাখ্য তরুণাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

(২) চালনীপটল—নাসামূলের ছাদস্বরূপ, চালনীর ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রবহুল এবং মধ্যফলকের মস্তকে সংলগ্ন। ইহার চূড়ায় 'শিখরকণ্টক' নামে যে প্রবর্দ্ধন আছে তাহাতে 'দাত্রিকা' কলাভাগ সংযুক্ত থাকে এবং ইহাতে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রপথ আছে তাহার ভিতর দিয়া গন্ধগ্রাহিণী নাড়ীর প্রতানসমূহ নাসামধ্যে বিস্তৃত হয়।

(৩) পার্শ্বপিণ্ডদ্বয় মধুচক্রের ন্যায় ছিদ্রগর্ভ এবং খুব পাতলা পত্রবৎ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক পার্শ্বপিণ্ডের ছয়টী তল। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধ তল কোটরবহুল এবং পুরঃকপালের মহাপরিখার পরিধির সহিত সংহিত। পুরস্তল অশ্রুপীঠদ্বয় ও ঊর্দ্ধ হন্বস্থিদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত এবং উহার অধঃস্থিত কোটরগুলি নাসাগুহার সহিত সংমিলিত। পশ্চাৎ তলও ছিদ্রবহুল এবং জতুকাস্থির কোটরযুক্ত পুরস্তলের সহিত সন্ধিযুক্ত। অন্তস্তল নাসাগুহার পার্শ্বপ্রাচীর স্বরূপ এবং দুইখানি ক্ষুদ্র শুক্তিকাকার অস্থিফলক বিশিষ্ট উক্ত শুক্তিকাকার অস্থি দুইখানি

* ই—Ethmoid Bone—এথ্‌ময়েড্ বোন্।

যথাক্রমে উর্দ্ধশুক্তিকা এবং মধ্যশুক্তিকা নামে অভিহিত। উর্দ্ধ শুক্তিকা নাসাগুহার উর্দ্ধ সুড়ঙ্গের * এবং মধ্য শুক্তিকা মধ্যসুড়ঙ্গের চূড়ার স্বরূপ। মধ্যশুক্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে অধঃশুক্তিকাস্থির সন্ধিস্থান। বহিস্তল মসৃণ চতুষ্কোণ ফলকনির্ম্মিত এবং নেত্রকোটরের অন্তঃপীঠনির্ম্মাপক বলিয়া 'নেত্রান্তঃপীঠ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—ঝর্ঝরাস্থি মস্তকের তেরখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা—পুরঃকপাল, জতুকাস্থি, সীরিকা এই তিনখানি একক অস্থির সহিত এবং নাসাস্থি, উর্দ্ধহন্বস্থি, তাল্বস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি ও শুক্তিকাস্থি—এই পাঁচটী যুগ্ম অস্থির সহিত।

এই অস্থির সহিত কোন পেশীর সংযোগ নাই।

কপাল চক্রক। † মস্তকের কপালাস্থি সমূহের সীমন্তে দন্তুর ধারার মধ্যে কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার অস্থি সমূহ দেখা যায়। ঐরূপ অস্থি প্রায়ই পার্শ্ব কপাল দ্বয়ের সন্ধিস্থলে—বিশেষতঃ ব্রহ্মরন্ধ্র এবং শিররন্ধ্রের নিকটে দেখা যায়। উহাদের অস্তিত্বের কোন নিশ্চয় নাই বলিয়া পৃথক ভাবে গণনা করা হয় না।

মুখমণ্ডলের অস্থি।

মুখমণ্ডল চতুর্দ্দশ খানি অস্থির দ্বারা নির্ম্মিত, যথা—দুই খানি নাসাস্থি, দুই খানি উর্দ্ধহন্বস্থি, দুই খানি অশ্রুপীঠাস্থি, দুইখানি গণ্ডাস্থি, দুইখানি তাল্বস্থি, দুইখানি শুক্তিকাস্থি; একখানি সীরিকাস্থি, এবং এক খানি অধোহন্বস্থি। তন্মধ্যে হন্বস্থিদ্বয় ভক্ষণ চর্ব্বণাদি কার্য্য সাধন করে এবং অন্যান্য অস্থি গুলি চক্ষু নাসা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান নির্ম্মাণ ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকে।

নাসাস্থি*—নাসাস্থি দুইখানি নাসামূলে অবস্থিত বহিঃপৃষ্ঠে ন্যুব্জ এবং অন্তর্ভাগে কোটরোদর। ইহারা মধ্যরেখায় পরস্পর সংহিত। নাসাস্থিদ্বয়ের উর্দ্ধপ্রান্ত পুরঃকপালাস্থির নাসামূলখাতের সহিত এবং বহিঃপার্শ্ব উর্দ্ধহন্বস্থির নাসাকূটের সহিত সন্ধিযুক্ত। ইহাদের অধঃপ্রান্ত নাসাপার্শ্বিক নামক তরুণাস্থিদ্বয়ের সহিত সংহিত। পশ্চাৎভাগে পরস্পরের সন্ধান রেখায় পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক এবং ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলক সংহিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নাসাস্থির বহিস্তলের মধ্যে শিরা প্রবেশের জন্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে এবং অভ্যন্তর ভাগে নাসানাড়ী ধারণের জন্য পরিখা দৃষ্ট হয়।

[২৯শ চিত্র—নাসাস্থিদ্বয়]

(সম্মুখ দৃশ্য)

* প্রত্যেক নাসাগুহা ত্রিতল এবং তিনটী স্রোত বা সুড়ঙ্গপথযুক্ত। সুড়ঙ্গপথগুলির বিশেষ বর্ণনা পরে লিখিত হইবে।

† ইং—Wormian Bones ওর্মিয়ান্ বোনস্
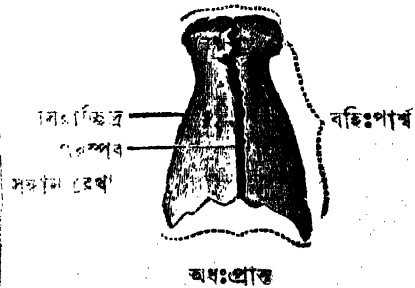
* ইং—Nasal Bones—ন্যাসাল্ বোনস্

সন্ধি—প্রত্যেক নাসাস্থি পূর্ব্বোক্তরূপে চারিখানি অস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধহন্বস্থি*—দুইখানি ঊর্দ্ধহন্বস্থি পরস্পর সংহিত হইয়া তালুপটল ও দন্তোদুখল সহিত ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। নাসাকোটরদ্বয়, নেত্রপীঠদ্বয় এবং মুখমণ্ডলের সম্মুখ ও পার্শ্ব ভাগ প্রধানতঃ দুইটী ঊর্দ্ধহন্বস্থি দ্বারাই নির্ম্মিত। আকারে বড় হইলেও এই অস্থিদ্বয় শূন্যগর্ভ বলিয়া হাল্‌কা।

প্রত্যেক হন্বস্থির পাঁচটী অংশ, যথা মধ্যস্থলে হনুপিণ্ড এবং চতুঃপার্শ্বে চারিটী প্রবর্দ্ধন। উপরের প্রবর্দ্ধন নাসাকূট, বহিঃপার্শ্বের প্রবর্দ্ধন গণ্ডধরকূট, অন্তঃসীমার প্রবর্দ্ধন তালুফলক এবং অধঃসীমার প্রবর্দ্ধন দন্তোদুখল নামে অভিহিত। তন্মধ্যে—

(১) হনুপিণ্ড—হন্বস্থির শূন্যগর্ভ মধ্যপিণ্ড। ইহা চারিটী তলবিশিষ্ট। তন্মধ্যে 'মৌখিকতল' বহির্মুখমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান, 'গণ্ডোত্তর' তল গণ্ডধরকূটের পশ্চাতে অবস্থিত, নেত্রপীঠতল নেত্রকোটরের ভূমিস্বরূপ এবং 'আন্তরতল' নাসাবিবর ও মুখবিবরের পার্শ্বপ্রাচীর স্বরূপ। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। যথা—
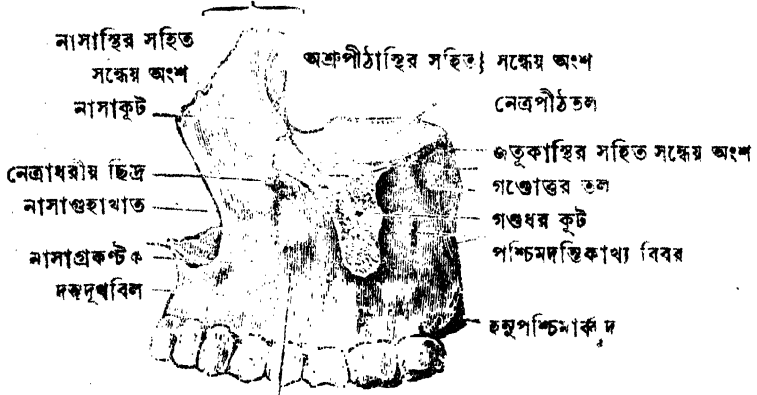
[৩০শ চিত্র—ঊর্দ্ধহন্বস্থি (বহিস্তল)]

(ক) মৌখিকতলে—নেত্রকোটরের নিম্ন প্রান্তে নেত্রাধরীয় নামে ছিদ্র আছে। উক্ত ছিদ্রপথ দিয়া নেত্রাধরীয় নাড়ী ও ধমনী নির্গত হইয়া থাকে।

(খ) গণ্ডোত্তরতল—এই নামীয় খাতের প্রাচীরস্বরূপ এবং শঙ্খচ্ছদা পেশী দ্বারা আবৃত। গণ্ডোত্তরতলে 'পশ্চিম দন্তিকাখ্য নাড়ী' ও ধমনী প্রবেশের জন্য যে সকল ছিদ্র আছে, তাহারা 'পশ্চিমদন্তিক ছিদ্র' নামে অভিহিত। ইহার পশ্চাদ্ভাগে হনুপশ্চিমার্ব্বুদ নামে

* ইং—Superior Maxillary Bones—সুপিরিয়র ম্যাক্সিলারি বোন্‌স্।

যে উচ্চাবচ উৎসেধ আছে, তাহা তালবস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(গ) নেত্রপীঠতল—নেত্রকোটরের ভূমির সম্মুখভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার অন্তঃসীমায় 'অশ্রুপীঠখাত' নামে যে খাত আছে, তথায় অশ্রুপীঠাস্থি সংহিত হয়। বহির্ধারা ঝর্ঝরক ও তালবস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। বহিঃপ্রান্তে নেত্রাধরীয় পেশী ও ধমনী ধারণের জন্য সূক্ষ্ম খাত এবং 'অগ্রদন্তিক' নাড়ী প্রবেশের ছিদ্র আছে।

(ঘ) আস্তরতল—নাসাবিবর ও মুখবিবরের বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত। ইহার পুরঃসীমায় 'নাসাখাত' নামে যে মহৎ খাত আছে, তাহা তালুফলকের দ্বারা মধ্যদেশে দুইভাগে বিভক্ত—উর্দ্ধভাগ নাসাগুহার অংশ ও অধোভাগ মুখবিবরের অংশ। ইহার পার্শ্বে 'হনুগর্ভকোটর' নামে যে বৃহৎ কোটর আছে, তাহা নাসাগুহার মধ্যসুড়ঙ্গের সহিত সংমিলিত। জীবিত ব্যক্তির শরীরে এই কোটর ঝর্ঝরক, শুক্তিকা ও তালবস্থি দ্বারা আচ্ছাদিত হইলেও উহাতে একটী সূক্ষ্ম শলাকা প্রবেশের উপযুক্ত দ্বার থাকে এবং উহার অভ্যন্তরভাগ কলাবিশেষের দ্বারা আবৃত থাকে। পীনস রোগে কখন কখন এই হনুগর্ভকোটরে পূয়সঞ্চার হইয়া বিদ্রধি উৎপন্ন হয়।

(২) নাসাকূট—নাসামূলের পার্শ্বগত প্রবর্দ্ধন। ইহা উর্দ্ধে পুরঃকপালের সহিত মধ্যরেখায় নাসিকাস্থির সহিত ও বহিঃসীমায় অশ্রুপীঠাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার অন্তস্তল নাসিকার মধ্যসুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের জন্য খাতোদর এবং দুইটী রেখাযুক্ত; রেখাদ্বয়ের একটীর সহিত ঝর্ঝরাস্থির মধ্যম শুক্তিকাভাগ ও অপরটীর সহিত অধঃশুক্তিকাস্থি সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে পরিখা আছে, তাহা 'অশ্রুবাহিকা' স্রোতঃ ধারণ করিয়া থাকে। এই অশ্রুবাহিকা স্রোতঃপথে রোদনকালে অশ্রুজল নাসিকায় প্রবেশ করে।

(৩) গণ্ডধরকূট—ইহা বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত ত্রিকোণাকার উৎসেধ—ইহা গণ্ডাস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

(৪) তালুফলক—তালুর সম্মুখভাগ নির্ম্মাণকারক ও হনুপিণ্ডের অন্তস্তল হইতে উদ্গত। ইহার উর্দ্ধতল নাসাভূমি এবং তালুর ছাদ স্বরূপ। মধ্যরেখায় ইহা অপর উর্দ্ধহন্বস্থির তালুফলকের সহিত সংসক্ত থাকে এবং এইরূপে সংহিত ফলকের মধ্যরেখার অধস্তল সম্মুখভাগে অধস্তলে 'অগ্রতালুখাত' নামে একটী খাত দেখা যায়। উক্ত খাতে যে চারিটি ছিদ্র আছে তাহাদের ভিতর দিয়া নাসা ও তালুগামিনী নাড়ী ও ধমনী সকল তালুতে প্রবেশ করিয়া থাকে। উক্ত সন্ধিরেখার উর্দ্ধতলে সম্মুখ দিকে যে সমুন্নত রেখা আছে, তথায় সৌরিকাস্থি সংহিত হয়। তালুফলকের পশ্চিম ধারার সহিত তালবস্থির হ্রস্বপত্রক নামক অংশ সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

(৫) দন্তোদূখলিক—দন্তোদূখলধারক অর্দ্ধচন্দ্রাকার অধোমুখ প্রবর্দ্ধনের নাম "দন্তোদূখলিক"। ইহাতে বাল্যে পাঁচটী ও যৌবনে আটটী দন্তোদূখল থাকে এবং ঐ সকল উদূখলে বা কোটরে সমসংখ্যক দন্ত নিবিষ্ট থাকে।

সন্ধি—প্রত্যেক উর্দ্ধহন্বস্থি অপর উর্দ্ধহন্বস্থি, ঝর্ঝরক, পুরঃকপাল, গণ্ডাস্থি,

নাসাস্থি, অশ্রুপীঠাস্থি, সীরিকাস্থি, তাল্বস্থি ও শুক্তিকাস্থি—এই নয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—প্রত্যেক উর্দ্ধহন্বস্থিতে এগারটি করিয়া পেশীর সংযোগ আছে। এই সকল পেশী নেত্রের উন্মীলন ও নিমীলন, নাসা ও অধরের সঙ্কোচন ও বিস্ফারণ এবং চর্ব্বণাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

[৩১শ চিত্র—উর্দ্ধহন্বস্থি (অন্তস্তল)]
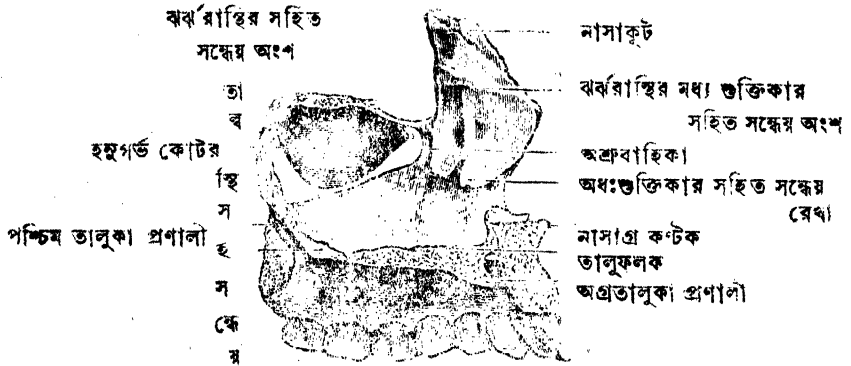
অশ্রুপীঠাস্থি*—অশ্রুপীঠ নামক ক্ষুদ্রাস্থি নাসাস্থির ও উর্দ্ধহন্বস্থির নাসাকূটের পশ্চাতে অক্ষিকোটরপার্শ্বে দুইদিকে দুইখানি গূঢ় ভাবে অবস্থিত। উহারা পাতলা পত্রবৎ অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত এবং দেখিতে কতকটা অর্ঘ্যপাত্র বা কোশার ন্যায়। 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালী ধারণ করে বলিয়া উহারা অশ্রুপীঠ নামে অভিহিত।

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের দুইটী তল—বহিস্তল ও অন্তস্তল। বহিস্তলে অশ্রুস্রোত ধারণের জন্য অশ্রুবাহিকা প্রণালীর খাঁজ দেখা যায়। অন্তস্তল ঝর্ঝরাস্থির কোটরদ্বারের আচ্ছাদন স্বরূপ।

[৩২শ চিত্র—অশ্রুপীঠাস্থি(বহিস্তল)]

প্রত্যেক অশ্রুপীঠের চারিটী ধারা। তন্মধ্যে উর্দ্ধ ধারার সহিত পুরঃকপালাস্থি, অধোধারার অগ্রভাগস্থিত অঙ্কুশাকার প্রবর্দ্ধনকের সহিত শুক্তিকাস্থি, সম্মুখ ধারায় উর্দ্ধহন্বস্থির নাসাকূট এবং পশ্চিম ধারায় ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃপীঠ সংহিত হইয়া থাকে।

গণ্ডাস্থি* — বাণাগ্রফলকের ন্যায়

* ইং—Lachrymal Bones—ল্যাক্রিম্যাল বোন্‌স্।

* ইং—Malar Bones—মেলার বোন্‌স্।

আকৃতি বিশিষ্ট দুই খানি গণ্ডাস্থি গণ্ডদেশে অবস্থিত। উহাদের দ্বারা গণ্ডদেশের উৎসেধ-দ্বয় ও নেত্রকোটরভূমির কিয়দংশ নির্ম্মিত হয়। প্রত্যেক গণ্ডাস্থির দুইটী তল—বহিস্তল ও অন্তস্তল। তন্মধ্যে—

[৩৩শ চিত্র—বামগণ্ডাস্থি (বহিস্তল)]
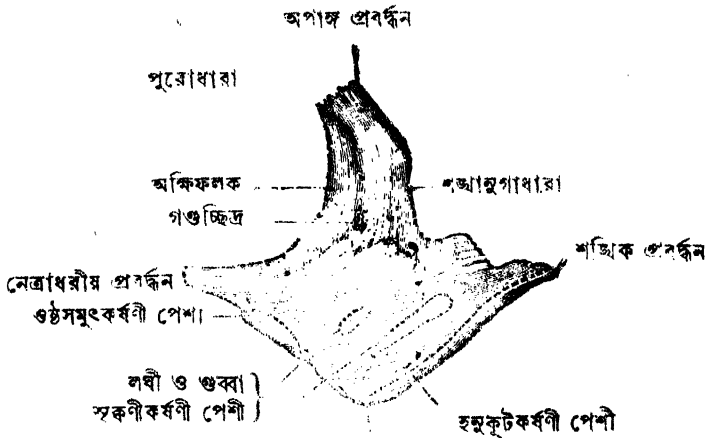
বহিস্তল—ন্যুব্জপৃষ্ঠ এবং নাড়ী ধমনী নির্গমের জন্য 'গণ্ডচ্ছিদ্র' নামক ছিদ্র বিশিষ্ট। ইহা দ্বারা 'গণ্ডকূট' বা গালের উন্নত প্রদেশ নির্ম্মিত হয়।

অন্তস্তল—কোরোদর। ইহার বন্ধুর ত্রিকোণাকার অংশে উর্দ্ধ হনুস্থির গণ্ডধরকূট সংহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক গণ্ডাস্থির চারিটী প্রবর্দ্ধন আছে। তন্মধ্যে তিনটী যথাক্রমে সম্মুখ, পশ্চাৎ ও উর্দ্ধ কোটিরূপে অবস্থিত এবং একটী অক্ষিকোটর ভূমিতে প্রবিষ্ট। তন্মধ্যে—

(১) 'নেত্রাধরীয়' নামক সম্মুখ প্রবর্দ্ধন সূক্ষ্মাগ্র ও উর্দ্ধ হনুস্থির সহিত নেত্রের নিম্ন-ভাগে সংহিত।

(২) 'শঙ্খিক' নামক পশ্চাৎ প্রবর্দ্ধন শঙ্খাস্থির গণ্ডপ্রবর্দ্ধনের সহিত সংহিত।

(৩) উর্দ্ধ প্রবর্দ্ধন অপাঙ্গাভিমুখ বলিয়া 'অপাঙ্গ প্রবর্দ্ধন' নামে খ্যাত। ইহা পুরঃ-কপালের বাহ্য কোণের সহিত সংহিত হয়।

(৪) নেত্রভূমিগত প্রবর্দ্ধন উর্দ্ধপ্রবর্দ্ধন ও পুরঃপ্রবর্দ্ধনের মধ্যস্থিত এবং অক্ষিকোটর ভূমির অংশ ভূত। ইহা 'অক্ষিফলক' নামে খ্যাত ও ঈষৎ খাতোদর। ইহাতে নাড়ী প্রবেশের জন্য 'শঙ্খগণ্ডিক' নামক একটী রন্ধ্র মার্গ আছে, উহা গণ্ডচ্ছিদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষিফলকের ধারা পশ্চাতে জতুকাস্থির সহিত সংহিত হয়।

গণ্ডাস্থির অধঃকোটি কোন অস্থির সহিত

সংহিত হয় না—ইহা গণ্ডকূটে ত্বকের নিম্নে অনুভব করা যায়।

সন্ধি— প্রত্যেক গণ্ডাস্থি শঙ্খাস্থি, পুরঃকপাল ঊর্দ্ধহন্বস্থি ও জতুকাস্থি—এই চারিখানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে।

পেশী—প্রত্যেক গণ্ডাস্থিতে পাঁচটী করিয়া পেশী সংসক্ত। যথা, বহিস্তলে ওষ্ঠ সমুৎকর্ষণী, এবং লঘু ও গুরু স্মেরকর্ষণী; অন্তস্তলে শঙ্খচ্ছদা এবং হনুকূটকর্ষণী।

তাল্বস্থি*—নেত্র ও নাসাকুহরের পশ্চাতে খনিত্র বা কোদালের ন্যায় আকার বিশিষ্ট পাতলা পত্রবৎ অস্থি নির্ম্মিত দুইখানি তাল্বস্থি অবস্থিত। ইহারা নেত্রকোটরভূমি, নাসাভূমির পার্শ্বদ্বয় এবং তালুপটল নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়া থাকে। প্রত্যেক তাল্বস্থির পাতলা পত্রময় দুই অংশ—দীর্ঘপত্রক এবং হ্রস্বপত্রক। তন্মধ্যে—

[৩৪শ চিত্র—তাল্বস্থি (বাম)]

(পশ্চাৎ হইতে দৃষ্ট)
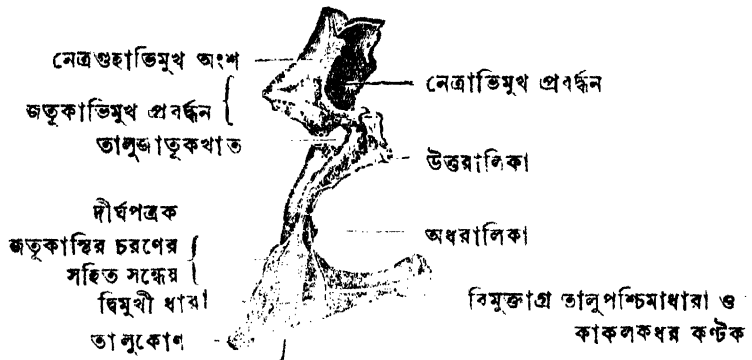
(১) দীর্ঘপত্রক— নেত্রকোটরের ভিতর দিক হইতে তালুমূল পর্য্যন্ত আলম্বিত। ইহার সম্মুখধারা ঊর্দ্ধহন্বস্থির পিণ্ডভাগের পশ্চাতে সংহিত। পশ্চিম ধারা দুই মুখ বিশিষ্ট এবং জতুকাস্থির চরণফলকদ্বয়ের মধ্যে সংহিত। ইহার অন্তস্তল মসৃণ এবং সমুন্নত দুইটী রেখা বা আলি দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত। 'উত্তরালিকা' নামক ঊর্দ্ধস্থিত আলির সহিত ঝর্ঝরাস্থি মধ্যশুক্তিকা নামক অংশ সংহিত হইয়া থাকে। 'অধরালিকা' নামক অধঃস্থিত আলির সহিত অধঃশুক্তিকাস্থি সংহিত হয়। উক্ত আলি-দ্বয়ের মধ্যদেশ নাসিকার মধ্য সুড়ঙ্গের সহিত মিলিত এবং উহার ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ নাসিকার ঊর্দ্ধ ও অধঃ সুড়ঙ্গের সহিত সংলগ্ন।

দীর্ঘপত্রকের বহিস্তল ঊর্দ্ধহন্বস্থির আভ্যন্তর তলের সহিত সংহিত হইয়া থাকে। উহাতে 'পশ্চিমতালুকা' নামক সূক্ষ্ম প্রণালী আছে।

* ইং—Palate Bones—প্যালেট বোন্‌স।

দীর্ঘপত্রকের চূড়ায় সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিকে বিস্তৃত দুইটী প্রবর্দ্ধনক আছে। তন্মধ্যে সম্মুখ দিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনক নেত্রকোটর-ভূমিতে প্রবেশ করে এবং জতুকা, ঝর্ঝরক ও উর্দ্ধহম্বস্থির নেত্রপীঠফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। পশ্চাৎদিকে বিস্তৃত প্রবর্দ্ধনকের সহিত জতুকাস্থি সংহিত হয়। উভয় প্রবর্দ্ধনকের সন্ধিস্থলে 'তালুজাতক' নামে যে খাত আছে, তাহার ভিতর দিয়া নাড়ী ও ধমনী নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে।

(২) হ্রস্বপত্রক দীর্ঘপত্রকের মূল হইতে তির্য্যগ্‌ভাবে উদগত ও অন্তর্মুখ। ইহার উর্দ্ধতল নাসাভূমির এবং অধস্তল তালুপটলের পশ্চাদ্‌ভাগ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার সম্মুখ ধারা উর্দ্ধহম্বস্থির তালুফলকের সহিত সন্ধিযুক্ত; পশ্চাৎ ধারা মুক্ত, ইহা কোমল তালুর কিয়দংশ ও কাকলক (আলজিব) ধারণ করে।

প্রত্যেক হ্রস্বপত্রকের অগ্রভাগ অপর তাল্বস্থির হ্রস্বপত্রকের সহিত সন্ধিযুক্ত হয় এবং উভয় সন্ধিরেখার উপর পৃষ্ঠে সীরিকাস্থি সংহিত হইয়া থাকে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ পত্রকদ্বয়ের সন্ধিকোণ 'তালুকোণ' নামে অভিহিত।

সন্ধি—প্রত্যেক তাল্বস্থি নিম্নলিখিত ছয়খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। যথা, ঝর্ঝরক, জতুকা, শুক্তিকা, সীরিকা উর্দ্ধহম্বস্থি এবং অপর তাল্বস্থি।

পেশী—প্রত্যেক তাল্বস্থিতে চারিটী করিয়া পেশী সংসক্ত থাকে। যথা উত্তরা কণ্ঠসঙ্কোচনী, অধরা হনুকূটকর্ষণী, কাকলকধরা এবং তালুত্তংসনী।

শুক্তিকাস্থি*—(২৯শ চিত্রে দেখ) শুক্তিকাস্থি বা অধঃশুক্তিকাস্থি পাতলা ও ছিদ্রযুক্তপত্রময় এবং দেখিতে ক্ষুদ্র দীর্ঘ শুক্তিকা বা ঝিনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট। দুইখানি শুক্তিকাস্থি দুই নাসাগুহার নিম্ন ও মধ্য সুড়ঙ্গের মধ্যে অবস্থিত। ইহারা ঝর্ঝরকাস্থির শুক্তিকাফলকদ্বয় অপেক্ষা নিম্নদিকে অবস্থিত বলিয়া কখন কখন অধঃশুক্তিকা নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক শুক্তিকার দুইটী তল—অন্তস্তল ও বহিস্তল। তন্মধ্যে অন্তস্তল কোরোদর ও নাসাপথের নিম্ন সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণকারক। বহিস্তল মুাজপৃষ্ঠ এবং নাসিকার মধ্যপ্রাচীরের অভিমুখ।

শুক্তিকাস্থির উর্দ্ধধারা সম্মুখভাগে উর্দ্ধহম্বস্থির সহিত এবং পশ্চাদ্‌ভাগে তাল্বস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত। শুক্তিকাস্থির 'অশ্রুকূটক' ও 'ঝর্ঝরকূটক' নামে দুইটী প্রবর্দ্ধন আছে। তন্মধ্যে অশ্রুকূটক অশ্রুপীঠাস্থির সহিত এবং ঝর্ঝরকূটক ঝর্ঝরাস্থির সহিত সংহিত। শুক্তিকাস্থির অধোধারা বিমুক্তাগ্র অর্থাৎ কাহারও সহিত সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

সন্ধি—শুক্তিকাস্থি নিম্নলিখিত চারিখানি অস্থির সহিত কেবল উপরদিকে সন্ধিযুক্ত যথা, ঝর্ঝরকাস্থি উর্দ্ধহম্বস্থি, তাল্বস্থি এবং অশ্রুপীঠাস্থি।

সীরিকাস্থি*—সীরিকা বা সীরাগ্রিকা নামক ক্ষুদ্র দীর্ঘ অস্থিখণ্ড সীর বা

* ইং—Inferior Turbinated Bones—ইন্‌ফিরিয়র টরবাইনেটেড্ বোন্‌স্।

ইং—Innferior Maxillary Bones—ইন্‌ফিরিয়র্ ম্যাক্সিলারি বোন্‌স্।

লাঙ্গলের অগ্রসদৃশ ও পত্রবৎ পাতলা। ইহা নাসিকাদ্বয়ের মধ্যে পশ্চাদ্ ভাগে মধ্যপ্রাচীর রূপে অবস্থিত। ইহার অগ্রধারায় ঝর্ঝর-কাস্থির নাসাগ্রপ্রাচীরভূত মধ্যফলক এবং ত্রিকোণ তরুণাস্থি সংসক্ত থাকে। পশ্চিম ধারা গলবিবরাভিমুখী এবং বিমুক্তাগ্র। অধোধারা ঊর্দ্ধহন্বস্থিদ্বয়ের তালুফলক যুগ্মের এবং তাল্বস্থিদ্বয়ের পরস্পর সন্ধান রেখায়

[৩৫শ চিত্র—সীরিকাস্থি]

ঝর্ঝরাস্থির সহিত সন্ধের অগ্রধারাংশ

নাসাতালুক নাড়ী পরিখা

ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সন্ধের অগ্রধারাংশ

জতুকাস্থির রসনিকার সহিত সন্ধের পরিখা

বিমুক্তাগ্র পশ্চিমধারা

সংহিত অর্থাৎ—এইখানে চারিখানি অস্থির সহিত ইহার সন্ধি হয়। ঊর্দ্ধধারা দুইটী তটযুক্ত পরিখা বিশিষ্ট, জতুকাস্থির নিম্নতলস্থ রসনিকাখ্য উন্নত আলি এই পরিখায় সংহিত হয়।

সীরিকাস্থির পার্শ্বে 'নাসাতালুকা' নাড়ী ধারণের জন্য দুইটী সূক্ষ্ম পরিখা আছে।

সন্ধি—সীরিকাস্থি ছয় খানি অস্থির সহিত সন্ধিযুক্ত যথা ঊর্দ্ধহন্বস্থিদ্বয়, ঝর্ঝরক এবং জতুকাস্থি।

অধোহন্বস্থি*—অধোহন্বস্থি এক-খানি মুখমণ্ডলের সমস্ত অস্থি অপেক্ষা বৃহৎ ও দৃঢ় এবং অধোদন্তপংক্তির আশ্রয় স্বরূপ। ইহার দুইটী অংশ—অশ্বখুরের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট 'হনুমণ্ডল' এবং উভয়দিকে হনুসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট ঊর্দ্ধমুখ 'হনুকূটদ্বয়'। তন্মধ্যে—

(১) হনুমণ্ডল—মুখমণ্ডলের অধঃসীমা নির্ম্মাণকারক এবং অধোদিকের দন্তোদূখল ধারক। বাল্যাবস্থায় হনুমণ্ডল বামে ও দক্ষিণে অর্দ্ধার্দ্ধভাবে পৃথক্ অবস্থিত থাকে। পরে যৌবনে চিবুকদেশে সংহত হইয়া এক হয়। ইহার দুইটী তল—বাহ্যতল ও অন্তস্তল এবং দুইটী ধারা—ঊর্দ্ধধারা ও অধোধারা। বাহ্যতলের চিবুকদেশে 'চিবুকপিণ্ড' নামে যে উৎসেধ আছে, তাহার উভয় দিকে 'অধরোৎ-ক্ষেপণী' পেশীদ্বয় সংসক্ত থাকে। চিবুক-পিণ্ডে সন্ধির যে রেখা আছে তাহাকে 'চিবুকসন্ধানিকা' বলে। চিবুকপিণ্ডের পশ্চাতে উভয়দিকে 'অনুচিবুক' নামে যে দুইটী বিবর আছে, উহাদের ভিতর দিয়া 'অনুচিবুকা' সংজ্ঞক নাড়ী, সিরা ও ধমনী প্রবেশ করিয়া থাকে। উক্ত বিবর দুইটির মূল হইতে পশ্চান্মুখী তির্য্যক্ রেখা দুইটীকে "বাহ্য তিরশ্চীনা" বলে। এই রেখা দুইটীর উপ-কণ্ঠে 'অধরাবনমনী' ও স্রক্কণীনমনী' পেশীদ্বয় এবং নিম্নভাগে অধোধারার নিকটে 'গল-পার্শ্বচ্ছদা' পেশী সংলগ্ন থাকে।

অন্তস্তল সর্ব্বত্র ঈষৎ খাতোদর এবং উহার মধ্যরেখার উভয় দিকে 'রসনাকলায়ক' নামে দুইটী কলায়াকার উৎসেধ আছে।

(ক্রমশঃ)

* ইং—Vomer—ভোমার্।

কচু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম, এ]

(ফ) মানকচু।

(Alocasia Indica).

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মানকচুর পরিচয় দেওয়া বৃথা। এ কচু যিনি না চিনেন, তিনি নিশ্চয়ই "কচু পোড়া" খাইয়াছেন। মানকচুর সংস্কৃত নাম মানক, স্থলপদ্ম, মহাপত্র। মহারাষ্ট্রী নাম কচ্ আলু, কর্ণাট ভাষা ইহাকে ভোগনামা বলে। ভারতবর্ষে অনেক শ্রেণীর মানকচু দেখিতে পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। মানের অনেক গুণ;—মান মৃদুরেচক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, শোথহারক, পিত্তনাশক, রক্তবর্দ্ধক শীতবীর্য্য এবং লঘু। মানের কন্দ, কাণ্ড প্রভৃতি সমস্ত অংশই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবিরাজ মহাশয়দের "মানমণ্ড" একটী মহৌষধ, এবং উৎকৃষ্ট পথ্য। "মানমণ্ড" খাইয়া—আমি অনেক শোথ রোগী, প্লীহারোগী ও উদর রোগীকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে দেখিয়াছি। অনেক বিচক্ষণ ডাক্তার এই সকল রোগীর জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেকালের প্রাচীন ডাক্তারগণ—যাঁহারা ব্যবসায়ের খাতিরে মুখে আয়ুর্ব্বেদের নিন্দা করিতেন—তাঁহারাও আয়ুর্ব্বেদের "মানমণ্ড" রোগীকে ব্যবস্থা করিতেন। বাস্তবিক রক্তাল্পতায়, যকৃৎ বিকৃতিতে মানমণ্ডের মত উৎকৃষ্ট পথ্য দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ২ভাগ মানকচুর গুঁড়া, ১ ভাগ আতপ চাউলের গুঁড়া উপযুক্ত দুগ্ধ এবং চিনির সহিত পায়েসর মত পাক করিলে মানমণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"মানকচু" খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া শুকাইয়া চিনির রসে পাক করিলে এক রকম 'মুড়কী' প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মুড়কী রোগীর পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট পথ্য। খাইতেও সুস্বাদু। "মানাদি গুড়িকা" প্লীহা যকৃৎ, শোথ এবং পুরাতন গ্রহণীর ফলপ্রদ ঔষধ। মানের পত্রদণ্ডের রস কাণে দিলে—কর্ণশূল ও পুতিকর্ণ রোগ ভাল হয়। মান কচু হইতে সূতার মত একপ্রকার শিকড় বাহির হইয়া থাকে, এই শিকড় শুকাইয়া ভস্ম করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া লাগাইলে—অতি ভীষণ মুখক্ষতও ২.৩ দিনে ভাল হইতে পারে। মানকন্দের রস গণ্ডীর মত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে ইরিসিপ্লাস্ রোগের বিসর্পণ বন্ধ হইয়া যায়। ডাক্তার জগবন্ধু বসু মহাশয়কে ইহা আমি ব্যবস্থা করিতে দেখিয়াছি। কেবলমাত্র মানকচু চূর্ণ আধতোলা পরিমাণ লইয়া,—এক ছটাক গরম জলের সহিত প্রত্যহ খালি পেটে খাইলে—প্লীহাদি

আর বাড়িতে পায় না। মানকচু অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম তৈল ও লবণ সহ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়। মানের পত্রবৃন্তের রস সঙ্কোচক এবং রক্ত রোধক। ডাঁটাটি অগ্নিতে সেঁকিয়া রস বাহির করিতে হয়। মানের দণ্ড পচিয়া গেলে—তাহার রস ঘুঁটের ছাই সহ প্রলেপ দিলে পাদশোথ ভাল হয়। মানকচু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া, উহা কাপড়ে পুঁটলী বাঁধিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে বাতরোগের বেদনা ও যন্ত্রণা দূর হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে 'বিজয়া দশমীর' পর সার্দ্ধ দুই দিবস পর্য্যন্ত শিবরাণী দুর্গা নাকি মানতলায় বাস করিয়া থাকেন। এই জন্য অনেক গৃহস্থ বাড়ীর সামনে, খিড়কীর দ্বারে মানগাছ পুঁতিয়া রাখেন। পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থানেই দেখিয়াছি প্রবীণা গৃহিণীগণ বিজয়ার পরই আঙ্গিনায় মানগাছ ও হরিদ্রা গাছ রোপন করেন। মহাদেব ভগবতীকে মর্ত্তধামে আসিতে দিতে সম্মত ছিলেন না, দুর্গা জোর করিয়া চলিয়া আসেন। দশমীর পর যখন দেবী স্বামীসহ কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন,—শিব তখন বাধা দেন। তাই দেবী মান করিয়া মানতলায় আড়াই দিন বসিয়া ছিলেন। তার পর দাম্পত্য কলহের নিবৃত্তি হয়। শিব-দুর্গা কৈলাস যাত্রা করেন। এই প্রবাদটী স্মরণ করিয়া বহু গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীগণ মান গাছকে অতি পবিত্র ভাবিয়া থাকেন। দুর্গোৎসবের "নব পত্রিকায়" মান ও কচুর গাছ গৃহীত হইয়া থাকে।

মানের চাষ বেশ লাভজনক ব্যবসায়। এক একটী মান ১০।১২ সের হইতে একমণ পর্য্যন্ত ওজনের হইতে দেখা যায়।

(ব) কৃষ্ণকচু।

ইহাও একপ্রকার বন্য কচু। সিক্ত ভূমিতে আপনা হইতে জন্মে। ইহার পাতা, বৃন্ত সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ। কন্দ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহার চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক প্রতান বহির্গত হইয়া থাকে। ইহার বৃন্ত শাকের মত রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। এই কচুর আঠার প্রলেপ দিলে শিশুদের নাভিপাক ভাল হয়, নালী বা শুকায়, বাঘী বসিয়া যায়। নখ দিয়া মূল ছেদন করিলে, দুগ্ধবৎ আঠা বাহির হয়।

(ভ) চড়কচু।

এক জাতীয় বন্য কচু। ইহার পত্র ও পত্রবৃন্ত নীলাভ কৃষ্ণ। গুণ পূর্ব্বোক্ত কচুর মত। ইহার বৃন্ত শাকের মত খাওয়া চলে।

(ম) বড়িয়াকচু।

ইহার আর একটী নাম—দস্তর কচু। পত্র গোলাকার, পত্রের ব্যাস দেড় ফুট হইতে ২ ফুট। বৃন্ত অত্যন্ত স্থূল। ইহার কন্দ নাই বলিলেই হয়,—ইহার ডাঁটা খাওয়া চলে।

(য) বিষকচু।

(Arum Fornicaturn)

এই কচু বাঙ্গালার সর্ব্বত্র বনে জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে। পত্র গাঢ় সবুজ বর্ণ, মূল আঁইস যুক্ত—অনেক সময় মূল—মৃত্তিকার উপরেই বিস্তৃতি লাভ করে।

এই কচু একেবারেই অখাদ্য। ইহার রস গায়ে লাগিলে গা চুল্‌কায় ও ফুলিয়া উঠে। কিন্তু ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে—হাঁটুর

বাত ভাল হয়। ফোড়া বসিয়া যায়। এই কচু তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল ক্ষতে দিলে ক্ষত শুকায়। বিষকচুর অনেক জাতি আছে। যথা—ঢোঁড়া কচু, সাপ কচু, ডা কচু, আড়াই কচু, ইত্যাদি। কোন কোন দেশে—ইহাকে ঘেঁচু বলিয়া থাকে। ঘেঁচু জাতীয় বিষকচুর ফুল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। পল্লীগ্রামে বর্ষাকালের সন্ধ্যায়—এই ফুলের দুর্গন্ধ বেশ বুঝিতে পারা যায়। ফুল রক্তবর্ণ—দীর্ঘাকার, সূক্ষ্মাগ্র,—এই ফুলের বৃন্ত গ্রন্থিল এবং পীতবর্ণ। ইহার নাম ঘেঁটফুল।*

(র) রঞ্জনকচু।

(Caladium)

প্রায় ৩০ প্রকার রঞ্জন কচু আমি দেখিয়াছি। এই জাতীয় কচুর পত্রগুলি—শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, প্রভৃতি বর্ণদ্বারা সুরঞ্জিত। দেখিতে সুন্দর ও শোভন বলিয়া বিলাসী বাবুদের বাগানে সুরক্ষিত হয়। ইহার কোন কোন জাতীয় গাছ ১৫৲ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইয়া থাকে। এই সকল কচু—কতক ভারতের, কতক জাপান প্রভৃতি ভিন্ন দেশ হইতেও আসিয়াছে। এই কচু কেহই খায় না। কেবল শোভার জন্য—ইহার আদর। পারি ত পরে ইহাদের পৃথক পরিচয় দিব।

ওলকচু।

(Amerphallus Campanulatum Syn. Colocasia camputanulata. Telunga Potato.)

য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ ওলকেও কচু শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়াছেন। ওল দ্বিবিধ। শ্বেত ও রক্ত। যে ওল কচু ছেদন করিলে রক্তাভ ধবল বর্ণ শস্য দেখা যায়, তাহার নাম রক্ত ওল। শ্বেত ওল ছেদন করিলে পীতাভ শ্বেতবর্ণ শস্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত ওল সুখাদ্য—তত গলা ধরেনা। রক্ত ওল প্রায়ই কুটকুটে হইয়া থাকে। চাষের গুণে কোন কোন রক্তওল খাদ্যোপযোগী হইতে পারে। ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বিনা চাষে অযত্ন সম্ভূত ওল জন্মিয়া থাকে।

পাঠকগণের কাছে ওলবৃক্ষের পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা, কেননা ওলগাছ দেখেন নাই, এমন বাঙ্গালী আছেন বলিয়া মনে হয় না। ওলকন্দ স্বভাবতঃ গোলাকার। এই কন্দ হইতে বহু সংখ্যক স্ফীত গুটিকাবৎ মুখী বাহির হয়। ইহার ইংরাজী নাম Eye or tuber এই গুটীগুলি—ওলের বীজ স্বরূপ অর্থাৎ ইহা হইতেই নূতন গাছের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ওলের ফুল খুব বড়, বর্ণ সবুজ ও বেগুনে মিশ্রিত, দেখিতে অতি সুন্দর।

ওলের সংস্কৃত নাম—শূরণ, স্থূলকন্দক কন্দ, অর্শোঘ্ন, কণ্ডুল ইত্যাদি। ইহাকে সিংহলবাসীরা—কিডারণ, হিন্দুস্থানীরা শূরণ, আসামীগণ ওলকচু, তৈলঙ্গীগণ মঞ্চাকান্দা, মহারাষ্ট্রীরা পোড়াশূণ, তামিলীগণ, শূর্ণা, গুজরাটবাসীরা শূরণ এবং পারস্যবাসীগণ ওলকন্দ বলিয়া থাকেন।

গ্রাম্য এবং বন্য ভেদে ওল আবার দুই প্রকার। যে ওলের চাষ করা হয়, তাহাই গ্রাম্য—যে ওল আপনা হইতে জন্মে তাহার নাম বন্য।

---

* প্রসবের পর স্ত্রীপ্রকৃতিকে ঘেঁটফুলের ঝোল খাওয়াইলে জরায়ুর দোষ নষ্ট হইয়া থাকে—এইরূপ শুনিয়াছি। আঃ, সং।

ওল—অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কণ্ডু কারক, বিষ্টম্ভী, রুচিকারক—কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্মরোগে—হিতকারী। বন্য ওল—ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শোরোগে—ওল সুপথ্য এবং একটী মহৌষধ। শূরণ খণ্ড, শূরণ পিণ্ড—প্রভৃতি ঔষধের ওল একটী প্রধান উপাদান। ওল দগ্ধ করিয়া লবণসহ ভক্ষণ করিলে—অর্শের রক্তস্রাব ও যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে। তৈল, লঙ্কা, সর্ষপ প্রভৃতি সংযোগে—ওল পিত্তবর্দ্ধক হয়, উহার উপকারিতাও নষ্ট হয়।

ওল অত্যন্ত বলকারক, এবং পাচক, ইহা দ্বারা শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, শূল, দন্ত রোগ এবং গ্রহণীরোগ—ভাল হইয়া থাকে, কুচরিত্রা নারীগণ ওলের ফুল ও চিতামূল বাটিয়া খাইয়া গর্ভপাত করিয়া থাকে। গর্ভপাত করিতে গিয়া অনেক সময় গর্ভিণীরও পঞ্চত্ব ঘটে।

পূর্ব্ববঙ্গে একরকম ওল পাওয়া যায়, তাহার নাম 'বাক্'। ইহার ইংরাজী নাম—Telinga potato—এই ওল টেলিঙ্গা পোটেটো নামক উদ্ভিদের মূলের অনুরূপ। ইহারই সংস্কৃত নাম 'রুচাকন্দ'। এই ওল সিদ্ধ করিয়া খাইলে অগ্নিমান্দ্য সারে।

ওলের ডাঁটা—কোমল অবস্থায় অর্থাৎ যখন পত্রগুলি ছত্রাকারে বিস্তৃত হয় নাই—অতি সুখাদ্য। ইহা সিদ্ধ করিয়া সরিষা বাটা ও কিছু গুড় মাখিয়া, সরিষার তৈলে সরিষা ফোড়ন দিয়া তাহাতে ঐ ওলের কোঁড়া ভাজিয়া লইতে হয়। ইহা বড় মুখপ্রিয়। ওলের কন্দ—ডালনা করিয়া ভাতে দিয়া, কখনও বা সিদ্ধ করিয়া মসলা মাখিয়া বড়ার মত ভাজিয়া খাওয়া যায়।

স্মৃতিশাস্ত্রে কার্ত্তিক মাসে ওল ভক্ষণের নিষেধ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কি, জানি না। এদেশে প্রচলিত একটী ছড়ায় কিন্তু কার্ত্তিক মাসেই ওল খাইবার ব্যবস্থা আছে। যথা—

ভাদ্রমাসে তালের পিঠা, আশ্বিনে শশা মিঠে।
কার্ত্তিকে খাইবে ওল, অঘ্রাণে খলিসার ঝোল॥
পৌষে কাঁজি,মাঘে তেল,ফাল্গুনে গুড় আদা বেল।
চৈত্রে নিম গিমা তিতা, বৈশাখে ঘৃত নালিতা।
জ্যৈষ্ঠে খই, আষাঢ়ে দই।
শ্রাবণে ঘোল চাল্‌তা, তবে হয় শরীরের কান্তা॥

বনে জঙ্গলে আর এক প্রকার ওল পাওয়া যায়, তাহার কাণ্ড (ডাঁটা) বিচিত্র বর্ণ। এই ওল আদৌ খাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে না। ইহা ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া, অম্লরস দিয়া,—অতিরিক্ত লঙ্কা মাখিয়াও দেখা গিয়াছে—আস্বাদ মাত্র ভোক্তার মুখ দিয়া 'গোটানাল' ভাঙিয়া থাকে। ইহার কিন্তু একটী গুণ আছে—এই ওল চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে—বৃশ্চিক দংশন জনিত অসহ্য যন্ত্রণার তৎক্ষণাৎ উপশম হইয়া থাকে।

যে ওল ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মে—তাহাতে অত্যন্ত মুখ চুলকায়। খনার বচনেও আছে "ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ।" কিন্তু ছায়ার ওল অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া থাকে।

এদেশে আরও দুই রকম কচু দেখিতে পাওয়া যায়। ১। "অমর্ত্তদান"। ২ কাঁটুয়ে। অমর্ত্তদানের ডাঁটা সুখাদ্য। কাঁটুয়ের পত্র বৃন্ত কণ্টক ময়। ইহা অখাদ্য।

শিশুপালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ সরস্বতী]

নিদ্রা ও আহারের ন্যায় ব্যায়ামও শিশুর জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র শয্যায় শুইয়া কেমন আনন্দে হাত পা ছুড়িয়া খেলা করে। ক্ষুদ্র শিশু ব্যায়ামের কিছুই জানেনা, কিন্তু বিধাতা তাহার দেহরক্ষার জন্য তাহাকে এই ব্যায়াম করাইতেছেন। সেই অসহায় অবস্থায় বিধাতা তাহার দ্বারা এইরূপ ব্যায়াম না করাইলে শিশুর দেহ কখনো বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হইত না। শিশুর জীবনের জন্য ব্যায়াম কত আবশ্যক এতদ্বারা বিধাতা আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দেন। আমরা অনেক সময় এ শিক্ষা ভুলিয়া যাই। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তাও যে বাড়ীতে থাকে সে কথা আমাদের স্মরণ থাকে না। পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ ব্যায়ামের গুণ বিলক্ষণ অবগত আছেন বলিয়াই পনের দিনের শিশু হইতে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধকে পর্য্যন্তও ব্যায়াম করিতে দেখা যায়। আহার নিদ্রার ন্যায় ব্যায়ামও তাঁহাদের জীবনের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম্ম বলিয়া তাহা যত্নের সহিত পালন করেন। তাই তাঁহারা শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য আজ ভুবন বিখ্যাত। তাই তাঁহাদের দীর্ঘ ও উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ, দৃঢ় ও বলশালী বাহুযুগল দেখিয়া তাঁহারা কোন্ এক উন্নত লোকের জীব বলিয়া আমাদের ভ্রম হয়। শক্তি দেবী যেন তাঁহাদের দাসী। দেহ বলশালী হইলে মনও তেজস্বী ও মহৎ হয়, প্রাণ অগ্নিময় হয়। মানুষ তখন অসাধ্য সাধন করিতে ছুটিয়া চলে। উদ্দেশ্য সাধন করিবার পথে কোন অন্তরায়কেই তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। আর দুর্ব্বল, মেরুদণ্ড বাঁকা, শীর্ণকায়, রোগক্লিষ্ট হইলে মনও ভীরু, কাপুরুষ হয়, কোন কার্য্যে উৎসাহ থাকে না, কার্য্য করিবার পথে সামান্য বাধা উপস্থিত হইলেই মন দমিয়া যায়। এরূপ মানুষের দ্বারা সংসার, সমাজ, দেশের কোন কাজই হয় না, অপদার্থ জীবন ধারণ করিয়া পশুর ন্যায় দিন শেষ করে।

যে কোন স্থানেই যাই না কেন, সে যতই জনাকীর্ণ, দুর্গন্ধময় সহর হউক না কেন, আমরা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাই যে, সহরের যতটুকু উন্মুক্ত স্থান আছে, তাহা ইউরোপীয় ইংরাজ শিশু ও বালক বালিকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পনের দিনের শিশু হইতে এক বৎসরের শিশুরা গাড়ীতে শুইয়া বায়ু সেবন করিতেছে। বয়স্ক বালক বালিকাগণ ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, কিংবা কোনও ব্যায়াম করিতেছে। এইরূপ ব্যায়ামের ফলে তাঁহাদের কি সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্যের জ্যোতি সম্পন্ন দেহ! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। কলিকাতার ইডেন উদ্যা-

সন্ধ্যাকালে যখন বাজনা বাজিতে থাকে, তখন শত শত পাশ্চাত্য শিশু কেমন তালে তালে নৃত্য করিতে থাকে, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়। তাহারা প্রত্যেকে যেন এক একটি গোলাপ ফুল। শত শত ফুলে বাগান যেন আলোকিত করিয়া রাখে। জন্ম গ্রহণের পর হইতেই পাশ্চাত্য পিতামাতা তাঁহাদের শিশু সন্তানের দৈহিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ মনোযোগী হন। তাঁহারা জানেন যে, সুস্থ দেহের মধ্যে সবল মন বাস করে। তাই ভবিষ্যতে এই শিশুগণই এ পৃথিবীতে অসাধ্য সাধন করে। আর আমরা ব্যায়ামের গুণ অবগত থাকিলেও তাহা কার্য্যে লাগাই না। সহরের দুর্গন্ধময় পল্লীতে অন্ধকার স্যাঁতসেতে গৃহে আমাদিগের অধিকাংশ লোকেরই বাস। শিশুদিগকেও আমরা তাহার মধ্যে দিবারাত্রি ভরিয়া রাখি। কখনো একটু উন্মুক্ত স্থানে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পাঠাই না। আমাদের শিশুদের শৈশবাবস্থা ত এইরূপে কাটিয়া যায়। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পড়ার চাপে তাহাদের অপুষ্ট দেহ শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, চক্ষের জ্যোতিঃ কমিয়া আসে। মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রম সমান ভাবে না করিলে এই অবস্থায় আসিয়া পড়িতে হয়। বর্ত্তমান সময়ের যুবকদের শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু, বাঁকান পৃষ্ঠদেশ, পাণ্ডুর মুখ দেখিলে দেশের ভবিষ্যত ভাবিয়া শঙ্কিত হইতে হয়। যে দেশ চিরকালই শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, কি পরিতাপের বিষয়,—আজ সেই দেশের ভাবীবংশধরদিগের অবস্থা দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়। ৫০ বৎসরের পূর্ব্বেও এদেশে ব্যায়ামের চর্চ্চা প্রভূত পরিমাণে হইত। বাড়ীতে বাড়ীতে কুস্তির আড্ডা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, বাচখেলা লাঠি ও তরবারি খেলা, ধনুর্ব্বিদ্যা এবং অন্য নানারূপ ব্যায়াম চর্চ্চা হইত। ধনীরা বাড়ীর ছেলেদের ব্যায়াম শিখাইবার জন্য পালোয়ান দিগকে বাড়ীতে রাখিতেন।

বর্ত্তমান কালের যুবকদের শোচনীয় শারীরিক অবস্থার পরিণাম ভাবিয়া সকলেরই ব্যায়ামের প্রতি এক্ষণে দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমাদের শৈশবে যতটা ব্যায়াম চর্চ্চা না হইতে দেখিয়াছি, এখন বালক ও যুবকদের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ব্যায়াম চর্চ্চা হইতে দেখিয়া এই আশার সঞ্চার হইতেছে যে, আবার দেশে দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ, বিশাল বক্ষ, দৃঢ় ভুজযুগল বিশিষ্ট বীরের আবির্ভাব হইবে।

বারবৎসর পর্য্যন্ত বালকবালিকা দিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উন্মুক্ত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ুসেবনের জন্য পাঠাইয়া দিবে। সেখানে তাহারা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিবে, দৌড়াইবে এবং বেড়াইবে। এই বয়সের বালক বালিকাদের পক্ষে Skipping একটি উত্তম ব্যায়াম। যাহারা হাঁটিতে পারে না—তাহাদিকে গাড়ী করিয়া কিংবা ভৃত্যের ক্রোড়ে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাঠাইবে। শিশুকে যত কম কোলে রাখিবে ততই তাহার দেহ ভাল থাকিবে। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে তবে শিশুকে কোলে করিবে, নতুবা নহে। যে কোলে করে তাহার দেহের গরমে শিশু দুর্ব্বল হয়। ভৃত্যের সুবিধা না থাকিলে মাতা নিজে সংসারের অন্য সমস্ত কাজ ফেলিয়া শিশুকে লইয়া গৃহের ছাদের উপরে প্রাতে ও

সন্ধ্যায় বেড়াইবেন। শিশু হাঁটিতে পারিলে তাহাকে হাঁটাইবেন। প্রতি দিন অন্ততঃ তিন ঘণ্টা শিশুকে উন্মুক্ত স্থানে রাখিবেন। উন্মুক্ত স্থানে দূরে পাঠাইবার সুবিধা না হইলে বালক বালিকাদিগকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ছাদে খেলা করিতে দিবে। বার বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগের পক্ষে খেলা, দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, ভ্রমণ, Skipping উত্তম ব্যায়াম। তাহার পর ডাম্বেল, ডন, বৈঠক, মুগুর ভাঁজা অল্প অল্প করিয়া বয়স অনুসারে করিলে বেশ উপকার হয়। কৈশোরও যৌবনে Sandow's Combined Developer দ্বারা তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে ব্যায়াম করিলে দেহের গঠন সুন্দর হয়, মাংস পেশী দৃঢ় হয়, বক্ষ প্রশস্ত হয়। বালকদিগের জন্য অন্য নানা প্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা আছে। Y. M. C. A. University Institute প্রভৃতি স্থানে যুবকদিগের নানা-প্রকার ব্যায়ামের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

বার বৎসর পর্য্যন্ত বালক ও বালিকাদিগের ব্যায়াম একই প্রকারের হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর বালিকাদিগের ব্যায়ামের প্রণালী অন্যরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু Sandow's Developer বয়স্কা বালিকাদিগের পক্ষেও অত্যন্ত উপযোগী ও উপকারী। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বালিকাদিগের জন্য কোন ব্যায়াম প্রণালী নির্দ্দিষ্ট নাই। গৃহ কর্ম্মে রত থাকিলে বালিকাদিগের পক্ষে সুন্দর ব্যায়াম হয়। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল তোলা, মসলা বাটাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুন্দর ব্যায়াম হয়। ঝাঁট দিবার অভ্যাস করিলে হাতের গঠন সুন্দর হয়। অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী পরমা সুন্দরী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ এক কলসী জল মাথায় লইয়া প্রাসাদের ছাদে বেড়াইতেন। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার দেহের গঠন সুন্দর হইয়াছিল। নিয়মিত ভ্রমণও বালিকাদিগের উত্তম ব্যায়াম। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের নারীগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বলিয়া একদল নারী-হিতৈষী-নারী উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া থাকেন। কাহারো কাহারো স্বাস্থ্য যদি ভাঙ্গিয়া গিয়াই থাকে, তবে তাহা উচ্চ শিক্ষার অপরাধ নহে, তাহা তাঁহাদের গৃহ শিক্ষার অপরাধ, পিতামাতার ত্রুটি। পিতামাতা যদি তাঁহাদের কন্যাদের মানসিক শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা করিতেন তবে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদিগকে বলিবার এ ফাঁকটুকু রাখিবার অবসর দিতেন না। কন্যাদিগকে যেমন মানসিক শ্রম করিতে দিবেন ঠিক তেমনি শারীরিক শ্রমেও রত রাখিবেন, এবং তদুপযোগী পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করিবেন। তাহা হইলে উচ্চশিক্ষাও নারীদিগের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে সক্ষম হইবে না। বালিকাগণ যেমন লেখা পড়া করিতে থাকিবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গৃহ কর্ম্মে রত থাকিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে। যাঁহাদের গৃহকর্ম্ম নিয়মিত ভাবে করিবার তেমন আবশ্যক হয় না তাঁহাদের ভ্রমণ, ছাদের সিঁড়িতে উঠা নামা, স্যাণ্ডোর developer কিংবা ২ অথবা ১ সের ওজনের ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম করা অত্যাবশ্যক। মোট কথা এই যে, মানসিক শক্তির পরিচালনার সহিত যাহাতে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্য-

দের মাংস পেশীরও পরিচালনা হয়, প্রত্যহ এরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা সুস্থ জীবন যাপনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অবশ্য ইহার সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দেহের ও মস্তিষ্কের ক্ষয় নিবারণের উপযোগী পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা অকালে মৃত্যু হওয়া অথবা রুগ্ন হইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী। আমরা এমন অনেক উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাকে জানি যাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট আছে, চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদের পিতামাতা তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থায় মানসিক শ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা রাখিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের স্বাস্থ্যও সুন্দর আছে।

পল্লীগ্রামে পালিত ও বর্দ্ধিত শিশুগণ সাধারণতঃ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। তাহারা দিবারাত্রি উন্মুক্ত স্থানে বাস করে বলিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার সুবিধা পায় এবং পল্লীগ্রামের খাঁটি দুগ্ধ, ঘি খাইয়া বেশ বলিষ্ঠ হয়। পল্লীগ্রামের বালক বালিকাগণ পথে প্রান্তরে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, পুষ্করিণীতে সাঁতার দেয়, আম পাড়িবার জন্ত গাছে চড়ে। ইহাতে তাহাদের বেশ ব্যায়াম হয়, দেহ সুগঠিত হয়। উন্মুক্ত স্থানের রৌদ্র ও বাতাসের মধ্যে অহর্নিশি থাকিয়া তাহারা সুস্থ ও সবল হইয়া বাড়িয়া উঠে। দুর্ব্বল, রুগ্ন, এবং অকাল প্রসূত শিশুদিগকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সহর হইতে দূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিলে বিশেষ উপকার দেখা যায়।

ব্যায়ামই জীবন। দেহ ও মনের সুস্থতা ব্যায়ামের উপর নির্ভর করে। উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে দেহের মাংসপেশী ও tendons দুর্ব্বল ও থলথলে হইয়া পড়ে এবং সমগ্র দেহ ব্যাপিয়া যে শত শত শিরা উপশিরা রহিয়াছে তাহারা Sluggish ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আমাদের দেহের প্রতি নিমেষে ক্ষয় হইতেছে। বাহির হইতে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই ক্ষয় পূরণ করিতে হয়। কিন্তু ব্যায়াম না করিলে দৈহিক যন্ত্রাদির কার্য্যশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, বলিয়া পুষ্টিকর খাদ্য যথোপযুক্ত রূপে assimilate করিবার শক্তি ভালরূপ থাকে না। সুতরাং আমাদের দেহের ক্ষয় যতটা হয় পূরণ ততটা হয় না, কাজেই দেহ ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে থাকে। ব্যায়াম অভাবে আমাদের দেহযন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে বলিয়া আমাদের খাদ্যের অসার অংশ দেহ হইতে সবটা বাহির করিবার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং এই সকল অসার অংশ দেহের মধ্যে জমিয়া নানা রোগবীজাণুর আকর হইয়া দাঁড়ায়।

সকলেই জানেন যে যন্ত্রাদি ফেলিয়া রাখিলে মরিচা ধরিয়া শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কাজে লাগিলে অনবরত ক্ষয় হইলেও তাহাপেক্ষা অধিক দিন টেঁকে। আমাদের দেহ যন্ত্র ও ঠিক এইরূপ। শারীরিক ও মানসিক শ্রমে আমাদের দেহের যত না ক্ষয় হয়, অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে মরিচা ধরিয়া তদপেক্ষা দেহের অধিক ক্ষয় হয়। কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত যে আমাদের শ্রম যেন অতিরিক্ত না হয়।

উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার, বিশুদ্ধ বাতাস, নিয়মিত ব্যায়াম, নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাদান।

What a baby should do.

সুস্থ শিশু সাধারণতঃ দুইমাস বয়সে আলো এবং বিভিন্ন রঙের প্রতি মনোযোগ দিবে এবং হাসিতে চেষ্টা করিবে।

তিন মাস বয়সে তাহার ক্ষুদ্র দেহটি একটু একটু তুলিয়া ধরিতে আরম্ভ করিবে এবং যাহা তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে তাহা ধরিতে চেষ্টা করিবে।

ছয় মাসের সময় বালিসে ঠেস দিয়া বসিতে পারিবে।

আট মাসে যে শব্দ শুনিবে এবং যে গতি দেখিবে তাহার অনুকরণ করিবে।

দশ মাসে বিনা সাহায্যেই বসিতে পারিবে এবং হামা গুড়ি দিতে চেষ্টা করিবে।

পনের মাসের সময় দৌড়াইতে এবং চেয়ার ঠেলিয়া দিতে পারিবে।

আঠার মাসে সিঁড়ি দিয়া উঠা নামা করিতে পারিবে।

দুই বৎসর বয়সে ছোট ছোট বাক্য sentence বলিতে পারিবে।

সুস্থ শিশুর পক্ষে সাধারণতঃ এই নিয়মই খাটে, কিন্তু অনেক স্থলে বহু শিশুর বিলম্বে সমস্ত কাজ হয়। তাহারা বিলম্বে বসিতে পারে, হাঁটে এবং কথা বলে। এইরূপ শিশুদের জোর করিয়া কিছু করাইবেনা। তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। তাহাদের উপযুক্ত সময় আসিলে তাহারা নিজেরাই সব করিবে। বিধাতা সময় মত তাহাদের কার্য্য তাহাদের দ্বারাই করাইবেন। তবে দুর্ব্বলতা ও অসুস্থতাবশতঃ এই বিলম্ব ঘটিলে তাহার প্রতিকার তখনি করা কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[রায় শ্রীচুনীলাল বসু আই, এস, ও এম, বি, এফ, সি, এস্ বাহাদুর]

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

—:*:—

আজ কাল এই রোগ পৃথিবীর নানা স্থানে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের সর্ব্বত্রই এই রোগের প্রকোপে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ভারতবর্ষে এই রোগ ১৮৯০ সালে একবার দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সেবারে অনেক লোক রোগে আক্রান্ত হইলেও মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হয় নাই। এবারে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বঙ্গ ও বিহারের অনেকানেক স্থানে এই রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়া বহু লোকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। কলিকাতায় এক সময়ে এই রোগে প্রতিদিন ২০০ জন মরিয়াছিল। মফঃস্বলের অনেক স্থানের

মৃত্যুসংখ্যা কলিকাতা অপেক্ষা অনেক অধিক।

ইহা একটী সংক্রামক রোগ অর্থাৎ হাম, বসন্তের স্থায় একজনের হইলে পাঁচজনের হইবার সম্ভাবনা। যাহাদের এই রোগ হইয়াছে, তাহাদের প্রশ্বাস, হাঁচি ও কফের সহিত এই রোগের বীজ দেহ হইতে বাহির হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং নিঃশ্বাসের সহিত উহা সুস্থ ব্যক্তির দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ রোগ উৎপাদন করে। নাক ও মুখের গহ্বরই রোগ-বীজের প্রবেশ পথ।

রোগের লক্ষণ কি কি, এই রোগ উপস্থিত হইলে কোন্ কোন বিষয়ে সাবধানতার আবশ্যক এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোন স্থানে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিলে যদি কাহারো সর্দ্দি হয়, নাক দিয়া কাঁচা জল ঝরে বা খুব হাঁচি হয়, মাথা ধরে, গা গতরে বেদনা হয় এবং জ্বর ও কাশি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, খুব সম্ভব, তাহার ঐ রোগ হইয়াছে। অনেক সময়ে রোগ আর অধিক বাড়ে না, রোগী ৩।৪ দিন একই ভাবে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল থাকে।

রোগ বেশী হইলে জ্বর ও কাশি বাড়ে, শুক্‌নো কাশিতে রোগী অত্যন্ত কষ্ট পায়, বুকে সর্দ্দি (Bronchitis) বসে, অনেক সময়ে নিউমোনিয়া (Pneumonia—ফুস-ফুসের প্রদাহ) দেখা দেয় এবং উহা হইতেই অনেক রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগী শিরোবেদনায় অস্থির হয়, কেহ জ্বরের বৃদ্ধির সময় প্রলাপ বকিতে থাকে, সর্ব্বদা ঝাঁকিয়া উঠে এবং কাহাকেও চিনিতে পারে না। তখন তাহাকে ঔষধ ও পথ্য সেবন করান দুষ্কর হইয়া পড়ে। ক্রমে হৃৎপিণ্ড (Heart) অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, নাড়ী অতি দ্রুত চলিতে থাকে, নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ে এবং অনেক সময়ে জ্বর কমিয়া গিয়া অত্যধিক ঘাম হয় এবং রোগী এইরূপ অবসন্ন অবস্থায় (Collapsed state) মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোন কোন রোগীর পেটের অসুখ হয়, কাহারো বা রক্ত বমি বা রক্ত দাস্ত হইতে দেখা যায়, কাহারো বা কাশির সহিত রক্ত অথবা নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

যাহাদিগের রোগ খুব কঠিন হয়, তাহারা প্রায় ৫ হইতে ১০ দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১। থিয়েটার, বায়োস্কোপ প্রভৃতি যে সকল স্থানে লোকের ভিড় হয়, তথায় গমন করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় জনতাপূর্ণ স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ এবং এইজন্ত স্কুল কলেজ প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা উচিত।

২। কাহারো এই রোগ হইলে তাহাকে পাঁচজনের সহিত মেশামিশি করিতে দিবে না। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখিবে এবং যাহারা তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহারা অপর কোন লোককে সে ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে না।

৩। যতদিন রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ না করে, ততদিন তাহাকে শয্যা পরি-

ত্যাগ করিতে দিবে না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই রোগে হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হঠাৎ উঠিতে যাইয়া অথবা চলাফেরা করিবার সময় রোগীকে মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে, এমন কি সময়ে সময়ে এই কারণে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। রোগী আরোগ্য লাভ করিলেও কিছু দিন তাহার চলাফেরা করা উচিত নহে।

৪। রোগ দেখা দিলেই ইউকালিপ্‌টস্‌ তেল (Oil Eucalyptus) তিন চারি ফোঁটা রুমালে ঢালিয়া রোগী উহা সর্ব্বদা শুঁকিতে থাকিবে। সুস্থ ব্যক্তিও (বিশেষতঃ যে বাটীতে রোগ দেখা গিয়াছে, তথাকার লোকেরা) রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এই তৈল সর্ব্বদা শুঁকিলে রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

৫। যাহাতে রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহার ঘরের দরজা জানালা সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। রোগীর দেহ সর্ব্বদা গরম কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবে; তাহার বুক পিট ফ্লানেল বা তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

৬। রোগী যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। দুগ্ধই এই রোগের উৎকৃষ্ট পথ্য—পেটের অসুখ না থাকিলে রোগীকে যথোচিত পরিমাণে দুগ্ধ, বার্লি বা সাগুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, সেবন করিতে দিবে এবং গরম জল বা সোডাওয়াটার্ রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে।

৭। রোগের বৃদ্ধি হইতেছে বুঝিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিয়া রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বিনামূল্যে চিকিৎসক ও ঔষধ পাইবার এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, রোগের সূত্রপাত মাত্রেই চিকিৎসককে সংবাদ দিলে রোগীর চিকিৎসার তৎক্ষণাৎ সুবন্দোবস্ত করা হয়। বিলম্ব করিলে বিশেষ বিপদ সম্ভাবনা।

৮। রোগ সামান্য হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিয়া উপকার পাইতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী এইরূপ ঔষধ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। এই ঔষধ বড়ি বা চাক্তির আকারে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে কোন ভাল ডাক্তারখানায় এই ঔষধ তৈয়ারি করাইয়া লওয়া যাইতে পারে:—

এমোনিয়া কার্ব্বনেট্—২ গ্রেণ।
সোডি বেঞ্জোয়েট্—২½ গ্রেণ।
কুইনিন্ সল্‌ফেট্—১½ গ্রেণ।
থাইমল্ ——⅙ গ্রেণ।

অল্প পরিমাণ গঁদের সহিত মিশাইয়া একটি বড়ি বা চাক্তি প্রস্তুত করা হয়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি একখানি চাক্তি দিবসে তিনবার সেবন করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বালকদিগের পক্ষে আধখানি এবং শিশুদিগের পক্ষে সিকি চাক্তি একমাত্রা ঔষধ।

৯। রোগীর বিছানা ও বস্ত্রাদি প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টার জন্য রৌদ্রে রাখিয়া দিবে। সুস্থ ব্যক্তিকে রোগীর বিছানা বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে দিবে না। রোগ আরোগ্য হইলে বস্ত্র ও শয্যাদি জলে ফুটাইয়া সাবান দিয়া

পরিষ্কার করিয়া লইলে উহা পুনর্ব্যবহারের উপযুক্ত হইবে।

১০। থাইমল (Thymol) বা পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্ (Permanganate of Potash) নামক ঔষধ জলে অল্প পরিমাণে (½ গ্রেণ ঔষধ আধ সের গরম জলে) দ্রব করিয়া উহা দ্বারা দুইবেলা কুলকুচা করিয়া মুখ ও গলার ভিতর ধুইয়া ফেলিবে এবং উহা হাতে লইয়া উহার "নাস" লইবে। নাকের ও মুখের মধ্যে এই রোগের বীজ প্রবেশ করিয়া তথায় লাগিয়া থাকে ; উপরোক্ত ঔষধের সাহায্যে নাক মুখ ও গলা ধৌত করিলে রোগের বীজ নষ্ট হইয়া যায়। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটী থাইমলের দ্রাবণ এইরূপে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১১। দুইফোঁটা ইউক্যালিপ্টস্ তেল বা দালচিনির তেল (Oil of Cinnamon) অল্প চিনির সহিত মিশাইয়া দিবে দুই বার সেবন করিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা।

বাটীতে সংক্রামক রোগ হইলে উহা নির্দ্দোষ করিবার ব্যবস্থা।

বাটীতে একজনের কোন সংক্রামক রোগ হইলে অপর পাঁচজনেরও ঐ রোগ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং রোগীর আরোগ্যলাভ বা মৃত্যুর পর বাটীর ঘর দুয়ার এরূপ ভাবে পরিষ্কার করা উচিত, যাহাতে অপর কেহ ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে বাসগৃহ সহজে নির্দ্দোষ করিতে পারা যায় :—

১। এ

পাঁচসের জলের সহিত মিশাইয়া ঐ জলে "ন্যাতা" ডুবাইয়া বাটীর সমস্ত ঘরের মেজে, দেয়াল, দরজা, জানালা প্রভৃতি এবং তক্তাপোশ, সিন্দুক, বাক্স, আলনা প্রভৃতি কাঠের আসবাব দুই দিন উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবে।

২। বাটীর উঠান, নর্দ্দামা, পাইখানা, আঁস্তাকুড় প্রভৃতি স্থানে উপরোক্ত ফিনাইলের দ্রাবণ ঢালিয়া দিয়া ধুইয়া ফেলিবে।

৩। রোগীর দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ করিয়া তাহার ভিতর অন্ততঃ ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া গন্ধক জ্বালাইয়া রাখিবে।

৪। বাটীর সমস্ত অংশ (অন্ততঃ রোগীর গৃহ) ভাল করিয়া "চুণকাম" করিয়া দিবে।

৫। রোগীর গৃহের দরজা জানালা ৩।৪ দিবস সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিবে।

উপরোক্ত উপায়ে পরিষ্কৃত হইবার পর ঐ গৃহে অন্য লোক বাস করিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না।

উপসংহার।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পল্লীবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন, তাঁহারা দয়া করিয়া নিজ নিজ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিবেন না। তাঁহারা গ্রামে না থাকিলে গ্রামের কোনরূপ উন্নতি হওয়া অসম্ভব। যাহাতে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, গ্রামের মধ্যে যাহাতে সুশিক্ষা বিস্তার লাভ করে, অজ্ঞানতামূলক সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যবন্ধন যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, কো-অপারেটিভ প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া যাহাতে গ্রামবাসী কৃষক

ও শ্রমজীবিদিগের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়, আপাততঃ অসুবিধা ভোগ করিয়াও তাঁহারা গ্রামে থাকিয়া সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা, প্রয়োজনমত সরকার বাহাদুরের সাহায্য লইয়া, তৎসম্পাদনে বদ্ধ-পরিকর হউন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে ও কৃপায় তাঁহাদের এই মহতী চেষ্টা শীঘ্রই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে।

শিশুমঙ্গল।

:*:-

বাঙ্গালা দেশে যত শিশু মরে, এমন আর পৃথিবীর কোনো দেশে নহে। এই মৃত্যুর সংখ্যা সংপ্রতি এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষকেও তাহার জন্য চিন্তিত হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য কমিশনর ডাঃ বেণ্টলী এই জন্যই চৈত্র মাসের শেষে কলিকাতা সহরে স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া শিশুমৃত্যুর নিবারণ কল্পে নানারূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের এবম্বিধ উদ্যোগ আয়োজন যে বিশেষ প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বেণ্টলী সাহেবের শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী বঙ্গবাসীর সকলের দেখিবার সুযোগ না হইলেও যে কয়জন কলিকাতাবাসী বা প্রবাসীর উহা দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জনকয়েকের নিকট হইতেও এ সম্বন্ধে সুফলের আশা করা না যায়। কারণ প্রদর্শনীয় প্রদর্শিত বিষয় গুলি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে স্বভাবতঃই স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক তথ্য সহজেই অবগতি ঘটিবার কথা।

কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যে সকল উপায়ে শিশুমৃত্যু হ্রাস পাইয়াছে, আমাদের বাঙ্গালা দেশে শুধু তাহাই প্রচলিত করিলে সম্যক ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। আমাদের দেশের মহিলাগণ অশিক্ষিতা, সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে তাঁহাদিগকে শিক্ষিতা না করিলে যে বাঙ্গালাদেশে শিশু রক্ষার আদৌ সম্ভাবনা নাই এই যুক্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ মতভেদ আছে। বাঙ্গালী মহিলাগণের অনেকে এখন যেরূপ স্কুলে পড়িয়া কলেজে পড়িয়া বিদুষী হইতেছেন, আগে সেরূপ ছিলনা। সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ, সমগ্র ভারতবর্ষে গত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বীকার করি, ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষার পরিমাণ পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় যৎসামান্য মাত্র, কিন্তু এমন দিনও যখন ভারতের ঘটিয়া ছিল যে খনা। লীলাবতীর যুগ পরিবর্ত্তনের পর ভারতীয় মহিলার দশ হাজারের মধ্যে এক জন মাত্রও বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন কি না সন্দেহ, অথচ তখন আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুর কথা সামান্যই শুনা যাইত। এই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য— বাঙ্গালা দেশের শিশু দিগকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে দেশে শুধু স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেই চলিবেনা, তাহা ভিন্ন করিবার বিষয় অনেক রহিয়াছে।

সেকালের মহিলারা স্কুল কলেজের লেখা

পড়ার ধার কমই ধারিতেন বটে কিন্তু গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মে তাঁহারা যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, সেকালে শিশুমৃত্যু কম হইত তাহারই ফলে।

সে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে স্কুল কলেজে পড়িবার আবশ্যক হইত না, বাল্যে মাতার নিকট, কৈশোরে শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণীর নিকট গৃহস্থালীর কর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সে সকল শিক্ষা আপনা হইতেই অর্জ্জনের সুবিধা হইত।

ইহার ফলে সেকালে যে এখনকার তুলনায় দেশে শিশুমৃত্যু কম হইত তাহা নহে, সেকালের শিশুগণ দৃঢ়, সবল ও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ হইত, সেকালের লোকের দীর্ঘায়ু লাভ তাহারই ফল সম্ভূত।

আঁতুর ঘরের কদর্য্য ব্যবস্থা সেকালে যে ছিলনা তাহাও নহে কিন্তু সেকালের আঁতুর ঘরে শিশু ও প্রসূতিকে 'সেক তাপ দেওয়া', 'ঝাল মসলা' খাওয়ান প্রভৃতির যে পদ্ধতি ছিল, একালে তাহা অনেক স্থলে উঠিয়া গিয়াছে। বেণ্টলী সাহেবের প্রদর্শিত সূতিকা গৃহের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের সমর্থন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেছি, কিন্তু শুধু তাহা করিলেই চলিবেনা, সেকালের মত আবার সেঁক তাপের ব্যবস্থা এবং প্রসূতিকে ঝালমসলা খাওয়ানরও বন্দোবস্ত ও করিতে হইবে।

অন্যান্য সকলে যাহাই বলুন আমরা শিশুমৃত্যুর আধিক্যের কারণ নির্দ্দেশে মুক্তকণ্ঠে বলিব, বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবই বাঙ্গালী শিশুর মৃত্যু বাহুল্যের সর্ব্বপ্রধান কারণ। বাঙ্গালী যে পরিমাণ পরিশ্রম করে, সে পরিমাণ খাইতে পায় না। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার্য্য লাভ এখনকার দিনে অতি অল্প বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবে বাঙ্গালী জাতির জীবনী শক্তি কমিয়া আসিয়াছে। কাজেই সেই ক্ষীয়মান-জীবনী বাঙ্গালী জাতির যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিবে, তাহারা যে স্বল্পায়ু হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? প্রকৃত কথা, বাঙ্গালীর খাদ্যাভাবই বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিতেছে। সেই দুর্ব্বল পিতামাতার শুক্র-শোণিতের মিলনে সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভের আশা আদৌ করা যায় না। এজন্য যদি বাঙ্গালা দেশ হইতে শিশুমৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করিতে হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির জন্য আগে পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, বাঙ্গালীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর মাত্রা কমাইতে হইবে, বাঙ্গালীর দুশ্চিন্তার প্রতীকারে সচেষ্ট হইতে হইবে, মূল ধরিয়া চিকিৎসা করিলে তবে রোগের প্রতীকার হইবে, নতুবা এরূপ সংক্রামক রোগে শুধু মামুলী—বাঁধা ঔষধের ব্যবস্থা করিলে কোনও ফল হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

বেণ্টলী সাহেবের প্রদর্শনার বক্তৃতা প্রসঙ্গে আর একটি কথা উঠিয়াছিল যে, Early marrage বাঙ্গালী জাতীর মধ্যে শিশুমৃত্যুর আর একটি কারণ। আমরা এ কথারও সমর্থন করিনা। কারণ Early marrage বহুকাল হইতে বাঙ্গালী জাতীর মধ্যে প্রচলিত। তাহার ফল পূর্ব্বে তো অশুভ শুনা যায় নাই। আমাদের এক পুরুষ পূর্ব্বে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে

অনেকেই অষ্টম বর্ষে গৌরীদানের ব্যবস্থা করিতেন। সে গৌরীদানের ফলে কার্ত্তিকের মত কান্তিমান ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভই ...। Early marrage বরং এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখন পণপীড়নে সেই মনুযুগের ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা না হইলে আর অনেকের পক্ষেই বিবাহ দেওয়া ঘটিয়া উঠে না। ফলে কন্যা পক্ষে Early marrage এখনকার দিনে আর বড় একটা ঘটিয়া উঠে না, তবে পাস করা পুত্রের বিবাহে অনেকেই অর্থের প্রলোভন ছাড়িতে না পারিয়া পাত্র পাত্রীর বয়সের পার্থক্য বজায় রাখিতে পারেন না। ইহাতে অনেক সময় কুফল ফলিতেছে, ইহা সত্য। পূর্ব্বে হিন্দু জাতীর মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও তখন যে এখনকারমত যখন তখন স্ত্রী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা ছিল না এ কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। তিথি নক্ষত্র দেখিয়া, পর্ব্ব দিন বাছিয়া, ঋতুকাল বিচার করিয়া তবে সেকালে স্ত্রীপুরুষের মিলন কাল নির্দ্দিষ্ট হইত। এখন যে এ সকল ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালীর শিশুমৃত্যু বাহুল্যের ইহাও একটি কারণ

-প্রসঙ্গ।

বসন্তের প্রকোপ এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থলে পূর্ণভাবে বিরাজিত। তাহার উপর জ্বরের জ্বালা বাঙ্গালার অনেক পল্লীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। গত মাসে মেদিনীপুরের "নীহার" আমাদিগকে এ সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলাম। ঐ "নীহার" পুনরায় আমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন,—

জ্বরের প্রকোপ সর্ব্বত্র আবার বাড়িতেছে। প্রায় ঘরে ঘরেই লোকে জ্বরে শয্যাগত। বসন্তের প্রাদুর্ভাবও সম্পূর্ণ কমে নাই।

শুধু মেদিনীপুর নহে, ২৪ পরগণা হইতেও আমরা জ্বরের সংবাদ পাইতেছি। "ডায়মণ্ডহারবার হিতৈষীতে" প্রকাশ,—

স্থানীয় জলবায়ু ও স্বাস্থ্য।—এ সপ্তাহের মধ্যে দুই এক পসলা বৃষ্টি হইয়াছে। জ্বর-জ্বালার খুব প্রকোপ দেখা যাইতেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জাও কোনো কোনো স্থলে ভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। অনেক দুঃস্থ পরিবার ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া উপযুক্ত ঔষধাদির অভাবেও যারপর নাই কষ্ট পাইতেছে। শিলচরের "সুরমা" জানাইতেছেন,—

মৌলবীবাজার সবডিভিসনের অন্তর্গত কমলগঞ্জ থানার এলাকাধীন মুন্সীবাজার ও তন্নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এমন অনেক পরিবার আছে যে সমস্ত পরিবারে সকলেই পীড়িত, যত্ন শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই। আবশ্যক খাদ্য ও বস্ত্রাভাবে এই রোগ এমন প্রবল হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। শ্রীহট্ট জেলার সুযোগ্য সিভিল সার্জ্জন সাহেব বাহাদুরও মনে করেন, খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে এই রোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। জানা যায়, রোগীর সংখ্যার তুলনায় মুন্সীবাজার ডিস্‌পেন্সারীতে ঔষধের পরিমাণ অপ্রচুর। অবস্থা বিবেচনায় শীঘ্র উপযুক্ত ঔষধের সংস্থান করা

একান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে রোগীরা দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ পাইতেছে ও পাইবে, কিন্তু অনেক রোগীই পথ্যের জন্য সাগু, মিশ্রী ও বালি ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ বলিয়া পথ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে। ।/০—।৶০ আনা দরের মিশ্রীর সের ৸৶০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অনেকেই জ্বরের সময় গায়ে কাপড় দিতে পারিতেছে না।

বাঙ্গালার পল্লীগুলি তো ম্যালেরিয়ার পীড়নে ধ্বংসোন্মুখ। তাহার উপর অনেক স্থলেই সুচিকিৎসকের অভাব। ইহার কারণ বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণ রোগ বাহুল্য, বাঙ্গালা দেশে সে পরিমাণ চিকিৎসক নাই। মেদিনীপুরের "হিতৈষী" এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র ম্যালেরিয়া বিষে মেদিনীপুরের পল্লীগ্রাম সমূহ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ পল্লীগ্রামে চিকিৎসার অভাবে বিনা চিকিৎসায় কত লোকের যে জীবননাশ হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গালার বীরভূম জেলা রোগ-পীড়নে কিরূপ বিপর্য্যস্ত তাহা "বীরভূমবাসীর" নিম্নলিখিত সংবাদে অবগত হওয়া যায়।

বীরভূমে রোগ।—হরেক রকম রোগ বীরভূমে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সিউড়ীতে বহুলোক নিউমোনিয়ায় মরিল। রামপুরহাটে সদরে ও মফঃস্বলে ঐ রোগে মরিতেছে। বসন্তও এখানে ওখানে আছে। আবার নান্নুর থানার কোথাও কোথাও কলেরা দেখা দিয়াছে। সাঁইথিয়াতে একচোট বেরিবেরি হইয়া গেল। ভগবানের মতলবটা ভাল বলিয়া বোধ না।

মকরধ্বজের ব্যবহার প্রণালী।

[কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ভিষগাচার্য্য।]

·:*:·

নবজ্বরে—আদারস ও মধুসহ, পানের রস ও মধুসহ অথবা তুলসীপাতার রস ও মধুসহ।

সান্নিপাতিক ঘোর বিকার অবস্থায়—মৃগনাভি ১ রতি, কর্পূর ½ রতি, আদার রস ১ তোলা ও মধুসহ।

কামজ্বরে—উচ্ছে পাতার রস ২ তোলা, হরিদ্রা চূর্ণ ২ রতি ও মধুসহ।

বসন্তরোগে—রুদ্রাক্ষ ঘসা ½ তোলা ও মধুসহ অথবা নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া আকনাদির মূল, পলতা, কটুকী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণারমূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন। প্রতি দ্রব্য ১৫ রতি ওজনে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

পুরাতন জ্বরে—আদার রস, শিউলী পাতার রস ও মধুসহ। মুলতানি হিং ২ রতি, পিপুল চূর্ণ ২ রতি, সৈন্ধব লবণ ২ রতি ও পানের রস ২ তোলা সহ অথবা আদা গুলঞ্চ কুলেখাড়া ও নাটার কুঁড়ি, প্রতি দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া কলার পাতায় বাঁধিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

প্লীহায়—তালজটা ভস্ম ৩ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ½ তোলা সহ, মনসাপাতা সেঁকিয়া তাহার রস ½ তোলা ও মধুসহ, অথবা পিপুল চূর্ণ ৩ রতি ও পুরাতন ইক্ষুগুড় ½ তোলাসহ।

যকৃৎরোগে—দারুহরিদ্রা নামক কাষ্ঠ জলের সঙ্গে শিলায় ঘসিয়া সেই ঘসা ২ তোলা ও মধু ½ তোলা সহ।

জ্বরাতিসারে—মুথার রস ও মধুসহ বা বেলশুঁঠ চূর্ণ ২ রতি, জীরা চূর্ণ ২ রতি, চাউল ধোয়া জলে ও মধুসহ।

অতিসারে—বাবলাপাতার রস ও মধুসহ অথবা সোনাছাল বা কুড়চিছাল ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

আমাশয়ে—মরিচ চূর্ণ ৩ রতি ও কাঁটা-নটেরমূলের রস ২ তোলা সহ অথবা তেঁতুল পাতা বুড়ীপানের পাতা, থুলকুড়ির পাতা ও কয়েদবেলের পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়া-ইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

রক্ত আমাশয়ে—কুকসিমার রসও মধুসহ দাড়িম পাতার রস ও মধুসহ, আয়াপানের পাতার রস ও মধুসহ অথবা জামছালের রস, ছাগদুগ্ধ ও মধুসহ।

অর্শে—নাগেশ্বর ফুলের রেণু চূর্ণ ৬ রতি, মিছরী আধতোলা ও মাখন ২ তোলা সহ, অথবা ওলকচু চূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ।

অগ্নিমান্দ্যে—জোয়ান চূর্ণ ৬ রতি, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি ও কাগজী লেবুর রস সহ অথবা আদার রস ও সৈন্ধবলবণ সহ।

ক্রিমিতে—কটকী ।• তোলা, দাড়িম-মূলের ছাল ॥• তোলা বিড়ঙ্গ ॥• তোলা, আপাঙ্গের পাতা ॥• তোলা ও দারুচিনি ।• তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধুসহ। পালিধামাদারের ছাল চুণের জলে ছেঁচিয়া তাহার রস ও মধুসহ অথবা পালিধামাদারের পাতার রস ও মধুসহ।

পাণ্ডু, কামলারোগে—হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, বাসকছাল, কটকী, চিরতা ও নিমছাল প্রতি দ্রব্য ২• রতি, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধুসহ অথবা হরীতকী চূর্ণ ⁄• আনা, পুরাতন ইক্ষুগুড় ।• আনা ও কুলেখাড়ার রস ২ তোলা সহ।

রক্তপিত্তে—আলতা ৪।৫ খানা, পাকা যজ্ঞডুমুর ৮টা ও ছাগদুগ্ধ আধপোয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধু। দুর্ব্বা ও যজ্ঞডুমুর একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ও মধু, আয়াপানের পাতার রস ও মধু, অথবা বাসকপাতার রস ও মধু।

যক্ষ্মাকাসে—আয়াপানের পাতা, পাকা যজ্ঞডুমুর, কণ্টকারী ও বাসকপাতা একত্র ছেঁচিয়া ও পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, ৩ রতি বংশলোচন চূর্ণ ও মধুসহ অথবা বাসকছাল ১ তোলা, অনন্তমূল ।• তোলা, তেজপাতা ।• তোলা, যষ্টিমধু ।• তোলা ও কিস্‌মিস্ ।• তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধুসহ।

কাসে—আদা, তুলসীপাতা ও ব্যাকুড়ের পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ, পিঁপুল চূর্ণ ২ রতি, পানের রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা বাসক পাতার রস ও মধুসহ।

শ্বাসে—বহেড়া বীজের শাঁস ⁄• আনা, পিঁপুলচূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ, বহেড়া চূর্ণ ৩ রতি ও মধুসহ, অথবা কণ্টকারীর রস ২ তোলা ও মধুসহ।

হিক্কায়—ময়ূরপুচ্ছ ৬ রতি, পিঁপুলচূর্ণ ৩

রতি ও মধুসহ, কদলী মূলের রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা কচি তালের জল মধুসহ।

স্বরভেদে—যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধুসহ, বচের চূর্ণ ও মধুসহ অথবা ব্রাহ্মী শাকের রস ও মধুসহ।

অরোচকে—আমলকীর রস ও মধুসহ ও বা কুলভিজান জল ও মধুসহ।

বমন রোগে—স্তন দুগ্ধ ৫।৬ তোলা লইয়া তাহাতে ২।৩ খানা আলতার পাতা দিয়া মর্দ্দন করিবে, আলতার রং গুলিয়া গেলে ছাঁকিয়া তাহার ৪ তোলা, কর্পূর ½ রতি, শসা বীজের শাঁস ১২ রতি ও মধুসহ বা শ্বেত চন্দন ঘসা ১ তোলা, আমলকীর রস ১ তোলা ও মধু সহ।

তৃষ্ণায়—ক্ষেতপাঁপড়ার রস ও মধুসহ, বেদানার রস ও মধু সহ, মৌরি ভিজান জল ও মিছরী চূর্ণ সহ অথবা পটোলের রস ও মধু সহ।

মূর্চ্ছায়—ত্রিফলার জল ও মধু সহ, বড় এলাচের দানা চূর্ণ ও মধু সহ অথবা বহেড়া বীজের শাঁস ও মধু সহ।

দাহ রোগে—পলতার রস ও মধু সহ, ধনে পলতার কাথ ও মধু সহ, ক্ষেতপাঁপড়া ও বালা পাতা একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধু সহ বা রক্তচন্দন ঘসা ২তোলা ও মধু সহ।

উন্মাদ রোগে—শতমূলীর রস ও মধু সহ, ত্রিফলার জল ও মধু সহ অথবা ঘৃতকুমারীর রস ও মধু সহ।

অপস্মার রোগে—বচের চূর্ণ ও মধু সহ, কুষ্মাণ্ড জল ও মধু সহ, ব্রাহ্মী শাকের রস ও মধু সহ অথবা তিল তৈল ১ তোলা ও রসুন আধ তোলা সহ।

বাত রোগে—নিসিন্দার পাতা, বেল পাতা, সোঁদালের পাতা ও আদা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি ও মধু সহ, আলকুশীর বীজ চূর্ণ ৬ রতি, পুরাতন ঘৃত ।० আনা মধু ৵० আনা ও রসুনের রস ১ তোলা সহ অথবা আদা ও এরণ্ডমূল ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধু সহ।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠে—অনন্তমূলের ক্বাথ ও মধু সহ অথবা অনন্তমূল, বেতের মূল, ছাতিম ছাল, কটকী সোণামুখী, দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা ও তোপচিনি প্রত্যেক ।० আনা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই ক্বাথ ও মধু সহ।

শূল ও অম্লপিত্তে—ফটকিরি চূর্ণ /० আনা কুকসিমার রস ২ তোলা ও মধু সহ, শুঁঠ ৫৩ রতি, এরণ্ডমূল ৫৩ রতি ও যবের চাউল ৫৩ রতি আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু সহ অথবা ধনে ।।० তোলা, মৌরী ।।० তোলা ও জাঙ্গী হরীতকী ১ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধু সহ।

গুল্মে—জোয়ান চূর্ণ ৵० আনা, বিট লবণ /० আনা ও পরিষ্কার ঘোল আধপোয়া সহ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগে—বরুণ ছালের রস ও মধু সহ, পাথরকুচির পাতার রস ও মধু সহ অথবা গোক্ষুরবীজ চূর্ণ ৵० আনা, চিনি ।।० তোলা ও তেলাকুচার পাতার রস ২ তোলা সহ।

আলাযুক্ত মেহে—কাবাবচিনি চূর্ণ ।/৹ আনা কর্পূর ½ রতি, শ্বেত চন্দন ঘসা ১ তোলা ও মসিনা ভিজান জল সহ অথবা কাঁচা হলুদের রস ১ তোলা, শ্বেতচন্দন ঘসা ১ তোলা ও বাবলার আটা চূর্ণ ৩ রতি সহ

শুক্র মেহে—কাবাবচিনি চূর্ণ ।/৹ আনা, কর্পূর ½ রতি, গুলঞ্চের রস ২ তোলা ও মধু সহ।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গে—শিমূল মূলের রস ২ তোলা, চিনি আধ তোলা ও বলকা দুগ্ধ ১ ছটাক সহ, আলকুশী বীজ চূর্ণ ৩ রতি তালমূলী চূর্ণ ৩ রতি, চিনি ৷৷৹ তোলা ও মাখন ২ তোলা সহ অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ২ তোলা চিনি ৷৷৹ তোলা ও বলকা দুধ ১ ছটাক সহ।

শোথ রোগে—শ্বেত পুনর্নবার রস ও মধু সহ, বেলপাতার রস ২ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ৩ রতি সহ অথবা শুষ্ক মূলা ১ তোলা কাঁচা বেলপাতা ৷৷৹ তোলা, শুঁঠ ।৹ তোলা ও বাঁশের শিকড় ।৹ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

বৃদ্ধি, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, ও শ্লীপদে সজিনা মূলের রস ও মধুসহ, হরীতকী চূর্ণ ৬ রতি, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি, পিঁপুল চূর্ণ ৩ রতি ও গরম জল সহ অথবা বেলপাতা, আদা ও নিসিন্দার পাতা একত্র ছেঁচিয়া পোড়াইয়া তাহার রস ২ তোলা, সৈন্ধব লবণ ২ রতি ও মধু সহ।

নেত্র রোগে—ত্রিফলার জল ও মধুসহ অথবা ভীমরাজের রস ও মধুসহ।

নাসা রোগে—দাড়িম ফুলের রস ও মধু সহ বা অনন্তমূলের কাথ ও মধুসহ।

শিরোরোগে—জটামাংসী ভিজান জল ও মধুসহ, ত্রিফলার জল ও মধুসহ বা এরণ্ড-মূলের রস ও মধুসহ।

রজঃকৃচ্ছ্রে—রেণুকা চূর্ণ ৩ রতি ও মধু সহ, তিলের কাথ ও মধুসহ অথবা এরণ্ডমূল, বেড়েলা মূল, রক্তকম্বলের মূল ও ওলটকম্বলের মূল প্রতি দ্রব্য ৷৷৹তোলা—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া একছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া এই কাথ ও মধুসহ।

শ্বেত প্রদরে—ঘৃত ৷৷৹ তোলা, মধু ।৹ তোলা, চিনি ৷৷৹ তোলা ও লাল জবা ফুলের কুঁড়ি—চাউল ধোয়া জলে ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা সহ অথবা বাবলার পাতার রস ২ তোলা ও মধুসহ।

রক্তপ্রদরে—দূর্ব্বা, যজ্ঞডুমুর ও কাঁটা-নটের মূল একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ, বাবলার পাতা ও রক্ত কম্বলের কন্দ একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস ২ তোলা ও মধুসহ অথবা অশোক ছালের কাথ ও মধুসহ।

সুস্থাবস্থায়—বেদানার রস ও মধুসহ অথবা মাখন ২ তোলা ও মিছিরী চূর্ণ আধ-তোলা সহ।

প্রাচীন চিকিৎসকের টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র লাহিড়ী কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

-:*:-

শিরোঃ রোগে—একটী পাতিলেবু গোবরের (গোময়) ঠুলিতে পুরিয়া তাহা ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। লেবুর উপরিস্থিত গোময় আবরণ পুড়িয়া গেলে লেবুটী এক রাত্রি শিশিরে রাখিতে হইবে, পরিশেষে এক তোলা সোরা ও অর্দ্ধতোলা গব্যঘৃত তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই ঔষধ মস্তকে ও কপালে প্রলেপ দিলে যে কোন প্রকার শিরোরোগ হউক না কেন আরোগ্য হইবে।

প্রস্রাব বন্ধে—কুমড়ার (জলকুমড়) বৃক্ষের ক্ষার ও সোরা সমভাগে মিশাইয়া /০ আনা অথবা ✓০ আনা পরিমাণে ঠাণ্ডা-জল সহ সেবন করিতে হইবে।

নালীক্ষতে—গন্ধভাদালীর পাতার রস ও তামাক পাতার রস একত্র মিশাইয়া কিছু তুলাতে লাগাইয়া নালীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। দিনে ৩।৪ বার প্রয়োজ্য।

আমাশয় জন্য উদরের বেদনায়—আমরুলের পাতার রস গরম মধুসহ খাইলে উপকার হয়।

বিবিধ ক্ষতে—শ্বেত কাঞ্চন ফুল—জল দ্বারা বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিতে হইবে।

রক্তমূত্রে—নিমছালের রস এবং আলতা ধোওয়া জল সমপরিমাণে খাইতে হইবে।

প্রস্রাব বন্ধে—পুঁই শাকের ডাঁটা, মেটে কলসের উপরের মাটী, তিলের খোসা, সোরা, 'কাঁচা' বাঁশের উপরের ছাল একত্র সমভাগে লইয়া উত্তম করিয়া বাটিয়া পরে জয়ন্তী পুষ্পের পাতা ২ তোলা বাটিয়া উক্ত ঔষধের সহিত মিশাইয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে নিশ্চয়ই উপকার হইবে।

কাণ পাকায়—মান মচুর কচি পাতার রস কর্ণে দিলে বেশ ফল হয়। রস প্রয়োগের পরে তুলা দ্বারা কাণটী কিছুক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

আধকপালে মাথার বেদনায়—উননের পোড়া মাটি এবং লঙ্কা সমভাগে চূর্ণ করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়।

উপদংশে—একটী লৌহ পাত্রে থুঁথু দিয়া একটী জাঙ্গী হরীতকী ঘষিতে হইবে। পরে কিছু খদির তাহাতে পুনরায় মিশাইতে হইবে। যখন ঔষধ বেশ ঘন হইবে তখন ৩টা কাঁটা ন'টের শিকড় ঘষিলে মলম হইবে, সেই মলম উপদংশ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে অল্প দিনেই ক্ষত নিশ্চয়ই শুষ্ক হইবে। ঔষধে যেন জল না লাগে।

পোড়া ঘায়ে—হরিদ্রা পাতা অথবা তুলসী পাতা বাটিয়া প্রয়োগ করিলে বেশ ফল হয়।

ছর্দ্দি রোগে—(১) বেলের বীজের শাঁস ২ রত্তি শ্বেত চন্দন ঘষা আধ আনা—একত্র সেবন করিতে হইবে।

বাধী বসান—কলিচুণ, চিংড়ীমাছ, শ্বেত-চিতা মূল সমপরিমাণে একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিতে হইবে।

প্লীহা রোগে—আমড়া পাতার রস দ্বারা আমড়া বাটিয়া প্লীহা স্থানে প্রলেপ দিতে হইবে।

একশিরা রোগে—তামাক পাতার উপরে শুঁঠের চূর্ণ কিছু ছড়াইয়া দিয়া এক শিরার উপর বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। বেশীক্ষণ রাখিলে বমি হইতে পারে।

ওলাউঠা চিকিৎসা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী]

উদ্বেষ্টন।

যখন শরীরে রক্তের অল্পতা হইতে আরম্ভ হয় এবং মর্ম্মগ্রন্থি হইতে শ্লেষ্মরাশি ক্রমশঃ তরল হইয়া স্খলিত হইতে থাকে সেই সময় এক এক স্থানে এক এক বার ভঙ্গবৎ বেদনা উপস্থিত হইয়া রোগীকে সাতিশয় যন্ত্রণা প্রদান করে। দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অতীব অধীর হইয়া রোগী সর্ব্বদাই আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। এইরূপ বেদনাকে উদ্বেষ্টন বলে। চলিত ভাষায় ইহাকে খালধরা বলা যায়। যে প্রকার বীজাণু দ্বারা শরীরস্থ রক্ত ও শ্লেষ্মা রূপান্তরিত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হয়, কোন উপায়ে সেই বীষাণু বিনষ্ট হইলেই এই উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। পূর্ব্ব কথিত বিষর্পণ চূর্ণের স্বরূপ যে ধুস্তুর পুষ্পের কেশর ও গোলমরিচ সেবনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কোনোরূপে উদরে স্থিতিশীল হইলে ওলাউঠা রোগে কোন প্রকার উপদ্রবই হইতে পারে না। উদ্বেষ্টন প্রভৃতি কোনো কোনো উপদ্রব মৃদুভাবে আক্রমণ করিলেও তাহা দূর করিবার জন্য আর বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না। আপনা হইতেই উপশমিত হইয়া থাকে। কুড়, সৈন্ধব লবণ কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ অথবা যখন যে স্থানে খাল ধরিতে থাকে সেই স্থানে মর্দ্দন করিলে উহা দূরীকৃত হয়। গুড়ত্বক, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা—এই সমুদয় সমভাবে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া খল্লীস্থলে (খাল) মর্দ্দন করিলে সুমহান উপকার হইয়া থাকে। আদা এক ভাগ, সোরা এক ভাগ, তিবি দুইভাগ, মাষকলাই চার ভাগ—একত্র জলে বাটিয়া কাপড়ের পুঁটুলিতে অল্প অল্প গরম করিয়া হাতে পায়ে স্বেদ দিলে খাল ধরা আরাম হয়। ভ্যারেণ্ডার বীজ, ভ্যারেণ্ডার মূল, ভ্যারেণ্ডার পাতা ও হিং প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া সকলের তুল্য পরিমাণ চিনির সহিত মিশাইয়া এক সঙ্গে বাটিয়া পূর্ব্ববৎ স্বেদ দিলে খালধরা ছাড়িয়া যায়। মহালতা (কেঁচো) গোটাকতক

(পরিমাণ ১ ছটাক) অর্দ্ধসের পরিমিত টাট্কা সর্ষের তেলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইয়া থল্লীস্থলে মালিশ করিলে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃশূল।

রক্ত উর্দ্ধগামী হইলে মস্তকে অতিশয় বেদনা হয় ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। হীনবল শ্লেষ্মা ও প্রবল বায়ুর প্রকোপ বশতঃও মস্তকে বেদনা হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মস্তকে শীতল জল সেচন, অগুরু চন্দনাদি লেপন করিলে সবিশেষ ফল দর্শে। বর্ত্তমান সময়ে মস্তকে Ice-bag রাখা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ। সোরা, ছাগদুগ্ধ, কচি নিমপাতা একত্রে কাঁজীর সহিত বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে প্রায়ই বরফের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন ঘৃত, কর্পূর, বড়এলাচের দানা—একত্র মিশ্রিত করিয়া শিরোদেশে মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল নিবারিত হয়। টাবালেবু গোবরের ঠুলিতে আবদ্ধ করিয়া ঘুঁটের আগুণে পোড়াইয়া রস বহির করতঃ মস্তকে লাগাইলে শিরঃশূল অনেক ক্ষেত্রেই তিরোহিত হইয়া থাকে।

মূত্রাবরোধ।

ইহা ওলাউঠা রোগের একটী প্রধান দুর্লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত মূত্র নিসঃরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। রক্ত হইতেই মূত্রের উৎপত্তি। ওলাউঠা রোগে সেই রক্ত প্রথমে রূপান্তরিত হইয়া আইসে। সুতরাং মূত্র বিগঠিত হইতে পারে না। আবার মূত্রাশয়ের পথ সঙ্কুচিত বা অবরুদ্ধ হইলেও মূত্র নিরোধ উপস্থিত হয়। বরফ, সোরা ভিজান জল, কর্পূর বাসিত-শীতলজল উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। ডাবের জলেও মূত্র সঞ্চলন ও মূত্র নিসঃরণ হইয়া থাকে। নীলমাটী, সোরা, জলাশয় নিপতিত গলিত আম্রপত্র একত্র বাটিয়া নাভি ও বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্রস্রাব হয়। স্থলপদ্মের পাতা অথবা গাঁদা ফুলের পাতা বাটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে মূত্রাবরোধ দূরীভূত হয়। মূত্রসঞ্চলন ও মূত্র নিঃসরণ পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধটী সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য।

ত্রিদোষ দাবানল রস।*

পারদ } (শোধিত ও কজ্জলীকৃত) ১ ভাগ
গন্ধক }
লৌহ (শোধিত ও জারিত) ॥ ভাগ
কান্তপাষাণ)
যবক্ষার
সাচিক্ষার
সোরা

এই সাতখানি দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তারপর জলজাত পদ্মের নবপত্রের স্বরস গ্রহণ করিয়া ঐ মিশ্রিত ঔষধ মর্দ্দণ করিবে (ভাবনা দিবে)। যখন বটী বাঁধিবার উপযুক্ত হইবে, তখন দুই রতি প্রমাণ এক একটী বটী করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া রাখিবে। স্থলপদ্মের কচিপাতার রস এক তোলা ও চিনি দুই আনা সহ এক একটী বটী দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করা-

---

* পারদং গন্ধকং লৌহং কান্ত পাষাণমেবচ।
ক্ষারদ্বয়ং সোরকঞ্চ নলিনী পত্রজ দ্রবৈঃ॥
বিশুষ্কা বটিকা ভাবয়েৎ স্থল পদ্মজৈঃ।
পিত্তা দুষ্টে মুহুর্মুহুঃ যাবন্ন মূত্রোজায়তে।
—আদিত্য সংহিতা।

হলে মূত্র সঞ্চিত ও নিঃসরিত হয়। স্থলপদ্মের অভাবে পাথরকুচি পাতার রস ।।০ তোলা ও সোরা ১ রতিসহ এই ঔষধ সেবন করাইবার বিধান আছে। উল্লিখিত ঔষধটী প্রচলিত কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত সন্ন্যাসী প্রদত্ত আদিত্য সংহিতা হইতে গৃহীত হইল। এই ঔষধমধ্যে যে কান্তপাষাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হীরকজাতীয় এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর। কেহ কেহ কান্তপাষাণ শব্দে চুম্বক পাথর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কান্তপাষাণের কথা স্থানান্তরে আমরা বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

উদরস্ফীতি।

রোগের প্রায় শেষ অবস্থায় এই লক্ষণ লক্ষিত হয়। উদরস্ফীত হইতে আরম্ভ হইলে কদাচিৎ কাহারও জীবন রক্ষিত হয়। এই সময় ঔষধ বা পথ্য কিছুমাত্র পরিপাক করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং সেবনীয় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনরূপ উপকারের প্রত্যাশাও বড় করা যায় না। মল মূত্রাদি সম্পূর্ণ নিরোধ এবং শারীরিক যন্ত্রগুলির সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়তা অথবা ইন্দ্রিয়বর্গের গ্রহণী শক্তির বিলুপ্তি হইতেই এই লক্ষণ উপস্থিত হইতে থাকে। তবে স্বভাবের বশে কেহ কেহ বাঁচিয়াও যায়। বায়ুজন্য উদরস্ফীতিতে স্নেহ স্বেদ অর্থাৎ পুরাতন ঘৃত বা তারপিন তৈল মর্দ্দন করিয়া গরম জলে নেকড়া ভিজাইয়া পেটে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

মলমূত্র নিরোধজন্য উদরস্ফীত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ফলও দর্শিয়া থাকে।

ত্রিকট্বাদি বর্ত্তি।*

পিপুল ।০, মরিচ ।০, শুঁঠ ।০, শ্বেতসর্ষপ ।০, গৃহধূম ।০, কুড় ।০, মদনফল ।০। এই আটখানি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সম পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে আট তোলা মধু বা গুড়ের সহিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া অল্পে অল্পে মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহার অচিন্তনীয় প্রভাবে মল মূত্রাদির নিঃসরণ হয়। সুতরাং অন্ত্রও পরিষ্কার হইয়া উঠে। মল মূত্রের নিঃসরণ ঘটিলে উদর স্ফীতি উপদ্রবেরও অবসান হয়। আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সূত্রে যেরূপ উপায়ে সফলকাম হইয়াছি, অকপটে সরলান্তঃকরণে অনাবিল ভাষায় তাহাই প্রকাশিত করিলাম। রুচি বা তথা কথিত বিজ্ঞানের দিকে আদৌ দৃষ্টি পাত করি নাই। সূর্য্যের আলোর যেমন স্বতঃ প্রকাশ,—কুসুমের সুষমার যেমন নৈসর্গিকী বিকাশ, বালারুণের কমনীয় মধুর ছবি যেমন সত্যালব্ধ মনোমদ; প্রত্যক্ষ ফল প্রদ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শক্তি-প্রভাব তেমনি প্রত্যক্ষীকৃত সমুদ্ভাসিত সত্যসম্ভ। আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—"আয়ুর্ব্বেদের" সুধীর সুধী পাঠক বৃন্দ এই অকিঞ্চনের অকি-

* বর্ত্তি স্ত্রিকটুক সৈন্ধব সর্ষপ-গৃহধূম্র-কুষ্ঠমদন ফলৈঃ।
মধুনি গুড়বা পক্বা পথ্যাুরিতাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণা॥
বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফল শনৈঃ শনৈঃ প্রহিতা-ঘৃতাভ্যক্তা।
আনাহোদা বর্ত্ত প্রশমনী জঠর গুল্ম নিবারিণী চ॥
—প্রয়োগে মালায়াং।

ঞ্চিৎকর প্রবন্ধ একটু প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিবেন। মনোযোগী হইয়া চেষ্টা-শীল হইলে নিশ্চয়ই ওলাউঠা রোগে সার্ব্বজনীন বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইবেন না। আমাদিগের লিখিত ঔষধাদির প্রয়োগ-প্রণালীও বিশেষ কিছু কষ্টকর নহে। ইহার উপাদান বা উপকরণ পল্লীগ্রামের সর্ব্বত্রই অনায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, গ্রাহক বর্গের প্রসাদে, ভগ্ন ও রুগ্ন দেহে সুকিঞ্চিৎ অবধান পাইলে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে ওলাউঠা চিকিৎসার ক্রটী-বিচ্যুতি সমাধান করিব।

আকন্দ।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

আকন্দের গাছ বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে ও ইহা যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের বাটীতে এই গাছটী নাই তাঁহারা যেন প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে এই বনৌষধিকে একটু স্থান প্রদান করেন। সহস্র হাসনা হেনা অপেক্ষা একটা আকন্দের গাছে মহৎ উপকার সাধিত করিয়া থাকে।

এই আকন্দের সংস্কৃত নাম অর্ক—আকন্দ, অলর্ক, শ্বেতপুষ্প, রক্তপুষ্প ইত্যাদি।

এইবার আমরা ইহার গুণ-পরিচয় প্রদান করিব।

আকন্দের পত্র, মূল, আঠা ঔষধার্থে [illegible]ত হইয়া থাকে। শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার আকন্দ। উভয়েরই গুণ প্রায়

শ্লেষ্মাধিক্য রোগে—অর্কপত্র।

বুকে সর্দ্দি বসিলে আকন্দের পাতার উপর দিকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ বুকে বসাইয়া দিবে, তদুপরি পোঁট্‌লী-বদ্ধ নেকড়া উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে, ইহাতে বুকের শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যাইবে। নিউমোনিয়া রোগে এই স্বেদ বিশেষ ফলপ্রদ। স্বেদ অন্তে তুলা দ্বারা বুক বাঁধিয়া রাখিবে। যে কোন রোগে বুকে সর্দ্দি (কফ) বসিয়া যায়, তাহাতেই এই স্বেদে উপকার দর্শে।

বাতজ অর্শে—অর্কপত্র।

আকন্দের কোমল পত্র যে পরিমাণ লইবে, মিলিত পঞ্চলবণ তাহার এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ তিল তৈল ও আমরুলের শাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে, এই ক্ষার সিকি পরিমাণে উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে বাতজ অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহা রোগে—অর্কপত্র।

আকন্দের পত্র যে পরিমাণ গ্রহণ করিবে সৈন্ধব লবণ তাহার এক চতুর্থাংশ লইবে। একটী মাটির হাঁড়ীর মধ্যে একটী

একটী করিয়া আকন্দের পাতা বিছাইয়া দিবে, তাহার উপর সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। পুনরায় আর এক প্রস্থ পাতা পাতাইবে, তদুপরি পুনরায় সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, এইরূপে পত্রগুলি ও সৈন্ধব চূর্ণ উপর্য্যুপরি রাখিয়া একখানি সরা দ্বারা হাঁড়ীটার মুখ কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপন করিয়া সরা ও হাঁড়ীর সংযোগস্থান বন্ধ করিয়া দিবে, এক ঘণ্টা পরিমাণ সময় লাগিয়া ঐ হাঁড়ীটি জলন্ত অগ্নির উপরে রাখিয়া নামাইবে। এইরূপে অন্তর্ধূমে ক্ষার প্রস্তুত হইবে, শীতল হইলে হাঁড়ীর সরা খুলিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে। এই ক্ষার সিকি পরিমাণ প্রত্যহ দধির মাতের সহিত সেবন করিলে অতি প্রবৃদ্ধ প্লীহা নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে অর্ক লবণ বলে।

উরুস্তম্ভে—অর্কপত্র।

উরুস্তম্ভ রোগীকে লবণ বর্জ্জিত তৈলাক্ত অর্কপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাইবে।

শ্বাস রোগে—অর্কপত্র ও পুষ্প।

আকন্দের পত্র ও পুষ্প সমানভাগে গ্রহণ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ কাথে যবের চাউল ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণিত যবতণ্ডুল দুই আনা মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস রোগ উপশমিত হয়।

আকন্দের মূলের ছাল চূর্ণ আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, ঐ চূর্ণ দ্বারা তামাকের পাতা বেষ্টন করিয়া চুরুট প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগে ধূম পান করিলে শ্বাস রোগ নিবৃত্তি হয়।

উদরাধ্মানে—অর্কপত্র।

উদরাধ্মান হইলে আকন্দের পত্রে তৈল মাখাইয়া উদর বেষ্টনপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিলে পেট ফাঁপার উপশম হয়।

আকন্দ পাতার প্রলেপ বেদনা ও ফুলার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

কোষবৃদ্ধি বা কুরণ্ড রোগে।

আকন্দ মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি বড় কুরণ্ডও বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রলেপ গোদে ব্যবহার করিলে গোদ নষ্ট হয়। একশিরা রোগে আকন্দের পত্র দ্বারা কোষ বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

মুখে মেচেতা (কালো কালো দাগ) পড়িলে আকন্দের আঠার সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে মেচেতা আরোগ্য হয়।

চোক উঠায়—আকন্দমূলের ছাল।

আকন্দমূলের ছাল ১ তোলা কুট্টিত করিয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে, ১৫ মিনিট সিদ্ধ হইলে উহা শীতল করিয়া দিবসে ২।৩ বার ৪।৫ ফোঁটা করিয়া চক্ষে প্রদান করিবে। চক্ষু চুলকানি, লাল হওয়া, বেদনা ও ভার বোধ ও চক্ষুর পিচুটীর ন্যায় হইয়া চোক ওঠা আরোগ্য হয়।

কর্ণশূলে—আকন্দ।

আকন্দ পত্র উত্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করতঃ রস বাহির করিবে, ঐ ঈষদুষ্ণ রস কর্ণাভ্যন্তরে ২।১ ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে কর্ণ শূল (কাণের মধ্যে বেদনা) নিবৃত্তি হয়।

কুকুর দংশন বিষে—আকন্দ।

উত্তমরূপে কুট্টিত তিল ২ তোলা, ইক্ষু গুড় ২ তোলা, এবং কিছু শুষ্ক আকন্দের আঠা (এক সিকি) একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কুকুর দংশিত বিষ নষ্ট হয়।

কুষ্ঠ রোগে—আকন্দ।

যে কুষ্ঠ রোগীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে তাহাতে শ্বেত ও রক্ত আকন্দের মূল, পত্র ও ডাঁটার সহিত সম পরিমাণ ছাতিমছাল লইয়া ক্কাথ করিয়া ঐ ক্কাথ পান করাইলে কুষ্ঠের কৃমি নষ্ট হয়।

বাত বেদনায়—আকন্দ।

কোন স্থানে বাত জনিত বেদনা কিম্বা আঘাত জনিত ফুলিলে আকন্দের পত্র গরম করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনা ও ফুলার উপশম হয়।

বৃশ্চিক দংশনে—আকন্দ।

বিছা, তিমরুল বা বোলতা দংশিত স্থানে আকন্দের আঠা লাগাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত সন্ধিস্থানে আকন্দের আঠার প্রলেপ বিশেষ উপকারী।

জানিয়া রাখা উচিত, আকন্দের আঠা বিষাক্ত, উহা উদরস্থ হইলে অতি বিরেচন ও অতি বমন হয়। চোখে লাগিলে চক্ষুর হানি করে। এজন্য আকন্দের আঠার ব্যবহার অতি সাবধানে করা উচিত।

মস্তিষ্ক-কাহিনী।

("হিন্দুস্থান" হইতে গৃহীত)

মস্তিষ্ক হইতেছে মন চালাইবার যন্ত্র। এই সাহায্যে আমাদের চারিদিকে কি হইতেছে, সেটা আমরা বুঝিতে পারি এবং ইহারই সাহায্যে আমরা আমাদের ইচ্ছা-শক্তি চালনা করি।

কিন্তু এই মস্তিষ্কের কল-কব্জার কোন জায়গা সামান্য একটু বিগড়াইয়া গেলেই, মানুষের ব্যবহার একেবারে সৃষ্টিছাড়া হইয়া যায়। মানুষ যে-ভাবে চলিতে, ছুটিতে ও নাচিতে শেখে, ঠিক সেই ভাবেই সে লিখিতে, পড়িতে ও বানান করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল, একটি শিক্ষিত মানুষ বেশ লিখিতে পারিতেছে অথচ মোটেই পড়িতে পারিতেছে না। ইহার কারণ কি?

যে স্নায়ু-কেন্দ্রের (Nerve-centres) দ্বারা বাক্-যন্ত্র চালিত হয়, সাধারণতঃ তাহা মানুষের মস্তিষ্কের পার্শ্বে থাকে। কিন্তু কোন কারণে এখানে যদি একচাপ রক্ত বা আর কিছু আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই মানুষের পক্ষে চ্যাচাইয়া বই পড়া বা কাহারও কথার পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব হইয়া ওঠে! অথচ শোনা কথা সে বুঝিতে পারিবে এবং বই দেখিয়া লিখিতে পারিবে! কারণ যে যে

স্নায়ু-কেন্দ্র হস্ত চালনা এবং চাক্ষুষ স্মৃতিকে নিয়মিত করে, সেগুলি মস্তিষ্কের সুস্থ অংশে অবস্থিত।

মস্তিষ্কের মধ্যে হের-ফের ঘটিলে, আরো অনেক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখা যায়। সময়ে সময়ে একজন মানুষ অন্যান্য সমস্ত শব্দ, গান ও গোলমাল শুনিতে পায়, কিন্তু কথিত বাক্য কিছুতেই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না! সে লিখিতেও পারে, পড়িতেও পারে, কিন্তু তাহার মাতৃভাষায় কথিত বাক্য শুনিলেও সে মনে করিবে বনমানুষ বা বাঁদরের অর্থহীন 'কিচির মিচির' শুনিতেছে! সে একেবারে "word-deaf" বা "কথা-কালা" হয় বলিয়া তাহার দ্বারা শ্রুতি-লিখনের কাজও চলে না। মস্তিষ্কের শ্রুতি-কেন্দ্রে গোলমাল হইলে মানুষের এমনি শোচনীয় দশা হয়।

"চাক্ষুষ-স্মৃতি-কেন্দ্র" (visual memory centre) মস্তিষ্কের ঠিক পিছনদিকে থাকে। এই অংশে আঘাত লাগিতে বা পাড়া উপস্থিত হইতে মানুষ "বাক্যান্ধ" হইয়া পড়ে। অর্থাৎ অনেকদিনের অভ্যস্ত বাক্যমূলক স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া যায়। কিংবা সে বিশেষ এক একটি অক্ষর দেখিয়া একেবারেই চিনিতে পারে না।

কোন কোন লোক ততক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বানান করিতে পারে না, যতক্ষণ না তাহা কালি-কলমে কাগজের উপরে লিখিয়া দেখে। যতক্ষণ না লিখিতে পারে, ততক্ষণ তাহাদের সন্দেহ থাকিয়া যায়, কথাগুলির বানান শুদ্ধ হইল কিনা! এখানে মস্তিষ্কের স্মৃতির চেয়ে হাতের মাংসপেশীর স্মৃতি প্রখর হইয়া থাকে। ইউরোপের অনেক বিখ্যাত পিয়ানো বাদকেরই এই দশা! তাঁহারা "মাংসপেশী-স্মৃতি"র (muscle memory) উপরেই বেশী নির্ভর করিয়া থাকেন; কারণ, অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে, যে-সমস্ত অনেক-দিনের পুরাণো সুর কিছুতেই তাঁহাদের মাথায় আসে না, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই পিয়ানোর ভিতরে সেই সব বিস্মৃত সুর বাজিয়া ওঠে!

বিলাতী ডাক্তারদের কেতাবে কতক-গুলি আশ্চর্য্য ও কৌতুককর রোগীর কাহিনী পাঠ করা যায়। সে সব রোগে মানুষের অন্য কোনরকম যন্ত্রণা দেখা যায় না বটে, কিন্তু বেচারী রোগীদের পক্ষে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পৃথিবীতে বাস করা দস্তুরমত শক্ত হইয়া পড়ে। তখন মরার কষ্টের চেয়ে বাঁচার কষ্টই বেশী হইয়া দাঁড়ায়। আমরা এই রকম একটি বিচিত্র রোগের বর্ণনা করিব?

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সমস্ত জিনিষ উল্টা দেখে! অর্থাৎ উপরি-দিকটা নীচের দিকে এবং নীচের দিকটা দেখে উপরিদিকে! এ সব রোগী যদি ঠিক সোজাসুজি দেখিতে চায়, তবে "পা'দুটো নব উপর করে মাথা দিয়ে" হাঁটিতে হয় এবং সে অবস্থাটা কাহারও পক্ষে বিশেষ আরাম-প্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না। অবশ্য বিশ্বের সমস্ত দৃশ্যই মানুষেরা দৃষ্টি-পটের উপরে আগে উল্টাভাবে ফুটিয়া ওঠে। চোখের "retina" বা ছায়াপটের সেই উল্টা প্রতিচ্ছবি আবার সোজা হয়, মস্তিষ্কের "চাক্ষুষ স্মৃতি কেন্দ্রে"র দ্বারা। যাহাদের

মস্তিষ্কের ঐ অংশটি বিকল হইয়া যায়, তাহারা তাই সমস্ত দৃশ্যই উল্টাভাবে দেখিয়া থাকে।

যাহাকে বলে "optic nerve" বা "দৃষ্টি-স্নায়ু" তাহা অন্ধ। এই জন্য উক্ত "দৃষ্টি-স্নায়ু" যেখানে চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে, বৈজ্ঞানিকেরা সেই স্থানটিকে "blind spot" বলিয়া থাকেন। দৃষ্টি-স্নায়ু"র দর্শন ক্ষমতা নাই, দর্শনের শক্তি আছে চোখের ঐ "ছায়াপটে"র।

শুধু উল্টাভাবে দেখা নয়; কেহ কেহ সেই সঙ্গে গান গাহিবার সময়ে কড়া পর্দ্দা কোমলে এবং কোমলকে কড়ি করিয়া উচ্চারণও করে। আর একটি বালিকা সমস্ত ব্যাপারেই পিছন বা শেষ হইতে সুরু করিত। এই সব রোগীর হৃৎপিণ্ড যথাস্থানেই আছে বটে, কিন্তু তাহাদের দেহের অন্যান্য যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক অস্থানে অবস্থিত। তাই তারা সমস্তই উল্টাদিকে দেখিয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য।—হরিদ্বারে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। অনারেবল লালা সুখবীর সিং ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের মত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সকরুণ দৃষ্টি কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উপর পতিত হইলে এই কলেজকে সমুন্নত করিতে অধিক দিন লাগে না। আমরা এজন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।—যশোহর জেলাবোর্ড হইতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়া যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ জ্যাকসন্ কমিশনর বাহাদুরকে জানাইয়াছেন যে, "এই অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসালয় স্থাপন সম্বন্ধে যে বিধান প্রচলিত আছে, তাহার সমস্ত নিয়ম আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না। ইহার পরিচালনার জন্য যে সমিতি থাকিবে, তাহাতে সিবিল সার্জ্জনকেও সব ডিবিসন্যাল মেডিকেল অফিসারকে সভ্য পদে মনোনীত রাখিতে হইবে না, কিন্তু বিভাগীয় কমিশনর বাহাদুরের সম্মতি লইয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে।" আমরা এই ব্যবস্থায় যেরূপ সুখী হইয়াছি, সেইরূপ ইহাতে আমাদের মনে এমন আশারও সঞ্চার হইয়াছে যে, মহামান্য গবর্ণমেণ্টের কৃপায় লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আবার মাথা তুলিতে সমর্থ হইবে। মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের রেজেষ্ট্রীভুক্ত ডাক্তার ভিন্ন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আগে ছিল না, কিন্তু যশোহরের এই চিকিৎসালয়ের সদস্যরূপে রেজিষ্ট্রী বহির্ভূত চিকিৎসকগণও স্থান পাইবেন। আমরা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এই নূতন ব্যবস্থার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কাপড় ও পোষাক
শাল আলোয়ান
বেনারসী
ধুতি শাড়ী
শার্ট কোট
ব্লাউজ সেমিজ
ইত্যাদি
পাল
এণ্ড কোং লিঃ
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

আয়ুর্ব্বেদ—বিজ্ঞাপন

স্বর্ণ ঘটিত
অমৃত সালসা

এই স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারের রক্ত দূষিত হউক না কেন পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্রে ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পান্না মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১৲ শিশি ১ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা। ৩ শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ৸০ আন ৬ শিশি ৪৷৷০ টাকা মাশুল ১।০ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনা রাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। যাহাদের ইচ্ছা হইলেও ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় না, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, শিরা সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এই তৈল মালিশ মাত্রেই সবল সতেজ ও সুদৃঢ় হইবে। সুস্থ অবস্থায় মালিশ করিলে দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়, মূল্য এক শিশি ১ টাকা, মাঃ ।৶০ আনা, তিন শিশি ২৷৷০, মাঃ ৸০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রি বেলায় আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যা বেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবে। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন। ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে; একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছানুরূপ সফলতা ও তৃপ্তি অনুভব হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্যের মহৌষধ। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।০ আনা, তিন কৌটা ২৲ মাশুল ।৶০ একসের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

১৪৪।১নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা

পৃথিবীর শ্বাসারি সর্ব্বস্থানে পরিচিত

(হাঁপানি কাসির একমাত্র মহৌষধ।)

লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত।

আমাদের এই "শ্বাসারির" অদ্ভুত উপকারিতার বলে ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশেও ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কতিপয় ইউরোপ-বাসী আমাদের এইশ্বাসারি ব্যবহৃত আশাতীত ফল পাইয়া এই ঔষধের বহুলপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আশাকরি শ্বাসারি এক শিশিমাত্র পরীক্ষা করিয়া আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবেন। ইহা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নহে।

অতিমাত্র স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হাঁপানি কাসির মহৌষধ জগতে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

যাঁহারা হাঁপানিকাসি শিবের অসাধ্য রোগ জানিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত আছেন, অথবা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উপকার না পাইয়া হতাশ এবং চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস-শূন্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের নিকটে সানুনয় নিবেদন যেন তাঁহারা আমাদের এই "শ্বাসারি" এক শিশি ব্যবহার করেন—অবশ্যই উপকার পাইবেন।

হাঁপানি রোগীগণ যাঁহারা এক শিশি শ্বাসারি একবার পরীক্ষা করিতে উপেক্ষা করিতে-ছেন তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে বাধ্য, নিশ্চয়ই তাঁহাদের রোগের ভোগ শেষ হয় নাই।

হাঁপানিকাসি বা শ্বাসকাস যদিও আশু প্রাণনাশক নহে, তথাপি ইহা যেরূপ কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ, তাহাতে ইহাদ্বারা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই;

যখন রোগী শয্যায় শয়ন করিতে, সুস্থভাবে বসিতে বা নড়াচড়া করিতে পারে না, কেবলমাত্র সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া সাঁই সাঁই শব্দে হাঁপাইতে থাকে; বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ বা বুক পিঠ ধাটিয়া ধরে; যখন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট অনুভব করে, তখন আমাদের এই শ্বাসারি এক মাত্রা সেবন করিলে সকল উপসর্গ নিবারিত ও হাঁপানির টান বন্ধ হইয়া রোগী সুস্থতা লাভ করিবে। রোগী যখন কাসিতে কাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্ত লোচনে বিকৃতভাবে ইতঃস্ততঃ দর্শন করিতে থাকে অথবা যখন ঊর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হইয়া অধঃশ্বাস রুদ্ধ হয় বলিয়া রোগী গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সেই সময়ে এই মহৌষধ দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই মাত্রা সেবন করিলেই রোগী উঠিয়া বসিবে, পূর্ব্বে যে পীড়া হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।

শ্বাসারি সেবনে—

শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না, কাসিতে কাসিতে আর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ ধাটিয়া ধরা, পেট ফাঁপা ও মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ীকাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে শ্লেষ্মা বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনেই কমিয়া যাইবে। মূল্য ১৲

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্ম-কবিভূষণের ঔষধালয়।

৫৯ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ ঔষধালয়—সাহাপুর, বেহালা পোঃ আঃ; ২৪শ পরগণা

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ। প্রত্যেক প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—মহিলা-কুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী-বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুসকী নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ আনা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় ২০০ খানি চিত্রে পরিশোভিত।

নিজে নিজে কবিরাজি শিখিবার ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার একমাত্র উপযুক্ত পুস্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদায় চিকিৎসা-গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজি-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক আটখণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে স্বাস্থ্যবিধি, নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা, মূত্র, ও শরীরের তাপপরীক্ষা, সকল প্রকার রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ পাচন ও ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি, পরিভাষা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধের শোধনপ্রণালী, ধাতু, উপধাতু ও রসসমূহের শোধন, জারণ ও মারণপ্রণালী, ঘৃত তৈলাদির পাকবিধি, মকরধ্বজাদির যন্ত্রপাকের নিয়ম, সকলপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি, সর্পাঘাত ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসা, অগ্নিদাহ ও জলমজ্জন প্রভৃতির চিকিৎসাবিধি, বিবিধ মুষ্টিযোগ, শরীরতত্ত্ব শরীরযন্ত্রসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও তাহাদের প্রতিকৃতি; কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিবারণোপায়, এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ, প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেই এই পুস্তক অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বুঝাইবার জন্য প্রয়োজনস্থলে অতি সুস্পষ্ট চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আড়াই হাজার পৃষ্ঠারও অধিক। ঘরে বসিয়া কেবল এই পুস্তকের সাহায্যের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও সাধারণ রোগসমূহের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করিতে পারেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয়ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ২।০ আড়াই টাকা মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাকমাশুলাদি খরচ ৸০ আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেন কবিরাজ।
১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিরাট আয়োজন।

প্রিয়জনকে দিবার মতন উপহার অনেক আছে, তন্মধ্যে যাহা স্থায়ী অথচ নয়নের তৃপ্তিকর তাহাই দেওয়া ভাল। যাহা ক্রয় করিলে অর্থ নষ্ট হইল বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না, সেই সর্ব্বজন সমাদৃত সর্ব্বত্র প্রশংসিত উপহার

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

ইহার নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার একখণ্ড গৃহে রাখিলে গৃহ গ্রন্থাগারের শোভা ও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর শক্তি বাঙ্গালী অনুভব করিবে। জগদ্বাসী বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইবে এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগিবে। মূল্য ৩ তিন টাকা।

বালক বালিকার আনন্দ বাড়াইয়া দিন না! বাজারে কত রকমেরই উপহার দ্রব্য ক্রয় করিবেন, কিন্তু কোমলমতি শিশুদের কচিহাতে নব প্রকাশিত নূতন গল্পপুস্তক

জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প

(লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত)

একখণ্ড উপহার দিন না! তাহাদের একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুই লাভ হইবে অথচ খরচ বেশী হইবে না। ইহার কাগজ ভাল, আকার বড়, ব্রোঞ্জব্লু কালিতে ছাপা, সুন্দর মলাট আর মজার মজার ১১ খানা লাইন ব্লকছবি অথচ মূল্য মাত্র আট আনা।

দুর্ম্মূল্যের দিনে সস্তার চূড়ান্ত। প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অজীর্ণ অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময় প্রভৃতির মহৌষধ।

ক্ষুধা না হওয়া, বদ্‌হজম, আহারের পর মলত্যাগ বা মলত্যাগের ইচ্ছা, অম্লবমন, মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ, Dyspepsia, সর্ব্বদা একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা কিন্তু আহারে বসিলেই অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণতা জনিত ভেদবমী, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা প্রভৃতি লিভারের বিশৃঙ্খলা জনিত যাবতীয় উদরের পীড়ায় বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। প্রথম মাত্রা সেবনেই উপকার পাওয়া যায়। আহারে রুচি জন্মে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠপুরিয়া গুরু ভোজনান্তে ১ মাত্রা লাইমোডাইন গলাধঃকরণ হওয়ার ১০ মিনিটের পর আহার্য্য বস্তু মন্ত্রশক্তির ন্যায় হজম হইয়া যায়, পেট হালকা বোধ হয়, শরীরে স্বচ্ছন্দতা আসে, জড়তা ও আলস্য নাশ হইয়া যায়। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যাঁহারা Dyspeptic তাহারা নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইবে, দেহ সবল হইবে। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

এই মহৌষধ স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নাধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের বহু গবেষণা ও পরীক্ষার সুধাময় ফল; সুতরাং ইহার অব্যর্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নাই। পরীক্ষাই পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

গল্প সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক

সতুর মা।

"দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত।—

ভূমিকায় "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীরা যদি নির্ব্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ না করিয়া এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প সাহিত্যে বিপদগামিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। সতুরমার জীবনগ্রন্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদেয়,সতুর মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আঁকা হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল এবং করুণরসাত্মক হইয়াও অতীব মধুর, ঐ তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অন্য গল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বলিয়াছেন,—

বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গল্পগুলিই মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নবদুর্গা বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতুর মার চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন। গ্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উদ্বোধন বলিয়াছেন :—

এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটীই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, "সতুর মা" পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

ভাল এ্যান্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা। সোণার জলে, নাম লেখা, ভাল কাপড়ে চিত্তাকর্ষক বাঁধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত

শাস্ত্রোক্ত ঔষধাবলী।

শঙ্খবটী চক্রিকা—অম্লপিক, অম্লশূল ও পেটব্যথা (Colic) প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ঔষধ,—ইহা সোডা ও যোয়ানের বিলাতী চাকতির ন্যায় নহে—২০টী চক্রিকা পূর্ণ এক শিশি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর চক্রিকা—সকল প্রকার অতীসার (Diarrhœa) উদরাময় প্রভৃতির নির্দ্দোষ মহৌষধ। মূল্য ২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ সতের আনা।

ভাস্কর লবণ চক্রিকা—পরিপাক শক্তিবর্দ্ধক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ। মূল্য ২০টি ।/০ পাঁচ আনা তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

সুদর্শন চূর্ণ চক্রিকা—নূতন ও পুরাতন জ্বরের শাস্ত্রোক্ত মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় কার্য্যকারী কিন্তু জ্বরে বিজ্বরে খাওয়া যায়। সর্ব্বথা কুইনাইন বর্জ্জিত মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ সতের আনা।

তালিশাদি চূর্ণ চক্রিকা—কাসির জন্য সর্ব্বদা মুখে রাখিবার মহোপকারী শাস্ত্রীয় ঔষধ ২০টি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

মধুর বিরেচন চক্রিকা—সুখসেব্য সুগন্ধি সুস্বাদু নির্দ্দোষ জোলাপের ঔষধ—রাত্রে একটী বা দুইটী খাইলে প্রাতে সুন্দর কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। মূল্য—২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ সতের আনা।

ক্রিমিঘ্ন চক্রিকা—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একটী বা দুইটী জল সহ সেবনীয়। মূল্য—১২টী॥০ আট আনা। তিন শিশি ১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

টঙ্কণাদি চক্রিকা—বীজাণুনাশক নির্দ্দোষ মহৌষধ। একটী বা দুইটী জলে ফেলিয়া সেই জল সকল প্রকার ক্ষতে এবং চক্ষুরোগে ও কর্ণরোগে ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার জলের পটী প্রয়োগে ক্ষত ও ফুলা নিবারিত হয়। মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ এক টাকা এক আনা।

মাশুলাদি—এক শিশি হইতে তিন শিশি পর্য্যন্ত ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত ঔষধের বিশেষ গুণ এই যে—অল্পমাত্রায় সমধিক ফলপ্রদ হয় ও ঔষধগুলি সহজে নষ্ট হয় না। আয়ুর্ব্বেদ অনেক ঔষধই আমরা চক্রিকা আকারে প্রস্তুত করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক—

রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের

আরোগ্য-নিকেতন

১১।১ নং বলরাম ঘোষের কলিকাতা।

আমাদের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত

কতকগুলি শাস্ত্রীয় ঔষধ।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন

ষড়্‌গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত

মকরধ্বজ।

অনুপান বিশেষের সহিত এই মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দুর সেবন করিলে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ জটিল রোগ অতি ত্বরায় সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা মেধা ও কান্তিবর্দ্ধক এবং অগ্নি উদ্দীপক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। শিশুদিগের এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত রোগ এবং প্রসূতিদিগের প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা ত্বরায় বিদূরিত হয়। সর্ব্বপ্রকার শক্তি-বর্দ্ধন করিতে ইহা অদ্ভুত ক্ষমতাশীল। ৭ পুরিয়া ১৷৷৹ টাকা। এক ভরি ২৪৲ টাকা। সিকি ভরি ৬৲ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—এক ভরি ৮০৲ টাকা মাশুলাদি ।৵০ আনা।

বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃত

শরীরপুষ্টি করিতে হইলে "বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত" যেরূপ হিতকর, আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে সেরূপ আর একটি ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বা রোগ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ঘৃত সেবন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহা সেবনে অগ্নি, বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের কান্তি, মনের প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের বলবত্তা সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা বাতব্যাধি, উন্মাদ, নষ্টশুক্র ও নষ্টার্ত্তব প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতি-ষেধক। একমাসের মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গলার্থে দেবাদিদেব মহাদেব এই শাস্ত্রীয় মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুক্র, তেজ ও বল বৃদ্ধি হইয়া চিরস্বাস্থ্যকর দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতির নিবারক ও স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। ইহা সেবনের অল্পক্ষণ পরে মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ৭ মাত্রার মূল্য ১৲ টাকা। একত্র ১ মাসের লইলে ৩৲ টাকা। মাশুলাদি ।৵০ আনা। /১ সেরের মূল্য ৮৲ টাকা।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।

নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সদ্যঃফলপ্রদ মহৌষধ। ১ দিন মাত্র সেবনে নূতন মেহ রোগের অসহ্য জ্বালা নিবারিত হয়। জীর্ণ জটিল প্রমেহে ১ সপ্তাহে মন্ত্র-শক্তির ন্যায় ক্রিয়া হইয়া থাকে মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগোপাল তৈল।

এই তৈল ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক, স্ত্রীদিগের গর্ভসংস্থাপক, বাতব্যাধি বিনাশক, এবং শুক্র ও বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। এই তৈল ব্যবহারে বৃদ্ধব্যক্তিও যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন। যথা আয়ুর্ব্বেদে—

স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণ তৈলস্যাস্য নিষেবনাৎ।
লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মাদানাং শতং জয়েৎ॥

অর্দ্ধ পোয়ার মূল্য ৫৲; ভিঃ পিঃতে ৫৷৷৹ টাকা।

অন্যান্য সকল প্রকার ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিহে ব্যবস্থা এবং আদেশ থাকিলে ভিঃ পিঃ তে ঔষধ পাঠান যায়।

ভূষণ সেন গুপ্ত—ম্যানেজার।

আষাঢ়ের সূচী।

রাট ভৈষজ্য ভাণ্ডার।

হাকিমী কবিরাজী ও বেনেতি মসলার বিশুদ্ধ আড়ত। আমি নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য গাছগাছড়া খাঁটি মৃগনাভী, মকরধ্বজ, মুক্তা ও বেনেতি মসলা পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করি। মফঃস্বলের প্রধান প্রধান দোকানদার ও কবিরাজগণের যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকি। আমাদের এখানে কৃত্রিম দ্রব্য বা ওজন কম পাইবার আশঙ্কা নাই। অর্ডার পাইলেই যাবতীয় দ্রব্য ভিঃ পিঃতে পাঠাই।

শ্রীহরিচরণ পাল ১৬২ নং কটন ষ্ট্রীট
বড়বাজার কলিকাতা।

গ্রাহক গণের নিকট
সবিনয় নিবেদন।

বর্ত্তমান সংখ্যায় "আয়ুর্ব্বেদে"র ১০ম সংখ্যা চলিতেছে। অধিকাংশ গ্রাহকের নিকটেই আমরা তাঁহাদের দেয় মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি কিন্তু যাঁহারা এখনো উহা প্রদান করেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া এই সংখ্যার 'কাগজ' পাওয়ার পরই আপনাপন দেয় মূল্য প্রেরণ করিবেন ইহাই প্রার্থনা। এই মাসের মধ্যে যাঁহাদের নিকট হইতে [illegible] হইবনা, আগামী মাসে তাঁহাদের নিকট [illegible] মূল্যের জন্য ভিঃ পিঃ প্রেরণ [illegible] করি তাঁহারা তাহা গ্রহণে বাধিত করিবেন।

সকলপ্রকার ঘায়ে তেলপড়া।

শরীরে যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন, এই দৈব 'তেল পড়ায়' অতি [illegible] নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ পোড়া ঘায়ে ইহাতে ২।৩ দিনে উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা ব্যবহারে অসংখ্য অসংখ্য ক্ষতগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রোগীর নাম ও গোত্র লিখিয়া পাঠাইতে হয়। মূল্য ১ শিশি ১৷০ মাশুল ।৶০।

শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দেবী,
হরিপুর—সেন বাটী। হরিপুর পোঃ, (নদীয়া)।

বঙ্গীয় চিকিৎসকগণের অভাবনীয় সুযোগ! অভিনব ব্যাপার!!

বঙ্গভাষায় একমাত্র এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক বার্ষিকপত্র ও সমালোচক।

চিকিৎসা-বর্ষ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় এম, বি,

ও বহু চিকিৎসা প্রণেতা

ডাঃ শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ইহাতে বহুসংখ্যক আমেরিকান, বিলাতী ও ভারতীয় চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত যাবতীয় নূতন চিকিৎসা ও ভৈষজ্যতত্ত্ব সহজ বোধগম্য সরল বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে, একমাত্র চিকিৎসা-বর্ষের গ্রাহক হইলে নূতন চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষার জন্য অন্য কোন পত্রিকা লইবার আবশ্যক হয় না, সুদৃশ্য বিলাতী বাঁধাই ও উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা মূল্য ২৷৷৹ টাকা। আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইবে, প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক হইলে ২৲ দুই টাকায় দেওয়া যাইবে।

ডাঃ আর, সি, নাগ—ম্যানেজার

চিকিৎসা-বর্ষ কার্য্যালয়,

৯নং রসিক মিত্রের লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

ঢাকার বৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীপার্ব্বতিচরণ কবিশেখর F.N.B.A. (London) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।

বিনা উত্তেজনায় প্রত্যূষে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধা বৃদ্ধি নূতন অত্যাশ্চর্য্য সুস্বাদু মহৌষধ। একমাত্রা সেবনেই বাহাদুরী বুঝা যায়। সুফল না হইলে মূল্য ফেরত পাইবেন। একবার পরীক্ষার্থ একতোলা বিক্রীত হয়। তার মূল্য ৶৹ তিন আনা মাত্র। কৌটার মূল্য—৫ তোলা ৷৶৹, ১০ তোলা ১৶৹, ২০ তোলা ২৲। ইহা সেবনে পেট ফাঁপা, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বাতাজীর্ণ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, লিভারের দোষ, মস্তিষ্কের উষ্ণতা, অর্শ, অম্বল, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, পিত্তশূল রোগ, ক্রিমি, গাত্রবেদনা, প্লীহা, ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

ঠিকানা—আদিহাস,—আসক লেন—ঢাকা। ব্রাঞ্চ,—২৫৩।২ অপার চিৎপুর রোড। নূতন বাজার, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ—বিজ্ঞাপন।

অণ্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দের অপূর্ব্ব সুযোগ। এ সুযোগ কেহ পরিত্যাগ করিবেন না।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।

২৯ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা—দুইটি বিভাগে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে, তাঁহারাই সংস্কৃত বিভাগে পড়িবার অধিকারী। বাঙ্গালা এবং ইংরাজী ভাষায় বোধাধিকার থাকিলেই বাঙ্গালা বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়। এজন্য যাঁহারা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি লাভে বঞ্চিত হইয়া চাকরির অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা-সমাপ্তি পূর্ব্বক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনের মাহেন্দ্র সুযোগ।

এই কলেজে গ্রন্থ অধ্যয়ন ভিন্ন কথাচ্ছলে শাস্ত্রীয় উপদেশ বা লেক্‌চার প্রদানে শিক্ষা দান করা হয়। অঙ্গ বিনিশ্চয়বিদ্যা বা এনাটমী, দ্রব্যগুণ, রোগ বিনিশ্চয় বা প্যাথলজি এবং শল্যতন্ত্র বা সার্জ্জারি শিক্ষা দিবার জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার বা মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ছাত্র-শিক্ষার পন্থা যথেষ্ট সুগম করা হইয়াছে। বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট-দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রত্যহ বহুসংখ্যক রোগী সমাগত হইয়া থাকে। এজন্য ছাত্রগণের রোগী সন্দর্শনেরও মহাসুযোগ।

সংস্কৃত বিভাগে পাঁচ বৎসরে এবং বাঙ্গালা বিভাগে চারি বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া থাকে। দেশের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিরাজগণ ইহার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এনাটমী, সার্জ্জারি, মিড্‌ওয়াইফারি প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত অঙ্গের সকল বিষয়ের শিক্ষা সমাপ্তি পূর্ব্বক কাটা-ফাড়া, পোয়াতি-খালাস প্রভৃতি সকল প্রকার চিকিৎসাঙ্গেই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিবেন। দেশে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার এরূপ কলেজ এই প্রথম। এই কলেজের প্রতিষ্ঠায় দেশে আবার 'চরক সুশ্রুতে'র যুগ ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চিকিৎসা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা মাননীয় সার্জ্জন জেনারাল এড্‌ওয়ার্ডস্ এবং বঙ্গদেশের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর মাননীয় বিট্‌সন বেল মহোদয় কলেজ পরিদর্শনে ইহার শিক্ষা-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশন হইতে এই কলেজ বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা সাহায্য পাইয়া থাকে। শ্রাবণে নূতন সেসন্ আরম্ভ হইবে মাসিক বেতন ৩৲ প্রবেশ ফিঃ ৫৲। একত্র ৬ মাসের বেতন দিতে হয়। কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম, বি, প্রিন্সিপ্যাল।

প্রচারক।

আদি হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্র।

সম্পাদক ডাঃ এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস।

অফিস ১৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যদি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন এবং দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসক-মণ্ডলী কি প্রণালীতে চিকিৎসা করেন, জানিতে চান, তাহা হইলে আজই ইহার গ্রাহক হউন। বার্ষিক মূল্য ২৷৹ মাত্র।

সমাধি

শ্রীকুমুদিনী বসু বি,এ প্রণীত

(ছোট গল্পের বই)

গল্পগুলি অশ্রু ও বিষাদ মাখান। পড়িতে পড়িতে চোখের জল না ফেলিয়া থাকা যায় না। মূল্য এক টাকা। কলিকাতা—৬নং কলেজ স্কোয়ার সঞ্জীবনী আফিসে এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ম্যালো টনিক

ঐ এলো ঘরে জ্বর পালাল ডরে

জানতুম যদি দুই মাস আগে

ছেলেগুলো কি মরে জ্বরে

আমি জ্বর

বল্লভ এণ্ড কোং জেনারেল এজেন্টস্।

১০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কাপড় ও পোষাক

শাল আলোয়ান

পার্শী বেনারসী

ধুতি সাড়ী

পল
এণ্ড কোং লিঃ

সার্ট কোট

ব্লাউজ সেমিজ

গেঞ্জী মোজা

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা

স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত সালসা

এই স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারের রক্ত দূষিত হউক না কেন পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১৲ শিশি ১ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা। ৩ শিশি ২॥০ টাকা, মাশুল ৸০ আন ৬ শিশি ৪॥০ টাকা মাশুল ১।০ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনা রাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। যাহাদের ইচ্ছা হইলেও ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় না, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, শিরা সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এই তৈল মালিশ মাত্রেই সবল সতেজ ও সুদৃঢ় হইবে। সুস্থ অবস্থায় মালিশ করিলে দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়, মুল্য এক শিশি ১ টাকা, মাঃ ।৶০ আনা, তিন শিশি ২॥০, মাঃ ৸০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রি বেলায় আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যা বেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবে। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন। ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে; একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছানুরূপ সফলতা ও তৃপ্তি অনুভব হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্যের মহৌষধ। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।০ আনা, তিন কৌটা ২৲ মাশুল ।৶০ একসের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

১৪৪।১নং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা

পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে শ্বাসারি পরিচিত

(হাঁপানি কাসির একমাত্র মহৌষধ।)

লক্ষ লক্ষ স্থলে পরীক্ষিত।

আমাদের এই "শ্বাসারির" অদ্ভুত উপকারিতার বলে ভারতবর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যদেশেও ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কতিপয় ইউরোপ-বাসী আমাদের এইশ্বাসারি ব্যবহৃত আশাতীত ফল পাইয়া এই ঔষধের বহুলপ্রচার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আশাকরি শ্বাসারি এক শিশিমাত্র পরীক্ষা করিয়া আমাদের কথায় যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবেন। ইহা বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নহে।

অতিমাত্র স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ হাঁপানি কাসির মহৌষধ জগতে অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

যাঁহারা হাঁপানিকাসি শিবের অসাধ্য রোগ জানিয়া চিকিৎসা করিতে বিরত আছেন, অথবা নানাবিধ চিকিৎসা দ্বারা উপকার না পাইয়া হতাশ এবং চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস-শূন্য হইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহাদের নিকটে সানুনয় নিবেদন যেন তাঁহারা আমাদের এই "শ্বাসারি" এক শিশি ব্যবহার করেন—অবশ্যই উপকার পাইবেন।

হাঁপানি রোগীগণ যাঁহারা এক শিশি শ্বাসারি একবার পরীক্ষা করিতে উপেক্ষা করিতে-ছেন তাঁহাদিগকে আমরা বলিতে বাধ্য, নিশ্চয়ই তাঁহাদের রোগের ভোগ শেষ হয় নাই।

হাঁপানিকাসি বা শ্বাসকাস যদিও আশু প্রাণনাশক নহে, তথাপি ইহা যেরূপ কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ, তাহাতে ইহাদ্বারা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই;

যখন রোগী শয্যায় শয়ন করিতে, সুস্থভাবে বসিতে বা নড়াচড়া করিতে পারে না, কেবলমাত্র সম্মুখে মাথা হেঁট করিয়া সাঁই সাঁই শব্দে হাঁপাইতে থাকে; বক্ষঃস্থলে চাপ বোধ বা বুক পিঠ যাটিয়া ধরে; যখন দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট অনুভব করে, তখন আমাদের এই শ্বাসারির এক মাত্রা সেবন করিলে সকল উপসর্গ নিবারিত ও হাঁপানি টান বন্ধ হইয়া রোগী সুস্থতা লাভ করিবে। রোগী যখন কাসিতে কাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং উর্দ্ধদৃষ্টি ও বিভ্রান্ত লোচনে বিকৃতভাবে ইতঃস্তত: দর্শন করিতে থাকে অথবা যখন উর্দ্ধশ্বাস প্রকুপিত হইয়া অধঃশ্বাস রুদ্ধ হয় বলিয়া রোগী গ্লানিযুক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, সেই সময়ে এই মহৌষধ দুই ঘণ্টার মধ্যে দুই মাত্রা সেবন করিলেই রোগী উঠিয়া বসিবে, পূর্ব্বে যে পীড়া হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিতে পারিবে না।

শ্বাসারি সেবনে—

শ্লেষ্মা তরল হইয়া বিনাকষ্টে উঠিয়া যাইবে। শ্বাসের সাঁ সাঁ শব্দ দূরে যাইবে, গলার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিবে না, কাসিতে কাসিতে আর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে না।

৪ দাগ "শ্বাসারি" সেবনে হাঁপানির টান বন্ধ হইবে, বুক পিঠ যাটিয়া ধরা, পেট ফাঁপা ও মূর্চ্ছিতভাব অপনীত হইবে।

শিশু ও বালিকাদিগের জলকাসি, ঘুংড়ীকাসি, রাত্রিতে গলা সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় করা, বুকে শ্লেষ্মা বসা প্রভৃতি রোগ দুই দিনেই কমিয়া যাইবে। মূল্য ১৲

কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্ম-কবিভূষণের ঔষধালয়।

৫৯ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—গুণে বিশ্ব-বিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ। প্রত্যেক প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—মহিলা-কুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী-বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্‌কী নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৷৵০ আনা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় ২০০ খানি চিত্রে পরিশোভিত।

নিজে নিজে কবিরাজি শিখিবার ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার একমাত্র উপযুক্ত পুস্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদায় চিকিৎসা-গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজি-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক আটখণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে স্বাস্থ্যবিধি, নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা, মূত্র, ও শরীরের তাপপরীক্ষা, সকল প্রকার রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ পাচন ও ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি, পরিভাষা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধের শোধনপ্রণালী, ধাতু, উপধাতু ও রসসমূহের শোধন, জারণ ও মারণপ্রণালী, ঘৃত তৈলাদির পাকবিধি, মকরধ্বজাদির যন্ত্রপাকের নিয়ম, সকলপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি, সর্পাঘাত ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসা, অগ্নিদাহ ও জলমজ্জন প্রভৃতির চিকিৎসাবিধি, বিবিধ মুষ্টিযোগ, শরীরতত্ত্ব শরীরসঞ্চরসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও তাহাদের প্রতিকৃতি; কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিবারণোপায়, এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ, প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেই এই পুস্তক অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বুঝাইবার জন্য প্রয়োজনস্থলে অতি সুস্পষ্ট চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আড়াই হাজার পৃষ্ঠারও অধিক। ঘরে বসিয়া কেবল এই পুস্তকের সাহায্যে অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও সাধারণ রোগসমূহের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করিতে পারেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয়ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাকমাশুলাদি খরচ ৷৵০ আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেন কবিরাজ।

১৮৷১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

বিরাট আয়োজন।

প্রিয়জনকে দিবার মতন উপহার অনেক আছে, তন্মধ্যে যাহা স্থায়ী অথচ নয়নের তৃপ্তিকর তাহাই দেওয়া ভাল। যাহা ক্রয় করিলে অর্থ নষ্ট হইল বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না, সেই সর্ব্বজন সমাদৃত সর্ব্বত্র প্রশংসিত উপহার

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

ইহার নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার একখণ্ড গৃহে রাখিলে গৃহ গ্রন্থাগারের শোভা ও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর শক্তি বাঙ্গালী অনুভব করিবে। জগদ্বাসী বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইবে এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগিবে। মূল্য ৩ তিন টাকা।

বালক বালিকার আনন্দ বাড়াইয়া দিন না! বাজারে কত রকমেরই উপহার দ্রব্য ক্রয় করিবেন, কিন্তু কোমলমতি শিশুদের কচিহাতে নব প্রকাশিত নূতন গল্পপুস্তক

জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প

(লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত)

একখণ্ড উপহার দিন না! তাহাদের একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুই লাভ হইবে অথচ খরচ বেশী হইবে না। ইহার কাগজ ভাল, আকার বড়, ব্রোঞ্জব্লু কালিতে ছাপা, সুন্দর মলাট আর মজার মজার ১১ খানা লাইন ব্লকছবি অথচ মূল্য মাত্র আট আনা।

দুর্ম্মূল্যের দিনে সস্তার চূড়ান্ত। প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অজীর্ণ অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময় প্রভৃতির মহৌষধ।

ক্ষুধা না হওয়া, বদ্‌হজম, আহারের পর মলত্যাগ বা মলত্যাগের ইচ্ছা, অম্লবমন, মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ, Dyspepsia, সর্ব্বদা একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা কিন্তু আহারে বসিলেই অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণতা জনিত ভেদবমী, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা প্রভৃতি লিভারের বিশৃঙ্খলা জনিত যাবতীয় উদরের পীড়ায় বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। প্রথম মাত্রা সেবনেই উপকার পাওয়া যায়। আহারে রুচি জন্মে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠপুরিয়া গুরু ভোজনান্তে ১ মাত্রা লাইমোডাইন গলাধঃকরণ হওয়ার ১০ মিনিটের পর আহার্য্য বস্তু মন্ত্রশক্তির ন্যায় হজম হইয়া যায়, পেট হালকা বোধ হয়, শরীরে স্বচ্ছন্দতা আসে, জড়তা ও আলস্য নাশ হইয়া যায়। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যাঁহারা Dyspeptic তাহারা নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইবে, দেহ সবল হইবে। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

এই মহৌষধ স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নাধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের বহু গবেষণা ও পরীক্ষার সুধাময় ফল; সুতরাং ইহার অব্যর্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নাই। পরীক্ষাই পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

প্রতি শিশি ১৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

দি নিউ ইরা কেমিক্যাল ওয়ার্কস—১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

গল্প সাহিত্যে অভিনব সৃষ্টি।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক

সতুর মা।

"দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত।—

ভূমিকায় "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীরা যদি নির্ব্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ না করিয়া এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প সাহিত্যে বিপদগামিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। সতুরমার জীবনগ্রন্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদেয়,সতুর মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আঁকা হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল এবং করুণরসাত্মক হইয়াও অতীব মধুর, ঐ তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অন্য গল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বলিয়াছেন,—

বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গল্পগুলিই মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নবদুর্গা বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতুর মার চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন। গ্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উদ্বোধন বলিয়াছেন :—

এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটীই বিশেষভাবে "উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, "সতুর মা" পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

ভাল এ্যান্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা। সোণার জলে নাম লেখা, ভাল কাপড়ে চিত্তাকর্ষক বাঁধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত

শাস্ত্রোক্ত ঔষধাবলী।

শঙ্খবটী চক্রিকা—অম্লপিত্ত, অম্লশূল ও পেটব্যথা (Colic) প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ঔষধ,—ইহা সোডা ও যোয়ানের বিলাতী চাকৃতির ন্যায় নহে—২০টী চক্রিকা পূর্ণ এক শিশি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর চক্রিকা—সকল প্রকার অতীসার (Diarrhœa) উদরাময় প্রভৃতির নির্দ্দোষ মহৌষধ। মূল্য ২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ সতের আনা।

ভাস্কর লবণ চক্রিকা—পরিপাক শক্তিবর্দ্ধক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ। মূল্য ২০টি ।/০ পাঁচ আনা তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

সুদর্শন চূর্ণ চক্রিকা—নূতন ও পুরাতন জ্বরের শাস্ত্রোক্ত মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় কার্য্যকারী কিন্তু জ্বরে বিজ্বরে খাওয়া যায়। সর্ব্বথা কুইনাইন বর্জ্জিত মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ সতের আনা।

তালিশাদি চূর্ণ চক্রিকা—কাসির জন্য সর্ব্বদা মুখে রাখিবার মহোপকারী শাস্ত্রীয় ঔষধ ২০টি ।/০ পাঁচ আনা। তিন শিশি ৸৵০ চৌদ্দ আনা।

মধুর বিরেচন চক্রিকা—সুখসেব্য সুগন্ধি সুস্বাদু নির্দ্দোষ জোলাপের ঔষধ—রাত্রে একটী বা দুইটী খাইলে প্রাতে সুন্দর কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। মূল্য—২০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ সতের আনা।

ক্রিমিঘ্ন চক্রিকা—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একটী বা দুইটী জল সহ সেবনীয়। মূল্য—১২টী॥০ আট আনা। তিন শিশি ১/০ এক টাকা পাঁচ আনা।

টঙ্কণাদি চক্রিকা—বীজাণুনাশক নির্দ্দোষ মহৌষধ। একটী বা দুইটী জলে ফেলিয়া সেই জল সকল প্রকার ক্ষতে এবং চক্ষুরোগে ও কর্ণরোগে ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার জলের পটী প্রয়োগে ক্ষত ও ফুলা নিবারিত হয়। মূল্য—৪০টী ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ১/০ এক টাকা এক আনা।

মাশুলাদি—এক শিশি হইতে তিন শিশি পর্য্যন্ত ।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত ঔষধের বিশেষ গুণ এই যে—অল্পমাত্রায় সমধিক ফলপ্রদ হয় ও ঔষধগুলি সহজে নষ্ট হয় না। আয়ুর্ব্বেদ অনেক ঔষধই আমরা চক্রিকা আকারে প্রস্তুত করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক—

রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের

আরোগ্য-নিকেতন

১১।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত

কতকগুলি শাস্ত্রীয় ঔষধ।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন
ষড়্‌গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত

মকরধ্বজ।

অনুপান-বিশেষের সহিত এই মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দুর সেবন করিলে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ জটিল রোগ অতি ত্বরায় সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা মেধা ও কান্তিবর্দ্ধক এবং অগ্নিউদ্দীপক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। শিশুদিগের এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত রোগ এবং প্রসূতিদিগের প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা ত্বরায় বিদূরিত হয়। সর্ব্বপ্রকার শক্তি-বর্দ্ধন করিতে ইহা অদ্ভুত ক্ষমতাশীল। ৭ পুরিয়া ১॥০ টাকা। এক ভরি ২৪৲ টাকা। সিকি ভরি ৬৲ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—এক ভরি ৮০৲ টাকা। মাশুলাদি।৵০ আনা।

বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃত।

শরীরপুষ্টি করিতে হইলে "বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত" যেরূপ হিতকর, আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে সেরূপ আর একটি ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বা রোগ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ঘৃত সেবন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহা সেবনে অগ্নি, বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের কান্তি, মনের প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের বলবত্তা সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা বাতব্যাধি, উন্মাদ, নষ্টশুক্র ও নষ্টার্ত্তব প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকট রোগের প্রতি-ষেধক। একমাসের মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গলার্থ দেবাদিদেব মহাদেব এই শাস্ত্রীয় মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুক্র, তেজ ও বল বৃদ্ধি হইয়া চিরস্বাস্থ্যকর দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতির নিবারক ও স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। ইহা সেবনের অল্পক্ষণ পরে মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ৭ মাত্রায় মূল্য ১৲ টাকা। একত্র ১ মাসের লইলে ৩৲ টাকা। মাশুলাদি।৵০ আনা। ৴১ সেরের মূল্য ৮৲ টাকা।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।

নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সদ্যঃফলপ্রদ মহৌষধ। ১ দিন মাত্র সেবনে নূতন মেহ রোগের অসহ্য জ্বালা নিবারিত হয়। জীর্ণ জটিল প্রমেহে ১ সপ্তাহে মন্ত্র-শক্তির ন্যায় ক্রিয়া হইয়া থাকে মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগোপাল তৈল।

এই তৈল ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক, স্ত্রীদিগের গর্ভসংস্থাপক, বাতব্যাধি বিনাশক, এবং শুক্র ও বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। এই তৈল ব্যবহারে বৃদ্ধব্যক্তিও যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন। যথা আয়ুর্ব্বেদে—

স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণ স্তৈলস্যাস্য নিষেবনাৎ।
লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মাদানাং শতং জয়েৎ॥

অর্দ্ধ পোয়ার মূল্য ৪৲; ভিঃ পিঃতে ৪।০ টাকা।

অন্যান্য সকল প্রকার ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে ব্যবস্থা, এবং আদেশ থাকিলে ভিঃ পিঃ তে ঔষধ পাঠান যায়।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত—ম্যানেজার।

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস ।]

অন্তস্তলে চারিটী পেশী সংলগ্ন থাকে। ঐ কলায়কদ্বয়ের মূল হইতে ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌ভাবে দুইটী রেখা পশ্চাদ্দিকে গিয়াছে, উহাদিগকে 'আন্তরতিরশ্চীনা' বলে। উহাতে 'মুখভূমিকণ্ঠিকা' পেশী সংবদ্ধ থাকে। এই রেখার উপরিভাগে সম্মুখদিকে 'জিহ্বাধরীয়' লালাগ্রন্থি ধারণের জন্ত তরামক খাত এবং অধোদিকে পশ্চাদ্ ভাগে 'হন্বধরী'য় লালাগ্রন্থি ধারণের জন্ত তন্নামক খাত আছে।

অধোহনুমণ্ডলের ঊর্দ্ধধারা দন্তোদূখলমণ্ডল ধারণ করিয়া থাকে। হনুমণ্ডলের প্রত্যেক অর্দ্ধভাগে বাল্যে পাঁচটী করিয়া এবং যৌবনে আটটী করিয়া দন্তোদূখল থাকে। বৃদ্ধ বয়সে ঐগুলি ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। উক্ত ঊর্দ্ধধারার পশ্চার্দ্ধদ্বয়ে 'কপোলিকা' নামে পেশী সংযুক্ত হয়। দন্তগুলির বিষয় সমগ্র করোটিবর্ণনে বলা যাইবে।

অধোধারা স্থূলাগ্র এবং কেবল ত্বকের দ্বারা আবৃত। ইহার পশ্চাতের দুই প্রান্তের নিকটে বক্ত্র ধমনী ধারণের জন্ত 'বক্ত্রধমনী-পরিখা' নামে দুইটী পরিখা আছে।

(২) হনুকূটদ্বয়—হনুমণ্ডলের পশ্চাৎ প্রান্তদ্বয় হইতে উদ্গত চতুষ্কোণবিশিষ্ট দুইটী প্রবর্দ্ধন। চরকসংহিতায় উহাদিগকে 'হনুমূলঃ বন্ধন' বলা হইয়াছে।

প্রত্যেক হনুকূটের দুইটী শিখর—সম্মুখে হনুকুন্ত ও পশ্চাতে হনুমুণ্ড; দুইটী তল—বাহ্যতল ও আভ্যন্তরতল; এবং চারিটী ধারা

[৩৬শ চিত্র—অধোহন্বস্থি]
(বাহ্যপৃষ্ঠ)

—সম্মুখ ধারা, পশ্চাৎ ধারা, উত্তর ধারা ও অধর ধারা।

হনুমুণ্ড—প্রায় গোলাকার, ইহা শঙ্খাস্থির হনুসন্ধিখাতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহার মূলের চারিদিকে স্নায়ুকোষ সংলগ্ন থাকে এবং আভ্যন্তরতলের মূলদেশে 'উত্তরাহনুমূল-কর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়।

হনুকূট—প্রায় ত্রিকোণ এবং কুন্তাগ্র সদৃশ। ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তর তলে 'শঙ্খ-চ্ছদা' পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে।

হনুকূটের বহিস্তলে 'হনুকূটকর্ষণী' এবং অন্তস্তলে 'অধরা হনুমূলকর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়। অন্তস্তলের মধ্যদেশে 'অধরা দন্তমূল-সুড়ঙ্গা' প্রণালীর দ্বারভূত যে বিবর আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'অধরদন্তমূলিকাখ্য' সিরাধমনী ও নাড়ী দন্তোদূখলগুলির মূলদে শে

প্রবেশ করিয়া থাকে। হনুকুটের ঊর্দ্ধধারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ইহার ভিতর দিয়া 'হনুকুট কর্ষণী' পেশীর চতুর্দ্দিকে নাড়ী সিরা ধমনী সকল প্রবেশ করিয়া থাকে। হনুকুটের অধোধারা হনুমণ্ডলের অধোধারার সহিত সমরেখায় অবস্থিত। অধোধারার পশ্চাদ্ ভাগে 'হনুকোণ' নামে কোণ আছে এবং উহাতে 'হনুকোণিকা' স্নায়ু আবদ্ধ থাকে। হনুকুটের সম্মুখধারা পাতলা ও পেশীর মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত; পশ্চাৎ ধারা স্থূল ও 'কর্ণমূলিকাখ্য' গ্রন্থিসমাচ্ছন্ন।

সন্ধি—অধোহন্বস্থির মুণ্ডদ্বয় উভয় শঙ্খাস্থির হনুসন্ধিখাতের সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—অধোহন্বস্থিতে পনেরো জোড়া পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে। বিবরণ পরে বর্ণনীয়।

অধোহন্বস্থি সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা এই যে বাল্যকালে হনুকুটদ্বয় হনুমণ্ডলের উপর তির্য্যক্‌ভাবে নিবিষ্ট থাকে, যৌবনে সমকোণভাবে নিবিষ্ট হয় এবং বার্দ্ধক্যে দন্ত পড়িয়া যাওয়ায় দন্তোদূখলগুলি বিলীন হয় ও তজ্জন্য অধোহনুমণ্ডলের এক এক দিক নৌকার ন্যায় বক্রতা প্রাপ্ত হয়।

কণ্ঠিকাস্থি* কণ্ঠিক বা জিহ্বামূলিক নামক অশ্বখুরাকার ও নানা পেশীসংযুক্ত অস্থিখণ্ড শ্বাসপথের সম্মুখে ও জিহ্বার মূলদেশে অবস্থিত। ইহা সুদীর্ঘ স্নায়ুরজ্জু দ্বারা শঙ্খাস্থির 'মূলশিকা'দ্বয়ে প্রতিবদ্ধ হইয়া শূন্যে লম্বিত ভাবে থাকে। ইহার তিনটী অংশ—কণ্ঠিকপিণ্ড, মহাশৃঙ্গদ্বয় ও লঘুশৃঙ্গদ্বয়।

* ইং—Hyoid—হায়েড।

[৩৭শ চিত্র—কণ্ঠিকাস্থি]
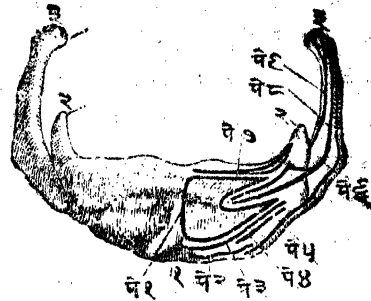
(১) :—কণ্ঠিকপিণ্ড। (২, ২) ২, ২—লঘুশৃঙ্গদ্বয়। (৩, ৩) ৩, ৩—মহাশৃঙ্গদ্বয়। (পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থান।

(১) মধ্যস্থিত পিণ্ডাকার অংশকে 'কণ্ঠিকপিণ্ড' বলে। উহার সম্মুখতলে এক এক দিকে ছয়টী করিয়া দ্বাদশটী পেশীসংলগ্ন থাকে। যথা—চিবুককণ্ঠিকা, উরঃকণ্ঠিকা, চিবুকজিহ্বাকণ্ঠিকা, মুখভূমিকণ্ঠিকা, শিকাকণ্ঠিকা এবং অংসকণ্ঠিকা। কণ্ঠিকপিণ্ডের পৃষ্ঠতল মসৃণ এবং 'গোজিহ্বা' নামে কলার সহিত সম্বদ্ধ।

(২) মহাশৃঙ্গদ্বয়—মধ্যপিণ্ডের উভয় দিকে পশ্চাদ্ ভাগে প্রসারিত। উহাদের অগ্রকোটিদ্বয়ে স্নায়ুরজ্জু সংযোগের জন্য দুইটী অর্ব্বুদ আছে। প্রত্যেক শৃঙ্গে তিনটী করিয়া পেশী সম্বদ্ধ থাকে। যথা—মধ্যমা কণ্ঠসংকোচনী, জিহ্বাকণ্ঠিকা এবং অবটুকণ্ঠিকা।

(৩) লঘুশৃঙ্গদ্বয়—মহাশৃঙ্গদ্বয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। ইহাদের অগ্রকোটিদ্বয় স্নায়ুরজ্জু দ্বারা শঙ্খাস্থির শিকাদ্বয়ের সহিত প্রতিবদ্ধ থাকে।

সমগ্র করোটি বর্ণনা।

মস্তকের সমস্ত অস্থি সংহিত হইয়া করোটি নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে অধোহনুসন্ধি ব্যতীত

অন্যান্য সন্ধিগুলি অচল। করোটির অস্থি সকলের সন্ধির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

করোটির পাঁচটী অংশ, যথা—**করোটি পটল** নামক উর্দ্ধপ্রদেশ, **করোটি ভূমি** নামক অধোদেশ, **করোটি পক্ষ** নামে দুই পার্শ্ব এবং **মুখমণ্ডল** নামে সম্মুখভাগ।

করোটিপটল—শিরঃসম্পুটের ছাদের ন্যায়। ইহা সম্মুখে পুরঃকপালের ললাটফলক, দুই পার্শ্বে দুই পার্শ্বকপালাস্থি এবং পশ্চাতে পশ্চিমকপালের উর্দ্ধভাগ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার দুইটী তল, যথা—বাহ্যতল ও আভ্যন্তরতল। তন্মধ্যে বাহ্যতল—কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার এবং তাহাতে পাঁচটী 'সীমন্ত' বা সন্ধিরেখা আছে, যথা—সম্মুখ সীমন্ত, পশ্চিম সীমন্ত ও দুইটী পার্শ্ব সীমন্ত (৩৮শ চিত্র দেখ)। তন্মধ্যে করোটিপটলের দুই পার্শ্বে অবস্থিত সন্ধিরেখা দুইটীকে পার্শ্বসীমন্ত বলে। এই স্থানে উর্দ্ধস্থিত তিন খানি অস্থির (যথা পুরঃ-পার্শ্ব-পশ্চিম কপালের) সহিত অধঃস্থিত তিন খানি অস্থির (গণ্ডাস্থি-জতুকাস্থি-শঙ্খাস্থির) সন্ধি হইয়া থাকে।

এই কয়টী সন্ধি ব্যতীত সম্মুখকপালের উভয়ার্দ্ধের মধ্যে যে সূক্ষ্ম 'গূঢ়সীমন্ত' আছে, উহা বাল্যকালে দেখা যায়, কচিৎ প্রৌঢ়-বয়সেও থাকে।

[৩৮শ চিত্র—করোটিপটল (স্তন্যপায়ী শিশুর)]
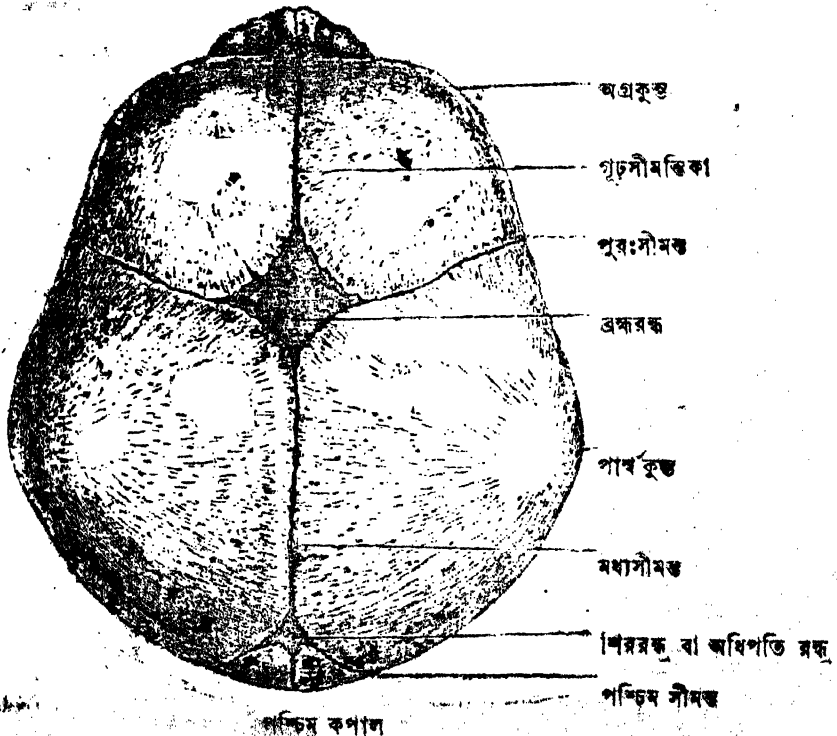
পুরঃসীমন্ত ও মধ্যসীমন্তের সন্ধিস্থানকে 'ব্রহ্মরন্ধ্র' বা 'ব্রহ্মতালু' এবং পশ্চিমসীমন্ত ও মধ্যসীমন্তের সন্ধিস্থলকে 'শিবরন্ধ্র' বলে। অধিপতি নামক মর্ম্মের আধার বলিয়া উহা 'অধিপতি রন্ধ্র' নামেও কথিত। ব্রহ্মরন্ধ্র প্রায় চতুঃকোণ ও অধিপতি রন্ধ্র ত্রিকোণ। এই উভয় স্থলই শৈশবে কোমল থাকে।

করোটিপটলের আভ্যন্তরতল খাতোদর। মস্তিষ্কচ্ছদা কলা ও তাহার গ্রন্থিসমূহ এবং উক্ত কলাপোষণী ধমনীর শাখা প্রশাখা ইহার সহিত সংলগ্ন থাকে। ইহার মধ্য-রেখায় 'দীর্ঘিকা সিরাপরিখা' নামে খাত আছে, উহা মধ্যসীমন্তের সহিত সমসূত্রে ভিতরে অবস্থিত।

করোটি ভূমি—ইহা বহু অস্থি সংঘাতে নির্ম্মিত এবং বিশেষ উচ্চাবচ। ইহার দুইটী তল। শিরোগুহার মধ্যে গূঢ় ভাবে অবস্থিত ঊর্দ্ধ তলটী 'করোটিপীঠ' বা 'মস্তিষ্ক-পীঠ' নামে খ্যাত। অধস্তল মুখবিবর ও গলার আচ্ছাদন স্বরূপ, উহা করোটিভূমিতল বা করোটিতল নামে অভিহিত।

দশ খানি অস্থিসংযোগে করোটিভূমি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যথা—সম্মুখে ঊর্দ্ধ-হন্বস্থিদ্বয় ও তাল্বস্থিদ্বয়, পশ্চাতে পশ্চিমকপাল, মধ্যভাগে ঝর্ঝরক, জতুকা ও সীরিকা এবং দুই পার্শ্বে শঙ্খাস্থিদ্বয়।

করোটি পীঠ ও করোটিতল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা এস্থলে বলা হই-তেছে। বিশেষ বিবরণ অস্থিগুলির বর্ণন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

করোটিপীঠ বা মস্তিষ্কপীঠ—ইহা করোটি-ভূমির তিনটী মহাখাতবিশিষ্ট ঊর্দ্ধতল। তন্মধ্যে সম্মুখের খাতে মস্তিষ্কের পুরঃপিণ্ড, মধ্যখাতে উহার মধ্যপিণ্ড এবং পশ্চাৎ খাতে উহার পশ্চিমপিণ্ড, অনুমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষক থাকে।

করোটিতল বা করোটিভূমিতল মুখগলাদি-বিবরের আচ্ছাদন স্বরূপ এবং অত্যন্ত উচ্চাবচ। ইহার তিনটি ভাগ, যথা—পুরোভাগ, মধ্যভাগ এবং পশ্চাদ্‌ভাগ। পুরোভাগে ঊর্দ্ধ দন্তো-দূখলমণ্ডল ও তালুপটল (তালুর ছাদ) বিশেষ দর্শনীয়। মধ্যভাগে কণ্ঠপটল বা গলার ছাদ অবস্থিত। পশ্চাদ্‌ভাগে দুইপার্শ্বে অধোহনুর সহিত সন্ধির স্থালকদ্বয় এবং কর্ণ-কুহরদ্বয় দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে এস্থলে দন্তোদূখলমণ্ডলের বিষয় বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

দন্তোদূখল মণ্ডল—উপরের হনুমণ্ডলে ষোলটী ও অধোহনুমণ্ডলে ষোলটী দন্তোদূখল বা দন্তধারণের গর্ত্ত থাকে। এস্থলে করোটি-তল প্রসঙ্গে উপরের ষোলটী বর্ণনীয় (নিম্নের ষোলটীও এইরূপ, তাহাদের বিষয় অধোহনু প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে)। প্রতি অর্দ্ধভাগে আটটী করিয়া দন্ত থাকে, তন্মধ্যে মধ্যরেখার পার্শ্বের দুইটী 'কর্ত্তনক' *, তাহাদের পশ্চাতের একটী 'রদনক' †, তাহা-দের পশ্চাতের দুইটী 'অগ্রচর্ব্বণক' ‡ এবং শেষের দিকের তিনটী 'পশ্চিম চর্ব্বণক' § নামে অভিহিত। অষ্টম বা শেষের চর্ব্বণক

* ইং—Incissors—ইন্‌সাইজারস্।
† ইং—Canine—ক্যানাইন্।
‡ ইং—Pre-Molars—প্রি-মোলার্স।
§ ইং—Molars—মোলার্স।

দন্ত "জ্ঞানদন্ত" (আক্কেল দাঁত) নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই দন্ত যৌবনের শেষে বা প্রৌঢ় বয়সে উদ্গত হয়।

উর্দ্ধহনুমণ্ডলে মধ্যরেখার দুই পার্শ্বের দুইটী দন্তকে প্রাচীনেরা 'রাজদন্ত' নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে প্রৌঢ় বয়সে উর্দ্ধ হনুমণ্ডলে এবং অধোহনুমণ্ডলে ষোলটী করিয়া বত্রিশটী দন্ত থাকে। কিন্তু বাল্যকালে প্রত্যেক হনুমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে পাঁচটি করিয়া —সমগ্র হনুমণ্ডলে মোট কুড়িটী বিনশ্বর দন্ত থাকে। বাল্যাবস্থায় পশ্চাদ্ ভাগের চর্ব্বণক দন্তগুলি থাকে না।

শৈশবে সাধারণতঃ ৬।৭ মাস হইতে প্রায়ই জোড়া জোড়া করিয়া দন্ত উদ্গত হইতে থাকে। কখন কখন ইহার পূর্ব্বে—কচিৎ ভ্রূণাবস্থাতেও দন্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

প্রাপ্তবয়স্কের দন্তের ন্যায় বাল্যাবস্থার দন্তের সুদীর্ঘ মূল থাকে না। প্রায়ই পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল দন্ত পড়িয়া যায় এবং নূতন স্থায়ী দন্ত উদ্গত হইতে থাকে।

করোটিতলের প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে বহুপেশী সংযুক্ত থাকে। তাহাদের বিষয় পেশীবর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইবে।

করোটি পক্ষদ্বয়—(বিংশ চিত্র দেখ) করোটিপক্ষ বা করোটির পার্শ্বদেশ। প্রত্যেকটী প্রায় ত্রিকোণাকার—কতকটা আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। উহার উর্দ্ধসীমা 'শঙ্খতোরণিকা, রেখার অনুগামিনী ও অপাঙ্গ হইতে পশ্চিমসীমন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অধঃসীমা অধোহনুর কোণ।

প্রত্যেক করোটিপক্ষের দুইটী অংশ—হনুসন্ধিস্থালকের অগ্রে অবস্থিত সম্মুখভাগ এবং উহার পশ্চাতে অবস্থিত পশ্চিমভাগ। সম্মুখভাগে দর্শনীয় তিনটী খাত আছে, যথা —শঙ্খখাত, গণ্ডোত্তরখাত এবং হনুজাতুক খাত।

প্রথমোক্ত দুইটী খাত এক হইলেও গণ্ডচক্রের উর্দ্ধ ও নিম্নাংশ ভেদে ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উভয় খাতে শঙ্খচ্ছদা পেশী এবং নিম্নস্থ খাতে পঞ্চম নাড়ীর হানব্য শাখা ও সিরা ধমনী থাকে।

তৃতীয় খাত বা হনুজাতুক খাত উর্দ্ধহনস্থি ও জতুকাস্থির বৃহৎ পক্ষতির সন্ধানস্থলে অবস্থিত। ইহা ত্রিকোণাকার ও নেত্রগুহার পশ্চাতে থাকে। ইহার পূর্ব্বসীমায় উর্দ্ধহনুর পশ্চিমার্ব্বুদ এবং পশ্চিম সীমায় জতুকাস্থির চরণফলকদ্বয় অবস্থিত। ইহা হনুজাতুকা, হনুচরণিকা এবং পক্ষান্তরালা নামে তিনটী গূঢ় পরিখার কেন্দ্র স্বরূপ। নেত্রগুহা, নাসাগুহা, মুখগহ্বর, মস্তিষ্কগুহা এবং গণ্ডোত্তর খাতের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সগ্রন্থিকা উর্দ্ধহানব্য নাড়ী এবং আন্তরহানব্যা ধমনী এই খাতে অবস্থিতি করে। এই খাতটীর প্রসঙ্গ ধমনী ও নাড়ীবর্ণনে বিশেষ আবশ্যক হইবে।

করোটির সম্মুখভাগ—করোটির সম্মুখভাগ প্রায় গোল, ইহা মুখমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার উর্দ্ধসীমা ভ্রূমধ্য ও ভ্রূতোরণিকাদ্বয়; অধঃসীমা অধো-

হনুমণ্ডল; এবং দুই পার্শ্বের সীমা উভয় গণ্ডাস্থি ও অধোহনুকূট

ইহার মধ্যভাগে ভ্রূমধ্য ও তাহার উভয় পার্শ্বে ভ্রূতোরণিকা রেখাদ্বয়, সংহিত নাসাস্থিদ্বয় বা 'নাসাসেতু' ত্রিকোণ নাসাগহ্বর বা 'নাসাপুরোদ্বার,' আটটী কর্ত্তনক দন্ত (উপরে চারিটী ও নীচে চারিটী) এবং চিবুকপিণ্ড বিশেষভাবে দর্শনীয়। উভয় পার্শ্বের এক এক দিকে নেত্রগুহা, গণ্ডকূট ও বারটী দন্ত (উপরে নিম্নে একটী করিয়া রদনক দন্ত ও পাঁচটী করিয়া চর্ব্বণক দন্ত) এবং বক্ত্র নাড়ী ও ধমনীর পরিখা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক দিকে ষোলটি করিয়া পেশী আছে—তাহাদের বিষয় যথাস্থানে বর্ণনীয়

নেত্রগুহা।

নেত্রগুহা বা নেত্রকোটর ধুতুরা ফুলের ন্যায় সম্মুখে আয়ত ও পশ্চাৎ

ইহারা দুইদিকে দুইটী নেত্রগোলক ধারণ করে। প্রত্যেক নেত্রকোটরের চারিদিকের প্রাচীর সাতখানি অস্থির সংযোগে নির্ম্মিত তন্মধ্যে চারিখানি দ্বারা গুহাদ্বয়ের পরিধি নির্ম্মিত হয় এবং তিনখানি গুহামূলের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। সাতখানি অস্থি

(১) অশ্রুপীঠ—ইহা 'অশ্রু-বাহিকা' ধারক ও অন্তঃপরিধিস্থিত। (২) পুরঃকপালের নেত্রচ্ছদিফলক—ঊর্দ্ধপরিধিস্থ (৩) ঊর্দ্ধহনস্থির নেত্রপীঠফলক—ইহা নেত্রভূমিনিষ্পাদক ও অধঃপরিধিস্থ। (৪) গণ্ডাস্থির অক্ষিফলক—বহিঃপরিধিস্থ। (৫) জতুকাস্থির পক্ষদ্বয়; (৬) তালবস্থির চূড়াস্থ প্রবর্দ্ধন; (৭) ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃপীঠ; শেষোক্ত তিনখানি নেত্রগুহামূলের নির্ম্মাপক।

ইহাদের মধ্যে জতুকা, ঝর্ঝরক ও অগ্রকপাল—এই তিনখানি অস্থি উভয় নেত্রগুহার নিষ্পাদক—এজন্য উভয় নেত্রগুহার মোট অস্থিসংখ্যা—১৪খানি না হইয়া ১১খানি হইয়াছে।

প্রত্যেক নেত্রগুহার ছয়টী অংশ, যথা—

(ক) নেত্রগুহাদ্বার ইহা বৃহত্তর ও বৃত্তপ্রায়

(খ) নেত্রগুহামূল—ইহা ধুতুরাফুলের গোড়ার দিকের মত সঙ্কুচিত। এখানে 'দৃষ্টিনাড়ীরন্ধ্র' এবং 'পক্ষান্তরাল' নামক খাত দৃশ্যমান, উহাদের মধ্য দিয়া দৃষ্টিনাড়ী, তৃতীয় নাড়ী ও নেত্রের সিরাধমনীগুলি নেত্রগোলকে প্রবেশ করে।

(গ) নেত্রগুহাচ্ছদি (ছাদ)—ইহা অগ্রকপালের নেত্রচ্ছদিফলক এবং জতুকাস্থির লঘুপক্ষতির সংযোগে নির্ম্মিত। ইহার বহিঃকোণে 'অশ্রুগ্রন্থি' ধারণের জন্য একটী ক্ষুদ্র খাত এবং অন্তঃকোণে 'বক্রোর্দ্ধদর্শিনী' নেত্রপেশীর নিবেশ স্থান।

(ঘ) নেত্রগুহাভূমি—এই অংশ সমতলপ্রায়। ইহার অধিকাংশ ঊর্দ্ধহন্বস্থির নেত্রপীঠফলকের দ্বারা এবং কিয়দংশ গণ্ডাস্থি ও তালবস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

(ঙ) অন্তঃপ্রাচীর—ইহা ঊর্দ্ধহনুর নাসাকূটপার্শ্ব, অশ্রুপীঠ, ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃফলক এবং জতুকাস্থির শরীরের অত্যল্প অংশ দ্বারা নির্ম্মিত। এইস্থানে নাসাভিমুখী 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালী আছে। অধিক অশ্রুপাত হইলে এই পথে নাসিকার মধ্যে অশ্রু প্রবেশ করে।

(চ) বহিঃ প্রাচীর—ইহা পূর্ব্বার্দ্ধে গণ্ডাস্থির অক্ষিফলকের দ্বারা এবং পশ্চার্দ্ধে জতুকাস্থির বৃহৎ পক্ষতি দ্বারা নির্ম্মিত। এই অংশে 'শঙ্খগণ্ডিকরন্ধ্র' নামে একটী বা দুইটী বিবর আছে।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির সন্ধানরেখাগুলি কর্ত্তিত নাসাগুহার মধ্যে স্পষ্টভাবে দর্শনীয়।

নেত্রগুহার ভিতরে নয়টী বিবর আছে, যথা—মূলে দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্র; ইহার বহির্ভাগে পক্ষান্তরাল ও হনুজাতুক খাত; অন্তঃসীমার
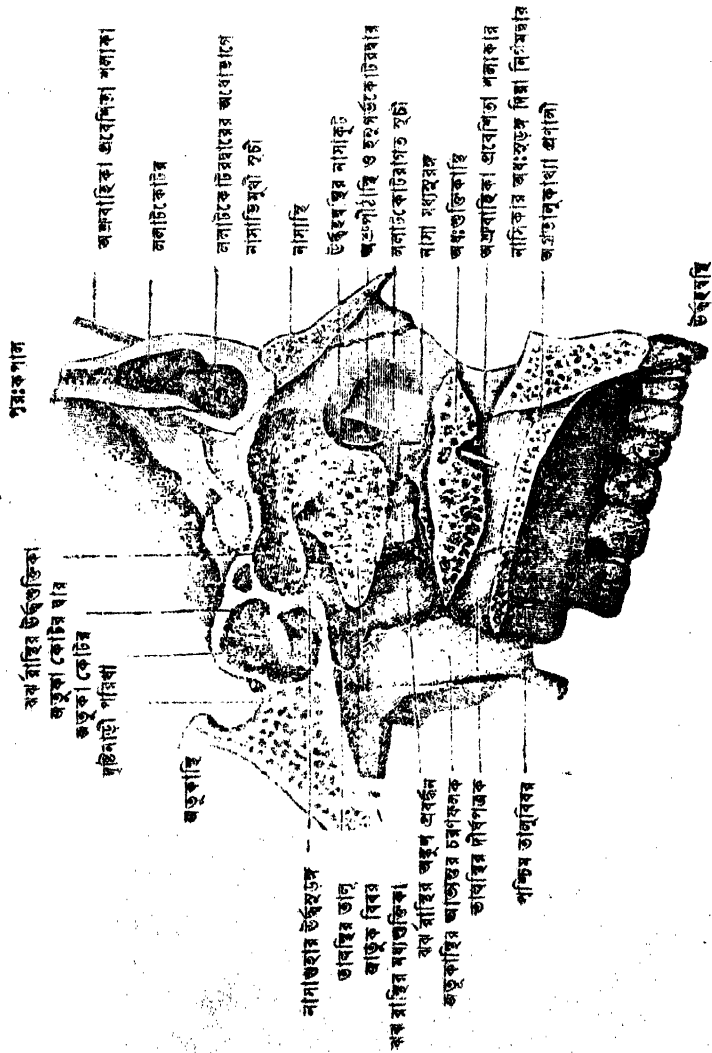
[৩৬ চিত্র—নাসাগুহা (বাম)]
বহিঃ প্রাচীরের দৃশ্য।

ঝর্ঝরকাস্থির সূক্ষ্ম বিবরদ্বয়; অন্তকোণে অশ্রুবাহিকা; ঊর্দ্ধ পরিধিতে অধিক্রব ও অধঃপরিধিতে নেত্রাধরীয় বিবর; বহিঃকোণে শঙ্খগণ্ডিকাখ্য রন্ধ্রমার্গ।

পেশী—প্রত্যেক নেত্রগুহার প্রাচীরে চারিদিকে সাতটী পেশী সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ছয়টী দ্বারা নেত্রগোলককে নানাদিকে ঘুরান ফিরান যায়—সপ্তমটী অশ্রুবিসর্জ্জন কার্য্যে সহায়তা করে। ইহাদের বিবরণ পরে বলা যাইবে।

নাসাগুহা।

নাসাগুহা দুইটী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং শ্বাসবায়ু গ্রহণের দ্বারস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে পাতলা অস্থিময় প্রাচীর আছে। প্রধানতঃ গলবিবরের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ। চৌদ্দখানি অস্থিদ্বারা নাসাগুহা নির্ম্মিত, যথা—ঝর্ঝরক, জতুকা, অগ্রকপাল, ঊর্দ্ধহন্বস্থি—এই তিনখানি করোটির অস্থি এবং অধোহন্বস্থি ও গণ্ডাস্থিদ্বয় ব্যতীত মুখমণ্ডল নির্ম্মাপক অন্য এগার খানি অস্থি।

প্রত্যেক নাসাগুহার ছয়টী অংশ যথা-গুহাচ্ছদি, গুহাভূমি, অন্তঃপ্রাচীর, বহিঃপ্রাচীর, নাসাপুরোদ্বার, ও নাসাপশ্চিম-

...

প্রত্যেক নাসাগুহার তিনটী করিয়া সুড়ঙ্গ আছে—ঊর্দ্ধসুড়ঙ্গ, মধ্যসুড়ঙ্গ এবং অধঃসুড়ঙ্গ। বহিঃপ্রাচীর বর্ণনা কালে ইহাদের বিষয় বলা যাইবে।

নাসাগুহাচ্ছদি (ছাদ)—ইহা অগ্রভাগে নাসাস্থিদ্বয় ও পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক দ্বারা, মধ্যে ঝর্ঝরাস্থির চালনীপটল দ্বারা এবং পশ্চাতে জতুকাস্থি শরীরের পিণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাতে নাসাস্থি দুইটীর নিম্নে নাসানাড়ীদ্বয়ের এবং চালনীপটলস্থ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া গন্ধগ্রাহি নাড়ীর শাখাপ্রশাখা সমূহ অবস্থিত।

নাসাগুহাভূমি বা নাসাভূমি—ইহা ঈষৎ কোরোদর এবং সম্মুখে ঊর্দ্ধহন্বস্থির তালুফলক ও পশ্চাতে তাল্বস্থির হ্রস্বপত্রক দ্বারা নির্ম্মিত। নাসাগুহাদ্বয়ের মধ্যভাগে সীরিকাস্থি মধ্যপ্রাচীরভূত হইয়া নাসাভূমিতে সংহিত হয়।

অন্তঃপ্রাচীর—ইহা উভয় নাসাভূমির মধ্যে একটী মাত্র। এই অংশ তির্য্যক্‌ভাবে সংহিত ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলক ও সীরিকাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত, এজন্য ইহা প্রায়ই একদিকে আনত দেখা যায়। উক্ত অস্থিদ্বয় অগ্রভাগে ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত এবং পশ্চাতে জতুকাস্থির 'রসনিকা'র সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। বাম ও দক্ষিণ ভেদে অন্তঃপ্রাচীরের দুইটী পার্শ্ব। উভয় পার্শ্বে নাসাতালুকাখ্য নাড়ীদ্বয় ধারণের জন্য দুইটী খাত এবং নাড়ী ধমনী-প্রতান ধারণের জন্য বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে

বহিঃপ্রাচীর—প্রত্যেক নাসাগুহার বহিঃসীমায় একটী করিয়া পৃথক্ প্রাচীর আছে। এই বহিঃপ্রাচীর সম্মুখে ঊর্দ্ধহনুর নাসাকূট ও অশ্রুপীঠাস্থি দ্বারা; মধ্যে ঝর্ঝরকের পার্শ্ব-পিণ্ড ও শুক্তিকাস্থি দ্বারা; এবং পশ্চাতে তাল্বস্থির দীর্ঘপত্রক ও জতুকাস্থির চরণফলকের দ্বারা নির্ম্মিত।

শুক্তিকাপত্রআকারে অবস্থিত তিনটী অস্থি বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, সেজন্ত প্রত্যেক দিকের নাসাপথ তিনটী সুড়ঙ্গ বিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে—

(১) উর্দ্ধসুড়ঙ্গ—উর্দ্ধতম ও হ্রস্বতম। এই অংশ নাসাপথের পশ্চার্দ্ধমাত্রে বর্ত্তমান এবং ঝর্ঝরাস্থির উর্দ্ধ ও মধ্য শুক্তিকাভাগের অন্তরালে অবস্থিত। ইহাতে তিনটী বিবর আছে, যথা—পশ্চাতে 'তালুজাতুক'—ইহা তন্নাম্নী নাড়ী ধমনী প্রবেশের জন্ত ; সম্মুখে 'ঝর্ঝরকোটরদ্বার',—ইহা ঝর্ঝরাস্থির পশ্চিম-কোটরের অনুবন্ধী ; চূড়ায় 'জতুকাদ্বার'—ইহা জতুকাপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কোটরের অনুবন্ধী। দারুণ পীনস রোগে এই সকল বিবরপথে পূযাদি প্রবেশ করিয়া অস্থিগুলি জর্জ্জরিত হয় এবং মস্তিষ্কের পর্য্যন্ত বিকৃতি ঘটে।

(২) মধ্যসুড়ঙ্গ—ইহা ঝর্ঝরাস্থির মধ্য-শুক্তিকা ও অধঃশুক্তিকাস্থির অন্তরালস্থ মধ্য-মাকার সুড়ঙ্গ। ইহাতে উর্দ্ধদিকে একটী ছিদ্র দেখা যায়, উহা ঝর্ঝরকোটরের দ্বারা ললাটকোটরের সহিত অনুবন্ধী। উর্দ্ধহনু-পিণ্ডস্থ অপর ছিদ্রটী উর্দ্ধহনুর হনুগর্ভকোট-রের দ্বারস্বরূপ। নাসারোগে ললাটকোটর ও হনুগর্ভকোটর—উভয় কোটরের মধ্যে পূযাদি সঞ্চিত হইতে পারে।

(৩) অধঃসুড়ঙ্গ—অধঃশুক্তিকাস্থির নিম্নস্থ এই দীর্ঘতম মার্গ নাসিকার বহিঃ-প্রাচীরের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অতিপ্রবৃত্ত অশ্রুর নাসাগুহায় প্রবেশের জন্ত 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালীর দ্বার থাকে।

নাসাপুরোদ্বার বা নাসাগুহার সম্মুখদ্বার—কতকটা ক্ষুদ্র তাম্বূলপত্রের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট। ইহা নাসাগুহাদ্বয়ের মধ্যস্থ ত্রিকোণ তরুণাস্থি ও মধ্য প্রাচীর নির্ম্মাপক অস্থিগুলির দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

নাসাপশ্চিমদ্বার—নাসাগুহাদ্বয়ের পশ্চা-তের দ্বার গলবিবরের দিকে উন্মুক্ত ও প্রায় গোলাকার। ইহার পশ্চাতে ও উর্দ্ধসীমায় গলবিবরের আচ্ছাদন স্বরূপ পশ্চিম কপা-লের মূলপিণ্ড ও জতুকাশরীর, অধঃসীমায় তালুস্থির হ্রস্বপত্রকদ্বয় এবং উভয়পার্শ্বে জতু-কাস্থির চরণদ্বয় অবস্থিত। ইহা সীরিকাস্থি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

সমগ্র করোটির স্বাচ ভাগ।

ত্বকের নিম্নস্থ অস্থির অংশকে স্বাচভাগ বলে। করোটির ও মুখমণ্ডলের সাতাশটি স্বাচ ভাগ বিশেষভাবে দর্শনীয়, যথা—দুইটী ভ্রূতোরণিকা (ভ্রূদ্বয়ের নিম্নে), দুইটী গণ্ডকূট ও দুইটী গণ্ডচক্র, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে দুইটী গোস্তন-প্রবর্দ্ধন, মাথার পশ্চাতে দুইটী উত্তরতোর-ণিকা ও একটী পশ্চিমার্ব্বুদ, দুইপার্শ্বে দুইটী পার্শ্বকুম্ভ ও তন্নিম্নে কাণের উপর দুইটী শঙ্খ-তোরণিকা, সম্মুখে দুইটী অগ্রকুম্ভ, নাসামূলে দুইটী নাসাস্থি, দুইটী নেত্রগহ্বরের পরিধিদ্বয়, অধোহনুর দুইদিকে দুইটী হনুকোণ ও মধ্যে অধঃস্থ ধারা এবং সম্মুখে একটী চিবুকপিণ্ড। ভবিষ্যতে বুঝিবার সুবিধার জন্ত এই সকল অংশ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

"কীকসে যদি কার্কশ্যং তথাপ্যাদীয়তামিদম্।
জ্ঞানগঙ্গাম্বুসংস্নাত্যা দিব্যা তদ্বরতোষতঃ ॥" *

অনুবাদ—এই অস্থিখণ্ড কর্কশ হইলেও সাদরে গ্রহণীয়। কারণ জ্ঞান গঙ্গাজল সম্পর্কে ইহা হইতে দিব্যতনু হইবে। অর্থাৎ—অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যেমন দিব্যতনু উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই অস্থিখণ্ডে সম্যক্ জ্ঞান হইলে শরীরের যাবতীয় অংশ সুখবোধ্য হইয়া থাকে।

নাড়ী-চক্র

[লেখক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।]

"তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধে ভাগে হস্ত পাদৌ চ বামৌ
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥"

* * * *

বিকৃত কণ্ঠে, শিথিল উচ্চারণে,—শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে, ডাক্তার বলিয়া ফেলিলেন—"কি ভ্রমাত্মক ধারণা! এখন বেশ বুঝা গেল ঋষিদের শারীর বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান একেবারেই ছিল না! নাভিদেশে কচ্ছপের মত যন্ত্র থাকা—অসম্ভব!

এইখানে ডাক্তারের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। ইনি আমার পরম বন্ধুর পুত্র। মেডিকেল কলেজের এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের গৌরবোজ্জ্বল উপাধি লাভ করিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তারের মূর্ত্তিখানি বেশ একটু অনুকূল সৌম্য-স্নিগ্ধ গম্ভীরতায় সুপ্রকাশ। তাঁহার "কাপ্তেন" বিশেষণটী আত্মীয় স্বজনের গর্ব্ব তৃপ্তির উপাদান।

ডাক্তার শুনিয়াছিলেন—বৈদ্যগণ নাড়ী দেখিয়া রোগ ধরিতে পারেন। তাঁহার নাড়ী বিজ্ঞান পড়িবার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। পক্ষকাল পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে তিনি একখানি মুদ্রিত "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমেই নাভিদেশে কূর্ম্মের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়াই—নাড়ীবিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার ভক্তি চটিয়া যায়। যাহারা নিপুণ হস্তে শত শত শবদেহ ছেদন করিয়াছে—তাহারা নাভিদেশে কূর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে কেন? তাই ডাক্তারের বিশ্বাস হইয়াছিল—অনেক উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা, অপ্রত্যাশিত প্রবল বাত্যার মত—ঋষি পরিষদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে "আয়ুর্ব্বেদের" প্রত্যক্ষ শারীর কলুষিত হইয়াছে। বৈদ্য চিকিৎসাও শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়াছে।

প্রত্যক্ষশরীর হইতে উদ্ধৃত।

ডাক্তার আমাকে "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" ফেরৎ দিতে আসিয়াছিলেন। যে পুস্তকে বহু শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব স্পষ্ট তর হইয়া উঠিয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীর বুকে বসিয়া, সে পুস্তক তিনি পড়িতে পারিবেন না। আমার বৈঠকখানায় তখন অনেক গুলি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তারের অন্ধ উগ্রতার সমালোচনায় আমি যেন কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

বঙ্গ-সাহিত্যে আমার পরমারাধ্য আচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মুখে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম—একটী নব্য বঙ্গ কামিনীর সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—সেজন্য তিনি "হিতোপদেশ" নামক গ্রন্থ কিনিয়াছিলেন। একদা তাঁহার এক সঙ্গিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি! তোমার সংস্কৃত শিক্ষা কতদূর হইল?" সুন্দরী উত্তর দিলেন—শিখিব বলিয়া বই পর্য্যন্ত কিনিয়াছিলাম। কিন্তু পুস্তকের প্রথম পাতাতেই দেখি—"কস্মিংশ্চিৎ বনে"র পরই "ভাসুরের" নাম—কাজেই পড়া হইল না।"

সহসা গল্পটী আমার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমে "বড় ঠাকুরের" নাম দেখিয়া বিদুষীর সংস্কৃত শিক্ষা যেমন অগ্রসর হয় নাই, কূর্ম্মের কথায়—তেমনি ডাক্তারেরও বুঝি নাড়ী-বিজ্ঞান পাঠের প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়াছে!

বহু নরনারায়ণের অতি-মানুষ প্রতিভা, যে বিজ্ঞানকে একদা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল তাহার প্রতি এতদূর উপেক্ষা আমার সহ্য হইল না। আমি ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—অন্ধকার গর্ত্তের অন্ধ সরীসৃপ আপনার ললাটস্থিত "রত্নপ্রদীপের" মহিমা বুঝিতে পারে না। ডাক্তার! নাড়ী-বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে—আবার তোমাকে হিন্দু হইতে হইবে। কৌরব লাঞ্ছিতা পাঞ্চালীর বসনের মত—হিন্দুশাস্ত্রের স্তরে স্তরে প্রহেলিকার জটিল জাল জড়াইয়া আছে,—দাম্ভিক দুঃশাসনের শক্তিতে তাহার স্বরূপ মোচন—অসাধ্য ব্যাপার।

অলস মন্থর পদক্ষেপে—লজ্জা-জড়িত মুখে গোধূলির হিরণ্যদীপ্তি মাখিয়া, ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাঁহার পদশব্দ অস্ফুট মর্ম্মযাতনার হাহাকারের মত মুহূর্ত্তকাল ঘরের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়া রহিল। আমি "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" তুলিয়া রাখিলাম।

তন্ত্রের সিদ্ধান্ত।

যে শ্লোকটী লইয়া সেদিন ডাক্তার আমার আয়ুর্ব্বেদের উপর শ্লেষময় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—বাস্তবিক সে শ্লোকটী আকাশের মত বিরাট, তরুচ্ছায়ার মত রহস্যময়—জল-কল্লোলের মত দুর্ব্বোধ্য। উহা তন্ত্রের শ্লোক—শঙ্কর সেনের লিপি কৌশলে "নাড়ী প্রকাশে" উদ্ধৃত হইয়াছে। যিনি "তান্ত্রিক" নহেন,—তিনি নাড়ী বিজ্ঞানের রহস্য কখনই বুঝিতে পারিবেন না।

ইতোমধ্যে—সুহৃদ্বর সত্যচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে" গিয়াছিলাম। তখন কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়—ছাত্রগণকে নাড়ী বিজ্ঞানের উপদেশ দিতে ছিলেন। সে উপদেশ শুনিবার আমার সময় ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়—নাড়ী-বিজ্ঞান বুঝাইবার পূর্ব্বে—ছাত্রগণকে তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু

উপদেশ দিলে ভাল হয়। আশা করি—অধ্যাপকগণ এ অধমের কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তন্ত্রের "নাড়ীচক্র" লইয়াই আলোচনা করিব।

তন্ত্র—অনেকটা বিজ্ঞান, অনেকটা ইতিহাস। বিশ্বকাহিনী ও মানব কাহিনীর বিচিত্র সংমিশ্রণে তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রের সিদ্ধান্ত—দেহের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের সমতা সাধন। বাহিরে যে লীলা হইতেছে—জীবের দেহের ভিতরও অহরহঃ সেই লীলা চলিতেছে। যিনি এই ভিতর-বাহির এক করিতে পারেন—তিনিই "যোগী"। তন্ত্র বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে
তিষ্ঠন্তি কলেবরে।"

চলিত কথায় ইহার অর্থ—"যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই পাবে দেহ ভাণ্ডে"। সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্বের এই সমঞ্জসীকরণ—তন্ত্রের অপূর্ব্ব শক্তি। তন্ত্রের মতে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণজ্ঞান একমাত্র দেহ হইতেই লাভ করা যায়। যিনি বৈদ্য—তিনি তান্ত্রিক, তিনি মহাযোগী। দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে—তন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে।

তন্ত্রের কথাতেই আমি "নাড়ীচক্র" বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার অক্ষম হস্তের রচনা হয় তো পদে পদে ভ্রান্ত হইয়া পড়িবে। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্বাস-সংক্রমণ।

"উত্তরায়ণ" ও "দক্ষিণায়ন" বহির্জ্জগতের এই দুই গতি। মানবদেহেও—শ্বাসের 'ঈড়া' ও 'পিঙ্গলা' নামে দুইটী গতি আছে। উত্তরায়ণে—ধরিত্রীর আগ্নেয় শক্তি বৃদ্ধি হয়,—সূর্য্যের উত্তাপদায়িনী শক্তি প্রবল হইয়া পড়ে; দক্ষিণায়নে—পোষক শক্তি বা চন্দ্রের শৈত্যগুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের এই শৈত্যগুণ সূর্য্যের অমা-কলা হইতে উৎপন্ন; শ্রুতির কথাই ইহার প্রমাণ;—

"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ"।

* * * * *

অমানাম কলাহ্যেষা সূর্য্যস্যামৃতরূপিণী।
অমায়াবিকৃতিশ্চন্দ্রঃ চন্দ্রস্য বিকৃতির্জ্জগৎ॥

অমা—সূর্য্যের অমৃতরূপিণী কলা। অমার বিকৃতি হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্রের বিকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি। যে তিথিতে সূর্য্য চন্দ্রের সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই তিথি "অমাবস্যা" নামে পরিচিত।

একটী বৎসরের মধ্যে যেমন "উত্তরায়ণ" ও "দক্ষিণায়ন"—একটী দিনের মধ্যেও তেমনি "দিবা" ও "রাত্রি"। উত্তরায়ণ—দিবা, দক্ষিণায়ন—রাত্রি। উত্তরায়ণে—বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা—এই তিন ঋতু; দিবায়ও তেমনি প্রাতঃকালে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম এবং অপরাহ্নে বর্ষা। দক্ষিণায়নেও—শরৎ, হেমন্ত ও শীত এই তিনটী ঋতু; তদ্রূপ রাত্রিরও তিনটী ঋতু, যথা—রাত্রির প্রথম ভাগের নাম শরৎ, মধ্যম অবস্থার নাম হেমন্ত ও শেষ ভাগের নাম শীত।

মানবদেহে যে সময় দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহিতে থাকে—তাহাকে সূর্য্যনাড়ী বা পিঙ্গলা বলে। আবার যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে—তখন তাহার নাম চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ ঈড়া। বহির্জ্জগতে—উত্তরায়ণে অথবা দিবা-

ভাগে সূর্য্যের আদান শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; দেহ-জগতেও—দক্ষিণ নাসায় শ্বাস-সংক্রমণের সময়—দেহের আগ্নেয় শক্তি বাড়িয়া থাকে। দক্ষিণায়নে বা রাত্রিকালে—চন্দ্রের শৈত্যগুণ (পোষক শক্তি) বর্দ্ধিত হয়; বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময়—শরীরেও পোষণ শক্তি বাড়ে।

যে সময় দুই নাসিকাতেই শ্বাস-প্রবাহ সমান থাকে—তন্ত্র মতে তাহার নাম সুষুম্না নাড়ী। ইংরাজী ভাষায় "নাড়ী" অর্থে যাহা বুঝায়, হিন্দু মতে নাড়ী বলিলে তাহা বুঝায় না। ইংরাজী ভাষায় যাহার নাম Aorta—আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহার নাম মহাস্রোত। তন্ত্র সুষুম্নাকেই সর্ব্বপ্রধান নাড়ী বলেন। দেহের মধ্যস্থল মেরুদণ্ড—সুষুম্নার আশ্রয় স্থান। ঈড়া নাম্নী নাড়ী—এই সুষুম্নার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের Sympathetic nerve দিয়া বাম নাসিকায় বিকসিতা; পিঙ্গলা নাড়ী—দেহের বাম মধ্যস্থ Sympathetic nerve দিয়া সুষুম্নার প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় প্রকাশিতা।

চিকিৎসকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—শরীরের দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাত হইলে মস্তিষ্কের বাম দিকে রোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে—বামদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে—দক্ষিণ দিকে রোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। যে দিকের অঙ্গ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়, সে দিকের অঙ্গ, অন্য দিকের অঙ্গের চেয়ে শীতল স্পর্শ হয়—সে অঙ্গ শীর্ণ হইয়াও পড়ে। এই যে শৈত্য ও কৃশতা—তাহা কেবল পোষণ শক্তির অভাবেই ঘটিয়া থাকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের বিপরীত দিকের মস্তিষ্কে বা কশেরুকা মজ্জায় যেরূপ দোষ হয়—Sympathetic nerve এও ঠিক সেই দোষ ঘটে। শোণিতবহা শিরার অধিক প্রসারণের জন্য সেই শিরাজাল হইতে রক্তের উত্তাপ অধিক পরিমাণেই নির্গত হইয়া যায়—সুতরাং পক্ষাঘাত আক্রান্ত অঙ্গ—অপেক্ষাকৃত শীতল স্পর্শ হয়।

আমাদের নাসিকার সম্মুখে যেমন দুইটী ছিদ্র আছে—নাসিকাগর্ভের অভ্যন্তরে—পশ্চাৎ দিকেও তেমনি দুইটী ছিদ্র আছে। বায়ু সম্মুখের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া পশ্চাতের ছিদ্র দিয়া বায়ুনলীতে গমন করে। কখনও এক ঘণ্টা, কখনও বা দুই ঘণ্টা অন্তর, নাসিকাভ্যন্তরের পশ্চাৎ দিকের ছিদ্র—বন্ধ হইয়া যায়। এ ব্যাপার—পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ একবার বাম নাসিকায়, একবার দক্ষিণ নাসিকায়, পশ্চাৎ ভাগের ছিদ্র আবদ্ধ হইয়া থাকে। যে দিকের ছিদ্র বন্ধ হয়—সেই দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ফুলিয়া উঠে এবং তাহা উষ্ণস্পর্শ বলিয়া মনে হয়। যে দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত হয়, তাহার বিপরীত দিক দিয়াই শ্বাস বহিয়া থাকে।

যদি কোন কারণে বাম নাসিকা বহুদিন আবদ্ধ থাকে—তাহা হইলে দেহে পৈত্তিক রোগের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, আবার দক্ষিণ নাসিকা বেশী দিন বন্ধ থাকিলে—শরীরে কফজ রোগ জন্মে।

বামপার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলে দক্ষিণ নাসিকায়, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে বাম নাসিকায়,—শ্বাসের সঙ্করণ ঘটিতে দেখা যায়। এই শ্বাস-সংক্রমণের ব্যাপার যিনি বেশী জানিতে চাহেন,—

তিনি তন্ত্র পাঠ করিবেন। প্রবন্ধের অতি বিস্তার আশঙ্কায়—আমি এই স্থানেই নিরস্ত হইলাম। তন্ত্র বলেন—এইরূপ শ্বাস সংক্রমণের নির্দ্দেশ দ্বারা—শরীরের শুভাশুভ, ভাগের উন্নতি অবনতি, জীবনের বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—প্রভৃতি বহু বিষয় অবধারিত হইতে পারে।

প্রধান নাড়ীগণের নাম।

শরীরের প্রধান নাড়ী তিনটী;—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই তিনটীর মধ্যে আবার সুষুম্নাই সর্ব্বপ্রধান। কেননা—দেহের সমস্ত নাড়ীই এই সুষুম্না হইতে জাত এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্মশীল। সুষুম্নার অবস্থান ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যে—এই জন্যই তান্ত্রিক মতে সুষুম্নার আর একটী বিশেষণ "ত্রিগুণাত্মিকা"। সুষুম্নার যে শক্তি রজঃগুণ স্বরূপিণী—তাহার নাম "বজ্রা," যে শক্তি সত্বগুণসম্পন্না তাহার নাম "চিত্রিণী," যে শক্তি তমোময়ী—তাহার নাম "ব্রহ্মনাড়ী"। যথা;—

রজোগুণা চ বজ্রাখ্যা চিত্রিণী সত্বসংযুতা।
তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী কার্য্যভেদ ক্রমেণ চ॥

ঈড়া নাড়ী—বাম মুষ্ক (Prostatic Plexus) হইতে সুষুম্নাকে অবলম্বন করিয়া—ধনুর মত বাঁকিয়া—হৃদয়ে আসে, অঙ্গের বামভাগস্থিত যন্ত্র সমূহের ভিতর দিয়া দক্ষিণ নাসিকায় গমন করে। পিঙ্গলা দক্ষিণ মুষ্ক হইতে উত্থিত হইয়া—বক্রভাবে বাম নাসিকায় উপস্থিত হয়। বাম নাসিকার শ্বাস সঞ্চরণের কাল "ঈড়া-প্রবাহ' নামে এবং দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন কাল "পিঙ্গলা-প্রবাহ" নামে অভিহিত। যখন উভয় নাসিকার সমানভাবে শ্বাস বহে—তাহার নাম—"সুষুম্না" প্রবাহ। এই সুষুম্না প্রবাহের সময় "হ" (চন্দ্র নাড়ী) এবং "ঠ" (সূর্য্য নাড়ী) এক হইয়া যায়। হঠযোগিগণ এই রহস্য অবগত আছেন। পাঠকগণ! "প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা" ইত্যাদি শ্লোকে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

মানবের বাম নেত্রে "গান্ধারী" নাড়ী, দক্ষিণ নেত্রে "হস্তী জিহ্বা" নাড়ী, বাম কর্ণে "যশস্বিনী" নাড়ী এবং দক্ষিণ কর্ণে "পূষা" নাড়ী অবস্থিত। জিহ্বাস্থিত নাড়ীর নাম—"অলম্বুষা"—ইহার কার্য্য আস্বাদন করা। জননেন্দ্রিয়স্থিত নাড়ী "কুহু নামে এবং মস্তক স্থিত নাড়ী "শঙ্খিনী" নামে অভিহিত। *

প্রধান নাড়ীগুলির ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি! তন্ত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে—এই সকল নাড়ীকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। পারি তো সে পরিচয় পরে দিব।

নাড়ীর উৎপত্তি স্থান।

তন্ত্রের মতে সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি স্থান "নাভি"। "নাভি কন্দ নিবদ্ধা স্তাস্তির্য্য গূর্দ্ধমধঃস্থিতাঃ।" এই স্থলেই প্রাচ্য মতের সহিত পাশ্চাত্য মতের বিরোধ। এই নাভি কন্দই "কূর্ম্ম" নামে অভিহিত হইয়াছে। য়ুরোপের বিজ্ঞান কূর্ম্মের অস্তিত্ব একেবারেই

* গান্ধারী—Left Optic Nerve.
হস্তি জিহ্বা—Right Optic Nerve.
পূষা—Right Auditory.
যশস্বিনী—Left Auditory.
অলম্বুষা—Gustatory nerve.
কুহু—Pudic nerve.

স্বীকার করিবে না। কিন্তু এই 'নাভি' বা 'কূর্ম্মের' কথা একটু তলাইয়া বুঝিলেই—সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। এখন সেই চেষ্টাই আমরা করিব। এখানেও আমাদিগকে তন্ত্রের মত অনুসরণ করিতে হইবে।

শিব সংহিতায় দেখিতে পাই গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে এবং মেঢ্র স্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে—চারি অঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত স্থানে "মূলাধার পদ্ম" বিরাজিত। এই পদ্মের কর্ণিকারের মধ্যে—"ত্রিকোণ মণ্ডল" অবস্থিত। যোগিগণ ইহাকে "যোনি মণ্ডল" বলিয়া থাকেন। "যোনি মণ্ডলে"র মধ্যস্থলে বিদ্যুৎলতার ন্যায় আকার সম্পন্ন সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা কুটিলা কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মপথ সংরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই ত্রিকোণ মণ্ডল হইতেই ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার উৎপত্তি। মূলাধার পদ্ম হইতে আরও বহু নাড়ী উত্থিত হইয়া জিহ্বা, মেঢ্র, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গমন পূর্ব্বক স্বস্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার নিজ নিজ জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অন্যা যাস্তপরা নাড্যো মূলাধারাৎ সমুত্থিতাঃ।
রসনা মেঢ্র বৃষণ পাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ নাসিকাং।
কক্ষ নেত্রাঙ্গুষ্ঠ কর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ু কুক্ষিকং।
লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশ সমুদ্ভবাঃ॥

—মূলাধার চক্রবর্ণনং।

ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—শরীরের নাড়ী সমূহ মূলাধার পদ্মের মধ্যস্থিত কুলকুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন, অতএব উদর-প্রাচীরস্থিত চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি—কখনই নাড়ীগণের জন্মভূমি নহে।

সংস্কৃত ভাষায় যে কোন পদার্থের মধ্যস্থলকেই "নাভি" বলে। যথা,—চাকার মধ্যস্থলের নাম "চক্রনাভি"। সূর্য্য—সৌর জগতের মধ্যস্থলে আছেন, তাই তাঁহার নাম "জগন্নাভি"। চুম্বকের দুই সীমায় লৌহাকর্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু তাহার ঠিক মধ্যস্থলে সে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ শক্তিবিহীন মধ্যস্থল না থাকিলে,—চুম্বকের উভয় প্রান্ত লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। এই দৃষ্টান্ত জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। স্থির মধ্যস্থল না পাইলে কোন শক্তিই কার্য্য করিতে পারে না। মানব দেহেও—চুম্বকের ন্যায় মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়া জীবনীশক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। স্থিরমধ্যস্থল না থাকিলে—জীবদেহেও জীবনী শক্তির বিকাশ ঘটিত না। এই স্থির মধ্যস্থলের নাম—"অনন্ত" "বা বাসুকী"।

এইবার আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব মানবদেহের সেই স্থির মধ্যস্থল কোথায়?

যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র লইয়া অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই জানেন তুলা রাশি—রাশিচক্রের ঠিক মধ্য স্থলে অবস্থিত। বিরাট দেহের যেমন দ্বাদশ রাশি, মানব দেহেও সেইরূপ দ্বাদশ রাশি আছে, যথা—

মেষো শিরো বৃষো বক্ত্রং মিথুনং বাহুযুগ্মকং।
কর্কটো হৃদয়ঞ্চৈব সিংহশ্চোদর মেব চ।
কন্যা কটী তুলা বস্তি বৃশ্চিকো গুহ্যমেবচ।
ধনু ঊরূ মৃগো জানু কুম্ভো জঙ্ঘে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মীনো পাদদ্বয়ঞ্চৈব কালাঙ্গে নিরতং ক্রমাৎ॥

অর্থাৎ মানবের মস্তক—মেষ রাশি,

মুখ—বৃষ রাশি, বাহুদ্বয়—মিথুন রাশি; হৃদয়—কর্কট রাশি, * উদর—সিংহ রাশি, (১) কটী—কন্যা রাশি; বস্তি—তুলা রাশি; (২) গুহ্যদেশ—বৃশ্চিক রাশি; উরুদ্বয়—ধনু রাশি, হাটু—মকর রাশি, জঙ্ঘা—কুম্ভ রাশি, পাদদ্ব—মীন রাশি। মানব দেহ এই দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত।

তুলা রাশি যেমন রাশিচক্রের মধ্যস্থল, সেইরূপদেহের পশ্চাদ্ভাগে যেখানে ত্রিকাস্থি (Sacrum) আছে—সেই স্থান দেহের মধ্যস্থল। বস্তি ও লিঙ্গমূল সম্মুখদিকে, ত্রিকাস্থি পশ্চাৎদিকে— এই অংশের নামই 'নাভি'।

তান্ত্রিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি—মানব দেহে চতুর্দ্দশ ভুবন আবিষ্কার করিয়াছিল। শরীরকে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত করিলে—ভূঃ,ভুবঃ প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গ এবং অতল বিতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল—এই চতুর্দ্দশ ভুবনের ত্রিকাস্থি যুক্ত স্থানই দেহের মধ্যস্থল বুঝায়।

তন্ত্র শাস্ত্রে আলোচনায় আরও জানিতে পারা যায়—

মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নাড়ী স্থাহি স্বরূপিনী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশশ্চাধোগতাস্তথা।
তির্য্যগ্ গতে তথা নাড্যো চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যায়া

অহি স্বরূপিনী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী হইতে চতুর্বিংশতি সংখ্যক প্রধান নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দশটী নাড়ী উর্দ্ধ গামিনী, দশটী অধোগামিনী, বামে দুইটী দক্ষিণে দুইটী—এই পাঁচটী তির্য্যক গামিনী।

এইবার সুশ্রুতসংহিতার সহিত তন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত মিলাইয়া দেখা যাউক। শারীর স্থানের নবম অধ্যায়ে সুশ্রুত বলিতেছেন— "চতুর্বিংশতি র্ধমন্যো নাভি প্রভবা অভিহিতাঃ। তাসাং তু নাভি প্রভবানাং ধমনী না মূৰ্দ্ধগা দশ দশশ্চাধোগামিন্যঃ চতস্রস্তির্য্যগ্ গাঃ"। সুতরাং তন্ত্রেও সুশ্রুতে কোন মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না: "শিব স্বরোদয়" নামক আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে যথা;—

নাড়ীস্থা কুণ্ডলি শক্তি ভুজঙ্গাকার শায়িনী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশাধ; গা প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
দ্বে দ্বে তির্য্যগ্ গতে নাড্যৌ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যয়া॥

নাভিস্থিত সর্পাকারশায়িনী কুণ্ডলিনীশক্তি হইতে ১০টী উর্দ্ধগামিনী, ১০টী অধোগামিনী, এবং ৪টী তির্য্যগ্ গত—এই ২৪টী নাড়ী বহির্গত হইয়াছে। এই মুলাধারস্থ ত্রিকোণ যোনিমণ্ডলেরই নাম "কূর্ম্ম"। ভগবান্ দত্তাত্রেয় রূপকছলে এই কূর্ম্মের কথাই উত্থাপন করিয়াছেন—

তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
উর্দ্ধে ভাগে হস্ত পাদৌ চ বামৌ
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥
বক্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়ং তথা।
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগয়োঃ॥

দেহিগণের নাভিদেশে তির্য্যগ্ ভাবে একটী কূর্ম্ম আছে। তাহার মুখ নাভির বামদিকে, এবং পুচ্ছ দক্ষিণ দিকে। বাম হস্ত ও বাম পদ—উর্দ্ধভাগে, দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ—অধোভাগে। উহার মুখে ২টী নাড়ী, পুচ্ছদেশে ২টী নাড়ী—পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে পাঁচটী

* হৃদয় (মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যন্ত্রের ক্রিয়াস্থান)।
(১) উদয় (সূর্য্যের গ্রহ)।
(২) বস্তি (এই স্থানের পশ্চাতে ত্রিকাস্থি)।

পাঁচটী করিয়া ২০টী নাড়ী, সর্ব্বশুদ্ধ এই ২৪টি নাড়ী আছে।

তন্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—"ত্রিকোণং যোনিমণ্ডলং কূর্ম্মবিত্যাভিধিয়তে।" ত্রিকোণ যোনিমণ্ডলের নামই কূর্ম্ম। সেই কূর্ম্ম হইতে ২৪টী ধমনীর উৎপত্তি।

মর্ম্ম নির্দ্দেশ অধ্যায়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন—পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে—সমস্ত শিরাজালের উৎপত্তিস্থান নাভি নামক মর্ম্ম অবস্থিত; এই মর্ম্ম আহত বা আঘাত প্রাপ্ত হইলে মানবের সত্বই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এই সকল প্রমাণের দ্বারা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,—নাড়ী বিজ্ঞানে যে নাভিকে নাড়ী সমূহের উৎপত্তি স্থান বলা হইয়াছে, সে নাভি উদরপ্রাচীরস্থিত চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি নহে। অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজনে—ডাক্তারগণ অনেক সময় চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি ছেদন করিয়া থাকেন,—তাহাতে রোগির মৃত্যু ঘটে না। সুতরাং সুশ্রুতোক্ত নাভি মর্ম্ম ও চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি—এক হইতে পারে না। উদরাভ্যন্তরস্থিত আমাশয় ও পক্বাশয়—যেস্থান হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবহা শিরা উৎপন্ন হইয়াছে,—সেই স্থানের নামই "নাভি"। সেই নাভি মর্ম্ম আহত হইলে মানুষের সত্বই জীবনান্ত ঘটে।

তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ উভয় শাস্ত্রই "নাভিকে" একবাক্যে প্রাণের আধার বলিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। ভ্রূণের দেহ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে—জননীর গর্ভস্থিত অণ্ডের (ovum) মধ্যস্থল হইতে জীবনীশক্তির ক্রিয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে মস্তিষ্ক, হাত, পা প্রভৃতি ক্রমশঃ গঠিত হইয়া থাকে। অতএব দেহের 'নাভি' অর্থাৎ মধ্যস্থল—প্রাণ বা জীবনী শক্তির প্রধান স্থান। নাভিস্থ প্রাণই মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জায় (Spinal cord) সৃষ্টি করে। এই জীবনীশক্তিকে—এই প্রাণকে—উপনিষৎ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই জীবনীশক্তি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত—সমভাবে বিদ্যমান থাকে।*

মানব দেহের প্রত্যেক জীবাণু—দ্বীপের মত শরীরের রসে ভাসমান। তাহারা আকর্ষণী-শক্তির দ্বারা রস হইতে আবশ্যক পদার্থ কেন্দ্রের দিকে টানিয়া লয়, অনাবশ্যক পদার্থ কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে বাহির করিয়া দেয়। এই আকর্ষণী শক্তির নাম "প্রাণ" বিকর্ষণী শক্তির নাম "অপান"। এই উভয় শক্তি জীবাণুর মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূল দৃষ্টিতে এই মধ্যস্থল চুম্বকের মধ্যস্থলের ন্যায় ক্রিয়াহীন। জীবাণুর Nucleus, চুম্বকের মধ্যস্থান, মানব দেহের মধ্যস্থল—এই তিনটী এক জাতীয় কেন্দ্র—ইহার নামই নাভি। বিজ্ঞান যাহাকে

* ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরস্পর যোগ রাখিবার জন্ত বহির্জগতে যখন টেলিগ্রাফের তার পাতা হয়, তদ্রূপ আমাদের জীবনীশক্তি প্রাণের নাভি অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থল হইতে Sympathetic ধমনীমণ্ডল সমস্ত শিরাজালের প্রাচীরে প্রাচীরে বর্ত্তমান থাকিয়া দেহকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

ভ্রূণের মধ্যস্থল হইতে Amnion Choron এবং Allunlois অঙ্কুরিত হইয়া ফুল হয় Umbilicul Vesicaleএর সহিত ভ্রূণের হৃদপিণ্ডের সম্বন্ধ ও উহার দেহের মধ্যদেশ হইতে প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

ডাঃ ৺হেমচন্দ্র সেন, এম্ ডি।

Centripetal force বলে—তন্ত্র মতে তাহাই "প্রাণ", বিজ্ঞানের Centrifugal force, তন্ত্রের "অপান"—এই প্রাণ ও অপানের কার্য্য পরপস্পরকে আকর্ষণ করা। ইহারা দেহের মধ্যস্থল বা নাভিদেশে নিবদ্ধ। তন্ত্র ইহাদের প্রকৃতির একটী সুন্দর উপমা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"অপানঃ কর্ষতি প্রাণঃ প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনঃ গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ ॥

যে স্থির শক্তির প্রভাবে প্রাণ ও অপান কার্য্য করিতে সক্ষম হয়—সেই শক্তিই তন্ত্রের সুষুম্না নাড়ী। প্রাণ ও অপান, ঈড়া ও পিঙ্গলা—যে স্থানে মিলিত হয়, সেই স্থানের নাম "সুষুপ্তা"। ইহার ইংরাজী নাম—Neutral.

শিব স্বরোদয় গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—"নাভিকন্দ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় ৭২০০০ সহস্র ধমনী বহির্গত হইয়াছে।"

মানুষের শরীরে যত শক্তি কার্য্য করে,—সেই সকল শক্তি যে যে স্থান হইতে বহির্গত হয়,—বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা আবার নিজ স্থানে ফিরিয়া আসে। তন্ত্রও বলিয়াছেন—"লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশ সমুদ্ভবাঃ।"

মূলাধারে তু বা শক্তিভূর্জগাকার রূপিনী।
তদ্‌ভ্রমাবর্ত্তবা তোয়ং প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

মূলাধারে যে ভুজঙ্গরূপিনী মহাশক্তি আছেন, তাহারই আবর্ত্তে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে।—এই মহাশক্তি নিদ্রিতা—অর্থাৎ এই স্থানে চুম্বক-কেন্দ্রের মত কোন শক্তির চাঞ্চল্যই * পরিলক্ষিত হয় না। সমস্ত শক্তিই এখানে সুষুপ্ত (১) তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্না বিবরে স্থিতা। সুপ্তা নাগোপমা হেষা—" কূর্ম্ম হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকে, প্রয়োজন মত শক্তিবলে—আবার প্রত্যঙ্গ গুলির প্রসারিতও করে,—মূলাধারে কূর্ম্মের এই ধর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়াই—তান্ত্রিকগণ ইহাকে কূর্ম্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ যেমন "নাভিকে" সমস্ত ধমনীর উৎপত্তি স্থান বলিয়াছেন, তেমনি সমস্ত শিরারও উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তকেও অমূলক বলা চলে না। কথাটা একটু ধীরভাবে আলোচনা করা যাউক;—

ভুক্ত দ্রব্য সম্যক পরিপাক হইলে তাহার সারাংশের নাম—"রস"। পাশ্চাত্য মতে এই রসের নাম—chyle. এই রস যকৃৎ ও প্লীহায় গিয়া রক্তে পরিণত হইয়া থাকে। সমান বায়ু কর্ত্তৃক ইহা হৃদয়ে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে শক্তি solarplexus এ কার্য্য করে—তাহাই সমান বায়ু। এই বায়ুর কার্য্য—অন্ন পরিপাক করা। জীবনীশক্তি প্রভাবে—মানবের আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে—রস দুইটী মার্গ দিয়া হৃদয়ে গিয়া হৃদয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহার দ্বারাই শরীর পোষণ হইয়া থাকে। দুগ্ধের মত শ্বেত বর্ণের রস—অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরা (Lactial) দিয়া, দেহের বামদিকস্থ 'রস বহা'র (Thorucic duct) সাহায্যে বক্ষঃপ্রদেশের ভিতরে শোণিতের সহিত মিশিয়া—হৃদয়ে উপস্থিত হয়। ভুক্ত বিপাকের সারাংশের কিয়দংশ আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

* Vibrition. (১) Latent.

শিরা দিয়া—"মহাশিরা"র (Portal vein) প্রবিষ্ট হয়। ইহাই তন্ত্রমতে রস প্রবাহের "দাকিনী"। মহাশিরা হইতে রস যকৃতে গমন করে, তথায় বিশুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে চলিয়া যায়। ইহার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে—আর্য্য বিজ্ঞানের মতে রস আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উভয় আশয়ের প্রাচীরে যে সকল "স্রোতাগ্র" (Luctial ও Portal vein এর সূক্ষ্মাগ্রে) আছে, তাহারাই রস ও রক্ত বহা শিরার জন্মভূমি। তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"তাসাং (শিরাণাং) নাভিমূলং" নাভিই শিরাগণের মূল। নাভি হইতেই শিরাজাল উর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া—সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এ নাভি চর্ম্ম-নাভি নহে। এ নাভি প্রাণের আধার। শিরা, ধমনী ও প্রাণের সহিত চর্ম্ম-নাভির কোন সম্বন্ধই নাই। তন্ত্রের মূলাধার চক্রের কুণ্ডলিনী,—আয়ুর্ব্বেদের নাভিকন্দ—একই পদার্থ। ডাক্তারী বিজ্ঞানের Solur plexus এর ক্রিয়, আয়ুর্ব্বেদের নাভিকন্দের কার্য্য, তন্ত্রের কুণ্ডলিনী প্রভাব—তিনই সমান এই কুণ্ডলিনীর প্রভাব বুঝাইবার জন্যই তন্ত্র বলিয়াছেন,—

নাভিস্থঃ প্রাণ-পবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃদয়কমলান্তরং।
কণ্ঠাদ্বহির্বিনির্য্যাতি পা তুং বিষ্ণু পদামৃতং॥
পীত্বা যাম্বর পীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীনয়ন্ দেহ মখিলং জীবয়ন্ জঠরানলং।

নাভিস্থিত প্রাণবায়ু হৃদ্‌কমলান্তর (Chese) স্পর্শ করিয়া বিষ্ণু পদামৃত (বাহ্য বায়ু) পান করিবার জন্য কণ্ঠ হইতে বহির্গত হয় এবং অম্বর পীযূষ পান করিয়া সমস্ত দেহের পরিতর্পণ ও জঠরানলের বর্দ্ধন করিয়া, আবার নাসারন্ধ্র দিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া আসে।

এতক্ষণে বোধ হয় পাঠকগণও বুঝিতে পারিয়াছেন—প্রাচীন বৈদ্যগণ কেবল কল্পনা-বলেই বিজ্ঞানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলেন নাই। তাঁহারা শবচ্ছেদ করিয়া মানব দেহের প্রতি অণু পরমাণুর প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছিলেন। শক্তিশালী অণুবীক্ষণে শরীরের যে রহস্য, আধুনিক বিজ্ঞান অদ্যাপিও আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যোগ-বিক্ষণে তাঁহাদের চক্ষে—তাহাও ধরা পড়িয়াছিল। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান—ঋষি-রচিত রূপক মায়া ভেদ করিতে জানে না, তাই পদে পদে প্রতারিত হয়।

পল্লীগ্রাম ও স্বাস্থ্যবিধান।

(শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া ভয় হয়। মনে হয়, বাঙ্গলাদেশ মানবশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবে; ইহাই বুঝি তাহার নিয়তির বিধান! দেশে বার মাসই নানাপ্রকার সংক্রামক ও সংহারক ব্যাধি লাগিয়াই আছে। কোন প্রকারেই বাঙ্গালাবাসী মানবের আর স্বস্তি নাই, সুখ নাই শান্তি নাই। বাঙ্গালা কি চিরদিনই এমনি অশান্তি উপভোগ করিয়া আসিয়াছে? না, ইতিহাস সে কথা বলে না। বরং আমরা তাহার বিপরীত প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখনকার এই প্লীহা-অগ্রমাসে স্ফীতোদর কোটরগত চক্ষু কঙ্কালমূর্ত্তিগুলির পিতৃপিতামহগণের সম্বন্ধে যে গল্প শ্রবণ করা যায় অথবা ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বের যে সকল বাঙ্গালীর দেহ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতে বোধ হয় বাস্তবিকই বাঙ্গালা স্বাস্থ্য-সম্পদে এমন দীন হীন ছিল না; বরং সে বিষয়ে সে সৌভাগ্যবানই ছিল। আমরা বাঙ্গালাদেশ বলিতে বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম-গুলিকেই বুঝি। এখন এই পল্লীগ্রাম ভাঙ্গিয়াই নগরের গৌরব বাড়িতেছে। দেশের যাহারা ধনী লোক, যাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক সভ্যতায় দীক্ষিত লোক, তাঁহারা ম্যালেরিয়ার ভয়ে পিতৃপুরুষের স্মৃতিনিকেতন পরম রমণীয় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে যাইয়া বাস করিতেছেন, বৃদ্ধা জননীর স্নেহ-শীতল শান্তি-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, নব্যা বিলাসিনীর বিলাস-কাননে আত্মবিক্রয় করিতেছেন। বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়াছেন, পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিলেই, নীরোগ শরীরে চারিযুগ বাঁচিয়া থাকিয়া নিত্যনূতন অনাবশ্যকীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ কত অভাবের সৃষ্টিজনিত সুখ লাভ করা যাইবে। তাই তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে পল্লীবিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে এই ধনী ও তথা কথিত জ্ঞানীদিগের বিদ্বেষ-জনিত অবহেলায় বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলি ধ্বংসপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বাস্তবিকই পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের এ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত বাবু চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—"হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগিরথীর পশ্চিমকুলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম, বিনা চিকিৎসায় তথায় পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতাম এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম। স্কুল কলেজের ছুটি হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না। ছুটি ফুরাইলে একমাস দেড়মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম—তাও একরকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি সে গ্রাম দেখিল না, সে গ্রাম্যসুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন

হইল। সে গ্রামাই জীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।" তারপর চন্দ্রবাবুই আবার লিখিয়াছেন,—"কৈকালা আজ ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য—গত ৪০ বৎসরে বোধ হয় শতকরা ৭৫জন চলিয়া গিয়াছে—গ্রামে গৃহ অল্পই আছে, পথের দু'ধারে কেবল কাঁতড়া পড়িয়া রহিয়াছে। * * * গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে, বন্যশূকরাদি হিংস্রজন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোণার কৈকালয়ে যাই নাই।" চন্দ্রনাথ বাবুর এই কথা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মর্ম্মভেদী স্বীকারোক্তি স্বরূপে গৃহীত হইবে। পল্লীবাসী চিরকাল মনে রাখিবে, চন্দ্রনাথ বাবুর মত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও স্বীয় জন্মভূমি কৈকালাকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেখিয়া কাপুরুষের মত রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সহিত যুদ্ধ করিতে উপযুক্ত অস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান হয়েন নাই। তাঁহার এ দৌর্ব্বল্যের জন্যই, তাহার "সোণার কৈকালা" শতকরা ৭৫জনকে হারাইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবুর এই ত্রুটি স্বীকার—পরিণত বয়সে সোণার কৈকালার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, তাঁহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। পল্লীভূমির এমন কুলাঙ্গারও আছে, যিনি পল্লীমাতার সম্বন্ধ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন। নগরে নিতান্ত নগণ্য ভাবে জীবন যাপন করাও যেন পল্লীজননীর অনেক ভাগ্যবান পুত্রের অভাগা বংশধরের পক্ষে প্রার্থনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপে ম্যালেরিয়ার ভয়েও বটে এবং কতকটা অন্যান্য কারণেও বটে—ধনী ও তথাকথিত শিক্ষিতগণ পল্লীগ্রামগুলিকে পরিত্যাগ করায় পল্লীগ্রাম সকল সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা এই শ্রীহীন পল্লীগ্রামে বাস করে, তাহারাই কিন্তু দেশের সর্ব্বস্ব—দেশের সম্পদ—দেশের প্রাণ। তাহাদিগকে বাঁচাইতে না পারিলে দেশ রক্ষা হইবে না। দেহের বাহ্যিক সাজসজ্জা বাড়াইবার পূর্ব্বে,যাহাতে দেহের প্রাণটুকু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার এই প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে—পল্লীবাসী জনগণকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে পল্লীগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলে চলিবে না; বাঙ্গালার পল্লীগ্রামেই বাস করিতে হইবে, পল্লীবাসীর সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, পল্লীবাসী নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, আত্মরক্ষার উপযোগী জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে; তবে ত পল্লীবাসী বাঁচিবে—তবে ত দেশ রক্ষা হইবে!

স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া নীরোগ দেশে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, **পুষ্টিকর খাদ্য বিশুদ্ধ পানীয়, নির্ম্মল বায়ু ও শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার উপযোগী পরিচ্ছদাদির** প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এখন এই কয়টাতেই বঞ্চিত! সুতরাং আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইবে কেন? ম্যালেরিয়ার ভয়ে জন্মভূমি পল্লীগ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে বাস করিলেও, আমরা পূর্ব্বকথিত আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির কয়টির সংস্থান করিতে পারি? এক শ্রেণীর লোক

আছে, যাহাদের সকল গুলিরই অভাব। দেশে হঠাৎ একটা কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে এই শ্রেণীর লোকেরাই অধিক মরে। যাঁহারা সৌভাগ্যশালী—যাঁহারা মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লাভের আশায় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও আজকালের বাজারে স্বাস্থ্যের অনুকূল উপরোক্ত দ্রব্যের সকলগুলিই সংগ্রহ করিতে পারেন না। বরং তাঁহাদের অভাব কোন কোন বিষয়ে পল্লীবাসী অপেক্ষাও অধিক। আমরা একে একে আমাদের এই অভাবগুলির আলোচনা করিব।

১। **পুষ্টিকর খাদ্য।**—বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য চা'ল, দা'ল, মাছ, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল দ্রব্যের কতকগুলি দুর্ম্মূল্য এবং কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য। বিশুদ্ধ ঘৃত দুগ্ধ অধিক মূল্য দিয়াও সংগ্রহ করা অসম্ভব। এখন ঘৃতের নামে নানাবিধ ঘৃত জন্তুর চর্ব্বি ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অনেক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাজারে প্রচলিত হইয়াছে। আমরা ঘৃতের লোভে, কতকটা মোহেও বটে, ঐ সকল অযোগ্য ও অস্পৃশ্য দ্রব্য চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছি। দুগ্ধে কেবল দুগ্ধের বর্ণ রক্ষিত হয়, তাই উচ্চ মূল্যে ক্রয় করি; সময় সময় বিদেশের আমদানি "গোয়ালিনী মার্কা" গাঢ় দুগ্ধের ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। চা'ল দা'লের দুর্ম্মূল্যতা অবর্ণনীয়। বাঙ্গালার এই প্রধান খাদ্যের যে পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই অনুপাতে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে কয়জনের? সুতরাং অর্দ্ধাশন বা অনশন যে অনিবার্য্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। মৎস্য-মাংসের কথা আর না বলিলেও চলে। কুড়ি হইতে চল্লিশ টাকা দরের মৎস্য কিনিয়া কয়জন বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী প্রয়োজনীয় মৎস্য আহার করিতে পারে? এখন বাঙ্গালার বাঙ্গালী জাতি নামে মাত্র মৎস্যাশী, সুতরাং বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য সমূহই একেতো ভেজালে ভরা, তায় আবার ভয়ানক দুর্ম্মূল্য, এ অবস্থায় শরীর রক্ষণোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই বিশেষ আয়াস সাধ্য, এমন কি অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহারা ধনবান্ তাঁহারাও বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। কারণ লোকের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হেতু, অধিকাংশ খাদ্যই ভেজাল ভরা। তাই অনেক সময় মনে হয় বাঙ্গালী কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

২। **বিশুদ্ধ পানীয়।**—দুগ্ধ পানীয় হইলেও ইহাকে আমরা খাদ্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং এখন দুগ্ধের কথা রাখিয়া অন্যতম প্রধান পানীয় জলের কথাই বলি। জল ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না, তাই জলের নাম "জীবন"। জানিনা কা'র পাপে বাঙ্গলার এই "জীবন" শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। নদনদী মজিয়া গিয়াছে, পুকুর দীঘি বুজিয়া গিয়াছে, খাল বিল হাজিয়া গিয়াছে; সরস বাঙ্লা এখন নিরস হইয়া তৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। বিশুদ্ধ জল দূরে যাউক, অনেক স্থলে পঙ্কিল জলও দুষ্প্রাপ্য। কেন এরূপ হইল? কতকটা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনেও বটে, আর কতকটা আমাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনেও

বটে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জলদানকে মহৎ পুণ্যজনক কার্য্য বিবেচনা করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শ্রেণীর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতেন, তদ্দ্বারা গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ হইত। এখন আমরা আর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাকে পুণ্যজনক মনে করিনা, তৃষিত জনগণকে জলদান করা কর্ত্তব্য বলিয়াও বোধ করি না, তাই এখন দেশ হইতে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা উঠিয়া গিয়াছে—তাই এখন পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখন শিক্ষালাভ করিতেছি, সভ্য হইয়াছি; তাই আমরা পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত অর্থ, বিলাস ব্যসনে ব্যয় করিতেছি, পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত জমিদারীর আয়ে নগরে বসিয়া কত অকার্য্যে কুকার্য্যে অর্থব্যয় করিতেছি; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না। পল্লীগ্রামে জল সংস্থানের উপায় এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। এখানেও বাবুদের খেয়ালের বাহাদুরী দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, নদীর চড়ায় জলের ধারেও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কৃপায় কূপ খনিত হইতেছে; আর যেখানে জল নাই, সেখানকার অধিবাসীগণ বার বার আবেদন করিয়াও বিফল মনোরথ হইতেছে। কিন্তু "ও কথায় কাজ নাই আর।"

যেখানে জল আছে, সেখানেও দেশের জনসাধারণ তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য "জীবন" স্বরূপ জলটুকুকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে না। বিষ্ঠামূত্রযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া, ক্ষারে কাপড় কাচিয়া এবং পশ্বাদির গাত্র ধৌত করাইয়া পানীয় জল নষ্ট করা হইয়া থাকে। তাহারা জানেনা ইহাতে তাহারাই তাহাদের কি সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করিতেছে। পল্লীগ্রামের অধিবাসী এই সকল লোকেরা পূর্ব্বে ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল, শাস্ত্রশাসনে শাসিত ছিল; তাহারা জানিত জল নারায়ণ; সুতরাং জল অপবিত্র হয়, এমন কোন কার্য্য তাহাদের দ্বারা হইত না। একেবারে হইত না এরূপ না হইলেও কাজটা খুব বিরল ছিল এবং যাহারা করিত, তাহারা বিজ্ঞদিগের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইত। এখন ধর্ম্মবিশ্বাস অনেকেরই শিথিল হইয়াছে, কেহই আর শাস্ত্রশাসন মানিয়া চলে না। বিজ্ঞের উপদেশও আর বড় গ্রাহ্য হয় না, কেননা এখন কেহ কাহারও নিকট উপদেশ প্রার্থি নহে, সকলেই উপদেশদাতা। লোকের মতি প্রকৃতি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই দেশের অনেক পুরাতন প্রথাই "ওলটপালট" হইয়া গিয়াছে। ফলে দেশের জলাশয় সমূহ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে এবং দেশের লোকেও আর বিশুদ্ধ জল রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে না। ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে।

৩। **নির্ম্মল বায়ু।**—ধূম, ধূলিপূর্ণ ঘন বসতি বহুল সহরের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও এখন সময় সময় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব অনুভব হইয়া থাকে। ভগবানের স্নেহের দান এবং প্রচুর দান প্রাণীজগতের অত্যাবশ্যকীয় এই বিশুদ্ধ বায়ু পল্লীপ্রদেশে বর্ষাকালে দূষিত হইয়া থাকে এবং বোধ হয় সেইজন্যই পল্লীগ্রামসমূহে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া-বিষ বিস্তারিত হইয়া পড়ে। ঠিক যেন বর্ষাধারার সঙ্গেই সে বিষ আকাশ হইতে

নামিয়া আসে। পল্লীপ্রদেশের পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত, অধুনা বিলুপ্তপ্রায় শুষ্ক পুষ্করিণী সকল বর্ষার জলে পূর্ণ হইলে এবং গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবাগুলিতে জল সঞ্চিত হইলে, উহাতে নানাবিধ উদ্ভিদও গোবর প্রভৃতি পচিয়া পল্লীগ্রামের বায়ুর বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ পল্লীবাসী জন সাধারণ সে বিষয় অনুভবও করেনা, বরং জলকষ্টের পর গৃহের অনতিদূরে জলপ্রাপ্ত হইয়া কিছু সুবিধা বোধ করিয়া থাকে। এমন কি অনেক গৃহস্থের মেয়ে ছেলেরা ঐ সকল জলাশয়ের ঘাটে বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিয় নিশ্বাসের সহিত ঐ পচাগন্ধযুক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া শরীরে পীড়ার বীজ সংগ্রহ করে এবং সমস্ত বর্ষাকালটা রোগভোগ করিয়া হয় মরে, নয় মৃতবৎ বাঁচিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের বায়ু দূষিত করিবার আর একটা উপায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং পল্লীবাসী কৃষকগণ অর্থের লোভে ঐ উপায়টাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। দেশে পাটের চাষবৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ সকল পাটগাছ জলে পচানর জন্য বর্ষায় সময় দেশময় একটি বিকট দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। সে দুর্গন্ধটা কিরূপ উগ্র ও অশান্তিদায়ক তাহা ঐ সময়ে যাঁহারা রেলপথে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষরূপ অবগত আছেন, তাঁহাদের কাছে আর নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। ক্রমে ঐরূপ অসহ্য গন্ধ সহ্য করিবার অভ্যাস হইলেও, তাহার অপকারিতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। ঠিক ঐ সময়েই আজকাল ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার রোগী রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। যখন পীড়িত ব্যক্তি জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে জল প্রার্থনা করে, তখন তাহারই আত্মীয়স্বজন, তাহার তৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠে ঐ পাটপচা জলই প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। হায়! দেশের কি শোচনীয় পরিণাম!

৪। **পরিচ্ছদ**।—দেশের আভ্যন্তরে, পল্লীপ্রদেশে পূর্ব্বে পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না। মোটামুটি ধুতি-চাদরেই সম্ভ্রম রক্ষা হইত এবং তাহা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। এখন কিন্তু আর সেদিন নাই। এখন সহর হইতে পরিচ্ছদ পারিপাট্যের বিকট ঘটা পল্লীপ্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। যাহাদিগকে ১০।১২ বৎসর বয়স হইতেই রৌদ্রবৃষ্টি, শীতাতপ সহ্য করিয়া মাঠে মাঠে কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইবে, শিশুবয়স হইতে তাহাদিগের শরীর সেইরূপ ভাবেই গঠিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বে তদ্রূপ ব্যবস্থাই ছিল। শিশুদিগকে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইত, শিশুও অকাতরে নিদ্রা যাইত। বর্ষাবাদলের দিনেও শিশুকে স্নান করাইবার নিষেধ ছিল না। ফলে সেই শিশুর শরীর দেশের শীতাতপ সহ্য করিবার উপযোগী হইয়াই গঠিত হইত। এখন কিন্তু ঠিক এরূপভাবে আর শিশুপালন হয় না। এখন সূতিকাঘর হইতেই শিশুর শরীরে নানাবিধ বস্ত্র দেওয়া হয়। রৌদ্রের মুখতো শিশুগণ দেখিতেই পায় না। অমাবস্যকীয় জামা, জুতা, মোজা টুপিতে শরীর ঢাকিয়া চাষার ছেলে খাসা বাবু বনিয়া উঠে। তারপর সেই সযত্নগঠিত শরীর লইয়া সে যখন মাঠে বাহির হয়, তখন তাহার শরীরের

পরিণাম অবশ্যই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিকই পোষাক পরিচ্ছদের অনাবশ্যক ব্যবহারের ফলেই আমরা আমাদের শরীরটাকে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য ও রোগপ্রবণ করিয়া তুলিতেছি।

পরিচ্ছদের কথায় আর একটা বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এখন দেশের ইতর ভদ্র সকলেই বড়লোকের মেয়েদের ব্যবহার্য্য মিহি কাপড়ের অনুকরণে, তাহাদিগের মেয়েদের পরিধানের জন্য বিলাতী মিহি কাপড় ক্রয় করিয়া থাকেন। বোঝেন না যে, তাঁহারা যাঁহাদের অনুকরণ করিয়া বাবু হইতে যাইতেছেন—বড় হইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের মেয়েরা বাড়ীর বাহির হ'ন না, তাঁহারা মিহি কাপড় পরিধান করিয়া বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। আর অনুকরণকারীদের মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে আর কোথাও না হউক, স্নানের ঘাটেও যাইয়া থাকেন, তা' সে ঘাট যতদূরই হউক। স্নানান্তে সিক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া যথন মেয়েরা প্রত্যাগমন করিতে থাকেন, তথনকার সে দৃশ্য কি লজ্জাকর। তা' দেখিয়াও চৈতন্য নাই। এমনি বাবুত্বের মোহ!—এমনি সভ্যতার বিকট আকাঙ্ক্ষা। দেশের সকলেই আপন আপন মেয়েছেলেদিগকে মিহি কাপড় পরাইয়া তাহাদিগের লজ্জা-সরমের যে গৌরব ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দিতেছেন—নিজেরাই নিজেদের মেয়েছেলেদিগকে উলঙ্গ করিয়া জলের ঘাটে বাহির করিতেছেন। ধিক এ শিক্ষায়! ধিক এ সভ্যতায়! আমাদের দেশে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও মোটাকাপড়ের প্রচলন ছিল। তখন চরকা-কাটা মোটা-সূতায় কাপড়ে লজ্জানিবারণ হইত বলিয়া জলের ঘাটে মেয়েদের এ দুর্দ্দশা দেখিতে হইত না। এখন সভ্যতার খাতিরে, বিলাসিতার মোহে মোটার পরিবর্ত্তে মিহিতে মজিয়া আমাদের এই নৈতিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয় এখনই সতর্ক হইয়া মেয়েছেলেদের জন্য লজ্জানিবারণের জন্য উপযুক্ত মোটাকাপড়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

সর্ব্ববিষয়েই আমাদের এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা আমাদের ধাতুর উপযোগী কিনা, তাহা আমরা চিন্তা করিনা বা চিন্তা করিবার অবসরও পাইনা। গ্রামের ধনী লোকদিগের অবকাশ মত কথন কথন নগর হইতে সখের ভ্রমণে পৈতৃক ভিটায় পদার্পণ করেন। তাঁহাদের আগমনে গ্রামে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। দিবাভাগে মাঠে মাঠে বাগানে বাগানে বন্দুকের শব্দ, রাত্রে গ্রামোফোন—হারমোনিয়ামের মধুর সুর, পল্লীবাসী যুবকবৃন্দের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। নাগরিক বিলাসিতার মোহে অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাই তাঁহাদিগের বেশবিন্যাসের পারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া, চাষার ছেলেও খাসা বাবু সাজিতে ব্যগ্র হয়। এই বাবুয়ানার বিকটত্ব এখন সংক্রামকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মুটে মজুরের ছেলেরাও পয়সা খরচ করিয়া ছোট বড় করিয়া চুল কাটে, বিড়ি-সিগারেট খায়। নগরের বিলাসবন্যার প্রবল উচ্ছ্বাস পাড়াগাঁকেও ভাসাইতে ছুটিয়াছে। আমাদের বোধ হয় নব সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যই পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্য-সম্পদ একেবারেই চূর্ণ করিতে প্রবলবেগে

অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বের অভাবের উপর, পল্লীবাসী আবার নূতন নূতন নানা অভাবের সৃষ্টি করিয়া ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছে। চা, চুরুট, সিগারেট, বিড়িই এখন বাবুত্বের পরিচায়ক,—তা'র উপর নস্যের নূতন উপসর্গ অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রসার আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নানাবিধ মৃত জন্তুর চর্ব্বিপক্ক প্রস্তরচূর্ণ মিশ্রিত ময়দার প্রস্তুত লুচি, কচুরী, সিঙ্গাড়া প্রভৃতি এখন বাবুর জলখাবার! সহরের বর্জ্জিত বাসিপচা নানারূপ নিকৃষ্ট খাদ্যই এখন ফেরিওয়ালার কল্যাণে পল্লীবাসী নব্য সভ্যগণের রসনা তৃপ্তিকর ভোজ্য! ফল, অজীর্ণ অম্ল-অতিসার, তারপর অকালমৃত্যু!

সহরের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা আছে, যত্ন আছে, আয়োজন আছে; কিন্তু পল্লীগ্রামের অভাব দূর করিবার আশা কোথায়? পল্লীজননীর কৃতীপুত্রগণই নগরের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া নাগরিক নামের মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং জননীজন্মভূমিকে জন্মের মত ভুলিয়াছেন! কিন্তু তাঁহারা এত করিয়াও রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন কি? নগরেই রোগের নানামূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি সহকারে বিরাজ করিতেছে,—বাঙ্গালীর ভাবী বংশধর খোকা-খুকীগুলি নগরেই অধিক মরিতেছে। নগরের ন্যায় পল্লীগ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যদি যুগোপযোগী আয়োজন করা যায়, তাহা হইলে বঙ্গের পল্লীপ্রদেশ আবার তাহার পূর্ব্ব সুখ, পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে পারে। আমাদিগকেও আর বারমাস রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয় না। এখন প্রশ্ন এই, কি উপায় অবলম্বন করিলে পল্লীগ্রামগুলিকে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যপূর্ণ করা যাইতে পারে?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে যে, পল্লীগ্রামগুলির অভাব দূর করিতে পারিলেই পল্লী রক্ষার উপায় হইতে পারে। সে অভাব কি তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই অভাবসমূহ দূর করিতে হইলে, পল্লীবাসিজনগণকে তাহাদের পৈতৃক ধর্ম্মের বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়া যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রেই করিতে হইবে। তাহারা শিক্ষিত না হইলে, নিজেদের অভাব নিজেরা না বুঝিলে, উদ্যোগ আয়োজন বৃথা, পরিশ্রম বৃথা এবং অর্থব্যয়ও বৃথা। কিন্তু এই শিক্ষায় নামে বাবুত্বের ও বিলাসিতার প্রসার না বাড়ে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। শিক্ষাটা দেশের ধাতুর উপযোগী না হইলে, সে আবার একটী নূতন উপসর্গ আসিয়া আবির্ভূত হইবে। আচার ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, খাদ্য পানীয়, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সংযমী হওয়াই যাহাদিগের শিক্ষার সনাতন পন্থা, তাহাদিগকে শিক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে সুফল ফলিবে না। পুষ্টিকর খাদ্যের নামে, তাহাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের পাকস্থলী যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে নাই—তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অখাদ্য কুখাদ্য জ্ঞানে যে সকল খাদ্য বর্জ্জন করিয়াও পূর্ণ স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল যেন প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজে একটী নূতন উপসর্গ আনয়ন করা না হয়। এ শিক্ষার স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় না দিয়া, শাস্ত্র শাসনের অধীন থাকিয়া খাদ্য

পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ বর্জ্জনের ব্যবস্থা এবং সেগুলিকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিবার উপায়-শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

পল্লীপ্রদেশে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের জন্য বক্তা নিযুক্ত করিতে পারিলে, সুফল পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি এবং নিম্ন শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষার যে বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এক বর্ণযোজনা ভিন্ন আর কিছু যে শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত কথা। এই বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ভাষা, অঙ্ক ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটু ভালরকম শিখাইতে পারিলে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

যাহা হউক উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দেশের বিষয় যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, পল্লীগ্রামগুলি কিসে রক্ষা পাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তাকেই প্রাধান স্থান প্রদান করা। মুমূর্ষু পল্লীজননী এখন তাঁহাদেরই মুখ চাহিয়া আছেন—যাঁহারা দেশের ও দশের প্রতিনিধি বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল শক্তিশালী ব্যক্তি বঙ্গের পল্লী রক্ষায় মনোযোগী হউন, তবে তাঁহাদের কার্য্যের সফলতা—তবে তাঁহাদের কার্য্যের সার্থকতা। কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, পল্লী রক্ষা না হইলে দেশ রক্ষা হইবে না।

শিশু-পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু—বি-এ, সরস্বতী]

শিশুর চরিত্র গঠন

শিশুকে মানুষ করিতে হইলে শুধু তাহার শারীরিক উন্নতির প্রতি মনোযোগ রাখিলে চলিবে না, তাহার চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার চরিত্র গঠনের দিকে প্রত্যেক মাতার মন দিতে হইবে। এক সময়ে একটি ইংরাজ রমণী তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু বালককে এক পাদ্রীর নিকট লইয়া গিয়া বলেন যে, এই শিশুকে কত বৎসর হইতে নীতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন। পাদ্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, "কি, এখনও আপনি ইহার চরিত্র গঠনের দিকে মন দেন নাই? শীঘ্র আরম্ভ করুন, বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্মের দশ মাস পূর্ব্ব হইতেই যে ইহার নীতি শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে।" রমণী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। শিশু-

মাতার জঠরে থাকিতে থাকিতেই তাহার মানসিক শিক্ষার আরম্ভ হয়। মাতা সর্ব্বদা যেমন চিন্তা করিবেন, যেমন মনের ভাব হইবে শিশুর সেইরূপ হইবে। মাতা ধর্ম্ম-পরায়ণা, সৎকর্ম্মে অনুরাগিণী, তেজস্বিনী, স্বদেশ প্রেমিকা ও সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানের প্রাণেও সেই মহৎ ভাবসমূহ মুদ্রিত হইবেই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সৎ ও মহৎ ভাবসমূহ অনুশীলন দ্বারা তাহার চরিত্রে ফুটাইয়া তোলা প্রত্যেক মাতার কর্ত্তব্য। মাতা সর্ব্ববিষয়ে গুণবতী হইলে সন্তানের প্রাণে সদগুণের অঙ্কুর থাকিবেই। তাহা অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে প্রত্যেক মাতা বিধাতার নিকট দায়ী। নতুবা তিনি মাতা হইবার অযোগ্য।

সন্তানকে সাধু দেখিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্ব প্রথমে মাতা তাহাকে বাধ্যতা ও সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দিবেন। সন্তান বাধ্য ও সত্যবাদী হইলে অন্য সব গুণ শিক্ষা দিতে কোনই কষ্ট হইবে না। দোলায় থাকিতেই শিশুকে বাধ্যতা শিক্ষা দিবে। বড় হইলে বাধ্য ও সত্যবাদী হইবে, ছেলেবেলায় যেমন দোষ থাকে থাক্, এরূপ মনে করা মারাত্মক ধারণা! কথায় বলে, "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাক্‌লে করে টঁ্যাস টঁ্যাস।" শৈশবে সমস্ত সদ্‌গুণের ভাব অন্তরে বদ্ধমূল না করিয়া দিলে, বড় হইলে আর তাহা মুদ্রিত হইবে না। সুতরাং সন্তানকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হইলে শৈশবেই তাহা করিবে। যে শিশু পিতামাতার ইচ্ছানুসারে না চলিয়া আপনার ইচ্ছানুসারেই চলে অথবা চলিতে দেওয়া হয়, সে ভবিষ্যতে কখনই আপনাকে শাসনে রাখিতে পারিবে না। অনেক পিতামাতা স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তান যে আবদার করে তাহা যতই অসঙ্গত হউক না কেন, পূর্ণ করেন। ইহাতে তাঁহারা সন্তানের কি ঘোর অনিষ্টসাধন করেন তাহা ভবিষ্যতে তাহার ফল ভোগ করিলে তবে বুঝিতে পারেন। পিতামাতার ন্যায় সন্তানের হিতৈষী আর কেহ নাই। কিন্তু এতদ্বারা তাঁহারা সন্তানের শত্রুর ন্যায় কার্য্য করেন। ভাল-বাসা দ্বারা সন্তানকে বাধ্য করিবে,—ভয় দেখাইয়া নয়। কারণ একবার ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে আর সন্তান বাধ্য থাকিবে না। সন্তানের অসঙ্গত আবদারে কখনও কর্ণপাত করিবে না, কিন্তু তাহাকে কখনও কোন অসঙ্গত আদেশও পালন করিতে বলিবে না। একবার একটা আদেশ দিলে দেখিবে যেন সে আদেশ পালিত হয়। মাতা একটা আদেশ দিলেন অথচ তাহা শিশু পালন করিল কিনা তাহা দেখিলেন না—ইহাতে অত্যন্ত কুশিক্ষা হয়। শিশুর মনে মাতার আদেশের প্রতি কোন শ্রদ্ধাই থাকে না, সে জানিতে শেখে যে "মা অমন কত কথাই বলেন কিন্তু তা' শুনি বা না শুনি তা'তে বড় আসে যায় না। শিশু মাতার ইচ্ছা মানিয়া চলিবে বলিয়া এমন যেন না হয় যে তাহার সঙ্গত প্রার্থনাও পূর্ণ হইবে না। শিশুর সঙ্গত ও ন্যায্য প্রার্থনা সর্ব্বদা পূর্ণ করিবে। তাহার সমস্ত ইচ্ছাই দমন করিতে গেলে তাহার স্বভাব ভীরু হইয়া যাইবে, মনের স্বাধীনতার ভাব লোপ পাইবে, আপনার প্রতি বিশ্বাস হারাইবে। এরূপ হইলে তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না, মনের স্ফূর্ত্তি থাকিবে না,

নিজে কিছু করিবার শক্তি হারাইবে। শিশুকে ইহাই জানিতে দিবে যে, তাহার সঙ্গত ও ন্যায্য প্রার্থনা সর্ব্বদাই পূর্ণ হইবে কিন্তু তাহার অসঙ্গত ও অন্যায় আবদার কখনই পূর্ণ হইবে না। সে জানুক যে সে যদি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াও যায় তথাপি তাহার অসঙ্গত আবদার পিতামাতা শুনিবেন না। তাহা হইলে একদিকে বাধ্যতা অপর-দিকে স্বাধীনতা শিক্ষা হইবে। শিশু দোলায় থাকিতেই এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে। শিশু আজ ঘুমাইবার সময় নিজের শয্যায় শুইবে না বলিয়া কাঁদিতে থাকিলে তুমি যদি তাহাকে কোলে লও, কল্য ও শিশু ঐ সময় কাঁদিবে এবং আশা করিবে তুমি তাহাকে কোলে লইবে। এইরূপে বড় হইলেও সে যখন যে জিনিস চাহিবে তাহা দিতে না পারিলে কাঁদিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিবে এবং যখন আর কাঁদিবার বয়স থাকিবে না তখন নিজের ইচ্ছামত সব না হইলে সর্ব্বদাই বিরক্ত হইয়া থাকিবে, অন্যের সম্বন্ধে অভিযোগ করিবে কিংবা বকাবকি করিয়া সংসারে অশান্তি আনিবে। সুতরাং বাধ্যতা যেন শিশু গৃহের প্রথম নিয়ম হয়। শৈশবকাল হইতে যে শিশু পিতামাতার বাধ্য হইয়া বাড়িয়া উঠে, ভবিষ্যতে সে তাঁহাদের গৌরবস্বরূপ হইবেই। মনে রাখিও, যে শিশু গুরুজনের আদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে পালন করিতে শিক্ষা করিবে, বড় হইলে সেই মানুষই সর্ব্বা-পেক্ষা উত্তমরূপে অপরকে আদেশ দিতে পারিবে। একটি বাধ্য শিশুর জননায়ক হইবার যেমন সম্ভাবনা তেমন যে শিশু সর্ব্বদা আদেশ পালনে অস্বীকার করে তাহার তাহা নাই।

শিশুকে সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে, সত্য আচরণ করিতে শিক্ষা দিবে। শুধু মুখে বলিলে হইবে না মাতাকে বাক্যে, আচরণে, ব্যবহারে ভাবে সত্য হইতে হইবে। শত শত বাক্য ও উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক শিক্ষাপ্রদ। মাতা সন্তানকে যেরূপভাবে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করিবেন অগ্রে নিজে সেইরূপ হইয়া তাহাকে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, শিশুর নিকট তাহার মাতাই তাহার আদর্শ। শিশু মাতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকরণ করে। মাতা নিজে সত্য কথা বলিবেন, বাড়ীর সমুদয় পরিজনবর্গ দাসদাসী প্রত্যেক-কেই অন্ততঃ শিশুর সম্মুখে সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিবেন। মাতা শিশুর প্রাণে মিথ্যার প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মাইয়া দিবেন। যে কেহ মিথ্যা বলিবে শিশু তাহাকে ঘৃণা করিবে, সুতরাং শিশুর ঘৃণা পাইবার ভয়ে তাহার নিকট মিথ্যা বলিবে না। ধর্ম্মপ্রাণ রামতনু লাহিড়ীর একটি শিশুকে তাহার ক্রন্দন থামাইবার জন্য গভীর রাত্রিতে দাসী এই বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল যে, "চুপ কর, রসগোল্লা দিব।" শিশু তাহা শুনিয়া চুপ করিল। লাহিড়ী মহাশয় দাসীর কথা শুনিয়া তখনি উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন বলেছ যে, একে রসগোল্লা দেবে, তখন এখনি যাও, রসগোল্লা এনে দাও।" এই বলিয়া দাসীকে সেই রাত্রিতে দোকানে পাঠাইয়া রসগোল্লা আনিয়া শিশুর হাতে দিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। এই একটি কার্য্য দ্বারা তিনি দাসীকে যেমন শিক্ষা দিলেন শিশুর নিকট সত্যরক্ষাও তেমনি করিলেন। এই মহাত্মার এই সত্যপরায়ণতার এই

একটি দৃষ্টান্ত সমগ্র মাতৃ সমাজের সম্মুখে শিশুপালনের একটি আদর্শ হইয়া রহিয়াছে শুধু নিজে ভাল হইলে হইবে না, বাটীর সকল পরিজনের, পাড়াপ্রতিবাসী সকলেরই সৎ-স্বভাবের হওয়া আবশ্যক নতুবা সন্তানকে সাধু করিয়া গড়িয়া তোলা দুরূহ ব্যাপার। পিতা মাতা নিজে সত্যবাদী হইবেন, সত্যরক্ষা করিবেন, সত্য আচরণ করিবেন এবং যে সংসর্গে শিশুকে রাখিবেন তাহাও সৎ হইবে তবে সন্তানের জন্য কোন ভয় নাই। অনেক সময় শিশু কৌতূহল বশতঃ এমন অনেক বিষয়ের কারণ জানিতে চায় যাহার প্রকৃত কারণ মাতা জানেন না। এরূপ স্থলে প্রায়ই মাতা একটা কল্পিত কারণ তৈয়ার করিয়া শিশুর কৌতূহল নিবারণ করেন কিংবা ধমক দিয়া শিশুকে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। প্রথম কার্য্য শিশুর নিকট মিথ্যা বলা এবং দ্বিতীয় কার্য্য দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক জানিবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং মাতা শিশুর জিজ্ঞাস্য বিষয়টির কারণ জানিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন এবং প্রকৃত কারণটি তাহাকে বলিবেন। শিশু জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে "আমি এখন জানিনা, পরে জানিয়া তোমাকে বলিব"।

শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা রাখা পিতামাতার কর্ত্তব্য। শিশুর সদাকাঙ্ক্ষা, সাধুভাব উৎসাহ দিয়া আরো ফুটাইয়া তুলিবে। শিশু ধর্ম্মের কোন কথা বলিলে বা জানিতে চাহিলে তাহা জেঠামি বলিয়া উপহাস করিবে না। ধর্ম্ম-ভাবের বীজ শৈশব হইতেই বপন করিবে তবে তাহা এমন দৃঢ় হইয়া বসিবে যে কখনো তাহা নষ্ট হইবে না। আমেরিকার বিখ্যাত রাজনৈতিক জন র‍্যাণ্ডলফ্ বলিয়াছেন, "শৈশবে আমার মা যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আমার ছোট হাত দুটি জোড় করিয়া তাঁহার হাতের মধ্যে লইয়া ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন তাহারই স্মৃতি, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের শত প্রলোভন, সংগ্রাম, বিপদ, কষ্টের মধ্যেও আমাকে স্থির রাখিয়াছে; নতুবা আমি নাস্তিক হইয়া যাইতাম।" জগতের কত শত বিখ্যাত লোকের মহৎ জীবনী তাঁহাদের মাতার এই ধর্ম্ম শিক্ষার প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। শৈশবে মানুষের মন সাদা থাকে, তখন যে ভাবের রেখা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইবে তাহাই দৃঢ় হইয়া বসিবে, তাহা কখনো মুছিয়া যাইবার নহে। শিশুর কোমল প্রাণে সর্ব্বদা এই ভাব দৃঢ় করিয়া দিবে যে, আঁধারে আলোকে—সজনে নির্জ্জনে—যখন যেখানে থাকিবে, যাহা করিবে মানুষ না দেখিলেও ভগবান তাহা তোমার সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে-ছেন। ইহার দৃষ্টান্ত শিশুর শক্তির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখিবে। বালকবালিকার কবিতা লিখিবার, বক্তৃতা দিবার, অঙ্কন করিবার শক্তি দেখিলে তাহা উৎসাহ দিয়া বাড়াইয়া তুলিবে; কখনো অবহেলা করিবে না। ৬।৭ বৎসরের হইলে বালকবালিকাকে কোন দায়ীত্বপূর্ণ কাজ দিয়া তাহার কার্য্য-ক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ জন্মাইয়া দিবে। যেমন একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বালকবালিকাকে একটি বাক্স তাহাদের মনোমত দ্রব্যাদিতে পূর্ণ করিয়া তাহার চাবি তাহাদের হস্তে দিয়া মাতা বলিবেন, এই বাক্স সাজাইয়া গুছাইয়া

রাখা জিনিস পত্র সাবধানে রাখা তোমাদের হাতে। আমি মাঝে মাঝে দেখিব—তোমরা কে কেমন সুন্দর করিয়া তোমাদের এই কাজ কর"। মাতার এই বাক্যে তাহারা আনন্দের সহিত এটু কাজ করিবে। ইহাতে তাহাদের দায়ীত্ববোধ, জিনিস পত্রের যত্ন লওয়া ও একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবে এবং এই জ্ঞানগুলি আনন্দ ও খেলাধুলার মধ্য দিয়াই হইবে। মধ্যে মধ্যে কোন দিন কিছু পয়সা হাতে দিয়া তাহাদের বলিতে পার যে দেখি তোমরা এই পয়সা কটি কেমন করিয়া খরচ কর এবং যে খরচ করিবে তাহার একটা হিসাব রাখিবে, যদি সদ্ব্যহার কর তবে এই পুরস্কার পাইবে। তারপর নির্দ্দিষ্টদিনে তাহাদের হিসাব দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে কে কি ভাবে খরচ করিয়াছে, কে কোন কাজে খরচ করিয়া পয়সার সদ্ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া মনে করে। যদি কেহ বৃথা কাজে পয়সা নষ্ট করিয়া থাকে, তবে তাহার কাজটি বৃথা কেন, এরূপ কাজে পয়সা ব্যয় করা উচিত হয় নাই ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ দিবে। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁহার পিতা যাহা করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। শিশুর প্রাণে সর্ব্বদা এই ভাব জাগ্রত করিয়া রাখিবে যে তাহার ভিতর অনেক শক্তি আছে, চেষ্টা করিলে সে জগতের মহৎ লোকদিগের মধ্যে আসন পাইতে পারিবে। আমেরিকার প্রত্যেক শিশু মনে করে যে কালে সে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের পদ লাভ করিবে। এইরূপে শিশুর প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিবে। সর্ব্বদা জগতের সাধু-সাধ্বী, জ্ঞানী-গুনি, স্বদেশ প্রেমিক মহাপুরুষদের আত্ম-ত্যাগের, বীরত্বের, পাণ্ডিত্যের, অধ্যবসায়ের, পরিশ্রমশীলতার, দয়ার গল্প বলিবে এবং তাঁহাদের জীবনী পড়িতে দিবে। শৈশব হইতে তাহাদিগকে মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে। তাহা হইলে তাহাদের মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। আত্মার সুপ্ত শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী জাতি আবার মানুষ হইয়া জগতের মাঝখানে দাঁড়াইবে। বাংলার প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক বালক বালিকা বাংলার জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদকে প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করা, শ্রীবৃদ্ধি সাধন করার ভার বাংলার প্রত্যেক নবীনা মাতার হস্তে ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে বঙ্গ জননীর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন অথবা মলিন করিতেও পারেন।

(ক্রমশঃ)

কুলের কথা ।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

"কুল" সকলেই খাইয়া থাকেন, কিন্তু 'কুলে'র যে সকল রোগনাশিনী শক্তি আছে তাহা সাধারণ পাঠক অবগত নহেন, এজন্য আমরা অদ্য 'কুলে'র কথা বলিব। কুলের সংস্কৃত নাম—বদর, কুল ও বরই। হিন্দী নাম—বের।

হিক্কা রোগে কুলের বীজ।—কুলবীজ ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থ যে শাঁস পাওয়া যায়, ঐ শাঁস স্তন দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে হিক্কা রোগের উপশম হইয়া থাকে। যাবৎ হিক্কা থাকিবে তাবৎ কাল মধ্যে মধ্যে সেবন করাইবে।

কাস রোগে—কুল বীজের শাঁস দধির মাতের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে কাস রোগ উপশমিত হয়।

স্বরভেদ ও কাসে—কচি কুলের পাতা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ ও কাস প্রশমিত হয়।

অতিসারে—কুল গাছের মূলের ছাল চূর্ণ দুই আনা একটু মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্তি হয়।

প্লীহোদরে কুলের পাতা।—প্লীহা অতি বৃদ্ধিবশতঃ উদরী রোগে পরিণত হয়, ইহাতে জলোদরী রোগীর ন্যায় পেটের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুলের পাতা তিল তৈলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্লীহার স্থানে মর্দ্দন করিবে, তৎপর হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে প্লীহার স্থান টিপিতে থাকিবে, এইরূপ প্রত্যহ করিবে। রোগী কেবল দুগ্ধ সেবন করিবে। অন্নাদি ভোজন নিষেধ। এই নিয়মাধীনে থাকিলে প্লীহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া উদর স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইবে।

রক্তাতিসারে—চারি আনা পরিমিত কুল গাছের মূলের ছাল ছাগী দুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু সহ সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

প্রদরে—বীজ রহিত কুল চূর্ণ চারি আনা, ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর উপশমিত হইয়া থাকে।

স্থূলকায়ে কুলের পাতা—অতি স্থূল ব্যক্তি প্রত্যহ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ কুলের পত্র কাঁজিতে পেষণ করিয়া সেবন করিলে দেহ কৃশ হইবে।

আমাশয়ে কুলের পাতা—চারি আনা পরিমাণ কুলের পাতা দধির সহিত পেষণ করিয়া, পুনরায় দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে রক্ত আমাশয় ও সাদা আমাশয় নিবৃত্তি হয়।

ফোড়া পাকায়—কুলের পত্র বজ্র ডুমুরের পত্রের দ্বারা পুলটীশ দিলে অপক্ক ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

বসন্ত রোগে কুল—বীজহীন কুলচূর্ণ

ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে বাত-পিত্ত-কফজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

মন্দাগ্নিতে কুলের বীজ—যাহাদিগের ক্ষুধা মান্দ্য হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কুলের বীজের শাঁস জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

রক্তপিত্তে কুলের পত্র—মুখ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে কচি কুলের পত্র চারি আনা, মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্ত বমন নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

মসূরিকা বা বসন্ত বোধ হয় বাঙ্গালার চির-ব্যাপী হইল। কলিকাতায় ইহার প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মফঃস্বলের স্থানে স্থানে এখনও ইহার আক্রমণের কথা শুনা যাইতেছে। মেদিনীপুর-কাঁথির সহযোগী "নীহার" জানাইতেছেন,—

জ্বর ও বসন্ত এখনও স্থানে স্থানে লাগিয়া রহিয়াছে। জ্বরেও লোক আক্রান্ত হইতেছে।

সহযোগী "মেদিনীপুর হিতৈষী" ও ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন,—

মেদিনীপুর জেলায় সর্ব্বত্রই এখনও ভীষণ জ্বর, বসন্ত, কলেরা ও আমাশয়াদির প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে নিউমোনিয়াতেও বহুলোক মরিতেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংবাদও অনেক স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। খুলনার সহযোগী "খুলনাবাসী"তে প্রকাশ,—

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব।—ডুমুরিয়া থানা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব বিশেষভাবে বাড়িয়াছে। ডুমুরিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু যতীন্দ্রনারায়ণ গুহ রায় গত সপ্তাহে ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বাসায় আরও কয়েকজন ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ তো বাঙ্গালীর পক্ষে চির-সহনশীল। বাঙ্গালায় ইহার আক্রমণ বার মাসই অল্প বিস্তর আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষার অন্তে ইহার বিশেষভাবে প্রকোপ হইয়া থাকে। এবার বাঙ্গালায় বর্ষার পূর্ব্বেই ইহার আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। "ঢাকা-প্রকাশ" সংবাদ দিতেছেন,—

এবারকার জ্বরের প্রবল আক্রমণে চাঁদপ্রতাপের অধিকাংশ অধিবাসী দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই জ্বর-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন বাড়ীর প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী; যাহার উত্থানশক্তি রহিত হয় নাই, তাহাকেই অন্য রোগীদের পথ্যাদি কোনমতে দিতে হইতেছে। ঐ সকল বাড়ী দেখিলে ক্ষুদ্র হাসপাতাল বলিয়া মনে হয়। দরিদ্র গৃহস্থদের অনেকে অর্থের অভাবে ঔষধ ও পথ্যের যোগাড় করিতে পারিতেছে না। এই জ্বরের লক্ষণও অতি অদ্ভুত; অধিকাংশ জ্বরের পূর্ব্বভাব কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রথম দিন সামান্য জ্বর হয়, এবং অল্পকাল মধ্যেই কমিয়া যায়; তৎপর দিবস শরীর ভালই বোধ হইয়া থাকে।

কিন্তু তার পর দিনই রোগী জ্বরের প্রবল আক্রমণে অস্থির হইয়া পড়ে। এই জ্বরে পিত্ত খুব বৃদ্ধি পায়, এবং তৎফলে শরীরে বিশেষতঃ মাথায় অতিমাত্রায় প্রদাহ হইয়া থাকে। চিকিৎসাদির ত্রুটিতে অনেকেরই জ্বরের গতি মন্দর দিকে যাইতেছে। দুঃখের বিষয়, এ অঞ্চলে অনেক কাল হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব।

বাঙ্গালাদেশ যেরূপ রোগ-প্রবণ, বাঙ্গালাদেশে সে পরিমাণ চিকিৎসকের কিন্তু একান্তই অভাব। সরকারি হিসাবেই প্রকাশ, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার তুলনায় এখনও চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন। আধিব্যাধির লীলানিকেতন বাঙ্গালাদেশকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গালী ছাত্র যাহাতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ময়মনসিংহের "চারুমিহির" বলিতেছেন,—

এই নগরে একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য গত পূর্ব্ব শুক্রবার দিবস স্থানীয় টাউনহলে জনসাধারণের যে সভা হইয়াছিল সেই সভায় ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান বাবু শশধর ঘোষ সেটেলমেন্টের উদ্বৃত্ত টাকা এই জেলায় মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনোদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার কথা উত্থাপন করেন এবং তজ্জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে এই স্থানে যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে ঐ সমিতির প্রতি শশধর বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবার ভারার্পণ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, গবর্ণমেন্ট জনসাধারণ হইতে গৃহীত এই টাকা দ্বারা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনে সহায়তা করিবেন।

কলিকাতার মেডিকেল কলেজে আসাম হইতে প্রতিবৎসর মাত্র ৬জন করিয়া ছাত্র গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। শিলচরের "সুরমা" এই উপলক্ষে বলিতেছেন,—

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রতিবৎসর আসাম হইতে ৬ জন ছাত্র লওয়া হয়। এই ছয় জনের তিন জন ব্রহ্মপুত্র ভেলির এবং বাকী তিন জন আসাম ভেলির। আসামের লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বলিতে হয়—আসাম বিশেষতঃ শ্রীহট্ট কাছাড় হইতে আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র লইবার ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

জল কষ্টই যে বাঙ্গালায় রোগপ্রবণতায় কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া বাঙ্গালীর জল কষ্টেরই ফলসম্ভূত। বাঙ্গালার কলেরা বাঙ্গালীর জলকষ্টের সর্ব্ববাদী সম্মত ভীষণ ফল। কিন্তু এ জলকষ্ট দূর করিবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা কি করিতেছি? জেলাবোর্ড এবং লোক্যালবোর্ড প্রভৃতি হইতে প্রতিবৎসর এই জলকষ্ট নিবারণ কল্পে কিছু কিছু অর্থব্যয় করা হয় বটে কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। নদীয়া জেলার দৌলতপুর অঞ্চলের জলকষ্টের পরিচয় প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরের "বঙ্গরত্ন" বলিতেছেন,—

নদীয়া জেলার থানা দৌলতপুরের অন্তর্গত পাকুড়িয়া ও মহিষকুণ্ডী গ্রামের নিকটবর্ত্তী ৩।৪ মাইল মধ্যে কোন নদী বা পানীয় জলের উপযুক্ত ইন্দারা বা পুষ্করিণী না থাকায় পল্লীবাসীর ভীষণ জলকষ্ট হইয়াছে। একেই অন্নাভাব, তাহার উপর জলকষ্ট। গরীব কৃষকগণ গ্রীষ্মকালে উপায় বিহীন হইয়া বাধ্য হইয়া অপরিষ্কার জল পান করিয়া নানাবিধ সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। আশা করি নদীয়া জেলাবোর্ডের ও কুষ্টিয়া লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মেম্বার মহোদয়গণ তদন্ত করিয়া গরীব পল্লীবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ করতঃ তাহাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

এই জলকষ্ট উপলক্ষ করিয়া যশোহরের মুখপত্র "যশোহর" কি বলিতেছেন তাহাও শুনুন,—

বাজারে সর্ব্বত্র নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসের মূল্য হ্রদ্ধ করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। মাগুরায় চাউলের মণ ১৩২ টাকা। কাপড় কাগজের কথা ত না বলিলেও চলে। তদুপরি ভীষণ জলকষ্ট। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমের সুজলা মাতৃভূমি যেন পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। মাঘ মাসের প্রথম হইতেই জলের পল্লীতে পল্লীতে পিপাসিতের আর্ত্তনাদ শ্রুত হয়, যশোহর আবার সকলকে লাঞ্ছিত করিয়াছে। পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী ও দীঘিগুলির কতকগুলি শুকাইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শৈবালদামে আচ্ছন্ন হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে ছয়মাই গ্রামবাসীগণকে কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া কোনমতে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়, ফলে পৌষ মাঘ মাসের আরম্ভেই গ্রামে গ্রামে তাণ্ডবনৃত্য, আর সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু। এই জলকষ্টের বিষময় ফল জননী ভগিনীগণকেই বেশী ভোগ করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, অনেক গ্রামের কুলাঙ্গনাদিগকে পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় স্বজনের পিপাসার একবিন্দু বারি প্রদানের জন্ত এক মাইল দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া কাদাজল সংগ্রহ করিতে হয়।—অচিরে এই জলকষ্ট দূর করিবার জন্ত আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে কি?

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে খুলনার উড্‌বর্ণ হাসপাতালটি নাকি অর্থাভাবে অচল হইবার মত হইয়া পড়িয়াছে। খুলনার সুহৃদ্‌যোগী "খুলনাবাসী"ই এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন,—

স্থানীয় উডবর্ণ হাসপাতালটী অর্থাভাবে অচল হইবার মত হইয়াছে। রীতিমত চাঁদা আদায় হয় না, অথচ দৈনন্দিন ব্যয় বাড়িতেছে, কাজেই অনাটনও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আমরা শুনিলাম, স্থানীয় মিসনরী মিঃ মিলনে সাহেবের পত্নী হাসপাতালের চাঁদা আদায় করিবার জন্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মিসেস্ মিলনে কৃতকার্য্য হইলে খুলনাবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইবেন।

খুলনার গণ্যমান্ত অধিবাসীদিগেরও এজন্ত চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা খুলনার স্বদেশ-সেবকদিগকে সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

মূত্র শৌচ।

[ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।]

(১৩২৬ পৌষ সংখ্যার ১৬৮ পৃষ্ঠার পর।)

রক্তের যে সকল বিষাক্ত অংশ মূত্র রূপে দেহ হইতে নির্গত হয় তাহার তীব্র বিষ ক্রিয়া এতই অধিক যে, দশ দিনকাল কোন একটী স্থানে মূত্র পরিত্যক্ত হইলে তৎ স্থানের স্বভাব জাত তৃণ গুল্মাদির জনন শক্তি বা বীজ নষ্ট হইয়া যায় এবং পূর্ব্বজাত দূর্ব্বা প্রভৃতি তৃণ গুলি যে সত্ত সত্তই দগ্ধ হয় তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সুতরাং মূত্র পদার্থ যে

তীব্র বিষাক্ত তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই বিষাক্ত পদার্থ দেহের কোন অংশে অথবা বস্ত্রাদিতে লাগিলে সেই সকল স্থানও যে বিষাক্ত হয় তাহা অতি সহজেই বোধ গম্য হইবার কথা। উক্ত বিষাক্ত পদার্থ যাহাতে দেহের কোনো অংশে বা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইয়া ভাবী কোন অনিষ্ট উৎপাদন করিতে না পারে সেই নিমিত্তই মূত্র শৌচের ব্যবস্থা। "শরীর-মাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্।" এই সার বচনটিতে স্পষ্টই উচ্চকণ্ঠে বলা হইয়াছে যে শরীর রক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষাই ধর্ম্ম রক্ষা। একালে স্বাস্থ্য-রক্ষাই ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ক বহু পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াও যে শিক্ষকগণকে মূত্র শৌচে-পরাঙ্মুখ দেখা যায়, সেই দুঃখেই নানা কথার উল্লেখ করিতে হয়। ফলতঃ যাহা অস্বাস্থ্যকর তাহাকেই অপবিত্র এবং অধর্ম্ম জনক বা অশৌচকারক ইত্যাদি শব্দে প্রাচ্য-শাস্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা সদাচার, ধর্ম্ম বা পবিত্রতা ইত্যাদি শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ব্যঙ্গ পূর্ব্বক কুটিল কটাক্ষপাত করেন ওদিকে স্বাস্থ্য অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ছুটা-ছুটি করেন, তাঁহাদের বুঝিবার জন্যই এতগুলি কথার অবতারণা করিতে হইল। নতুবা শাস্ত্র-বাক্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া ব্যবস্থা গুলি লিখিলেই যথেষ্ট হইতে পারিত। এক্ষণে নিয়ে আমরা যথা শাস্ত্র মূত্রশৌচের ব্যবস্থাদিতে কাল ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ভাবেই ব্যাখ্যা করিলাম। এজন্য সদাচার পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিতগণ আমা-দের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মূত্র ত্যাগান্তে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মূত্রদ্বারে একবার মৃত্তিকা লেপন করতঃ জলদ্বারা ধৌত করিয়া ফেলিবে, অনন্তর হস্তদ্বয়ও মৃত্তিকা-দ্বারা লেপন করিয়া পরিষ্কার ভাবে ধুইয়া ফেলিলে, তৎসঙ্গে পাদ দ্বয় ধৌত করিয়া পবিত্র হইলাম জ্ঞানে ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে। মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক জল দ্বারা ধৌত করিলে কোনরূপ রোগবীজ দেহ বা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইবার ভয় এককালে বিনষ্ট হয় বলিয়াই ঐরূপ ব্যবস্থা। দিবসের শৌচ বিধি যাহা ব্যবস্থা আছে রাত্রে তদপেক্ষা অর্দ্ধেক করিলেই চলে। আবার আজকাল রেল বা ষ্টীমারাদিতে উহার মৃত্তিকা প্রয়োগ চলে না বলিয়া যে সকল অপবিত্রতার কারণ উপস্থিত হয়; তাহার সংশোধন কল্পে যথাস্থানে উপনীত হইবার পর বস্ত্রাদি পরিত্যাগ এবং মৃত্তিকা শৌচ ও যথাসাধ্য প্রক্ষালন বা স্নানাদি দ্বারা শৌচ হইয়া পবিত্র চিত্তে বিষ্ণুস্মরণ করিলেই পবিত্র হওয়া যায়। কোন অনিবার্য্য কারণে বা পথ পর্য্য-টন প্রভৃতি কালে জল দুষ্প্রাপ্য হইলেও কদাচ মূত্রাদির বেগ ধারণ না করিয়া বিনা শৌচেই পরিত্যাগ করিবে কিন্তু পরবর্ত্তী কালেই যথা-স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ শৌচ ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত রাত্রিকালের শৌচের অর্দ্ধেক ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। নিতান্ত অক্ষম রোগীর পক্ষে শুশ্রূষা-কারীগণ কর্ত্তৃক যথাসম্ভব শৌচের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। কারণ শৌচ কার্য্যে রোগ আরোগ্য পক্ষেও সাহায্য হয়। শৌচাচার বিহীন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হয় বলিয়া সকল কার্য্যই নিষ্ফল হয়। এই নিমিত্ত স্বাস্থ্যকারীগণ যত্নের সহিত শৌচাচার প্রতিপালন করিবেন।

বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুইপ্রকার।

মৃত্তিকা এবং জলদ্বারা বাহ্য শৌচ আর মনোভাব শুদ্ধি দ্বারা অন্তর শৌচ সম্পন্ন হয়। পর্ব্বতপ্রমাণ মৃত্তিকা বা বহু পরিমাণ গঙ্গাজল দ্বারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বারম্বার স্নাত হইলেও মনোভাবদুষ্টব্যক্তি শুদ্ধ হয় না। এজন্য মনোভাব শুদ্ধির অত্যন্ত আবশ্যক। বাহ্য শৌচাদির দ্বারা নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়াছি জ্ঞানকরতঃ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ স্মরণ করিলেই মনোভাব শুদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য শৌচাদির পরে আচমনপূর্ব্বক শুদ্ধ হইলাম জ্ঞানে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। যেস্থানে শৌচকৃত হইবে পরিমিত জলদ্বারা সে স্থানকে শোধন করিবে। নতুবা শৌচকৃত অপবিত্র স্থানে রোগবীজ জন্মিয়া ভাবী অমঙ্গলের কারণ হয়। এজন্য যে ব্যক্তি ঐস্থান শোধন না করে তাহার শৌচ সিদ্ধি হয় না।

শৌচানন্তর গোময় বা মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ জন্য পাত্র মার্জ্জন করিয়া পূর্ব্ববৎ আচমনপূর্ব্বক সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিকে যথাসম্ভব দর্শন করিবে। এবং পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু স্মরণ করিবে। অনন্তর আবার জলপাত্রে পবিত্র জল গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখ হইয়া প্রথমে বাম পরে দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবে। দৈবকার্য্যে পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখে আর পিতৃকার্য্যে দক্ষিণ মুখ হইয়া উক্তরূপে পাদপ্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। ইহার প্রত্যেক ব্যাপারের সহিতই গুঢ়তম বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে। এজন্য ইহা কেন করিব? উহা কেন করিব না? এরূপ 'কেন' উত্তর অন্বেষণ করিয়া এই ব্রহ্মচর্য্যবিহীন বিকৃত মস্তিষ্কে সে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষণের অধিকার চর্চ্চা না করাই আধুনিক হীনস্বাস্থ্য ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ লোক কল্যাণকর হিন্দুশাস্ত্রে যে অবৈজ্ঞানিক নিষ্প্রয়োজনীয় কতকগুলি বাজে কথা লিখিয়া শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসে আপ্ত বাক্যে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক যথা শাস্ত্র শৌচাচারের যতদূর বর্ত্তমান কালানুসারে সম্ভবপর তাহা অবশ্য করণীয়।

উক্তরূপে প্রথমে পাদদ্বয় ও পরে হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া দন্তধাবন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

দন্তধাবন।

মুখবিবর পর্য্যুষিত থাকিলে মানব নিত্যই রোগগ্রস্থ হয়। অতএব সযত্নে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ-পূর্ব্বক এক একটি করিয়া দন্ত বিশিষ্টভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে। যে ব্যক্তির পর্য্যুষিত দুর্গন্ধযুক্ত মুখবিবর, সে পুয় শোণিত এবং কফপিত্ত সমন্বিত কলুষিত হয়। এ নিমিত্ত দন্তধাবন অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানকালে দন্তধাবন জন্য যতপ্রকার ঔষধ বা সুগন্ধি চূর্ণ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তদপেক্ষা সুস্থ দন্তের পক্ষে দন্ত কাষ্ঠই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঋষিগণ বহুবিধ দন্তকাষ্ঠের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে উক্ত আছে যে দ্বাদশাঙ্গুলী দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সরল গ্রন্থিবিহীন ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগটি কোমল কূর্চ্চকাকার (ব্রাসের মত) প্রস্তুত করিয়া তদ্বরা দন্তবেষ্টিত মাংসে আঘাত না লাগে এমত ভাবে একটি একটি দন্ত ধীরে ধীরে ঘর্ষণ পূর্ব্বক পরিষ্কার করিবে।

মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সর্ষপ তৈল,

সৈন্ধবলবণ ও তেজবন্ধ চূর্ণ দ্বারা দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ অবচূর্ণিত করিয়া প্রত্যহ দন্ত শোধন করিবে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত দণ্ডকাষ্ঠ সকল প্রসিদ্ধ।

মধুর রস কাষ্ঠের মধ্যে মৌলকাষ্ঠ প্রশস্ত, কটু রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে করঞ্জ, তিক্ত রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে নিম্ব ও কষায় রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে খদির কাষ্ঠ প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন কাল ও দোষ এবং প্রকৃতি অনুসারে যেস্থলে যেরূপ রসবীর্য্য হিতকর তৎস্থলে সেইরূপ গুণবিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বিরসতা, দন্ত বা জিহ্বার রোগসমূহ অথবা যে কোন মুখরোগ উৎপন্ন হইতে পারিবে না, এতদ্ভিন্ন মুখের রুচি, নির্ম্মলতা এবং লঘুতা উৎপন্ন হইবে।

আকন্দ কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে বীর্য্যবান হয়, বট কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে দেহের কান্তি, করঞ্জ কাষ্ঠের দন্তধাবনে জয়লাভ, পাকুর কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে অর্থ সম্পত্তি বর্দ্ধন, বদরী কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে মধুর ধ্বনি, খদিরকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে মুখের সুগন্ধি, বিল্বকাষ্ঠের দন্তধাবনে অতুল ধনবান, যজ্ঞডুমুরের দন্তধাবনে বাক্‌সিদ্ধি, আম্রকাষ্ঠের দন্তধাবনে নিরোগী, কদম্ব কাষ্ঠের দন্তধাবনে ধারণাশক্তি ও মেধা, চম্পক বৃক্ষের দন্তধাবনে দৃঢ়মতি, শিরীষ বৃক্ষের দন্তধাবনে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধি ও আরোগ্যদেহ, আপাঙ্গ দ্বারা দন্তধাবনে ধারণাশক্তি মেধা ও বুদ্ধি এবং সুস্বরলাভ, দাড়িম্ব, অর্জ্জুন ও কুটজ বৃক্ষের দন্তধাবনে দেহ সৌন্দর্য্য, জাতীপুষ্প তগরপুষ্প ও মান্দার পুষ্পের কাষ্ঠের দন্তধাবনে দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিষিদ্ধ দন্তকাষ্ঠ।

গুবাক, তাল, হেতাল, কেতকী, বৃহত্তৃণ, খর্জ্জুর ও নারিকেল এই সাত প্রকার বৃক্ষকে তৃণরাজ বলে। ইহাদের যে কোনটির দ্বারা দন্তধাবনে চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

দন্তধাবনের অযোগ্য ব্যক্তি।

গলরোগী, তালু রোগী, ওষ্ঠ বা জিহ্বা-রোগী, দন্ত ও মুখক্ষত রোগী, এবং মুখশোথ রোগী দন্তধাবন করিবে না। এতদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, ও যাহার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় নাই, তাহাদের পক্ষে আর শ্বাস, কাশ, বমি, হিক্কা ও মূর্চ্ছা এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এবং মদরোগ, শিরোরোগ এবং পিপাসিত ও শ্রান্ত, এবং মদ্যপানে ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষেও অর্দ্দিত রোগে, কর্ণশূলে, নেত্ররোগে, নবজ্বরে এবং হৃদ্রোগে কদাচ দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না।

কেবল সুস্থব্যক্তি উক্তপ্রকারে যে কোন হিতকর কাষ্ঠদ্বারা দন্তগুলি পরিষ্কার করিয়া লইয়া জলদ্বারা মুখ ধৌতকরতঃ জিহ্বা নির্লেখন করিবে।

জিহ্বা নির্লেখন

সুবর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র নির্ম্মিত অথবা দন্তধাবন যোগ্য কোমলতর কাষ্ঠ চিরিয়া তদ্দ্বারা কিম্বা কোন কোমল, স্নিগ্ধ জিব ছোলা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে জিহ্বা নির্লেখন করিলে জিহ্বার মল, বিরসতা, দুর্গন্ধ ও জড়তা বিনষ্ট হয়।

দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনান্তর শীতল ও পরিষ্কার জল দ্বারা বারংবার গণ্ডূষ ধারণ ও কুলকুচা করিয়া মুখবিবর সুন্দর রূপে

পরিষ্কার করিলে, কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত হইয়া মুখবিবর বিশোধিত হওয়ায় দেহ স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলে কফ, অরুচি, মুখগত মল ও জিহ্বা এবং দন্তের জড়তা বিনষ্ট এবং মুখের লঘুতা সম্পাদন হয়। কিন্তু বিষ, মূর্চ্ছা ও মদাত্যয় রাজযক্ষ্মা এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি গণ্ডূষ ধারণ করিবে না। উৎকুপিত চক্ষু বা কুপিত মলযুক্ত, ক্ষীণ, এবং রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষেও উষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ প্রশস্ত নহে।

উক্তরূপে মুখ প্রক্ষালন করিয়া পরে যথাসাধ্য মুখপূর্ণ করিয়া জল গ্রহণ করতঃ মুখবন্ধ করিয়া চক্ষুতে কুড়ি বার জলের ঝাপটা দিতে হয়। ইহাদ্বারা চক্ষুর জ্যোতিঃ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাই যোগীগণের অভিপ্রায়, তাঁহারা আবার এরূপও বলিয়া থাকেন যেন মল বা মূত্রত্যাগকালীন যদি উভয় পাটি দন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া দাঁতে দাঁতে সংযুক্ত অবস্থায় ত্যাগ শেষ করা যায়, তাহাতে আমরণ কাল পর্য্যন্ত দন্ত স্থায়ী ও নীরোগ থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন।—আগামী বর্ষে নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের অধিবেশন বোম্বে নগরীতে হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।—আমাদের পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এবার এই কলেজের ৫ম বর্ষ আরম্ভ হইবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি কল্পেই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত যতগুলি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সকলেই ইহার শিক্ষা প্রণালীর প্রশংসা করিতেছেন। প্রকৃত চিকিৎসক হইতে হইলে শল্য চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন যে একান্ত কর্ত্তব্য এই কলেজের পরিচালকগণ তাহারই প্রতি সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিয়া এই কলেজের শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উৎসাহ প্রদান।—এই কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ছাত্রবৃন্দকে উৎসাহ প্রদানের জন্য মাননীয় কর্ণেল ব্রাউন পূর্ণ এক বৎসর কালের জন্য একটি ৫ টাকার স্কলারসিপ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের মিঃ ডিক্রুজ এই কলেজের প্রথম ছাত্রকে একটি সুবর্ণ পদক দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আরও অনেকগুলি স্কলারসিপ এবং মেডেল এই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রদান করিবেন। যে সকল মহোদয় এই কলেজের উন্নতি কল্পে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের সকল অধিবাসীরই নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ, কারণ এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজটিই একমাত্র বাঙ্গালাদেশে আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতেছে

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত।

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র বিভূষিত ৩খণ্ডে বাঁধাই—চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১॥০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালাঃ—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২॥০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য ॥৵০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ॥০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১।০
শ্যামারহস্য ॥৶০
তারারহস্য ॥০
শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥০

যোগ শাস্ত্রমালাঃ—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষটচক্রভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—।০, পবনবিজয়স্বরোদয়—।০, হঠযোগ প্রদীপিকা—॥০ আট আনা।

গ্রন্থমালাঃ—

নরোত্তম দাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১৲ বাঁধাই ১।০।
শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধাই ১॥০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধা ১।০
শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৷৹০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।০, নারদদূতম্ ৵০, বৈরাগ্যশতকম ৵০, হংসদূতম্ ৵০, পদাঙ্কদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞান-তরঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ॥০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণীঃ—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৶০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৶০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনূদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি :—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-হোম যোগ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১।০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্বঃ—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল্য ১।০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতি চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সম্বলিত। [illegible] ॥০ আট আনা।

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত
হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত

তিব্বে-মসিহা

বা

সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ৶০ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা

বা

হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভার কাঁগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান

বেগম বাহার ইউনানি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ. ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন।

'বঙ্গদর্শন' নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই 'বঙ্গদর্শন' পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি

চারি বৎসরের চারি খণ্ড 'বঙ্গদর্শন'

আমরা প্রকাশ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নিতান্ত দুর্ল্লভ ও সাধারণের অনধিগম্য। এক সেট সম্পূর্ণ 'বঙ্গদর্শন' যদি বা পাওয়া যায়, তাহাও ১৫০ দেড় শত, ২০০, দুই শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয় জন 'বঙ্গদর্শন' চোখে দেখিয়াছেন? সাহিত্যের যে মন্দাকিনী-ধারায় বাঙ্গালা নবজীবনে সঞ্জীবিত, 'বঙ্গদর্শন' যে তাহার গঙ্গোত্রী, তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে? সেই 'বঙ্গদর্শন' আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ

'সাহিত্যের গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। এত অল্প—নামমাত্র মূল্যও তাঁহাদের জন্য। কিন্তু কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কালে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাপিব না। গত ত্রিশ বৎসর যাঁহাদের অনুগ্রহ পাইয়াছি, সাহিত্যের গ্রাহকগণকেই সর্ব্বপ্রথমে 'বঙ্গদর্শন' হস্তগত করিবার সুযোগদানে আমরা বাধ্য। এই জন্য, তাঁহাদের পক্ষে—

প্রথম বৎসর মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না—'সাহিত্যে'র সেই 'বঙ্গদর্শন' গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে যে যে অক্ষরে, যে ভাবে ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ ইহা—

FAC-SIMILE সংস্করণ।

যাঁহারা চৈত্র মাসের মধ্যে 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার সাহিত্য।

২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি কৃত

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগনির্ণয়ের জন্য ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত।

মূল্য সংস্কৃত ৩৲ ও বাঙ্গালা ২৲।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১॥০ টাকা।

কুমার তন্ত্র।

কুমারচর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১॥০।

বিষ তন্ত্র।

মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১॥০।

রাজবৈদ্য স্বর্গীয় বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত

বনৌষধি দর্পণ।

বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রয়েল ৮০১ পৃঃ, মূল্য ৪৲ ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ ও গাছগাছড়ায় চিকিৎসা করিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদ কলেজে পঠিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কালেজের জন্য কিনিয়াছেন। ইহা দ্রব্যের গুণ, পরিচয় পরীক্ষা নব্য ডাক্তার ও চরক সুশ্রুতাদির মতে কোন রোগে প্রয়োজ্য, ইতিহাস, বাণিজ্য উৎপত্তি, ভাবানাম প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত

ভৈষজ্য মণিমালিকা (১ম খণ্ড)

পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া-পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ॥৵০ আনা, বাঁধান ১৲।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল্-এম্-এস্ কৃত।

প্রত্যক্ষ শারীরম্।

গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শারীর বিদ্যার বিলোপ ঘটিয়াছিল। সেই শারীর বিদ্যার উদ্ধার সাধনার্থ বেদ, উপনিষদ্ তন্ত্র ও চরক-সুশ্রুতাদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা এবং ভোজসংহিতাদি প্রাচীন শল্যতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমুদ্রমন্থন করিয়া ও স্বহস্তে শবচ্ছেদ করিয়া মনস্বী গ্রন্থকার এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মূল্য ৫৲ টাকা।

পুস্তকগুলির জন্য ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেণ্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জনের নিকট পত্র লিখুন।

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিশুদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা—

৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের এই ঔষধালয়ে বহুদর্শী, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রীয় তৈল, ঘৃত, মোদক, অরিষ্ট, মকরধ্বজ ও পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে।

বিশুদ্ধ কস্তুরী, পদ্মমধু, ব্যাঘ্রবসা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য জিনিষও এখানে পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত কয়েকটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—

প্রমেহ শান্তি সুধা—সর্ব্বজন প্রশংসিত আমাদের এই সুরপূজ্য সুধাসম 'সুধা' সেবনের পর প্রমেহ রোগের (গণোরিয়ার) পুঁজপড়া, জ্বালা মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হ্রাস হইতে থাকে। ইহাতে প্রমেহের (গণোরিয়ার) বিষ অত্যল্প কালমধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা তিন শিশি একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকা।

স্বর্ণঘটিত অমৃত রসায়ন—ইহা সুস্বাদু, তেজস্কর, ক্ষুধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও রক্ত শোধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজী সালসা। বাজারের সর্ব্বপ্রকার সালসা হইতে শতসহস্র গুণে উপকারী। ব্যবহারে কোন প্রকার বাঁধা নিয়ম নাই। উপদংশ ক্ষতের জন্য ইহার সহিত "সুকান্তিমলম" ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মূল্য প্রতিশিশি ২৲ দুই টাকা। সুকান্তিমলম প্রতিশিশি ।০ আট আনা।

শক্তিসঞ্চার ঘৃত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণশুক্র ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ ১ শিশি ২৲ দুই টাকা।

শুক্রবল্লভ—স্বপ্নদোষ ও শুক্রমেহ রোগের মহৌষধ ১ শিশি ১৲ এক টাকা।

বাধক নিসূদন—যাবতীয় বাধক রোগের মহৌষধ। ১ এক কৌটা ২৲ দুই টাকা।

গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদারটিংচার ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥৵০, ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০, ২ ড্রাম ।৵০, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵০, ২ ড্রাম ॥০, ১০০, ও ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা।—৫ম সংস্করণ, ৩১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৸০।

২। চিকিৎসাদর্পণ।—(প্র্যাকটিস অব মেডিসিন) ২য় সংস্করণ, ৮১৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৭৲ টাকা, আবাধাই ৬।০ টাকা।

৩। ওলাউঠা চিকিৎসা।—মূল্য ।৵০।

৪। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপীয়া।—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০ টাকা।

৫। ভৈষজ্য-দর্পণ।—(মেটেরিয়া-মেডিকা) মূল্য ১০৲ টাকা।

মফঃস্বল গ্রাহকদিগের পক্ষে এক অপূর্ব্ব সুযোগ।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

"আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(গ্রাহক সম্বন্ধে)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৵০ সকলকেই অগ্রিম দিতে হয়। গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সে পত্রের কোন কার্য্যই হয় না। আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, সুতরাং যে সময়ই ইহার গ্রাহক হউন, আশ্বিন হইতে সকলকেই কাগজ লইতে হইবে। কেহ কোনো সংখ্যা 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য মূল্য দিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতি মাসের ২রা তারিখের পূর্ব্বে সে পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

(বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে)

এক বৎসরের চুক্তি করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদের জন্য ভিতরের সাধারণ ১ পৃষ্ঠার মাসিক মূল্য ৮৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৪॥০ সিকি পৃষ্ঠা ২॥০ টাকা। ২॥০ টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। কভারে বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরে চুক্তিতে কভারের ২রা পৃষ্ঠায় মাসিক চার্য্য ১১৲ কভারের ৩য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১০৲ এবং কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১১৲ টাকা। রিডিং ম্যাটার বা প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে মাসিক চার্য্য ১০৲। সূচীর উপরের ও নীচের স্থানের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৬৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না। গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকাকড়ি এবং পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যা গুলিই আছে, কেবল ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটী নাই, কিন্তু ইহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। দুই বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ ৬৲ টাকায় দেওয়া যায়, মাশুল ।৵০, ৩য় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিন্ন সমস্ত সংখ্যাগুলির মূল্য ২॥০ মাশুল ।৵০ সত্বর সম্পাদকের নামে পত্র লিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা—

উপাসনা।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্,-এ পি-আর-এস্

সাময়িক সমস্যার বিশদ্ আলোচনা, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্য সমালোচনা ও মাসিক সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সমূহের সার সঙ্কলন এবং মৌলিক গল্প কবিতা প্রবন্ধাদিতে উপাসনা সজ্জিত করা হয়। নূতন ধরণের নাটক ও প্রবন্ধাদি পঞ্চামৃত, বিশ্ববাণী, পল্লীবার্ত্তা প্রভৃতি উপাসনার বিশেষত্ব। দেশের ও দশের অবস্থা বুঝিয়া জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেশের ও দশের সেবায় আমরা ব্রতী হইয়াছি, সেই জন্যই উপাসনার মূল্য অতি সুলভ,—ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র। নমুনার মূল্য মাশুলসহ ।৵০ আনা।

ম্যানেজার—উপাসনা

কায়স্থ-সমাজ।

সমাজের বহুবিধ সংস্কার সাধনাভিলাষে 'কায়স্থ-সমাজ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সামাজিক পত্রের মধ্যে এরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র অদ্যাবধি আর প্রকাশিত হয় নাই। এই মাসিকে যেমন সমাজ বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ থাকে, সেই প্রকার সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়েও অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। কখনই জাতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। দিন দিনই পত্রিকাখানি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এ নিমিত্ত আমরা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী, জাতির কল্যাণকামী, সাহিত্যসেবী, ধর্ম্মপিপাসু মহোদয়গণকে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ২॥০ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি। ডিমাই ৮ পেজী, ৮ ফর্ম্মার ৬৪ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যায় থাকে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ভ্যালুপেয়েবলে প্রেরিত হয়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক "কায়স্থ সমাজ"

চিকিৎসা জগতে

বটকৃষ্ণ পালের বিশ্ববিশ্রুত

এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক।

অদ্ভুত আবিষ্কার।

বর্ত্তমানে সর্ব্বোৎসাধনকারী ম্যালেরিয়া রোগে যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালের করাল কবলে গমন করিতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে হাস্য কোলাহল মুখরিত, শস্য শ্যামলা শত শত পল্লীভূমি আজ বিজন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনের রোল। কিন্তু হায়! ইহার কি প্রতীকার নাই? আছে বৈ কি! হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক্ সেবন করুন, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, আসামের কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর—এক কথায় সর্ব্বপ্রকার জ্বরে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। আরোগ্যান্তে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। নিয়মিতরূপে সেবন করিলে শারীরিক যাবতীয় গ্লানি বিদূরিত পূর্ব্বক ইহা টনিকের কার্য্য করিবে; এইখানেই ইহার বিশেষত্ব। গুণের তুলনায় মূল্য কিছুই নয় বলিলেই হয়। মূল্য বড় বোতল ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা। ছোট বোতল ৸৶০ চৌদ্দ আনা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট।

(কলিকাতার হেল্‌থ্ অফিসারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাব্‌লেট্‌ই একমাত্র অবলম্বন, তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাব্‌লেট্ আবিষ্কার করিয়া বহুসংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুসারে এই টাব্‌লেট্ প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি' পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মূল্য ২৫টী বটীকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸৹ বার আনা।

বি কে পাল এণ্ড কোম্পানীর

ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল বিভাগ হইতে প্রস্তুত

পীড়িতের ও দুর্ব্বলের পুষ্টিকর লঘু পথ্য

শটিফুড্।

আপনারা বিলাতী ও দেশীয় তথা কথিত বহু "ফুড্" ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রস্তুত শটিফুড্ একটি বার মাত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। এক কৌটা মাত্র ব্যবহার করিলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি অন্য কোন "ফুড্" ক্রয় করিতে আপনার প্রবৃত্তি হইবে না।

মূল্যও অতীব সুলভ। একটি বার মাত্র পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গোল্ড সালসা প্যারিলা

বা

স্বর্ণ ঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত করিতে এবং উপদংশ বিষ বিনষ্ট পূর্ব্বক শরীরে নব বল সঞ্চার করিতে ইহার সমতুল্য ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেই হয়। মূল্য—প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

এড্ওয়ার্ডস্ এরোরুট।

আমাদের এরোরুট উপকারিতায় অতুলনীয়। চিকিৎসকগণ ইহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা স্বকীয় গুণে বহু প্রদর্শনীতে সুবর্ণ পদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র অর্জ্জন করিয়াছে।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

শ্রাবণের সূচী।

গ্রাহকগণের দ্রষ্টব্য।

আগামী ভাদ্র সংখ্যায় আয়ুর্ব্বেদের ৪র্থ বর্ষ পূর্ণ হইবে। ইহার মূল্য বর্ষারম্ভের পুর্ব্বেই অগ্রিম দেওয়া নিয়ম। এ নিয়ম এবার আমরা বিশেষ ভাবে প্রতিপালন করিব। যে সকল আমাদের পৃষ্ঠপোষক, আয়ুর্ব্বেদ অনুরাগী সহৃদয় গ্রাহক প্রতিবৎসর বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই মণিঅডারে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, এবার তাঁহারা দয়া করিয়া বর্ত্তমান শ্রাবণমাসের মধ্যে, যদি পঞ্চম বর্ষের মূল্য মণিঅডার করিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব। কাগজের মূল্য ছয় গুণ, প্রেসের মূল্যও বাড়িয়া গিয়াছে, এরূপ অবস্থায় এখনকার দিনে পত্রিকাপরিচালন যে কি দুরূহ কার্য্য তাহা আমাদের সহৃদয় গ্রাহকগণ উপলব্ধি করিয়া আমাদের ন্যায্য অনুরোধ রক্ষা করিবেন আমাদের এরূপ আশা অসঙ্গত নহে।

পঞ্চমবর্ষে যাঁহাদের গ্রাহক থাকিতে আপত্তি আছে তাঁহারাও দয়া করিয়া সেই কথা এই সময়ই জানাইবেন। তাহা না জানাইয়া আমরা যখন ভিপি করিব তখন যদি ফেরৎ দেন, তাহা হইলে আমাদিগের সমূহ ক্ষতি করা হয়। ভাদ্র মাসের কাগজ ঠিক ১লা ভাদ্র গ্রাহকগণ পাইবেন। আমরা ইহার মধ্যে পঞ্চমবর্ষের মূল্য যাহাদের মণিঅর্ডারে না পাইব তাঁহাদের নিকট ঐ সংখ্যক কাগজখানি ভিপিতে প্রেরণ করিব। যাঁহারা শ্রাবণ মাসের মধ্যে আমাদিগকে কোন পত্র লিখিবেন না, পঞ্চমবর্ষের ভিপি ঐ সময় গ্রহণ করিতে তাঁহাদের কোনো আপত্তি নাই ইহা আমরা বুঝিয়া লইব, সুতরাং ভিপি প্রেরণে আমাদের কোনো অপরাধ থাকিবেনা।

সকল সহৃদয় গ্রাহকই ভিপি করিবার পূর্ব্বে মণিঅর্ডারে টাকা পাঠান ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

বিনীত সম্পাদক

সকলপ্রকার ঘায়ে তেলপড়া।

শরীরে যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন, এই দৈব 'তেল পড়ায়' অতি সত্বর নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। অগ্নিদগ্ধ পোড়া ঘায়ে ইহাতে ২।৩ দিনে উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহা ব্যবহারে অসংখ্য অসংখ্য ক্ষতগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। রোগীর নাম ও গোত্র লিখিয়া পাঠাইতে হয়। মূল্য ১ শিশি ১।০ মাশুল ।৵০।

শ্রীমতী জগদ্ধাত্রী দেবী,

হরিপুর—[illegible] বাড়ী। হরিপুর পোঃ, (নদীয়া)।

বঙ্গীয় চিকিৎসকগণের অভাবনীয় সুযোগ ! অভিনব ব্যাপার !!

বঙ্গভাষায় একমাত্র এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক বার্ষিকপত্র ও সমালোচক।

চিকিৎসা-বর্ষ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় এম, বি,

ও বহু চিকিৎসা প্রণেতা

ডাঃ শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ কর্তৃক সম্পাদিত।

ইহাতে বহুসংখ্যক আমেরিকান, বিলাতী ও ভারতীয় চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত যাবতীয় নূতন চিকিৎসা ও ভৈষজ্যতত্ত্ব সহজ বোধগম্য সরল বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে, একমাত্র চিকিৎসা-বর্ষের গ্রাহক হইলে নূতন চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষার জন্য অন্য কোন পত্রিকা লইবার আবশ্যক হয় না, সুদৃশ্য বিলাতী বাঁধাই ও উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা মূল্য ২৷৷৹ টাকা। আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইবে; প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক হইলে ২৲ দুই টাকায় দেওয়া যাইবে।

ডাঃ আর, সি, নাগ—ম্যানেজার

চিকিৎসা-বর্ষ কার্য্যালয়,

৯নং রসিক মিত্রের লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

ঢাকার বৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীপার্ব্বতিচরণ কবিশেখর F.N.B.A. (London) কর্তৃক আবিষ্কৃত।

বিনা উত্তেজনায় প্রত্যুষে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধা বৃদ্ধি নূতন অত্যাশ্চর্য্য সুস্বাদু মহৌষধ। একমাত্রা সেবনেই বাহাদুরী বুঝা যায়। সুফল না হইলে মূল্য ফেরত পাইবেন। একবার পরীক্ষার্থ একতোলা বিক্রীত হয়। তার মূল্য ৶৹ তিন আনা মাত্র। কৌটার মূল্য—৫ তোলা ৷৶৹, ১০ তোলা ১৶৹, ২০ তোলা ২৲। ইহা সেবনে পেট ফাঁপা, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বাতাজীর্ণ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, লিভারের দোষ, মস্তিষ্কের উষ্ণতা, অর্শ, অম্বল, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, পিত্তশূল রোগ, ক্রিমি, গাত্রবেদনা, প্লীহা, ও ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

ঠিকানা—আদিস্থান,—আসক লেন—ঢাকা। ব্রাঞ্চ,—২৫৬।২ অপার চিৎপুর রোড। নূতন বাজার, কলিকাতা।

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত।

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণ রঞ্জিত চিত্র বিভূষিত ৩খণ্ডে বাঁধাই—চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১॥০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালাঃ—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২॥০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য॥৶০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ॥০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ ডিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণীঃ—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲
মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১।০
শ্যামারহস্য ॥৶০
তারারহস্য ॥০
শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥০

যোগ শাস্ত্রমালাঃ—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষটচক্রভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—॥০, পবনবিজয়স্বরোদয়—॥০, হঠযোগ প্রদীপিকা—॥০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালাঃ—

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ॥০

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তমদাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১৲ বাঁধাই ১।০।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধাই ১।০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধ ১।০ শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৸০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।০, নারদদূতম্ ৵০, বৈরাগ্য-শতকম্ ৵০, হংসদূতম্ ৵০, পদাঙ্কদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞান-তরঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ॥০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণীঃ—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৶০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ।৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনূদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি :—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা হোম যোগ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১।০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্বঃ—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল ১।০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতিরচমৎকারসংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সমন্বিত। বাঁধাই মূল্য ॥০ আট আনা।

ধ্যানপ্রণামমালা।৵০ ছয় আনা।

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত

হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত

তিব্বে-মসিহা

বা

সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ৵৹ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা

বা

হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভার কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান

বেগম বাহার ইউনানি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'!

'বঙ্গদর্শন' নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই 'বঙ্গদর্শন' পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি।

চারি বৎসরের চারি খণ্ড 'বঙ্গদর্শন'

আমরা প্রকাশ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নিতান্ত দুর্লভ ও সাধারণের অনধিগম্য। এক সেট সম্পূর্ণ 'বঙ্গদর্শন' যদি বা পাওয়া যায়, তাহাও ১৫০ দেড় শত, ২০০, দুই শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয় জন 'বঙ্গদর্শন' চোখে দেখিয়াছেন? সাহিত্যের যে মন্দাকিনী-ধারায় বাঙ্গালা নবজীবনে সঞ্জীবিত, 'বঙ্গদর্শন' যে তাহার গঙ্গোত্রী, তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে? সেই 'বঙ্গদর্শন' আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ

'সাহিত্যের গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। এত অল্প—নামমাত্র মূল্যও তাঁহাদের জন্য। কিন্তু কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কালে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাপিব না। গত ত্রিশ বৎসর যাঁহাদের অনুগ্রহ পাইয়াছি, সাহিত্যের গ্রাহকগণকেই সর্ব্বপ্রথমে 'বঙ্গদর্শন' হস্তগত করিবার সুযোগদানে আমরা বাধ্য। এই জন্য, তাঁহাদের পক্ষে—

প্রথম বৎসর মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না—'সাহিত্যে'র সেই 'বঙ্গদর্শন' গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে যে যে অক্ষরে, যে ভাবে ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ ইহা—

FAC-SIMILE সংস্করণ।

যাঁহারা চৈত্র মাসের মধ্যে 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার সাহিত্য।

২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্-এ, এম্-বি কৃত

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগনির্ণয়ের জন্য ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত।

মূল্য সংস্কৃত ৩৲ ও বাঙ্গালা ২৲।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কুমার তন্ত্র।

কুমারচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১৷৷০।

বিষ তন্ত্র।

মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১৷৷০।

রাজবৈদ্য স্বর্গীয় বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত

বনৌষধি দর্পণ।

বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রয়েল ৮০১ পৃঃ, মূল্য ৪৲ ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ ও গাছগাছড়ায় চিকিৎসা করিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদ কলেজে পঠিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কালেজের জন্য কিনিয়াছেন। ইহা দ্রব্যের গুণ, পরিচয় পরীক্ষা নব্য ডাক্তার ও চরক সুশ্রুতাদির মতে কোন রোগে প্রয়োজ্য, ইতিহাস, বাণিজ্য উৎপত্তি, ভাষানাম প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত

ভৈষজ্য মণিমালিকা (১ম খণ্ড)

পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া-পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ৷৷৵০ আনা, বাঁধান ১৲।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল্-এম্-এস্ কৃত।

প্রত্যক্ষ শারীরম্।

গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শারীর বিদ্যার বিলোপ ঘটিয়াছিল। সেই শারীর বিদ্যার উদ্ধার সাধনার্থ বেদ, উপনিষদ্ তন্ত্র ও চরক-সুশ্রুতাদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা এবং ভোজসংহিতাদি প্রাচীন শল্যতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমুদ্রমন্থন করিয়া ও স্বহস্তে শবচ্ছেদ করিয়া মনস্বী গ্রন্থকার এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মূল্য ৫৲ টাকা।

পুস্তকগুলির জন্য ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেন-

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিশুদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা—

৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের এই ঔষধালয়ে বহুদর্শী, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রীয় তৈল, ঘৃত, মোদক, অরিষ্ট, মকরধ্বজ ও পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে।

বিশুদ্ধ কস্তুরী, পদ্মমধু, ব্যাঘ্রবসা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য জিনিষও এখানে পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত কয়েকটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—

প্রমেহ শান্তি সুধা—সর্ব্বজন প্রশংসিত আমাদের এই সুরপূজ্য সুধাসম 'সুধা' সেবনের পর প্রমেহ রোগের (গণোরিয়ার) পূজপড়া, জ্বালা মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হ্রাস হইতে থাকে। ইহাতে প্রমেহের (গণোরিয়ার) বিষ অত্যল্প কালমধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা তিন শিশি একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকা।

স্বর্ণঘটিত অমৃত রসায়ন—ইহা সুস্বাদু, তেজস্কর, ক্ষুধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও রক্ত শোধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজী সালসা। বাজারের সর্ব্বপ্রকার সালসা হইতে শতসহস্র গুণে উপকারী। ব্যবহারে কোন প্রকার বাঁধা নিয়ম নাই। উপদংশ ক্ষতের জন্য ইহার সহিত "সুকান্তিমলম" ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মূল্য প্রতিশিশি ২৲ দুই টাকা। সুকান্তিমলম প্রতিশিশি ।৹ আট আনা।

শক্তিসঞ্চার ঘৃত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণশুক্র ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ ১ শিশি ২৲ দুই টাকা।

শুক্রবল্লভ—স্বপ্নদোষ ও শুক্রমেহ রোগের মহৌষধ ১ শিশি ১৲ এক টাকা।

বাধক নিসূদন—যাবতীয় বাধক রোগের মহৌষধ। ১ এক কৌটা ২৲ দুই টাকা।

গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদারটিংচার ১ ড্রাম ।৵৹, ২ ড্রাম ।৶৹, ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।৹, ২ ড্রাম ।৵৹, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৵৹, ২ ড্রাম ।৷৹, ২০০, ও ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸৹, ২ ড্রাম ১।৹, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২৷৹ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা।—৫ম সংস্করণ, ৩১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৸৹।

২। চিকিৎসাদর্পণ।—(প্র্যাকটিস অব মেডিসিন) ২য় সংস্করণ, ১১৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৭৲ টাকা, আধবাধাই ৬৷৹ টাকা।

৩। ওলাউঠা চিকিৎসা।—মূল্য ।/৹।

৪। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপীয়া।—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৷৹ টাকা।

৫। ভৈষজ্য-দর্পণ।—(মেটেরিয়া-মেডিকা) মূল্য ১০৲ টাকা।

মফঃস্বল গ্রাহকদিগের পক্ষে এক অপূর্ব্ব সুযোগ।

"আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(গ্রাহক সম্বন্ধে)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৵০ সকলকেই অগ্রিম দিতে হয়। গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সে পত্রের কোন কার্য্যই হয় না। আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, সুতরাং যে সময়ই ইহার গ্রাহক হউন, আশ্বিন হইতে সকলকেই কাগজ লইতে হইবে। কেহ কোনো সংখ্যা 'কাগজ' না পাইলে সেই মাসের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য মূল্য দিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতি মাসের ২য়া তারিখের পূর্ব্বে সে পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

(বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে)

এক বৎসরের চুক্তি করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন, তাঁহাদের জন্য ভিতরের সাধারণ ১ পৃষ্ঠার মাসিক মূল্য ৮৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৪॥০ সিকি পৃষ্ঠা ২॥০ টাকা। ২॥০ টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। কভারে বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরে চুক্তিতে কভারের ২য়া পৃষ্ঠায় মাসিক চার্য্য ১১৲ কভারের ৩য় পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১০৲ এবং কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১১৲ টাকা। রিডিং ম্যাটার বা প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে মাসিক চার্য্য ১০৲। সূচীর উপরের ও নীচের স্থানের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৬৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকাকড়ি এবং পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যাগুলিই আছে, কেবল ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটী নাই, কিন্তু ইহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। দুই বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ ৬৲ টাকায় দেওয়া যায়, মাশুল ।৵০, ৩য় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিন্ন সমস্ত সংখ্যাগুলির মূল্য ২॥০ মাশুল ।৵০ সত্বর সম্পাদকের নামে পত্র লিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা—

উপাসনা।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্,-এ পি-আর-এস্

সাময়িক সমস্যার বিশদ্ আলোচনা, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যসমালোচনা ও মাসিক সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সমূহের সার সঙ্কলন এবং মৌলিক গল্প কবিতা প্রবন্ধাদিতে উপাসনা সজ্জিত করা হয়। নূতন ধরণের নাটক ও প্রবন্ধাদি পঞ্চামৃত, বিশ্ববাণী, পল্লীবার্ত্তা প্রভৃতি উপাসনার বিশেষত্ব। দেশের ও দশের অবস্থা বুঝিয়া জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেশের ও দশের সেবায় আমরা ব্রতী হইয়াছি, সেই জন্যই উপাসনার মূল্য অতি সুলভ,—ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র। নমুনার মূল্য মাশুলসহ ।৵০ আনা।

কায়স্থ-সমাজ।

সমাজের বহুবিধ সংস্কার সাধনাভিলাষে 'কায়স্থ-সমাজ' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সামাজিক পত্রের মধ্যে এরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র অদ্যাবধি আর প্রকাশিত হয় নাই। এই মাসিকে যেমন সমাজ বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ থাকে, সেই প্রকার সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়েও অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। কখনই জাতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। দিন দিনই পত্রিকাখানি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এ নিমিত্ত আমরা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী, জাতির কল্যাণকামী, সাহিত্যসেবী, ধর্ম্মপিপাসু মহোদয়গণকে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ২॥০ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি। ডিমাই ৮ পেজী, ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যায় থাকে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ভ্যালুপেয়বলে প্রেরিত হয়।

চিকিৎসা জগতে নূতন আবিষ্কার।

বটকৃষ্ণ পালের বিশ্ববিশ্রুত

এড্ওয়ার্ডস্ টনিক।

বর্ত্তমানে সর্ব্বোৎসাধনকারী ম্যালেরিয়া রোগে যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালের করাল কবলে গমন করিতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে হাস্য কোলাহল মুখরিত, শস্য শ্যামলা শত শত পল্লীভূমি আজ বিজন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনের রোল। কিন্তু হায়! ইহার কি প্রতীকার নাই? আছে বৈ কি! হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

এড্ওয়ার্ডস্ টনিক্ সেবন করুন, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, আসামের কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর—এক কথায় সর্ব্বপ্রকার জ্বরে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। আরোগ্যান্তে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। নিয়মিতরূপে সেবন করিলে শারীরিক যাবতীয় গ্লানি বিদূরিত পূর্ব্বক ইহা টনিকের কার্য্য করিবে; এইখানেই ইহার বিশেষত্ব। গুণের তুলনায় মূল্য কিছুই নয় বলিলেই হয়। মূল্য বড় বোতল ১।৵০ এক টাকা ছয় আনা। ছোট বোতল ৸৵০ চৌদ্দ আনা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট।

(কলিকাতার হেল্‌থ্ অফিসারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহাতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাব্‌লেটই একমাত্র অবলম্বন, তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাব্‌লেট্ আবিষ্কার করিয়া বহুসংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুসারে এই টাব্‌লেট্ প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি' পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মূল্য ২৫টী বটীকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৸০ বার আনা।

বি কে পাল এণ্ড কোম্পানীর

ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল বিভাগ হইতে প্রস্তুত

পীড়িতের ও দুর্ব্বলের পুষ্টিকর লঘু পথ্য।

শটিফুড্।

আপনারা বিলাতী ও দেশীয় তথা কথিত বহু "ফুড" ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রস্তুত শটিফুড্ একটি বার মাত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। এক কৌটা মাত্র ব্যবহার করিলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি অন্য কোন "ফুড" ক্রয় করিতে আপনার প্রবৃত্তি হইবে না।

মূল্যও অতীব সুলভ। একটি বার মাত্র পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গোল্ড সালসা প্যারিলা

বা

স্বর্ণ ঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত করিতে এবং উপদংশ বিষ বিনষ্ট পূর্ব্বক শরীরে নব বল সঞ্চার করিতে ইহার সমতুল্য ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেই হয়। মূল্য—প্রতি শিশি ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

এড্ওয়ার্ডস্ এরোরুট।

আমাদের এরোরুট উপকারিতায় অতুলনীয়। চিকিৎসকগণ ইহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা স্বকীয় গুণে বহু প্রদর্শনীতে স্বর্ণ পদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র অর্জ্জন করিয়াছে।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

১৩৩ বনফিল্ড লেন, কলিকাতা।

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

শিশুপালন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী]

—:•:—

শিশুর সরলতা, পবিত্রতা সযত্নে রক্ষা করিবে। তাহাদের সম্মুখে কখনো কাহারো নিন্দা করিবে না। অনেক সময় পিতামাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠেরা বালকবালিকাদের সম্মুখেই সমাজের অথবা দেশের নেতাদের নিন্দাবাদ করেন। ইহাতে তাহাদের প্রাণে শ্রদ্ধাহীনতা আসে এবং সর্ব্বদাই বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সমালোচনাতে ও পরচর্চ্চাতে সময় যাপন করে। ইহাতে তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়া যায়। কেবল অপরের দোষের সমালোচনা করিতে করিতে নিজের চরিত্রের উন্নতি সাধনের দিকে মন থাকে না, চরিত্রের অবনতি ঘটে এবং যে দোষের সমালোচনা করে—সেই দোষ নিজের চরিত্রে আসে। স্বভাব "নিন্দুকে" হইয়া যায়। শ্রদ্ধাহীনতা চরিত্রের অবনতির মূল। অতএব মাতাপিতা সতর্ক হইবেন যেন সন্তানদের প্রাণে শ্রদ্ধাহীনতা না আসে। শ্রদ্ধা চরিত্রের উন্নতির মূল। শ্রদ্ধাভাজনের প্রতি সন্তানদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা যাহাতে থাকে, পিতামাতা সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তানগণ কেবল অপরের গুণ দেখিতে যাহাতে অভ্যস্ত হয় সেই যত্ন লইবে। পরের গুণ দেখিতে দেখিতে চরিত্র উন্নত হয়, প্রাণ মহৎ হয়। সন্তানগণকে এই শিক্ষা দিবে যে প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন গুণ আছে, তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টি উদার হইবে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর গুণ দেখিতে শিখিবে। পরনিন্দা করা মহাপাপ ইহা

সন্তানকে শিক্ষা দিবে। বর্ত্তমানকালের যুবকদের উদ্ধত স্বভাব, বয়োজ্যেষ্ঠদের নিন্দা এবং গুরুজনে অশ্রদ্ধা দেখিয়া প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব-প্রধান যুগে সন্তানদের ভক্তিপ্রবণ করা কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নবীনা মাতাকে স্বাধীনতা ও শ্রদ্ধার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে।

শিশুকে কখনো মিথ্যা ভয় দেখাইবে না। "ঐ জুজু আসছে, ঐ ভূতে খেলে।"—বলিয়া শিশুকে মিথ্যা ভয় দেখাইলে শিশুর অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুর স্বভাব ভীরু, কাপুরুষ হয়; হয়ত হঠাৎ ভয় পাইয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। কিংবা চিরজীবনের জন্য স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য রোগ জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, শিশু হয়ত দুধ খাইতেছে না কিংবা কোন অন্যায় আবদার ধরিয়াছে অথবা মাতার অবাধ্য হইয়া দুষ্টামি করিতেছে, তখন মা তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন "ঐ জুজু এলো" অথবা "অন্ধকারে যাস্‌নে, ভূতে খাবে"। এই অযথা ভয় দেখান দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। এক সময়ে একটি শিশুর বাল্যকালে সে দুষ্টামী করিলে তাহার মাতা তাহাকে নিকটস্থ একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখাইয়া এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে "ঐ বৃক্ষে ভূত আছে, দুষ্টামী করিলেই তোমাকে ধরিবে"। শিশু কখনো ঐ বৃক্ষের নিকটে আর যাইত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বৃক্ষের প্রতি তাহার একটা ভীষণভাব মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। যৌবনে এই শিশু একজন বড় যোদ্ধা হয় এবং প্রৌঢ়কালে সেনাপতির পদ লাভ করেন। বহু যুদ্ধ জয়ের পর, বীরের যোগ্য প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া তিনি এক দিন মাতৃ সন্দর্শনের জন্য গৃহে যাত্রা করিলেন। বহুদিনের পর, বহু বিপদ কাটাইয়া পুত্র গৃহে আসিতেছে বলিয়া বৃদ্ধা মাতা আকুল প্রাণে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বীর পুত্র গৃহের নিকটে আসিয়া সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যার আঁধার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর দুই পা অগ্রসর হইলেই পুত্র মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। হঠাৎ তাঁহার ঐ বৃক্ষের উপরে নজর পড়িল। আর অমনি বাল্যের সেই ভয় মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি যেন দেখিলেন যে, বৃক্ষের ঘন শাখা প্রশাখার ভিতর হইতে একটি প্রকাণ্ড বিরাটকায় মানুষ মুখ ব্যাদান করিয়া দুই বিশাল বাহু প্রসারিত পূর্ব্বক তাহাকে ধরিতে আসিতেছেন। আর অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। এত বড় বীর হইয়াও তিনি বাল্য শিক্ষার প্রভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বাল্য শিক্ষার প্রভাব এইরূপ। সৎশিক্ষা দাও কিংবা অসৎ শিক্ষা দাও, যে ভাবেরই শিক্ষা দাও না কেন, তাহা একেবারে পাথরে খোদাই হইয়া যাইবে। প্রত্যেক মাতা ইহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া সন্তানের প্রাণে সৎ, মহৎ, উন্নত, উদার, ধর্ম্মপূর্ণ, সাহস ও বীরত্ব পূর্ণ ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবেন।

সন্তান অপরাধ করিলে তাহার শাস্তি স্বরূপ তাহাকে কখনো আহার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে না কিংবা কোন অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিবে না। ইহাতে শিশু

অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে, কিংবা অন্ধকারে হঠাৎ ভয় পাইয়া স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। তোমার নিজের temper র উপর যেন সন্তানের শাস্তি নির্ভর না করে। আজ যে দোষ করিয়া শিশু কোন শাস্তি পাইল না, কারণ তোমার চিত্ত আজ প্রসন্ন, কলে তোমার চিত্ত কোন কারণে অপ্রসন্ন বলিয়া শিশু সেই দোষের জন্য যদি শাস্তি পায় তবে তাহাতে তাহার কুশিক্ষা হইবে। শিশু বুঝিতেই পারিবে না যে, সে কখন্ অন্যায় করিতেছে আর কখন্ করিতেছে না। বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধ ব্যতীত সন্তানকে কখনো প্রহার করিবে না। অপরাধ করিলে তাহাকে ধমক দিয়া কিংবা তাহার প্রিয় বস্তু কাড়িয়া লইয়া শাস্তি দিলেই যথেষ্ট শাসন করা হয়। কথায় কথায় প্রহার করিলে শিশু আর প্রহারকে গ্রাহ্য করিবে না, তখন আর সে কোন শাস্তিকেই ভয় করিবে না।

শৈশবে যে অভ্যাস হয়, আজীবন তাহা থাকিয়া যায়। অতএব মাতা শৈশব হইতেই শিশুকে সমুদয় সদ্ অভ্যাসে অভ্যস্ত করাইবেন Habit is second nature সদ্ অভ্যাস হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কর্ত্তব্য গুলিও অতি সহজেই সম্পাদন করিতে পারিবে। তাহাকে ভাল করিতে কোনই ক্লেশ পাইতে হইবে না।

মাতা তাঁহার পুত্রকে শৈশব হইতেই তাহার ভগ্নীকে ভালবাসিতে ও সম্মান করিতে শিখাইবেন। বড় ভগ্নী হইলে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে, ছোট ভগ্নীর গায়ে কখনো হাত তুলিবে না, তাহাকে যত্ন করিবে ও ভালবাসিবে। ছোট ভগ্নী হয়ত তাহারি কোন একটি জিনিস লইবার জন্য কিংবা তাহার হাতের খাবার খাইবার জন্য কাঁদিতেছে, জননী তখনি পুত্রকে বলিবেন, "তোমার ছোট বোন কাঁদছে, ওকে দাও। বোনকে আদর করতে হয়"। পুত্র সে আদেশ পালন করিল কিনা দেখিবেন। গৃহে পুত্র যেন সর্ব্বদা দেখে যে, মাতাই সেই গৃহের একমাত্র রাণী, পিতাও তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া চলেন। তাহার যেমন আদর ভগ্নীদিগেরও ঠিক তেমনি আদর। সে যেমন শিক্ষা পাইতেছে ভগ্নীরাও ঠিক তেমনি শিক্ষা পাইতেছে। সে যেমন গৃহে ব্যবহার পাইতেছে ভগ্নীরাও তেমনি ব্যবহার পাইতেছে। শৈশবে গৃহের এইরূপ শিক্ষা হইতেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সে বাহিরের সমগ্র মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইহা তাহাদের গৃহশিক্ষার ত্রুটি। গৃহে নারী জাতির অসম্মান দেখিয়া দেখিয়া তাহারা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। বর্ত্তমান যুগের নবীনা মাতার উপর তাঁহার পুত্রদিগকে নারীজাতির শ্রদ্ধাশীল করিবার গুরুভার পড়িয়াছে। তাঁহারা এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া দেশের কলঙ্ক দূর করুন।

গৃহই চরিত্র গঠনের সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র স্থল। মাতা সেই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। তিনি যেমন ভাবে গৃহ গড়িবেন, সন্তান সন্ততি তেমনি হইবে। যে গৃহ প্রেম ও কর্ত্তব্যপালনে পূর্ণ, যেখানে হৃদয় ও মস্তিষ্ক—বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করে, যেখানে প্রাত্যহিক জীবন ধর্ম্মভাব ও সাধুতায় পূর্ণ,

যেখানকার শাসন সদয়তাপুর্ণ, প্রেমময় ও ন্যায়সঙ্গত, সেই গৃহ হইতে যে সব সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, ধর্ম্মভীরু পুরুষ ও নারী উদ্ভূত হইবে, তাহারা নিজেরা জীবন ক্ষেত্রে সোজা সরল পথে চলিয়া আপনাকে সংযত রাখিয়া যেমন সুখী হইবে, তেমনি সমাজের ও দেশেরও মঙ্গল সাধন করিবে।

শৈশব হইতে সন্তান সন্ততিদিগকে সর্ব্বদা সুন্দর চিত্র, তানলয় সমন্বিত সুমিষ্ট সঙ্গীত, সুন্দর পুষ্প, মহৎ লোকের ধর্ম্মভাব পূর্ণ প্রতিকৃতি, গৃহের পবিত্র বাতাসের মধ্যে রাখিবে। তাহা হইলে একদিকে তাহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে এবং মনও উন্নত, পবিত্র এবং মহৎভাবে পূর্ণ হইবে।

শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য।

[কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ]

আমরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার-কৃপায় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দুর্লভ মানব জনম লাভ করিয়াছি। জানিনা, কত যুগযুগান্তর, কত সহস্র জন্ম ভোগ করিয়া কত কৃচ্ছ্রতম সাধনার ফলে সর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত, সমস্ত বাঞ্ছিত ফলদায়ী এই জীবনকে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছি, এই জীবনেই মরজগতে অমরত্ব লাভ করতঃ জীব অক্ষয় অসীম ব্রহ্মানন্দ সুধা পান করিতে অধিকারী হয়। অপরাপর জীবগণ আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি জীবন যাত্রার উপযোগী স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার সমাধানেই জীবন পর্য্যবসিত করে এবং ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি সম্পাদন করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতঃ তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু মানব ইহাতে পরিতৃপ্ত নহে। প্রাণরক্ষার জন্য অবশ্য করণীয় বলিয়াই আমরা ঐ সমস্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকি এবং ঐ প্রবৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট সাময়িক মাত্র। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিশীলনে আত্মোৎকর্ষলাভই মানব জীবনের সার লক্ষ্য। এইলক্ষ্য সম্পাদন বিষয়ে যিনি যতদূর অগ্রসর হইতে পারেন তিনিই সেই পরিমাণে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। বড়দুঃখেই কবি বলিয়াছেন—

"জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্তচিন্তামণির্ম্ময়া" ॥

সাংসারিক ভোগবিলাসে মত্ত থাকিয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে না পারিলে মনুষ্যের পক্ষে এতদপেক্ষা অধিক অনুতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। অমূল্য রত্ন-বিনিময়ে কাঁচের খেলনা কোন মূর্খ কিনিতে ইচ্ছা করে? যে জীবন রত্নের সদ্ব্যবহারে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত তৃপ্তিময় ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন অথবা জড় জগতের বিচিত্র ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের বিস্ময়কর কার্য্য-কারণ নির্ণয় ও নানাবিধ রহস্যময় নব নব তত্ত্বের উদ্ভাবন করতঃ অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-পীযূষপানে বিভোর হইয়া ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে

চিরস্থায়ী চিরকল্যাণকর রূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বহু জন্মান্তরীয় দুর্লভ সাধনার ফল স্বরূপ মানব জনম লাভ করিয়া কোন্ মূর্খ তাহাকে ব্যর্থ ভোগবিলাস চরিতার্থতার জন্য অপব্যয়িত করিতে ইচ্ছা করে?

সাধারণতঃ জীবমাত্রই দুঃখের শান্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য লালসান্বিত, বস্তুতঃ এতদুভয় ব্যতীত কাহারও কোন লক্ষ্য আছে বলিয়া অনুমান করা যায় না, তবে রুচি অথবা বোধ শক্তির তারতম্য অনুসারে সুখ বা দুঃখ সম্বন্ধে মতামত থাকিতে পারে। যাহা ব্যক্তি বিশেষের সুখকর, হয় ত তাহা অপরের পক্ষে ক্লেশ বা বিরক্তিজনক। কিন্তু এ যুক্তির অনুসরণ দ্বারা সুখ বা দুঃখের স্বরূপ নির্ণেয় হইতে পারে না। তুমি আমি বা অপর কোন ব্যক্তি কু আসক্তির দোষে অসদাচরণে ক্ষণিক সুখ বোধ করিলেই উহা সুখ শব্দের প্রকৃত প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। যদি তাদৃশ সুখ সম্ভোগের ফলে উত্তরকালে কোন দুঃখ অথবা কার্য্যহানি ঘটে (অর্থাৎ জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য সাধনের পক্ষে কদাপি অন্তরায় স্বরূপ হয়) তবে এতাদৃশ সুখ—সুখ নহে, প্রত্যুত দুঃখ বলিয়াই পরিগণিত। ফলতঃ দুঃখ সম্পর্ক শূন্য হৃদয়ের তৃপ্তিকেই সুখ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই সুখই প্রকৃত পুরুষার্থ। ইহার জন্যই মানব সংসারযাত্রার ছলে কত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেছেন। নিজ কৃতকর্ম্ম সাহায্যে আত্মতৃপ্ত পুরুষই জগতে ধন্যবাদার্হ, সর্ব্বজন প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন।

এই প্রকার আত্মতৃপ্তিতে স্বার্থপরতার লেশও থাকিতে পারে না, কেননা উহা নিজের অপেক্ষা দেশের ও সমাজেরই অধিক কল্যাণকর। একজন আদর্শ স্থানীয় মহাপুরুষের আবির্ভাবে একটা সমগ্র দেশ কত উন্নতি ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ভারতে বিরল নহে। পরিতাপের বিষয় আমরা বহুদিন হইতে সদাচার-পথচ্যুত হইয়া ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। কর্ত্তব্যবিশ্বাসে অকর্ত্তব্য বিধানে রত হইয়া তজ্জনিত বিষময়-পরিণাম ফল ভোগ করিতেছি। শিক্ষাভ্রমে কুশিক্ষা সম্ভূতমোহে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতেছি। গন্তব্যপথভ্রমে কণ্টকাকীর্ণ বিপথে চলিত হইয়া বিপন্ন হইতেছি। আমাদের যাহা কিছু গৌরবের, সুখের, গর্ব্বের বিষয় ছিল, অজ্ঞতাবশে সে সমস্ত পদদলিত করিয়া পরপদলেহন বৃত্তিকেই জীবনের সার ও চরম লক্ষ্য স্থির করিয়াছি।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে সমগ্র সভ্যজগতই অধঃপাতের চরমসীমা ও মনুষ্যত্বের অস্বাভাবিক বিপর্য্যয় দেখিয়া বিস্ময়বশে স্তম্ভিত হইবেন। আমরা পরের সত্তায় সত্ত্ববান্, পরের শক্তিতে শক্তিমান, পরের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কর্ত্তব্য পরায়ণ, এক কথায় আমাদের নিজস্ব বা নিজত্ব বলিয়া গৌরব দেখাইবার কিছুই নাই। কলের পুতুলের ন্যায় যন্ত্র চালিত হইয়া চালকের অভিপ্রায় অনুসারে কখন হাসিতেছি, কখন নাচিতেছি, কখন কাঁদিতেছি। আবার চালকের ইচ্ছাক্রমে কখনও বা নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দভাবে অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি! অধিক কি বলিব, স্নান, আহার, বেশ, ভূষা, চলন, হাস্য, উপবেশনাদি ব্যাপারেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য

দূরীভূত হইয়াছে। জানিনা, এই ভীষণ কাল-প্রবাহ আমাদিগকে আরও কতকাল কত অধঃপাতের দিকে চালিত করিবে? অথবা কোনও অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন মহাপুরুষের অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমরা পুনর্ব্বার নিজের নিজত্ব বুঝিতে সমর্থ হইব।

এই সার্ব্বজনীন অবনতি অজ্ঞাত সূত্রে ক্রমশঃই আমাদিগকে অধঃপাতিত করিতেছে অথচ আমরা এতই মোহাচ্ছন্ন যে নিজের দুর্গতির জন্য পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও নিজেকে শিক্ষিত ও উন্নত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। বিগত ইউরোপীয় মহা সমরের জন্য আজ আমরা কি দুর্দ্দশাপন্ন তাহা সর্ব্বসাধারণেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। এই সমর যদি আর কিছুকাল থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় অচিরাৎ সমগ্র ভারতব্যাপী হাহাকার উপস্থিত হইত। অথচ এই যুদ্ধ উপলক্ষেই আজ জাপান ব্যবসা বাণিজ্যের মাহেন্দ্রক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া নানা উপায়ে অজস্র অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশকে ধনশালী এবং সর্ব্বাংশে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে। যে সুযোগ আজ জাপান পাইয়াছে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত কেন? কে আমাদিগকে নিজদেশের—নিজ-সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পথে বাধা দিতেছে? পাঠক! একটু চিন্তা করিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজেই করিতে পারেন। আমরা নিজজাতীয়তার গৌরব পদদলিত করিয়া পরকীয় সামাজিকতা স্রোতে গাত্র ভাসাইয়া দিয়াছি। যাহা নিজস্ব ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, অথচ যাহা পাইব বলিয়া দুরাশা করিয়াছিলাম তাহাও পাইতেছিনা, সুতরাং এ দুর্দ্দশা আমাদের স্বকৃতব্যাধি। নীতিবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন "যোধ্রুবাণি পরি-ত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবংনষ্টমেবহি"। তাই এখন আমরা আমা-দের নিশ্চিত অনিশ্চিত যা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই হারাইয়া এখন অতীত বিষয়ের বৃথা অনুশোচনায় অনুতপ্ত হইতেছি। কিন্তু এই অনুতাপ যদি আন্তরিক হইত, যদি আমরা অনুতপ্ত অবস্থাকে স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে গ্রহণ করিতাম, তবে বোধ হয় উহা বৃথা হইত না। অবশ্যই এতদিনে কোন একটা প্রতিবিধানের পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতাম। অভাবের তাড়নায় মর্ম্মাহত হইয়া দেশের, সমাজের, আত্মীয়-স্বজনের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে চপলার চমকের মত প্রতিবিধানকল্পে উদ্বুদ্ধ হই বটে, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে সে উদ্বোধন উন্মত্তের প্রলাপবৎ কার্য্যকারী হয় না। শিক্ষাবিপর্য্যয়ে আমরা দৈশিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি, চির প্রচলিত কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট হইয়া অপথে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ঘুরিতেছি, অথচ আত্মভ্রান্তি বুঝিতে পারিতেছি না। পাশ্চাত্য উন্নত প্রণালীর শিক্ষায় আমরা নিজেকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, কেহ বৈজ্ঞানিক হইয়া রহস্যময় অভিনব প্রাকৃতিক তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করিতেছি, কেহ বা ব্যবহারাজীব ভাবে স্বকীয় প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যশস্বী ও অগণিত ধনশালী হইতেছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রেই আমাদের দিন দিন অধিকার বাড়িতেছে

এবং তাহাতে অর্থ সমাগমেরও সুযোগ ঘটিতেছে। কিন্তু এই শিক্ষাগৌরব বা ধন-সমাগমে আমাদের দেশের অথবা সমাজের প্রকৃত উপকার অথবা অপকার সাধিত হইতেছে তাহাই এখন পর্য্যালোচনার বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধিত প্রসারে দিন দিন আমাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অস্ত্রশস্ত্রাভ্যাস লোপ পাইতেছে। সনাতনী সর্ব্বসম্পত্তিময়ী সংস্কৃত ভাষা আজ অনাদরা হইয়া মৃতপ্রায় নামমাত্রে অবশিষ্ট আছে। সেই সিদ্ধ মহাত্মা মহর্ষিগণের, সিদ্ধান্ত জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ক্রিয়াকলাপের শিক্ষাপ্রদানে সমগ্র বিশ্ববাসীর আদর্শ স্থল, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, জ্যোতিষ, গণিত, কাব্য, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পবিত্র শাস্ত্রনিচয় আজ আলোচনাভাবে নিপাতোন্মুখ। আজ আমরা সেক্স্‌পিয়র, মিল্‌টন রচিত কাব্য অধ্যয়নকরতঃ কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য সমালোচনা করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কি হইতে পারে? বিজাতীয় শিক্ষা যতই উন্নত হউক তাহা কখনই অন্য জাতির পক্ষে দেশ ও সমাজের গৌরব বর্দ্ধক হয় না। তাহাকে আদর্শ করিয়া শিক্ষিত হওয়া অপ্রার্থনীয় নহে, কিন্তু তাহার মোহে মুগ্ধ হইয়া তন্ময় হওয়া নিতান্তই কাপুরুষের লক্ষণ। শিক্ষিত হইয়া নিজেকে ও নিজের সমাজকে, নিজের দেশকে উন্নত কর, অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের অগাধ শাস্ত্রসিন্ধু হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান রত্নে ভূষিত হইয়া নিজেকে ও দেশকে সমুজ্জ্বল কর,—দেখিবে, যে শিক্ষার জন্য পরের দুয়ারে ভিখারীর মত ঘুরিতেছ তদপেক্ষা অনেক উন্নত শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের শাস্ত্রে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনায় জড়জগতের অনেক চমকপ্রদ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখ এই গবেষণায় যথার্থরূপে দেশের বা সমাজের কি উপকার সাধিত হইতেছে? যদি কিছু হইয়া থাকে তাহাতেই বা আবিষ্কর্ত্তাদিগের কোন স্বাধীনতা আছে কি না? ভারতীয় উপাদান সম্ভার সাহায্যে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যদি এই আবিষ্কার হইত তবে চিরদিনের জন্য ইহা আমাদের একটী সম্পত্তিরূপে উপযোগী হইয়া থাকিত।

পরিতাপের বিষয় আমরা বুদ্ধিমোহে পরকে আপন করিয়া আপনাকে পর করিতেছি। পরের সাহায্য লাভে উত্থান করিব বলিয়া স্বইচ্ছায় খঞ্জ সাজিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু কোন দেশেই কাহারও পরের দ্বারা উদ্ধার হয় না। যদি বাস্তবিক মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ থাকে,—যথার্থই নিজেকে, দেশকে, সমাজকে সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে জাতীয়ভাবে দেশের সেবা করিতে হইবে। তজ্জন্য পরের ভাষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহা আত্মশিক্ষার উপকরণ মাত্র,—প্রাণ নহে। আমরা বুদ্ধি ভ্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে অবশভাবে গা ঢালিয়া দিয়াছি,—পরিণামে কোন্ দশায় উপনীত হইব তাহা চিন্তা করি নাই, সুতরাং অবিবেকীর যাহা প্রাপ্যফল তাহাই ভোগ করিতেছি।

ইংরেজ আমাদের রাজা, সুতরাং নানা

কারণে আমরা রাজভাষা শিক্ষায় বাধ্য। বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ, ব্যবসায় বিভাগ, বাণিজ্য-বিভাগ স্থাপত্য বিভাগ প্রভৃতি যে সমস্ত অবলম্বনে দেশীয় সহস্র সহস্র লোকের জীবিকা সম্পন্ন হইতেছে সে সমুদয় স্থলেই ইংরাজী ভাষা প্রচলিত। ইংরাজীভাষা আজ ভারতবাসীদের পরস্পর পরিচয়ের সাধারণ ভাষা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ ভাবে পরস্পরের পরিচয়ের সুবিধা আমরা পূর্ব্বকালে কখনও প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা যে দেশবাসীর একান্ত আবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিখিতে হইলেই যে ইংরেজ হইতে হইবে, দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি পদদলিত করিতে হইবে, এ শিক্ষা অতি দূষণীয়—এই দোষেই আজ আমরা সমগ্র পৃথিবীমধ্যে অধঃপতিত ও পৌরুষহীন বলিয়া অবজ্ঞাত।

তাই বলিতেছি স্বদেশী ভ্রাতৃগণ! একবার অনুসন্ধানতৎপর হও, দেখ আমরা কোন্ উপায় অবলম্বনে সেই নিত্য শান্তিময় সনাতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজেকে ও দেশকে উন্নত করিতে সমর্থ হইব। কিসে এই নিত্য দারিদ্র্যের করাল কবল হইতে দুর্গতি-পীড়িত দেশকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব। এরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আর সর্ব্বনাশ সাধন করিও না। দেশের জন্য, সমাজের জন্য বদ্ধপরিকর হও, উন্নত লক্ষ্যের অনুসরণ পূর্ব্বক হৃদয়ক্ষেত্রকে মার্জ্জিত করতঃ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আমাদের দেশে বিদ্যার্জ্জন সময়ে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের বিধি চিরকালই ব্যবস্থিত ছিল, মানস ক্ষেত্র হইতে কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ বিষয়ান্তরের উচ্ছেদ করাই ঈদৃশ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। জমীকে উর্ব্বর করিয়া অধিক শস্যোৎপাদক করিতে হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ আবর্জ্জনাদি উৎপাটন করিতে হয়, হৃদয়কেও সুপ্রশস্ত ও বিদ্যাসম্পন্ন করিতে হইলে তেমনি সংযমপ্রভাবে তন্মধ্য হইতে বিষয়ান্তর চিন্তা দূর করিয়া দিতে হয়। সংযমই শিক্ষার নিদান। ইহা ব্যতীত কোন শিক্ষাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সংযমে হৃদয়ের একাগ্রতা আনয়ন করে এবং একনিষ্ঠহৃদয় সত্বর ও সম্পূর্ণভাবে শিক্ষণীয় বিষয় অধিকার করিতে সক্ষম হয়।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এই সংযমের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য দূরের কথা, আজকাল শিক্ষাকালে বরং তাহার বিপরীত ভাবই অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ পায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মসমন্বয়, দৈশিক রীতিনীতির দোষগুণের সমালোচনা, স্বায়ত্ত-শাসন-গবেষণা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি আজকাল ছাত্রদের মানসক্ষেত্রে অটল আসন সংস্থাপন করিয়াছে। প্রাচীনকালে অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করিতে হইত। অনন্যমনা হইয়া আচার্য্যের উপদেশ ও আদেশের অনুবর্ত্তন করাই শিক্ষার্থীর জীবনব্রত ছিল, শিষ্যগণ শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতিরিক্ত বিষয়ান্তর চিন্তার সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইত না, কারণ অবশিষ্ট সময়ে আচার্য্যদেবের নিকট বা পরস্পরে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনায় অতিবাহিত করিতে হইত। কিন্তু এখন

আর ছাত্রদের সে বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। মাতৃ ক্রোড় ত্যাগ করিতে পারিলেই বালক স্বাধীন হইল। সম্পূর্ণ শিক্ষা কালটা যদৃচ্ছা-ক্রমে যাপন করার জন্য পরিণামে একটা কিম্ভূত কিমাকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ঐ বালক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সে হাকিমই হউক, আর ব্যারিষ্টারই হউক বা পদগৌরবে যত বড় উর্দ্ধাসনেই আরোহণ করুক, কিন্তু তাহার শিক্ষার ত্রুটীর জন্য পুরুষাকারের অভাব এ জীবনে আর পূর্ণ হইবার নহে। চিত্তের স্থিরতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, যথার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাহার নিকট দুর্লভ। অসংযতভাবে উচ্ছৃঙ্খল অন্তঃকরণে যে শিক্ষাবীজ বপন করা হইয়াছে তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে। যদি কদাপি কোনস্থলে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সে জন্মান্তরার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতির ফলেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাদৃশ স্থল অতি বিরল। ছাত্রজীবন স্বভাবতঃই চাপল্য পূর্ণ, বাধ্যতামূলক শাসনের বহির্ভূত থাকিলে কখনই অভিনিবেশ সহকারে বিদ্যার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিতে চায় না। সময়ে সময়ে কেহ কেহ প্রবল প্রতিভা বলে এই সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইলেও শিক্ষাকালীন অসংযত-ভাবে অবস্থানের জন্য প্রাকৃতিক উন্নতিলাভে বঞ্চিত হয়, সুতরাং তাদৃশ শিক্ষার কোনই গৌরব নাই। যে বিদ্যার্জ্জনে মানব বিনয়, লোকহিতৈষিতা, নিরভিমানতা অর্জ্জন করিতে অক্ষম তাহা মুখ্যাকল বর্জ্জিত, অসার। এই জন্যই এখন আমরা ঘরে ঘরে প্রচুর কৃতবিদ্য দেখিতে পাই, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত বিদ্বান্ অতি অল্পই দেখা যায়। বিদ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রসার। জ্ঞানের প্রসারে মানুষ আত্মবোধ লাভ করতঃ যথার্থ মনুষ্যত্ব পাইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে অতি পুরাতন কাল হইতে জ্ঞানোন্মুখী বিদ্যাই আদৃতা হইয়া আসিতেছিল। অথচ তাহাতে কর্ম্ম শিক্ষা বা জীবিকার্জ্জন স্বতঃসিদ্ধরূপে সম্পাদিত হইত। জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে হইলেই তাহাকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, আবার আর্থিক সাহায্য ব্যতীত কেহই কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেনা। সুতরাং এখন যে কর্ম্ম ও অর্থ বিদ্যার্জ্জনের মুখ্য ফল বলিয়া পরিগৃহীত, প্রাচীনকালে তাহা শিক্ষার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র ছিল। অথচ এই অসার ফলের জন্য কেহই বিদ্যার উপাসনা করিত না। আবার সেইভাবে শিক্ষার গতি পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে আমরা কখনই কোন প্রকারে উন্নত হইতে পারিব না। সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ব্যতীত উন্নত বিদ্যার্জ্জনের আশা অসম্ভব।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায়।

[প্রাপ্ত]

(শ্রীরমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন)।

ভাবিয়া পাই না যে, হিন্দুসর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কেন উন্নতি হয় না। অনেক দিন হতেই ভাবি, কিন্তু কিছুতেই মীমাংসা ঠিক করিতে পারি না। অনেক বিখ্যাত কবিরাজ মহোদয়গণের প্রবন্ধ পাঠ করি, চিকিৎসক মহোদয়গণের চিকিৎসা অর্থাৎ ব্যবস্থা দেখি, রোগ পরীক্ষা দেখি, ঔষধ নির্ব্বাচন দেখি, চিকিৎসা বা রোগ নির্ব্বাচনের সাফল্য দেখিয়া কিন্তু তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। অনেক সময়ে নিজেই "ইদমেব ভক্তং"—এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি হয় না ভাবিয়া লই, কিন্তু পরক্ষণেই "ন জাতু কামং কামা না মুরা-ভোগেন শাম্যতি" এই ভগবদ্ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া দাঁড়ায়। আজ অনেক দিনকার দুঃখের কাহিনী—উন্মত্তের স্থির সিদ্ধান্ত, চিন্তান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই লিখিয়া ফেলিলাম।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি চিকিৎসার সাফল্যে, "তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমনার্থং আয়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছামঃ।" ব্যাধির তত্ত্বজ্ঞান, এবং রোগোপশমই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি। নানাবিধ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া, শ্বেত কৃষ্ণ অশ্বযানে আরোহণ করুন বা প্রাসাদ শিখরবাসীই হউন বা মোটর বিহারীই হউন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি তাহাতে নির্ভর করে না—ইহাই আমার ধারণা।

অনেক ভাবিয়া আমি ইহাই ঠিক করিয়াছি যে, আমাদের দেশে যখন দেখিব অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, ভূত্য, অগদতন্ত্র প্রভৃতির চিকিৎসায় পারদর্শী আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের অপ্রতুল নাই, তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় তিরোহিত হইয়াছে।

এমন বহু চিকিৎসক বঙ্গদেশে আছেন—যাঁহারা শাস্ত্রের ধারেন না, শারীরতত্ত্ব, শিরা, স্নায়ু, মর্ম্ম, অস্থি স্থিতির জ্ঞানলাভ করেন নাই, অথচ শল্য চিকিৎসায় কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন, আবার এমনও বহু আছেন, যাঁহারা, কাশীরাম সদৃশ বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ, রোগ নির্ব্বাচনে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন, কিন্তু সামান্য একটী বিস্ফোটক হইলেই তখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন কিম্বা একটী জ্বরের রোগী চিকিৎসা করিতেছেন তাহার একটী পকাপক শোথ চিকিৎসা করিতে হইলেই অন্য চিকিৎসার আশ্রয় লইতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যে উন্নতি হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। এখন অনেক চিকিৎসকও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা পাণ্ডিত্যে সুরাচার্য্যকল্প, কিন্তু স্নেহপাক—এমন কি তৈল, ঘৃতের মূর্চ্ছাপাকটি পর্য্যন্ত জানেন না, সামান্য রস, গন্ধক শোধন করিবার সময়েও কর্ম্মচারীর উপদেশ অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা যে আয়ু-

র্ব্বদীয় চিকিৎসার উন্নতি হইবে না ইহাও ধ্রুব সত্য কথা। যখন দেখিব এই সমস্ত অভাব দূরীভূত হইয়া আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত চিকিৎসক যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষারাগ্নি প্রণিধানে স্নেহ স্বেদাদি কার্য্যে সব্যসাচী তুল্য কর্ম্মী হইতেছেন তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

এতস্মাবশ্য মধ্যেয় মধীত্যচ কর্ম্মাপ্যবশ্য-মুপাসিতব্যং।

"যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্ব পরিনিষ্ঠিতঃ।
সমুহ্য আতুরং প্রাপ্য প্রাপ্যভীরুরিবাহবং॥
"যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধার্ষ্ট্যাৎশাস্ত্র-
বহিস্কৃতঃ।
স সৎস্থ পূজাং নাপ্নোতি বধঞ্চার্হতি
রাজতঃ॥
উভাবেতা বনিপুণা বসমর্থৌস্ব কর্ম্মণি
অর্দ্ধবেদ ধরাবেতারেকপক্ষা বিব দ্বিজৌ॥
স্নেহাদিষনভিজ্ঞোয়শ্চেছ্যাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্তিজনং লোভাৎ কুবৈদ্যো
নৃপদোষতঃ॥

সহৃদয় পাঠকমাত্রেরই ঋষি বাক্যের অনু-শাসন ফল প্রতীয়মান হইতেছে। তাই বলি, যখন দেখিব অমরবৈদ্য অশ্বিনীকুমার, মর্ত্ত্যবৈদ্য চরক প্রভৃতির আদর্শে, প্রাচ্য-প্রতীচ্য পণ্ডিতের নিকট অবিরুদ্ধ জ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসক নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বিরাজ করিতেছেন, তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

যখন দেখিব ঋষি বাক্যের ফলশ্রুতি, অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে প্রত্যেক ঔষধের বা বনৌষধের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়া শিক্ষার্থীগণকে আনন্দিত করিতেছেন, তখনই বুঝিব—ইহার উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

কোন একটী ঔষধের ফলশ্রুতি আছে,—"জ্বরমষ্টবিধং হন্তি কাসশ্বাস হলীমকনা শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্লীহগুল্মাদিকানিচ"

ঋষি বলিয়াছেন,—এই ঔষধে উক্ত ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইবে। শিক্ষার্থী, বিক্রয়ী, গুরুপ-দেশে যাহাই শিখুন, সেকথা পরে বলিতেছি,—কিন্তু অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া, যাঁহারা ইহাতে জীবিকার্জ্জন করেন, তাঁহারাই কি বুঝেন তাহাই কিন্তু প্রথম বিবেচনার বিষয়। এই ঔষধটী জ্বরাধিকারে আছে, কিন্তু "যে কেবল গুল্মরোগী তাহাকে এই ঔষধের ফল-শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিবেন কি না? অথবা জ্বর, কাস, শ্বাস, হলীমক, শোথ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, গুল্ম এ সকলের একত্র সমাবেশ থাকিলে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক ঔষধ নির্ব্বাচন না করিয়া যদি এই একটী ঔষধের উপর নির্ভর করেন, তাহাতেই সুব্যবস্থা হইবে কিনা? অথবা উক্ত ব্যাধি সমষ্টির ব্যষ্টিক্ষেত্রেও ঐরূপ হইবে কিনা? না হইলে ঋষিরা কি বিজ্ঞান বহির্ভূত অজ্ঞের মত কতগুলি ফলশ্রুতি দিয়া "পঞ্চমীর ব্রতের সপ্তদ্বীপেশ্বরের পত্নীত্বলাভের ("পিবনিম্বং প্রদাস্যামি বালস্তে খণ্ড লড্ডুকান্") মত প্রলোভন দেখাইয়া-ছেন। যখন বুঝিব, এই সমস্ত আর্ষবাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া হিতমিত ঔষধের দ্বারা, পল্লীতে পল্লীতে সুচিকিৎসক বিরাজ করিতেছেন, তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

সংগৃহীত পুস্তকের অন্নাধিকারের লক্ষ্মী-বিলাসে লেখা আছে "অস্য প্রসাদাৎ ভগবান্ লক্ষ্মণারীযুবল্লভঃ।" বাস্তবিক লক্ষ্মীবিলাসের উপাদান মধ্যে বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, শতমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বৃদ্ধদারক প্রভৃতি বাজীকারক ও রসায়ন দ্রব্যের সমষ্টি মিশ্রিত। এরূপ অবস্থায় ইহাতে শুর নিবৃত্তি করিয়া ইহা যে শ্রেষ্ঠ বাজীকারক ঔষধ হইবে এবং বয়ঃ সংস্থাপন, মেধা ও বলবৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বলুন ত? কোনও চিকিৎসক মহোদয় কি ইহাদ্বারা ঐরূপ একটী রোগ আরোগ্য করিয়া, সম্পূর্ণ বা আংশিক ফললাভ করিয়াছেন? অনুমান করি কেহই করেন নাই। করিলেই বা কোনও শিক্ষার্থীকে উপদিষ্ট বা যোগ্য করিয়াছেন কি? অধিক কি অনেকে হয় ত বংশপরম্পরা প্রচলিত কোন কোন বনৌষধি দ্বারা অনেকে রোগ বিশেষে যে ফল লাভ করিয়াছেন বা নিজেদের গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ফললাভ করিয়াছেন তাহার গলিতাংশও কি কাহাকে দান করিয়াছেন? বরং এমনই গোপনে, উহা রক্ষা করিয়াছেন, যাহাতে নিজের পুত্রও পরিণামে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয়। ইহার উদাহরণ আমি বহু জানি, সময়ে প্রকাশও করিব। এই জন্যই অতি দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির যে সকল অন্তরায় আছে তাহার মধ্যে ইহাই বিশিষ্ট কারণ।

ভারতের এমনই দুর্দ্দিন উপস্থিত যে, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ অগদতন্ত্রের বিষ চিকিৎসা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এই বিষ বৈদ্যের লোপ ও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির একটি বিশেষ অন্তরায়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ দূর হিমালয়ের উপত্যকা অধিত্যকায় পরীক্ষা-লব্ধ কোন একটী বনৌষধি লিপিবদ্ধ করিয়া যাহাতে সমগ্র পৃথ্বীবাসীর উপকার হয়, তজ্জন্য ভাষা হইতে ভাষান্তরে উহার পরিচয় প্রকাশ এবং তাহার প্রযুজ্য অংশ তরল বা চূর্ণ বা বটী প্রভৃতি নানারূপে প্রস্তুত করিয়া বিতরণ এবং বিক্রয় দ্বারা "তদিদং স্বর্গং যশস্য মায়ুষ্যং বৃত্তিকরঞ্চেতি"—বাক্যের স্বার্থকতা প্রত্যক্ষ করাইতেছেন। এমন কি, আমাদের দেশীয় পদদলিত, দূরীকৃত জঞ্জাল রাশি হইতেও সংগৃহীত বনৌষধি বিদেশের বাহ্যিক চাকচিক্যে ভূষিত হইয়া আমাদেরই, পল্লী-বিপণীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, আর আমি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক হইয়া, পাড়ায় আমার হাতযশ, খ্যাতি প্রতিপত্তির পসার অক্ষুন্ন রাখিয়াও আমার গৃহিণীর পীড়ার সময় পাশ্চাত্যদেশাগত সেই চাকচিক্য সম্ভার অশোকের দ্বারা শোক নিবারণের চেষ্টা করিতেছি। উন্নতির অন্তরায় আর কাহাকে বলে?

আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা জীবনে যে সব কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার ক্রমিক ঔষধ প্রয়োগ, বা কোন্ ঔষধে কি পরিমাণে কি কি ক্ষেত্রে কি উপসর্গে ফললাভ করিলেন, বা বিফল হইলেন তাহা অন্য যে কাহাকেও জানিতে দেন না বরং যাহাতে অন্যে না জানিতে পারে, তজ্জন্য যথাসম্ভব "গঙ্গাধর চূর্ণকে, চন্দ্রচূড় চূর্ণ

নাম দিয়া বা চন্দ্রপ্রভা'কে সুধাংশু বটী ইত্যাদি করিয়া সাধারণ চিকিৎসকগণ যাহাতে ভ্রমে পড়েন তাহার জন্য চেষ্টা করেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ইহাই উন্নতির অন্তরায়।

কোন মহাত্মা স্বয়ত আমাতীসার রোগে, জরাধিকারের একটী ঔষধে সুফল প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তিনি রোগীর নিকট ব্যবস্থা-পত্রে যে নাম লিখিলেন সেটী আমাতীসারেরই ঔষধ। কেননা অন্য চিকিৎসক দেখিলে কি বলিবেন এই ভয় এবং দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্মীবিলাসে যে অতিসার আরোগ্য করিলেন ইহা অপরকে কেন শিখাইবেন, বরং যাহাতে লক্ষ্মীবিলাসের যে অতিসার নাশক ক্রিয়া আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ সত্য, সেট যাহাতে অন্যে শিক্ষা প্রাপ্ত না হয় বা জানিতে না পারে তজ্জন্য শাস্ত্র-বাক্যকে প্রলোভন বাক্য বা মিথ্যা ফলশ্রুতি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতেই বলি ইহাই আমাদের উন্নতির অন্তরায়। প্রত্যেক চিকিৎসকগণ যদি ঔষধের ক্রিয়ার সাফল্যলাভ করিয়া চিকিৎসা জগতে ব্যক্ত করেন তাহা হইলেই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার এই জন্যই এত উন্নতি। যদি এই সমস্ত কারণ কুট দূর হইয়া, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গ শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে শল্য, শালাক্য প্রভৃতি চিকিৎসার আমরা অনুরাগী হইতে পারি তবেই আবার আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

তবে সুখের বিষয় সংপ্রতি এই অন্তরায় অন্তর্হিতের পথও সুগম হইতেছে। যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নিপ্রয়োগ, জলৌকা নিয়োগ, পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা জরা ব্যাধিনাশের উপায়, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয়ে ঔষধের বীর্য্য রক্ষা প্রভৃতির সম্বন্ধে শিক্ষার উপায় হইয়াছে। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় তাহার আদর্শ। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আর্য্য গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিতে, আর্ষবাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে, এই শুভক্ষণে, শুভ কার্য্যে সহরবাসী, মফস্বলবাসী মহিমান্বিত চিকিৎসক মহোদয়গণের সার্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি আবশ্যক। সমগ্র দেশবাসী, ভারতবাসী একনিষ্ঠ হইয়া এই পৈতৃক সম্পত্তি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কামনায় কায়মনো-বাক্য দ্বারা ত বটেই কিছু কিছু যথাসাধ্য অর্থ দ্বারাও এই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়কে চিরস্থায়ী যদি করিবার চেষ্টা করেন, তবেই ভারতে পুনর্ব্বার শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ বিভূষিত চিকিৎসকগণ আবির্ভূত হইয়া উন্নতির অন্তরায়কে দূরীভূত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু শুধু এই বিদ্যালয়ের উপরও নির্ভর করিলে চলিবে না। ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের আদর্শে মফঃস্বলেও যাহাতে শিক্ষালাভ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এ আশাও হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ রাখিতে হইবে। এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যদি ভারতবাসীর মুষ্টিভিক্ষালব্ধ অর্থসাহায্য করা আবশ্যক হয়, তাহাও করিতে হইবে। রাজদ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনায় কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ ভাবে বিদ্যালয়ের সেবা করিতে হইবে, তবেই এই বিদ্যালয়টীর অঙ্গ বৈকল্য দোষ অপগত হইয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে

পারিবে। তবেই সর্ব্বাঙ্গ শিক্ষা বিস্তার করিতে পারিবে, তবেই একদিন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইবার ব্যবস্থা।

বাঙ্গালায় একটী কবিতা আছে,

"যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।

এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইলে চলিবে না, তাহাতে আত্মগৌরব খর্ব্বই হইবে। যাহাদের ধারণা আর্য্য চিকিৎসা যে অনভিজ্ঞজনোচিত, অবজ্ঞার বিষয়, আমাদের মতদ্বৈধ ঘটিলে তাহাদের সে ধারণা দৃঢ়মূল হইবে। নিজের, পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করা হইবে। অনেক মহাত্মার হয়ত ধারণা থাকিতে পারে যে কবিরাজি শিক্ষা করিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদের অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিতে যদি ডাক্তারেরই সাহায্য লইতে হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সার্থকতা কি থাকিল। কিন্তু একথা আদৌ সঙ্গত নহে, কারণ বর্ত্তমান যুগে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ, চিকিৎসা ব্যবসায়ী মহোদয়গণ, শিক্ষার অভাবে যন্ত্র, শস্ত্রাদির শিক্ষা দিতে অক্ষম, কাজেই পাশ্চাত্য চিকিৎসায় শিক্ষিত মহোদয়গণের সাহায্যে শল্যতন্ত্র সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাতে দোষ কি? তাহাতে ভবিষ্যতে আর্য্যগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পূর্ব্ব সমৃদ্ধিই বজায় থাকিবে।

শল্যতন্ত্র বক্তা ধন্বন্তরিই উপদেশ দিয়াছেন,

"অন্যশাস্ত্র বিষয়োপপন্নানামর্থানামর্থানামিহোপনিপতিতানামর্থবশাত্তেষাং তদ্বিদেভ্য এব ব্যাখ্যা মনু শ্রোতব্যং। কস্মাৎ ন হ্যেকস্মিন্ শাস্ত্রে শক্যঃ সর্ব্ব শাস্ত্রানামবরোধঃ কর্ত্তুং॥

এই চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রয়োজন বশতঃ অন্য শাস্ত্রের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহাও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে তত্ত্বদর্শী আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন, ঋষিগণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও অন্যের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে, ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে অর্থাৎ শিক্ষা করিতে আদেশ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমাদের যদি কিছুদিন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসক মহোদয়গণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতে ঋষিমতের অবমাননা হইবে না, বরং তাহাকে স্তিমিত উজ্জল আলোকে দিগ বিভাষিত করিবে সন্দেহ নাই—

একংশাস্ত্র মধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্র
নিশ্চয়ং।
তস্মাদ্ বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়া
চ্চিকিৎসকঃ॥
শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্ গীর্ণম্যাদায়ো
পাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ
সর্বৈদ্যো হন্তেতু তস্করাঃ॥

রোগ আরোগ্য আয়ুর্ব্বেদের শক্তি।

(শ্রীরাজেন্দ্র কুমার মজুমদার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

আমাদের দেশে যখন বৈদেশিক চিকিৎসার প্রভাব বিস্তার হইতেছিল, তখন হইতে আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা করিয়াছি। অনেক সময় কিন্তু চিকিৎসা-বিভ্রাটের দরুণ রোগীর পঞ্চত্ব পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায়। আমি আজ দু' একটী রোগীর রোগ বিবরণ প্রদান করিতেছি,—আয়ুর্ব্বেদের মহত্ব প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিতেছি বলিয়া মনে করিব। কিছুকাল যাবত আয়ুর্ব্বেদের প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে, মধ্যযুগে এমনটী ছিল না, তখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণকে বিশেষভাবে অগ্রাহ্য করা হইত। এখন লোকের মন হইতে সেই ভাব দুরীভূত হইলেও কতিপয় বিশেষ বিশেষ রোগ আরোগ্য করণের অদ্ভুত শক্তিতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার বিলক্ষণ প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিয়াছি আমাদের বাড়ীতে কবিরাজ ও ডাক্তার থাকিতেন, তখন হোমিওপ্যাথির এমন আদর ছিল না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পাড়াগাঁয় কেন, সহরেও মিলিত না। এখন দুইখানি কেতাব, একটা বাক্স ও কয়টা ক্ষুদ্র শিশি হইলেই হোমিওপ্যাথ হওয়া চলে, যাহাদের অন্য কোন গতি নাই, তাহারাই পাড়াগাঁয়ে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সাজেন। কিছুনা বুঝিলেও তাঁদের একটা থার্ম্মমেটার ও একটা ষ্টেথিসকোপ চাই

আমার কনিষ্ট ভ্রাতা একবার পীড়িত হইল,—সে অনেকদিনের কথা। তাহার বয়স তখন প্রায় দশ বৎসর, রোগ জ্বর, প্লীহা ও যকৃতের দোষ বর্ত্তমান। বাড়ীর ডাক্তার দেখিতেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ পড়িত, বাড়ীর ডাক্তার রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরাস্ত হইলেন, রোগী ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। অন্যত্র হইতে ডাক্তার আনিয়া দেখান গেল, ঔষধ ও পথ্যের পরিবর্ত্তন হইল। পথ্য ও ঔষধ তেজস্কর, কিন্তু রোগী একবারে দুর্ব্বল। রোগী কৃশ, কিন্তু উদরের পীড়া ও শোথ ধরিয়া রোগী একবারে বৃহৎকায় হইয়া পড়িল। তাহার চোখ, মুখ একবারে একাকার হইয়া গিয়াছিল, হাত, পা প্রকাণ্ড, চেনা যাইত না, দেখিলে ভয় হইত, রোগীর সেই ভীষণ চেহারা এখনও মনে হইলে বুক কাঁপিয়া উঠে। রোগীর এই অবস্থায় আমরা একবারে তাহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলাম। সকলেই একবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে ৺রূপচন্দ্র দাস নামে একজন প্রাচীন কবিরাজ থাকিতেন, তিনি বিখ্যাতনামা কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় ৺বিজয়রত্ন সেনের দাদাশ্বশুর। কবিরাজ মহাশয় আমাদের বাড়ীতে পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল ছিলেন। মা তাহাকে আর বাঁচাইতে পারিলেন না বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কবিরাজ মহাশয়ও রোগী দেখিতেন, কিন্তু তিনি

ডাক্তার ও ডাক্তারী ঔষধের নিন্দা করিতেন। ডাক্তার আসিলে তিনি বাহির বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন ও দুঃখ প্রকাশ করিতেন। রোগীর আশা ছাড়িয়া একদিন মা, কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন—"কবিরাজ রোগীর আশা ত ছাড়িয়াছি, এখন তুমি একবার শেষ দেখা দেখ।" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "এখন শেষ সময় আমাকে কেন? আগে বলিলে হয়ত রোগীর এমন দশা হইত না। আমি বলিয়াছি কেহ আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই। যদি ইহার আয়ু থাকে তবে আমার ঔষধে ভাল হইবে, বিশ্বাস করি।" সকলেই তাঁহার চিকিৎসাধীন হইতে মত প্রকাশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দেওয়া আরম্ভ করিলেন। পথ্য একবারে বদলাইয়া গেল। তিনি বলকর ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন না, সমস্ত শরীরে ছাই মাখাইয়া থাকার ব্যবস্থা হইল। ঔষধে ক্রমে শোথ কমিয়া আসিতে লাগিল, উদরের পীড়াও সারিয়া আসিল, অতি অল্প দিনেই এইরূপ অভিনব পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। কিছুদিন পরে জ্বর সারিয়া গেল। রোগী যখন হাঁটিতে আরম্ভ করিল, তখন সকলের মনেই আনন্দের সঞ্চার হইল, সকলে আয়ুর্ব্বেদের শক্তি দেখিয়া কবিরাজ ও তাঁহার ঔষধের শত মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার সেই ভ্রাতা এখন রেঙ্গুন চিফ্‌কোর্টের উকীল। যদি তাহাকে ডাক্তারের হাতেই রাখা যাইত তবে আর তাহাকে পাইতাম না। আমাদের কবিরাজ মহাশয় ডাক্তারের সঙ্গে মিশিয়া মিশিয়া কখনো চিকিৎসা করিতেন না। তিনি ডাক্তারদিগকে যমকিঙ্কর বলিতেন। বাস্তবিক ডাক্তারী চিকিৎসা যে কোন কাজের নহে এ কথা আমরা বলিতে পারি না, সকল অবস্থায়, সব সময়, সব রোগীতে ডাক্তারী ঔষধে কাজ হয় না—বরং কোন কোন স্থলে বিষবৎ ক্রিয়া করে।

একবার আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে, সেই সময় আমি পড়া ত্যাগ করি। ময়মনসিংহের সিবিলসার্জ্জন ও তাঁহার অধীনে একজন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেন, ফলের বেলায় যখন অপক্ক রম্ভা—তখন ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ কবিরাজের হাতে পড়িলাম, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একজন হাতুড়িয়া গোছ কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জেদ করিয়া কহিলেন আমাকে ভাল করিবেন। তিনি বিশিষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কাছে কবিরাজী পড়িয়াছেন বলিলেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিলাম না, তথাপি তাঁহার হাতেই আমার চিকিৎসার ভার পড়িল। ডাক্তার যেরূপ পথ্য ও উত্তেজক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তিনি তাহা উল্টাইয়া দিলেন। ডাক্তার স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বলিয়া মাথার শৈত্য ক্রিয়া ও পুষ্টিকর পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিরাজ তাহা উল্টাইয়া মাথায় গরম অর্থাৎ মাষকলাইয়ের স্বেদ ও সাধারণ পথ্যের সঙ্গে মাখন খাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। মাথায় দু'বেলা আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল ও বড়ীর ব্যবস্থা করিলেন। আমি অচিরেই ভাল হইয়া গেলাম। আমার পূর্ণ জ্ঞান আসিয়া পড়িল, আমি তখন লোক চিনিতে পারিতাম। বোধ হয় মাথায় শ্লেষ্মা জমিয়াই এরূপ হইয়া

থাকিবে। কবিরাজ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—কফ-বায়ুর বিকার।

আমার একজন হিন্দু প্রজার পুত্রের জ্বরবিকার হয়, প্রায় ডাক্তার আনা হইল। তাহার বাড়ী আমার বাড়ী হইতে একমাইল। ডাক্তার বলিলেন,—রোগী অচিরেই মারা যাইবে, ধন্বন্তরিরও অসাধ্য রোগী। ডাক্তার আসিয়াছিলেন আমারই হাতীতে, গেলেনও তাহাতেই। ডাক্তার চলিয়া গেলে রোগীর পিতা আমার বাড়ী কবিরাজের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"কবিরাজ মহাশয় ইহাকে বাঁচাইয়া দিন, যেমন করিয়া পারি আপনাকে খুসী করিব। আমি গরীব, যে কিছু টাকা ছিল সহরের ডাক্তারকে দিয়া বিদায় করিয়াছি।" ফলে অনেক স্থলেই দেখা যায়, ডাক্তারকে টাকা কড়ি দিয়া ফোত হইয়া তখন সামান্য পয়সায় কবিরাজ-দেখায় ও সে গরীব সাজে। যাহাহউক আমিও প্রজাটির অনুরোধে কবিরাজ সহ তাহার বাটীতে গেলাম। রোগী দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় কহিলেন—"যমের সাধ্য নাই এ রোগী নিতে পারে, তবে ঔষধ ও শুশ্রূষা যদি রীতিমত হয়।" এই সময় তাহারা খুব সাহস পাইয়া কবিরাজী ঔষধ দিতে প্রস্তুত হইল। কবিরাজ মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই সূচিকাভরণের ব্যবস্থা করিলেন। মাথার চুল কাটিয়া মাথার তালুতে রক্ত বাহির করিয়া ঔষধ বসাইয়া দিয়া শুশ্রূষার কথা বলিয়া দিলেন। পথ্যের ব্যবস্থা অদ্ভুত। দধি-ঘোল আর ভাতের মাড়। ক্রমে রোগী ভাল হইয়া উঠিল, সে কবিরাজ ও রোগী এখনও বাঁচিয়া আছেন।

বিজাতী বা বৈদেশিক ঔষধ ও পথ্য আমাদের সহ্য হইবার নহে। ইহা সে দেশীয় লোকের জন্য সে দেশের ঔষধ। শীতপ্রধান দেশের উগ্র ঔষধে আমাদের উপকার না করিয়া অপকারই করে। তবে কোন কোন অবস্থায় ডাক্তারী ঔষধ যে ফলপ্রদ সে কথা অস্বীকার করি না। সালসায় আমাদের যে কাজ না করে, তোপচিনী তদপেক্ষা বেশী কাজ করিয়া থাকে ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তোপচিনীর রোগীও অনেক আমি দেখিয়াছি, সালসায় রোগীও বহুতর দেখিয়াছি। সালসা অপেক্ষা তোপচিনীতে খরচও কিছু কম পড়ে। কবিরাজী চ্যবনপ্রাশ—ডাক্তারী কড্‌লিভার অয়েল অপেক্ষা অনেক কার্য্যকারী। আমরা এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, চ্যবনপ্রাশকে দূরে রাখিয়া কড্‌লিভার অয়েলেরই আদর করিয়া থাকি। এক মকরধ্বজের মত কোন ঔষধই কোন চিকিৎসাশাস্ত্র বাহির করিতে পারিল না। আর কত কহিব, আয়ুর্ব্বেদের সকল ঔষধই যে ফলপ্রদ তাহা বলা বাহুল্য। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি আমাদের দেশের উপযোগী ও শরীরের পক্ষে হিতকর। আমাদের বিকৃত বুদ্ধি দূর হইলে আয়ুর্ব্বেদের আদর আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। দেশে যেমন হাওয়া বহিতেছে তাহাতে মনে হয় অচিরেই আয়ুর্ব্বেদ পূর্ব্বের ন্যায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উল্লিখিত প্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনেক কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে ও প্রবন্ধ বিস্তৃতির আশঙ্কায় তাহা লিখিতে বিরত রহিলাম।

৩—শ্রাবণ।

শারীর বিদ্যা।

সন্ধি ও স্নায়ু।

(মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল,এম,এস)
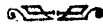
সন্ধি*—অস্থির সহিত অস্থির সংযোগকে সন্ধি বলে। এই সংযোগে অস্থিগুলি সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকে, জুড়িয়া এক হইয়া যায় না। শরীরে কেবল যে অস্থির সন্ধিই আছে তাহা নহে—পেশী, সিরা, স্নায়ু প্রভৃতিরও সন্ধি আছে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সন্ধি বলিতে কেবল অস্থিসন্ধিই বুঝায়। পেশী, সিরা প্রভৃতির সন্ধি অসংখ্য†। এই জন্য সেগুলির পৃথক বর্ণনা করা হয় না।

সন্ধি প্রধানতঃ দুই প্রকার—চেষ্টাবান্ বা সচল এবং স্থির বা অচল। যে সন্ধির অস্থিগুলি চালনা করিতে পারা যায়, তাহাকে চেষ্টাবান্ বা সচল সন্ধি বলে—যেমন হস্তপদাদির সন্ধি। আর যেরূপ সন্ধি ঘটিলে অস্থিগুলির চালনা করিতে পারা যায় না, তাহাকে স্থির বা অচল সন্ধি বলে—যেমন মস্তকের কপালাস্থিগুলির সন্ধি।

সচল সন্ধি আবার দুই প্রকার—বহুচল, যেমন হস্তপদাদির সন্ধি এবং অল্পচল—যেমন পৃষ্ঠবংশের সন্ধি। সুতরাং সন্ধিগুলিকে বহুচল, অল্পচল এবং অচল এই তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে শাখা সমূহে ও অধোহনুকোটীতে বহুচল, পৃষ্ঠবংশাদিতে অল্পচল এবং অন্যত্র অচল সন্ধি আছে।

সচল সন্ধিস্থলে দুই বা তিন খানি অস্থি ঘন ও মসৃণ শণরজ্জুবৎ স্নায়ু দ্বারা বা কোষাকার স্নায়ু দ্বারা পরস্পর অবদ্ধ থাকে‡। অস্থি সকলের সন্ধের অংশ তরুণাস্থি দ্বারা আবৃত এবং শ্লেষ্মধরাকলাসমাচ্ছন্ন থাকে। এজন্য অস্থিগুলি সন্ধির মধ্যে ঘষিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং সুচারুরূপে খেলিতে পারে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, চক্রের অক্ষ বা চক্রমধ্যস্থ দণ্ড তৈলাভ্যক্ত থাকিলে চক্র যেমন সুচারুরূপে ঘুরিতে পারে, সন্ধিসকল সেইরূপ শ্লেষ্মলিপ্ত থাকায় সুচারুরূপে চালিত হইয়া থাকে*।

অচল সন্ধিসমূহ কোথাও স্নায়ুজাল দ্বারা আবদ্ধ, কোথাওবা দুইখানি অস্থির দন্তুর ধারাদ্বয়ের সম্মিলনে নির্ম্মিত। অপ্রয়োজন হেতু এই সকল সন্ধিতে তরুণাস্থি বা শ্লেষ্মধরা কলা কলা থাকে না।

সুশ্রুত বলিয়াছেন—"আকৃতি ভেদে সন্ধি সকল আট প্রকার, যথা—কোর, উদূখল,

* ইং—Joint, Articulation—জয়েণ্ট, আর্টিকুলেশন।

† অস্থ্নাং সন্ধয়ো হেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পেশী-স্নায়ু-সিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে॥
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ।

‡ স্নায়ু অর্থে Nerve নহে, Ligaments এবং Tendons—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

* স্নেহাভ্যক্তে যথা হ্যক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে।
সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাঃ শ্লেষ্মণা তথা॥
সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অঃ।

সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। তন্মধ্যে অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্ফ, জানু ও কূর্পরে কোর; কক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও দন্তমূলে উদূখল, স্কন্ধ, যোনি ও নিতম্বে সামুদ্গ; গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে প্রতর; মস্তক, কটী ও কপালে তুন্নসেবনী; চোয়াল ও উরুতে বায়সতুণ্ড; কণ্ঠনলীতে মণ্ডল এবং কর্ণে শঙ্খাবর্ত্ত সন্ধি আছে।" প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্‌ভাবে লিখিত হইতেছে।

কোর—নামক সন্ধিগুলি বহুচল অর্থাৎ খুব খেলে। একখানি অস্থির কোর অর্থাৎ গর্ত্তের ন্যায় আকার বিশিষ্ট খাতের মধ্যে অপর একখানি অস্থির উন্নতভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এই সকল সন্ধি নির্ম্মিত হয়। খল্লকোর, পরস্পরকোর, চক্রকোর এবং সম্পংশকোর ভেদে কোরসন্ধি চতুর্ব্বিধ দেখা যায়। (ক) একখানি অস্থির খলের ন্যায় গভীর খাতের মধ্যে অপর একখানি বা ততোধিক অস্থির অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হইয়া এইরূপ সন্ধি নির্ম্মিত হয়। খলের মধ্যে নোড়ার ন্যায় এই সন্ধির অস্থিগুলি প্রধানতঃ অগ্রপশ্চাৎ দুইদিকে মাত্র খেলে; মণিবন্ধ এবং গুল্ফে 'খল্লকোর'† সন্ধি আছে। (খ) দুইখানি অস্থির ঘোড়ার জিনের ন্যায় সন্ধের অংশদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'পরস্পরকোর'‡ বলে। অঙ্গুষ্ঠমূলে এইরূপ সন্ধি আছে। (গ) যে সন্ধিতে এক অস্থির গোলাকার গর্ত্তের মধ্যে অপর অস্থির উন্নত কীলাকার অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে, তাহাকে "চক্রকোর"* বলে। প্রথমা গ্রীবাকশেরুকার সহিত দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকার এইরূপে সন্ধি আছে সেই জন্য আমরা ঘাড় ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। (ঘ) যে সন্ধিতে সাঁড়াশির ন্যায় মুখ বিশিষ্ট অস্থির মধ্যে অপর অস্থির অংশ প্রবিষ্ট হইয়া ঘুরিতে পারে তাহাকে 'সন্দংশকোর' † বলে। কনুইয়ের সন্ধি এইরূপ।

উদূখল সন্ধি ‡—কোন অস্থির উদূখলের ন্যায় গভীর খাতমধ্যে অন্য অস্থির মুণ্ড প্রবিষ্ট হইয়া যে সন্ধি নির্ম্মিত হয় তাহাকে 'উদূখল সন্ধি' বলে। কক্ষ এবং বঙ্ক্ষণের সন্ধি এইরূপ। দন্ত সকলের অগ্রভাগ হনুস্থির গভীর খাতে প্রবিষ্ট বলিয়া ঐ সকল সন্ধিকেও উদূখল সন্ধি বলা যায়। কিন্তু ঐ সকল উদূখল সন্ধি অচল।

সামুদ্গ—দুই বা ততোধিক অস্থির দৃঢ়সংযোগে একটি সমুদ্গ বা সম্পুট (কৌটা বা বাটির মত) নির্ম্মিত হইলে সেই সন্ধিকে 'সামুদ্গ' বলা যায়। শ্রোণিতচক্র প্রভৃতিতে এইরূপ সন্ধি আছে। এই সকল সন্ধি অল্পচেষ্ট অর্থাৎ কম খেলে।

প্রতর §—দুইখানি অস্থির সমতল অংশ পাশাপাশি ভাবে বা উপর্য্যুপরি সংশ্লিষ্ট হইলে তাহাকে 'প্রতরসন্ধি' বলে। চলপ্রতর, যুক্তপ্রতর এবং দৃঢ়প্রতর ভেদে ইহা তিন প্রকার। তন্মধ্যে চলপ্রতর সন্ধির মধ্যে শ্লেষ্মাধরা কলার ব্যবধান থাকে। কশেরুকার কুর্চ্চাস্থিসমূহের পরস্পরসন্ধি এইরূপ। দুইখানি অস্থি মধ্যস্থলে স্নায়ুরজ্জু বা দৃঢ় কলার দ্বারা সংযুক্ত হইলে তাহাকে 'যুক্তপ্রতর' বলে। জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের মধ্যে ও প্রকোষ্ঠের

*† ইং—Condyloid—কন্‌ডাইলয়েড।

‡ ইং—Saddle—স্যাড্‌ল।

* ইং—Pivot Joint—পিভট জয়েন্ট।

† ইং—Gyinglymus—গিংগ্লিমস্।

‡ ইং—Enarthrosis (Ball and socket joint) এনারথ্রোসিস্।

§ ইং—Arthrodia—আর্থ্রোডিয়া।

দুইখানি অস্থির মধ্যে এইরূপ সন্ধি আছে। সমজাতীয় অস্থিগুলি মধ্যবর্ত্তী তরুণাস্থি দ্বারা পরস্পর দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইলে তাহাকে দৃঢ়-প্রতর বলে। পৃষ্ঠবংশের কশেরুকাগুলি এইরূপে সন্ধিযুক্ত।

তুন্নসেবনী*—করাতের দাঁতের স্তায় ধার বিশিষ্ট প্রান্তদ্বারা দুইখানি অস্থি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া সেলাই করার স্তায় দেখাইলে উক্ত সন্ধিকে 'তুন্নসেবনী' বলে। সীমন্তসেবনী এবং গ্রন্থসেবনী ভেদে ইহা দুই প্রকার দেখা যায়। তন্মধ্যে মস্তকের কপালাস্থি সমূহে 'সীমন্তসেবনী' এবং সীরিকা ও জতুকাস্থির সংযোগ স্থলে 'গ্রন্থসেবনী' সন্ধি আছে। যৌবনের পূর্ব্বে শ্রোণিফলকের তিনটী অংশের মধ্যে তুন্নসেবনী সন্ধি থাকে। আয়ুর্ব্বেদে সীমন্তসেবনী 'সীমন্ত' নামে অভিহিত।

বায়সতুণ্ড—কোন অস্থির কাকচঞ্চুবৎ অংশের মধ্যে অপর অস্থির অংশবিশেষ শিথিলভাবে সংহিত হইলে তাহাকে 'বায়সতুণ্ড' বলে। শঙ্খাস্থির সহিত অধোহনুর সন্ধি এইরূপ। এই সন্ধি এক প্রকার কোরসন্ধি হইলেও ইহা চেষ্টাবহুল বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।

মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত—শ্বাসপথের তরুণাস্থি সমূহে 'মণ্ডল' এবং কর্ণশষ্কুলীনির্ম্মাণকারী তরুণাস্থি সমূহে 'শঙ্খাবর্ত্ত' সন্ধি দেখা যায়। কিন্তু উহারা তরুণাস্থির সন্ধি বলিয়া পাশ্চাত্যগণ উহাদিগকে অস্থিসন্ধি মধ্যে গণনা করেন না।

সচল সন্ধিসমূহে চারিটী পদার্থ বিশেষ দ্রষ্টব্য, যথা—অস্থির সন্ধের অংশ, সন্ধির মধ্যস্থিত তরুণাস্থি, স্নায়ু এবং শ্লেষ্মধরা কলা। তন্মধ্যে—

(১) অস্থির সন্ধের অংশ বৃহৎ ও চিক্কণ অস্থিময় এবং সন্ধান স্থলে সুমসৃণ তরুণাস্থিপত্র দ্বারা আবৃত।

(২) সন্ধিস্থলে অবস্থিত তরুণাস্থি সকল দুই প্রকার—'সন্ধিবেষ্টক' এবং 'সন্ধ্যন্তরাল'। তন্মধ্যে সন্ধিবেষ্টক তরুণাস্থিগুলি অস্থির সন্ধের অংশ আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং সন্ধ্যন্তরালগুলি দুইখানি অস্থির সন্ধের অংশের মধ্যস্থলে পৃথক্ ভাবে থাকে।

(৩) স্নায়ুসমূহ তিন প্রকার—রজ্জুরূপ কোষরূপ, এবং কলারূপ। তন্মধ্যে রজ্জুরূপ স্নায়ুসকল সন্ধির মধ্যে ও চারিদিকে পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করে। কোষরূপ স্নায়ু সকল কোষের স্তায় সমগ্র সন্ধিটীকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। অনেক পেশীর কণ্ডরা সন্ধিসংযোজনী স্নায়ুর সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া যায়। কলারূপ স্নায়ু সকল কলা বা ঝিল্লীর স্তায় দুইখানি অস্থির অন্তরালে বিস্তৃত থাকে, যথা—জঙ্ঘান্তরালা কলা।

পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চারিপ্রকার স্নায়ুর বিষয় বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রতানবতী স্নায়ুই অস্থির বন্ধন স্বরূপ বলিয়া এই অধ্যায়ে উহাদের বিষয়ই উল্লেখ করা যাইবে। অন্যান্য স্নায়ু পেশী ও আশয় বর্ণন প্রসঙ্গে বর্ণনীয়।

স্নায়ু শ্বেত ও পীত এই দুই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তন্মধ্যে কশেরুকাচক্রের মধ্যবর্ত্তী স্নায়ুসমূহ ও গ্রীবাধরা স্নায়ু পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট। অন্যান্য স্থানের স্নায়ু শুভ্র।

---

* ইং—Schindylosis—শিন্ডিলোসিস্।

(৫) শ্লেষ্মধরা কলা*—সচল সন্ধি-সমূহের অস্থিদ্বয়ের মধ্যে এক একটী তরল পিচ্ছিল পদার্থ ('শ্লেষ্মক শ্লেষ্মা'†) পূর্ণ কলা-ময় কোষ থাকে। ঐ কোষের উভয় দিক্‌ অস্থিদ্বয়ের সন্ধের অংশগুলিকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করিয়া রাখে। শ্লেষ্মধরা কলা হইতে নিয়ত, 'শ্লেষ্মক' শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া সন্ধিস্থানকে আর্দ্র রাখে বলিয়া সন্ধিস্থান বেশ খেলিতে পারে এবং ঘর্ষিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা তিনপ্রকার—সন্ধ্যান্তরীয়, কণ্ডরানুগা এবং ত্বকের নিম্নস্থ। সন্ধ্যান্তরীয় কলা অস্থিসন্ধির মধ্যে থাকে। কণ্ডরানুগা কলা চলনশীল কণ্ডরাসমূহকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ত্বঙ্‌নিম্নস্থ কলা কেবল ত্বকের দ্বারা আবৃত অস্থিসমূহের উপরে—অস্থি ও ত্বকের মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহাদের বিষয় পেশী ও অস্থিবর্ণনে দ্রষ্টব্য। সন্ধিপ্রসঙ্গে কেবল সন্ধ্যান্তরীয় কলার বিষয় বর্ণিত হইবে।

অচল সন্ধিসমূহে প্রয়োজনাভাব হেতু শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সন্ধি বর্ণনা।

সন্ধি সকলের স্থান, সংস্থান ও চেষ্টাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য এবং বিশিষ্ট সন্ধির প্রতীকারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সন্ধিসমূহের বিষয় অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। তজ্জন্য সংক্ষেপে সন্ধি সকলের বিষয় কথিত হইতেছে। উভয় দিকের অস্থির বা অস্থির অবয়বের সংযোজন করে বলিয়া সন্ধিবন্ধনী স্নায়ুগুলির নামও সেই অস্থি-গুলির নামানুসারে কল্পিত হয়। কখন কখন কার্য্যানুসারেও সংজ্ঞা হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে সকল স্থলে স্নায়ুগুলির নাম লেখা হইবে না।

* ই—Synovial membrane—সাইনোভিয়াল মেম্‌ব্রেণ।
† ই—Synovia—সাইনোভিয়া।

মস্তকের সন্ধি।

বর্ণনার সুবিধার জন্য প্রথমে মস্তকের সন্ধি হইতে আরম্ভ করা যাইতেছে। শিরঃসন্ধির অন্যান্য অচল সন্ধিগুলির বিষয় সমগ্র করোটি বর্ণনকালে বলা হইয়াছে। এইস্থলে কেবল 'অধোহনুসন্ধান' 'শিরোগ্রীব সন্ধান' নামে দুইটী সন্ধির বিষয় বলা হইবে।

অধোহনুসন্ধান—অধোহনুর দুই মুণ্ড দুইটী শঙ্খাস্থির স্থালকদ্বয়ের সহিত সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। এই সন্ধিদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া অধোহনু নীচে ও উপরের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে খেলিতে পারে। এই সন্ধিকে প্রাচীনেরা 'স্নায়সতুণ্ড' সন্ধি বলিয়াছেন। এই সন্ধিদ্বয়ের প্রত্যেকটী স্নায়ুকোষ দ্বারা আবৃত এবং বহিঃসীমায়, অন্তঃসীমায় ও পশ্চাতে এক একটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। সন্ধির উভয় দিকে দৃঢ়পেশী নিবেশ থাকিতেও এই সন্ধির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়; কিন্তু পেশীর ক্রিয়ায় ব্যতিক্রম ঘটিলে এই সন্ধিদ্বয় সহজেই বিশ্লিষ্ট হইতে পারে। হনুসন্ধির হঠাৎ বিশ্লেষ ঘটিলে মানুষ মুখ খুলিয়াই থাকে, মুখ বুজিতে পারে না।

শিরোগ্রীব সন্ধি—মস্তক ও পৃষ্ঠ-বংশের সন্ধিকে শিরোগ্রীবসন্ধি বলে। এই স্থানে তিনটী অস্থির মধ্যে পরস্পর সংযোগ হওয়ায় ত্রিবিধ সন্ধির সৃষ্টি হয়। যথা—

(ক) পশ্চিম কপাল ও চূড়াবলয়ার সন্ধি—পশ্চিমকপালের মূলকোটিদ্বয়ের সহিত কোরসন্ধি এবং অবশিষ্টাংশের প্রান্তরসন্ধি হয়। তন্মধ্যে কোরসন্ধিদ্বয় দুইটী স্নায়ুকোষে

আচ্ছাদিত ও মধ্যে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত। প্রতর-সন্ধিটী চারিদিকে চারিটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা প্রতিবদ্ধ।

(খ) চূড়াবলয়া ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই সন্ধিতে দ্বিতীয়া গ্রীবাকশেরুকা দন্তচূড়ার দন্তপ্রবর্দ্ধন নামক কীলবৎ অংশ চূড়াবলয়ার

[৪০শ চিত্র—শিরোগ্রীব সন্ধি (পৃষ্ঠতল)]

(পশ্চিম কপালের উপরের ও গ্রীবাকশেরুকাগুলির চক্রাংশ অপসারিত করিয়া দেখান হইয়াছে)
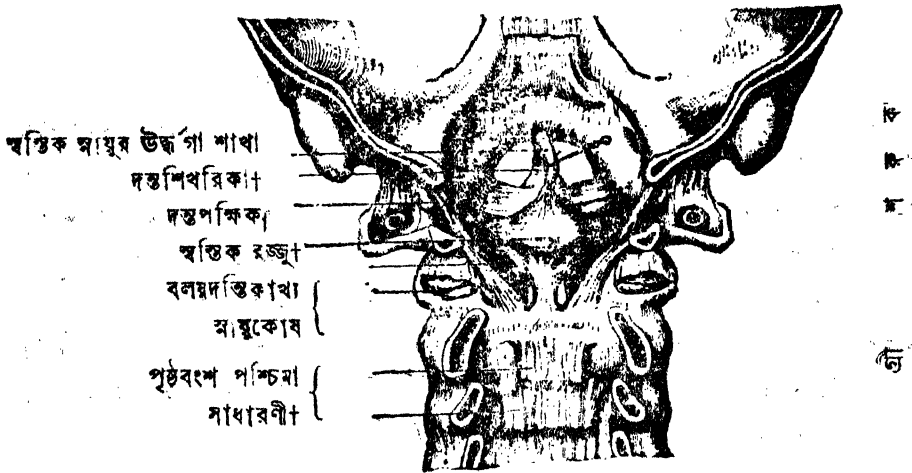
[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

বিবর মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার সম্মুখ-ভাগ বলয়ার্দ্ধের ভিতর দিকে সংসক্ত থাকে। এইরূপ সংযোগ থাকায় চূড়াবলয়াযুক্ত মস্তক পৃষ্ঠবংশের উপর সহজে ঘুরিতে ফিরিতে পারে। অতএব সম্মুখভাগে এইরূপ চক্রকোর সন্ধি এবং অবশিষ্ট অংশে প্রতরসন্ধি দেখা যায়। পাঁচটী স্নায়ু এই স্থানের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে সম্মুখের স্নায়ু উভয় অস্থির কশেরুপিণ্ডের সম্মুখভাগ বন্ধন করিয়া রাখে। পশ্চাতের স্নায়ু দুই অস্থির কশেরু-চক্রের পশ্চাদ্ভাগ বন্ধন করিয়া থাকে। দুইটী স্নায়ুকোষ উভয় অস্থির দুই দিকের দুইটি সন্ধি প্রবর্দ্ধনক যুগলের সংযোজনা করে। 'স্বস্তিক-রজ্জু' স্নায়ু চওড়াদিকে চূড়াবলয়ার ভিতরের পরিধির উভয়দিকের কলায় বৎ অংশদ্বয়ে সংসক্ত এবং লম্বালম্বিভাবে উর্দ্ধ দিকে পশ্চাৎ কপালমূলের পিছনে মধ্যরেখায় ও অধোদিকে দন্তচূড়ার অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত। ইহা সম্মুখ হইতে দন্তপ্রবর্দ্ধনকে চূড়াবলয়ার ছিদ্র মধ্যে যথাস্থানে ধারণ করিয়া রাখে। দন্ত-প্রবর্দ্ধন স্থানচ্যুত হইলে সুষুম্নাশীর্ষ আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মনুষ্যকে ফাঁসি দিলে শ্বাসরোধের পূর্ব্বেই অনেক সময়ে এই কারণে মৃত্যু হইয়া থাকে।

(গ) পশ্চিম কপাল ও দন্তচূড়ার সন্ধি—এই দুইখানি অস্থির পরস্পর সংস্পর্শ না

ঘটিকেও সুষুম্নাবিবরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত চারিটী স্নায়ু দ্বারা ইহারা পরস্পর সংবদ্ধ থাকে।

শিরোগ্রীব সন্ধির এই সকল স্নায়ু ব্যতীত 'গ্রীবাধরা' নামে মহতী স্নায়ুরজ্জু পশ্চিম কপালের পশ্চিমার্ব্বুদ ও পশ্চিমনালিকা হইতে সপ্তমী গ্রীবাকশেরুকার পৃষ্টকণ্টকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই স্নায়ু স্থিতিস্থাপক এবং গ্রীবাকে ঋজুভাবে ধারণ করিয়া রাখে। মনুষ্যের মস্তক সোজা ভাবে থাকে বলিয়া মনুষ্যদেহে এই স্নায়ু তত পুষ্ট নহে। কিন্তু পশুর মস্তক আড়ভাবে থাকে বলিয়া তাহাদের মস্তক ধারণের জন্য এই স্নায়ু অত্যন্ত দৃঢ় ও স্থূল হইয়া থাকে।

মধ্য শরীরের সন্ধি।

পৃষ্ঠবংশসন্ধি—পৃষ্ঠবংশ উপর্য্যুপরি স্থাপিত কশেরুকা সমূহের দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক কশেরুকা উর্দ্ধস্থিত ও অধঃস্থিত অপর দুইটী কশেরুকার সহিত পাঁচটী করিয়া সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ। যথা—

(১) কশেরুকাপিণ্ডগুলির পরস্পর-সংযোজনী স্নায়ু। ইহারা তিনভাগে বিভক্ত। (ক) কশেরুপুরঃস্থা সাধারণী, স্নায়ু দৃঢ়, স্থূল ও দীর্ঘ পটিকার (ফালির) মত। ইহা সমস্ত কশেরুকাপিণ্ডের সম্মুখ ভাগে সংসক্ত থাকিয়া সমগ্র পৃষ্ঠবংশের সাধারণ বন্ধন স্বরূপে অবস্থিত। (খ) 'কশেরুপশ্চিমা সাধারণী' —উপরোক্ত স্নায়ুর ন্যায় কশেরুকাসমূহের পশ্চাদ্ভাগের সাধারণ বন্ধন স্বরূপ। (গ) 'কশেরুপিণ্ডান্তরালা' স্নায়ুগুলি কোমল, স্থিতিস্থাপক ও কশেরুপিণ্ডমধ্যস্থ তরুণাস্থি চক্রে সংসক্ত।

(২) কশেরুচক্রের পরস্পর সংযোজনী স্নায়ু সকল কশেরুচক্রগুলির মধ্যে মধ্যে অবস্থিত, স্থিতিস্থাপক ও পীতবর্ণ। ইহারা 'কশেরুচক্রান্তরালা' নামে অভিহিত।

(৩) প্রত্যেক কশেরুকার দুইটী নিম্নাভিমুখ সন্ধিপ্রবর্দ্ধনের সহিত নিম্নস্থিত কশেরুকার উর্দ্ধাভিমুখ সন্ধিপ্রবর্দ্ধনদ্বয়ের সন্ধি হয়। ক্রমশঃ পরে পরে এইরূপ সন্ধি হইয়া থাকে। এই সন্ধিগুলি স্নায়ুকোষের দ্বারা আবৃত ও ভিতরে শ্লেষ্মধরা কলাযুক্ত।

(৪) পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সন্ধানকারক স্নায়ুসমূহ দুই প্রকার, তন্মধ্যে—

(ক) 'পৃষ্ঠকণ্টকধরা সাধারণী' স্নায়ু দৃঢ় রজ্জুর ন্যায় সমস্ত পৃষ্ঠকণ্টকগুলির সংযোজন করে এবং পশ্চিম কপালের পৃষ্ঠস্থিত অর্ব্বুদ হইতে ত্রিকাস্থির পৃষ্ঠকণ্টক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উর্দ্ধ ভাগই 'গ্রীবাধরা' স্নায়ু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(খ) 'কণ্টকান্তরালা' স্নায়ু সকল পৃষ্ঠকণ্টকগুলির অন্তরালে অবস্থিত এবং পাতলা কলা দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল স্নায়ু পৃষ্ঠকশেরুকা ও কটিকশেরুকাগুলিতে বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট দেখা যায়।

(৫) 'বাহুপ্রবর্দ্ধনান্তরালা' স্নায়ুগুলি বাহুপ্রবর্দ্ধন সকলের অন্তরালে থাকিয়া পরস্পরকে বন্ধন করে। উহারা গ্রীবাকশেরুকা ও কটিকশেরুকাগুলিতে পাতলা কলার আকারে এবং পৃষ্ঠকশেরুকা সমূহে রজ্জুর আকারে দৃষ্ট হয়।

কশেরুপিণ্ড সকলের পরস্পর সন্ধি প্রায় অচল। কশেরুচক্র সকলের পরস্পর সন্ধি অল্পচল। গ্রীবা ও কটিকশেরুকার সন্ধিগুলি

অপেক্ষাকৃত অধিক চল। পৃষ্ঠবংশের চেষ্টা বা চলত্ব তিনপ্রকার, যথা—সম্মুখে নমন বা অন্তরায়াম, পশ্চাতে নমন বা বহিরায়াম এবং উভয় পার্শ্বে নমন। পার্শ্ববিবর্ত্তন এই তিন প্রকার চেষ্টার মিশ্রণে হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠপর্শুকাসন্ধি—পর্শুকার সহিত পৃষ্ঠবংশের কশেরুকার সন্ধিকে পৃষ্ঠপর্শুকাসন্ধি বলে। এই সন্ধি দুই প্রকার যথা—

(১) পর্শুকামুণ্ডের সহিত কশেরুকাপিণ্ডের চলপ্রভর জাতীয় সন্ধি। তন্মধ্যে প্রথমা, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী—এই পর্শুকাগুলির প্রত্যেকটী এক একটী কশেরুপিণ্ডের পূর্ণস্থালকের সহিত পৃথক্ ভাবে সংহিত হয়। অপরগুলির প্রত্যেকটী দুইটী কশেরুপিণ্ডের অর্দ্ধস্থালকদ্বয়ের সন্ধিযুক্ত হয়। ইহা প্রধানতঃ ত্রিশূলাকার স্নায়ু দ্বারা উপর নীচের কশেরুপিণ্ডদ্বয়ের ও তন্মধ্যস্থ তরুণাস্থিচক্রের সহিত সম্বদ্ধ। এখানে পর্শুকামুণ্ডের বেষ্টনভূত একটী কোষাকার স্নায়ু ও তন্মধ্যে সন্ধ্যন্তরীয় স্নায়ুও থাকে।

(২) পর্শুকার্ব্বুদের সহিত কশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনের যুক্তপ্রভর সন্ধি। ইহা সম্মুখে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে রজ্জুবৎ স্নায়ু এবং মধ্যে কোষবৎ স্নায়ুদ্বারা প্রতিবদ্ধ।

পূর্ব্বপর্শুকাসন্ধি — পর্শুকা, উপপর্শুকা এবং উরঃফলকের সন্ধিসমূহ এই নামে খ্যাত। এই সন্ধি চারি প্রকার যথা—

(১) পর্শুকার সহিত উপপর্শুকার সন্ধি—বারখানি পর্শুকার অগ্রভাগস্থিত স্থালকের সহিত বারখানি উপপর্শুকার মূলের দৃঢ় ও অচল সন্ধি হইয়া থাকে।

(২) উপপর্শুকার সহিত উরঃফলকের সন্ধি—এক একদিকের প্রথম সাতখানি করিয়া উপপর্শুকার সহিত উরঃফলকের পার্শ্বস্থ স্থালকগুলির সন্ধি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমা পর্শুকার সন্ধি অচল, অবশিষ্টগুলি যুক্তপ্রভর। অগ্রিমা, পশ্চিমা, কোষাকারা এবং সন্ধ্যন্তরীয়া—এই চারি প্রকার স্নায়ু উপপর্শুকা ও উরঃফলকের সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(৩) উপপর্শুকার পরস্পর সন্ধি—পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী উপপর্শুকার অগ্রভাগগুলি উরঃফলকে সংযুক্ত হইলেও উহাদের সম্মুখের কোণ উত্তরোত্তর পর্শুকার কোণের সহিত কতকগুলি স্নায়ুসূত্র দ্বারা সংবদ্ধ। অষ্টমী, নবমী ও দশমী উপপর্শুকার অগ্রভাগ কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপপর্শুকার কোণের সহিত ঐরূপে প্রতিবদ্ধ—উহাদের উরঃফলকের সহিত সন্ধি নাই। একাদশী ও দ্বাদশী উপপর্শুকার অগ্রভাগ বিযুক্ত—অর্থাৎ কাহারও সহিত সন্ধিযুক্ত নহে।

(৪) উরঃফলকের খণ্ডগুলির পরস্পর সন্ধি—অল্প বয়সে উরঃফলকের গ্রৈবেয়ক, মধ্যফলক এবং অগ্রপত্র নামক খণ্ডত্রয় পরস্পর সন্ধিযুক্ত ও স্নায়ু দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। প্রৌঢ় বয়সে এই খণ্ডত্রয় জুড়িয়া যায়।

অক্ষকোরঃ সন্ধান—উরঃফলকের উর্দ্ধাংশের দুইপার্শ্বে দুইখানি অক্ষকাস্থির প্রান্তভাগ স্নায়ুকোষ দ্বারা প্রতিবদ্ধ থাকে। এই সন্ধি দৃঢ় করিবার জন্য অক্ষকাস্থি প্রথমা পর্শুকার সহিত ও স্নায়ু দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অক্ষকাস্থিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ সন্ধি না থাকিলেও এক স্নায়ু উরঃ-

ফলকের শিখরদেশের উপর দিয়া উহাদের সম্মুখ প্রান্তদ্বয়কে সংবদ্ধ করিয়া রাখে। অংসসন্ধি বর্ণন প্রসঙ্গে অক্ষকাস্থির সহিত অংসের সন্ধানের বিষয় বলা যাইবে।

শ্রোণিচক্রসন্ধি — শ্রোণিচক্র-সন্ধি দুই ভাগে বর্ণনীয়। শ্রোণিফলকদ্বয়ের পৃষ্ঠবংশের সহিত সন্ধি এবং পরস্পরের সন্ধি। শ্রোণিফলকদ্বয়ের সহিত পৃষ্ঠবংশের দৃঢ়প্রভুত সন্ধি হয়। ইহা পঞ্চমী কটিকশেরুকার সহিত ত্রিকাস্থির সন্ধি আশ্রয় করিয়া থাকে। পৃষ্ঠবংশের সন্ধারণী যে পাঁচ প্রকার স্নায়ুর বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই পাঁচ প্রকার স্নায়ু দ্বারাই এই স্থলেরও সন্ধিবন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। কেবল এক এক দিকে দুইটী করিয়া স্নায়ু বেশী থাকে। যথা—

[৪১শ চিত্র—শ্রোণিচক্র সন্ধি]
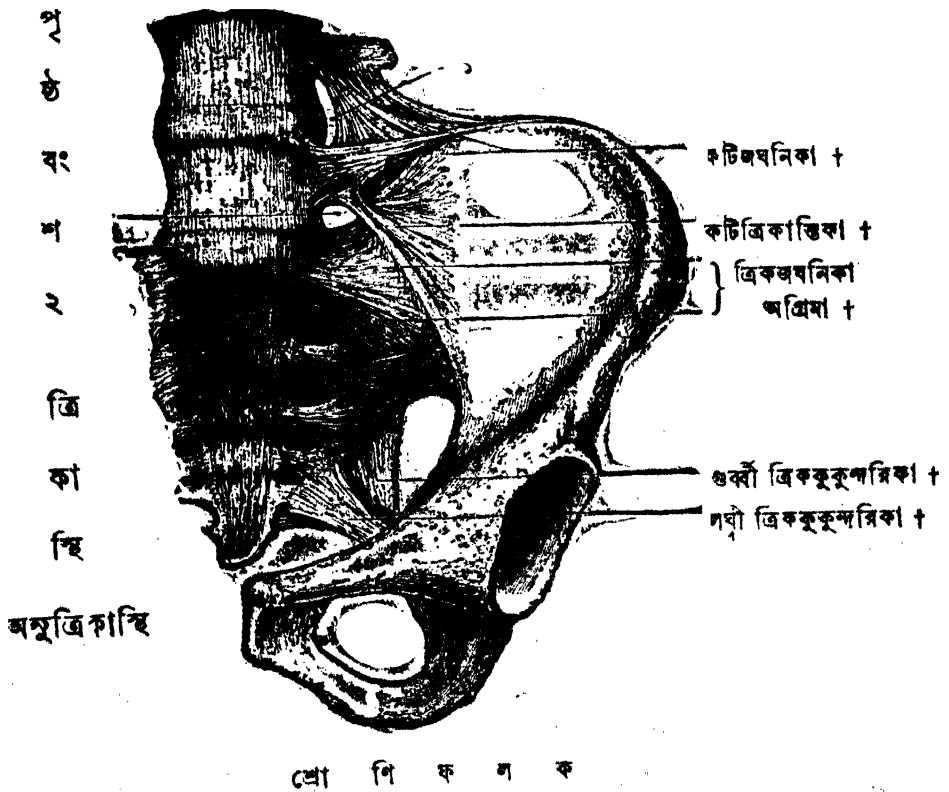
[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক। ১,২ কটিনাড়ী নির্গমের বিবরদ্বয়। এই চিত্রের বামার্দ্ধে যেরূপ স্নায়ু দেখান হইয়াছে দক্ষিণার্দ্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।]

'কটিজঘনিকা' নামে দুইটী স্নায়ু চতুর্থী ও পঞ্চমী কটিকশেরুকার বাহুপ্রবর্দ্ধনকগুলির সহিত উভয়দিকে জঘনধারার পশ্চিম প্রান্তভাগকে সংবদ্ধ করে। 'কটিত্রিকাস্থিকা' স্নায়ু দৃঢ় ও ত্রিকোণ ফালির স্থায়, ইহা পঞ্চমী কটিকশেরুকাকে ত্রিকাস্থির ও শ্রোণিফলকের ত্রিক স্থালকের পরিধির সহিত সংবদ্ধ করে।

শ্রোণিচক্রাস্থিত্রয়ের পরস্পর সন্ধি চারি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়, যথা—

(১) ত্রিকাস্থির সহিত জঘনাস্থির সন্ধি—ত্রিকাস্থির উভয় দিকে জঘনকপালদ্বয়ের সহিত 'দৃঢ়প্রতর' সন্ধি হয়। এই সন্ধি জঘনকপালের তরুণাস্থিপত্রাবৃত ত্রিকস্থালকের সহিত ত্রিকাস্থির পার্শ্বদেশে হইয়া থাকে। এখানে প্রায় শ্লেষ্মধরা কলা দেখা যায় না, কিন্তু গর্ভিণী স্ত্রীলোকের গর্ভবৃদ্ধি হেতু শ্রোণিফলক যখন সচল হয়, তখন শ্লেষ্মধরা কলাও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অগ্রিমা ত্রিকজঘনিকা ও পশ্চিমা ত্রিকজঘনিকা নামে এক এক দিকে দুইটী করিয়া দৃঢ়পট্টিকার মত স্নায়ু ত্রিকজঘনসন্ধির বন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে।

(২) ত্রিকাস্থির সহিত কুকুন্দরের সন্ধি—ত্রিককুকুন্দরাস্থিসংযোজনী লঘ্বী ও গুর্ব্বী নামে নামে এক একদিকে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি করিয়া মোট চারিটী স্নায়ু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই সকল স্নায়ু যথাস্থানে সংসক্ত হইয়া গৃধ্রসীবিবর* ও 'কুকুন্দদ্বার' নামে দুইটী বিবর নির্ম্মাণ করে। তন্মধ্যে গৃধ্রসী নাড়ী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনী ও শুণ্ডিকাখ্য পেশী নির্গত হইয়া থাকে। আর কুকুন্দরবিবরের ভিতর দিয়া 'শ্রোণিগবাক্ষিণী' পেশী এবং তদনুবর্ত্তিনী সিরা ধমনা ও নাড়ী বস্তিগুহায় প্রবেশ করিয়া থাকে।

(৩) ত্রিকানুত্রিকসন্ধি—অগ্রিমা, পশ্চিমা এবং দুইটী পার্শ্বগা—এই চারিটী স্নায়ু ত্রিকাস্থি ও অনুত্রিকাস্থির সন্ধি বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অনুত্রিকাস্থি চারিখানি ক্ষুদ্র কশেরুকাখণ্ডের সংযোগে নির্ম্মিত, কিন্তু প্রসবকালে শ্রোণিদ্বারের বিস্তারের সুবিধার জন্য নারীদিগের দেহে স্বভাবতঃ ঐ খণ্ড চতুষ্টয় পৃথক্ ভাবে থাকে।

(৪) ভগাস্থিদ্বয়ের সন্ধি—ভগাস্থিদ্বয় মধ্যরেখায় স্ব স্ব মুণ্ডদ্বারা পরস্পর সংহিত হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা সংহিত ভগাস্থিদ্বয়কে একখানি পৃথক্ অস্থি বলিয়া গণনা করেন। এই সন্ধি দৃঢ়প্রতর হইলেও গর্ভিণীদিগের দেহে কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতে পারে। উত্তরা, অধরা, অগ্রিমা ও পশ্চিমা এই চারিটী 'ভগ-সংযোজনী' স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। উক্ত সন্ধিমধ্যে তরুণাস্থিচক্র থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মধরা কলা থাকে না।

শাখাসন্ধি।

প্রত্যেক বাহুতে ও সক্থিতে সাতটী স্থানে সন্ধি আছে। বাহুতে যথা—অংসে, কূর্পরে, প্রকোষ্ঠান্তরালে, মণিবন্ধে, করকূর্চ্চাস্থিগুলির করতলে এবং করাঙ্গুলিসমূহে। সক্থিতে যথা—বংক্ষণে, জানুতে, জঙ্ঘান্তরালে, পদসন্ধিতে, পাদকূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে, পদতলে এবং পদাঙ্গুলি সমূহে। প্রত্যেকের বিষয় পৃথক্ লিখিত হইতেছে।

ঊর্দ্ধশাখাসন্ধি।

অংসসন্ধি—অক্ষক, অংসফলক ও প্রগণ্ডাস্থি—এই তিনটী অস্থির যোগে এই সন্ধি নির্ম্মিত। অক্ষক ও অংসফলকের সন্ধিকে অংসচক্র সন্ধান এবং প্রগণ্ড ও অংসফলকের সন্ধানকে অংসোদূখল সন্ধি বা কক্ষা-সন্ধি বলে।

অংসচক্র সন্ধান—অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্ত এবং অংস কূটাগ্রের সংযোগে এই 'চলপ্রস্তর' সন্ধিটী নির্ম্মিত হয়। এই সন্ধিবন্ধনী চারিটী স্নায়ুর মধ্যে 'অংসাক্ষকবন্ধনী' উত্তরা ও অধরা নামে দুইটী ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে অংস এবং অক্ষকাস্থির বন্ধন কার্য্য নিস্পন্ন করে। 'তুণ্ডা-ক্ষকবন্ধনী' ত্রিকোণিকা ও চতুরস্রিকা নামে দুইটী স্নায়ু অংসতুণ্ডের পশ্চার্দ্ধের সহিত অক্ষকাস্থির বহিঃপ্রান্তের ঊর্দ্ধাধস্তলকে সংবদ্ধ করিয়া থাকে। অংসফলকের তুণ্ড ও কূট নামক অবয়বদ্বয়ের মধ্যে 'তুণ্ডমূলিকা' নামে দুইটি স্নায়ু আছে।

অংসোদূখলক সন্ধি বা কক্ষাসন্ধি—অংসপীঠের নাতিগভীর উদুখলাকার স্থালকটি পরিধিতে তরুণাস্থিচক্রের সংযোগে গভীর কোটারাকার হয়। উহার মধ্যে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড সংসক্ত হইয়া এই সন্ধি নির্ম্মিত হয়। দুইটী স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমটী 'অংসোদূখলিক' নামক দীর্ঘ শিথিল স্নায়ুকোষ। ইহা ঊর্দ্ধে অংসোদূখলের চারিদিকে এবং নিম্নে প্রগণ্ডাস্থির গ্রীবা বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। ইহার মধ্যে বৃহৎ শ্লেষ্মধরা কলা বর্ত্তমান। স্নায়ুকোষের তিনটী ছিদ্র দিয়া এই কলার তিনটি কণ্ডরাযুগা শাখা বাহির হইয়া কণ্ডরাগুলির ক্রিয়ার সহায়তা করে। কণ্ডরাগুলি 'অংসান্তরিকা' অধরা, 'অংসপৃষ্ঠিকা' এবং 'দ্বিশিরস্কা' পেশীর দীর্ঘশিখা নামে প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত কণ্ডরাটী সন্ধির ভিতর পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট। দ্বিতীয় স্নায়ুটী 'তুণ্ডপ্রগণ্ডিকা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা অংস-তুণ্ড এবং প্রগণ্ডাস্থির মহাপিণ্ডের সংযোজন করে এবং স্নায়ুকোষের গাত্রে প্রতিবদ্ধ।

পেশী—নিম্নলিখিত পেশীগুলি অংস-সন্ধিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত যথা—ঊর্দ্ধে উত্তরা অংসপৃষ্ঠিকা, নিম্নে ত্রিশিরস্কাপেশীর দীর্ঘশিখা, অন্তঃপার্শ্বে অংসান্তরিকা, বহিঃ-পার্শ্বে অধরা অংসপৃষ্ঠিকা ও লঘ্বী অংসাধারিকা, স্নায়ুকোষের অভ্যন্তরে দ্বিশিরস্কা পেশীর দীর্ঘ-শিখা এবং সমগ্র অংসসন্ধি ও অংসচক্র আচ্ছা-দন করিল অংসচ্ছদা।

চেষ্টা—এই সন্ধিকে আশ্রয় করিয়া সম্মুখ, পশ্চাৎ, ভিতর ও বাহির দিকে নানা প্রকার আকর্ষণাদি চেষ্টা হইয়া থাকে। এই সন্ধিতে প্রগণ্ডাস্থির মুণ্ড যথেষ্ট বিবর্ত্তিত হয় বলিয়া ইহাকে সমস্ত সচল সন্ধির প্রধান বলা যায়।

কূর্পর সন্ধি—প্রগণ্ডাস্থির অধঃ-প্রান্ত এবং প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধপ্রান্ত সংযোগে এই সন্ধি নির্ম্মিত হয়। অন্তঃ-প্রকোষ্ঠাস্থির সন্দংশাকার কূটদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রগণ্ডাস্থির ডমরুবৎ অংশ সংহিত বলিয়া ইহাকে 'সন্দংশকোর' সন্ধি বলে। বহিঃ প্রকোষ্ঠাস্থির কোরমধ্য মুণ্ড এই স্থানে প্রগণ্ডাস্থির কন্দলীর সহিত সংহিত হইয়া থাকে এবং উক্ত মুণ্ডের পার্শ্বদেশ এই সন্ধির মধ্যেই 'মুণ্ডবেষ্টনিকা' স্নায়ু দ্বারা অন্তঃপ্রকো-ষ্ঠির পার্শ্বে সংহিত হয়।

[৪৩শ চিত্র—কূর্পর সন্ধি (আন্তর তল)

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

কূর্পরসন্ধিবন্ধনী স্নায়ু চারিটী—অগ্রিমা, পশ্চিমা, বহিঃপার্শ্বিকা ও অন্তঃপার্শ্বিকা। তন্মধ্যে—

অগ্রিমা বা সম্মুখস্থ স্নায়ুর এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির অন্তরর্ব্বুদের সম্মুখতলে সম্বদ্ধ এবং অপর প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চঞ্চুপ্রবর্দ্ধনের পরিধিতে ও মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ুর সহিত সম্বদ্ধ। পশ্চিমা স্নায়ুর এক প্রান্ত কূর্পরখাতের উপকণ্ঠে এবং অন্য প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূর্পরকূটের পরিধির সহিত সংসক্ত। বহিঃপার্শ্বিকার এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির বাহ্যার্ব্বুদে এবং অন্য প্রান্ত মুণ্ডবেষ্টনিকা স্নায়ুর সহিত সংসক্ত। অন্তঃপার্শ্বিকা স্নায়ুর এক প্রান্ত প্রগণ্ডাস্থির অন্তরর্ব্বুদে এবং অন্য প্রান্ত অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির কূটদ্বয়ের পরিধির অন্তঃসীমায় সংসক্ত।

চেষ্টা—কূর্পরসন্ধির চেষ্টা চারি প্রকার—সঙ্কোচ, প্রসার, অন্তর্ব্বিবর্ত্তন ও বহির্ব্বিবর্ত্তন। তন্মধ্যে—প্রসার দ্বারা বাহু দণ্ডবৎ হইতে পারে, বিপরীত দিকে নত হয় না।

শ্লেষ্মধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থিত শ্লেষ্মধরা কলার শাখা প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

প্রকোষ্ঠান্তরীয় সন্ধি—প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রান্তে কোরসন্ধি এবং মধ্যস্থলে প্রতর সন্ধি হইয়া থাকে। এই সকল সন্ধি অল্পচল। ঊর্দ্ধপ্রান্তে বহিঃ-

প্রকোষ্ঠাস্থির মুণ্ড অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির চক্রনেমিখাতে সংহিত হয় এবং বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মুণ্ডের বিবর্তনপ্রদ 'মুণ্ডবেষ্টনিকা' স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য করিয়া থাকে। 'প্রকোষ্ঠান্তিরশ্চনা' নামে অপর একটী স্নায়ুও এই স্থানের অধোদেশের বন্ধনস্বরূপে তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের নিম্নপ্রান্তে অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির মণিমুণ্ড বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তের পার্শ্বে সংহিত হইয়া থাকে। সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটী স্নায়ু এবং মণিবন্ধসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট ত্রিকোণ তরুণাস্থি দ্বারা এই সন্ধির বন্ধন কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। মধ্যনলকদ্বয়ের সন্ধানে অস্থিদ্বয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হয় না, পরন্তু 'প্রকোষ্ঠান্তরালা' নামে দৃঢ় কলা দ্বারা ইহারা পরস্পর আবদ্ধ থাকে।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য যেরূপ দিন দিন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালাদেশে মৃত্যু সংখ্যা যেরূপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে তাহা ভাবিবার কথা। এক সময়ে বাঙ্গলার অবস্থা এরূপ ছিল না। তখনকার বাঙ্গালী এখনকার অপেক্ষা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন কি না—সে বিচার আমরা করিব না, তবে তখন অপেক্ষা এখনকার বাঙ্গালী হয় তো অনেক বিষয়ে পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া সভ্যতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের পন্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা সুলভ করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যে—তথা পরমায়ু লাভ বিষয়ে এখনকার বাঙ্গালী যে সেকালের বাঙ্গালীর অনেক নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নাই।

তখনকার বাঙ্গালীর সকলেই লেখাপড়া শিখিত না, তাহার কারণ সেকালে চাকরি ক অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহের কল্পনা এখনকার মত বাঙ্গালী মাত্রেই প্রথম হইতে করিয়া রাখিতেন না। সেকালের গোয়ালা-বাঙ্গালী জানিত—দুগ্ধ বিক্রয়ের অর্থেই তাহার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, মালাকর জাতীয় বাঙ্গালী জানিত—পূজা-পার্ব্বণে দেবীপ্রতিমার সজ্জা বিন্যাসে—তথা বরবধূর মিলন জনিত কতকগুলি কার্য্যে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে। বাঙ্গালী-তিলি জানিত কিছু না করিতে পারিলে সে মুদিখানার দোকান করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে। বাঙ্গালী-তন্তুবায় সকল বাঙ্গালীর বস্ত্র যোগাইত, কাজেই তাহাকে অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহের চিন্তা করিতে হইত না। বাঙ্গালী-মোদক মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরিত। বারুইজাতীয় বাঙ্গালী সকলকে তাম্বুল জোগাইত, কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করিত, কর্ম্মকার—বাঙ্গালীর প্রয়োজনীয় কুঠারাদি অস্ত্র প্রস্তুত করিত, নাপিত ক্ষৌরকার্য্য করিত;—কাজেই বাঙ্গালীর নবশাক জাতীয়ের মনে সেকালে চাকরি করিবার

কল্পনা আদৌ উপস্থিত হইত না। সেকালের নবশাক জাতীয় বাঙ্গালীর এইজন্য লেখাপড়া শিখিবার আবশ্যকও হইত না।

সেকালে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত লেখাপড়া শিখিত ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যগণ। বাঙ্গালী কায়স্থও লেখাপড়া শিখিত বটে, কিন্তু সে বিদ্যার পরিসমাপ্তি প্রায়ই শিশুবোধক এবং শুভঙ্করী পাঠেই হইয়া যাইত, কেহ কেহ একটু আরবী, একটু পারসী একটু উর্দ্দু শিক্ষা করিতেন, তাহার ফলে নবাব সরকারে চাকরির একটু সুবিধা হইত। ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যজাতির বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইতেন, কিন্তু তাহা চাকরি করিবার উদ্দেশ্যে নহে। ব্রাহ্মণেরা 'টোল' খুলিয়া অধীত বিদ্যার অধ্যাপনায় আরও বিদ্যালাভের পন্থা পরিষ্কার করিতেন, বৈদ্য চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রশিক্ষার ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণেরই মত জ্ঞানার্জ্জনের উপায় করিতেন।

এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন বাঙ্গালীর সকল জাতিই পণ্ডিত হউক না হউক—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্য ব্যগ্র হইতেছে। উদ্দেশ্য—সহজে চাকরিপ্রাপ্তির উপায় বিধান। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের জন্য বাঙ্গালীর কোমলমতি শিশুদিগের স্বাস্থ্য প্রথম হইতেই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহার পর চাকরি জীবনে সে স্বাস্থ্যের অপচয় এরূপ হইয়া পড়িতেছে যে, বাঙ্গালীর অকর্ম্মণ্যতা একান্তই অবশ্যম্ভাবী।

এখনকার দিনে অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এই অজীর্ণপ্রবণতার কারণ কি? বাঙ্গালী ছেলের অনেকেই অভিভাবক শূন্য অবস্থায় মেসে-বোর্ডিংয়ে অবস্থিতি করে, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় বিধি সকল তাহাদিগকে কেহ শিখাইয়া দেয় না। অধিক জলপান বিষম ভোজন (অল্প ভোজন, বহু ভোজন বা বা অসময়ে ভোজন) মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রি জাগরণ—এই সকল কারণে যে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়—এ সব কথা তাহাদিগকে কেহ বলিয়া দেয় না। বলিয়া দিলেও ঘটনাচক্রে সে সকল পালন করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইয়া উঠে না। মাতাভগ্নী পরিত্যক্ত অল্পমতি শিশুগণ ফিজিক্স-কেমিষ্ট্রির তত্ত্ব সকল অবগত হইতে গিয়া যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কলিকাতার মত স্থানে সহজসুলভ-চায়ের লোভ সম্বরণ অথবা সোডা-লেমোনেড-সরবতের পিপাসা পূর্ণ না করিয়া তাহারা থাকিতে পারে না। ফলে অজীর্ণের প্রধান কারণ অধিক জলপান এইরূপ ভাবে ছাত্র জীবনেই অনেকের নিকট অভ্যস্ত হয় এবং কালে কর্ম্মময় জীবনেও অভ্যাস দোষে অনেকে সে দোষ পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহার পর অল্প ভোজন,—বহু ভোজন—ইহাও ছাত্রজীবনে অপরিহার্য্য। এখানে অল্প ভোজন অর্থে ধরিয়া লইতে হইবে—বাঙ্গালী বালককে যে পরিমাণ শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, মেসে-বোর্ডিংয়ে থাকিয়া সে পরিমাণ আহার্য্যলাভ প্রায়শঃই তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আর রাত্রি জাগরণ—সে তো ডিগ্রি লাভের কামনায় না করিলে উপায় নাই। ফলে নানা কারণে অজীর্ণের বীজ বাঙ্গালী

শিশুর প্রাথমিক জীবনেই যাহা অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে—কালে কর্ম্মময় জীবনে তাহাই বাঙ্গালীর আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ হইয়া উঠিতেছে। অনেক বাঙ্গালীই অজীর্ণপ্রবণ হইতেছে এই কারণে।

বহুকাল চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই অজীর্ণই হইতেছে বাঙ্গালী জাতীর আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ। আমরা ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইয়া কাজ নাই—এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু যেরূপ ভাবে তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তাহার পরিবর্ত্তন করা যে উচিত—একথা মুক্তকণ্ঠে বলিব। আমরা এখনকার দিনে ছেলেরা কেবল নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেছে কিনা তাহাই দেখি—কিন্তু তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে কিনা তাহার চিন্তা তো মোটেই করিনা। স্বাস্থ্যরক্ষায় জন্য যে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা আছে—এ কথাটা এখনকার অনেক পিতামাতারই জ্ঞান নাই। বিদ্যালয় সমূহে অবশ্য সে ব্যায়ামের ব্যবস্থা অল্পবিস্তর প্রবর্ত্তিত আছে, কিন্তু সে ব্যায়ামের কাল যে সময়ে নির্দ্দিষ্ট—তাহা কখনই বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে উপযুক্ত নহে। বাঙ্গালী বালকদিগকে যে সকল ব্যায়াম করান হয়, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তাহাও বাঙ্গালীশিশুর পক্ষে প্রকৃষ্ট নহে। সেকালে ছেলেদের ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল—হেঁড়ুডুডু, কপাটিখেলা প্রভৃতি। একালের ব্যায়াম হইয়াছে, ব্যাটবল, ফুটবল প্রভৃতি। এ সকল ব্যায়ামের ব্যবস্থা ইংরাজ জাতির নিকট আমরা শিক্ষা করিয়াছি। ইংরাজ স্বভাবতঃ মাংসাশী জাতি। মাংসাশী জাতির পক্ষে ঐরূপ ব্যায়াম যেরূপ ফলোপদায়ক হয়, শাকান্নভোজী বাঙ্গালী শিশুর পক্ষে তাহা কখনই উপযুক্ত নহে, কাজেই ঐ ধরণের ব্যায়াম চর্চ্চায় অনেক স্থলে বাঙ্গালীবালক যশস্বী হইলেও তাহা যে তাহার স্বাস্থ্যরক্ষার পরিপন্থী হইয়া পড়িতেছে তাহা সুনিশ্চয়।

সেকালে বাঙ্গালীশিশুর লেখাপড়ার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল—প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্নে। বাঙ্গালীর কর্ম্মকালও নির্দ্দিষ্ট ছিল ঐ দুইটী সময়। দ্বিপ্রহরে সকলেই বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেন, এখন দেশ হইতে সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। ফলে আহারান্তে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতেই বাঙ্গালী শিশুকে জ্যামিতি-বীজগণিতের তত্ত্ব অন্বেষণে মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে হয়—বাঙ্গালী কর্ম্মীর পক্ষেও ঐ ব্যবস্থা। বাঙ্গালীর আয়ুক্ষয়ের ইহাও কারণ। তাহার পর ব্রহ্মচর্য্যের কথা। ব্রহ্মচর্য্যপালন বাঙ্গালী বালক তো এখনকায় দিনে করিতেই জানেনা,—সে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদানের স্পৃহাও কাহারও নাই। সেকালে বাঙ্গালী বালকের অধ্যয়নকাল যতদিন পূর্ণ না হইত—ততদিন তাহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইত। সেকালের গুরুগৃহের অধ্যয়নের ব্যবস্থা ইহারই জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন সে গুরুও নাই, সে ছাত্রও নাই। ফলে ব্রহ্মচর্য্যহীনতাই যে এখনকার দিনে আমাদের আয়ুক্ষয়ের সর্ব্বপ্রধান কারণ এবং কলিকাতায় যক্ষ্মা বৃদ্ধি যে তাহারই ফলসম্ভূত, তাহা প্রত্যেক অভিভাবকই চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। আমরা সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিব।

পদ্ম।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

পদ্ম—পদ্ম ত্রিবিধ, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম রক্তপদ্ম। নীলপদ্ম এখন এতদ্দেশে দৃষ্ট হয় না। পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধেচ্ছু হইয়া মহামায়া ভগবতীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য এক লক্ষ নীলপদ্ম দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী অপহৃত হওয়ায় পূজার বিঘ্নোৎপন্ন হয়, পরম ভক্ত রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সংকল্পিত পদ্মের সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য নিজের দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া পূজা সমাপনের বাসনা করিলে, মহামায়া মহাশক্তি ভক্তের বাসনা পূর্ণার্থে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাবণবধের বরদান করিয়াছিলেন। এই পুরাণোক্ত বর্ণিত বিষয়ে নীলপদ্মের সংজ্ঞা অবগত হওয়া যায়। উহা না কি রামভক্ত হনুমান কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল।

রক্তপদ্ম ও শ্বেতপদ্ম এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাঢ়দেশেই শ্বেতপদ্মের উৎপত্তি অধিক দৃষ্ট হয়।

পদ্মের মূল, মৃণাল, পত্র ও পুষ্প সমস্তই বিভিন্ন প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে পদ্মের গুণ প্রকাশ করিতেছি—

রক্তপিত্তরোগে পদ্ম—পদ্ম বা মৃণালের স্বরস, কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগীর রক্তবমন নিবৃত্ত হইয়া থাকে মৃণালের কক্ক কাথও রক্তপিত্তে হিতকর।

মূত্রকৃচ্ছ্রে পদ্ম—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীকে পদ্মের মৃণাল ও উৎপলের কাথ সেবন করাইলে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

র র্শে পদ্মকেশর—পদ্মের কেশর চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মাখন ও ইক্ষুর চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের রক্তরোধ হইয়া থাকে।

জ্বরাতিসারে পদ্ম কেশর—জ্বরাতিসার রোগে, পদ্মকেশর, উৎপল ও দাড়িমের খোসা—সমভাগে লইয়া চাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতিসার উপশমিত হয়।

রক্তবমনে পদ্মকেশর—রক্তবমন হইলে পদ্মকেশর কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়।

মূত্ররোধে পদ্মকন্দ—মূত্র রোধ হইলে পদ্মকন্দ গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্ররোধপীড়ার উপশম হয়। পদ্মকন্দ প্রথমতঃ তিল তৈলে ভাজিয়া লইবে, তৎপর গোমূত্রে পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে।

পদ্মবীজ—শ্বেত ও রক্তপ্রদরে চাউল ধৌত জলসহ পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দাহসংযুক্ত জ্বরে **পদ্মপত্রে** শয়ন করিলে দাহ উপশম হয়।

পদ্মের সিরাপ—অর্শের রক্তস্রাব ও রক্তপ্রদরের স্রাবে বিশেষ উপকারী।

পদ্মের কোমল পত্রপুষ্প শ্বেতচন্দন ও আমলকী পেষণ করিয়া জ্বরকালীন শিরঃপীড়ার কপালে প্রলেপ দিলে বিশেষ শান্তি বোধ হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ায় মুষ্টিযোগ।

(কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন)

১। কিসমিস, গুলঞ্চ, বাসকছাল, চিরাতা, দারুহরিদ্রা, আমলকী—প্রত্যেক দ্রব্য ।৵১০ জল ⁄॥০ সের শেষ ৵০ এই কাথ সেবনে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

২। অনন্তমূল, যষ্টীমধু, জাঙ্গীহরীতকী ও পিঁপুল—প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমানভাগে ১ তোলা লইয়া আমলকীর কাথে ভিজাইয়া শুষ্ক করিবে। তৎপরে এক আনা মাত্রায় বটীকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রে একটি করিয়া বটীকা সিউলী পাতার রস ও মধুসহ সেবন করিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৩। সিউলী পাতা, বেলপাতা, গুলঞ্চ ক্ষেৎপাপড়া—ইহাদের স্বরস ⁄০ ছটাক পরিমাণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণসহ পান করিলে ম্যালেরিয়ার উপশম হয়।

৪। মনসাপাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া তাহার রস অর্দ্ধছটাক ৩।৪ রতি পিঁপুল চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বরবিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চ ও অনন্তমূল প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা, জল ⁄॥০ সের শেষ ৵০ পোয়া—ইহাতে চারি আনা পরিমাণ সোঁদালের আটা গুলিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে পান করিলে ৩ সপ্তাহের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

৬। বামনহাটী চূর্ণ করতঃ এক আনা প্রাতে ও এক আনা সন্ধ্যায়—২ তোলা পরিমাণ ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধুর সহিত সেবনে ম্যালেরিয়া নষ্ট হয়।

৭। নিমপাতা, চিরাতা, গুলঞ্চ, সোঁদালের আটা—প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ তোলা জল ⁄॥০ সের, শেষ ৵০,—ইহা কয়েক দিন পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

৮। তুলসীর পাতার রস ১ তোলা ও বেল-পাতার রস ১ তোলা—কিঞ্চিৎ মধুসহ প্রত্যহ পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর উপশমিত হয়।

৯। হিঙ্গু অর্দ্ধ রতি, পিঁপুলচূর্ণ ৩ রতি—২ তোলা গুলঞ্চের রসের সহিত প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে প্রবল কম্পযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র বিদূরীত হয়।

১০। রসসিন্দুর ⁄০ আনা, সোডা ১।০ সওয়া রতি—একত্র গ্রহণকরতঃ নিসিন্দা পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ৩টি বটি প্রস্তুত করিবে। এই বটীকা প্রাতে ১টি মধ্যাহ্নে ১টি ও বিকালে ১টি জলসহ সেবন করিলে জ্বর ৩ দিনের মধ্যে ছাড়িয়া যায়।

১১। কণকধুতরার মূল অর্দ্ধ রতি সন্ধ্যাকালে ছেঁচিয়া একছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে উক্ত ঔষধ না ঝাকাইয়া মূলটি তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া নির্ম্মল জলটুকু পান করিয়াই সর্ষপতৈল মর্দ্দন করতঃ অবগাহন করিবে। স্নানের পর খিচুড়ির সরবৎ খাইবে। জল ⁄॥০ সের ও খিচুড়ি ⁄০ ভিজাইয়া প্রস্তুত করিবে। তৎপরে ঝালের ঝোল ও ভাত খাইবে। এই ঔষধ ১ দিন মাত্র সেব্য। কিন্তু সরবত ১ সপ্তাহ খাইবে। ইহা জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বরে প্রত্যক্ষ ফলদায়ক।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

জীর্ণ জটিল রোগে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যেরূপ ফলপ্রদ এমন আর কোনো চিকিৎসা নহে। ম্যালেরিয়া জ্বরে এল্যাপাথিক চিকিৎসকেরা কুইনাইন-সাহায্যে যে চিকিৎসা করেন, তাহাতে কিন্তু পুনঃ পুনঃ পালটাইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ মতে যদি পাচন ও বটিকা প্রভৃতির প্রয়োগে ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করা যায়, তাহা হইলে তাহার যে আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না ইহা ধ্রুব সত্য। সুখের বিষয় এখন দেশের লোকে এ কথা বুঝিতেছেন এবং তাহার ফলে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার বৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ময়মনসিংহের চারুমিহির আমাদিগকে সংবাদ দিতেছেন—

অনেক সময় দেখা গিয়াছে, ডাক্তারি চিকিৎসায় ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন, কিন্তু ভাল কবিরাজী চিকিৎসায় উত্তম ফল পাওয়া যাইয়া থাকে। টাঙ্গাইল উপবিভাগ ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগবাহুল্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। টাঙ্গাইলের বহু অধিবাসী টাঙ্গাইলের একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন জন্য ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আমারা দেখিয়া সুখী হইলাম, ডিঃ বোর্ডের স্বাস্থ্যকমিটি গত ৩৩মে তারিখে এই বিষয়ে টাঙ্গাইলের সবডিবিসনাল অফিসারকে সবিস্তার রিপোর্ট করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক কি পরিমাণ ব্যয় পড়িবার সম্ভাবনা, কি প্রকার শিক্ষক নিযুক্ত হওয়াআবশ্যক, ছাত্রসংখ্যা কি পরিমাণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে ময়মনসিংহের অবস্থা যেরূপ ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও চারুমিহিরের নিম্নলিখিত সংবাদটীতে উপলব্ধি হইয়া থাকে,—

নেত্রকোণা উপবিভাগের অন্তর্গত বহুগ্রামে ভীষণ জ্বরের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক লোক ইতিমধ্যেই জ্বরে মারা গিয়াছে। বহু পরিবারে শুশ্রূষা করিবার বা পথ্যাদি দিবার লোক পর্য্যন্ত নাই ডিঃ বোর্ড কোনও কোনও স্থানে ডাক্তার পাঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সামান্য লোকেরই উপকার হইতেছে।

যতগুলি কারণে বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালা দেশে রেল বিস্তৃতি তাহার একটী কারণ। রেলওয়ের সুবিধার জন্য বাঙ্গালার অনেক নদী হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে গর্ত্ত পগার প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল নদী সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের সংস্কার সাধন বহুব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু গর্ত্ত পগার গুলি বুজাইয়া দেওয়া বিশেষ ব্যয়ের ব্যাপার নহে। এই কার্য্যের ব্যবস্থা সরকার হইতে রেল কর্ত্তৃপক্ষকে দিয়াই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা উচিত। সহযোগীয় চারুমিহির এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রস্তাব করিতেছেন,—

রেল রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বর বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে এই কথায় আর এখন সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধিবাসীগণ এই কথার যাথার্থ্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের নিকট

ডাক্তার ও ঔষধ প্রার্থনা করিয়া এই রিপুর হস্ত হইতে স্থায়ীরূপে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহাতে স্থানীয় স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ আবশ্যক। রেল রাস্তা ও অন্যান্য উচ্চ রাস্তার মধ্যে ঘন ঘন পোল দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া, গর্ত্ত পগার ইত্যাদি ভরিয়া ফেলিয়া জল নামিয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমরা আশা করি, জনসাধারণে তৎপ্রতি মনোযোগ প্রদান করিবেন এবং যাহাতে ডিঃ বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীগণ এই প্রকারে স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট হন তৎপ্রতি তাঁহা দর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে।

জ্বরের সংবাদ বাঙ্গালার সকল জেলা হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরা হিতৈষী তে প্রকাশ,—

রোগের প্রাদুর্ভাব—মফঃস্বলের অনেক স্থান হইতেই নানাবিধ রোগের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জ্বর রোগ কোন কোন স্থলে মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। প্রকাশ মুরাদনগর থানার অধীন একবাইরা গ্রামে ১২৫।১৩০ জন লোক জ্বর রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একে অন্নাভাবে অনশনে বা অর্দ্ধাশনে লোক দিন কাটাইতেছে, তার উপর যদি রোগের আক্রমণ হয় তবে অভাবে অপরিপুষ্ট জীর্ণ দেহ সেই ব্যাধির সহিত কয়দিন সংগ্রাম করিতে পারে? অনশন এ সকলের মুখ্য কারণ হইতে পারে, কিন্তু উহাও যে গৌণ কারণ সে বিষয় সন্দেহ নাই।

"ত্রিপুরা হিতৈষী" শুধু স্থানীয় রোগ বিবরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই সেখানকার হাসপাতালটিরও যে দুরবস্থার পরিচয় দিয়াছেন তাহাও বড় মর্ম্মভেদী। পাঠক তাঁহারই ভাষায় সে সংবাদ অবগত হউন,

স্থানীয় হাসপাতালের কথা—শ্রীযুক্ত ডিভিসনাল কমিশনার সাহেব এবার যখন কুমিল্লা পরিদর্শনে আগমন করিলেন, তখন তিনি স্থানীয় হাসপাতাল পরিদর্শন কালে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র ও ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। প্রকাশ, এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি কোনরূপ সন্তোষ লাভ করিতে পারে নাই। তিনি যখন যে যন্ত্র বা ঔষধ দেখিতে চাহিয়াছেন তাহার উত্তরে না ব্যতীত হাঁ না কি শুনিতে পান নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বটে। এ নিমিত্ত কাহার দোষ দিব তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সহরের দাতব্য হাসপাতালে অত্যাবশ্যকীয় ও মূল্যবান যন্ত্র ও ঔষধাদি রক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সহরে যে সকল ডাক্তার চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাদি রাখিতে পারেন না, রাখা সম্ভবও নয়। কাজেই যন্ত্র ও ঔষধের অভাবে কঠিন ব্যাধিগুলি অচিকিৎসায় থাকিয়া গেলে উহা সহরের ও ও জেলাবাসীর নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। যাঁহারা ধনী তাহারা না হয় চিকিৎসায় নিমিত্ত দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে পারেন, কিন্তু দরিদ্রের উপায় কি? এ নিমিত্ত আমাদের মনে হয়, কেবল দাদ ও পাঁচড়ার ঔষধ বিতরণের স্থান না হইয়া যাহাতে লোক দুঃসময়ে ও কঠিন রোগে সাহায্য পাইতে পারে হাসপাতালে তেমন ব্যবস্থা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন এবং ঐ সকল ক্ষেত্রেই হাসপাতালের সার্থকতা।

"এসম্বন্ধে আমাদের অপর একটি অভিযোগ আছে। হাসপাতালে সকল সময় রোগীদিগকে গ্রহণ করা হয় না। সংঘাতিক রূপে আহত ব্যক্তি দিগকেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে প্রত্যাখ্যান করা হয়, ইহা আমাদের নিজের প্রেসের একটী লোকের সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানিতে পারিয়াছি। দুর্ঘটনা—হাসপাতালের আইন মানিয়া চলে না। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। এমতাবস্থায় কোন দুর্ঘটনায় আহত কেহ যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই বলিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখাত হয়, তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তবে ডাক্তারের বাসস্থান সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থাই বা কি নিমিত্ত? এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও একবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। জানিনা তাঁহারা ইহার কোন প্রতীকার করিয়াছেন কি না?"

আমাদের দেশ হইতে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির কারণও ইহাই। এখনকার স্কুল কলেজে

যেরূপ ধরণে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহার মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধ কিছুই নাই। এ অবস্থায় দেশে যদি ব্রহ্মচর্য্য বিধানের প্রতিষ্ঠার কথা শুনা যায়, তাহা হইলে মনোমধ্যে স্বভাবতঃই আশায় সঞ্চার হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের "প্রতিকার" সংবাদ দিতেছেন,—

ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন। কয়েক দিন হইল, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় সংস্থাপন জন্য বৈদ্যনাথধামের রায় বাহাদুরের সুরম্য অট্টালিকায় একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় অগ্রদ্বীপের জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য সুন্দররূপে সমাধা হইয়াছিল। তিনি এই সভায় উক্ত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন জন্য নগদ দশ হাজার টাকা ও এক হাজার বিঘা জমি দান করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন একটী মহৎ পুণ্যের কার্য্য। আমরা সভাপতি মহাশয়ের এইরূপ দানের প্রশংসা করি। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাঁহার দান চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কলেরার প্রাদুর্ভাব এখনও বাঙ্গালার অনেক স্থানে চলিতেছে। "ঢাকাপ্রকাশে" প্রকাশ,—

সহরতলী ফরিদাবাজার অঞ্চলে 'কলেরা' রোগ দেখা দিয়াছে। তত্রত্য 'কনষ্টেবল ট্রেণীং স্কুলের' শিক্ষানবীশদের মধ্যেও নাকি কয়েক জন এই রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছে। যাহাতে সাংঘাতিক ব্যাধি আর বেশীদূর ছড়াইতে না পারে, মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ অগৌণে তাহার সুব্যবস্থা করুন।

মেদিনীপুরের "নীহার" হইতেও সেখানে কলেরার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে,—

ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব—পুরীর রথযাত্রী ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই মেদিনীপুর সহরে ওলাউঠা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহাতে অনেক লোকে মারা যাইতেছে।

"মেদিনীপুর হিতৈষিণী"তেও এই কলেরার সংবাদ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, "মেদিনীপুর হিতৈষিণী" সেখানে কলেরা বিস্তৃতির কারণেও সেখানকার পানীয় জলের দুরবস্থার কথাও উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

স্বাস্থ্য—এখনও কলেরা সহর ছাড়িলনা। মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন উক্তরোগে দেহত্যাগ করিতেছে। জ্বরাদির আবির্ভাব মন্দ নয়। চারি দিকে মাছি ভন ভন্ করিতেছে। নর্দ্দামায় জিনিষ পচিতেছে। পুষ্করিণী-আদি অপরিস্কৃত ও তাহাতে জলাভাব। গরীব লোক জলের অভাবে তাহাই পান করে।

আসাম প্রদেশ তো ম্যালেরিয়া ও কালা-জ্বরের আবাসভূমি। সেখানকার সাতগাঁও অঞ্চলের বর্ণনা করিয়া শিলচরের সহযোগী "সুরমা"তে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,

ম্যালেরিয়ার আক্রমণে এই অঞ্চলের শত শত লোক প্রতিবৎসর প্রাণত্যাগ করিতেছে—গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে। সাতগাঁয়ের ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা এখন প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। উহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এখন ঐ অঞ্চলের লোক গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পলাইতেছে—পারত পক্ষে সাতগাঁও এর ছায়া মাড়াইতে চাহে না, —যাহারা নিতান্ত নিরুপায়, তাহারাই গ্রামে থাকিয়া জঠরানলে আহুতি জোগাইতেছে।

বাঙ্গালাদেশে যেরূপ আধিব্যাধির পরিমাণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় সরকার হইতে মেডিকেল স্কুলস্থাপনার চেষ্টা করিয়া চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যে একান্ত উচিত—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা এ কথা অনেকবারই বলিয়াছি। প্রত্যেক জেলার অধিবাসী-বৃন্দের ইহার জন্য চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, ময়মনসিংহের অধিবাসীগণ ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সহযোগী চারুমিহির আমাদিগকে জানাই-তেছেন—

এই নগরে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে স্থানীয় জন সাধারণের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা এ আবেদন পত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, স্থানাভাবে উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই আবেদনপত্রে ময়মনসিংহে মেডিকেল স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে যে সকল উক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অকাট্য। উহাতে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, এই স্থানে মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা আশাপ্রদ। আমরা ভরসা করি, কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে আর কালগৌণ না করিয়া সত্বর স্কুল স্থাপনে যত্নবান হইবেন।

সহযোগী "হিন্দুস্থান"ও ময়মনসিংহে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন,—

ময়মনসিংহ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বড় জেলা, সুতরাং সে হিসাবে দাবী যে খুব জোরাল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জেলাটিতে ৪৯,২০ জন লোক পিছু বা ১৭২ খানা গ্রাম পিছু মাত্র একটি করিয়া চিকিৎসক আছেন। আর কোনো সভ্য দেশে এরূপ ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না।

কাজের কথা।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য—বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কথা ভাবিলে শুধু দুঃখ হয় না, চক্ষু ফাটিয়া জল আসে। নীরোগ দেহে স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ এখন অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, ম্যালেরিয়ার পীড়নে তাঁহারা তো চিরবিপর্য্যস্ত। সহরে বাস করিয়াও বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নাই, কারণ সহরবাসের ফলে প'নের আনা বাঙ্গালীকে অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতে হয়। ইহার উপরে সহরে বদ্ধবায়ুর ফলে যক্ষ্মাগ্রস্তের সংখ্যাও শনৈঃশনৈঃ যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে—তাহাই হইতেছে বাঙ্গালীর পক্ষে আশঙ্কার কথা।

* * *

সেকালের বাঙ্গালী।—সেকালের বাঙ্গালীর যে কখনও কোন রোগ হইত না—জ্বর-জ্বালা, অজীর্ণ এবং ক্ষয়গ্রস্ত হইয়া সেকালের বাঙ্গালী যে কখনও মরিত না—এমন কথা আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু একালের মত সেকালের বাঙ্গালী এত যে রোগে ভুগিত না এবং তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যসুখ অটুট থাকিত—ইহা সুনিশ্চয়। সেকালের বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যসুখ অটুট থাকিত বলিয়াই সেকালের বাঙ্গালী যেরূপ পরিশ্রম করিতে পারিত একালের বাঙ্গালীর নিকট সে ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালী এখন একপোয়া পথ হাঁটিতেও কষ্ট বোধ করে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন বাঙ্গালী শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য বাঙ্গালার সুদূর পল্লী হইতে পুরী পর্য্যন্ত পদব্রজে যাইতে কষ্ট বোধ করিতেন না। এখন দেশে যেরূপ নানা প্রকার যান বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পথপর্য্যটনের অভ্যাস হইতেও বাঙ্গালীকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।

উন্নতি না অবনতি।—কিন্তু এই শ্রমবিমুখতা বাঙ্গালী জাতির উন্নতি কি অবনতির পরিচায়ক, তাহা ভাবিবার কথা। শ্রমবিমুখতার ফলে একদিকে বাঙ্গালীর শারীরিক অবনতি ঘটিতেছে, অন্য দিকে বাঙ্গালী-বড়লোকদিগের দেখাদেখি বাঙ্গালী-দরিদ্রও নিজের অবস্থা না বুঝিয়া শ্যামবাজার হইতে হেদুয়ার মোড় পর্য্যন্ত যাইতে হইলেও ট্রামে চড়িয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। দেশে দশ টাকা মণ চাউল, বাঙ্গালার অনেক স্থানের লোক দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না, এ অবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে এরূপ অভ্যাসের প্রশ্রয় পাওয়া উচিত কিনা—তাহা কি বিবেচনার বিষয় নহে। বাঙ্গালী মরিতেছে তো ইহারই জন্য।

* * *

মানসিক শ্রম।—বাঙ্গালী শারীরিক শ্রম করিতে আর অভ্যস্ত নহে। কিন্তু মানসিক শ্রমটা বাঙ্গালীর যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। বাল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিলাভের জন্য এবং তাহার পর বিশ্বপণ্ডিত রূপে বাহির হইয়া গোলামি বজায় রাখিবার জন্য এই মানসিক শ্রমটা বাঙ্গালীকে অতিরিক্তই করিতে হয়। কর্ম্মময় জীবনে যাঁহারা সেরূপ মাথা ঘামাইতে অনভ্যস্ত, তাঁহাদের আর্থিক উন্নতিও অসম্ভব। কাজেই বাঙ্গালীজাতি একদিকে যেরূপ শ্রমবিমুখতার ফলে স্বাস্থ্যোন্নতির বিঘ্ন ঘটাইতেছে, অপর দিকে সেইরূপ অতিরিক্ত মানসিক চিন্তায় ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইবার কারণ উৎপন্ন করিয়া তুলিতেছে। শুধু বিশ্বপণ্ডিত হইলে চলিবে না, দাসত্বের বড় বড় অভিধানে সন্তুষ্ট থাকিলেও চলিবেনা, ইহার ফলে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াইতেছে, তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমানেরই কি চিন্তা করা উচিত নহে?

সমালোচনা।
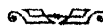
শিশুপালন। ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম, বি সম্পাদিত। মূল্য ।।৹ আনা। এখনকার দিনে শিশুমৃত্যুবাহুল্যের যুগে কার্ত্তিক বাবুর মত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক যে বহুল কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও এরূপ গ্রন্থ সম্পাদনে সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালীরই ধন্যবাদের পাত্র। ভারতে প্রত্যেক মিনিটে চারিটি করিয়া শিশু মরে। আমরা হোমরুল লইয়া ব্যস্ত, বক্তৃতার কণ্ঠে দেশ কাঁপাইয়া তুলিতেছি, কিন্তু দেশবাসীর কি করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে, কি করিয়া শিশুমৃত্যুর সংখ্যা দেশ হইতে লোপ পাইবে—সে কথাটা একবার চিন্তা করিতেছি কি? দেশরক্ষা করিতে হইলে সকল চিন্তা অপেক্ষা আগে শিশুরক্ষার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। আমাদের দেশে শিশু মৃত্যু-বাহুল্যের সর্ব্বপ্রধান দায়ী আমরাই।—আমরা ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়া গিয়াছি, কিরূপ সময়ে উপযুক্ত স্ত্রীপুরুষের মিলনে গর্ভ ধারণের ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘজীবি সন্তান ভূমিষ্ট হইতে

পারে—সে চিন্তা কয়জন দেশবাসী করিয়া থাকেন? তাহার পর সন্তান লাভ হইল তো—সে সন্তান প্রকৃত কর্ম্মীপুরুষ হইবে কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজনও নাই। স্থির, ধীর শান্তভাবে —বিশ্ববিদ্যালয়ের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সে ছেলে একজন বড় চাকরে হউক ইহাই এখনকার প্রত্যেক পিতামাতার কামনা। একে আমাদের ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা নাই—স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি সকল আমরা অনবগত, তাহার ফলে দুর্ব্বল, রুগ্ন, অকর্ম্মা শিশু লাভ তো আমাদের নিত্য ঘটিতেছে, তাহার উপরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষায় ছেলেদের অর্দ্ধেক পরমায়ু কমিয়া যাইতেছে, —সে যে অধিকতর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে এবং সেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্ত তাহাদিগকে যে নানা কারণে আমরা উপযুক্ত আহার দিতে অসমর্থ—এ সকল কথা আমরা কয়জন ভাবিয়া থাকি? কার্ত্তিক বাবু এ সকল কথা চিন্তা করিয়াছেন। এ পুস্তক তাহারই ফলসম্ভূত। কাজেই পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। এ পুস্তক পড়িলে বাঙ্গালী-পিতামাতার অনেক শিক্ষা লাভ হইবে, আমরা সকলকেই এরূপ একখানি অবশ্য প্রয়োজনীয় পুস্তক পড়িবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শরীর তত্ত্ব। Phisiology ৪র্থ সংস্করণ। শ্রীরাজেন্দ্রলাল সুর এল, এম, এস, সি প্রণীত ও ৮৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরামলাল সুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। মানবদেহের গঠন কিরূপ, কিরূপেই বা নির্ম্মিত এবং ইহার কার্য্যই বা কিরূপে সম্পাদিত হয়, এ সকল বিষয় অতি প্রাঞ্জল ভাবে এ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এ পুস্তকখানি চিকিৎসার প্রথম শিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপকারে আসিবে। আমরা এ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

অস্থিতত্ত্ব। Osteology, ৩য় সংস্করণ। ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রলাল সুর এল, এম, এস, সি প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। এ পুস্তকে অস্থিতত্ত্বের বর্ণনা উত্তমরূপে বর্ণিত। যাঁহারা অস্থিরহস্য অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ পুস্তক প্রয়োজনীয়। এরূপ ধরণের পুস্তকের ভাষা স্বভাবতঃই দুরূহ হইবার কথা, কিন্তু আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, এই গ্রন্থের রচয়িতা সে পক্ষেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব সহজকথায় গ্রন্থখানি প্রণয়নের প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে মনে হইল। মূল্য আর একটু কমাইয়া দিলে সাধারণের সুবিধা হইতে পারে।

তিব্বেমসিহা বা সহজ হাকিমী শিক্ষা।—১ম খণ্ড। হাকিম মসিহর রহমান কোরায়শী প্রণীত। ১১৪ ও ১১৫ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা। এখানি হাকিমী চিকিৎসার উৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহাতে সকল রোগের পরিচয় লিখিয়া তাহার চিকিৎসা-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা হাকিমী চিকিৎসা শিক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা উপকারে আসিবে।

চিকিৎসক।—ডাঃ এ, সি, মজুমদার এল, এম, এস প্রণীত। ৬৪ নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট হইতে মজুমদার এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—১৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা। এখানি হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ। হোমিওপ্যাথি কি? প্রথমেই তাহার বিবরণ দিয়া তাহার পর স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি, রোগীর পথ্যাপথ্য ও মেটিরিয়া মেডিকার পরিচয় দিয়া, তাহার পর রোগী পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা-প্রণালীর কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। গ্রন্থকার

"হোমিওপ্যাথি কি ?"—বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "আয়ুর্ব্বেদ ও হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের মূলসূত্র এক।" বাস্তবিক তাহাই ঠিক। হোমিওপ্যাথির মতে যেরূপ স্বল্প মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগে শুভফলের আশা করা যায়, আয়ুর্ব্বেদবেত্তারাও বহুযুগ পূর্ব্বে তাহাই করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এ গ্রন্থ পাঠে বুঝা যায়,—এ গ্রন্থের গ্রন্থকার বায়ু-পিত্ত-কফ-নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করার পক্ষপাতী। সেইজন্য তাঁহার প্রাকটিস বা চিকিৎসার বর্ণিত অংশ বিচক্ষণতার সহিত লিখিত হইয়াছে মনে হয়। গ্রন্থখানি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকগণের উপকারে আসিবে।

স্বস্তিকা। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ।৶০ আনা। ৫৫নং চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। এ গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায়, সুখ দুঃখের মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সোয়াস্তি পাইবার উপায় স্বরূপ অবসর মত ইহার কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে। এইজন্য ইহার নামকরণ হইয়াছে স্বস্তিকা। ইহার কবিতাগুলি মনোমদ। কবিতাগুলিতে গ্রন্থকারের ভগবদ্‌ভক্তির পরিচয় প্রত্যেক ছত্রে প্রকটিত। গ্রন্থকার কর্ম্মক্ষেত্রের অবিশ্রাম কর্ম্মস্রোতের মধ্যে সোয়াস্তি পাইবার জন্য স্বস্তিকা লিখিয়াছেন বটে—কিন্তু ঐরূপ কর্ম্মক্লান্ত পাঠকও এগ্রন্থ পাঠে যে সোয়াস্তি পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা, কাগজ ও বাঁধান অতি সুন্দর।

প্রচারক। হোমিওপ্যাথিক মাসিকপত্র। ডাঃ এ, সি, মজুমদার সম্পাদিত। ৪র্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা। বার্ষিক মূল্য ২।০। ১৩০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচারোদ্দেশে এই মাসিকপত্রের প্রকাশ। আলোচ্য সংখ্যায় যে কয়টি সন্দর্ভ বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে বামাগণের সর্ব্বনাশকারী পীড়া ও প্রতিকারের ব্যবস্থা" ও "শিশুপালন" পাঠে সাধারণের উপকার হইবে। হৃদরোগে "অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল—গবেষণামূলক সন্দর্ভ। "রোগীবিবরণ" হোমিওপ্যাথি চিকিৎকদিগের উপকারে আসিবে। সম্পাদকীয় মন্তব্য যদি স্বাস্থ্যতত্ত্ব লইয়া লিখিত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পাঠকের উপকারের আশা বেশী করা যায়। "একনাইটের গুণ"—কবিতাকারে আমাদের ভাল লাগিল না। "চিকিৎসার চেয়ে রোগবিবরণ শ্রেয়ঃ।"—এরূপ প্রবন্ধ হোমিওপ্যাথিক ডোজে প্রকাশ করা পাঠকের ধৈর্য্যহানি ঘটিবে বলিয়া আমাদের মনে হয়।

কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনী পরীক্ষার ফল।

(১ম শ্রেণী)

বিজয় কান্ত সেন বি, এ,

(২য় শ্রেণী)

প্রমীলা বালা দাসী। সরোজিনী দেবী। সরযূ বালা দেবী। বিপিন বিহারী বিভাবিনোদ। যতীন্দ্র প্রসাদ রায়।

(মধ্য পরীক্ষা)

(১ম বিভাগ)

জ্যোতীশ্চন্দ্র কাব্য ব্যাকরণতীর্থ। অম্বিকা চরণ কাব্যতীর্থ। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। রঘুনন্দন প্রসাদ মিশ্র। সীতাবর পাণ্ডে।

(২য় বিভাগ)

যোগেন্দ্র সিংহ দে। ধীরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীচন্দ্র শর্ম্মা। জানকী বল্লভ পাণ্ডে। কেশব লাল চক্রবর্ত্তী। কিশোরী শরণ দীক্ষিত। ভাসুদত্ত পাঠক। বৈদেহীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

আদ্য পরীক্ষা

১ম বিভাগ

কিশোরী শরণ দীক্ষিত। দেবদত্ত পাণ্ডের। মুরারি সিংহ বর্ম্মা। জগদীশ প্রসাদ পাণ্ডে। টীকারাম শর্ম্মা। বুদ্ধিবল্লভ পাণ্ডের।

কাপড় ও পোষাক
শাল আলোয়ান
সার্ট কোট
বেনারসী
সেমিজ
ধুতি শাড়ী
এণ্ড কোং লিঃ

স্বর্ণ ঘটিত

অমৃত সালসা

এই স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্ত বিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারের রক্ত দূষিত হউক না কেন পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের অমৃত সালসা সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে, ইহা কেবল গাছ গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। গুণের পরীক্ষা—অমৃত সালসা সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষা ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পরে হস্ত পদের অঙ্গুলী টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে। শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৵০ আনা। ৩ শিশি ২॥০ টাকা, মাশুল ৸০ আনা ৬ শিশি ৪॥০ টাকা মাশুল ১।০ টাকা।

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনা রাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। যাহাদের ইচ্ছা হইলেও ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় না, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ, শিরা সমষ্টি বলিয়া মনে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এই তৈল মালিশ মাত্রেই সবল সতেজ ও সুদৃঢ় হইবে। সুস্থ অবস্থায় মালিশ করিলে দ্বিগুণ শক্তি লাভ হয়, মূল্য এক শিশি ১ টাকা, মাঃ ।৵০ আনা, তিন শিশি ২॥০, মাঃ ৸০ আনা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রি বেলায় আনন্দ ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যা বেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবে। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন। ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে; একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছানুরূপ সফলতা ও তৃপ্তি অনুভব হইবে। ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয়শৈথিল্যের মহৌষধ। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।০ আনা, তিন কৌটা ২৲ মাশুল ।৵০ একসের ৮৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত।

কল্পতরু

আয়ুর্ব্বেদ ভবন।

৯৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত

শাস্ত্রোক্ত ঔষধাবলী।

শঙ্খবটী চক্রিকা—অম্লপিত্ত, অম্লশূল ও পেটব্যথা (Colic) প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ঔষধ,—ইহা সোডা ও যোয়ানের বিলাতী চাক্তির ন্যায় নহে—২০টী চক্রিকা পূর্ণ এক শিশি।৵০ ছয় আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর চক্রিকা—সকল প্রকার অতীসার (Diarrhœa) উদরাময় প্রভৃতির নির্দ্দোষ মহৌষধ। মূল্য ২০টী ॥০ আট আনা।

ভাস্কর লবণ চক্রিকা—পরিপাক শক্তিবর্দ্ধক প্রসিদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ। মূল্য ২০টি।৵০ ছয় আনা।

সুদর্শন চূর্ণ চক্রিকা—নূতন ও পুরাতন জ্বরের শাস্ত্রোক্ত মহৌষধ। কুইনাইনের ন্যায় কার্য্যকারী কিন্তু জ্বরে বিজ্বরে খাওয়া যায়। সর্ব্বথা কুইনাইন বর্জ্জিত মূল্য—৪০টী ॥০ আট আনা।

তালিশাদি চূর্ণ চক্রিকা—কাসির জন্য সর্ব্বদা মুখে রাখিবার মহোপকারী শাস্ত্রীয় ঔষধ ২০টি।৵০ ছয় আনা।

মধুর বিরেচন চক্রিকা—সুখসেব্য সুগন্ধি সুস্বাদু নির্দ্দোষ জোলাপের ঔষধ—রাত্রে একটী বা দুইটী খাইলে প্রাতে সুন্দর কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। মূল্য—২০টী ॥০ আট আনা।

ক্রিমিঘ্ন চক্রিকা—সর্ব্বপ্রকার ক্রিমিরোগনাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একটী বা দুইটী জল সহ সেবনীয়। মূল্য—১২টী ॥৵০ দশ আনা।

টঙ্কণাদি চক্রিকা—বীজাণুনাশক নির্দ্দোষ মহৌষধ। একটী বা দুইটী জলে ফেলিয়া সেই জল সকল প্রকার ক্ষতে এবং চক্ষুরোগে ও কর্ণরোগে ধুইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার জলের পটী প্রয়োগে ক্ষত ও ফুলা নিবারিত হয়। মূল্য—৪০টী ॥০ আট আনা।

গাণ্ডলাদি—এক শিশি হইতে তিন শিশি পর্য্যন্ত।০ চারি আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—চক্রিকা বা ট্যাবলেট্ আকারে প্রস্তুত। ঔষধের বিশেষ গুণ এই যে—অল্পমাত্রায় সমধিক ফলপ্রদ হয় ও ঔষধগুলি সহজে নষ্ট হয় না। আয়ুর্ব্বেদ অনেক ঔষধই আমরা চক্রিকা আকারে প্রস্তুত করিয়াছি।

আয়ুর্ব্বেদ সম্পাদক—

রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন মহাশয়ের

আরোগ্য-নিকেতন

১১।১ নং বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের বিশেষ যত্নে প্রস্তুত

কতকগুলি শাস্ত্রীয় ঔষধ।

আয়ুর্ব্বেদ-জলধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন

ষড়গুণবলিজারিত স্বর্ণঘটিত

মকরধ্বজ।

অনুপান বিশেষের সহিত এই মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দূর সেবন করিলে অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, শুক্রক্ষয়, স্বপ্নদোষ, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, শ্বাস, কাস, জীর্ণজ্বর, ক্রিমি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ জটিল রোগ অতি ত্বরায় সুন্দররূপে আরোগ্য হইয়া থাকে। ইহা মেধা ও কান্তিবর্দ্ধক এবং অগ্নি উদ্দীপক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। শিশুদিগের এবং বৃদ্ধাবস্থার প্রায় সমস্ত রোগ এবং প্রসূতিদিগের প্রসবান্তের দৌর্ব্বল্য ইহা দ্বারা ত্বরায় বিদূরিত হয়। সর্ব্বপ্রকার শক্তি-বর্দ্ধন করিতে ইহা অদ্ভুত ক্ষমতাশীল। ৭ পুরিয়া ১॥০ টাকা। এক ভরি ২৭৲ টাকা। সিকি ভরি ৬৲ টাকা।

সিদ্ধ মকরধ্বজ—এক ভরি ৮০৲ টাকা। মাশুলাদি।৵০ আনা।

বৃহৎ-ছাগলাদ্য ঘৃত।

শরীরপুষ্টি করিতে হইলে "বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত" যেরূপ হিতকর, আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে সেরূপ আর একটি ঔষধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বা রোগ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই ঘৃত সেবন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহা সেবনে অগ্নি, বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের কান্তি, মনের প্রফুল্লতা, মস্তিষ্কের বলবত্তা সম্যক্ প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা বাতব্যাধি, উন্মাদ, নষ্টশুক্র ও নষ্টার্ত্তব

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গলার্থে দেবাদিদেব মহাদেব এই শাস্ত্রীয় মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শুক্র, তেজ ও বল বৃদ্ধি হইয়া চিরস্বাস্থ্যকর দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে। ইহা প্রমেহ, বহুমূত্র প্রভৃতির নিবারক ও স্ত্রীদিগের বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। ইহা সেবনের অল্পক্ষণ পরে মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়া থাকে। ৭ মাত্রার মূল্য ১৲ টাকা। একত্র ১ মাসের লইলে ৩৲ টাকা। মাশুলাদি।৵০ আনা। /১ সেরের মূল্য ৮৲ টাকা।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর।

নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার মেহরোগের সদ্যঃফলপ্রদ মহৌষধ। ১ দিন মাত্র সেবনে নূতন মেহ রোগের অসহ্য জ্বালা নিবারিত হয়। জীর্ণ জটিল প্রমেহে ১ সপ্তাহে মন্ত্র-শক্তির ন্যায় ক্রিয়া হইয়া থাকে মূল্য প্রতি সপ্তাহ ২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগোপাল তৈল।

এই তৈল ধাতু ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারক, স্ত্রীদিগের গর্ভসংস্থাপক, বাতব্যাধি বিনাশক, এবং শুক্র ও বুদ্ধি বৃদ্ধিকারক বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে সুপরিচিত। এই তৈল ব্যবহারে বৃদ্ধব্যক্তিও যুবার ন্যায় কার্য্যক্ষম হইয়া থাকেন। যথা আয়ুর্ব্বেদে—

স্থবিরোঽপি জরাজীর্ণ তৈলস্যাস্য নিষেবনাৎ।
লীলয়া প্রমদানাঞ্চ উন্মাদানাং শতং ভজেৎ॥

অর্দ্ধ পোয়ার মূল্য ৫৲; ভিঃ পিঃতে ৫।০ টাকা।

অন্যান্য সকল প্রকার ঔষধ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ পত্র লিখিলে ব্যবস্থা এবং আদেশ

বিরাট আয়োজন।

প্রিয়জনকে দিবার মতন উপহার অনেক আছে, তন্মধ্যে যাহা স্থায়ী অথচ নয়নের তৃপ্তিকর তাহাই দেওয়া ভাল। যাহা ক্রয় করিলে অর্থ নষ্ট হইল বলিয়া অনুতাপ করিতে হইবে না, সেই সর্ব্বজন সমাদৃত সর্ব্বত্র প্রশংসিত উপহার

"বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"

ইহার নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইহার একখণ্ড গৃহে রাখিলে গৃহ গ্রন্থাগারের শোভা ও মূল্য বৃদ্ধি হইবে। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর শক্তি বাঙ্গালী অনুভব করিবে। জগদ্বাসী বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইবে এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগিবে। মূল্য ৩ তিন টাকা।

বালক বালিকার আনন্দ বাড়াইয়া দিন না! বাজারে কত রকমেরই উপহার দ্রব্য ক্রয় করিবেন, কিন্তু কোমলমতি শিশুদের করিহাতে নব প্রকাশিত নূতন গল্পপুস্তক

জন্তুদের বন্ধু নন্তুবাবু ও শ্বেতপরীর গল্প

(লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত)

একখণ্ড উপহার দিন না! তাহাদের একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ, দুই লাভ হইবে অথচ খরচ বেশী হইবে না। ইহার কাগজ ভাল, আকার বড়, ব্রোঞ্জব্লু কালিতে ছাপা, সুন্দর মলাট আর মজার মজার ১১ খানা লাইন ব্লকছবি অথচ মূল্য মাত্র আট আনা।

দুর্ম্মূল্যের দিনে সস্তার চূড়ান্ত। প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

প্রকাশক— শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

অজীর্ণ অম্ল, অগ্নিমান্দ্য উদরাময় প্রভৃতির মহৌষধ।

ক্ষুধা না হওয়া, বদহজম, আহারের পর মলত্যাগ বা মলত্যাগের ইচ্ছা, অম্লবমন, মধ্যে মধ্যে দমকা ভেদ, Dyspepsia, সর্ব্বদা একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা কিন্তু আহারে বসিলেই অপ্রবৃত্তি, অজীর্ণতা জনিত ভেদবমী, পেট ফাঁপা, বুক জ্বালা প্রভৃতি লিভারের বিশৃঙ্খলা জনিত যাবতীয় উদরের পীড়ায় বহু পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ। প্রথম মাত্রা সেবনেই উপকার পাওয়া যায়। আহারে রুচি জন্মে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। আকণ্ঠপুরিয়া গুরু ভোজনান্তে ১ মাত্রা লাইমোডাইন গলাধঃকরণ হওয়ার ১০ মিনিটের পর আহার্য্য বস্তু মন্ত্রশক্তির ন্যায় হজম হইয়া যায়, পেট হালকা বোধ হয়, শরীরে স্বচ্ছন্দতা আসে, জড়তা ও আলস্য নাশ হইয়া যায়। আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যাঁহারা Dyspeptic তাহারা নিয়মিতরূপে কয়েক সপ্তাহ সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি হইবে, দেহ সবল হইবে। পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির স্বাভাবিক শক্তি আবার ফিরিয়া আসিবে।

এই মহৌষধ স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ভূতপূর্ব্ব রাসায়নাধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের বহু গবেষণা ও পরীক্ষার সুধাময় ফল; সুতরাং ইহার অব্যর্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণই নাই। পরীক্ষাই পরিচয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা।

গল্প সাহিত্য অভিনব সৃষ্টি।

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক

সতুর মা।

"দময়ন্তীর কথা" রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণীত।—

ভূমিকায় "ভূ-প্রদক্ষিণ" প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীরা যদি নির্ব্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ না করিয়া এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প সাহিত্যে বিপদগামিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। সতুরমার জীবনগ্রন্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদেয়, সতুর মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আঁকা হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল এবং করুণরসাত্মক হইয়াও অতীব মধুর, ঐ তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক। অন্য গল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" বলিয়াছেন,—

বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গল্পগুলিই মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্রু-বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই। নবদুর্গা বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতুর মার চরিত্রে গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন। গ্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উদ্বোধন বলিয়াছেন ঃ—

এই পুস্তকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটীই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা করি, "সতুর মা" পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

ভাল এ্যান্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা। সোণার জলে নাম লেখা, ভাল কাপড়ে চিত্তাকর্ষক বাঁধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷০ মাত্র।

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫০নং বাগবাজার ষ্ট্রীট ও ১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

ম্যালো টনিক
ঐ এলো মরে জ্বর পালাল ডরে
আগে
আমি জ্বর
বল্লভ এণ্ড কোং
১০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠ গুণই ইহার কারণ। প্রত্যেক প্রতিভা-সম্পন্ন লোক ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল—মহিলা-কুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী-বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া থাকেন। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুসকী নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে অতুলনীয়। এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৶৹ ছয় আনা। তিন শিশি ২।৹ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸৹ আনা।

সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা।

কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত প্রণীত।

চতুর্দ্দশ সংস্করণ, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রায় ২০০ খানি চিত্রে পরিশোভিত।

নিজে নিজে কবিরাজি শিখিবার ও গার্হস্থ্য চিকিৎসার একমাত্র উপযুক্ত পুস্তক।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদায় চিকিৎসা গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া কবিরাজি-শিক্ষা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক আটখণ্ডে বিভক্ত। সেই আটখণ্ডে স্বাস্থ্যবিধি, নাড়ী, নেত্র, জিহ্বা, মূত্র, ও শরীরের তাপপরীক্ষা, সকল প্রকার রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, শিশু চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ পাচন ও ঔষধাদির প্রস্তুত-বিধি, পরিভাষা, বিষ ও বিষাক্ত ঔষধের শোধনপ্রণালী, ধাতু, উপধাতু ও রসসমূহের শোধন, জারণ ও মারণপ্রণালী, ঘৃত-তৈলাদির পাকবিধি, মকরধ্বজাদির যন্ত্রপাকের নিয়ম, সকলপ্রকার যন্ত্রের প্রতিকৃতি, সর্পাঘাত ও অন্যান্য বিষয়ে চিকিৎসা, অগ্নিদাহ ও জলমজ্জন প্রভৃতির চিকিৎসাবিধি, বিবিধ মুষ্টিযোগ, শরীরতত্ত্ব শরীরযন্ত্রসমূহের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও তাহাদের প্রতিকৃতি; কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নিবারণোপায়, এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবরণ, প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অতি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল; কিঞ্চিন্মাত্র বাঙ্গালা জানা থাকিলেই এই পুস্তক অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রের পারিভাষিক দুরূহ শব্দ ইহাতে প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল বিষয় চক্ষে না দেখিলে ভাল বুঝিতে পারা যায় না, সেই সমস্ত বুঝাইবার জন্য প্রয়োজনস্থলে অতি সুস্পষ্ট চিত্র সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সেই সমস্ত চিত্রের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত। পুস্তকের আকার আড়াই হাজার পৃষ্ঠারও অধিক। ঘরে বসিয়া কেবল এই পুস্তকের সাহায্যের অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণও সাধারণ রোগসমূহের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করিতে পারেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের একখানি প্রধান মূল গ্রন্থ—সুশ্রুত সংহিতা দ্বিতীয়ভাগরূপে প্রদত্ত হইতেছে। দেশের দুর্দ্দশার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ২।৹ আড়াই টাকা মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাকমাশুলাদি খরচ ৸৹ আনা।

শ্রীশক্তিপদ সেন কবিরাজ।

ভাদ্রের সূচী।

ভৈষজ্য বিজ্ঞান বা

আয়ুর্ব্বেদীয় মেটিরিয়া মেডিকা।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সম্পূর্ণ অভিনব পুস্তক। এ ধরণের পুস্তক এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। রোগাদিকার ক্রমে ঔষধের পরিচয় না দিয়া অকারাদি বর্ণমালানুসারে ঔষধগুলির উল্লেখপূর্ব্বক সেই সকল ঔষধে কোন্ কোন্ আরোগ্য হইতে পারে,—কেন আরোগ্য হইতে পারে—শাস্ত্রকার সেই সকল ঔষধে কতগুলি রোগ আরোগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এখনকার চিকিৎসকগণ সেই সকল ঔষধ কোন কোন্ রোগে কিরূপ অবস্থায় ও কিরূপ ভাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কি কি দ্রব্য দিয়া সেই সকল ঔষধ প্রস্তুত, সেই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটির গুণ পরিচয় কি এবং উহাদের একত্র মিশ্রণে কি কি ফল হইতে পারে—নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধান পূর্ব্বক সেই সকল বিষয়ের প্রকৃষ্ট মীমাংসা করিয়া এই পুস্তক লিখিত। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলিতে এমন অনেক ঔষধ আছে যাহা এক অধিকারের ঔষধ কিন্তু অন্য অধিকারে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু কিজন্য সেরূপ ব্যবস্থা করা হয়—উহার কোন মীমাংসা কোন পুস্তকে নাই, এই পুস্তকের বিশেষত্ব সেই সকল বিষয়ের মীমাংসা ইহাতে বিশেষ ভাবে প্রকটিত। এক কথায় এই পুস্তকে ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষার সহিত মীমাংসার সহিত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, চিকিৎসা রোগের নিদান শিক্ষার পর এই একখানি মাত্র পুস্তকেই চিকিৎসা শিক্ষা আয়ত্ত হইবে। দ্রব্যগুণ ও জারণ মারণ, শোধন পারিভাষিক সকল বিষয়ই ইহাতে সন্নিবেশিত। আসল কথা অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি মেটিরিয়ামেডিকা যে প্রণালীতে রচিত—সেই প্রণালী অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে।

এতবড় প্রকাণ্ড পুস্তক এই কাগজ ও প্রেসের মহার্ঘতার দিনে একসঙ্গে বাহির করা সুকঠিন। এজন্য এই গ্রন্থ প্রতিমাসে ১০ ফর্ম্মা করিয়া এক বৎসরে শেষ করিয়া দেওয়া হইবে।

আগামী আশ্বিনে ১ম সংখ্যা বাহির হইবে। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ৬৲ টাকা, কিন্তু ভাদ্র মাসের মধ্যে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা অর্দ্ধ মূল্যে ৩৲ টাকায় পাইবেন। সত্বর পত্র লিখুন, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইবে। পত্র পাইলে ১ম সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া ৩৲ গ্রহণ করা যাইবে।

শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত।

১১।২, বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বঙ্গীয় চিকিৎসকগণের অভাবনীয় সুযোগ! অভিনব ব্যাপার!!

বঙ্গভাষায় একমাত্র এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক বার্ষিকপত্র ও সমালোচক।

চিকিৎসা-বর্ষ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় এম, বি,

ও বহু চিকিৎসা প্রণেতা

ডাঃ শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ইহাতে বহুসংখ্যক আমেরিকান, বিলাতী ও ভারতীয় চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত যাবতীয় নূতন চিকিৎসা ও ভৈষজ্যতত্ত্ব সহজ বোধগম্য সরল বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে, একমাত্র চিকিৎসা-বর্ষের গ্রাহক হইলে নূতন চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষার জন্য অন্য কোন পত্রিকা লইবার আবশ্যক হয় না, সুদৃশ্য বিলাতী বাঁধাই ও উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, মূল্য ২॥• টাকা। ছাপা আরম্ভ হইয়াছে, প্রকাশের পূর্ব্বে গ্রাহক হইলে ২৲ দুই টাকায় দেওয়া যাইবে।

ডাঃ আর, সি, নাগ—ম্যানেজার

চিকিৎসা-বর্ষ কার্য্যালয়,

৯নং রসিক মিত্রের লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

ঢাকার বৃদ্ধ কবিরাজ শ্রীপার্ব্বতিচরণ কবিশেখর F.N.B.A. (London) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।

বিনা উত্তেজনায় প্রত্যূষে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও ক্ষুধা বৃদ্ধির নূতন অত্যাশ্চর্য্য সুস্বাদু মহৌষধ। একমাত্রা সেবনেই বাহাদুরী বুঝা যায়। সুফল না হইলে মূল্য ফেরত পাইবেন। একবার পরীক্ষার্থ একতোলা বিক্রীত হয়। তার মূল্য ৴৹ তিন আনা মাত্র। কৌটার মূল্য—৫ তোলা ॥৴৹, ১০ তোলা ১৷৴৹, ২০ তোলা ২৲। ইহা সেবনে পেটফাঁপা, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বাতাজীর্ণ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, লিভারের দোষ, মস্তিষ্কের উষ্ণতা, অর্শ, অম্বল, অম্লপিত্ত, অম্লশূল, পিত্তশূল রোগ, ক্রিমি, গাত্রবেদনা, প্লীহা, ও ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

ঠিকানা—আদিস্থান,—আসক লেন—ঢাকা। ব্রাঞ্চ,—৩৫৬৷২ অপার চিৎপুর রোড। নূতন বাজার, কলিকাতা।

বসুমতীর শাস্ত্র প্রচার।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বিরচিত

মহাভারত।

হিন্দুর পঞ্চম বেদ—আর্য্য-অবদানের বিরাট হিমগিরি—আর্য্য জ্ঞানের কুবের ভাণ্ডার। বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—৩০খানি ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত চিত্র বিভূষিত ৩খণ্ডে বাঁধাই—চমৎকার রাজসংস্করণ মূল্য ১২৲ বার টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ

এক লাইনও ছাড় বাদ নাই। ভাল কাগজে বড় বড় অক্ষরে নির্ভুল ছাপা—সচিত্র সংস্করণ। বাঁধাই ২ দুই টাকা, আবাঁধা ১॥০ দেড় টাকা, সাধারণ সংস্করণ বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

জ্ঞান গ্রন্থমালাঃ—

শিবাবতার

শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

৭৮ খানি সানুবাদ জ্ঞানগ্রন্থমালা—জীবনীসহ মূল্য ২৲ টাকা। বাঁধাই ২॥০ টাকা।

বেদান্তসার—সানুবাদ। মূল্য ॥৵০ আনা।

শাণ্ডিল্যসূত্রম্—সানুবাদ। মূল্য ॥০ আনা।

উপনিষদ্‌মালা—কেন কঠ ঈশ প্রভৃতি ৩০ খানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যেক সেটে ভাষ্যানুবাদসহ ১০ খানি—মূল্য প্রতি সেটে ১৲ হিঃ ৩৲।

তন্ত্র গ্রন্থশ্রেণীঃ—

শ্রীমদ্‌কৃষ্ণানন্দের বৃহৎ তন্ত্রসার—২৲

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও মন্ত্রকোষ ১।০

শ্যামারহস্য ॥৶০

তারারহস্য ॥০

শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥০

যোগ শাস্ত্রমালাঃ—

১। শিবসংহিতা, ২। ঘেরণ্ডসংহিতা, ৩। ব্রহ্মসংহিতা, ৪। অষ্টাবক্রসংহিতা, ৫। ষট্‌চক্রভেদ, ৬। যোগরহস্যম্। সানুবাদ ছয়খানি গ্রন্থ একত্রে ৸০ বার আনা।

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য—॥০, পবনবিজয়স্বরোদয় ॥০, হঠযোগ প্রদীপিকা—॥০ আট আনা।

ভক্তি গ্রন্থমালাঃ—

শ্রীগুরুশাস্ত্র (গুরুগীতা গুরুতন্ত্র প্রভৃতি একত্রে ॥০

বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

নরোত্তম দাস, চমৎকার চন্দ্রিকা প্রভৃতি ১৭খানি ভক্তিগ্রন্থ একত্রে মূল্য ১৲ বাঁধাই ১।০।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাঁধাই ২, শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বাঁধাই ১॥০, শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ বাঁধ ১।০

শ্রীগীতগোবিন্দম্ (পদ্যানুবাদ জীবনীসহ) ৸০, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় ।০, নারদদূতম্ ৵০, বৈরাগ্য-শতকম ৶০, হংসদূতম্ ৶০, উদ্ধবদূতম্ ৵০, নবদ্বীপমাহাত্ম্যম্ ।০ চারি আনা।

মাধবাচার্য্যের

শ্রীমদ্ভাগবত সার

সুললিত পদ্যানুবাদ। প্রেম-ভক্তির জ্ঞান-তরঙ্গিণী। মূল্য কেবল মাত্র ॥০ আট আনা।

গীতা গ্রন্থশ্রেণীঃ—

গীতা—গ্রন্থাবলী

শিবগীতা, দেবীগীতা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি খানি গীতা একত্রে মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা ।৵০

সুললিত পদ্যানুবাদ-গীতা ৵০ পাঁচ আনা।

বঙ্কিম বাবুর অনূদিত

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণচরিত মূল্য ২৲

নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থরাজি :—

হিন্দু-সর্ব্বস্ব

আর্য্য হিন্দুর নিত্য-করণীয় যাবতীয় পূজা হোম যোগ-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান—নির্ভুল মন্ত্রাভাবে আর ক্রিয়া-কলাপ পণ্ড হইবে না—নির্ভুল সংস্করণ প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রচারোদ্দেশ্যে বাঁধাই মূল্য ১।০।

২য় খণ্ড হিন্দু সর্ব্বস্ব:—পুরোহিত দর্পণ

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি বড় বড় অনুষ্ঠানের নির্ভুল পদ্ধতি ও মন্ত্রমালা। মূল্য ১।০।

একত্রে বাঁধাই ২ খণ্ড ২।০ দুই টাকা চারি আনা

ব্রাহ্মণ

উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণকুমারকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ত্রিবেদোক্ত ত্রিসন্ধ্যা বিধি—নিত্য নূতন পূজাপদ্ধতি—গায়ত্রীর শাপোদ্ধার প্রভৃতির চমৎকার সংস্করণ, ত্রিসন্ধ্যার মূর্ত্তি সমন্বিত। বাঁধাই মূল্য ॥০ আট আনা।

ধ্যানপ্রণামমালা।৵০ ছয় আনা।

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক
ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে বহু প্রশংসিত
হাকিম মসিহর রহমান সাহেব প্রণীত

তিব্বে-মসিহা

বা

সহজ হাকিমী শিক্ষা।

৪০০ চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক, এণ্টিক কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হাকিমী চিকিৎসা-শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত হইবার উপযোগী এই একমাত্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই অনায়াসে হাকিমীমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করিতে ও সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইবেন। মূল্য ২৲ টাকা। মাশুল ৶০ আনা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

মাখ্‌জানে মসিহা

বা

হাকিমী দ্রব্যগুণ শিক্ষা।

৫০০ পৃষ্ঠার অধিক, আইভার কাগজে বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত। এই পুস্তকে প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম, উৎপত্তি-স্থান ঐতিহাসিক তত্ত্ব, আকার, প্রকার, শোধন, প্রতিনিধি, ক্রিয়া, মাত্রা ও প্রয়োগবিধি ইত্যাদি যাবতীয় তত্ত্ব হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিস্তৃত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং এই একমাত্র পুস্তকের সাহায্যে হাকিমী, কবিরাজী ও ডাক্তারী এই ত্রিবিধমতে যাবতীয় দ্রব্যের গুণাগুণ অনায়াসে শিক্ষা করা যাইবে। ইহা চিকিৎসক ও গৃহস্থ সকলেরই পক্ষে সমভাবে প্রয়োজনীয়। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এরূপ বৃহৎ, সরল ও সারবান পুস্তক দ্বিতীয় আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। মূল্য ২৲ টাকা। সহর ও মফঃস্বলের সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

হাকিম মসিহর রহমান

বেগম বাহার ইউনানি মেডিকেল হল
৯০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, সিন্দুরিয়াপটি
টেলিগ্রাফ, ঠিকানা—"বেগম বাহার", কলিকাতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন।

'বঙ্গদর্শন' নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই 'বঙ্গদর্শন' পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছি।

চারি বৎসরের চারি খণ্ড 'বঙ্গদর্শন'

আমরা প্রকাশ করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নিতান্ত দুর্লভ ও সাধারণের অনধিগম্য। এক সেট সম্পূর্ণ 'বঙ্গদর্শন' যদি বা পাওয়া যায়, তাহাও ১৫০ দেড় শত, ২০০, দুই শত টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয় জন 'বঙ্গদর্শন' চোখে দেখিয়াছেন? সাহিত্যের যে মন্দাকিনী-ধারায় বাঙ্গালা নবজীবনে সঞ্জীবিত, 'বঙ্গদর্শন' যে তাহার গঙ্গোত্রী, তাহা আজ কে অস্বীকার করিবে? সেই 'বঙ্গদর্শন' আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ

'সাহিত্যের গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। এত অল্প—নামমাত্র মূল্যও তাঁহাদের জন্য। কিন্তু কাগজ, ছাপাই, বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কালে, নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাপিব না। গত ত্রিশ বৎসর যাঁহাদের অনুগ্রহ পাইয়াছি, সাহিত্যের গ্রাহকগণকেই সর্ব্বপ্রথমে 'বঙ্গদর্শন' হস্তগত করিবার সুযোগদানে আমরা বাধ্য। এই জন্য, তাঁহাদের পক্ষে—

প্রথম বৎসর মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল—তিন টাকা ছয় আনা। এখন অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না—'সাহিত্যে'র সেই 'বঙ্গদর্শন' গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে যে যে অক্ষরে, যে ভাবে ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেইরূপ ছাপা হইবে। অর্থাৎ ইহা—

FAC-SIMILE সংস্করণ।

যাঁহারা চৈত্র মাসের মধ্যে 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্য দুই টাকা, মোট পাঁচ টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারাই এই অমূল্য রত্নের অধিকারী হইবেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন—

ম্যানেজার সাহিত্য।

২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ লাইব্রেরী।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম্‌-এ, এম-বি কৃত

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়।

রোগ নির্ণয় করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। রোগনির্ণয়ের জন্য ইদানিন্তন কালে 'মাধব নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু এই "প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়ে" মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেক নূতন কথা আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথক ভাবে মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ৩৲ ও বাঙ্গালা ২৲।

প্রসূতি তন্ত্র।

ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক। মূল্য ১॥৹ টাকা।

কুমার তন্ত্র।

কুমারচর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়া থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গালা অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১॥৹।

বিষ তন্ত্র।

মূল্য সংস্কৃত ২৲ বাঙ্গালা ১॥৹।

রাজবৈদ্য স্বর্গীয় বিরজাচরণ গুপ্ত কৃত

বনৌষধি দর্পণ।

বর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, রয়েল ৮০১ পৃঃ, মূল্য ৪৲ ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ ও গাছগাছড়ায় চিকিৎসা করিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দেশে দেশে আয়ুর্ব্বেদ কলেজে পঠিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কালেজের জন্য কিনিয়াছেন। ইহা দ্রব্যের গুণ, পরিচয় পরীক্ষা নব্য ডাক্তার ও চরক সুশ্রুতাদির মতে কোন রোগে প্রযোজ্য, ইতিহাস, বাণিজ্য উৎপত্তি, আবাদ প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত

ভৈষজ্য মণিমালিকা (১ম খণ্ড)

পাচন, মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া-পদ্য অনুবাদ। সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত। 'বঙ্গবাসী' বলেন—"এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।" মূল্য ॥৶৹ আনা, বাঁধান ১৲।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল্‌-এম্‌-এস্‌ কৃত।

প্রত্যক্ষ শারীরম্‌।

গত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের শারীর বিদ্যার বিলোপ ঘটিয়াছিল। সেই শারীর বিদ্যার উদ্ধার সাধনার্থে বেদ, উপনিষদ্‌ তন্ত্র ও চরক-সুশ্রুতাদি প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা এবং ভোজসংহিতাদি প্রাচীন শল্যতন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসমুদ্রমন্থন করিয়া ও স্বহস্তে শবচ্ছেদ করিয়া মনস্বী গ্রন্থকার এই মহাগ্রন্থ লিখিয়াছেন। মূল্য ৫৲ টাকা।

পুস্তকগুলির জন্য ২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেণ্ট কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জনের নিকট পত্র লিখুন।

এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক বিশুদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা—

৯২নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমাদের এই ঔষধালয়ে বহুদর্শী, সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয় এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে শাস্ত্রীয় তৈল, ঘৃত, মোদক, অরিষ্ট, মকরধ্বজ ও পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ সর্ব্বদা মজুত থাকে।

বিশুদ্ধ কস্তুরী, পদ্মমধু, ব্যাঘ্রবসা প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য জিনিষও এখানে পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

সর্ব্বোচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত কয়েকটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ,—

প্রমেহ শান্তি সুধা—সর্ব্বজন প্রশংসিত আমাদের এই সুরপূজ্য সুধাসম 'সুধা' সেবনের পর প্রমেহ রোগের (গণোরিয়ার; পুঁজপড়া, জ্বালা মূত্রকৃচ্ছ্রতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হ্রাস হইতে থাকে। ইহাতে প্রমেহের (গণোরিয়ার) বিষ অত্যল্প কালমধ্যে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা তিন শিশি একত্রে ৫৲ পাঁচ টাকা।

স্বর্ণঘটিত অমৃত রসায়ণ—ইহা সুস্বাদু, তেজস্কর, ক্ষুধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও রক্ত শোধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজী সালসা। বাজারের সর্ব্বপ্রকার সালসা হইতে শতসহস্র গুণে উপকারী। ব্যবহারে কোন প্রকার বাঁধা নিয়ম নাই। উপদংশ ক্ষতের জন্য ইহার সহিত "সুকান্তিমলম" ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মূল্য প্রতিশিশি ২৲ দুই টাকা। সুকান্তিমলম প্রতিশিশি ॥০ আট আনা।

শক্তিসঞ্চার ঘৃত—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ক্ষীণশুক্র ও ধ্বজভঙ্গের একমাত্র মহৌষধ ১ শিশি ২৲ দুই টাকা।

শুক্রবল্লভ—স্বপ্নদোষ ও শুক্রমেহ রোগের মহৌষধ ১ শিশি ১৲ এক টাকা।

বাধক নিসূদন—যাবতীয় বাধক রোগের মহৌষধ। ১ এক কৌটা ২৲ দুই টাকা।

গ্রেট হোমিওপ্যাথিক হল।

ঔষধের মূল্য—সাধারণ মাদারটিংচার ১ ড্রাম ।৴০, ২ ড্রাম ॥৴০, ১ হইতে ১২ ক্রম পর্য্যন্ত ১ ড্রাম ।০, ২ ড্রাম ।৴০, ১৩ হইতে ৩০ ক্রম ১ ড্রাম ।৴০, ২ ড্রাম ॥০, ১০০, ও ২০০ ক্রম ১ ড্রাম ৸০, ২ ড্রাম ১।০, এককালীন ৫৲ টাকার কেবল ঔষধে শতকরা ১২॥০ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ পাঠান হয়।

১। হোমিওপ্যাথিক সরল গৃহচিকিৎসা।—৫ম সংস্করণ, ৩১৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ৸০।

২। চিকিৎসাদর্পণ।—(প্র্যাকটিস অব মেডিসিন) ২য় সংস্করণ, ১১৬৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৭৲ টাকা, আবাধাই ৬॥০ টাকা।

৩। ওলাউঠা চিকিৎসা।—মূল্য ।৴০।

৪। বৃহৎ ফার্ম্মাকোপীয়া।—সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২॥০ টাকা।

৫। ভৈষজ্য-দর্পণ।—(মেটেরিয়া-মেডিকা) মূল্য ১০৲ টাকা।

মফঃস্বল গ্রাহকদিগের পক্ষে এক অপূর্ব্ব সুযোগ।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

আয়ুর্ব্বেদ” সম্বন্ধে নিয়মাবলী।

(গ্রাহক সম্বন্ধে)

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ৩।৶০ সকলকেই অগ্রিম দিতে হয়। গ্রাহকগণ প্রতি পত্রেই গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন, নতুবা সে পত্রের কোন কার্য্যই হয় না। আশ্বিনে ইহার বর্ষারম্ভ, সুতরাং যে সময়ই ইহার গ্রাহক হউন, আশ্বিন হইতে সকলকেই কাগজ লইতে হইবে। কেহ কোনো সংখ্যা ‘কাগজ’ না পাইলে সেই মাসের মধ্যে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য মূল্য দিতে হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতি মাসের ২রা তারিখের পূর্ব্বে সে পত্র আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

(বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে)

এক বৎসরের চুক্তি করিয়া যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিবেন. তাঁহাদের জন্য ভিতরের সাধারণ ১ পৃষ্ঠার মাসিক মূল্য ৮৲ অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৪॥০ সিকি পৃষ্ঠা ২॥০ টাকা। ২॥০ টাকার কম মূল্যের বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। কভারে বিজ্ঞাপন দিলে ১বৎসরে চুক্তিতে কভারের ২য় পৃষ্ঠায় মাসিক চার্য্য ১১৲ কভারের ৩য় পৃষ্ঠায় মাসিক চার্য্য ১০৲ এবং কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠার মাসিক চার্য্য ১১৲ টাকা। রিডিং ম্যাটার বা প্রবন্ধ আরম্ভের পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিলে ১ বৎসরের চুক্তিতে মাসিক চার্য্য ১০৲। সূচীর উপরের ও নীচের স্থানের প্রত্যেক অংশের মূল্য ৬৲ টাকা। বিজ্ঞাপনের টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয় না।

গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতৃগণ টাকাকড়ি এবং পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

পুরাতন আয়ুর্ব্বেদ।

১ম ও ২য় বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ বাঁধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মজুত আছে। সমস্ত সংখ্যাগুলিই আছে, কেবল ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটী নাই, কিন্তু ইহার জন্য বড় আসিয়া যাইবে না। দুই বর্ষের আয়ুর্ব্বেদ ৬৲ টাকায় দেওয়া যায়, মাশুল ।৶০, ৩য় বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিন্ন সমস্ত সংখ্যাগুলির মূল্য ২॥০ মাশুল ।৶০ সত্বর সম্পাদকের নামে পত্রলিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়া যাইবার সম্ভব।

নূতন ধরণের মাসিক পত্রিকা—

উপাসনা।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্,-এ পি-আর-এস্

সাময়িক সমস্যার বিশদ্ আলোচনা, বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যসমালোচনা ও মাসিক সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ-সমূহের সার সকলন এবং মৌলিক গল্প কবিতা প্রবন্ধাদিতে উপাসনা সজ্জিত করা হয়। নূতন ধরণের নাটক ও প্রবন্ধাদি পঞ্চামৃত, বিশ্ববাণী, পল্লীবার্ত্তা প্রভৃতি উপাসনার বিশেষত্ব। দেশের ও দশের অবস্থা বুঝিয়া জনসাধারণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই দেশের ও দশের সেবায় আমরা ব্রতী হইয়াছি, সেই জন্যই উপাসনার মূল্য অতি সুলভ,—ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲ মাত্র। নমুনার মূল্য মাশুলসহ ।৶০ আনা।

ম্যানেজার—উপাসনা

কায়স্থ-সমাজ।

সমাজের বহুবিধ সংস্কার সাধনাভিলাষে ‘কায়স্থ-সমাজ’ নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সামাজিক পত্রের মধ্যে এরূপ উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্র অদ্যাবধি আর প্রকাশিত হয় নাই। এই মাসিকে যেমন সমাজ বিষয়ে ভাল প্রবন্ধ থাকে, সেই প্রকার সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম ও স্বাস্থ্য বিষয়েও অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ থাকে। কখনই জাতি ও ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। দিন দিনই পত্রিকাখানি সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছে। এ নিমিত্ত আমরা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষী, জাতির কল্যাণকামী, সাহিত্যসেবী, ধর্ম্মপিপাসু মহোদয়গণকে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য ২॥০ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতে অনুরোধ করিতেছি। ডিমাই ৮ পেজী, ৮ ফর্ম্মায় ৬৪ পৃষ্ঠা প্রতি সংখ্যায় থাকে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই ভ্যালুপেয়েবলে প্রেরিত হয়।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, সম্পাদক “কায়স্থ সমাজ”

চিকিৎসা জগতে

বটকৃষ্ণ পালের বিশ্ববিশ্রুত

এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক।

অদ্ভুত আবিষ্কার

বর্ত্তমানে সর্ব্বোৎসাধনকারী ম্যালেরিয়া রোগে যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালের করাল কবলে গমন করিতেছে তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে হাস্য কোলাহল মুখরিত, শস্য শ্যামলা শত শত পল্লীভূমি আজ বিজন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ও হইতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দনের রোল। কিন্তু হায়! ইহার কি প্রতীকার নাই ? আছে বৈ কি! হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

এড্‌ওয়ার্ডস্ টনিক্ সেবন করুন, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর, আসামের কালাজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর—এক কথায় সর্ব্বপ্রকার জ্বরে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। আরোগ্যান্তে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। নিয়মিতরূপে সেবন করিলে শারীরিক যাবতীয় গ্লানি বিদূরিত পূর্ব্বক ইহা টনিকের কার্য্য করিবে; এইখানেই ইহার বিশেষত্ব। গুণের তুলনায় মূল্য কিছুই নয় বলিলেই হয়। মূল্য বড় বোতল ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা। ছোট বোতল ৸৶০ চৌদ্দ আনা। সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট।

(কলিকাতার হেল্‌থ্ অফিসারের ব্যবস্থা অনুসারে প্রস্তুত)

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী যেরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, তাহতে উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে কলিকাতার হেল্‌থ অফিসারের আবিষ্কৃত ট্যাব্‌লেট্‌ই একমাত্র অবলম্বন, তিনি অক্লান্ত গবেষণার দ্বারা এই ট্যাব্‌লেট্ আবিষ্কার করিয়া বহুসংখ্যক রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুসারে এই টাব্‌লেট্ প্রস্তুত করিয়া জনসমাজে প্রশংসনীয় হইয়াছি' পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মূল্য ২৫টী বটীকা পূর্ণ প্রতি শিশি ৷৹ বার আনা।

বি কে পাল এণ্ড কোম্পানীর

ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল-বিভাগ হইতে প্রস্তুত

পীড়িতের ও দুর্ব্বলের পুষ্টিকর লঘু পথ্য

শটিফুড্।

আপনারা বিলাতী ও দেশীয় তথা কথিত বহু "ফুড" ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রস্তুত শটিফুড্ একটি বার মাত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। এক কৌটা মাত্র ব্যবহার করিলে আমরা নিশ্চয়ই বলিতে পারি অন্য কোন "ফুড্" ক্রয় করিতে আপনার প্রবৃত্তি হইবে না।

মূল্যও অতীব সুলভ। একটি বার মাত্র পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

গোল্ড সালসা প্যারিলা

বা

স্বর্ণ ঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত করিতে এবং উপদংশ বিষ বিনষ্ট পূর্ব্বক শরীরে নব বল সঞ্চার করিতে ইহার সমতুল্য ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেই হয়। মূল্য—প্রতি শিশি ২৷৹ আড়াই টাকা মাত্র।

এড্ওয়ার্ডস্ এরোরুট।

আমাদের এরোরুট উপকারিতায় অতুলনীয়। চিকিৎসকগণ ইহার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহা স্বকীয় গুণে বহু প্রদর্শনীতে স্বর্ণ পদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসা পত্র অর্জ্জন করিয়াছে।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

১৩৩ বন্‌ফিল্ড্ লেন, কলিকাতা।

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—ভাদ্র। | ১২শ সংখ্যা।

কাজের কথা।

কলিকাতায় শিশু মৃত্যু।—সকল দেশ অপেক্ষা কলিকাতায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ কলিকাতায় বিশুদ্ধ গব্যদুগ্ধ পাওয়া সুকঠিন। কলিকাতাবাসীগণ যে দুগ্ধ পাইয়া থাকেন, তাহা মফঃস্বল হইতে রেলযোগে এখানে আমদানি হইয়া থাকে। সে অবস্থায় গবী—সুস্থ কি অসুস্থ, দুর্ব্বল কি রুগ্ন, উহার দুগ্ধ ফুকা দিয়া দোহন করা কিনা—এ সকল বিষয় কাহারও দেখিবার প্রয়োজন হয় না, দুগ্ধ পাইলেই হইল! শুধু জল মিশাইলেই যে দুগ্ধের কৃত্রিমতা দোষ ঘটে তাহা নহে, উপরোক্ত কারণগুলি হইতেও দুগ্ধ বিকৃত হইয়া থাকে। ফলে কলিকাতা সহরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের যথেষ্ট অভাব এবং তাহারই জন্য শিশুদিগের যকৃতের রোগ এবং তাহার পরিণতি অকাল মৃত্যু। কলিকাতা সহরে এমনই করিয়া infant leaver বা যকৃত রোগে অসংখ্য শিশু কাল-কবলিত হইতেছে। যাঁহারা শিশুমৃত্যু নিবারণের জন্য চিন্তা করিতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে কলিকাতাবাসীগণ যাহাতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করুন—তবে কলিকাতার অকালমৃত্যুর কবল হইতে শিশুগণ রক্ষা পাইবে।

* * *

দুগ্ধ সম্বন্ধে সতর্কতা।—দুগ্ধ সম্বন্ধে মার্কিনের অধিবাসীগণ যেরূপ সতর্ক, এমন আর কোনো দেশের অধিবাসীগণ নহেন। ভারতের অধিবাসীদিগের পক্ষে যে বিচার শক্তির ব্যবস্থা অতীত যুগে ছিল, মহাকবি কালিদাস তাহারই ফলে আসমুদ্র ভূমণ্ডলের সম্রাট দালিপকে দিয়া গোচারণের চিত্র প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ভারতবাসীর নিকট এখন সে বিচারশক্তি লোপ পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের স্পৃহাও এখন অনেক ভারতবাসীর নাই বলিলেও চলে। যাঁহাদের সে স্পৃহা এখনো লোপ পায় নাই তাঁহারা বাহ্য বিচারের

ব্যবস্থা রাখেন না, দুগ্ধ পাইলেই হইল,—তা' যেমনই কেন হউক না। বিলাতেরও নাকি এই অবস্থা! বিলাতের "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্জ্জেন" পত্রে প্রকাশ, বিলাতে অনেক স্থানেই দুগ্ধে আবর্জ্জনা থাকে এবং তাহারই জন্য সেখানে টাইফয়েড, যক্ষ্মা, গলনালীর ক্ষত প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশেও যে এই একই কারণে ঐ সকল রোগের বাহুল্য ঘটিতেছে না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? এখন কলিকাতায় যক্ষ্মায় যত লোক মরে, আগে কি এত মরিত? টাইফয়েডও তো এখন যথেষ্ট বাড়িয়াছে। গলনালীর ক্ষত বা ডিপথিরিয়াও এখন শিশুদিগের একটী সংক্রামক ব্যাধি। আমাদের দেশের দুগ্ধ বিকৃতির ফলে তো আমরা এ সকল রোগ ভোগ করিতেছিই, তা' ছাড়া যে বিলাতী কাগজে বিলাতী দুগ্ধের নিন্দাস্রোতঃ অতি ভীষণভাবে প্রবাহিত হইতেছে, অনেক সময় সহজসুলভ মনে করিয়া সেই "গোয়ালিনীমার্কা খাঁটি দুগ্ধ"-কেও আমরা সাদরে আনয়ন পূর্ব্বক পান-সুখ উপভোগ করিতেছি! বিলাতে যে দুগ্ধ সাধারণ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার অভিধান মার্কিনে তৃতীয় শ্রেণীর দুগ্ধ। তাহা "রন্ধন ও পণ্য প্রস্তুত করিবার জন্যই ব্যবহারের যোগ্য" বিক্রয়ের সময় বলিয়া দিতে হয়। আমরা কিন্তু বিলাতী জমাট দুগ্ধ ব্যবহার সময়ে এ সকল কথা কিছুই ভাবিয়া দেখি না। ধিক আমাদের! আমাদের দেশে প্রতিমিনিটে চারিজন করিয়া শিশু মরিবে না তো মরিবে কোন্ দেশে?

* * *

পাঁউরুটী।—পাঁউরুটীর প্রচলনটাও এখন আমাদের দেশে যথেষ্ট। সখ্ করিয়া এবং জলখাবারের সময়ে তো এই পাঁউরুটি অনেক পরিবারেই ব্যবহৃত হয়, তা' ছাড়া অনেক সংসারে নৈশভোজনেও হাতেগড়া রুটীর পরিবর্ত্তে পাঁউরুটীর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁউরুটী কিন্তু যেরূপ ভাবে প্রস্তুত হয় তাহার কথা অবগত হইলে স্বভাবতঃই ঘৃণা উপস্থিত হইবার কথা। পাঁউরুটী প্রস্তুতের সময় দুই পা দিয়া উহার উপাদান দ্রব্যকে বিশেষভাবে মর্দ্দন করিয়া লওয়া হয়, ইহার অন্যথায় পাঁউরুটী প্রস্তুত হইতে পারে না। তাহার পর, প্রতিদিন যতগুলি পাঁউরুটী প্রস্তুত হয়—তাহা সেইদিনই সমস্ত বিক্রয় হয় না, কাজেই তাহার পরদিনও সেই বাসিরুটী বিক্রয় না করিলে উহার ব্যবসায়ীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। পাঁউরুটী-প্রিয় খরিদদারগণ কিন্তু সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর পান না। কলিকাতায় এই পাঁউরুটীপ্রিয় ব্যক্তিগণই কিন্তু অধিক অজীর্ণগ্রস্ত। মফঃস্বলেও যে সকল স্থানে ইহার প্রচলন কলিকাতারই মত, সে সকল স্থানের অধিবাসিগণও অজীর্ণের হাত হইতে অব্যাহতি পান না। আমরা উদাহরণস্বরূপ নদীয়া জেলার রাণাঘাটের নাম উল্লেখ করিতে পারি। নদীয়ার রাণাঘাট ষ্টেশন ই, বি, রেলের একটি বড় জংসন। এখানে এই উপলক্ষে অনেকগুলি লোক পাঁউরুটীর ব্যবসায় পূর্ণোদ্যমে চালাইয়া থাকে। রাণাঘাট এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের বাসিন্দাগণও এইজন্য দারুণ অজীর্ণ প্রবণ।

* * *

শিশুশরীরে পাঁউরুটী।—অনেকে আবার পা দিয়া চটকান পাঁউরুটীর আস্বাদন নিজেরা উপভোগ করিয়াই পরিতৃপ্ত নহেন, তাঁহাদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান-সন্ততিগণকেও ইহার প্রসাদ দিয়া আনন্দ অনুভব করেন। সে আনন্দ কিন্তু শেষে যকৃত বিকৃতির ফলে নিরানন্দে পরিণত হয়। তখন অনেক সময় কায়-মনোবাক্যে চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করিয়াও ফললাভ হয় না। দেশে দুধের দুর্গতি, তাহার জন্য আমরা কদর্য্য দুগ্ধ ব্যবহার করাইয়া শিশু মৃত্যুর কারণ করিয়া তুলিতেছি,—ইহার উপর পাঁউরুটীর মত তাড়ি-মিশ্রিত দ্রব্য শিশুদিগের মুখে তুলিয়া দিতে অভ্যস্ত হইয়া যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করিতেছি, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না—ইহাই দুঃখ।

*　　*　　*

আমাদের খাদ্য।—আমাদের দেশে খাদ্যদ্রব্যের তো অভাব নাই,—যে স্থলে আমরা পাঁউরুটীর ব্যবহার করিয়াথাকি, সে স্থলে বাঙ্গালা দেশের সহজ সুলভ খাদ্য 'মুড়ি' যে কত উপকারী তাহা বলিবার নয়। মুড়ির মত সহজপাচ্য খাদ্য অতি অল্পই আছে। আগে পল্লীগ্রামে এই মুড়ির প্রচলন যথেষ্ট ছিল. তখনকারদিনে সকল সংসারেই মুড়িভাজার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, অনেক সংসারে সকালে বিকালের জলখাবার ছিল সেই মুড়ি। এখনও সেই মুড়ির প্রচলন বাঙ্গালার বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া-মালদহ-মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে লোপ পায় নাই। যে সব দেশে পাঁউরুটীর প্রচলন কম, সে সব দেশের লোকে এই জন্যই দক্ষিণ বাঙ্গালার মত এত অজীর্ণগ্রস্থ নহে।

*　　*　　*

মুড়ি ও বিস্কুট। এখনকার দিনে অনেকে পাঁউরুটির মত বিস্কুটও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ফলে আমাদের দেশের বিস্কুট-নির্ম্মাতাগণ অর্থাগমের পন্থা বড় বেশী সুলভ করুন আর না করুন, বিলাতী বিস্কুট ব্যবসায়ীরা কিন্তু যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। অনেক সংসারেই এখন দেখিবেন—আলমারির তাকে টিন ভরা বিস্কুট গৃহস্বামীর সমৃদ্ধি গৌরব প্রকাশ করিতেছে। এই বিস্কুটগুলি যে কতদিন পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া, কত সাগর মহা-সাগর অতিক্রম করিয়া আমাদের দেশে আসিয়া পঁহুছিয়াছে এবং কতকাল পূর্ব্বের প্রস্তুত সেই দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা উৎকৃষ্ট আহারীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কি না—তাহা কিন্তু আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই,—ক্ষমতাও নাই। দেখিতে চমৎকার,—খাইতে সুস্বাদু—মুখে দিলেই মিলাইয়া যায়—ইহাই তো সে দ্রব্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র! সে দ্রব্য—কে—কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়াছে—কোন্ দেশ হইতে কিরূপভাবে কবে আনিয়াছে এবং সেই দ্রব্য বহুকালাবধি পর্য্যুসিত হওয়ার ফলে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে শুভদ হইতে পারে কি না—এ সকল বিষয় আমাদের চিন্তা করা উচিত নহে কি? আমাদের দেশে 'মুড়ি' এই বিস্কুট অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উপকারী। যেস্থলে কোনো প্রকার খাদ্য জীর্ণ করান সুকঠিন, সেস্থলে এই মুড়ি ব্যবস্থায় যথেষ্ট

সুফল পাওয়া গিয়াছে। হিক্কা নিবারণে মুড়ির জল অমোঘ ঔষধ। তবে আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে 'মুড়ি' খাইতে লজ্জা বোধ করি—কারণ দরিদ্র বিবেচনায় আমরা ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িব—এই যা' কথা।

* * *

খাদ্যে বিষ।—সেকালে দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাওয়ার প্রথা কমই ছিল। সেকালে এখনকার মত নানারূপ খাদ্যের ব্যবস্থাও ছিল না। মুড়ি-নারিকেল, আদা-ছোলা-ভিজা, গুড়-বাতাসা—ইহাই ছিল সেকালের সাধারণ গৃহস্থের জলখাবার। বড় লোকেরা ইহার উপর সন্দেশ-রসগোল্লা ব্যবহার করিতেন। ক্ষীর-ছানা-মাখন নবনী—দুগ্ধজাত এ দ্রব্যগুলি সেকালে গরীবেও খাইত, মহতেও খাইত। এ কালে সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা লবণাক্ত খাদ্যসম্ভারের অধিক পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি, কলিকাতার কচুরি-শিঙ্গাড়ার দোকানগুলি তাহারই ফলে সমৃদ্ধি সম্পন্ন। যদি উৎকৃষ্ট ঘৃতে সে সকল প্রস্তুত হয় এবং দেশের লোক তাহা খাইবার জন্য বেশী আগ্রহান্বিত হয় তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই,—কিন্তু অনেকস্থলেই ঐ সকল দ্রব্য গলাধঃকরণের কিছুক্ষণ পরেই বুক জ্বলিতে থাকে, অম্লোদগার উঠিয়া থাকে, সেরূপ অবস্থায় সে সকল খাদ্য পাকস্থলীতে পঁহুছিয়া যে বিষবৎ ক্রিয়া উৎপন্ন করে তাহাতে তো আর সন্দেহ নাই। আমরা ই, বি, এস, রেলওয়ের দু' একটি ষ্টেসনের কথা জানি,—সে সকল স্থানের লবণাক্ত খাদ্য খাওয়ার পরই ঐরূপ অম্লোদগার হইয়া থাকে। রাণাঘাট ষ্টেসনের 'গরম-শিঙ্গাড়া' ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা এই প্রসঙ্গে রাণাঘাটের সবডিবিসন্যাল অফিসার মহাশয়কে এ সকল রহস্য ভেদ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

* * *

কলিকাতার চপ-কাটলেট। এখনকার দিনে কলিকাতার চপ-কাটলেটের দোকানগুলি হইতেও আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির কম অন্তরায় ঘটিতেছে না। অনেক স্থলে যেরূপ মাংস প্রভৃতির মিশ্রণে উহা প্রস্তুত করা হয়—তাহা আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতির তো সমূহ বিঘ্নোৎপাদক বটেই, কখনও কখনও বিষ-ক্রিয়াও স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিছুকাল পূর্ব্বে—গত বৎসর চৈত্র মাসে হ্যারিসনরোডের এক রেষ্টারেণ্ট বা চপ-কাটলেটের দোকানে ছয়টি বাঙ্গালী ছাত্র আহার করিতে গিয়াছিল; আহার করিয়া মেসের বাসায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরই ছয়জন পীড়িত হয়। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়, ফলে পাঁচটি ছাত্র চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিল, একটি কিন্তু উন্মাদগ্রস্ত হইল। খাদ্যপরীক্ষক মহাশয় সংবাদ পাইয়া সেই রেষ্টারেণ্টে গিয়া খাদ্য পরীক্ষা করিলেন এবং পচা খাবারের জন্যই যে অনিষ্টোৎপাদন হইয়াছে তাহাও প্রকাশ করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াও কি লোকের চৈতন্য হইবে না? এখনকার দিনে ঐরূপ চপ-কাটলেটের দোকানে আহার করায় জাতি ধর্ম্ম তো নষ্ট হইতেছেই, তা' ছাড়া স্বাস্থ্যের অপচয়ে আমাদের পরমায়ু হ্রাসেরও যে কারণ ঘটিতেছে—ইহাই কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা।

*   *   *

বাঙ্গালীর বাঁচিবার ব্যবস্থা।

বাঙ্গালীকে যদি বাঁচিতে হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীকে আবার সেকালের আহারের ব্যবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আর্য্য ঋষিমণ্ডলী ফলমূলাশী ছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদের পরমায়ু লাভ যেরূপ ঘটিত তাহা এখন আরব্যোপন্যাসের কিম্বদন্তী বলিয়া পরিগণিত। ফলভক্ষণে রক্তের ক্রিয়া উত্তমরূপে সাধিত হয়, মেধা ও স্মৃতিশক্তি প্রখর হয়। জীবনে নূতন রক্তকণিকা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে সাময়িক ফলমূলেরও অভাব নাই, কিন্তু "বাঙ্গালীর তাহা ভক্ষণের আগ্রহ নাই—এই যা' কথা। দুধের কথা তো বলিয়াছিই, কিন্তু বাঙ্গাদেশের ঘরে ঘরে আবার গাভী পালনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হউক, বাঙ্গালী আবার ভারতচন্দ্রের পাটনীর কথার মত 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এরূপ কামনা করিতে থাকুক"—এরূপ উপদেশ দিলে শীঘ্র ফলোপদায়ক হইবে না। চাকরিজীবি-প্রবাসী-বাঙ্গালীর পক্ষে জীবনের গতিস্রোতঃ ফিরাইয়া দিয়া আবার পল্লীবাসী হইতে না পারিলে সে ব্যবস্থা হইবে না, কিন্তু তাহা সুদূরপরাহত। তবে চপ-কাটলেটের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া, বাজারের চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃতে প্রস্তুত কচুরি-শিঙ্গাড়ার লালসা বিসর্জ্জন দিয়া জলখাবারের স্থলে ফলমূলকে স্থান দান করা বাঙ্গালীর পক্ষে খুব কঠিন ব্যাপার নহে। বাঙ্গালী যদি সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে—তাহা হইলে বাঙ্গালীজাতি আবার রক্ষা পাইবে, নতুবা Imperial Gaztter of India গ্রন্থে সরকারী মৃত্যু তালিকায় বাঙ্গালাদেশের মৃত্যুর হিসাব প্রতিবৎসরই যেরূপ বর্দ্ধিত দেখা যাইতেছে—তাহা আরও বর্দ্ধিত দেখিতে হইবে এবং কালে সেই মৃত্যু সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে যে, সভ্য সশ্য বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বও বুঝি দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে।

শারীর বিদ্যা।

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ,এল, এম, এস]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

মণিবন্ধসন্ধি।—ইহাতে বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্তস্থ খলের ন্যায় গর্ত্তযুক্ত অংশের সহিত অর্দ্ধচন্দ্র ও নৌনিভ নামক কূর্চ্চাস্থিদ্বয়ের খল্লকোর সন্ধি হইয়া থাকে। অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থির অধঃপ্রান্ত সাক্ষাৎভাবে এই সন্ধিতে কূর্চ্চাস্থির সহিত সংহিত হয় না, পরন্তু তৎসংলগ্ন ত্রিকোণ তরুণাস্থি 'উপলক' নামক কূর্চ্চাস্থির সহিত সংহিত হইয়া থাকে। বহিঃপার্শ্বে, অন্তঃপার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত চারিটী স্নায়ু এই সন্ধির বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করে।

[৪৪শ চিত্র—মণিবন্ধসন্ধি (সম্মুখতল)]

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]
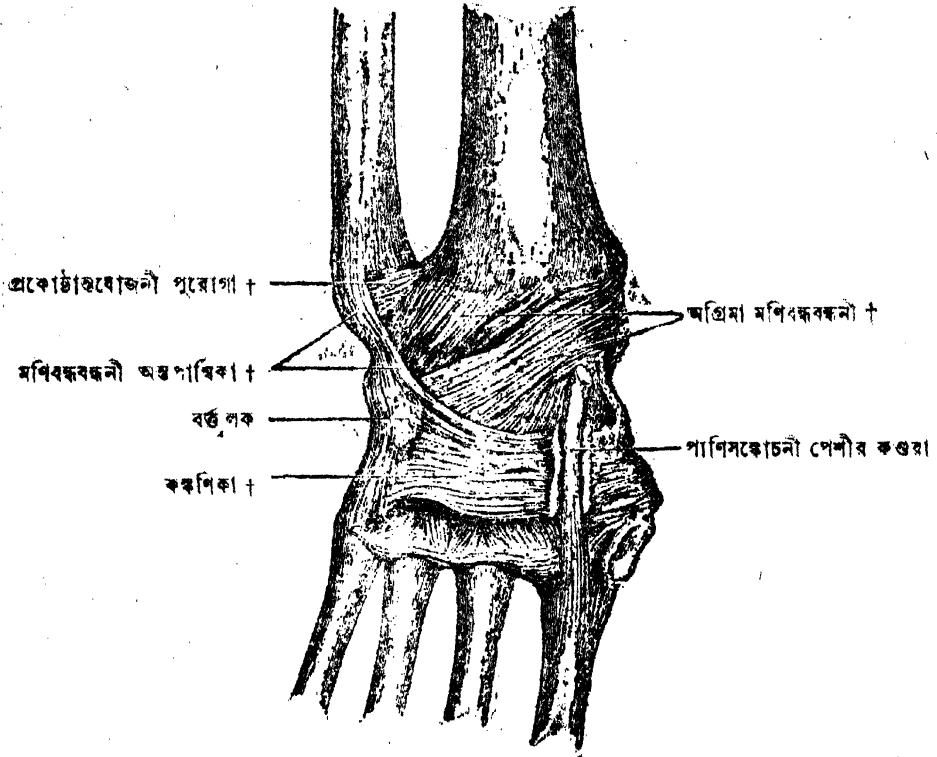
চেষ্টা—এই সন্ধি সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে খেলিয়া থাকে। এই সকল চেষ্টার মিশ্রণে নানাবিধ বিবর্ত্তনরূপ চেষ্টা সম্পন্ন হয়। হস্তে ভার-ধারণের সুবিধার্থ এই সন্ধির স্নায়ুগুলি শিথিল ও স্থিতিস্থাপক।

শ্লেষ্মধরা কলা—এই সন্ধির মধ্যস্থ শ্লেষ্মধরা কলা শিথিল এবং প্রচুর শ্লেষক-শ্লেষ্মযুক্ত।

করকূর্চ্চান্তরীয় সন্ধি—

কূর্চ্চাস্থিসমূহের পরস্পর সন্ধি 'প্রতর সন্ধি' নামে অভিহিত। এই সন্ধিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—ঊর্দ্ধশ্রেণীর অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি, অধঃশ্রেণীর অস্থিগুলির পরস্পর সন্ধি এবং ঊর্দ্ধ ও অধঃশ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সন্ধি। সকলগুলিই স্নায়ুপট্টিকা দ্বারা উপরে, নিম্নে ও উভয় পার্শ্বে এরূপ ভাবে সম্বদ্ধ যে

সংহিত কূর্চ্চাস্থিগুলি একখানি অস্থি বলিয়া ভ্রম হয়। তবে 'বর্ত্তুলক' নামক কূর্চ্চাস্থিটী এই সন্ধির বহির্ভাগে দুইটী পৃথক্ স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। কূর্চ্চাস্থিগুলির মধ্যে নানা শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট শ্লেষ্মধরা কলা বর্ত্তমান থাকে। কূর্চ্চাস্থিগুলির চলত্ব অতি অল্প পরিমাণে দেখা যায়।

করতলসন্ধি—এই সকল কোরসন্ধি প্রধানতঃ করতল নির্ম্মাপিকা মূলশলাকাগুলির সহিত কূর্চ্চাস্থিসমূহের ও অঙ্গুলিনলকগুলির সন্ধি। মূলশলাকাগুলি ঊর্দ্ধদিকে পর্য্যাণক, কূটক, মধ্যকূট ও ফণধর নামক চারিখানি কূর্চ্চাস্থির সহিত, অধোদিকে অঙ্গুলি সমূহের পশ্চিমনলকগুলির সহিত এবং সমূলে পরস্পর সন্ধিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধির বিষয় অস্থিবর্ণন প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ছয়টী পশ্চাতে, আটটী সম্মুখে ও দুইটী মধ্যস্থলে—এইরূপে বিস্তৃত ষোলটী স্নায়ু দ্বারা ইহাদের সন্ধিবন্ধন হইয়া থাকে।

করাঙ্গুলি সন্ধি—চৌদ্দখানি অঙ্গুলিনলকে চৌদ্দটী কোরসন্ধি হইয়া থাকে, যথা অঙ্গুষ্ঠে দুইটী এবং অপর অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীতে তিনটী করিয়া বারটী।

প্রত্যেক অঙ্গুলিসন্ধির বন্ধন কার্য্য সম্মুখে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত তিনটী স্নায়ুদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'প্রসারণী' সংজ্ঞক পেশীসমূহের কণ্ডরাগুলির দ্বারা উহাদের পৃষ্ঠবন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া প্রয়োজনাভাবে স্বতন্ত্র পৃষ্ঠগা স্নায়ু থাকে না।

[৪৫শ চিত্র—বঙ্ক্ষণসন্ধি]
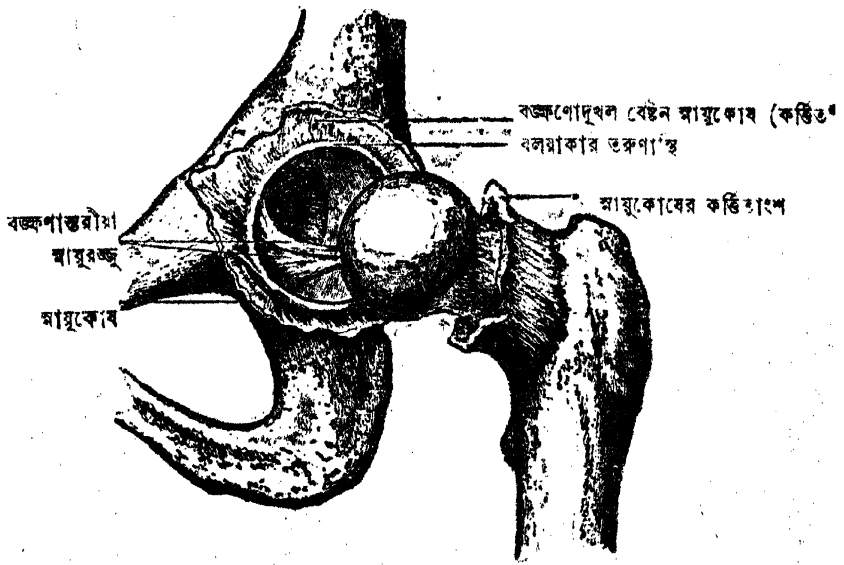
চেষ্টা—করাঙ্গুলিসমূহ সঙ্কোচ, প্রসার অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণরূপ চেষ্টাবান্। অঙ্গুষ্ঠের অপসারর্থ্য আছে অর্থাৎ অগ্র অঙ্গুলী-সমূহের উপর উহার অগ্রভাগ যথেচ্ছ ঘুরিতে পারে।

অধঃশাখা সন্ধি।

অধঃশাখার সন্ধি প্রায় ঊর্দ্ধশাখার ন্যায় কেবল অবস্থান ভেদ বশতঃ কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়।

বঙ্ক্ষণসন্ধি——শ্রোণিফলকের তরুণাস্থি বেষ্টিত বংক্ষণোদূখল নামক কোটরে ঊর্বস্থির মুণ্ড সংহিত হইয়া এই উদূখলসন্ধি নির্ম্মাণ করে। এই স্থানের বৃহৎ স্নায়ুকোষের অভ্যন্তর ভাগ ব্যাপিয়া বৃহৎ শ্লেষ্মধরা কলা থাকে। এই মহান্ স্নায়ুকোষ বংক্ষণোদূখলের পরিধি হইতে উত্থিত হইয়া ঊর্বস্থির গ্রীবার চারিদিকে সম্বদ্ধ থাকে। অধিকন্তু ইহা শ্রোণিফলকের অবয়বভূত তিনখণ্ড অস্থি হইতে উদ্গত তিনটি স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। তদ্ভিন্ন 'বংক্ষণসন্ধ্যন্তরীয়া' নামে একটি দৃঢ় স্নায়ুরজ্জু স্নায়ুকোষের ভিতরে, বংক্ষণো-দূখলের মধ্যস্থ গভীর কোটর হইতে উদ্ভূত হইয়া ঊর্বস্থির মুণ্ডস্থিত গর্ত্তে সম্বদ্ধ থাকিয়া এই সন্ধিকে আরও দৃঢ় করিয়া থাকে।

জানুসন্ধি—ঊর্বস্থি, জানস্থি ও জঙ্ঘাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত এই সন্ধিটী নানা-প্রকারে বন্ধনযুক্ত হইলেও বিশেষ চেষ্টাবান্। তন্মধ্যে জানুকপালের সহিত ঊর্বস্থির ও জঙ্ঘাস্থির প্রান্তরসন্ধি এবং ঊর্বস্থির সহিত জঙ্ঘাস্থির কোরসন্ধি হইয়া থাকে। অনু-জঙ্ঘাস্থি জানুসন্ধির মধ্যে প্রবেশ করে না, জঙ্ঘাস্থির পশ্চাতে পৃথক্‌ভাবে সংহিত হয়।

একটী পাতলা অথচ দৃঢ় স্নায়ুকোষ ঊর্বস্থি, জানস্থি ও জঙ্ঘাস্থিকে বেষ্টন করিয়া এই সন্ধিবন্ধন কার্য্য প্রধানতঃ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। অধিকন্তু এই স্নায়ুকোষ সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তঃপার্শ্বে ও বহিঃপার্শ্বে অবস্থিত চারিটী স্নায়ুরজ্জু দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। তন্মধ্যে সম্মুখের স্নায়ুরজ্জুটী ঊরুপ্রসারণী পেশীচতুষ্টয়ের সম্মিলিত কণ্ডরার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, ইহারই মধ্যস্থলে ভিতরদিকে জানু-কপালাস্থি দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ থাকে। এইজন্য কেহ কেহ জানুকপালকে কণ্ডরামধ্যস্থ বৃহৎ চণকাস্থি (Sesamoid bone) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জানুসন্ধির অভ্যন্তরে অপর পাঁচটী স্নায়ু এবং যোজকরজ্জুসম্বদ্ধ দুইখানি অর্দ্ধচন্দ্রাকার তরুণাস্থি আছে। এই তরুণাস্থি দুইখানির প্রান্তভাগ জঙ্ঘাস্থির শিরঃস্থিত দ্বিমুখ কণ্টকের দুইদিকে সম্বদ্ধ।

[৪৬শ চিত্র—জানুসন্ধি]

[† এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]
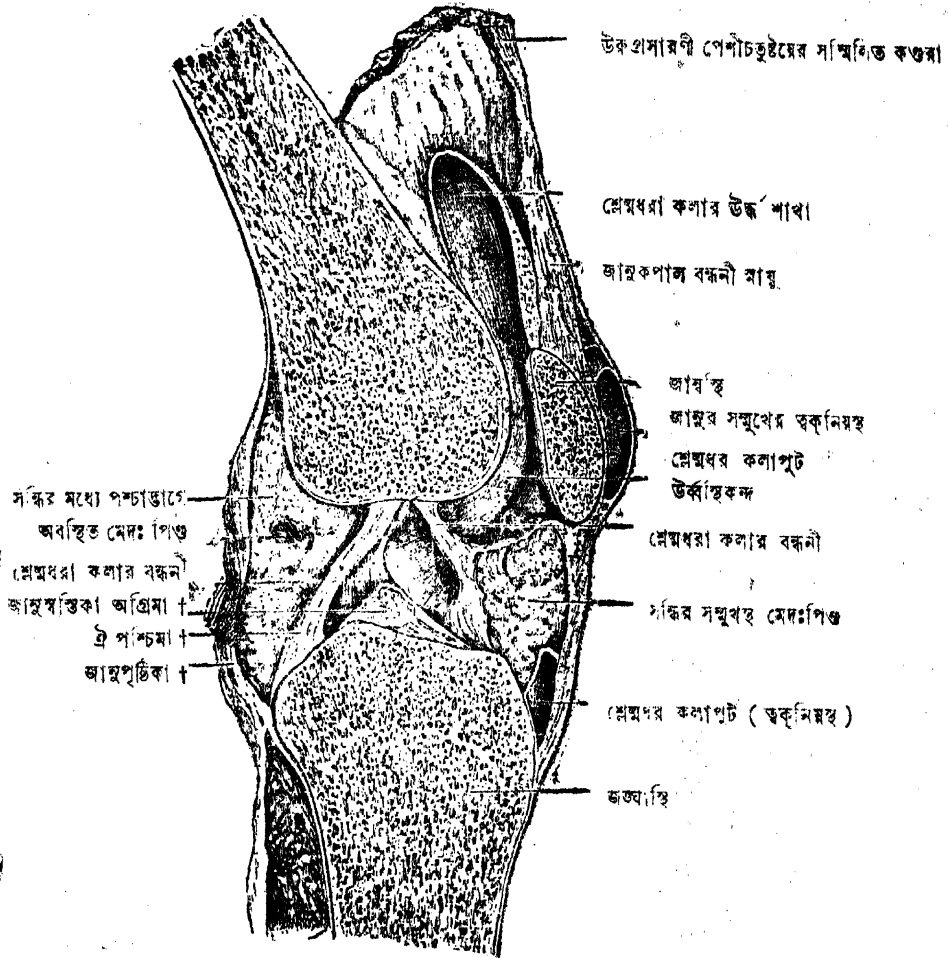
চেষ্টা—এই সন্ধি সঙ্কোচ ও প্রসার—এই দ্বিবিধ চেষ্টাযুক্ত, তন্মধ্যে সঙ্কোচ দ্বারা সক্থি পশ্চাদ্‌দিকে সম্পূর্ণভাবে মুড়িয়া যায় এবং প্রসার দ্বারা সম্মুখদিকে দণ্ডবৎ হয় মাত্র, তদধিক মুড়িয়া যায় না।

শ্লেষ্মধরা কলা—জানুসন্ধির শ্লেষ্মধরা কলা তিনটী; একটী 'সন্ধ্যন্তরীয়া মহতী'—ইহার একটী শাখা উর্দ্ধে বিস্তৃত এবং ইহা জানুসন্ধির মধ্যস্থ ও বিশালায়তন, অপর দুইটী শাখা সন্ধির বাহুদেশে সংসক্ত। তন্মধ্যে সন্ধির বহিঃস্থিত একটী কলাপুট জানুকপাল ও ত্বকের মধ্যে অবস্থিত। অপরটী জানুকপালবন্ধনী স্নায়ুরজ্জুর পশ্চাতে অবস্থিত ও কণ্ডরানুগা। মহতী কলা হইতে অতিরিক্ত শ্লেষ্ম ক্ষরণ হইয়া 'শিবামুণ্ড' বা 'ক্রোষ্টুকশীর্ষ' নামক বাতব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই সন্ধির সম্মুখে ও পশ্চাতে শ্লেষ্মধরাকলাচ্ছন্ন দুইটী মেদঃপিণ্ড আছে।

জঙ্ঘান্তরীয় সন্ধি—জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির সন্ধি উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য—এই তিন স্থানে হইয়া থাকে। উর্দ্ধে অনুজঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধপ্রান্ত জঙ্ঘাস্থির উর্দ্ধ প্রান্তের বহিঃসীমার কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ভাগে সংহিত হয়। ইহা প্রতরসন্ধি ও জানুসন্ধির সম্পূর্ণ বহির্ভূত।—কূর্পরসন্ধির তুলনায় এই বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। উর্দ্ধাস্থি-সংযুক্ত দুইটী স্নায়ু এই সন্ধিকে পার্শ্বদেশে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অগ্রিমা, পশ্চিমা ও কোষাকারা—এই তিনটী স্নায়ুও উক্ত সন্ধির বন্ধন করে। অধোদিকে জঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তের বহিঃসীমাস্থির ত্রিকোণাকার কোরে অনুজঙ্ঘাস্থির বহির্গুল্‌ফনিষ্পাদক অধঃপ্রান্ত সংহিত হইয়া কোরসন্ধি নির্ম্মাণ করে। অগ্রিমা, পশ্চিমা, বলয়িকা, ও সন্ধ্যন্তরীয়া নামে চারিটী স্নায়ু এই সন্ধিবন্ধন করিয়া থাকে। এইরূপে সংহিত জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির অধঃপ্রান্তদ্বয়ের সহিত 'কূর্চ্চশির' নামক অস্থির সন্ধি হয়। এই সন্ধির বিষয় পরে বলা যাইবে। জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থির মধ্যনলকদ্বয় 'জঙ্ঘান্তরালা' নামে দৃঢ় কলা দ্বারা সম্বদ্ধ। প্রকোষ্ঠাস্থিদ্বয়ের ন্যায় ইহাদেরও মধ্যনলকদ্বয়ের পরস্পর সংস্পর্শ হয় না।

গুল্‌ফসন্ধি বা পাদসন্ধি—জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের অধঃপ্রান্তের সহিত কূর্চ্চশির অস্থির খল্লকোর সন্ধি হয়—ইহা দুই গুল্‌ফের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে গুল্‌ফসন্ধি বলে। এই সন্ধি আশ্রয় করিয়া সমগ্র পদ সম্মুখে পশ্চাতে, ভিতরদিকে ও কিঞ্চিৎ বাহিরদিকে বিবর্ত্তিত হইতে পারে। এইজন্য ইহাকে পাদসন্ধিও বলা যায়। অগ্রিমা, পশ্চিমা, অন্তঃপার্শ্বিকা ও বহিঃপার্শ্বিকা নামে চারিটী স্নায়ু জঙ্ঘাস্থি, অনুজঙ্ঘাস্থি, কূর্চ্চশির, নৌনিভ, পার্ষ্ণি—এই কয়টি অস্থিতে সংসক্ত থাকিয়া এই সন্ধির বন্ধনকার্য্য নিষ্পন্ন করে।

পাদকূর্চ্চাস্থির সন্ধি—পাদকূর্চ্চাস্থি সমূহের মধ্যে কোন্‌টী কাহার সহিত সন্ধিযুক্ত তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অনেকগুলি স্নায়ু ঐ সকল অস্থির বন্ধন করিয়া থাকে এবং ঐ সকল স্নায়ু পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া এইরূপ স্নায়ুজালবেষ্টিত ও দৃঢ়বদ্ধ পাদকূর্চ্চাস্থিসমূহ করকূর্চ্চাস্থির মত একখানি অস্থি বলিয়া বোধ হয়। সেইজন্য প্রাচীনেরা কেহ কেহ প্রত্যেক পদে একখানি করিয়া 'শলাকাধিষ্ঠান' অস্থি আছে বলিয়াছেন।

পাদতল সন্ধি—পাদতলের পশ্চার্দ্ধে অবস্থিত কূর্চ্চাস্থিসন্ধির বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পাদতলের সম্মুখার্দ্ধে পাদ-মূলশলাকাগুলির সম্মুখে ও পশ্চাতে কোরসন্ধি হইয়া থাকে। ইহাদের সন্ধান তিন প্রকার—সম্মুখে পাদাঙ্গুলিসমূহের পশ্চিমনলকগুলির সহিত, পশ্চাতে কোণকত্রয় ও ঘননামক কূর্চ্চাস্থির সহিত এবং মূলদেশে পরস্পরের সহিত। তন্মধ্যে পাদাঙ্গুলির পশ্চিম নলকের সহিত সন্ধি অঙ্গুলির সন্ধির ন্যায়। কূর্চ্চাস্থি-গুলির সহিত সন্ধি পাদতলগত, পাদপৃষ্ঠগত এবং সন্ধ্যন্তরীয়—এই তিন প্রকার স্নায়ু দ্বারা সম্বদ্ধ হয়।

অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য মূলশলাকাগুলি মূলদেশে পরস্পর সংসক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ ত্রিবিধ স্নায়ু দ্বারা সন্ধি বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয়।

পাদাঙ্গুলি সন্ধি—করাঙ্গুলির ন্যায় পাদাঙ্গুলি সমূহের চোদ্দটী কোরসন্ধি আছে—অঙ্গুষ্ঠে দুইটি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলীতে তিনটি করিয়া বারটি। ইহাদের বন্ধনী স্নায়ু-গুলিও করাঙ্গুলিসন্ধির ন্যায়।

[৪৭শ চিত্র—পাদ সন্ধি বা গুল্‌ফ সন্ধি]
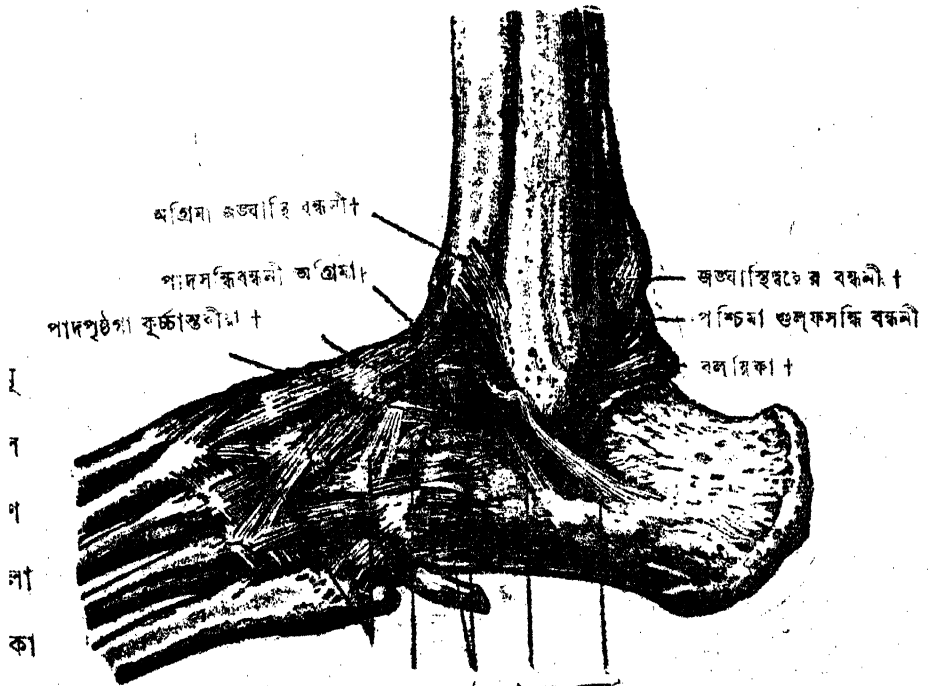
অগ্রিমা জঙ্ঘাস্থি বন্ধনী +
পাদসন্ধিবন্ধনী অগ্রিমা +
পাদপৃষ্ঠগা কূর্চ্চান্তরীয়া +
জঙ্ঘাস্থিদ্বয়ের বন্ধনী +
পশ্চিমা গুল্‌ফসন্ধি বন্ধনী
বলয়িকা +
পাদপৃষ্ঠগা কূর্চ্চান্তরীয়া +　　পাদসন্ধিবন্ধনী বাহ্যা +

[+ এইরূপ চিহ্ন স্নায়ুবোধক]

চেষ্টা—পাদাঙ্গুলি সকলের চেষ্টা বা চলন্ত অল্পমাত্র—সঙ্কোচন, প্রসারণ, অন্তঃকর্ষণ ও বহিঃকর্ষণ—এই চারিপ্রকার চেষ্টাই অল্পভাবে বর্ত্তমান।

পেশী পরিচয়।

পূর্ব্বে নরকঙ্কাল বর্ণন প্রসঙ্গে যে অস্থিময় শরীরের বিষয় বলা হইয়াছে, উহা সর্ব্বত্র পেশী দ্বারা আবৃত থাকে এবং পেশী সকল দ্বিবিধ কলা ও ত্বক দ্বারা আবৃত থাকে। অর্থাৎ শরীরের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তর দিকে প্রথমতঃ ত্বক্, তৎপরে মেদোধরা কলা, পরে মাংসধরা কলা, তৎপরে স্তরে স্তরে পেশী সমূহ এবং তৎপরে অস্থি অবস্থিত। পেশী সমূহের দ্বারা শরীরের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা সাধিত হইয়া থাকে।

পেশী সকল মাংসময়। মাংস ও পেশীর কোন প্রভেদ নাই। চলিত কথায় পেশীগুলি খণ্ড খণ্ড করিলেই মাংস বলা হয়। পেশীর আকার প্রায় স্থূলমধ্য রজ্জুর ন্যায়, কচিৎ মোটা চাদরের ন্যায় এবং হৃদয়াদি স্থানে কোষের ন্যায়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে পেশী সকল সন্ধি, অস্থি, সিরা ও স্নায়ু সমূহকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে এবং স্থানভেদে আবশ্যক মত কঠিন, কোমল, স্থূল, সূক্ষ্ম, আয়ত, গোল, হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থির, মৃদু, মসৃণ ও কর্কশ হয়। *

রজ্জুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট পেশীসমূহের শুভ্র মসৃণ, দৃঢ় ও স্নায়ুময় প্রান্তভাগকে কণ্ডরা † বলে। বিস্তৃত ও স্থূল পেশী সকলের প্রচ্ছদাকার অর্থাৎ চাদরের ন্যায় আয়ত প্রান্তভাগগুলির কলা ও কণ্ডরা উভয়ের সহিত সাদৃশ্য আছে, এজন্য উহাদিগকে 'কলাকণ্ডরা' ‡ সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়।

শাখাসমূহের পেশীগুলি পরস্পরসহ ঘনভাবে সন্নিহিত। উভয়ের মধ্যে কেবল খুব পাতলা কলার ব্যবধান আছে মাত্র। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক পেশী পৃথকভাবেও কলাদ্বারা বেষ্টিত, আবার সবগুলি একত্র একটী কলা দ্বারা বেষ্টিত।

প্রধানতঃ পেশীসকলকে আশ্রয় করিয়া সিরা, ধমনী ও স্রোতঃসমূহের শাখা প্রশাখা সমূহ মাংসাদির মধ্যে প্রসারিত হয়। সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে "পঙ্কোদকস্থিত মৃণাল যেমন ভূমিতে চতুর্দ্দিকে তন্তু বিস্তার করিয়া থাকে, সিরা ধমনী প্রভৃতিও মাংসের মধ্যে সেইরূপ শাখা প্রশাখাদ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। §

পেশী সকলের সঙ্কোচ ও প্রসার বশতঃ অবয়ব সমূহের আকর্ষণ, প্রসারণ, উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শারীরিক চেষ্টা সাধিত হইয়া থাকে। চেষ্টার বেগপ্রবৃত্তি পেশীর মধ্যে প্রবিষ্ট চেষ্টাবহা নাড়ী সকলের

---

* তাসাং বহল-পেলব-স্থূলাণু-পৃথু-বৃত্ত-হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্থির-মৃদু-শ্লক্ষ্ণ-কর্কশ ভাবাঃ সন্ধ্যস্থি-সিরা-স্নায়ু-প্রচ্ছাদকা যথা-দেশং স্বভাবত এব ভবন্তি

সুশ্রুত, শারীর স্থান, ৫ অঃ।

† ইং—নাম Tendon (টেণ্ডন)।

‡ ইং নাম—Apponeurosis—(এপোনিউরোসিস)।

§ যথা বিসমৃণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ।
ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে সিরাদয়ঃ॥

সুশ্রুত, শারীর স্থানে ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

দ্বারা ঘটে। শারীরিক বলও পেশীমূলক। পেশী সকল সুপুষ্ট ও সুসংহত হইলেই লোককে বলবান বলা হয়।

চেষ্টাবহা ব্যতীত সংজ্ঞাবহা নাড়ীও পেশীর মধ্যে অবস্থিতি করে। এই সকল নাড়ী দ্বারা পেশী সমূহের সঙ্কোচ প্রসার জনিত স্পর্শ সজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ক্রিয়ার বিশেষত্ব বশতঃ পেশীসকল 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'—এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে স্বতন্ত্র পেশী সকলের ক্রিয়া আপনা হইতে হইয়া থাকে, পুরুষের ইচ্ছার অপেক্ষা করে না—যেমন হৃদয়, আমাশয় প্রভৃতি স্থানের পেশীগুলি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়াশীল। পরতন্ত্র পেশীসকল পুরুষের ইচ্ছাবশে চালিত হইয়া থাকে, যেমন কর চরণাদি স্থানের পেশী। এই জন্য ইহাদিগের অপর নাম—"ইচ্ছাধীন" পেশী।

ইচ্ছাধীন পেশী সমূহের উভয়প্রান্ত প্রধানতঃ স্নায়ুময়। উহারা উভয়দিকেই অস্থিতে সংবদ্ধ, কচিৎ একদিকে অস্থিতে ও অপরদিকে ত্বকে অথবা একদিকে অস্থিতে ও অপর দিকে স্নায়ুতে সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ঊর্দ্ধদিকের নিবন্ধন প্রায়ই স্থিরতর ও 'প্রভব' নামে অভিহিত এবং নিম্নের নিবন্ধন অধিক ক্রিয়াশীল ও 'নিবেশ' নামে কথিত।

পেশী সকলের উপাদান—জলৌকা শরীরের ন্যায় সঙ্কোচ-প্রসারশীল মাংসতন্তুগুচ্ছ এবং অল্প সংখ্যক স্নায়ুসূত্র। গুচ্ছীভূত মাংসতন্তু সমূহই পেশী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পরতন্ত্র পেশীসমূহের মাংসতন্তুগুলি চওড়াদিকে রেখাঙ্কিত, দীর্ঘ এবং নাতিঘন সংঘাত বিশিষ্ট; আর স্বতন্ত্র পেশীসমূহের মাংসতন্তুগুলি ঐরূপ রেখাবিহীন, হ্রস্ব এবং ঘনসংঘাত বিশিষ্ট। স্বতন্ত্র পেশী সকলের উৎপত্তি বা নিবেশ অস্থিসাপেক্ষ নহে—উহারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই অবস্থিতি করে।

সিরাধমনীজালকনিঃসৃত রক্তের 'লসীকা' নামক স্বচ্ছ জলীয় ভাগের দ্বারা পেশী সকলের পোষণ হয়।

প্রাণীর প্রাণবিয়োগ হইলে পেশী সকল প্রথমে শীঘ্রই সঙ্কুচিত ও কঠিন হইয়া যায়, এই কারণে মৃতদেহে হস্তপদাদির কঠিনতা ঘটে। ইহাকে 'মৃতিকাঠিন্য' (Rigor Mortis) বলে। ইহা অপগত হইলে পেশী সকল পচিতে আরম্ভ হয়।

পেশী সকলের নামকরণ নানাবিধ সূত্র ধরিয়া করা হয়। কখন স্থান ভেদে যেমন 'গ্রীবাপৃষ্ঠিকা' পেশী, কখন উৎপত্তি-নিবেশ ভেদে—যেমন 'উরঃকর্ণমূলিকা' পেশী কখন কার্য্য ভেদে—যেমন 'অঙ্গুষ্ঠপ্রসারিণী' পেশী, কখন আকৃতি ভেদে—যেমন 'দ্বিশিরস্কা' পেশী, কখন যদৃচ্ছাক্রমে—যেমন 'মন্যা'—ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদকারগণের মতে পেশীর সংখ্যা পাঁচশত*। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যেও কেহ কেহ পেশীর সংখ্যা ৫০১ পাঁচশত

* Sappey recogninses 501 muscles distributed as follows :—trunk, 190 ; head 63 ; arms, 98 ; legs 104 ; and alimenlary canal 46. G. D, Thane finds 311 muscles on cach side of the body :—head and front of neck, 82 ; Vertebral colunm and back of neck, 60 ; thorax, 42 ; abdomen, 14 ; arm 59 ; leg, 54, (Morris's Anatomy p. 317.)

এক বলিয়াছেন †। পেশীর সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ কথঞ্চিৎ মতের ঐক্য পেশী সমষ্টি সম্বন্ধে মাত্র—ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের পেশী সংখ্যা সম্বন্ধে নহে। উদাহরণ যথা—সুশ্রুত বলিয়াছেন যে, শাখাসমূহ পেশীর সংখ্যা চারি শত, কিন্তু নব্য মতে শাখাসমূহের পেশীর সংখ্যা দুই শত মাত্র।

এইরূপ মতভেদ গণনার পার্থক্য বশতঃ ঘটিয়া থাকে। যেমন প্রতীচ্যমতে অঙ্গুলি প্রসারণী ও সঙ্কোচনী পেশীগুলি বহুশাখা বিশিষ্ট হইলেও সংখ্যায় অনেকগুলি বলিয়া ধরা হয় না, এক একটী মূল ধরিয়া এক একটী পেশী ধরা হয়। সম্ভবতঃ প্রাচ্যমতে ইহাদের নিবেশ ও পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়াশীলতা ধরিয়া শাখাগুলির পৃথক্ গণনা করা হইয়াছে। এইরূপ পৃষ্ঠপ্রচ্ছদা পেশীকে প্রাচ্যমতে দুইদিকে স্বতন্ত্র পেশী বলিয়া গণনা করা হয়, কিন্তু প্রতীচ্য মতে উভয় দিকের অংশ একত্র ধরিয়া একটী পেশী বলিয়া গণনা করা হয়। প্রাচ্যমতের সংখ্যামাত্র সুশ্রুতাদিতে পাওয়া যায়, পৃথক্‌ভাবে বিশেষ বর্ণনার গ্রন্থসমূহ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। এইজন্য প্রাচ্যমতের সম্পূর্ণ অনুসরণ এক্ষণে অসম্ভব।

অতএব এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচ্য মতের অনুসরণ না করিয়া প্রতীচ্যমতানুসারে পেশী সমূহের বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম।

—

পেশী বর্ণনা।

প্রথমে মস্তক ও গ্রীবার পেশী সমূহের বর্ণনা করা যাইতেছে। তন্মধ্যে মস্তক ও মুখমণ্ডলের পেশীগুলিকে বর্ণনা-সৌকার্য্যার্থ দশটী স্থানে বিভক্ত করা যায়। যথা, করোটিপটলে একটী, প্রতিকর্ণের চতুর্দ্দিকে তিনটী, প্রতি ভ্রূতে তিনটী, প্রতি নেত্রগোলকে সাতটী, নাসাপার্শ্বে সাতটি, ঊর্দ্ধহনুর এক এক দিকে চারিটী, অধোহনুর এক এক দিকে তিনটী, হনুদ্বয়ের মধ্যে এক এক দিকে তিনটী, শঙ্খ ও হনুর মধ্যস্থলে এক একদিকে দুইটী হনুমূলে এক এক দিকে দুইটী।

করোটিপটলস্থিত পেশীর নাম **শিরশ্ছদা।** উহা ললাট হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাৎ কপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মধ্যে সূত্রকলা নির্ম্মিত। শিরশ্ছদা পেশী ললাটসঙ্কোচন ও মস্তক আচ্ছাদন—প্রধানতঃ এই দুইটী কার্য্য করিয়া থাকে।

---

† পঞ্চ পেশীশতানি ভবন্তি। তাসাং চত্বারিংশতানি শাখাসু, কোষ্ঠে ষট্‌ষষ্টিঃ, গ্রীবাং প্রত্যূর্দ্ধং চতুস্ত্রিংশৎ। (সুশ্রুত, শারীরস্থান ৫ অঃ।)

[৪৮শ চিত্র—মস্তকের পেশীসমূহ]

(উপরিস্থ স্তর)

আয়ুর্ব্বেদ—অনুশীলন।

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী)

যে শাস্ত্র আজ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াও রোগ ও ঔষধ রাজ্যে মানবের প্রকৃত বা সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মাইতে পারিতেছে না, তাহার সামান্য আভাসে কি হইবে? উক্ত সামান্য আভাসই বা কোথা হইতে আসিল, কেইবা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা, ঐ আভাস পরম্পরা হইতে কোন্ কৌশলেই বা এই বিশ্বব্যাপক শাস্ত্রের উদ্ভব হইল, আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মাত্রেরই এই রহস্য জানিবার কৌতুহল জন্মিতে পারে।

কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র কেন, যে কোন বিষয়ই কেন হউক না,মানবের সেই অন্ধকারময় আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে সকলের হৃদয় বিস্ময় রসে প্লাবিত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের বিষয় আজ একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুও সরল বলিয়া বুঝিতে পারে, প্রথমাবস্থায় তাহা সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞাত ছিল। আজ যাহা নগণ্য আবিষ্কার বলিয়া প্রতীত; তাহাতেও এক সময় মানব বুদ্ধি চমকিত হইয়াছিল, জয়নাদে গগন বিদীর্ণ হইয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে ঐ সকল এক দিনের এক মাসের বা এক বৎসরের সংগ্রহ নয়। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, বহু দর্শন বহু চিন্তা বহু পরীক্ষায় ঝড় মানবজীবন ব্যয়িত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এক ব্যক্তি কোনো বিষয়ের আভাস মাত্র পাইলেন, সেই ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সেই বিষয়ের উপদেশ দিলেন, এইরূপ উপদেশ-পরম্পরাক্রমে শাস্ত্র মাত্রেরই শিক্ষা বলিয়া আসিতেছে। বেদের সময়ে, পুরাণের সময়ে এবং তন্ত্রের সময়ে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাগত কোন প্রভেদ ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, অথবা শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা প্রণালী কিরূপ, এবং প্রকৃত চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক তাঁহাদিগের কতদুর লক্ষ্য—তদ্বিষয় আমরা সংক্ষেপে—কিছু কিছু আলোচনা করিব।

এ বিষয়ের আলোচনায় ফল কি? তাহা পাঠকগণ স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন। শিক্ষা বলিলে কি বুঝায় এবং শিক্ষার গুণ কি ইহা বলা অনাবশ্যক। কেননা শিক্ষার স্রোতের পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং শিক্ষার প্রভাবও সাধারণে অবগত হইতেছেন। পরন্তু শিক্ষার সহিত চিকিৎসার অনেক অংশে সাদৃশ্য বা সাম্য আছে ইহা হয়ত সাধারণে না জানিতে পারেন।

চিকিৎসার যেমন চিকিৎসক, ঔষধ দ্রব্য পরিচারক ও রোগী এই চারিটী পাদ বা অঙ্গ বলিয়া গণ্য, এই কারণেই চিকিৎসককে—

"চতুষ্পাদ বা চতুরঙ্গ বলে।" (১)

* ভিষকদ্রব্যান্যুপস্থাতা রোগীপাদ চতুষ্টয়ম্।
গুণবৎকারণং জ্ঞেয়ং বিকারব্যুপশান্তয়ে॥
(চরক) (১)

শিক্ষারও তেমনি শিক্ষক, গ্রন্থ, অভিভাবক ও শিষ্য এই চারিটিকে পাদ বা অঙ্গ বলা যাইতে পারে। কেন না উহাদের কোনটীর অভাবে চিকিৎসা চলিতে পারে না। এবং উহাদের গুণ-দোষের উপর চিকিৎসা বা শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। চিকিৎসা পাদের সহিত শিক্ষাপাদের নিম্নলিখিত সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

"চিকিৎসা পাদ—" ॥ (২)

"চিকিৎসক"—যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ দৃষ্টকর্ম্মা, স্বয়ংকৃতী, ক্ষিপ্রহস্ত, শুচি, শূর, চিকিৎসোপযুক্ত সজ্জা ও উপকরণ যুক্ত প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান, উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্যধর্ম্মপরায়ণ।

ঔষধ—প্রশস্ত দেশসম্ভূত প্রশস্ত দিনোদ্ভূত মাত্রোচিত, মনোহর গন্ধবর্ণ রসান্বিত, দোষঘ্ন, অগ্লানিকর।

পরিচারক—স্নেহবান অনিন্দুক বলবান, রোগীরক্ষণতৎপর, বৈদ্যবাক্য প্রতিপালক, শ্রমশীল।

রোগী—আয়ুষ্মান্, ক্লেশসহিষ্ণু, সর্ব্ব দ্রব্য নির্লোভ, আস্তিক, বৈদ্যবাক্য প্রতিপালনকারী।

শিক্ষাপাদ—

শিক্ষক—শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ, দৃষ্টকর্ম্মা, অভিজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা শুচি, শূর শিক্ষোপযুক্ত উপকরণ সম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি, বুদ্ধিমান্ উদ্যমশীল, বিশারদ, সত্য ধর্ম্মপরায়ণ।

গ্রন্থ—সুলেখনী প্রসূত-সুসময় লিখিত শিষ্যের ধারণ যোগ্য মনোহারী রস কাব্যাদি-গুণ সমন্বিত চরিত্র সংশোধক, সন্তোষদায়ক, অনপকারী।

অভিভাবক—স্নেহবান্, অনিন্দুক, বলবান্ ছাত্রশাসনপটু শিক্ষক।

শিষ্য—আয়ুষ্মান, ক্লেশসহিষ্ণু, উপদেশ গ্রহণক্ষম, গ্রন্থায়ত্তকরণ সম্পন্ন, নির্লোভ আস্তিক, শিক্ষকোপদেশানুরাগী।

রোগীর রোগ মোচন করিয়া সুনির্ম্মল স্বাস্থ্য সুখ বিতরণ করা যেমন চিকিৎসকের কার্য্য, শিষ্যের মনোমালিন্য দূর করিয়া প্রকৃত জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া দেওয়াও শিক্ষকের তেমনি কর্ত্তব্য। রোগ পরীক্ষার জন্য রোগীর বাহ্য বা অভ্যন্তর দেশ উন্নত করিয়া পরীক্ষা করা যেমন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য শিষ্যের অন্তঃকরণ কিরূপ কুসংস্কারাদিতে আচ্ছন্ন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার পঠনের সহিত তাহার মানসিক বৃত্তিনিচয় নূতন ভাবে পরীক্ষা করাও শিক্ষকের তেমনই কর্ত্তব্য। রোগীর প্রকৃত বয়স ইত্যাদির সহিত দেশকাল প্রভৃতির সামঞ্জস্য করিয়া মাত্রাতে ঔষধ প্রয়োগ করা যেমন চিকিৎসকের কর্ত্তব্য, শিষ্যেরও মানসিক

---

(২) তত্ত্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্মাস্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃশূরঃ সজ্জোপকর ভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ম্বদঃ।
সত্যধর্ম্মপরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে।
প্রশস্ত দেশেসম্ভূতং প্রশস্তেহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণ রসান্বিতং।
দোষঘ্নমগ্লানিকরং মধিকং ন বিকারি যৎ।
সমীক্ষ্য কালেদত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ্ গুণাবহম্॥
সিক্তো হৃদ্ধস্তপুর্বলবান যুক্তো ব্যাধিত রক্ষণে
বৈদ্যবাক্য কৃদশান্তং পাদ পরিচর স্মৃতঃ।
আয়ুষ্মান সত্ত্ববান সাধ্যো দ্রব্যবানাত্ম বসানি
আস্তিক বৈদ্যবাক্যস্থো ব্যাধিতঃ পাদ উচ্যতে॥

৩—ভাদ্র

প্রবৃত্তি, মনের গঠন কিরূপ, কোন্ বৃত্তি প্রবল, কোন্ বৃত্তি অপ্রবল, মেধা কেমন, বুদ্ধি কেমন, মনের ভাবাশক্তির কোন দিকে কোন বিষয় শিক্ষার সমস্যা ফলোপদায়ক হইতে পারে, ইত্যাদি মনের স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা বা গতি, বয়স প্রভৃতি বিচার করিয়া দেশ কাল ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক যথোচিত শিক্ষা প্রদান করাও শিক্ষকের কর্ত্তব্য, নতুবা শিক্ষা সুসিদ্ধ বা সুফলপ্রদ হইতে পারে না। রুগ্ন ভগ্ন জীর্ণ দেহ সংস্কার এবং মুমূর্ষ জীবনের পুনরানয়নরূপে উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধন করেন বলিয়া চিকিৎসক যেমন জীবনদাতা পিতা, অজ্ঞান তিমিরান্ধ বিমূঢ় ব্যক্তির আত্মসংস্কার এবং জ্ঞানলোক বিতরণ করেন বলিয়া শিক্ষকও তেমনি জ্ঞানদাতা পিতা। একটু আধটু তিক্ত প্রভৃতি ঔষধ রোগীর রুচিকর হয় না বলিয়া চিকিৎসককে সময় সময় কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, আপাত অপ্রীতিকর দুর্গম জটিল বিষয় সকল অরতিকর হয় বলিয়া শিক্ষককেও সময় সময় উপন্যাস ও রূপক প্রভৃতি নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। ফলতঃ চিকিৎসা যেমন দুরূহ, শিক্ষাও তেমনি দুরূহ। এই কারণে প্রকৃত চিকিৎসক যেমন দুর্লভ, প্রকৃত শিক্ষক তেমনি দুর্লভ। এইরূপ শিক্ষক দুর্লভ বলিয়া শিক্ষাকুশল নীতিনিপুণ কবি বলিয়াছেন,—

"যেমন জলাশয় দুরারোহ হইলেও কেহ যদি সোপান করিয়া দেন, তবে তাহাতে অবগাহন করা যাইতে পারে, তেমনি ছাত্র দুর্ব্বোধ হইলেও কেহ যদি সোপান অর্থাৎ শিক্ষাপদ্ধতি করিয়া দেন—তাহা হইলে তাহাতে প্রবেশ করা যাইতে পারে।" কিন্তু সুন্দর সোপান প্রভৃতি করিয়া দিবার উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়াই ভার।

চিকিৎসার সহিত শিক্ষার এইরূপ সাদৃশ্য প্রদর্শন প্রকৃত প্রস্তাবে সমীচীন। এইরূপ সাদৃশ্য প্রসঙ্গের তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা চিকিৎসার্থী বা চিকিৎসার উৎকর্ষাভিলাষী, তাঁহাদের যেমন চিকিৎসক, ঔষধ, ও পরিচারক ও রোগী এই চারিটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এই চারিটীর উৎকর্ষ বিধানে অনুশীল হওয়া উচিৎ, তেমনি যাঁহারা শিক্ষার্থী বা শিক্ষার উন্নতিকামী, তাঁহাদিগেরও শিক্ষক, শিষ্য প্রভৃতি চারিটীর অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাদিগের একটী দ্বারায় কখনও শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না। যে কার্য্য পরস্পর যোগসাপেক্ষ, সে কার্য্যের প্রত্যেক অঙ্গের সে বোধ-বিচার করা বিধেয়। যে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা প্রসারে আমরা এই সকল কথা উত্থাপন করিলাম, বলিতে বড়ই দুঃখ হয়, সেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সমস্ত অঙ্গেরই অভাব। সেই সকল অভাব মোচন না করিয়া যাহারা কেবল উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত তাঁহাদিগের কথা লইয়া আলোচনা করা আমরা বাস্তবিকই প্রয়োজন মনে করি না।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার]

প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা।

তৃণ, অঙ্গার, (ছাই বা তামাকের গুল) প্রস্তর, বালুকা, লৌহ, চর্ম্ম-লোম (tooth brush) প্রভৃতি নিতান্ত অব্যবস্থিত দ্রব্যে দন্তধাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সুব্যবস্থিত উপকরণে দন্তধাবন করিয়া মুখগহ্বর পবিত্র করিবে। তৎপর হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইবে। ঈদৃশ শুচি ব্যক্তিকে দেবতাগণ রক্ষা করিয়া থাকেন। পিতৃগণ শুচি ব্যক্তির অনুগত হন। রোগ-বীজরূপ রাক্ষসগণ শুচি ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। শৌচভ্রষ্ট ব্যক্তি স্নান, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মন্ত্র, জপ, ধর্ম্ম এবং বিধিবোধিতক্রিয়া ও মঙ্গলাচার প্রভৃতির ফল কিছুমাত্র লাভ করে না। এ নিমিত্ত নিরন্তর নানাবিধ রোগ-শোকাদির অধীন হইয়া থাকে।

উক্তরূপে শৌচক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক রাত্রিবাস পরিত্যাগ কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তির প্রাতঃস্নান সহ্য হয় না, তাঁহারাই সংক্ষেপে প্রাতঃস্নান করিবেন বলিয়া রাত্রিবাস তৎকালে পরিত্যাগ করিবেন। রাত্রিবাস পরিত্যাগ, হস্তপদাদি প্রক্ষালন, মস্তকে গঙ্গোদক—অভাবে তুলসীযুক্ত জল প্রক্ষেপ করতঃ অগ্রে গাত্র মার্জ্জনী দ্বারা আপাদমস্তক মার্জ্জন করাকে সংক্ষেপ প্রাতঃস্নান কহে। এতদ্বারা শারীরিক বাহ্যক্লেদাদি বিদূরিত হইয়া দেহ পবিত্র, হর্ষযুক্ত এবং বিমল হইয়া দেহের জড়তা বিদূরিত হয়। প্রত্যেকবার মূত্রত্যাগান্তে হস্তপদ প্রক্ষালনেও উক্ত প্রকার সুফল হইয়া থাকে। অরোগ এবং সহিষ্ণু ব্যক্তি উক্তরূপে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শৌচকার্য্য সমাধা করিয়াই নদ্যাদিতে সমন্ত্র এবং গৃহে হইলে অমন্ত্র প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃস্নান স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অমৃত তুল্য। প্রাতঃস্নানে দেহ রোগশূন্য পবিত্র ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘায়ু লাভ হয়। প্রাতঃস্নান সদ্যঃ পাপহর, সদ্যঃ দুঃখবিনাশক, সুখপ্রদ। প্রাতঃস্নানাভ্যাসীগণ প্রায়শঃই মহামারী-জীবাণু বা ম্যালেরিয়ার জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হন না। অতএব প্রাতঃস্নান সহ্যপূর্ব্বক অভ্যাস করা সকলের পক্ষেই নিতান্ত মঙ্গলজনক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা শেষ হওয়া আবশ্যক। প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যা-বন্দনার উপকারিতা আধুনিক নব্যশিক্ষিতগণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া দেশব্যাপী নিত্য নূতন রোগ-শোকের প্রাদুর্ভাব দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান এবং শৌচ-সদাচার ও প্রাতঃস্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনা পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই পূর্ব্বকালের ব্যক্তিগণ সুস্থ, সবল, দীর্ঘায়ু ও নীরোগ এবং নিরন্তর

উৎসাহ সম্পন্ন থাকিতেন। উক্তরূপ সদাচার বিহীনতাই বর্ত্তমান কালের স্বাস্থ্যবিহীনতার অন্যতম কারণ। এ নিমিত্ত স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং ভাবী সদ্বংশোৎপাদনকামী ব্যক্তি মাত্রেরই আর পাশ্চাত্য অনাচার-তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইয়া না থাকিয়া প্রাচ্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অনুশীলনে ভক্তিবান হওয়া এবং তত্তদাচার অভ্যাস করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রাচ্য বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কোন সদুপদেশ শ্রবণমাত্রেই পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্তগণ "ইহা কেন করিব; উহা কেন করিব?" ইত্যাদি "কেন" লইয়া উন্মত্ত থাকেন; এবং কথায় কথায় "হাইড্রোজেন, অক্সিজেন" ঘটিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝিয়া লইবার দাবী করেন, সেই দাবীগুলি ভুলিয়া শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক যথাসাধ্য শাস্ত্রাদেশ প্রতিপালনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ স্থূলজ্ঞানসম্পন্ন পাশ্চাত্য বিদ্যালাভ করিয়া কথায় কথায় "কেন"র সপিণ্ডকরণ এতকাল পর্য্যন্ত করিয়া দেখা হইয়াছে, তাহাতে সে "কেন"র সদুত্তর প্রাপ্ত না হওয়ায় তত্তদাচার অনুষ্ঠিত হয় নাই। সেই অনাচারে পরিচালিত হইয়া তাহার কুফল যখন যথেষ্ট উপভোগ করা হইল, যাহার ফলে আজ পল্লী, নগর শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, এমন অবস্থায় এখন একবার "কেন"র প্রলাপ ছাড়িয়া দিয়া অন্ধবৎ আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং তদাদিষ্ট অনুষ্ঠানে ব্রতী থাকিয়া কিছুদিন স্বাস্থ্যচর্য্যা করিয়া দেখার হানি কি?

প্রাতঃস্নানার্থী ব্যক্তি সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পূর্ব্বদিককে অবলোকন পূর্ব্বক কর্ণদ্বয় মধ্যে তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া বক্ষনিমজ্জিত জলে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিবে। প্রবাহ নদী বা পুষ্করিণী, বাপী বা প্রস্রবণে স্নান করাই প্রশস্ত। অধিকক্ষণ স্নান করিবে না। অনভ্যাসীগণ আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে নিত্য প্রাতঃস্নান অভ্যাস আরম্ভ করিবেন। স্নানান্তে গঙ্গা স্তোত্রপাঠ ও প্রণাম করিবে। গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা বল পূর্ব্বক দৃঢ় ভাবে গাত্র মার্জ্জনা করিলে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া সুচারু হইবার সাহায্য লাভ করিবে। অনন্তর আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৌত পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করতঃ গঙ্গামৃত্তিকা অথবা তিলক দ্বারা যথাবিহিত নিয়মে তিলক ধারণ করিবে। তিলক ধারণ পরম পবিত্র কর্ম্ম। তিলক-ধারী ব্যক্তি পরম বৈষ্ণব স্বরূপ। অনন্তর পিতৃতর্পণ করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতে পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন হয়। পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হইলে তদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেহে দীর্ঘায়ু থাকিতে পারেন। তিলক ধারণ ব্যতীত গোদান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণাদি কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। উক্ত কর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে। মৃত্তিকাদির অভাব হইলে জল দ্বারায়ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা বা দেবাদির অর্চ্চনা কর্ত্তব্য। তিলক ধারণে অঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার পুষ্টিবৃদ্ধিকরী, মধ্যমা আয়ুর্বৃদ্ধিকরী, অনামিকা অর্থপ্রদা, প্রদেশিনী মুক্তিদাত্রী হয়েন। যে ব্যক্তি গঙ্গাতীর সম্ভূতা মৃত্তিকা দ্বারা তিলক ধারণ করে, সে সূর্য্যরূপধারী হইয়া মোহ অন্ধকার নাশের নিমিত্ত হয়। অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। দ্বিজগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র মৃত্তিকা দ্বারা বা হোমভস্ম দ্বারা

ত্রিপুণ্ড, আর যদৃচ্ছা প্রাপ্ত চন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন। ব্রাহ্মণ উর্দ্ধপুণ্ড করিবেন, ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড করিবেন, বৈশ্য অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ করিবেন, শূদ্র বর্ত্তুলাকার তিলক করিবেন। তিলক ধারণে ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধি হয়।

তিলক ধারণান্তর স্ব স্ব ধর্ম্মানুরূপ প্রাতঃ সন্ধ্যা করিবেন। সন্ধ্যা বন্দনা এবং ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস—সর্ব্বরোগ আরোগ্যের মূল। সন্ধ্যাবন্দনা অন্তে মধ্যাহ্ন কালের পূজা অর্চ্চনার নিমিত্ত দূর্ব্বা চয়ণ কর্ত্তব্য। তাহাতে পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ ও সুগন্ধ গ্রহণে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। অনন্তর কেশ-প্রসাদন, আদর্শ ও মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি দর্শন, তরল ঘৃতের মধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন, দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণের নিত্যকর্ম্ম জানিবেন। ইহলোকে মঙ্গল আটপকার, যথা, ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন হিরণ্য, ঘৃত, সূর্য্য, জল এবং রাজা। ইহাদিগকে এবং যতিধর্ম্মীদিগকে দর্শন, স্পর্শন, এবং ভাষণ দ্বারা পরিতুষ্ট করিলে মানবের দেহ মন পবিত্র হয়। বর্ত্তমান সময়ে যতিধর্ম্মীদিগের সংখ্যা নিতান্ত বিরল, এজন্য শুদ্ধাচার পরায়ণা বালবিধবাকে আমরা যতিধর্ম্মাবলম্বিনী মনে করিয়া লইতে পারি। বালবিধবাগণ সৎসঙ্গে সদাচার পরায়ণা থাকিলে তাঁহাদিগকে দেবী বা যতি বলিতে আপত্তি নাই। বৈধব্যধর্ম্ম যে পরম পবিত্র ধর্ম্ম,—তাহা আমরা বিগত ১৩১৬ সালের বৈশাখ সংখ্যা আয়ুর্ব্বেদের ৩০৫ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি।

ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ শুক্র ধারণ, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্যবাক্য কথন, হিংসা পরিত্যাগ, নিষ্পাপ অন্তঃকরণ, পরদ্রব্যে লোভ না করা প্রভৃতি মধুর ভাবে জীবন যাপনে কৃতসংকল্প হইয়া শুদ্ধাচার পরায়ণ হইতে পারিলেই স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নিশ্চয় লাভ করা যায়। অতএব প্রভাতে উঠিয়াই সৎসংকল্প সকল লইয়া সমস্ত দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়া স্বাস্থ্যকামীর পক্ষে কর্ত্তব্য। এইরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা করিলেই মানব ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। ধর্ম্ম রক্ষা হইলেই শরীর রক্ষা অনিবার্য্য। তাই শাস্ত্রে বলেন, "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্"। অর্থাৎ ধর্ম্ম রক্ষিত হওয়াই শরীর রক্ষার মূল।

আমাদের দুই প্রকার ক্ষুধা হয়। দ্রব্যের কথা স্মরণ হইলে যে মানসিক লোভ বশতঃ খাইবার ইচ্ছা হয়, তাহাতে পাকাশয়ের খাদ্যের অভাব উপস্থিত হয় না। ইহাকে চক্ষুর ক্ষুধা বলে। আর প্রকৃত খাদ্যের প্রয়োজন বশতঃ যে ক্ষুধা হয় তাহাকেই প্রকৃত ক্ষুধা বলে। চক্ষুর ক্ষুধায় আহার করিলে অজীর্ণ হয়, সুতরাং তাহা কদাচ করিবে না। প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সর্ব্বকর্ম্ম সমাধা হইলে যদি কাহারো প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক হয় তবে তিনি অল্প পরিমাণ ছোলা ভিজা ও ইক্ষু গুড় ভোজন করিবেন। বিদেশীয় "চা" বিস্কুট, পাঁউরুটী প্রভৃতি দ্রব্য কদাচ আহার করিবেন না। তাহাতে অপকার ভিন্ন বিন্দুমাত্রও উপকারের সম্ভাবনা নাই। তবে ক্ষুধার আধিক্য স্থলে অল্প মাত্রার হালুয়া ব্যবহারও এই অন্নগতপ্রাণ কলির জীবের পক্ষে চলিতে পারে। কিন্তু প্রাতঃক্রিয়া ও সন্ধ্যাদির পর উদর শূন্য থাকা কালে যাহার যতটুকু নষ্ট হয়—সেই পরিমাণে দৈহিক ব্যায়াম

করা আবশ্যক। সে উদ্দেশ্যে কেহ বা "ডন্" কেহ বা কুস্তি, কেহ বা কোদালি দ্বারা মাটি কোদান, কুঠার দ্বারা লকড়ী প্রস্তুত প্রভৃতি গৃহস্থলীর সাহায্যকর পরিশ্রমও করিয়া লইতে পারেন। যে পরিমাণ পরিশ্রমে যাহার শরীর কথঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হয় তাহাই তাহার পক্ষে পরিমিতশ্রম। পরিমিত পরিশ্রম সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজন। তদ্বারা দেহ লঘু বোধ হয়, রক্ত সঞ্চালন সুচারু হয় এবং ক্ষুধা পরিবর্দ্ধিত এবং মন উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে অপরিমিত পরিশ্রমে আবার ঐ সকল গুণের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। পরিমিত পরিশ্রমের পর যথোপযুক্ত বিশ্রামান্তে প্রয়োজনানুসারে অল্প মাত্রায় লঘুপাক ও হিতকর বস্তু আহার করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়ার পর ভিন্ন আহারাদি করিতে অনিচ্ছুক বা অনভ্যস্ত তাঁহারা প্রাতঃকালীন ভোজন করিলে অসুস্থের কারণ হইবে। প্রাতঃকালীন ভোজনে "চা"র অপকারিতা বুঝিয়া উহা পরিত্যাগের চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইবেন। তৎপরিবর্ত্তে সদ্যঃদোহিত ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ সেবন পরমোকারী। তাহাতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বর্ণকান্তিলাভ হইয়া থাকে। তদভাবে ঈষদুষ্ণ এক বলকের গব্যদুগ্ধও উপাদেয় পথ্য। বুটভিজা বা ইক্ষুগুড় প্রায় সকলের পক্ষেই সুবিধাজনক হইতে পারে। একমুষ্টি চাউল সহ এক গ্লাস জলও অনেকে পান করিয়া থাকেন। ইহাও ক্ষুধার্থীদিগের পক্ষে মন্দ নহে। ফলতঃ নিতান্ত আবশ্যক হইলে প্রাতঃকালের ভোজ্য অতি অল্প মাত্রায় গ্রাহ্য হইতে পারে, নতুবা নহে।

উপযুক্ত সময়ে পরিমিত স্নান, মৌনাবলম্বন অর্থাৎ অতি অল্প বাক্য ব্যবহার, উপবাস, দৈবকার্য্য ও বেদাধ্যয়ন অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পাঠ এই গুলিকে নিয়ম বলে। পূর্ব্বোক্ত ভাবে সাধ্যমত সংযম শিক্ষা করিয়া উক্ত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। সংযম প্রতিষেধ স্বরূপ, আর নিয়ম—অনুষ্ঠেয় রূপ। দিবসের প্রথম যাম অর্থাৎ চারি দণ্ড কালের মধ্যে উক্ত কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া দ্বিতীয় যামের জন্য প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য।

দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস বিহিত আছে। বেদাভ্যাস—ব্রাহ্মণগণের পক্ষে এক কালে তপস্যা ছিল। এখন আর সেকাল নাই। পূর্ব্বকালে বেদ, বেদাঙ্গ ও স্মৃতি ভিন্ন শাস্ত্র—ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন যে, বিদ্যা উপার্জ্জন দ্বারা যে পরম গতিলাভ হয়, সে গতি দান, তপস্যা যজ্ঞ, উপবাস, এবং ব্রতাদি আচরণেও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই সাক্ষাৎ শঙ্কর অবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

বিদ্যাহিকা ব্রহ্মগতি প্রদায়া।
বোধোহিকো বন্ধবিমুক্তি হেতু।

যে শিক্ষাতে ব্রহ্মের দিকে গতি করে তাহাকেই বিদ্যা বলে—অর্থাৎ ব্রহ্ম আরাধনা করিবার ভাষাই প্রকৃত। বিদ্যাপদবাচ্য অপর সবই অবিদ্যা। যে জ্ঞান লাভে ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞানপদবাচ্য। অধুনা সে সকল মহাবাক্য স্বপ্নে পরিণত হইয়া তত্তৎস্থলে ঠিক তদ্বিপরীত ভাব অবলম্বিত হইতেছে।

এইখানেই আমাদের কলিকলুষ অর্জ্জনের প্রাথমিক ভিত্তি সংস্থাপিত হইতেছে। যতদিন না এই ভিত্তির সংশোধন হয়, ততদিন লক্ষ লক্ষ চেষ্টাতেও জনসাধারণের কোন প্রকার উপকার সাধিত হইবার প্রত্যাশা করা যাইতেই পারে না। অধুনা এই গভীর ও প্রকৃত তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি করতঃ দৈনন্দিন সামাজিক অধঃপতনে মর্ম্মাহত হইয়া অনেক স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা বালক শিক্ষা এবং বালকরক্ষা বিষয়ক নানাপ্রকার প্রবন্ধ লিখন এবং উপদেশ প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আমরা কিন্তু তৎপূর্ব্বে অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষার ব্যবস্থা বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। কারণ যতদিন ভারতসন্তানের অভিভাবক এবং শিক্ষকগণ প্রকৃত সৎশিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেছেন, ততদিন বালকশিক্ষা ও বালকরক্ষার চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে না। কোমল প্রকৃতি বালক বালিকাগণ ঠিক কাঁচা মাটীর মত, যে ছাঁচ তাহাদের স্বভাব স্পর্শ করিবে—তৎক্ষণাৎ তাহারি ছাপ পড়িয়া যাইবে। এজন্ত অভিভাবক এবং শিক্ষক যাঁহারা তাহাদের সম্মুখে আদর্শরূপে দণ্ডায়মান, তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল হওয়াই প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। আদর্শ—অনাচারী, মিথ্যাবাদী, রিপুপরতন্ত্র, মদ্যপায়ী প্রভৃতি অসদ্‌গুণ সম্পন্ন হইয়া কখনই সন্তানকে সদ্‌গুণ সম্পন্ন করিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। যদিও কদাচিৎ এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত বিরল। ফলতঃ আদর্শকে নীতিপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাস্থ্যরক্ষক, ন্যায়বান প্রভৃতি সদ্‌গুণশালী হইতেই হইবে। বালকবৃন্দ এক্ষণে কোমল প্রকৃতি বিধায় কাঁচা মাটীর তুল্য, সুতরাং তাহারা আদর্শ-পরিত্যাগে চরিত্রগঠন করিতে কদাচই পারিবে না। আর অভিভাবক ও শিক্ষকগণ এক্ষণে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা চেষ্টা এবং অভ্যাস দ্বারা স্ব স্ব স্বভাব অনায়াসেই জ্ঞানপূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিয়া আদর্শ সাজিতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহারা আদর্শ না সাজিলে অন্য কোনো উপায়ে, কোন প্রকার তীব্র শাসনে বালক-চরিত্র সংশোধন হইতে পারিবে না।

বালক যখন বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ পড়ে, তখন তাহাকে পড়ান হয় যে, "মিথ্যা কথা কহা বড় দোষ," কিন্তু তাহারা জানে যে, উহা পড়িয়া কণ্ঠস্থ করার দরকার কেবল পরীক্ষায় পাশ হইবার জন্য। আর কাজের বেলায় মিথ্যা কথা বলাই আবশ্যক। কারণ অভিভাবক এবং শিক্ষকগণের নিকট কার্য্যতঃ সে ঐরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াই অনুকরণ করিয়া থাকে।

আধুনিক বিদ্যালয়সমূহে পারিতোষিক বিতরণের দিনে সর্ব্বকার্য্যের শেষ ভাগে "বালকগণের প্রতি উপদেশ" শীর্ষক একটী ধারা নির্দ্ধারিত থাকে। এই ধারাকে আমরা ততটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না। কেননা বালকগণ বৎসর ব্যাপী বহু উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা দিয়াছে, আজ তাহারি পারিতোষিক বিতরণে উৎসাহ প্রদানের দিন, আজিকার ক্ষণিক উপদেশ তাহাদের কর্ণে আদৌ প্রবেশের অবসর পাওয়া স্বাভাবিক হয় না।

যেহেতু তাহারা পারিতোষিক-আনন্দে অন্যমনস্ক আছে। তৎপরিবর্ত্তে এই ধারায় শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের প্রতি উপদেশ দিবার ব্যবস্থা থাকাই নিতান্ত দরকার। কারণ তাঁহাদের এ সুযোগ আর বৎসরের মধ্যে কোন দিনই ঘটে না।

বালক বালিকাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বভাব সম্পন্ন করিয়া তুলিতে প্রত্যেক অভিভাবক ও শিক্ষকই ইচ্ছা করেন, কিন্তু কিরূপ আদর্শ তাহাদের সম্মুখীন থাকিলে যে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় একথা অনেকেই চিন্তা করেন না। অভিভাবকগণ বালককে স্কুলে পাঠাইয়া এবং গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত, আর স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ পুস্তকে ছাপার লেখাগুলি কোনমতে কণ্ঠস্থ বা গলাধঃকরণ করাইয়া পরীক্ষায় পাশ করাইতে পারিলেই দায়ীত্ব হইতে খালাস, বস্তুতঃ বালক যে কিরূপ বিস্তৃত কিমাকার চরিত্রগঠন করিয়া সমাজে দণ্ডায়মান হইল তাহার দিকে কাহারো ভ্রুক্ষেপই নাই। বালকগণও কেবল মুখস্থের জোরে অথবা প্রশ্ন চুরি করিয়া কিম্বা ঘুঁসঘাঁসের বন্দোবস্ত করিয়া কোনমতে পাশ করিবার চেষ্টাতেই বদ্ধপরিকর। কারণ যে-কোনরূপে পাশের ডিগ্রিখানা গুছাইতে পারিলেই তিনি লোক-সমাজে "সবজান্তা"রূপে দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন। এ বিশ্বাস তাঁহার পিতামাতা ও অভিভাবক এবং শিক্ষকগণকে সহ তাঁহার নিজস্বকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। সুতরাং বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান তাহাই কার্য্যেও পরিণত করিতেছেন। তজ্জন্যই জনসমাজও সর্ব্ব-প্রকারে অধঃপতিত হইতেছে।

সেই নিমিত্ত আমাদের মনে হয়, এক্ষণে যদি সাবেককালের মত সুস্থ দেহ, তেজঃ-বীর্য্য ও দীর্ঘায়ু, মেধাবী, ধর্ম্মপরায়ণ, ও প্রকৃত বিদ্বান লোক প্রস্তুত করিয়া দেশের উন্নতি করিতে হয়, তবে পরবর্ত্তী বংশের নিকট আকাঙ্ক্ষিত গুণরাজি নিজ-দিগের মধ্যে প্রথমে শিক্ষার্থী সাজিয়া প্রাচ্য-শাস্ত্রের সদুপদেশ গ্রহণে সর্ব্বপ্রকার সদাচরণ আরম্ভ করিতে হইবে। "নিজে কিছুই করিব না—কেবল সন্তানকেই শিক্ষা দিব" এই অসার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যাইতে বা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং আমা-দিগের পূর্ব্বালোচিত প্রাতঃকৃত্যাদি প্রথম যামার্দ্ধকৃত্য হইতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের যাবতীয় উপদেশ শিক্ষক ও অভিভাবক এবং স্কুল কলেজের "ইনস্পেক্টার" প্রভৃতি উচ্চ-কর্ম্মচারীগণকে সমাদরে প্রতিপালন করিতে হইবে। নতুবা দুই চারিটী বক্তৃতা দিয়া বা দু'দশটি প্রবন্ধ বা পুস্তক লিখিয়া অথবা তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া কেবল মাসিক বেতন গ্রহণে পূর্ণ স্বার্থপর থাকিয়া সমাজ নেতৃত্ব লাভ করা চলিতেই পারিবে না।

সদাশয় গবর্ণমেণ্ট যখন কার্য্যক্ষমতা, বুঝিবার জন্য শিক্ষার ভার ভারতবাসীর কর্ত্তৃত্বেই ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন এই ত সুবর্ণ সুযোগ; এই সময়ে বহু পরীক্ষিত আর্য্যপন্থার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা নেতৃবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে অভিভাবক এবং শিক্ষক সম্প্রদায়কে সেই সকল বিষয়ের আদর্শ হইতে হইবে—নতুবা সবই নিষ্ফল।

পল্লীগ্রাম ও ম্যালেরিয়া

আমরা ইতিপূর্ব্বে পল্লীস্বাস্থ্য লইয়া অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলাম, আবার করিব। যাঁহারা সহরে বাস করেন,—সহরের কূপমণ্ডূক হইয়া যাঁহারা সহর ভিন্ন আর কোনো স্থানের কোনও খবর রাখেন না, পল্লীস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু পল্লীই হইতেছে দেশরক্ষার প্রধান উপায়। সহরে কলের জল, বা বৈদ্যুতিক আলোকে আমাদের সুখ-সুবিধার পন্থা পরিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু আমাদের জীবন ধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় ধান্য-কলায়-মুগ মসুরি—পল্লীর আবিল প্রান্তর ভিন্ন আর কোথাওতো উৎপন্ন হইবার উপায় নাই। সহরের মত পল্লীপ্রদেশে মণি-কাঞ্চনের সুলভতা নাই, কিন্তু স্বর্ণ রজত অলঙ্কার বিহীনা-পল্লীরাণীর অঙ্গলতা হরিৎ-শ্যামল শষ্প সম্ভারে যে সৌন্দর্য্য লইয়া বিরাজ করিতেছে, সে রূপলাবণ্যের সাধনা করিবার সৌভাগ্য লইয়া সকলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্যই বাঙ্গালার পল্লীগুলিকে রক্ষা করা যে কত দূর প্রয়োজনীয় তাহা আমরা চিন্তা করিবার অবসর পাই না।

কিন্তু সে চিন্তা আর না করিলে নয়, নানাকারণে বাঙ্গালার পল্লী গুলি ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভিটায় ঘুঘু চরিতেছে, কাশীরাম দাসের ভিটা শ্বাপদ কুলের আবাস ভূমি হইয়াছে, 'ভারতের' জন্মভূমি প্রায় জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। যে নবদ্বীপ এক দিন সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি-পুরাণ, চিকিৎসা-জ্যোতিষের গর্ব্বে সকল দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, রোগের জ্বালায় পিতৃপিতামহের ভিটার মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সেখানকার অর্দ্ধেক অধিবাসী আজি দেশত্যাগ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাসীগণ, বঙ্কিম চন্দ্রের গ্রামনিবাসীগণ, নবীনচন্দ্রের দেশ বাসীগণ এখন আর কেহ দেশের খবর রাখেন না, কারণ রোগের পীড়নে দেশে থাকিবার উপায় নাই। জয়দেবের কেন্দবিল্ব গ্রাম—যে গ্রামে ভক্তের গৃহে একদিন স্বয়ং ভগবান আসিয়া "দেহিপদপল্লবমুদারম্" স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, সে গ্রাম আজি জন শূন্য। বোপদেবের ভিটা কেহ আর চাহিয়া দেখেনা। বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাস-জ্ঞান দাসের জন্মভূমি যে কোথায় ছিল—সে চিন্তা করিবার আবশ্যকতাও এখনকার দিনে কেহ মনে করে না।

কিন্তু কেমন হইল? কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আজি সোণার বাঙ্গালার অধিবাসীগণ দেশত্যাগী হইয়া পড়িল। সহরে আমাদের সুখ-সুবিধা যত প্রকারেই বর্দ্ধিত হউক না কেন, সহর হইতে কেহই কবি-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। স্মৃতির ব্যবস্থা, দর্শনের মীমাংসা, সাহিত্যের অনুশীলন—ইহাও আমরা সহর হইতে কোনওকালে প্রাপ্ত হই নাই। সহরে অর্থ যথেষ্ট আছে, সহর বাণিজ্যের বন্দর, বণিক সাজিয়া সহর হইতে অর্থ কুড়াইবার চেষ্টা কর, যথেষ্ট

পাইবে, কিন্তু সাহিত্যের সাধনা, স্থায়ের সিদ্ধান্ত, জ্যোতিষের আলোচনা করিবার স্থান সহর নহে, বাঙ্গালার নিভৃত পল্লী ভিন্ন সে সকলের উর্ব্বর ক্ষেত্র সহরে কোনও কালে প্রশস্ত হয় নাই। আজি কেমন করিয়া কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে পল্লী জননী তাঁহার কৃতী সন্তানদিগকে প্রবাসী সাজাইয়া দারুণ দৈন্ত বেশ পরিগ্রহ করিলেন এবং আমরা চেষ্টা করিয়া আবার তাঁহার সেই হৃতশ্রী ফিরাইতে পারি কি না—এই সমস্তার সমাধান করাই কিন্তু এখন আমাদের সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সহরে বাস করার ফলে পেট ভরাইবার জন্ত যাঁহারা পরের চিন্তায় দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন, ঘরের খবর রাখিবার চিন্তা তাঁহাদের অনেকেরই নাই। অর্থের সাধনায় তাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন কোন্ দেশ হইতে ধান্ত উৎপন্ন হয়,—কেমন করিয়া কিরূপ ভাবে সে ধান্তরাশি হইতে আমরা আমাদের প্রধান আহারীয় দ্রব্য চাউল প্রাপ্ত হইয়া থাকি এবং অধুনা দেশে দিন দিনই যে সেই চাউলের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চেষ্টা করিয়া তাহার প্রতীকার করিতে পারি কিনা—এ সব চিন্তা করিবার অবসর তাঁহাদের আদৌ নাই। অবসরও নাই, প্রবৃত্তিও নাই, প্রবৃত্তি থাকিলে তো অবসর আসিবে।

এখন আমরা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষের বিচার না রাখিয়া সকলেই গতানুগতিক ভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করিয়াছি বটে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যে দিন আমরা দাসত্বকে ঘৃণা করিতাম, জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সামাজিক বিধি উল্লঙ্ঘনের ভয়ে আতঙ্কিত হইতাম, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ত সকল জাতির লোকে একাকার পন্থা অনুসরণ করিতে শিহরিয়া উঠিতাম, শাস্ত্র মান্ত করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া স্ব স্ব জাতির কর্ম্ম পালনে গর্ব্ব অনুভব করিতাম। তখন দেশে অর্থ সুলভ ছিলনা, কিন্তু উদরান্নের সংস্থানের জন্ত আমরা তখন তো দেশত্যাগী হই নাই। পল্লীপ্রান্তরের মুক্ত বায়ু তখন আমাদের যেরূপ ভাবে সর্ব্বাঙ্গ শীতল করিত, সহরের সহস্র বৈদ্যুতিক ব্যজনীও তাহার সমযোগ্য নহে। স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নদী তড়াগের জল-প্রবাহ আমাদের যে স্নিগ্ধতা উৎপাদন করিত, সহরে কলের জলে সে স্নিগ্ধতার সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ণিমার চন্দ্র সহরেও প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু পল্লী ভিটার আঙ্গিনায় বসিয়া সেই প্রাকৃতিক শোভা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে, সে কখনই পূর্ণিমার চন্দ্র কিরণে যে কত মাধুরী,—তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সে কোকিলের কুহুরব, পাপিয়ার কলতান, ভ্রমরের মধু গুঞ্জন—পল্লীবাসী ভিন্ন কাহার শ্রবণযুগল পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারিয়াছে? আমরা একদা পল্লীরাণীর সেই সকল প্রাকৃতিক সুখ উপভোগ করিতাম। হায়, কাহার অভিসম্পাতে আমাদের সে সকল নষ্ট হইল?

অনেকে বলিবেন, ম্যালেরিয়ার জন্ত আমাদের সে সুখ-সৌভাগ্য নষ্ট হইয়াছে। অনেকটা একথা সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। আমাদের দেশত্যাগী হইবার মুখ্য কারণ

আমাদের দাসত্বের স্পৃহা,—গৌণকারণ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছে ১৮০৪ খৃঃঅব্দে। মুর্শিদাবাদ ও কাশিম বাজারে এই রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়, কিন্তু তখন ইহার সামান্য সূচনা মাত্র। ঐ সূচনার ২০ বৎসর পরে যশোহর জেলার মহম্মদপুর আক্রমণের ফলে ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা আমরা চিনিতে পারি। কিন্তু মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে ইহার প্রথম সূচনা যে সময় হইয়াছিল, ইংরাজী শিক্ষার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সেই সময় হইতেই আমাদের মনে চাকরি করিবার স্পৃহা জাগিয়া উঠে। সেই জাগরণই হইল আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। সেই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে রেল-ষ্টীমারের আবির্ভাব হইল, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইতে চলিল, দেশের লোকে অল্প স্বল্প ইংরাজী শিখিয়া মোটা মোটা মাহিয়ানার চাকরি পাইতে লাগিল। স্ত্রী-পুত্র লইয়া সেই সময় সর্ব্ব প্রথম বিদেশবাসী হইবার কামনা বাঙ্গালীর প্রাণে জাগিয়া উঠিল। পল্লীজননীর কৃতীসন্তানগণ পল্লীমাতার অঙ্ক শূন্য হইবার ইহাই সর্ব্বপ্রথম কারণ। তাহার পর নানাকারণে দেশে ম্যালেরিয়ার বীজ শিকড় গাড়িয়া বসিল, কাজেই প্রবাসী বাঙ্গালী আর পল্লীভিটা চাহিয়া দেখিলনা, এমনই করিয়া বাঙ্গালার পল্লীগুলি হতশ্রী হইল। কাজেই বলিতেছিলাম, ইংরাজী শিখিয়া গোলামীর স্পৃহাই আমাদের পিতৃ পিতামহের ভিটাগুলি জনশূন্য হইবার মুখ্য কারণ এবং ম্যালেরিয়ার ভয়ে পল্লী পরিত্যাগের স্পৃহা আমাদের গৌণ কারণ।

স্বীকার করি—অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন ম্যালেরিয়ার ভয়ে। কিন্তু দেশে থাকিয়া সে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা কোনো চেষ্টা করিয়াছেন কি? যাঁহারা পেটের দায়ে দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেশ ত্যাগের কারণ ম্যালেরিয়া নহে, কিন্তু যাঁহারা ম্যালেরিয়ার জন্যই দেশ ত্যাগ করিয়াছেন, পল্লীর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা ছাড়িয়া সহরের অসূর্য্যম্পশ্য সৌধ গহ্বরে যাঁহারা সখ করিয়া আবাস স্থান নির্ণয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা কি পল্লীভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া প্রতিবাসী দিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এবং মহামান্য সরকার বাহাদুরের হস্তে সেই সংগৃহীত অর্থ প্রদানান্তর পল্লীর বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার জন্য—পুষ্করিণী দীঘিকাগুলির পঙ্কোদ্ধারের জন্য—কর্দ্দমপঙ্কিল-সরসীগুলির সংস্কার সাধনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেন না? ম্যালেরিয়া বলিয়া আতঙ্কিত হইলে চলিবে কেন?—শত্রু শিবিরে, তাহাকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা কর, শঙ্কায় মূর্চ্ছিত হইলে চলিবে না।

ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ-অনুসন্ধানে অবগত হওয়া যায়, যে দেশ নিম্ন, যে দেশের ভূমি অধিকাংশ সময় সিক্ত, যে দেশে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা নাই এবং যে স্থান জঙ্গল বহুল,—ম্যালেরিয়ার আক্রমণ সেই স্থানেই পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি ম্যালেরিয়ার কারণ হয়, তাহা হইলে আমাদের বঙ্গভূমিকে ম্যালেরিয়ার হাত হইতে রক্ষা করা কি বিশেষ কঠিন ব্যাপার? ম্যালেরিয়ার তাড়নে আমরা বঙ্গদেশের লোকই যে আজি নুতন বিপর্য্যস্ত এবং

ইহা পৃথিবীর অন্ত কোনো দেশকে ইতিপূর্ব্বে আক্রমণ করে নাই—তাহা নহে, বাঙ্গালা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্ত মহাদেশেও এই দুরন্ত রাক্ষসী সে সকল স্থানকে গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে সকল দেশের অধিবাসী দিগের চেষ্টা ও যত্নে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ম্যালেরিয়া রাক্ষসী সে সকল স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে। ১৮৮০ সালে হাভানার এই দুরন্ত দানবী মৃত্যু সদনে প্রেরণ করিয়াছিল ৩২৫ জনকে, ১৮৮৮ সালে ১০১, ১৮৯০ সালে ১৭০, ১৮৯৫ সালে ২০৬ ও ১৯০০ সালে ৩৪৪ জনকে শমন-সদনে প্রেরণ করে, কিন্তু ১৯০১ সালের পর হাভা-নিয়ার প্রকৃতিপুঞ্জ ম্যালেরিয়া দমনের জন্য এরূপ তোর জোর করিয়া তুলিল যে, ১৯০৬ সালে ঐ রোগে মৃত্যু সংখ্যা হইল মাত্র ২৬ জনের। সুইডেনহামবন্দরেও ১৯০১ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৬১০, কিন্তু ঐ সময় হইতে চেষ্টা করিয়া ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা হইল মাত্র ২৩। হংকংয়ে ১৯০০ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ১৬৩, কিন্তু তাহার পর বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া দমনের চেষ্টার ফলে ১৯০৫ সালে মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াইল মাত্র ৫৪। আমি ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত এখানে সম্পূর্ণ রূপে প্রদান করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহিনা, আমার বক্তব্য ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার মত অন্যান্ত প্রদেশকেও ইতঃপূর্ব্বে আক্রমণ করিয়াছিল এবং সে সকল দেশের অধিবাসীগণ তাহা দেখিয়া বাঙ্গালার পল্লীবাসীদিগের মত রণে ভঙ্গ দিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই, পরন্তু প্রভুত চেষ্টায় ঐ দুরন্ত ব্যাধিকে দেশ হইতে বিদূরিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহারই পরিচয় দিবার জন্ম উপরে সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করিয়াছি।

অন্যান্ত দেশের লোক আমাদের মত বচনবাগীশ নহেন, তাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মের উপাসক, প্রকৃত উপাসকের সাধনা নিষ্ফল হইবার নহে, কাজেই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। আর আমরা,—আমা-দের পল্লী জননী এই ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রতি বৎসর অসংখ্য অসংখ্য সন্তান-সন্ততির বিয়োগ ব্যথা অম্লান বদনে অনুভব করিতে-ছেন, যে মুষ্টিমের অপত্য—না মরিয়া বাঁচিয়া থাকিতেছে, তাহাদের পেট জোড়া প্লীহা, পার্শ্ব জোড়া যকৃত ও কুক্ষি জোড়া অগ্রমাস তাহাদের স্বাস্থ্যদৈন্যের অনন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে,—যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা সমুন্নত, তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছেন, যাঁহাদের গত্যন্তর নাই তাঁহারা উপায় রহিত অবস্থায় ভিটায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়া নিজে-দের আয়ু প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায় করিয়া তুলিতেছেন। আমাদের দেশে Ronald Ross জন্মগ্রহণ করেন নাই, ডাক্তার সিলিও আমাদের দেশের নহেন, ডাঃ ষ্টিফেন এবং ক্রিষ্টোফারও আমাদের দেশের নাই, জার্ম্মা-নীর সুধী অধ্যাপক কক (Kocu) ও আমাদের দেশের নহেন, সুতরাং তাঁহারা আমাদের এই ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট দেশের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের দেশের মত ম্যালেরিয়া দূর করিবার উপদেশ প্রদান না করিলেও আমাদের দেশেও তো মনস্বীদিগের অভাব নাই, মাননীয় পি, সি, রায়, স্যার জগদীশ চন্দ্র

বসু, রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্ত যদি চিন্তা করেন, তাহা হইলে আমাদের দেশ হইতে কি ম্যালেরিয়ার-মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইতে পারে না? বাঙ্গালার দেশের কথা চিন্তা করেন এমন মনস্বী আরও অনেক আছেন, তাঁহারাই বা এ সম্বন্ধে কি চিন্তা করিতেছেন? আসল কথা, এরূপ একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় চিন্তা শুধু কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই চলিবেনা, অথবা গগনভেদী বক্তৃতার জোরে শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করিলেও চলিবেনা,—এই চিন্তার ফলে পল্লীর কৃতী সন্তানগণ যাঁহারা ম্যালেরিয়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্ত চিরকালের মত পল্লীমায়া বিসর্জ্জন দিয়া সহরপ্রবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুনয় করিয়া—বিনয় করিয়া—তাঁহারাই পল্লীর আশা-ভরসা—সহায়-সম্বল—এ সকল কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে তাঁহারা আপন-আপন পল্লীর উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হন—তাহার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে, যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহারা অর্থ প্রদান করুন, যাঁহাদের সামর্থ্য আছে তাঁহারা শক্তি প্রদান করুন, যাঁহাদের কর্ত্তব্য বোধ আছে তাঁহারা দায়ীত্ব গ্রহণ করুন,—এইরূপে যাঁহার যতটুকু শক্তি—যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা—তিনি ততটুকু আপন পল্লী রক্ষার জন্ত যদি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে এই দুরন্ত দানবীর সহিত যুদ্ধে যে অন্যান্ত দেশের মত আমরাও জয়ী হইব—তাহা অবিসম্বাদিত।

আমরা সহরে বাস করিতেছি, কিন্তু সহরেও তো রোগের জ্বালা কম নহে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া সব চেয়ে বড় ব্যাধি, কিন্তু সহরে সব চেয়ে বড় ব্যাধি হইতেছে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ। সহরের বদ্ধ বায়ু, কলকারখানার ধোঁয়া এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচারশূন্যতা—মোটামুটি এই কয়টি কারণে আমরা সহরে থাকিয়া যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি। যক্ষ্মাগ্রস্ত হইবার আরও অনেকগুলি কারণ আছে—কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়া সে সকল পরিচয় এখানে নাই প্রদান করিলাম। যাহা হউক মফঃস্বলের ম্যালেরিয়ার মত সহরেও যক্ষ্মারোগ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ভিন্ন সহরে সকল প্রকার ব্যাধিই বারমাস লাগিয়া আছে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বসন্ত, কলেরা নিউমোনিয়া—কাহাকে ফেলিয়া কাহার কথা বলিব? এক কথায় বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান সহর কলিকাতা তো এখন সকল রোগের আকরভূমি। ইহার উপর কলিকাতার বাসাবাড়ীর কথা আর নাই তুলিলাম। ফলে কলিকাতার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইতেছে—তাহাতে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—অনেককে আবার পল্লীভিটায় ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তাহাই যদি আর কিছুদিন পরে করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আর বাঙ্গালার পল্লীগুলি ধ্বংস করিয়া লাভ কি? এখন হইতে কায়মনোবাক্যে পল্লী-সংস্কারে মনোযোগী হইয়া যাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আবার সেকালের মত সুখসমৃদ্ধিতে কাটাইতে পারে—তাহার জন্ত চেষ্টা করা উচিত নহে কি? আমাদের অবশ্য ব্যবহার্য্য চাউলের মূল্য দশটাকা

একরূপ নির্দ্দিষ্ট ভাবেই দাঁড়াইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ ইতিপূর্ব্বে তো বলিয়াছি—আমরা অনেকেই চাউলের উৎপত্তির বিষয় অবগত নহি, বাজার রহিয়াছে যখন যে দরই হউক কিনিয়া আনিতেছি, রন্ধন হইতেছে, আহার করিতেছি—এইতো আমাদের চাউলের সহিত সম্বন্ধ। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, তাঁহারা এরূপ সম্বন্ধ স্থাপনে কাতর নহেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাঁহাদের পক্ষে এ সম্বন্ধ যে বিশেষ দুর্ব্বিষহ তাহাতে তো কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতি সেই অতীত যুগের অসভ্য প্রথার পল্লী প্রান্তরে আবার কৃষি কর্ম্মে মনঃসংযোগ না করিবে সে পর্য্যন্ত যে তাহার পক্ষে এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী চাকরিই করুক আর যাহাই করুক, বাঙ্গালী যে এখন 'হাভাতের' দল হইয়াছে। বাঙ্গালীর অধিকাংশ ব্যক্তিই আগে চাকরি করিত না বটে, কিন্তু তখন তাহাদের চাষে ধান্য হইত, মাঠে ফসল হইত, ক্ষেত্রে তরকারী জন্মিত, পুষ্করিণীতে মৎস্যের অভাব ছিল না। তাহার ফলে তখন বাঙ্গালী এখনকার মত 'হাভাতের' দল হয় নাই। চাকরির স্পৃহাতেই বল, আর ম্যালেরিয়ার তাড়নেই বল, আর সখ মিটাইবার জন্যই বল, বাঙ্গালী পল্লী ছাড়িয়া—সেকালের বৃত্তিগুলি পরিত্যাগ করিয়া আপন কর্ম্মদোষে স্বখাদ-সলিলে ডুবিয়া মরিতেছে। কে আছ দেশের আশা ভরসা,—বাঙ্গালীর এই দারুণ দুর্গতির দিনে বাঙ্গালী জাতিকে তাহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়া,—তাহাকে তাহার অনেক কালের অভ্যাস পরিত্যাগ করাইয়া পল্লী পরিত্যাগই যে তাহার আজি চরম দুর্গতির কারণ তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া—আবার তাহাকে স্বপথে আনিয়া তাহার উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করিবে ভাই! যিনি এই কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন—আমরা তাঁহাকে কোটী ধন্যবাদ দিব, বিশ্বসংসার তাঁহার গুণগাথা গাহিবে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহার নাম অবিনশ্বর ভাবে কীর্ত্তিত হইবে। যদি কাহারও সাহস থাকে, এস—বাঙ্গালী জাতিকে আবার নিজের পথ দেখাইয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা কর।

এইবার দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন কি করিয়া হইতে পারে, সেই কথাটা বলিব। পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইলে আমাদিগকে ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে, পল্লীগ্রামে ফিরিয়া না যাইলেও আমাদিগকে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বৎসরের শতকরা ৩০ জনেরও অধিক লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মরিয়া থাকে। একি মৃত্যু! জগতের কোন দেশের লোক তো এরূপভাবে মরণের পথ পরিষ্কার করে না।

আমরা পল্লী ছাড়িয়াছি, কিন্তু যাহারা আমাদের ভিটায় সন্ধ্যা জ্বালিয়া এখনো পল্লীর অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে, চৈত্রের কাটফাটা রৌদ্র, শ্রাবণের অবিরাম বারিধারা, পৌষের হাড়ভাঙ্গা শীত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া যাহারা দেশের জন্য—জাতির জন্য পল্লীপ্রান্তরে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বপ্রকারে শস্য উৎপাদনের প্রয়াস করিতেছে, নিরক্ষর অসভ্যজাতি বলিয়া উপেক্ষার কাঙ্গে আস্থ দিকাশপূর্ব্বক

তাহাদের মরণ তো চাহিয়া দেখিলে চলিবে না! তোমার আমার দেশ রক্ষার চেষ্টা অপেক্ষা তাহারা যে সত্য সত্য কায়মনোবাক্যে দেশের সেবা করিতেছে—এ কথাটা এখন আর মর্ম্মে মর্ম্মে না বুঝিলে চলিবে না, বৎসরে শতকরা যদি ৩০ জন কৃষক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাকে বাঁচাইবার আর উপায় থাকিবে না—ইহা ধ্রুব সত্য। পল্লী প্রান্তরের কৃষককুল নিরক্ষর হউক, অসভ্য হউক, কিন্তু তাহারাই হইতেছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবার একমাত্র ভরসা। তাহারা কুশলে থাকিলে তবে বাঙ্গালার সকল জাতি কুশলে থাকিবে, তাহারা রক্ষা পাইলে তবে বাঙ্গালা দেশ রক্ষা পাইবে। বঙ্গের কৃতী পুরুষগণ, তোমরা জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাও আর না যাও, তোমরা অগ্রণী হইয়া দুরন্ত ম্যালেরিয়ার হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। তাহাদের আবাসস্থানের পার্শ্বস্থ বন জঙ্গলগুলি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, তাহাদের আবাস স্থানের পার্শ্বস্থ নালা ডোবাগুলি বুজাইয়া দিবার বন্দোবস্ত কর, তাহাদের পানীয় জলের দুর্গতি দূর করিবার জন্য তাহাদের রুদ্ধপ্রায় জলাশয়গুলির সংস্কারসাধনের ব্যবস্থা কর, তাহাদের পানার্থ যে জলাশয়গুলি নির্দ্দিষ্ট,—সেগুলিতে পাট পচাইয়া যাহাতে কেহ সে জল কলুষিত না করে, তাহার ব্যবস্থা কর—দেখিবে তাহাদের আবাসভূমি আবার স্বাস্থ্যনিকেতন হইয়া উঠিবে—পল্লীর সুখসৌভাগ্য অতীতযুগের শান্তিবহন করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে, রূপাঙ্গ পৈঁছা-তাবিজে বাহুলতার শোভা বৃদ্ধি করিয়া পল্লীগ্রামের কৃষাণীকুল আকুল হইয়া আবার কৃষকের আনীত শস্য আঙ্গিনাপ্রদেশে বিস্তারণপূর্ব্বক রৌদ্রে দিবার জন্য ব্যগ্রস্বভাবা হইয়া উঠিবে।

উপরে যে চিত্রের কথা উল্লেখ করিলাম —ইহা আমাদের কল্পনার চিত্র নহে—সত্য সত্য বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে একদিন ঘরে ঐরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হইত, সেগুলি পরিপক্ক হইলে কাটিয়া আছড়ান হইত, তাহার পর শস্যসম্ভার পৃথক পৃথক করিয়া লওয়ার পরে যখন সেগুলিকে গৃহে আনা হইত—তখন কৃষাণীই সে শস্য-রক্ষার অধিকারিণী হইতেন। কৃষাণী সেগুলিকে রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লইয়া কতকাংশ বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া তদ্দ্বারা তৈল লবণ প্রভৃতি সাংসারিক দ্রব্য সকল ক্রয় করিতেন। হৈমন্তিক ধান্য যখন এইরূপে গৃহজাত হইত—তখন সকল গৃহেই কি এক অদ্ভুত আনন্দস্রোতঃ প্রবাহিত হইত। এখনকার নবান্ন, এখনকার পৌষপার্ব্বণ—সে তো বাঙ্গালীর পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে মাত্র,—একটা শুভদিন দেখিয়া বাজার হইতে নূতন চাউল কিনিয়া আনিয়া এখন আমরা যেমন নবান্নের আয়োজন করি, পৌষপার্ব্বণের ঘটাও এখন আমাদের সেইরূপ। কিন্তু সেকালে কৃষক যখন সারা বর্ষের শ্রম সফল মনে করিয়া নূতন ধান্য-রাশির স্তূপে আঙ্গিনাপ্রদেশ আলোকিত করিত—তখনই কৃষাণী সেই ধানে নবান্নের

উৎসবের আয়োজন করিত। সে এক কি আয়োজন! পুরোহিত ডাকা হইত, মন্ত্র-পাঠ হইত, প্রতিবাসী আত্মীয়স্বজনবর্গকে নিমন্ত্রণ করা হইত, তবে সে নবান্নের ব্যবস্থা সিদ্ধ হইত। বাঙ্গালার পৌষপার্ব্বণও ছিল—ঐ নূতন ধান্য উৎপন্নের পরে। এখন সে নবান্নের ঘটাও নাই, পৌষ পার্ব্বণের উৎসবও নাম মাত্র আছে।

যাক্ সে কথা। এখন হইতেছে বাঙ্গালার আবার সেই অতীব যুগ ফিরাইয়া আনিবার কথা, বাঙ্গালার কৃষক সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা, বাঙ্গালার পল্লীভূমি হইতে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীকে দূর করিবার কথা। পরীক্ষাদ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, মশকদংশনই ম্যালেরিয়া আক্রমণের সর্ব্বপ্রধান কারণ। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে ডাঃ ম্যানসনই একথা সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ইহার পর ডাঃ রস ১৮৯৭—৯৯ খৃঃ অব্দে স্পষ্ট দেখাইয়া দেন যে, কতকগুলি মশক নরশোণিত হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রাপ্ত জীবাণু ভ্রূণ উদরস্থ করিয়া শুঁয়াল জীবাণু বংশ উৎপন্ন করিতেছে। ইহার পর ডাঃ লো ও সামবিল প্রভৃতি ইটালী প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ লোক সমাজে প্রকাশ করেন। ফলকথা মশকই হইতেছে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবার সর্ব্বপ্রধান কারণ। যে সব দেশে মশক নাই সে সব দেশে ম্যালেরিয়াও নাই। দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে দেশ হইতে আগে মশকবংশ নির্ম্মূলের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—স্বল্পতোয়া নদী-সরিৎগুলি, পুরীষ কর্দ্দম পরিপ্লুত খাল বিল ডোবাগুলি, গৃহ-পার্শ্বস্থ গর্ত্ত ও নালাগুলিই হইতেছে মশক বিবৃত্তির সর্ব্বপ্রধান স্থান—সেগুলির সংস্কার সাধনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তা' ছাড়া যাহাতে পল্লীবাসীমাত্রেই গ্রীষ্মের দিনে দাওয়ায় পড়িয়া মুক্ত বায়ুতে আরাম সুখ উপলব্ধি না করে—তাহার জন্য উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাহারা যাহাতে মশারি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বর্ষার সময় স্বভাবতঃই জল দূষিত হয়, এজন্য গরম জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদিগকে পরামর্শ দিতে হইবে—সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে সরিষা তৈল মর্দ্দন—নানা রোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক—এ কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে।—কৃষকদিগের পক্ষে আর স্বতন্ত্র ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না—কর্ম্মসূত্রে তাহারা যে ব্যায়াম করে তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু কৃষিজীবি বা অন্যান্য শ্রমজীবী ভিন্ন যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন তাঁহাদের পক্ষে যে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম করা একান্ত প্রয়োজন—একথা পল্লীবাসীর সকলকেই বুঝাইয়া দিতে হইবে।—ফলে এই সকল ব্যবস্থা যদি পল্লীগ্রামে কেহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে পারেন, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যে বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যাইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার প্রবর্ত্তক হইবেন কে?—তাহাই তো চিন্তা! কে এমন কর্ম্মবীর আছেন—যিনি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এই ম্যালেরিয়া নিবারণের তথ্য পল্লীবাসী-দিগকে বুঝাইয়া দিবেন? বাঙ্গালাগবর্ণমেণ্ট

অবশ্য নিশ্চিন্ত নাই, কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষা আমরা নিজেরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কর্ম্ম-ফল যে আরও শুভদ হইবে, তাহা নিশ্চিত। সেইজন্য বলিতেছি,—কে আছ মহাপ্রাণ বাঙ্গালীর গৌরব! এস ভাই,—বাঙ্গালী জাতির এই দারুণ দুর্দ্দিনে বাঙ্গালী জাতিকে ম্যালেরিয়ার আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হও,—মৃতকল্প বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা কর। যে জাতির একদিন বল ছিল, বিক্রম ছিল, সাহস ছিল, শক্তি ছিল,—যে বাঙ্গালায় একদিন আশানন্দের মত বীর, বৈদ্যনাথ-বিশ্বনাথের মত পরাক্রমশালী লোকের অভাব ছিলনা, যে জাতির লোক একদিন অক্ষতস্বাস্থ্যে বিজ্ঞানালোচনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিল,—যে জাতি দেশের জন্য—দশের জন্য—রাজার জাতির সাহায্যের জন্য—পক্ষান্তরে বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য ব্রিটিশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে যাইতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই,—এস ভাই বাঙ্গালীর কৃতীসন্তান! সেই দেশকে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর, সেই বাঙ্গালীকে বাঁচাইতে চেষ্টা কর—সেই বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া পল্লীর পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা কর;—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেব-নির্ম্মাল্যের মত তোমার মস্তকে পতিত হইবে,—তুমিই বাঙ্গালীজাতির রক্ষার কারণ হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ
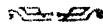
আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।—নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলন হইতে একটি আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠা হইবে। কথা উঠিয়াছে কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সহিত উহা মিশাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী একটি কলেজের ব্যবস্থা হউক। ভাল কথা।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে আয়ুর্ব্বেদের সাহায্য।—যশোহর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড যেখানে "আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমাদের পাঠকগণ জানেন। কুমিল্লা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে ২০৲ টাকা স্কলারসিপ দিয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ কলেজে একজন ছাত্রকে পাঠান হইয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের নিকট প্রতাপগড়ের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিবেন বলিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র চাহিয়াছেন। ভারতে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা-বিস্তৃতির পন্থা সুগম হইতেছে বলিতে হইবে।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি বিধানের জন্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন মহাশয় কলিকাতা মহানগরীতে একটি আয়ুর্ব্বেদ সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাতার পরলোক গমনের পর সভাটি ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। কুমারটুলীর বর্ত্তমান কবিরাজ মহাশয়দিগের প্রভূত চেষ্টায় উহাকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করা হয়। এখন সভার অবস্থা

যথেষ্ট উন্নত, অনেক চিকিৎসকই স্বেচ্ছাক্রমে ইহার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতেছেন। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস মহাশয় গত বৎসর হইতে ইহার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া ভদ্বিজ্ঞসম্ভাষা নামে সকল প্রকার চিকিৎসার আলোচনা যাহাতে সম্যকরূপে হইতে পারে, সভায় সেই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ের এইরূপ একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই সভ্যগণের অনুরাগ বৃদ্ধির বিশেষ কারণ। অধিক সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির ফলে এ বৎসরও উক্ত মহামহোপাধ্যায় সভাপতির পদে বরিত হইয়াছেন। আমরা এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবিদ্ চিকিৎসক-শিরোমণির নিকট সভার উন্নতিকল্পে অনেক বিষয়ের আশা করি।

'আয়ুর্ব্বেদ সভার' কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য।—বর্ত্তমান ১৩২৭ সালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—১। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ, এল, এম, এস সভাপতি, ২। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন, এম-এ, এম-বি, সহঃ সভাপতি, ৩। শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি সহঃ সভাপতি, ৪। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন সহঃ সভাপতি, ৫। শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ সহঃ সভাপতি, ৬। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন, কবিরত্ন সহঃ সভাপতি, ৭। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন সহঃ সভাপতি ও গ্রন্থাধ্যক্ষ, ৮। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন কবিভূষণ, কোষাধ্যক্ষ, ৯। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, সম্পাদক, ১০। শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন কবিভূষণ, সম্পাদক, ১১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ গুপ্ত কবিরত্ন, ১২। শ্রীযুক্ত অনুতোষ সেন, ১৩। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্রসেন বি-এ, ১৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ, ১৫। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসন্ন সেন, ১৬। শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ, ১৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত, কবিরঞ্জন, ১৮। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, ১৯। শ্রীযুক্ত গুলরাজ গোস্বামী, ২০। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত জগদানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ২১। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাব-পরীক্ষক, ২২। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন হিসাব পরীক্ষক, ২৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস, ২৫। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয় মাধব মল্লিক এম, বি, ভিষকরত্ন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—"অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে" এবার যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি বি,এ, এবং আই, এ উপাধিযুক্ত। অনেকগুলি সংস্কৃতবিদ্ ছাত্রও এই বিদ্যালয়ে এবার প্রবেশাধিকার লইয়াছেন। কলেজ-কাউন্সিলের নূতন নিয়মে এবার ৬ মাসের করিয়া বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল,—আনন্দের কথা এই যে, অনেকেই সে ব্যবস্থায় সম্মত হইয়া ৬ মাসের বেতন দিয়া এই কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। এইবার এ বিদ্যালয় ৪র্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫ম বর্ষে পদার্পণ করিল। ভগবান যে ইহার ক্রমোন্নতি করিতেছেন, ইহা নিশ্চয়ই আশার কথা।

কলিকাতা "আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজের"
বার্ষিক পরীক্ষার ফল।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ৪র্থ হইতে ৫ম বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

১। বিশ্বনাথ সেন গুপ্ত
২। প্রমথ নাথ দত্ত গুপ্ত
৩। জি, পি, বিক্রমাচি
৪। রাজেন্দ্র চন্দ্র দাস গুপ্ত
৫। হেম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৬। সতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত
৭। প্রফুল্ল নাথ রায়
৮। যোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত
৯। জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত
১০। কিরণ্ময় দাশ গুপ্ত
১১। গৌর দাস অধিকারী
†১২। ধনঞ্জয় সেনগুপ্ত
†১৩। দগাদাস রাজপক্ষ

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ৩য় হইতে ৪র্থ বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

* ১। কৃষ্ণ কুমার সাহা
২। জিতেন্দ্র নাথ দাশ গুপ্ত
৩। অবিনাশচন্দ্র সেন গুপ্ত
৪। তুলসী চরণ জালদার
৫। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৬। রাজ সিংহ বৃন্দাস
৭। অশ্বিনী কুমার চৌধুরী

* চিহ্নিত ছাত্র ১ মাস পরে বিষত্রয়ের লিখিত পরীক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইলে ৪র্থ বর্ষে উন্নীত হইবে।

†৮। পরমানন্দ শর্ম্মা
*৯। লাল বিহারী টিকাদার
১০। বি, এল, ডব্লিউ, বিমলা জীউ
†১১। গোপাল চন্দ্র গোপ

* এই ছাত্রগণকে সাধারণভাবে উত্তীর্ণ করিয়া লওয়া হইল।

† এই ছাত্র দিল্লী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ হইতে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল এবং এ বৎসরের পরীক্ষায় সার্জ্জারীতে ১ম স্থান অধিকার করায় ৫ম বর্ষে উন্নীত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ২য় হইতে ৩য় বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

১। শচীন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
২। নরেন্দ্র নাথ রায় চট্টোপাধ্যায়
৩। নীলকণ্ঠ দাস আইচ
৪। প্রভাত কুমার চক্রবর্ত্তী
†৫। টি, এম, বি, কুরে

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ১ম হইতে ২য় বর্ষে উন্নীত হইল—গুণানুসারে।

১। রমেশচন্দ্র পাল
২। ইন্দু ভূষণ সেন গুপ্ত
৩। নীরদ চন্দ্র সেনগুপ্ত
৪। সুধাংশু ভূষণ মুখোপাধ্যায়
৫। জ্ঞানেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
৬ { অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
উপেন্দ্রকৃষ্ণ রায় }
৭। দ্বিজেন্দ্র কিশোর রায়
৮। রাজেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
৯। ক্ষীরোদ মোহন রায়
১০। অশ্বিনী কুমার দেব নাথ
১১। রমেশচন্দ্র লাহিড়ী
১২। সুশীলপতি রায়
১৩। কালী কৃষ্ণ কর্ম্মকার
১৪। অবনী ভূষণ গুপ্ত
১৫। বৈকুণ্ঠ নাথ রায়
১৬। সত্য চরণ বসু
১৭। দুর্গা প্রসন্ন সেন
১৮। ধরণী ধর সেন
১৯। যতীন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত
* ২০। মনোমোহন দাশগুপ্ত
* ২১। নিরঞ্জন দাশগুপ্ত
২২। সি, শম্ভুশিব আয়ার
২৩। পূর্ণ চন্দ্র পাল
† ২৪। গণনাথ শর্ম্মা
† ২৫। শ্রীশচন্দ্র দাস
†২৬। ভবেশচন্দ্র রাজখোয়া
†২৭। মহাবীলা শেঠী
†২৮। বি, পি, রণতুঙ্গ
†২৯। বদ্রিপ্রসাদ অগ্নিহোত্রী।

* চিহ্নিত ছাত্রদ্বয়কে ১ মাস পরে দ্রব্যগুণের পরীক্ষায়পার দর্শিতা দেখাইতে হইবে।

† এইরূপ চিহ্নিত ছাত্রগণকে সাধারণভাবে উত্তীর্ণ করিয়া লওয়া হইল।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোটকা।

(কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত)

বাধক রোগে। (১) মুসব্বর ও হিং—সমান ভাগে মিলাইয়া প্রত্যহ প্রাতে ২ রত্তি মাত্রায় কিছুদিন সেবন করিলে রজঃকৃচ্ছ্রতা আরোগ্য হয়। (২) ওলটকম্বলের মূলের ছাল দুই আনা ও গোলমরিচ ৩টি, ত্রকত্র জল দ্বারা বাটিয়া ঋতুর তিন দিবস প্রাতে ও বৈকালে ২বার সেবন করিলে বাধক বেদনার শান্তি হয়। (৩) সোহাগার খই, হিং মুসব্বর ও হীরাকস—সমানভাগে লইয়া ঘৃত-কুমারীর রসে মাড়িয়া ২ রত্তি মাত্রায় জলের সহিত সেবনে বাধকবেদনা নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়ায়।—আদার রস দ্বারা নস্ত গ্রহণ করিলে মূর্চ্ছা নিবারিত হয়। (২) মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও বচ একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছা প্রশমিত হয়। (৩) কাগজ চুরুটের মত প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূম নাসিকায় ধরিলে মূর্চ্ছা শীঘ্র নষ্ট হয়। (৪) রসুনের রসের নস্ত প্রদান করিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। (৫) মরিচ পোড়াইয়া তাহার ধূম নাকে লাগাইলে মূর্চ্ছার অপনয়ন হয়।

শ্বাস বা হাঁপানিতে।—(১) বহেড়া বীজের শাঁস ৪।৫টা—।• আনা—পরিমিত মিছরির জলে মিশাইয়া পান করিতে দিলে শ্বাসের কষ্ট প্রশমিত হয় (২) বহেড়া চূর্ণ ৵• মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাসের কষ্ট বিদূরিত হয়। (৩) পুরাতন গুড় ও সর্ষপ তৈল সম-ভাগে মিশাইয়া সেবন করাইলে শ্বাসের কষ্ট নিবারিত হয়।

প্রমেহ। (১) কচি বাবলা পাতা চারি আনা ওজনে লইয়া মধুর সহিত পিষিয়া সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয়। (২) কাঁচা হরিদ্রার রস ১ তোলা, যজ্ঞডুমুরের রস ১ তোলা ও চিনি চারি আনা একত্র কয়েক দিন সেবনে প্রমেহের জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয়। (৩) গুলঞ্চ, আমলকী গোক্ষুর ও কাঁচা হরিদ্রা ইহাদের এক একটি ॥• তোলা, জল ॥• সের, শেষ ৵•—এই কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্রমেহ পীড়ার শান্তি হয়।

"আয়ুর্ব্বেদের" নিয়মাবলী।

১। আয়ুর্ব্বেদের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, ডাক মাশুল ।৶০ আনা; আশ্বিন হইতে বর্ষারম্ভ। যিনি যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন, সকলকেই আশ্বিন হইতে কাগজ লইতে হইবে। টাকাকড়ি কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি, ৪৬নং বিডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

২। মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে "আয়ুর্ব্বেদ" প্রকাশিত হয়। যে মাসের কাগজ সেই মাসেরমধ্যে না পাইলে সংবাদ দিতে হয়। অন্যথা ঐ সংখ্যা পৃথক্ মূল্য দিয়া লইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। যে সকল প্রবন্ধ মুদ্রণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হয়, সাধারণতঃ সেগুলি নষ্ট করা হইয়া থাকে, তবে লেখক যদি প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং পুনঃ প্রেরণের টিকিট পাঠান, তাহা হইলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইয়া থাকে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথাসময়ে জানাইবেন, নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী হইব না। "আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন নচেৎ কাজের বড়ই অসুবিধা হয়।

৫। রীপ্লাই কার্ড কিম্বা টিকিট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৬। বিজ্ঞাপনের হার—

মাসিক	এক পৃষ্ঠা	বা	দুই কলম	৮৲
,,	আধ ,,	,,	এক ,,	৪॥০
,,	সিকি ,,	,,	আধ ,,	২৸০
,,	অষ্টাংশ ,,	,,	সিকি ,,	১॥০

বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়, এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কম লওয়া হয়। পত্র ও প্রবন্ধাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন
"আয়ুর্ব্বেদ" কার্য্যাধ্যক্ষ
২৯নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৯, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা
প্রকাশিত ও ১৬১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন মেসিন প্রেস হইতে
শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীঅমূল্যধন পালের
আদি ও অকৃত্রিম, গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত
বেঙ্গল শঠি ফুড্
শিশু, বালক, বালিকার ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগের একমাত্র লঘু, পুষ্টিকর, উপাদেয় খাদ্য ও পথ্য
বাঙ্গালার হস্পিটাল বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেলের মতে ইহা সাগু, বার্লী
ও এরারুট অপেক্ষা শিশু ও অজীর্ণ, ক্রিমি, আমাশয় প্রভৃতি
উদর রোগাক্রান্ত লোকের পক্ষে ফলপ্রদ।

সাগু, বার্লী, এরারুট, ও বিদেশীয় খাদ্য অপেক্ষা এই অকৃত্রিম আয়ুর্বেবদীয় বেঙ্গল শঠি ফুড বিশেষ উপকারী। ক্রিমি, অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগ-নাশক লঘু পথ্য ও পুষ্টিকারীতায় অদ্বিতীয় ও প্রধান প্রধান ডাক্তার কবিরাজগণের প্রশংসনীয়।

যে সকল শিশু বা রোগীদিগের দুগ্ধ সহজে জীর্ণ হয় না তাহাদিগকে বেঙ্গল শঠিফুড্ দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করাইলে, সহজে পরিপাক হয়। দুগ্ধের অভাবেও এই বেঙ্গল শঠিফুড্ কেবল মাত্র জলের সহিত পাক করিয়া সেবন করাইলে বালক বালিকাদিগের পক্ষে দুগ্ধের ন্যায় উপকার দর্শিবে।

ফ্যাক্টরী,—বরাহনগর, কলিকাতা।
অফিস শ্রীঅমূল্যধন পাল।

বেনেতি, মশলা, মেওয়া, মিছরী, বাতী, চা, অয়েলম্যান ষ্টোরস্, পেটেণ্ট দ্রব্য বিক্রেতা ও কাগজ বিক্রেতা এবং জেনারেল অর্ডার সপ্লায়ার ও কমিশন এজেণ্ট।

ভিঃ পিতে মাল পাঠান হয়।
১১৩।১১৪ খোংরা পটী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ফাল্গুনের সূচী।